শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

"প্রারব্ধং ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু-
প্রণীত
পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত।

চতুর্থ ভাগ;

দ্বিতীয় ষট্‌ক—দ্বিতীয় খণ্ড,
দশম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী।
মেট্‌কাফ প্রেস্,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু,
দীনধাম, ৬ নং দীনবন্ধু লেন,—কলিকাতা।

[মূল্য,—১॥০ টাকা, ভাল বাঁধাই ২৲ টাকা।

"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ।"

বিজ্ঞাপন।

—:•:—

গীতার চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহা বাহির করিতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া পড়িল। যে কাগজে ইহা ছাপা হইতেছিল, তাহা বাজারে আর পাওয়া যায় নাই। সে কাগজ পাইবার প্রত্যাশায় অনেক দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে কাগজ আর পাওয়া গেল না; তাই অগত্যা অন্য কাগজে শেষ কয়েক ফর্ম্মা ছাপাইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, পাঠকগণ বিলম্ব-জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্বের ন্যায় মেট্‌কাফ্‌ প্রেসের স্বত্বাধিকারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ ভাগের প্রুফ পরিদর্শনের ভার লইয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইতি।

বর্দ্ধমান
শ্রীপঞ্চমী, মাঘ, ১৩২২ } শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দশম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায়



বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী।

দশম অধ্যায়,—বিভূতিযোগ।

একাদশ অধ্যায়,—বিশ্বরূপদর্শনযোগ।

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রার্থনা—

ভগবানের বিশ্বরূপ-বর্ণন—

মুখে প্রবেশ করিতেছে। যেমন পতঙ্গ বিনাশের জন্য অগ্নিতে দ্রুতবেগে প্রবেশ করে, ইহারাও তেমনি বিনাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে তোমার বদনে প্রবেশ করিতেছে। তুমি জ্বলন্ত মুখ-সমূহ দ্বারা লোক সমুদায়কে লেহন করিতেছ। তোমার প্রভাব দ্বারা সমগ্র জগৎ আপূরিত করিয়া তোমার উগ্রতেজ সকলকে প্রতপ্ত করিতেছে—" ... (২৬—৩০) ২৯৪

অর্জ্জুনের প্রশ্ন—

অর্জ্জুন বলিলেন,—"এ উগ্ররূপ তুমি কে, আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার। হে দেব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার এ প্রবৃত্তি আমি জানি না।" ... (৩১) ৩০৩

ভগবানের উত্তর—

ভগবান্ বলিলেন,—"লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল আমি। লোকগণকে সমাহরণ জন্য এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি বধ না করিলেও এখানে কোন যোদ্ধা জীবিত থাকিবে না।" ... ... (৩২) ৩০৫

"অতএব তুমি যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে বধ করিয়া যশস্বী হও। আমার দ্বারা ইহারা পূর্ব্বেই নিহত, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।" ... ... (৩৩) ৩১২

"এই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ প্রভৃতি তোমার সমকক্ষ বীর-গণ এবং অন্য বীর যোদ্ধৃগণ আমার দ্বারাই পূর্ব্বে নিহত হইয়া আছে; অতএব তুমি যুদ্ধ কর, ভয় করিও না এবং রণে জেতা হও।" ... ... (৩৪) ৩১৫

সঞ্জয় বলিলেন,—

"কেশবের এই বাক্য শুনিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে ও কৃতাঞ্জলি-

অর্জ্জুনের স্তুতি, নমস্কার ও প্রার্থনা—

তোমার তুল্য কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকিতেই পারে না” ... ... (৪৩) ৩৪৭

“তুমি জগতের একমাত্র ঈশ্বর, তোমাকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রসন্ন করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের, সখা সখার ও প্রিয় প্রিয়ের অপরাধ সহ্য করে, তেমনি তুমি আমার অপরাধ লইও না—” ... ... (৪৪) ৩৫০

চতুর্ভুজরূপ-দর্শনাভিলাষে অর্জ্জুনের প্রার্থনা—

“তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইতেছি অথচ ভয়ে ভীত হইতেছি। হে দেবেশ জগদাশ্রয়, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং সেই রূপ দেখাও—যাহা কিরীট, গদা ও চক্রযুক্ত চতুর্ভুজ রূপ। আমি সেই রূপই দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে বিশ্বমূর্ত্তি, তুমি সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর।” ... ... (৪৫—৪৬) ৩৫১

বিশ্বরূপ-দর্শনে যোগ্য কে ?—

ভগবান্ বলিলেন,—“হে অর্জ্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আত্মযোগবলে আমার এই যে পরমরূপ দেখাইলাম,—যে তেজোময় অনাদি অনন্ত বিশ্বরূপ দেখাইলাম, ইহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। হে অর্জ্জুন, বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া, তপ কিছুরই দ্বারা তুমি ব্যতীত নরলোকে আর কেহ এ রূপ দেখিতে পারে নাই” (৪৭—৪৮) ৩৬০

“হে অর্জ্জুন, আমার এই রূপ দেখিয়া ব্যথিত বা বিমূঢ় হইও না। তুমি ভীতি দূর করিয়া প্রীতমনে আমার চতুর্ভুজ রূপ দেখ।” ... ... (৪৯) ৩৬১

সঞ্জয় বলিলেন,—

“বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে স্বকীয় চতুর্ভুজ

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ।

"কিন্তু যে সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে সংন্যাসপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া, অনন্যযোগে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সাধককে আমি অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।" ... ... (৬—৭) ৫২৩

ভক্তিযোগে সাধনার ক্রম—

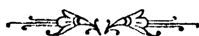
ভগবান্ বলিলেন,—"আমাতেই মন স্থির রাখ, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি আমাতেই নিঃসংশয়ে নিবিষ্ট থাকিবে ও পরিণামে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যদি আমাতে চিত্ত এইরূপ সমাহিত রাখিতে সমর্থ না হও, তবে অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা কর। যদি ইহাতেও সমর্থ না হও, তবে আমার জন্য কর্ম্মপরায়ণ হও, তাহাতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। আর যদি আমাতে যোগাশ্রয়পূর্ব্বক এইরূপ করিতেও অসমর্থ হও, তবে সংযতচিত্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কারণ, কর্ম্মফলত্যাগ হইতে পরিণামে শান্তি লাভ হয়"। ... (৮—১২) ৫৪২

ভগবানের প্রিয়ভক্ত কে?—

ভগবান্ বলিলেন,—"যিনি সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা, মৈত্র ও করুণা-যুক্ত, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, দুঃখ-সুখে সমভাবযুক্ত, ক্ষমী, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে সমর্পিত-মনোবুদ্ধি—যিনি এইরূপ ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়" (১৩-১৪) ৫৭৫

"লোকগণ যাঁহাকে উদ্বিগ্ন করে না এবং যিনি লোকগণকে উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি হর্ষ, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত, যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়" ... (১৫) ৫৮১

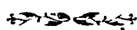
শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা।



দশম অধ্যায়।



বিভূতি যোগ।



"উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বর-দৃষ্টয়ে॥
ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চেতো বহির্ধাবতি যদ্যপি।
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেঽব্রবীৎ॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১



পুন আর মহাবাহু, শুন হে আমার
পরম বচন এই,— প্রীতিমান্ তুমি
কহিব তোমারে তাই, হিতার্থে তোমার। ১

সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্ব এবং বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে, এই অধ্যায়ে যে যে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয়, সেই সব ভাব বিবৃত হইবে। ভগবত্তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া, পূর্ব্বে উক্ত হইলেও, এ অধ্যায়ে পুনর্ব্বার তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (শঙ্কর)।

পূর্ব্বে (তিন অধ্যায়ে) ভক্তি-উৎপাদন জন্য সপরিকর ভক্তিযোগ উক্ত হইয়াছে। এ অধ্যায়ে সেই ভক্তির বৃদ্ধির জন্য, বহুরূপে ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি—এই জগৎরূপ তাঁহার শরীরে তাঁহারই আত্মস্বরূপে যে প্রবর্ত্তিত, তাহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। (রামানুজ)।

পূর্ব্বে তিন অধ্যায়ে ভজনীয় পরমেশ্বর তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাঁহার বিভূতিও সংক্ষেপে সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (জলে আমি রস··· ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অষ্টমে—তাঁহার অধিযজ্ঞাদিরূপ বর্ণিত হইয়াছে। নবমেও, "আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ" ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার কতক বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে তাবৎ বিভূতি প্রপঞ্চিত হইয়াছে। (স্বামী)।

পূর্ব্বে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে, ভজনীয় পরমেশ্বরের স্বরূপ ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য, ইহা উক্ত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে জ্ঞানমাহাত্ম্য কথন পূর্ব্বক, অভক্তের নিন্দা ও ভক্তের পরমার্থফল নিরূপণ দ্বারা ভক্তমাহাত্ম্য দ্যোতিত হইয়াছে। ইদানীং ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য নিরঙ্কুশ স্বীয় ঐশ্বর্য্য,—পূর্ব্বে উক্ত হইলেও, তাঁহার মহিমা বহুভাবে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া স্ব-ভক্ত-হিতার্থ, ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক, বিবৃত করিতেছেন। (কেশব)।

পূর্ব্বে তিন অধ্যায় সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভগবত্তত্ত্ব এবং ধ্যানে সোপাধিক তাঁহার বিভূতি, এবং জ্ঞানে নিরুপাধিক তাঁহার বিভূতি, সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। সেই বিভূতিতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়া এই অধ্যায়ে তাহার বিস্তার করা হইয়াছে। (মধু, গিরি)।

ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য এ অধ্যায়ে বিভূতি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (বলদেব)।

শাণ্ডিল্য বলেন যে, ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান্ই উপাস্য। বিভূতি সকল যখন প্রাণী, তখন সে সে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয় হইলেও তাহাদের প্রতি ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না (শাণ্ডিল্য সূত্র, ৩১)। কিন্তু বাসুদেব

তাঁহার বিভূতি হইলেও, তাঁহার স্বরূপে আবির্ভাবের ভূমি। এজন্য তিনি উপাস্য।

যাহা হউক, রামানুজ মতে যে বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য একই, তাহা বলা যাইতে পারে। ভগবানের এই "আত্ম বিভূতি" দ্বারা তিনি এই লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত (গীতা, ১০।১৬)। সেই বিভিন্ন বিভূতিরূপ ভাবেই ভগবান্ চিন্তনীয়, এবং সেই চিন্তা দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। (গীতা, ১০।১৭)। ইহাতে ক্রমে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই তত্ত্ব দর্শন হয়। স্বামী বলিয়াছেন, যখন চিত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারে বহির্ধাবিত হয়, তখন সেই বাহ্য বিষয়ে ঈশ-দৃষ্টি-বিধান জন্যই এই অধ্যায়ে ভগবদ্-বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই বিভূতির অর্থ কি? বি+ভূ+ক্তিন্ হইতে বিভূতি। সুতরাং বিভূতি অর্থে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব অভিব্যক্তি বা বিকাশ, — বিশেষ রূপে প্রকাশ হওয়া। সে বিশেষ প্রকাশ কিরূপ? ব্রহ্ম জ্ঞানময়। সৃষ্টির প্রথমে তিনি কল্পনা করেন—আমি বহু হইব। "তদৈক্ষত অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়।" "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" "স অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়।"—ইত্যাদি শ্রুতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার এই কল্পনা ঈক্ষণ, তপ বা কামনা তাঁহার স্বশক্তি বলে সৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়। আর তিনি সেই বিশেষ বিশেষ কল্পিত ভাব অভিব্যক্ত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ"—ইতি শ্রুতিঃ।

এই বহু কল্পনা কি? দার্শনিক প্লেতোর কথা অনুসারে কল্পনা=Idea। ইহা বহু হইয়া Ideas রূপে বিবর্ত্তিত হয়। ইহা নিত্য। ইহা সত্য। আর অনন্ত ব্যক্তিযুক্ত জগৎ পারিণামী—অনিত্য। এই নিত্য কল্পনার উপর তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব। প্রত্যেক ব্যক্তির (individual) যে ব্যক্তিত্ব, তাহা তাহার জাতি সম্বন্ধীয় নিত্য কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত।*

---

* পাশ্চাত্য দর্শনে, যাঁহারা এই জাতি ভাবের বা কল্পনার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে Realist বলে; যাঁহারা ইহার নিত্যত্ব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন

ব্রহ্মের এই সৃষ্টি সম্বন্ধে কল্পনা বহু হইয়া ব্যাকৃত হইলে, বহু জাতি কল্পনার অভিব্যক্তি হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—এই বহু কল্পনা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হয়। নাম—মূল জাতিবাচক। আমাদের বৈশেষিক দর্শন হইতে পাওয়া যায় যে, সেই জাতিকল্পনা 'সামান্য' হইতে ক্রমে বিশেষ হয়। পরা সামান্য—সৎভাব। তাহাই ক্রমে বিশেষ হইয়া এই মনুষ্য গো বৃক্ষাদি জাতি বাচক কল্পনায় অভিব্যক্ত হয়। ক্রমে সেই জাতি কল্পনা আরও বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে প্রকৃতিশক্তি অনুসারে সেই বিভিন্ন জাতি কল্পনা—বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে,—এক এক জাতির মধ্যে বহু বিশেষ ব্যক্তিরূপে ব্যাকৃত হয়। প্রকৃতি বশে সেই ভাব—বা জাতি কল্পনার ব্যক্তিরূপ পরিণতি ষড়ভাব বিকারযুক্ত বলিয়া—তাহা জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়। তাই সৃষ্টি অবস্থায় জগৎ-প্রবাহরূপে চলিতে থাকে। এক এক জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের জন্ম ও লয় ধারাবাহিক রূপে চলিতে থাকে। ভগবান্ প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে—সেই জাতি কল্পনা স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। এই জাতি কল্পনা রূপে ভগবানের প্রত্যেক ব্যক্তি মধ্যে অনুপ্রবেশ হেতু, সেই ব্যক্তি, সেই জাতির প্রকৃষ্ট কাল্পনিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ভগবানের পরাশক্তি প্রকৃতি—দেবী ভগবতী তাই "সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা"। (ইতি শ্রীশ্রীচণ্ডী)।

এই প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী। সেই তিন গুণময় ভাবে প্রত্যেক সত্তায় প্রকৃতি অভিব্যক্ত হন। ভগবান্ হইতে প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত এই ত্রিবিধভাবের দ্বারা সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে (গীতা ৭।১২।১০)।

না, যাঁহারা তাঁহাকে আমাদের কল্পনা প্রসূতমাত্র বলেন, তাঁহাদিগকে Nominalist বলে। এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই জাতি কল্পনায় নিত্যত্ব বাদ শ্রুতিসম্মত হইলে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে এ সকল মায়িক।

এই সাত্ত্বিক ভাবের উপর প্রত্যেকের সত্তা প্রতিষ্ঠিত। তাহার সত্তা—ভগবানেরই সৎস্বরূপের অভিব্যক্তি। ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহা বিভূতিমৎ সত্ত্ব তাহা তাঁহারই তেজোহংশ সম্ভূত (গীতা,১০।৪১)। প্রত্যেক ব্যক্তির সেই সাত্ত্বিক ভাব-বা সত্তার অভিব্যক্তির মূলে—ভগবানের নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত কল্পনা অনুস্যূত। কিন্তু এই তিন গুণময় ভাবের পরস্পর বিরোধ হেতু, যাহা প্রকাশ বা সাত্ত্বিক ভাব, তাহা প্রায়ই ব্যক্তি মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত বা পূর্ণ অভিব্যক্ত হইতে পারে না। এইজন্য ভগবৎ-কল্পনায় জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের যে প্রকৃষ্ট ধারণা (Ideal) তাহা ব্যক্তিতে প্রায়ই প্রকটিত হইতে পারে না। যেখানে যত অধিক প্রকটিত হয়, যে কোন বিশেষ ব্যক্তিতে বা পদার্থে ভগবানের সেই জাতির আদর্শ কল্পনা (type or ideal)—যত অধিক প্রকটিত হয়, ভগবানের বিভূতি তত অধিক তাহাতে প্রকাশিত হয়।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত—মানুষ হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত, যেখানে কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তাহার জাতির আদর্শ কল্পনা, তাহার সত্ত্ব যত অধিক বিকাশিত দেখিতে পাই, সেখানে সেই জাতি কল্পনার মধ্যে দিয়া ভগবানের সৎস্বরূপের বিশেষ অভিব্যক্তি আমরা ধারণা করিতে পারি। আমরা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এবং এই জড় জগতের মধ্যে যেখানে যত অধিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ,আনন্দের বিকাশ, জ্ঞানের বিকাশ, শক্তির বিকাশ, সত্ত্বার বিকাশ দেখি, ততই আমরা সেই সৌন্দর্য্যাদির মধ্যে ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করি।

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানবের মধ্যে তাহার এই জাতিত্বকে মনুষ্যত্ব বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন মানবে এই মনুষ্যত্বের কত বিভিন্ন বিকাশ! অসভ্য নগ্নদেহ আমমাংসভোজী মানবের সহিত শুক ব্যাস বশিষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যের কত প্রভেদ! শুক ব্যাসাদিতে মনুষ্যত্বের বা আদর্শ মনুষ্য কল্পনার কত অধিক বিকাশ! তাই তাঁহাদের মধ্যে

ভগবানের আবির্ভাব আমরা ধারণা করি। যেখানে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখি, সেখানে আমরা ভগবানের পূর্ণাবতার ধারণা করি। মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে ধারণা সকলের সমান নহে। যাহার যেরূপ আদর্শ মানুষের ধারণা, সে আদর্শ সে কোথাও পাইলে, তাঁহাকে সে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদানন্দ আত্মা স্বরূপ আমাদের মধ্যে যাহার যত অধিক সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপের বিকাশ হয়, তাহার মনুষ্যত্ব তত অধিক। যাহাতে তাঁহার পূর্ণ বিকাশ, যিনি সচ্চিদানন্দঘন তিনি আমাদের শেষ আদর্শ—পরম আরাধ্য ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ। সেইখানে ভগবানের বিভূতির পূর্ণ অভিব্যক্তি। তিনি শ্রীবাসুদেব।”

অতএব ভগবানের বিভূতি কোথায় কিরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা আমরা এরূপে বুঝিতে পারি। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, তিনি সকলের বীজভূত—ও একাংশে জগৎ ব্যাপ্ত। আর যাহা কিছু বিভূতিমৎ সত্ত্বযুক্ত শ্রীযুক্ত, বলযুক্ত তাহাই ভগবানের তেজ বা শক্তি হইতে সম্ভূত। তাহাই বিশেষ ভাবে তাঁহার বিভূতি। তাহাই পরমেশ্বরের বিশেষ অভিব্যক্তভাবরূপে চিন্তনীয়। ভগবান্ এ অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

যাহা হউক, এস্থলে এই বিভূতি সম্বন্ধে আর কিছু উল্লেখের প্রয়োজন নাই। পরে ইহা বিবৃত হইবে।

১। পুনঃ শুন—পূর্ব্বে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত ভাবে কহিতেছি—শুন, তোমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার কহিতেছি—শুন (মধু)। পূর্ব্বে উক্ত হইলেও এ তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয় হেতু আবার বলিতেছি, শ্রবণ কর (শঙ্কর, হনু)।

পরম বচন—প্রকৃষ্ট, নিরতিশয় বস্তুতত্ত্ব-প্রকাশক বাক্য (শঙ্কর)। প্রকৃষ্ট সপরিকর পরম তত্ত্ব প্রকাশক বাক্য (কেশব)। পরমাত্ম-

নিষ্ঠ বচন (স্বামী)। পরো মীয়তে জ্ঞায়তে অনেন ইতি পরম, অর্থাৎ পরমার্থরূপ উৎকৃষ্ট বচন (বল্লভ)।

মহাবাহু—যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ও আমার পরিচর্য্যাকুশল বাহু যাহার (স্বামী)।

প্রীতিযুক্ত—অমৃতপানে যেমন প্রীতিলাভ করা যায়, তুমি আমার বাক্যে সেইরূপ প্রীতিযুক্ত (শঙ্কর, কেশব)। আমার মাহাত্ম্য শ্রবণে আমাতে ভক্তিযুক্ত (স্বামী)।

হিতার্থে তোমার—তুমি যাহাতে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে—সেইজন্য। ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান অতি কঠিন। দেব মহর্ষিরাও তাহা স্বরূপতঃ জানেন না, এই জন্য পুনরুক্তি (শঙ্কর)। আমার প্রতি ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধিরূপ কল্যাণ কামনায় (কেশব, বলদেব)।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২

সুরগণ নাহি জানে প্রভব আমার—
না জানে মহর্ষিগণ,—আমিই ত হই
দেবদের ঋষিদের আদি সর্ব্বরূপে। ২

২। সুরগণ মহর্ষিগণ—ইন্দ্রাদি দেবতা ও নারদাদি মহর্ষিগণ। ইঁহারা যে পূর্ণব্রহ্মতত্ত্ব ঠিক জানেন না, তাহা উপনিষদে পুরাণে ভূয়ো ভূয়ঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্র ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মার কাছে গিয়াছিলেন, তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহা মৈত্রায়ণী প্রভৃতি উপনিষদে আছে। কেনোপনিষদে আছে, হৈমবতী দেবী উমা ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্ম-

তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে প্রশ্ন আছে, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"? ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ নারদাদীয় সূক্তে (১০।১২৯) ঋষি বলিয়াছেন 'কেই বা এতত্ত্ব জানে? কেই বা বর্ণনা করিতে পারে? দেবগণও পরে উৎপন্ন। সুতরাং তাঁহারাই বা কিরূপে আদি তত্ত্ব জানিবেন? এই সৃষ্টি যাঁহা হইতে ব্যাপ্ত, যাঁহাতে বিধৃত, যিনি ইহার অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ইহা জানেন ও বলিতে পারেন, অথবা পারেন না।' পরম ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানাতীত-চিন্তাতীত। সূক্ষ্ম হেতু তাহা অবিজ্ঞেয় (গীতা ১৩।১৫)। তিনি সৎ বা অসৎ কিছুই বাচ্য নহেন (গীতা, ১৩।১২)। তিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা—এজন্য কোন জ্ঞাতা তাঁহাকে জানিতে পারে না, তিনি জ্ঞেয় হন না।

সুতরাং এ শ্লোকে তাঁহার প্রভব সম্বন্ধে যে জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা দেবতা মহর্ষিদেরও অবিজ্ঞেয়।

প্রভব আমার—প্রভু শক্তির সীমা—অতিশয়। অথবা প্রভাব বা উৎপত্তি (শঙ্কর, মধু)। নাম কর্ম্ম স্বরূপ স্বভাবাদি (রামানুজ)। প্রকৃষ্টরূপে ভবন বা জন্ম রহিত হইয়াও নানা বিভূতিরূপে আমার আবির্ভাব (স্বামী)। অনাদি দিব্যস্বরূপ গুণ বিভূতিমান রূপে আবর্ত্তন (বলদেব)। প্রকৃষ্ট জন্ম অর্থাৎ প্রাদুর্ভাব = প্রভব (বল্লভ)। জীববৎ কর্ম্মনিমিত্ত জন্ম রহিত হইলেও, ভগবানের প্রকৃষ্ট বা অলৌকিক ভবন বা জন্ম—নানাবিধ বিভূতি গুণ শক্তি দ্বারা আবির্ভাব বিশেষ (কেশব)।

অতএব প্রভব অর্থে প্রভাব বা উৎপত্তি। প্রভব = প্রভু শক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ, অথবা প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভাব। প্র + ভূ + অন্ = প্রভব। ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া, becoming, manifesting। প্রভব = বিশেষ ভাবে হওয়া বা অভিব্যক্ত হওয়া। যাহা 'সৎ' (অস্তিত্ব বাচক অস্ ধাতু হইতে সৎ) যাহা নিত্য অব্যয় ভাব (Being) তাহা হইতেই নানা ভাব

হয় (গীতা ২।১৬)। সেই 'সৎ' অদ্বিতীয় একই ব্রহ্ম। তাহা হইতেই নানা ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ইহাদের মধ্যে যে ভাবরূপে অভিব্যক্তি প্রকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ বা প্রধান তাহাই সেই সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রভব। অন্য সকল ভাব সে ভাবের অন্তর্ভূত। এই জন্য সেই প্রভবের মধ্যে প্রভুত্ব—অন্য সকল ভাবের নিয়ন্তৃত্ব অনুমান করা যায়। অতএব ভগবানের প্রভব অর্থে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব বা অভিব্যক্তরূপ। তাহাই এক অর্থে বিভূতি—অর্থাৎ বিশেষ ভাবে ভগবানের অভিব্যক্তি। সেই প্রভবের আর এক অর্থ সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি প্রসঙ্গে তাঁহার পরমেশ্বররূপে অভিব্যক্তি। কিরূপে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বরূপে জগৎ স্রষ্টা হন, কি প্রকারে তিনি বিশ্বধার বিশ্বনিয়ন্তা হইয়াও বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হন, তাহা প্রথম উৎপন্ন দেবমহর্ষিগণ মধ্যে কেহই জানেন না।

আমি সর্ব্বরূপে—দেবতা ও মহর্ষি সকলের সকল প্রকারেই আমি আদি কারণ (শঙ্কর)। তাহাদিগের স্বরূপ জ্ঞান শক্তি প্রভৃতির আদি-কারণ, যাহাদের দেবত্ব ঐশ্বর্য্যত্বাদির হেতু (রামানুজ বলদেব)। সকল প্রকারে তাহাদের উৎপাদক বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তন কারণ (স্বামী)। অথবা নিমিত্ত ও উপাদান রূপে আদি কারণ (মধু)। সর্ব্বপ্রকার আধিদৈবিকত্ব ও দেবত্বের মূলভূত (বল্লভ)। দেব মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারে উৎপাদক ও জ্ঞান শক্ত্যাদি দাতা, এজন্য তাহাদের আদি বা কারণ (কেশব)।

কার্য্য ও কারণ মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ আছে। কার্য্য কারণের যে অংশ বিকাশ হয়, সেই অংশ সে কার্য্য গ্রহণ করে মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের যতটুকু অংশ তাঁহার উপাধিরূপ আমাদের চিত্তে বিকাশিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, ততটুকু আমরা জানিতে পারি। দেবতা বা মহর্ষি আমাদের অপেক্ষা জ্ঞানে যতই বড় বলিয়া আমরা কল্পনা করি, তথাপি সে জ্ঞান সান্ত,—তাহাতে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান, পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব বিকাশ হইবে কিরূপে? যে পরিমাণ

ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে বিকাশিত হয়, সেই পরিমাণে তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। তাই তাঁহারা ভগবানের প্রভব সম্পূর্ণ জানিতে পারেন না।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩



অনাদি জন্মরহিত লোক-মহেশ্বর
আমাকে যে জানে,—সেই এই মর্ত্ত্যমাঝে
মোহহীন—মুক্ত হয় সর্ব্ব পাপ হ'তে। ৩

৩। অনাদি, জন্মরহিত—(অজমনাদিং চ) আমি দেব মহর্ষি-দিগেরও আদি, আমার অন্য আদি নাই, এজন্য অজ ও অনাদি,—অনাদি বলিয়াই অজ (শঙ্কর)। বিকারী অচিৎ দ্রব্য হইতে—এবং তৎসংসৃষ্ট সাংসারিক চেতন দ্রব্য হইতে—ঈশ্বর বিজাতীয়। সাংসারিক চেতনের কর্ম্মজন্য এবং অচিৎ সংসর্গ জন্য জন্ম হয়। ঈশ্বরের সেরূপ জন্ম নাই। তাহাদের হইতে ঈশ্বর ভিন্ন। মুক্তাত্মা হইতেও ঈশ্বর ভিন্ন। কেননা ঈশ্বর অনাদি, মুক্তাত্মাদের সে অনাদিত্ব নাই। তাঁহারা পূর্ব্বে সাংসারিক চেতন থাকিয়া পরে মুক্ত হইয়াছেন (রামানুজ)। "অজ"—এই বিশেষণ দ্বারা, প্রধান অচিৎ-বর্গ হইতে ও সাংসারিক চেতন-বর্গ হইতে ঈশ্বরের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। অচিৎ-বর্গ (জড়) নিজের পরিণাম হেতু ও সংসারিবর্গ (জীব) দেহের-জন্মের দ্বারা জন্মহেতু ইহারা ঈশ্বর হইতে বিজাতীয়। আর "অনাদি" এই বিশেষণ দ্বারা ক্রমমুক্ত চিৎ-বর্গ হইতেও ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশিত হইয়াছে। এখন

তাঁহারা জন্মরহিত হইলেও পূর্ব্বে দেহ-যোগে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল। (বলদেব)। জন্মাদি দোষ রহিত = অজ (বল্লভ)। যে হেতু আমিই দেব মহর্ষিগণের আদি, আমার কেহ আদি নাই, এই হেতু আমি অনাদি, এবং অনাদি বলিয়াই অজ (কেশব)।

লোকমহেশ্বর—লোক সমূহের মহান্ ঈশ্বর। তিনি তুরীয়, অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্যের সহিত অসম্বন্ধ (শঙ্কর)। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান্ ঈশ্বর। চতুর্দ্দশ ভুবনের মহেশ্বর, (মধু)।

নিত্যমুক্ত চিৎ-বর্গ, প্রকৃতি, কাল—ইহারা অজও বটে, অনাদিও বটে, কিন্তু তাঁহারা কেহ লোকমহেশ্বর নহেন। লোক-মহেশ্বর—এই বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবানই কেবল অজ অনাদি ও লোকমহেশ্বর। বিধি রুদ্র প্রভৃতি লোকমহেশ্বর হইলেও অনাদি নহেন। নিত্য মুক্তগণ অনাদি হইয়াও—লোকমহেশ্বর নহেন। (বলদেব)।

ভগবান্ যে অজ অনাদি ও লোকমহেশ্বর, তাহা শ্রুতিতে আছে,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ।"
"ন সৎ ন চ অসৎ শিব এব কেবলঃ।"
"একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।"

এই সকল শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মা রুদ্রাদির সর্ব্ব দেবতার আদিত্ব—তাহাদের কারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদেরও লোকেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব ভগবান্ বাসুদেবের যে লোকেশ্বরত্ব, তাহা সামান্য ভাবে এই ব্রহ্মা রুদ্রাদি লোকেশ্বরত্বের সমান। এরূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। শ্রুতিতে আছে,—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

ইত্যাদি শ্রুতি বিশেষে অভিহিত পরম মহেশ্বরই কেবল সর্ব্বলোকমহেশ্বর শব্দ বাচ্য। (কেশব)।

'কি রাজা কি ভিক্ষুক—মনুষ্য মাত্রেই সমজাতীয়। দেবগণ, দেবগণের অধিপতি, ব্রহ্মাণ্ডেরও অধিপতি—সকলেই সাংসারিক,—সকলেই—ত্রিভুবনের অন্তর্গত—সকলেই সমজাতীয়; যাঁহারা ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন, বা মুক্ত হইয়াছেন,—তাঁহাদের সহিতও মানুষ, দেব, ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি সকলেই সমজাতীয়। সকলেই জীবাত্মা। আব্রহ্ম স্তম্ব সকলই জীব। কিন্তু যিনি লোকমহেশ্বর তিনি ইঁহাদের সমজাতীয় নহেন। তিনি কার্য্য-কারণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, অচেতনত্ব সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত। তিনি নিখিল উপাদেয় নিরবধি নিরতিশয় অশেষ কল্যাণগুণযুক্ত সর্ব্ব নিয়ন্তা (রামানুজ)।

দ্বৈত মতে এই শ্লোকে চিৎ ও অচিৎ-বর্গ হইতে ঈশ্বরের ভেদ দেখান হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এস্থলে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর—সজাতীয় হইলেও ঈশ্বর হইতে চিৎ ও অচিৎ বস্তুর ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর অদ্বৈত মতে, এই ভেদ মায়িক অবিদ্যাবিজৃম্ভিত হইলেও ব্যবহারিক ভাবে জীবে জীবে, জীবে ঈশ্বরে, ও জগতে ঈশ্বরে যে ভেদ তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

জীব ও জগৎ মায়া জন্য অনাদি বটে কিন্তু জগৎ ঈশ্বরনিয়ন্তৃত্বে সৃষ্টি-লয়ের অধীন। জীব—অবিদ্যাবশে শরীরী হইয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন থাকে। কিন্তু জীবাত্মা অনাদি। যাহা হউক, জীবাত্মা সাধনা বলে অবিদ্যা দূর করতঃ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইলেও তাহার জগৎ স্রষ্টৃত্বাদি লাভ হয় না। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই কেবল জগৎ সৃষ্টি স্থিতি লয়ের শক্তিযুক্ত, তিনিই একমাত্র সর্ব্বলোকমহেশ্বর।

জগৎ—সৃষ্টি লয়ের অধীন, ঈশ্বর তাহার অতীত। জগৎ কার্য্য—ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য কারণ, তাঁহার আর কোন কারণ নাই।

ঈশ্বর ভাব নিত্য অব্যয় সনাতন—অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত। আর জড় জীবময় জগৎ ভাব বিকারী পরিণামী। জীব ভগবানেরই অংশ মাত্র। সুতরাং পরমেশ্বরই এই সমুদয় লোকের মহান্ ঈশ্বর। জগতের অন্য কোন নিয়ন্তা নাই। দেবগণ তাঁহারই বিভূতি।

ভগবানের এই অজ অনাদি লোকমহেশ্বর ভাবই তাঁহার পরম ভাব। এই পরম ভাবে ভগবান্ আমাদের জ্ঞানে অধিগম্য হন। ইহা অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন ভাব—পুরুষোত্তম ভাব। ইহা অনন্য ভক্তি দ্বারাই অধিগম্য হইতে পারে (গীতা, ৮।২০-২২)। এই পরম ভাব যে দুর্জ্ঞেয়, তাহা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী ব্যাখ্যা হইতে কতক বুঝা যায়। এ পরম তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় না হইলে, এত মতভেদ হইত না। ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ, অভেদবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদির স্থান থাকিত না। এই সকল বিভিন্ন বাদ, ও সর্ব্বত্র গীতার্থ সমন্বয় করিয়া এই পরমেশ্বর তত্ত্ব জানিতে হইবে। ভগবান বলিয়াছেন যে যিনি এ তত্ত্ব স্বরূপতঃ জানিতে পারেন, তাঁহার সব মোহ দূর হয়, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন।

জানে—জানে (বেত্তি), অর্থাৎ বিশেষরূপে জানে। (বিজানাতি—ইতি শঙ্কর)। দবা বিজ্ঞানের সহিত জানে। বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তি। বিদ্ ধাতু হইতে বেদনা। অতএব বেত্তি অর্থে অনুভব করে, অপরোক্ষ ভাবে জানে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ বা মহর্ষিগণ তাঁহার প্রভব জানে না। এস্থলে যে জানার কথা উক্ত হইয়াছে তাহা, প্রভব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান নহে। এ জানার অর্থ কি? পরম ব্রহ্ম নিরুপাধিক, নির্ব্বিশেষ অবিজ্ঞেয়। জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে এবং আমার সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাঁহাকে সোপাধিক ভাবে জানা যায়। এ জন্য পরম ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় হইয়াও জ্ঞেয়। পরমব্রহ্ম কিরূপে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন, কি প্রকারে তিনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও এই প্রপঞ্চে কারণ রূপে অনুস্যূত হন, তাঁহার সে

প্রভবও অজ্ঞেয়। তবে এই বিশ্বরূপ বিশ্বাধার বিশ্বনিয়ন্তা রূপে, এজগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাঁহার অজ অনাদি লোকমহেশ্বর ভাব জানা যায়। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে এরূপে জানা যায়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই তত্ত্ব অনুধ্যান করিয়া তাঁহাকে জানা যায়। তিনি এই জগতের সৃষ্টি রক্ষা ও লয় ব্যাপারের—সর্ব্ব কারণ। তাঁহার আর অন্য কারণ নাই, কোন আদি নাই উৎপত্তি নাই—এই আদি কারণ ভাবে তাঁহাকে জানা যায়। তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ ও এই চিৎ-অচিদাত্মক জগতে—এক অনন্ত সত্তা বা শক্তির বিকাশ দেখিয়া—একমাত্র জ্ঞানের বিকাশ দেখিয়া,—সর্ব্বত্র আত্মভাব ও জ্ঞাতা ভাবের বিকাশ দেখিয়া, এবং সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য ও আনন্দ দেখিয়া—জানা যায়, কিন্তু তাহাও ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ নহে। তাহাও এক অর্থে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ মাত্র। নিরুপাধিক পরম ব্রহ্ম অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, অব্যপদিশ্য। সগুণ ব্রহ্মই জ্ঞেয়। জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে তিনি জ্ঞেয়। এই সম্বন্ধজ্ঞান আপেক্ষিক, তাহা তটস্থ লক্ষণমূলক। পরমেশ্বরকে আপেক্ষিক ভাবে মাত্র জানা যায়।

অতএব পরমব্রহ্মের স্বরূপ ও প্রভব কেহ জানিতে পারে না। কেবল অনাদি অজ জগৎ-কারণ জগদীশ্বররূপে তাঁহাকে জানা যায় মাত্র। সে জ্ঞান ও শাস্ত্র দৃষ্টি (Revelation) সাপেক্ষ। পরমব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপের বা পরমেশ্বর স্বরূপের জ্ঞান বিশেষ সাধনা দ্বারা বিজ্ঞান সহিত লাভ হইলেই আমাদের পরমার্থ সিদ্ধি হয়।

মোহহীন মর্ত্ত্যমাঝে—সে মনুষ্যগণ মধ্যে সম্মোহবর্জ্জিত (শঙ্কর) তমোরহিত (রামানুজ)।

মুক্ত...হতে—জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় (শঙ্কর)। পূর্ব্বকৃত পাপ হইতেও প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হয়। পূর্ব্বের সমুদায় পাপ সংস্কার বা বীজ নষ্ট হইয়া যায় (মধু)।

ভগবানের এই অজ অনাদি লোকমহেশ্বর রূপ পরম ভাব বিষয়ক

জ্ঞানের দ্বারা ভক্তির উৎপত্তি বিরোধী সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় (রামানুজ)। আমার ভক্তির উৎপত্তি হেতু—সমুদায় কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় (বলদেব)।

যে ভগবানের সর্ব্বলোকমহেশ্বর ভাব বেত্তা, তাহার পক্ষে ভগবান্ বাসুদেবকে ইতর দেবতা সাধারণ ভাবে গ্রহণরূপ সংমোহ থাকে না, এবং সে বাসুদেব পরমেশ্বরে ভক্তি-উৎপত্তিবিরোধী সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় (কেশব)।

ভগবানের প্রভব ও সর্ব্বলোকমহেশ্বরত্ব—পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা সত্য আর
দম শম সুখ দুঃখ, ভব ও অভাব,
ভয় ও অভয়, আর অহিংসা সমতা,
তুষ্টি তপ দান যশ অযশ,—এ সব
প্রাণীদের নানা ভাব হয় আমা হতে। ৪—৫

৪-৫। বুদ্ধি—অন্তঃকরণের সূক্ষ্মাদি বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য (শঙ্কর, বলদেব, মধু)। মনের দ্বারা চিদচিৎ বস্তু বুঝিবার সামর্থ্য (রামানুজ)। ধর্ম্মজ্ঞান কৌশল (বল্লভ)। কার্য্য কারণ বিনিশ্চয়

(হনু)। অথবা, সার অসার বিবেচনরূপ অন্তঃকরণের অবস্থা (কেশব)।

সাংখ্য মতে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি আর এক অর্থে—অধ্যবসায়াত্মিকা।

জ্ঞান—আত্মাদি পদার্থ বোধ (শঙ্কর, মধু)। চিদচিৎ বস্তু বিষয়ে নিশ্চয় বোধ (রামানুজ, বলদেব)। আত্মানাত্মবিবেক, আত্মবিষয়ক জ্ঞান (স্বামী)। আত্মানাত্মপদার্থ বিবেক (কেশব)। সূক্ষ্মাববোধ-সামর্থ্য = বুদ্ধি, আর পদার্থাববোধ = জ্ঞান, (হনু)। স্বরূপাত্মক জ্ঞান (বল্লভ)।

আত্মা—স্বরূপতঃ জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু সে জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ জনিত যে জ্ঞান, তাহা প্রমা জ্ঞান। তাহা চিত্তবৃত্তির এক রূপ। বিপর্য্যয়াদি ভ্রান্তজ্ঞান ও চিত্তবৃত্তির রূপ। প্রমা জ্ঞান—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তঃকরণের সম্বন্ধজনিত জ্ঞান। এস্থলে সেই বৃত্তিজ্ঞানই উক্ত হইয়াছে। 'জ্ঞ' আত্মার যে স্বরূপ জ্ঞান তাহা স্বতন্ত্র, তাহা এস্থলে উক্ত হয় নাই। তাহা একরস। সেই জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, চিত্তে বিজ্ঞান প্রবাহ ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে। জ্ঞানের ইংরাজী প্রতিশব্দ—Reason আর বুদ্ধির প্রতিশব্দ—Understanding। বুদ্ধি বস্তুবিষয়ে নিশ্চয় ধারণাত্মক। ইন্দ্রিয় দ্বারে মন যে বিষয় গ্রহণ করে, (যে Sensation হয়), বুদ্ধি—সেই বিষয় কি তাহা স্থির করে, (perception হয়), এবং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করে। এই নির্ণয়ের ফল বৃত্তিজ্ঞান। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

এজন্য এস্থলে বুদ্ধি ও জ্ঞান পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে জ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধিরই এক ভাব মাত্র। সাত্ত্বিক বুদ্ধির এই ভাব বা জ্ঞানই—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই মুক্তির কারণ। জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা নবম অধ্যায়ের

ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। ভূতগণের এই জ্ঞান-ভাব কিরূপে ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হয়,তাহাও সে স্থলে বিবৃত হইয়াছে।

অসম্মোহ—বোধের যোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, তাহা বুঝিয়া বিবেকপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্তি (শঙ্কর)। অসমজাতীয় শুক্তিতে রজতাদি সজাতীয় বুদ্ধির নিবৃত্তি (রামানুজ)। ব্যাকুলতা বা ব্যগ্রভাবের অভাব (স্বামী, বলদেব)। উপস্থিত বোদ্ধব্য কর্ত্তব্যসমূহে অব্যাকুল ভাবে বিবেকযোগে প্রবৃত্তি (মধু)। উপস্থিত প্রতিপত্তি সামর্থ্য (হনু)। বোদ্ধব্য বস্তু বিষয়ক ভ্রম নিরাশ দ্বারা তাহার স্বরূপ অবধারণ (কেশব)। অসম্মোহ অর্থাৎ সম্যক্ মোহের নিবৃত্তি। মোহের ফল অজ্ঞান বা ভ্রান্ত জ্ঞান। 'বিপর্য্যয়' ও 'বিকল্প'ই ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহা অবিদ্যামূলক—তাহার নিবৃত্তি। আমাদের জ্ঞানে কর্ম্মে ও সুখদুঃখানুভূতিতে সর্ব্বরূপ মোহহীন ভাব। মোহ তামসিক।

পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক রাজস ও তামসভাব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হয়, এবং তাহা দ্বারা জগৎ মোহিত থাকে। অতএব ভগবান্ বা তাঁহার প্রকৃতি হইতে যেমন চিত্তে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়, ও তাহাতে অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, সেইরূপ তাঁহা হইতে বা তাঁহার প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের অজ্ঞান বা মোহ উৎপন্ন হয়। ভগবান্ এই জন্য পরে বলিয়াছেন,—

"মত্তঃ স্মৃতি জ্ঞানমপোহনঞ্চ।" (গীতা, ১৫।১৫)।

ক্ষমা—আক্রোশ বা তাড়নার বিষয় হইয়াও অবিকৃতচিত্ততা (শঙ্কর, মধু)। মনোবিকারের কারণ সত্ত্বেও অবিকৃত ভাব (রামানুজ)। সহিষ্ণুতা (স্বামী, বলদেব)। দুষ্টাদি বৃত্তি সহিষ্ণুতা (বল্লভ)। চিত্তবিকারের হেতু উপস্থিত হইলেও অবিকৃত চিত্ততা (কেশব)।

ক্ষমা বা ক্ষান্তির সাধারণ অর্থ—অপকারকারীর প্রত্যপকার না করা, এবং তাহার প্রতি দ্বেষভাব পোষণ না করা।

সত্য—যথা-দৃষ্ট বা শ্রুত আপনার অনুভব—অপরে সংক্রামিত করিবার উদ্দেশে ঠিক সেইরূপ উচ্চারিত বাক্য (শঙ্কর)। যথার্থ ভাষণ (স্বামী)। যথাদৃষ্ট বিষয় পরহিত ভাষণ (বলদেব)। প্রমাজ্ঞান অপরে বাক্য দ্বারা সংক্রামিত করা (মধু)। যথাদৃষ্ট শ্রুত বস্তু-বিষয়ক ভাষণ (কেশব)। যথাদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ভূতহিতকর বচন সত্য, সেই সত্যের অনুরূপ চেষ্টা দ্বারা একরূপ পরিশুদ্ধ মনোবৃত্তি (রামানুজ)।

সত্য—বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় মনোবৃত্তি বিশেষ। তাহার ফল সত্য বচন, সত্য সংকল্প সত্য অনুষ্ঠান এবং সত্য মনোভাব। প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান হয়, আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞানের বিপরীত ভাব পোষণ না করা, বিপরীত আচরণ না করা, এবং তাহার বিপরীত বাক্য না বলাই—সত্য। আপদাদিতে পরহিতকর ভাষণও সত্য। সত্যের দ্বারা সদ্ভাবে সাধুভাবে অবস্থান হয়।

দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ (শঙ্কর)। সংযম বা উপশম (স্বামী)। সমুদায় বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে অনর্থক বিষয় সমূহ হইতে নিয়মন (রামানুজ)। ইন্দ্রিয় দমন, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় হইতে নিয়মন (কেশব)।

শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, (শঙ্কর)। উপশম বা সংযম (স্বামী)। পরমাত্মনিষ্ঠা (মধু)। পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপা শান্তি (বল্লভ)। অন্তঃকরণকে অনর্থ বিষয় হইতে নিয়মন (কেশব)।

সুখ—আহ্লাদ (শঙ্কর)। অনুকূল অনুভব জন্য মনের হর্ষ (স্বামী)। মদ্ভাবানন্দরূপ সুখ (বল্লভ)।

দুঃখ—সন্তাপ (স্বামী)। প্রতিকূল অনুভব জনিত মনের বিষাদ (মধু)। তাপ (হনু)। আনন্দের অতিরোধ (বল্লভ)। ন্যায়দর্শন মতে সুখ অনুকূলবেদনীয়, আর দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয়।

ভব—উৎপত্তি (শঙ্কর)। জন্মমরণ (স্বামী)। উদ্ভব (হনু, কেশব)।

অভাব—উৎপত্তির বিপর্য্যয় (শঙ্কর, কেশব) মৃত্যু, অসত্য, নাশ।

জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ষড়ভাব বিকারযুক্ত। তাহার মধ্যে প্রধান জন্ম ও মৃত্যু। জীব মাত্রেই জন্ম মৃত্যুর অধীন। এ স্থলে অভাব অর্থে বিনাশ ও ধ্বংস, ইহা—অত্যন্তাভাব নহে।

ভয়—ত্রাস (শঙ্কর)। আগামী দুঃখ দেখিয়া তজ্জন্য ভয় (রামানুজ, বলদেব)। ভবিষ্যৎ দুঃখের সম্ভাবনা জানিয়া ত্রাস (কেশব)। মৃত্যু কালাদির ভয়—অভিনিবেশ (বল্লভ)।

অভয়—ভয়ের বিপরীত (শঙ্কর)। ভয়ের নিবৃত্তি, অথবা আশা। ভবিষ্যৎ সুখের সম্ভাবনা হেতু মনের উৎসাহ। ভগবৎচরণআশ্রয়ে কালভয়ের অভাব (বল্লভ)।

অহিংসা—প্রাণীদিগকে পীড়া না দেওয়া (শঙ্কর)। পরপীড়া নিবৃত্তি, পরদুঃখের কারণ না হওয়া (রামানুজ)। কায়মনোবাক্যে প্রাণি-হিংসা নিবৃত্তি (কেশব)।

সমতা—সমচিত্ততা (শঙ্কর)। আপনাতে, বন্ধুগণেতে বা বিপক্ষেতে অর্থ ও অনর্থ বিষয়ে সমবুদ্ধি (রামানুজ)। সর্ব্বভূতে সম-দর্শন বা ঈশ্বর দর্শন। সর্ব্বত্র সদ্ভাব (বল্লভ)। রাগ দ্বেষরাহিত্য (কেশব)।

তুষ্টি—সন্তোষ, যাহা কিছু লাভ হয়, তাহাতে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি (শঙ্কর), বা তাহাতে পরিতোষ ভাব (রামানুজ)। তৃপ্তি বুদ্ধি। দৈবলব্ধ বিষয়ে সন্তোষ (স্বামী)। যথালাভে সন্তোষ (কেশব)। ভোগেতে 'ইহাই যথেষ্ট'—এই বুদ্ধি (মধু)।

তপ—ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক শরীর পীড়ন (শঙ্কর)। শাস্ত্রসিদ্ধ সম্ভোগের সঙ্কোচ (রামানুজ)। শাস্ত্রীয় উপায়ে দেহেন্দ্রিয় শোষণ (রামানুজ)। ঈশ্বরার্থ ক্লেশ সহন (বল্লভ)। ত্রিবিধ তপের কথা পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

দান—যথাশক্তি ভাগ করিয়া দেওয়া (শঙ্কর)। আপনার ভোগ্য বিষয় অপরকে দেওয়া (রামানুজ)। ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদি পরকে অর্পণ

(স্বামী)। দেশকালে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাশক্তি সৎপাত্রে অর্থ সমর্পণ (মধু, কেশব)। সদুপদেশাদি দান (বল্লভ)। পরে উক্ত হইয়াছে যে দান— সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। দেশকাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক দান সাত্ত্বিক।

যশ—ধর্ম্ম নিমিত্ত কীর্ত্তি (শঙ্কর)। গুণ সমুৎপন্ন প্রসিদ্ধি (রামানুজ)। সৎকীর্ত্তি (স্বামী)। ঔদার্য্যাদি গুণবত্তা জন্য শ্লাঘা (কেশব)।

অযশ—যশের বিপরীত। অধর্ম্মনিমিত্ত অকীর্ত্তি (শঙ্কর)। অপকীর্ত্তি। কার্পণ্যাদি দোষজন্য লোককুৎসা (কেশব)।

প্রাণীদের নানা ভাব হয় আমা হতে—(পৃথগ্বিধা ভাবাঃ) ভূতগণের পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি প্রভৃতি ভাব সমূহ পৃথক্ পৃথক্ হয়—স্বকর্ম্মানুরূপ হয় (শঙ্কর)। যে বৃত্তি—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির হেতু—তাহাকে ভাব বলে। সেই ভাব সমূহ—আমার সংকল্পের অধীন হইয়া হয়। সর্ব্বভূতসৃষ্টিস্থিতি ব্যাপারে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহাদের প্রবৃত্তিও আমার সংকল্পের আয়ত্ত (রামানুজ)। ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সাধন বৈচিত্র্য ভাব সকল নানাবিধ (মধু)। ভাব পদার্থ (হনু)। তৎতৎ জ্ঞানানুরূপ ভাব (বল্লভ)। প্রাণীদের (ভূতানাং)=মৎকৃপাবিশিষ্ট জ্ঞানীদের (বল্লভ)। এই বুদ্ধি প্রভৃতি এবং তাহাদের বিপরীত ভাব সকল পৃথক্‌বিধ বা প্রতি ব্যক্তিতে তৎ তৎ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন হয় ও তাহা আমা হইতেই হয়। (কেশব)।

পূর্ব্বে ৭।১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে ভাব তিন প্রকার—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। তাহা ভগবান হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্যে নাই, এবং তাহারাও ভগবানের মধ্যে নাই। এই তিন গুণময় ভাব সমূহ দ্বারা সমুদায় জগৎ মোহিত। এই যে ত্রিগুণময় ভাব ইহাই ভগবানের দৈবী গুণময়ী মায়া। ইহাই প্রকৃতি। (৭।১৪-১৫)। এস্থলে যে বুদ্ধি জ্ঞান অসম্মোহ প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব উক্ত হইয়াছে তাহা প্রকৃতিজ উক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবেরই অন্তর্গত।

আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে জানিতে পারি যে, পরমাপ্রকৃতি দেবী ভগবতীই সর্ব্বভূতে—বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, শক্তি, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, শান্তি, ক্ষান্তি, কান্তি, লক্ষ্মী, লজ্জা, মাতা, দয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তুষ্টি, বৃত্তি, নিদ্রা, ছায়া, ভ্রান্তি প্রভৃতি রূপে অবস্থিতা। তিনিই বোধলক্ষণ বুদ্ধি লজ্জা তুষ্টি পুষ্টি প্রভৃতি রূপে সর্ব্বভূতে অভিব্যক্ত।

প্রকৃতির ত্রিগুণ জন্য এই সকল ভাবের পার্থক্য হয়। যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের এই ভাব সকল প্রকৃতির অনুগ্রহে সাত্ত্বিক। যাহাদের প্রকৃতি রাজসিক, তাহাদের এ সকল ভাব বা বৃত্তি ও রাজসিক। আর তামসিক লোকের উক্ত ভাব সকল তামসিক। সত্ত্ব রজঃ ও তমোভেদে যে বুদ্ধি, জ্ঞান, তপ, দান প্রভৃতি ভিন্ন হয়, পরে তাহা উক্ত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, এইস্থলে উক্ত বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, ভব, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান—এ সকল ভাব প্রধানতঃ সাত্ত্বিক, ইহারা দৈবী সম্পদের অন্তর্গত। (গীতা, ১৬।১-৩), আর এস্থলে প্রধানতঃ রাজসিক ভাবের বা আসুর সম্পদের মধ্যে কেবল দুঃখ, অভাব ও ভয় মাত্র উক্ত হইয়াছে। এস্থলে এইরূপে সংক্ষেপে ভূতগণের পৃথক্‌বিধ ভাব উক্ত হইয়াছে মাত্র। পরে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

এস্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। ভাবগুলি প্রায়ই দ্বন্দ্বযুক্ত অথবা কেশবাচার্য্যের কথায় তাহারা তাহাদের বিপরীত ভাবযুক্ত। এস্থলে সুখ-দুঃখ, ভব-অভাব, ভয়-অভয়, যশ-অযশ—এই কয়টি দ্বন্দ্ব বা পরস্পরাশ্রিত যুগ্ম ভাব মাত্র উক্ত হইয়াছে। অন্য ভাব সম্বন্ধেও তাহার দ্বন্দ্ব উল্লেখ করা যায়। যথা—জ্ঞান-অজ্ঞান, সম্মোহ-অসম্মোহ, ক্ষমা-অক্ষমা, সত্য-অসত্য, হিংসা-অহিংসা ইত্যাদি। এস্থলে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। পরে দ্বন্দ্বমোহের উল্লেখ আছে।

ভগবান্ তাঁহার প্রকৃতি বা গুণময়ী মায়া দ্বারাই যে এই সকল ভাবের প্রবর্ত্তক, তাহাদের যে মূল কারণ ও নিয়ন্তা, তিনিই কেবল তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে মাত্র।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

সপ্ত মহর্ষিরা, পূর্ব্বে চারিজন আর
মনুগণ,—মম ভাব মানস-সম্ভূত,—
যাহাদের এই সব প্রজা—হয় লোকে ॥ ৬

৬। সপ্ত মহর্ষিরা—ভৃগু প্রভৃতি (শঙ্কর)। ভৃগু হইতে বশিষ্ঠ পর্য্যন্ত (গিরি)। বেদ ও তাহার অর্থদ্রষ্টা ভৃগু প্রভৃতি (কেশব, মধু, বলদেব)।

বেদে এই সপ্তর্ষি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত। নিরুক্ত হইতে জানা যায় যে, আধিদৈবিক অর্থে এই সপ্তর্ষি—সপ্ত রশ্মি (prismatic colours), আধ্যাত্মিক অর্থে সপ্ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাজসনেয় যজুঃ সংহিতা (৩৪।৫৫) অথর্ব্ব সংহিতা (১০।১৬।৮) দ্রষ্টব্য। কোথাও বা সপ্তঋক্ষ (Great bear) নক্ষত্ররাশিকে সপ্তর্ষি বলা হইয়াছে। যাহা হউক পুরাণ অনুসারে সপ্তর্ষির নাম এই :—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস্, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। পুরাণে আছে,—

"ভৃগুং মরীচিমত্রিং চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বশিষ্ঠঞ্চ মহাতেজাঃ সোঽসৃজন্মনসা সুতান্॥"

কিন্তু মহাভারতে আছে,—

"মরীচি রঙ্গিরাশ্চাত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মনসা নির্ম্মিতা হি বৈ ॥"

বিষ্ণুপুরাণে নব মহর্ষি উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিং চ বশিষ্ঠং চৈব মানসান্।
নবব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥"

পুরাণ মতে ইঁহারাই সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজা সৃষ্টিকারী—ও প্রবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা প্রধান প্রজাপতি। ঋগ্বেদে যে মন্ত্রদ্রষ্টা সপ্তর্ষির নাম আছে, তাহা কতক ভিন্ন। তাঁহাদের নাম—বশিষ্ট, ভরদ্বাজ, বিশ্বমিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, অত্রি ও কশ্যপ। ইঁহারা ঋগ্বেদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সূক্তের ঋষি। প্রতি কল্পের সপ্তর্ষি ভিন্ন। পুরাণ হইতে জানা যায় যে এই কল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, মরীচি, অত্রি প্রভৃতি, পূর্ব্বোক্ত সাত জন প্রধান ঋষি ছিলেন। এই সপ্তম মন্বন্তরে উক্ত বৈদিক ঋষিরাই সপ্তর্ষি। ইঁহারাই আমাদের এ মহাযুগে বেদ প্রকাশক।

পূর্ব্বে চারি—সৃষ্টির প্রথমে আবির্ভূত—সনক সনন্দনাদি চারি জন। এই চার মহর্ষি সপ্তর্ষিগণেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন (কেশব)। শাঙ্কর ভাষ্যের প্রারম্ভেই আছে ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি পূর্ব্বক ইহার স্থিতি ইচ্ছা করিয়া প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করান, এবং সনক সনাতন প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিয়া জ্ঞান বৈরাগ্য লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করান।

এইরূপে সৃষ্টির প্রথমে ভগবান হিরণ্যগর্ভরূপে চারিজন নিবৃত্ত ধর্ম্ম গ্রহণকারী মহর্ষি এবং সাতজন প্রবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণকারী মহর্ষিকে মন

হইতে সৃষ্টি করেন। অতএব এই চারিজন এবং উক্ত সাতজন মহর্ষি—ইঁহারা প্রথমোৎপন্ন। তাহার পরে মনুগণের উৎপত্তি।

এই চারি মহর্ষির নাম—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ইঁহাদিগকে কুমারও বলা হয়। সপ্তর্ষিরা—প্রজাপতি। তাঁহারা জগতে প্রবৃত্তি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আর সনকাদি চারি মহর্ষিরা জগতে নিবৃত্তি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

পুরাণে আছে,—

"সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা।
ন তে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে॥
সর্ব্বে তে চাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ।"

মনুগণ—মনু চতুর্দ্দশ। প্রত্যেক কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরের অধিপতি একজন মনু। এই কল্পের যে চতুর্দ্দশ মনু, তাঁহাদের নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম,তামস, রৈবত,চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। এক কল্পে সহস্র চতুর্যুগ বা মহাযুগ। প্রতি মন্বন্তরে কিঞ্চিদধিক ৭১ মহাযুগ। বর্ত্তমান মনুর নাম বৈবস্বত মনু। শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য হইতে আপাততঃ মনে হয় যে ' চত্বারো মনবস্তথা" ইহার অর্থ "আর চারিজন মনু।" কিন্তু এ অর্থ পুরাণ সঙ্গত নহে। কেশব স্বামী বলদেব যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে গৃহীত হইয়াছে। মধুসূদন দুইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

কেশব বলিয়াছেন যে, "কেহ কেহ অর্থ করেন,—পূর্ব্বে সপ্ত মহর্ষিগণ—অতীত মন্বন্তরে যে ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ নিত্যসৃষ্টি প্রবর্ত্তন জন্য ব্রহ্মার মানস হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, এবং নিত্য স্থিতি প্রবর্ত্তন জন্য যে সাবর্ণিকাদি চার মনু স্থিত, তাহাদের সন্তান এই লোকে এই সকল প্রজাজাত,—অর্থাৎ প্রতিক্ষণ প্রলয় পর্য্যন্ত অপত্যের উৎপাদক ও পালক হন।

কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে। তাহা অপ্রামাণিক। কেবল সপ্তর্ষিগণের পূর্ব্বত্ব সঙ্গত নহে, সনকাদির তাহাদের অপেক্ষাও পূর্ব্বত্ব উক্ত আছে। আর কেবল চারজন মনু মাত্র গ্রহণ করা উচিত নহে। যেহেতু মনু চতুর্দ্দশ জন। ইহা পুরাণ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে যে ভগবান্ কেবল চারিজন গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা অতীত ছয় ও বর্ত্তমান, মনুকে ত্যাগ করিয়া কেবল ভবিষ্যৎ মনুগণের মধ্যে চারিজনকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না।'

মম ভাব মানসসম্ভূত—(মদ্ভাবা. মানসাজ্জাত)—মদ্‌গতভাবনাপর, বৈষ্ণবীশক্তি বা সামর্থ্যসম্পন্ন. আমার মন হইতেই উৎপাদিত, (শঙ্কর)। ইহার এক অর্থ হইতে পারে যে, যেমন ভূতগণের জ্ঞানবুদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্নভাব আমা হইতে হয়, সেইরূপ মহর্ষিগণ ও মনুগণ আমার ভাব—ইহারা মানস সম্ভূত আমারই ভাব। এ অর্থ কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেনই। ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ নিয়ে বিবৃত হইল।

মম ভাবে—অর্থাৎ তাহারা আমারই ভাবযুক্ত। তাহারা মদ্গত ভাবনাযুক্ত. বৈষ্ণব সামর্থ্যযুক্ত (শঙ্কর)। তাহারা আমার সামর্থ্যযুক্ত, আমার সঙ্কল্পের অনুযায়ী (রামানুজ)। আমার চিন্তা করে বলিয়া অসীম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত (মধুসূদন, বলদেব)। আমার প্রভাব যাঁহাদের মধ্যে সেই হিরণ্যগর্ভাদি (স্বামী)।

সর্ব্বেশ্বর আমাতে গত ভাবনাযুক্ত সুতরাং বৈষ্ণবী শক্ত্যাধিষ্ঠিত হেতু জ্ঞান ঐশ্বর্য্যবান (গিরি)। তদীয় যে যে ভাব—জীবগণের সৃষ্টিপালন সংহার, মোক্ষভাবনা,—তাহাই মদ্ভাব। সে ভাব যাহাদের আছে, সেই মদ্ভাব বা আমার অনুগ্রহে সৃজন পালন সংহরণ মোক্ষণ শক্ত্যান্বিত। সপ্ত মহর্ষিগণ সৃজনশক্তিযুক্ত—বেদোক্ত প্রবৃত্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। মনুগণ পালন-শক্তিঅন্বিত, রুদ্র-সংহারশক্তি-অন্বিত। সনন্দনাদি সংসার হইতে মোক্ষণ-শক্তিঅন্বিতও নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। (কেশব)।

ভগবান পূর্ব্বে তাঁহার ভাব—'মদ্ভাব' প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন (গীতা ৮।৫)। মদ্ভাব অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভাব—ঐশ্বর্য্য অধিষ্ঠাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-ভাব। প্রথমোৎপন্ন মহর্ষিগণ ও মনুগণ এই পরমেশ্বর-ভাবে ভাবিত হইয়া, মানসোৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন যে, তিনি দেবমহর্ষিগণের আদি এজন্য তাহারা তাঁহার প্রভব জানে না। তিনি কিরূপে দেব মহর্ষিগণের আদি, তাহাও এস্থলে এইরূপে বুঝান হইয়াছে।

মানস সম্ভূত—আমার মনের দ্বারাই উৎপাদিত (শঙ্কর)। তাঁহারা ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) মানসপুত্র, (রামানুজ)। তাহারা হিরণ্যগর্ভাত্মক আমারই মন হইতে বা সংকল্প মাত্র জাত (স্বামী)। তাহারা অযোনিজ; সংকল্পমাত্র উৎপন্ন, অতএব বিশুদ্ধজন্মা (মধু)। হিরণ্যগর্ভাত্মক আমার মানসজাত (বল্লভ)। হিরণ্যগর্ভ হইতে মন। আমার মনের সংকল্প হইতে জাত (কেশব)। পূর্ব্বে বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এ সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি 'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং' তিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমবর্ত্তিত হন। তাঁহার সহিত মন ও মনের রেতঃ যে কাম তাহা সমবর্ত্তিত হয়। "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসঃ রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।" এই আদি সমবর্ত্তিত মনের সংকল্প ঈক্ষণ, বা কামনা হইতে সৃষ্টি হয়। সংকল্পাত্মক মনের সংকল্প হইতে প্রথম এই মহর্ষিগণ ও মনুগণ ঈশ্বর ভাবযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হন। ভগবান্ এই সকল ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ৬।৭)।

ভগবান লোকমহেশ্বর; তিনি দেব মহর্ষিদের আদি। ইহা বুঝাইতে বলা হইয়াছে যে, ইহারা ভগবানের সঙ্কল্পমাত্রেই আবির্ভূত। তাহারা ভগবানেরই প্রকাশ স্বরূপ,—সৃষ্টি কল্পে তাঁহারই বিশেষ বিকাশ, প্রকটরূপ। ভগবানের ভাব অর্থে তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি—তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি মহাভাগ্যের বিকাশ। এই অর্থই অধিক সঙ্গত। ভগবান হইতে যে ভূতগণের ভাবের উৎপত্তি হয় তাহা, পূর্ব্ব দুই শ্লোকে উক্ত

হইয়াছে। এস্থলে—যাহা হইতে এ লোকে ভূতগণের উৎপত্তি হয়—ভগবানের সেই মহর্ষি, মনু প্রভৃতি ভাবের কথা উক্ত হইল।

এ লোকে···প্রজা—যে মহর্ষিগণ ও মনুগণের সৃষ্টি এই লোকে স্থাবর জঙ্গম এই উভয়বিধ প্রজা (শঙ্কর)। ইহারা প্রতি মন্বন্তরে নিত্য সৃষ্টি প্রবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মার মানস হইতে উৎপন্ন হন। তাহারাই প্রতি-কল্পে প্রলয় পর্য্যন্ত ভূতগণের উৎপাদক (রামানুজ)। ব্রাহ্মণাদি সকলে যাঁহাদের সন্তান (মধু)। পুত্র পৌত্রাদিরূপে ও শিষ্যপ্রশিষ্যাদি রূপে ব্রাহ্মণাদি সকলে এলোকে, উক্ত সপ্তর্ষি প্রভৃতির প্রজা বা সন্তান (স্বামী. কেশব)। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল প্রজা জন্ম দ্বারা ও বিদ্যা দ্বারা উক্ত পঞ্চবিংশতিগণ ঈশ্বরভাবরূপ হয়েন। (বলদেব)।

মহর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং মনুগণ—"ভগবানেরই ভাব", তাহারা ভগবানে প্রতিষ্ঠিত নিত্যভাব। তাহা হইতেই "লোক" লোকপালগণ ও প্রজাগণের উৎপত্তি। সেই ভাবেরই উপর এই ভূতপ্রবাহ নির্ভর করে।

ঐতরেয় উপনিষদে আছে,—"আত্মা বা ইদমেক একমগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত। অম্ভোমরীচিঃ মরম্ আপো...।" স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকপালাশ্চ সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামুর্চ্ছয়ৎ।" (ঐতরেয় ১। ১—৩)।

এই পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। তাঁহার মুখাদি হইতে দেবতাদের সৃষ্টি। এবং তাঁহা হইতেই প্রথমে মহর্ষিগণ ও মনুগণের উৎপত্তি। অথবা তাঁহারা লোকপাল এবং দেবতাদের ও পূর্ব্বে উৎপন্ন। ইহাদের দ্বারা লোকত্রয় সৃষ্টি ও রক্ষা হয়।

ভগবান যে সৃষ্টির আদিতে কল্পনা করেন, 'আমি বহু হইব',—সেই কল্পনা হইতে প্রথমে এই সপ্তপ্রবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহর্ষি ও চারি নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহর্ষির উৎপত্তি। সেই ভাব মধ্যে ভগবান অনুপ্রবিষ্ট। সৃষ্টি

যত দিন থাকে, এই ভাব তত দিন থাকিবে। প্রতি জীবে এই ভাবের বীজ নিহিত থাকে। জীবের ক্রম বিকাশ সহিত সেই ভাবেরও বিকাশ হয়। মানুষে তাহার বিশেষ বিকাশ। মানুষের মধ্যে সপ্তর্ষিরূপ ব্রহ্মভাবের অধিষ্ঠান আছে বলিয়া মানুষে প্রবৃত্তি ধর্ম্মের বিকাশ হয়। আর তাহাদের মধ্যে উক্ত চারি মহর্ষির বা কুমারগণের অধিষ্ঠান হেতু—তাহাদের মধ্যে নিবৃত্তি ধর্ম্মের বিকাশ হয়। ভৃগুগণ প্রথম—তাঁহাদের হইতেই এই নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি ধর্ম্মবীজ লইয়া জন্মে, এইজন্য এই লোক সকলই তাঁহাদের প্রজা। তাঁহারা প্রতি জীবের অন্তরে এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মনুগণ সম্বন্ধেও সেই কথা। তবে এক এক মন্বন্তরে সেই সেই মন্বন্তরাধিপতির অধিকার। তাহাদের হইতেই—সেই মন্বন্তরের মানব (অর্থাৎ মনুর সন্তানগণ) সেই মন্বন্তরের বিশেষ ধর্ম্মলাভ করেন। মানবেরা মনুরই সন্তান। ঋগ্বেদে আছে বৈবস্বত মনু প্রথম তাঁহার প্রজাগণকে কৃষি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এইরূপে প্রতি সৃষ্টির সহিত সে সৃষ্টি বাধার জন্য ভগবান্‌ নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সনকাদি ঋষি চতুষ্টয়কে ও প্রবৃত্তি ধর্ম্ম পবর্ত্তক প্রজাপতি ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষিদিগকে তাহারই মন হইতে তাঁহারই ভাবে ভাবিত করিয়া উৎপাদন করেন। এবং এইরূপে তাঁহারা সমষ্টিভাবে এ সৃষ্টিতে ও ব্যষ্টি-ভাবে প্রতি জীবে অবস্থিত থাকিয়া জগতের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও রক্ষা করেন।

যাহা হউক পৌরাণিক সৃষ্টি ব্যাখ্যা কিছু ভিন্ন। কিরূপে পরম পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়—কিরূপে এই সপ্তর্ষি প্রভৃতির হিরণ্যগর্ভ অথবা ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, এবং উৎপন্ন হইয়া সপ্তর্ষিরা ও মনুগণ কিরূপে প্রজা সৃষ্টি ও রক্ষা করেন, এ সকল বিবরণ পুরাণে—বিশেষতঃ শ্রীভাগবতে, বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এস্থলে তাহা আলোচ্য নহে।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭;



আমার বিভূতি আর যোগ এই সব
যে জানে স্বরূপে, সে না হয়ে বিচলিত
হয় যোগযুক্ত—ইথে নাহিক সংশয়। ৭

৭। বিভূতি—বিস্তার, (শঙ্কর, হনু)। বুদ্ধি প্রভৃতি উপাদানত্ব দ্বারা বিবিধ ভূতি ভবন্ বা বৈভব,—সর্ব্বাত্মকত্ব (গিরি)। আমার আয়ত্তাধীন উৎপত্তি স্থিতি ও প্রবৃত্তি রূপ ঐশ্বর্য্য (রামানুজ)। সমুদায় প্রপঞ্চের স্থিতি প্রবৃত্তি জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও শক্তি আমার অধীন, এজন্য ইহা বিভূতি—বা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপ (বলদেব)। বুদ্ধি আদি, মহর্ষি আদি বিবিধ ভাব, ও সেই সেই ভাবেই ইহাদের স্থিতি (মধু)। বুদ্ধি আদি মহর্ষি আদিরূপ মম ঐশ্বর্য্য (কেশব)। ক্রীড়ার্থপ্রকটিত ভৃগুপ্রভৃতিলক্ষণ উক্ত বিভূতি (বল্লভ)।

এস্থলে এই সকল বিভূতি অর্থে পূর্ব্বে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত বিভূতি অথবা, ভগবানের প্রভব। ভগবান্ অজ অনাদি লোক-মহেশ্বর। তিনি দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি বা মূল কারণ। তাঁহা হইতে—বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব, এবং ভগবানের সনকাদি ভাব বা বিভিন্ন নিবৃত্তিধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহর্ষিভাব, ভৃগুপ্রভৃতি ভাব বা প্রবৃত্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সপ্ত মহর্ষিভাব ও মানব সমাজের স্থিতি হেতু চতুর্দ্দশ মনুভাব—ইত্যাদি যে বিবিধ ভাব প্রবর্ত্তিত হয়—তাহাই এই সকল বিভূতি।

বিভূতির প্রকৃত অর্থ পূর্ব্বে অধ্যায়ারম্ভে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। পরেও তাহা বিবৃত হইবে।

যোগ—যুক্তি, আমার আত্মার ঘটনা, অথবা যোগৈশ্বর্য্য সামর্থ্য, সর্ব্বজ্ঞত্বযোগজ যোগ (শঙ্কর)। ঈশ্বরের সেই সেই অর্থ সম্পাদনে সামর্থ্য অথবা মহর্ষিগণের ও মনুগণের—ভগবদৈশ্বর্য্য লেশ যোগ হইতে—জ্ঞাতৃত্ব ও ঐশ্বর্য্যত্ব যোগ (গিরি, কেশব।) উপাদেয় কল্যাণ গুণাখ্য যোগ (রামানুজ)। সেই সেই অর্থ নির্ম্মাণ সামর্থ্যরূপ পরমৈশ্বর্য্য (মধু)। অনাদি অজত্বাদি কল্যাণগুণসমূহ সহ সম্বন্ধ (বলদেব)। বিভূতির হেতুভূত যোগ (হনু)।

ভগবানের এই যোগ—এই ঐশ্বরীয় যোগ কি, তাহা ভগবান স্বয়ং নবম অধ্যায়েই প্রথমে বলিয়া দিয়াছেন। "তিনি অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা এই সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, সমস্ত ভূত তাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, অথচ ভগবান্ তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহেন, আর ভূত সকলও তাঁহার মধ্যে অবস্থিত নহে, তাঁহার আত্মা ভূতস্থ, ভূতভর্ত্তা, ভূতভাবন হইয়াও নির্লিপ্ত। আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু অবস্থিত হইয়াও অব্যাহতগতি, সেইরূপ সর্ব্বভূত তাঁহাতে অবস্থিত হইয়াও যেন অবস্থিত নহে।" ইহাই ভগবানের যোগৈশ্বর্য্য। তিনি জগতের সহিত যুক্ত থাকিয়াও অসংযুক্ত। তাঁহার প্রকৃতিরূপ অংশে জগৎ অবস্থিত, কিন্তু তাঁহার প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ-তত্ত্বে জগৎ অবস্থিত নহে। তাঁহার বিভূতি বিস্তারের দ্বারা তিনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট—একাংশে অবস্থিত মাত্র। অতএব জীব ও জড় জগতের সহিত ভগবানের যে আশ্চর্য্য অসাধারণ সংযোগ বা সম্বন্ধ, তাহাই এই যোগ। তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, অব্যয় হইয়াও জগৎকারণ, নির্লিপ্ত পূর্ণ হইয়াও জগতের কর্ত্তা। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায়, ব্রহ্মে—বা ব্রহ্মজ্ঞানেই Law of Identity ও Law of Contradiction এর সামঞ্জস্য বা সমন্বয় হইতে পারে। নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা এ স্থলে দ্রষ্টব্য।

গিরি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি প্রভৃতি যে ভূতগণের ভাব এবং দেব

মহর্ষি মনু প্রভৃতি যে ভগবানের মানস ভাব,—সেই সেই ভাব বা বিভূতির অর্থ সম্পাদন সামর্থ্যই যোগ। এই যোগও তাহার ফল ঐশ্বর্য্যত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব। ভগবানের সেই শক্তি জ্ঞান লেশ মাত্র আশ্রয় করিয়া মনু ভৃগু প্রভৃতির ঈশিত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম 'বহু হইব' ঈক্ষণ করিয়া—তপ বা জ্ঞানময় ভাবনা করিয়া নামরূপ দ্বারা সেই বহু কল্পনা ব্যাকৃত করেন, এবং তাহাদের মধ্যে আত্ম স্বরূপে অনুপ্রবেশ করেন। এই বহু হইবার কল্পনাই—বিভূতি। আর সেই বহু কল্পিত ভাবের মধ্যে ভগবানের যে অনুপ্রবেশ দ্বারা তাহাদিগের সৎ ভাবে অভিব্যক্তি হয়—সেই অনুপ্রবেশই যোগ। এইরূপে বিভিন্ন ভাবের সহিত যুক্ত হইয়াও পরমেশ্বর সর্ব্বভাবাতীত থাকেন। ইহাই তাঁহার আশ্চর্য্য ঐশ্বরীয় যোগ।

ভগবানের এই যে যোগ, তাহাতেই তাঁহার বিভূতির অভিব্যক্তি হয়। অর্জ্জুন পরে এই যোগ ও বিভূতির বিস্তারিত বিবরণই জানিতে চাহিয়াছিলেন (গীতা, ১০।১৮) ভগবান্ এই অধ্যায়ে তাঁহার বিভূতির সংক্ষেপ বিবরণ দিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার ঐশ্বরীয় যোগ বিভূতি পরে একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। যাহা তাহার 'বিভিন্ন চিন্তনীয় ভাব যাহা অর্জ্জুন দেখিতে চাহিয়াছিলেন (গীতা, ১১।৩), তাহাই তাঁহার ঐশ্বরীয় যোগ (গীতা, ১১।৮)। অতএব এই বিশ্বরূপে এই বিভূতি বিস্তার দ্বারা তিনি জগতের সহিত যুক্ত, তিনি নির্লিপ্ত থাকিয়াও লিপ্ত। সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখিতে হইবে, সকলই তাঁহাতে দেখিতে হইবে (গীতা, ৬।৩০), এবং তাঁহার সেই পরম অব্যয় অজ অনাদি ভূতমহেশ্বর স্বরূপও ধারণা করিতে হইবে।

না হয়ে বিচলিত—(অবিকম্পেন) প্রচলিত না হইয়া (শঙ্কর)। নিঃসংশয় রূপে (স্বামী)। নিশ্চল ভাবে, ভগবান হইতে প্রচ্যুতি রহিত

হইয়া (বল্লভ)। অবিচলিত দৃঢ়ভাবে (কেশব)। 'অবিকল্পেন' এই পাঠান্তর আছে ; অর্থ নিশ্চল নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা।

যে জানে স্বরূপে—(বেত্তি তত্ত্বতঃ)—যে যথাবৎ জানে, (শঙ্কর)। নিরঙ্কুশ ভাবে জানে,—যাহার যোগাধিক ও নিরুপাধিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে (গিরি)। তত্ত্বতঃ বা যাথাত্ম্যরূপে জানে (কেশব)। ভগবান পরে বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
(গীতা ১৮।৫৫)

অতএব ভক্তিযোগ দ্বারাই পরিশেষে ভগবদ্‌জ্ঞান, তাঁহার যোগ ও বিভূতি জ্ঞান লাভ হয়। এই বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জ্ঞানের ফল অবিকল্প যোগে ভগবানে যুক্ত হওয়া। আর এই অবিকল্প যোগে যুক্ত হইবার ফল ভগবানকে সমগ্র তত্ত্বতঃ বিজ্ঞানের সহিত জানা। সেই বিজ্ঞানের ফলই—ভগবানে প্রবেশ।

হয় যোগ যুক্ত—(যোগেন যুজ্যতে)। সম্যক্ দর্শন জনিত স্থৈর্য্য-লক্ষণ যোগে সম্বন্ধ হয় (শঙ্কর)। সম্যক্ জ্ঞান স্থৈর্য্য লক্ষণ সমাধি (মধু)। ভক্তিযোগে, কেন না ভগবানের বিভূতি ও কল্যাণগুণবিষয়ক জ্ঞান ভক্তির বর্দ্ধক (রামানুজ, বলদেব)। সম্যক্ দর্শন দ্বারা যুক্ত হয় (স্বামী)। ভক্তিরূপ মৎসংযোগযুক্ত হয় (বল্লভ)। ভক্তি যোগে যুক্ত হয় (কেশব)।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া সে ব্রহ্মে সমাহিত হয়, ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মসংস্পর্শ রূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (গীতা, ৬।২৮)।

সে যাহা হউক, এই শ্লোকে যে যোগ শব্দঃদুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে, ব্যাখ্যাকারদের মতে তাহার অর্থ বিভিন্ন। কিন্তু উভয় স্থলে একরূপ

অর্থও হইতে পারে। শঙ্কর ও গিরি প্রথম যোগ শব্দের যে বিকল্প অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতে এই অর্থ পাওয়া যায়। মহর্ষিগণ ও মনুগণ ভগবানের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সহ যোগযুক্ত বলিয়া, তাঁহাদের জ্ঞাতৃত্ব ও ঈশিত্ব। ইহা জানিয়া বুধগণও সেইরূপ যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরভাব লাভ করিতে যত্ন করেন। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় ভাবই ঈশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত, ইহা জানিয়া বুধগণ সেই ভাবের মধ্য দিয়া ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, ঈশ্বর যেমন বিভূতি দ্বারে জগতের সহিত যোগযুক্ত, আমরাও সেইজন্য তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারি। পরের শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮

সবার প্রভব আমি, আমা হতে সব
হয় প্রবর্ত্তিত ;—জানি ইহা বুধগণ
ভাবসমন্বিত হয়ে ভজয়ে আমারে,—৮

৮। কিরূপে অবিকম্পিত ভাবে যোগে যুক্ত হওয়া যায়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। (শঙ্কর)। কিরূপে উক্ত বিভূতি যাথাত্ম্যজ্ঞানীর ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহা এস্থলে দেখান হইয়াছে (কেশব)।

আমি—বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম (শঙ্কর)। জিজ্ঞাস্যভূত জগজ্জন্মাদি লক্ষণ লক্ষিত পরব্রহ্ম স্বরূপ আমি (কেশব)।

সবার প্রভব—সমুদায় জগতের উৎপত্তি (শঙ্কর)। চিৎ-অচিৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি কারণ (রামানুজ)। উৎপত্তি স্থান (বল্লভ)। ভৃগু মনু প্রভৃতিরূপবিভূতিদ্বারা উৎপত্তি হেতু (স্বামী)। উপাদান ও

নিমিত্ত কারণ (মধু)। অথর্ব্ব বেদে আছে "নারায়ণ প্রজা সৃষ্টি কল্পনা করিয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে, পরে ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতিদিগকে, পরে ইন্দ্রকে, পরে অষ্টবসুকে, পরে একাদশ রুদ্রকে ও পরে দ্বাদশ আদিত্যকে সৃষ্টি করেন।" ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে নারায়ণাখ্য শ্রীকৃষ্ণ যে জগৎকারণ তাহা জানা যায় (বলদেব)। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত জগতের উৎপত্তি কারণ (কেশব)।

হয় প্রবর্ত্তিত—স্থিতিনাশ ও ক্রিয়াফলভোগলক্ষণ বিক্রিয়ারূপ সর্ব্ব জগৎ প্রবর্ত্তিত হয় (শঙ্কর)। বুদ্ধি জ্ঞানাদি ও ভৃগু প্রভৃতি যুক্ত ধর্ম্মাদি ভাবে মৎক্রীড়ার্থ প্রবৃত্ত হয় (বল্লভ)। দেব মনুষ্যাদি লোক-গমনাগমন বৃদ্ধি হ্রাসাদি প্রবর্ত্তিত হয় (কেশব)।

বুধগণ—অবগততত্ত্বার্থ জ্ঞানিগণ (শঙ্কর)। পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী (রামানুজ)। বিবেকী (স্বামী)। পণ্ডিত এবং বিবেকী (বল্লভ)। যথাবৎ অববোধযুক্ত ব্যক্তিগণ (কেশব)।

ভাবযুক্ত হয়ে—পরমার্থ-তত্ত্বাভিনিবেশযুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। এ অভিনিবেশ অর্থে প্রেম ও আদর (গিরি)। ভাব = মনোবৃত্তিবিশেষ (রামানুজ)। প্রীতিযুক্ত ভাব (স্বামী)। আমার সেবায় একান্ত প্রযত্ন যুক্ত হইয়া (বল্লভ)। প্রবৃদ্ধ প্রেমপ্রবাহ যুক্ত হইয়া (কেশব)। এই ভাব সমন্বিত ভজনা কাহাকে বলে, তাহা নবমাধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ভক্তিযোগ সাধনায় বিবৃত হইয়াছে।

আমারে ভজনা—এই ভাবসমন্বিত ভজনার বিবরণ পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

হয়ে আমাগত চিত্ত, আমাগত প্রাণ,
আমারে বুঝিতে যত্ন করি পরস্পরে,
কহি কথা মম নিত্য—তুষ্ট রত—রহে ॥ ৯

৯। আমাগত চিত্ত—আমাতে নিবিষ্ট মন যাহাদের তাহারা (শঙ্কর, রামানুজ)। আমার স্মৃতি পরায়ণ (বলদেব)। আমার নাম রূপ গুণ ও লীলামাধুর্য্য আস্বাদনে লুব্ধমন (বিশ্বনাথ)। আমা-চিন্তনপর—আমার স্বরূপ-বিচার-পরায়ণ (বল্লভ)। ভগবান্ বাসুদেব আমাতে চিত্ত যাহাদের (কেশব)।

আমাগত প্রাণ—আমাকে প্রাপ্ত চক্ষুরাদিপ্রাণ—অর্থাৎ আমাতে উপসংহৃত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ যাহাদের, অথবা যাঁহারা মদ্গত জীবন, (শঙ্কর)। মদ্গতজীবন, আমাকে বিনা জীবন ধারণে অসমর্থ (রামানুজ)। মৎস্য যেমন জল বিনা জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমা-বিনা জীবন ধারণে অক্ষম (বলদেব)। আমাকে ভজনা ব্যতিরিক্ত প্রয়োজন-শূন্য জীবন (মধু)। আমাতে প্রাপ্ত প্রাণ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাহাদের। তাহারা আমার রূপাদি দর্শনাদি একবিষয়ীভূত চক্ষুরাদি ব্যাপারযুক্ত। অথবা তাহারা আমার ভজনার্থ একজীবন (কেশব)।

প্রাণ অর্থে কেহ ইন্দ্রিয় কেহ জীবন কেহ বা এ উভয়ই বুঝিয়াছেন। বেদান্তমতে এই প্রাণই আমাদের জীবন, সেই প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা আমাদের জীবন ধারণ হয়। ইহাই জীবনী শক্তি। ইহাই অন্নময় কোষের অন্তর্নিহিত প্রাণময় কোষ। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রাণ—বাহ্যকরণ (দশেন্দ্রিয়) ও অন্তঃকরণ (মন বুদ্ধি অহঙ্কার)—ইহাদের সামান্য বা সাধারণ বৃত্তি। এজন্য এস্থলে প্রাণ অর্থে সমুদায় ইন্দ্রিয় বুঝিলেও সুসঙ্গত অর্থ হয়।

কিন্তু পূর্ব্বে ৮।১০,১২ শ্লোক হইতে জানা যায় যে প্রাণ—মন ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে ভিন্ন। যোগে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার ও মনকে নিরোধ

পূর্ব্বক প্রাণকে ভ্রূযুগ মধ্যে বা মূর্দ্ধাদেশে ধারণা করিতে হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে, চিত্তকেই এরূপ দেশ বিশেষে ধারণা করিতে হয়। কিন্তু গীতা অনুসারে ভক্তিদ্বারা যোগবলে ভগবানে'যুক্ত হইতে হইলে—প্রাণকে ভ্রূযুগ মধ্যে আবিষ্ট করিতে হয় (গীতা, ৮।১০)। এইরূপে প্রকৃত "মদ্গতপ্রাণ" হওয়া যায়। "মচ্চিত্ত" স্বতন্ত্র। চিত্ত ভগবানে একাগ্র করা,—ধ্যেয়রূপে ভগবান্‌কে নিয়ত চিত্তে স্থির রাখাই 'মচ্চিত্ত' হওয়া। তাহা যোগশাস্ত্র মতে "ধারণা ধ্যান"। ইহার পরিপাক "সমাধি"। ইহাই "মচ্চিত্ত" ও "মদ্গত প্রাণে"র পরাকাষ্ঠা অবস্থা। সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সংন্যাস পূর্ব্বক, অনন্যযোগে ঈশ্বরকে ধ্যান ও উপাসনা করিলে (গীতা, ১২।৬) এই অবস্থা লাভ হয়। তখন চিত্ত বা প্রাণ আর বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না, ঈশ্বরে সংস্থিত হয়। ভগবান্ তাই পরে বলিয়াছেন, 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়' (গীতা, ১২।৮)।

আমারে...পরস্পরে—আমাকে পরস্পর বুঝাইয়া (শঙ্কর)। আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করিয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক দ্বারা সহব্রহ্মচারি-গণকে ভগবৎতত্ত্ব বুঝাইয়া (গিরি)। আমার রূপ গুণ লাবণ্যাদি পর-স্পরকে বুঝাইয়া (বলদেব)। যে স্থলে বিদ্বান্‌গণের সমাগম হয়, সেস্থলে পরস্পর শ্রুতি ও যুক্তি সহকারে আমাকে বুঝাইয়া,—যাহারা জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া (মধু)। সেই বুধগণ পরস্পর আমাকে ন্যায়সঙ্গত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে ও বুঝাইতে যত্ন করিয়া (স্বামী)। স্বসমানবিদ্বদ্‌গোষ্ঠীতে পরস্পর যুক্তি দ্বারা শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ গুণাদি জ্ঞাপন করিয়া (কেশব)।

কহি কথা মম—জ্ঞান বল বীর্য্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট আমার কথা বলিয়া (শঙ্কর)। আমার সম্বন্ধে গুরুগণ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া (গিরি)। আমার অতি দিব্য রমণীয় কর্ম্ম ও চরিত্রের কথা বলিয়া (রামানুজ,

বলদেব)। সমাবস্থ ব্যক্তির সহিত ভগবত্তত্ত্ব বিষয় আলোচনা করিয়া, এবং ন্যূন ব্যক্তিকে তাহার উপদেশ দিয়া (মধু)। এতাদৃশ আমাকে স্বীয় অনুভব প্রমাণাদি দ্বারা বোধ করিয়া, তদন্তর আমার স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিয়া ও কীর্ত্তন করিয়া (বল্লভ)। ভূতগণের গুণকর্ম্ম যে ভগবৎকৃপালব্ধ, তাহা পরস্পর খ্যাপন করিয়া (কেশব)।

তুষ্ট রত রহে—(তুষ্যন্তি রমন্তি চ)—পরিতোষ প্রাপ্ত হয়, ও প্রিয়সঙ্গম জনিত উৎকৃষ্ট প্রীতির ন্যায় প্রীতিপ্রাপ্ত হয় (শঙ্কর)। এইরূপ উৎকৃষ্ট শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন লক্ষণাক্রান্ত ভজনা দ্বারা পরম পরিতোষ ও প্রীতি লাভ করে (বলদেব)। সমুদায় বিষয় লাভ হইয়াছে, আর লাভ করিবার কিছু নাই—এই ধারণা হেতু সন্তোষ প্রাপ্ত হয় (মধু)। কীর্ত্তনানন্দযুক্ত হয় (বল্লভ)। ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞাপনকারী ও ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণ শ্রোতার প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হয়, শ্রোতাও তাহা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হয় (কেশব)।

যাহারা চিত্তকে স্থিরভাবে ঈশ্বরে সমাহিত করিতে অসমর্থ, তাহাদের অভ্যাসযোগ, ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান বা ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, ক্রমে এই অবস্থা লাভ করিতে হয় (গীতা, ১২।৬-১১)। যাহারা ঈশ্বর তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই—সম্পূর্ণ ঈশ্বরগত চিত্ত হইতে পারে নাই—তাহাদের পরস্পর মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বালোচনা ও ঈশ্বরতত্ত্ব কথোপকথন করিতে হয়। ইহা অভ্যাসযোগের অন্তর্গত। অথবা যে ঈশ্বরগত চিত্ত প্রাণ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ব্যুত্থিত অবস্থায় এইরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব কথনালোচনা প্রভৃতি ব্যাপার কর্ত্তব্য। অথবা সাধারণ ভাবে, ঈশ্বরগত চিত্ত ও প্রাণ হইয়া এইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপগুণাদি কীর্ত্তন শ্রবণ দ্বারা ভাব সমন্বিত ভজনাকারী বুধগণ সতত তুষ্ট ও আনন্দিত থাকেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০



সদাযুক্ত প্রীতিসহ ভজন-নিরত—
সে সবারে করি আমি বুদ্ধিযোগ দান,
যা'হতে আমায় তারা হয় উপগত॥ ১০

১০। সদাযুক্ত—নিত্যাভিযুক্ত, বাহ্যবিষয়ে যাহাদের সকল প্রকার কামনা নিবৃত্তি হইয়াছে (শঙ্কর)। আমাতে সতত যোগ আকাঙ্ক্ষা-কারী যাহারা (রামানুজ)। আমাতে আসক্তচিত্ত (স্বামী)। ভগবানে একাগ্রবুদ্ধিযুক্ত (মধু)। উক্ত প্রকারে নিরন্তর আমার কৃপাবিশিষ্ট (বল্লভ)। আমাতে যোগবাঞ্ছাকারী (বলদেব)। সর্ব্বদা আমাতে নিবদ্ধ-হৃদয় (কেশব)।

প্রীতিসহ ভজন-নিরত—কোন প্রার্থনা বা কামনা না করিয়া যাহারা কেবল স্নেহপূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকে (শঙ্কর)। আমার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানজনিত রুচি সহকারে ভজনা-নিরত (বলদেব)। অনুদ্বেগযুক্ত হইয়া ভজনা-কারী (বল্লভ)। 'প্রীতি অর্থে—ভক্তি, প্রেম, স্নেহ। স্নেহ নিম্নগামী। পুত্র ভাবে ভজনা ব্যতীত স্নেহ হয় না। পতি, সখা বা সুহৃদ্ ভাবে ভজনা প্রেমের ভজনা। ভক্তি ঊর্দ্ধগামী, দাস্যভাবে, পিতৃভাবে বা মাতৃভাবে ভজনা ভক্তিমূলক। স্নেহ, প্রেম বা ভক্তি—যে কোন ভাব সহকারে ভজনা—প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা। রামানুজ মতে, "প্রীতিপূর্ব্বক" ইহা 'দদামি'র বিশেষণ। অর্থাৎ—সেই সাধকের প্রতি আমি প্রীত হইয়া বুদ্ধিযোগ দিই। এই অর্থ তত সঙ্গত নহে।

মধুসূদন বলেন, ইহারা তুষ্ট হয় বা সন্তোষ প্রাপ্ত হয়, এবং এই সন্তোষ

জন্যই রত থাকে, অর্থাৎ রমণভাবযুক্ত হয়—উত্তম সুখ অনুভব করে। যে ভজনায় এই উত্তম সুখ অনুভব হয়, তাহা প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

"সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।"

তৃষ্ণাক্ষয় হইলে সন্তোষ লাভ হয়। পুরাণে আছে,—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"

সে সবারে—পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত সাধক সকলকে, মচ্চিত্ত মদ্গতপ্রাণ হইয়া উক্তরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে আমার ভজনা করে তাহাকে (শঙ্কর)। তাহারাই বুদ্ধিযোগের অধিকারী।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধি=পরমেশ্বর বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান। সেই জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধই বুদ্ধিযোগ (শঙ্কর)। মতত্ত্ববিষয়ক সম্যগ্‌দর্শন লক্ষণ বুদ্ধিযোগ (মধু)। জ্ঞানযোগ (কেশব)। বুদ্ধি রূপ যোগ-উপায় (স্বামী)। জ্ঞাননিষ্ঠ মৎস্বরূপ অনুভবাত্মক ভক্তি উপায়রূপ যোগ (বল্লভ)।

বুদ্ধিযোগের কথা (২।৩৯ শ্লোকে) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি বহু শাখাযুক্ত অনন্ত। উহাকে একমুখী বা একাগ্র করাই বুদ্ধিযোগ। এই একাগ্র বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা—বা নিশ্চয়াত্মিকা। ভগবৎ-ভজনা যে একান্ত কর্ত্তব্য, বুদ্ধিকে এইরূপে সংশয়হীন ও স্থির করিতে হইবে, তাহার পর অধ্যবসায় বা অভ্যাস দ্বারা ভগবানে বুদ্ধি বা চিত্ত একাগ্র করিতে হইবে। ইহাই বুদ্ধিযোগ। ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির নিবিষ্ট হইলে তাহা বুদ্ধিযোগ। ভগবান্ বলিয়াছেন "ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।"(গীতা, ১২।৮)। ভূতগণের বুদ্ধি-ভাব ভগবান্ হইতে জাত। তাই ভগবানই বুদ্ধিযোগপ্রদাতা।

যাহাতে……উপগত—যে সম্যক্ দর্শনরূপ বুদ্ধিযোগ দ্বারা—পরমেশ্বর-আত্মভূত-আত্মভাব দ্বারা আমাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে (শঙ্কর)।

যে উপায়ে ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবে (স্বামী, কেশব)। মূলে আছে, "উপযান্তি"। ইহার অর্থ—আমার সমীপে আগমন, সামীপ্য লাভ, অথবা আমার শরণ লওয়াও হইতে পারে।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বুধগণ পরমেশ্বরকে সর্ব্বকারণ জানিয়া তাঁহাকে যে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে,—ঈশ্বরচিত্ত ও ঈশ্বরগত প্রাণ হইয়া পরস্পর ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া, ঈশ্বর সম্বন্ধে, কথোপকথন করিয়া যে সদা পরিতুষ্ট ও আনন্দিত থাকে, সেই সদাভিযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাকারীকে ভগবান বুদ্ধিযোগ দান করেন। অতএব উক্তরূপ প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনার ফল বুদ্ধিযোগ লাভ। বুদ্ধিযোগ ও জ্ঞানযোগ এক অর্থে এক হইতে পারে। শঙ্কর ও মধু বলেন, ইহা সম্যগ্ দর্শন লক্ষণ ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান, গিরি বলেন, ইহা তত্ত্বজ্ঞান, কেশবও বলেন ইহা জ্ঞানযোগ। কিন্তু গীতা অনুসারে বুদ্ধিযোগের অর্থ,—বুদ্ধিকে ঈশ্বরে যুক্ত রাখা হইতে পারে, তাহা বলিয়াছি। পরের শ্লোক অনুসারে এই অর্থই অধিক সঙ্গত হয়। যাহা হউক, ভক্তিযোগ সাধনার পরিণাম এই বুদ্ধিযোগ। ভক্তিযোগ সাধনা দ্বারাই যে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়, তাহা ভগবান্ সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন, এবং গীতা, শেষেও বলিয়াছেন,—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥"

(গীতা, ১৮।৫৫)।

এই বুদ্ধিযোগের ফল ভগবানে উপগত হওয়া, তাহার ফল ভগবানের অনুকম্পালাভ, তাহার ফল অজ্ঞাননাশ ভগবানের আত্মভাবপ্রাপ্তি। ভগবান বলিয়াছেন যে, ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়া দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করা যায় (গীতা, ১১।৫৪)। ভগবানে মন স্থির করিলে, বুদ্ধি নিয়োজিত করিলে, তাঁহাতেই বাস করা যায় (গীতা, ১২।৮), ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিলে, তাহার পরে তাঁহাতে প্রবেশ করা যায় (গীতা, ১৮।৫৫),—তাঁহার ভক্ত তাঁহার পরায়ণ হইলে—তাঁহাকে প্রাপ্ত

হওয়া যায় (গীতা, ৯.৩৪)। এইরূপে প্রথম ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান, পরে ভক্তি, পরে ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান দ্বারা শেষে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

তাহাদেরই অনুকম্পা করিবার তরে,
আত্মভাবে হয়ে স্থিত—জ্বালি' দীপ্তিময়,
জ্ঞানদীপ—তাহে নাশি তম অজ্ঞানজ ॥ ১১

১১। ভগবৎ প্রাপ্তি লক্ষণ বুদ্ধিযোগ—যাহা ভগবান তাঁহার ভক্তদিগকে দান করেন, তাহা দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কোন্ কারণ নষ্ট হয়, এবং কিসের জন্য কোন ভক্তকে ভগবান্ সে বুদ্ধিযোগ দান করেন,—ইহাই এ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর)।

অতএব ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বুদ্ধিযোগ অর্থে জ্ঞানযোগ বা ঈশ্বর তত্ত্ব বিজ্ঞানযোগ নহে। বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা ভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকেই আভাষ দিয়াছেন। বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভগবানে উপগত হওয়া যায়। অর্থাৎ বুদ্ধি সর্ব্বদা ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারে,—বুদ্ধি সর্ব্বদা ঈশ্বরে নিবিষ্ট হইতে পারে। সর্ব্বদা ঈশ্বরে যুক্ত থাকিতে পারে। বুদ্ধির অধ্যবসায় সর্ব্বদা ঈশ্বরে পর্য্যবসিত হইতে পারে। এইরূপ বুদ্ধিযোগ লাভ হইলে কি ফল হয়, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিযোগ লাভ হইলেই মুক্তি হয় না। মধুসূদন বলেন। বুদ্ধিযোগ দ্বারা পরিণামে ভগবৎপ্রাপ্তি বা আত্মস্বরূপ লাভ হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিযোগ হইলেই একেবারে সে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। বুদ্ধি-যোগ লাভানন্তর যে ব্যাপার আছে, সেই মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার এই শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ লাভ মাত্রই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। বুদ্ধিযোগের অনুশীলনে জ্ঞানের বিকাশ হয়। বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞানের ফল ভগবৎপ্রাপ্তি। অতএব জ্ঞান হইতেই পরিণামে মুক্তি হয়।

অনুকম্পা করিবার তরে—(অনুকম্পার্থং)—তাহাদের কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইবে, এই অনুকম্পা বা দয়া হেতু (শঙ্কর)। অনুগ্রহণার্থ (স্বামী, কেশব)। আমা বিনা প্রাণধারণে অসমর্থ, মদেকচিত্ত একান্ত ভক্ত যাহারা, তাহারাই কেবল আমার কৃপার পাত্র। আমার কৃপাপাত্রত্ব হেতু (বলদেব)। মৎসেবাবিপ্রযোগক্লেশ দূর করিবার জন্য (বল্লভ)।

এইরূপে পরমাত্মা পরমেশ্বর যে এই সকল সাধকের হৃদয়ে আত্মভাবস্থ হইয়া অনুকম্পা করেন, এবং সেই অনুকম্পা বলেই যে সে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়। শ্রুতিতে আছে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

(কঠ উপঃ ২।২৩)

এই পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন, তাহা দ্বারাই তিনি লভ্য হন। এই বরণই একার্থে এই অনুকম্পা।

পূর্ব্বে (৯।২৯ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই। তবে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে ভজনা করে, তাহারা ভগবানেই অবস্থিত হয়। এ শ্লোকে যে বিশেষ সাধককে ভগবান অনুকম্পা বা কৃপা করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। সাধনার কোন্ অবস্থায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়, কিরূপ সাধক কোন্ সময়ে সে কৃপা লাভ করিতে পারে, এবং সে কৃপার ফল কি, তাহা এস্থলে বিবৃত হইয়াছে। কৃপা (grace) সহজে লাভ হয় না। কৃপার অযোগ্য ব্যক্তি কৃপা পায়

না। পাইলে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ হইত। সাধনার কোন বিশেষ অবস্থায়ই সে কৃপা স্বতঃই লাভ হয়। ইহা স্বাভাবিক অব্যভিচারী নিয়ম।

অনুকম্পা—শব্দের সাধারণ অর্থ কৃপা বা দয়া হইলেও, ইহার এক বিশেষ অর্থ আছে। সে অর্থও আমাদের বুঝিতে হইবে। অনুকম্পা ও অনুকম্পনের অভিধেয় অর্থ একই। অনুকম্পন=সহকম্পন। (synchronous rhythmic vibration)। সৃষ্টির প্রথমে যে ব্রহ্ম-কল্পনা, তাহা একদিকে বাক্ রূপে, অন্যদিকে প্রাণরূপে অনুকম্পন (এজৎ) যুক্ত হইয়া ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হয়। সেই অনুকম্পনই ব্রহ্মাণ্ডবিস্তারের মূল। তাই শ্রুতিতে আছে 'প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' (ইহা rhythmic motion—ইহা শক্তি ও তরঙ্গ)। বুদ্ধিতে-অবিচ্ছেদ ধারায় ঈশ্বরকে ধ্যান বা চিন্তা করিলে, বুদ্ধিতে যে কম্পন উপস্থিত হয়, অন্তর্যামী সেই পরমাত্মজ্ঞানে তদনুসারে অনুকম্পন হয়। সেই অনুকম্পন হেতু পরমেশ্বরের অনুকম্পা হয়, এবং সেই অনুকম্পা বা অনুকম্পন হইতে আমাদের চিত্তে জ্ঞানদীপ প্রদীপ্ত হয়।

আত্মভাবে হয়ে স্থিত—(আত্মভাবস্থঃ) অন্তঃকরণাশয়ে স্থিত (শঙ্কর)। বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত (স্বামী, কেশব)। আত্মাকার অন্তঃ-করণ বৃত্তিতে বিষয় রূপে স্থিত (মধু)। পরম কোষ মধ্যে ভৃঙ্গের ন্যায় তদ্ভাবে স্থিত (বলদেব)। আপনার ভাব অন্তঃকরণ বৃত্তি তাহাতে অবস্থিত,—মনোবৃত্তির বিষয় হইয়া অবস্থিত (রামানুজ)। স্বীয়ত্বভাব যুক্ত (বল্লভ)। অতএব ব্যাখ্যাকারগণের মতে আত্মা অর্থে অন্তঃকরণ, বুদ্ধি বা মন। ইহা সঙ্গত নহে।

আত্মা শব্দের নানা অর্থ,—যথা শরীর, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ও পরমাত্মা (Self)। কঠোপনিষদ্ অনুসারে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অপেক্ষা বিজ্ঞানাত্মা শ্রেষ্ঠ, তাহার পর মহানাত্মা তাহার পর শান্ত আত্মা। এই

শান্ত আত্মাই পরমাত্মা। এই তত্ত্ব পূর্ব্বে (গীতা, ৬।৫-৬) বিবৃত হইয়াছে। জীবাত্মা ভাবে এই আত্মা ব্যবহারিক (phenomenal)। পরমাত্মা ভাবে ইহা পারমার্থিকতত্ত্ব (absolute)। বেদান্তশাস্ত্র অনুসারে—অন্তঃকরণ উপাধিতে যে চৈতন্যের বা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার বিম্ব বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই জীবাত্মা। চিত্ত দর্পণস্বরূপ। ইহার একদিকে ইন্দ্রিয় দ্বারে যে বিষয় গ্রহণ করা যায়, তাহা প্রতিফলিত হয়, অন্যদিকে আত্মা প্রতিফলিত হয়। সেই চিত্ত দর্পণে প্রতিবিম্বিত আত্মা—চিত্তের অন্যদিকে প্রতিবিম্বিত বিষয় গ্রহণ করিয়া বহির্মুখী হয়। চিত্তে বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, চিত্ত মলিন হয়। চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হইলে, তাহাকে নির্ব্বিষয় করিতে হয়,—তাহার বিষয়ে বিক্ষেপ দূর করিতে হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত আত্মার প্রকাশ হয়—আত্মজ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় বিকাশিত হয়। এইরূপে পরমাত্মা পরমেশ্বর—জীবের আত্মভাবস্থ হন। নির্ম্মল চিত্ত যখন ভাবযুক্ত হইয়া ঈশ্বর ভাবনা করিতে করিতে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভাব যুক্ত হয়—অন্য কোন ভাবে চিত্ত ভাবিত হয় না, তখন পরমেশ্বর তাহার আত্মভাবস্থ হন।

জ্বালি দীপ্তিময় জ্ঞানদীপ—(জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা) "এই জ্ঞানদীপ ভক্তিজনিত চিত্তপ্রসাদ রূপ তৈলের দ্বারা অভিষিক্ত। এই জ্ঞানদীপ—বিবেকবোধরূপ। ইহা ঈশ্বর ভাবনার অভিনিবেশ রূপ। বায়ু দ্বারা তাহা প্রথমে উজ্জ্বলিত, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনজনিত সংস্কার সহ মিলিত প্রজ্ঞাই সে দীপের বর্ত্তি, বিরক্ত অন্তঃকরণই সে দীপের আধার, রাগ দ্বেষ দ্বারা অকলুষিত বিষয় চিন্তা বিহীন চিত্তরূপ আবৃত গৃহে সে দীপ নিষ্কম্প ভাবে প্রজ্বলিত থাকে। সর্ব্বদা বিদ্যমান একাগ্রতা ও ধ্যান দ্বারা উৎপাদিত যথার্থ জ্ঞান-রূপ প্রভায় সে দীপ সতত উদ্ভাসিত থাকে।" (শঙ্কর)। মদীয় কল্যাণ গুণ আবিষ্কারপূর্ব্বক আমার বিষয় জ্ঞানাখ্য স্বজাতীয় দীপ্তি দ্বারা দীপ্যমান যে দীপ তাহা দ্বারা

(রামানুজ)। বিস্ফুরিত জ্ঞানলক্ষণ দীপ দ্বারা (স্বামী)। আমি স্বপ্রকাশ চৈতন্য আনন্দাদি লক্ষণ আত্মা। সেই আত্মা দ্বার, মদ্‌বিষয়ক অন্তঃকরণ পরিণাম রূপে স্থিত হইয়া দীপ সদৃশ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত, চিদাভাস যুক্ত হওয়ায় প্রতিবন্ধক রহিত করিয়া (মধু) স্ববিষয়ক জ্ঞান রূপ স্বপ্রকাশ দীপের দ্বারা (বলদেব)। [এক অর্থে এই জ্ঞানদীপ= Light of the Logos]

তম অজ্ঞানজ—অবিবেক হইতে জাত মিথ্যা প্রত্যয় লক্ষণ মোহান্ধকার (শঙ্কর)। অবিবেকই অজ্ঞান, তাহা হইতে জাত মিথ্যাজ্ঞান, সেই উভয় একীকৃত হইয়া তমঃ (গিরিঃ)। জ্ঞানবিরোধী প্রাচীন কর্ম্মরূপ অজ্ঞানজ, আমা ব্যতিরেক বিষয় প্রবাল্যরূপ পূর্ব্বের অভ্যস্ত তমঃ—অন্ধকার। বিষয় প্রাকৃভরা চিত্ত নদীর বিষয় প্রবলতারূপ তমঃ। সংসারাখ্য তমঃ (স্বামী)। সংসারাত্মক তমঃ (বল্লভ)। জ্ঞানবিরোধী অনাদি কর্ম্মরূপ অজ্ঞানজ ও আমা ব্যতীত অন্য বিষয়ে স্পৃহা রূপ তমঃ,—বাসনা বীজ। (বলদেব)। অজ্ঞান উৎপাদক মিথ্যা প্রত্যয় লক্ষণ তমঃ—বা আত্মবিষয়ের আবরক অন্ধকার, তাহার উপাদান অজ্ঞান বা অবিদ্যা (মধু)। প্রাচীন কর্ম্মরূপ অজ্ঞানজ তমঃ—কর্ম্মভূত জ্ঞানাবরণ (কেশব)। জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞান নাশ হয়। অজ্ঞান নাশ হইলে, তাহার কার্য্য তম—ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় সকল নষ্ট হয়। কারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়। যেমন আলোক ও অন্ধকার পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মযুক্ত, একের প্রকাশে অন্যের নাশ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী। এজন্য জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের এবং অজ্ঞান জনিত কার্য্যসমুদায়ের নাশ হয় (মধু)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই (গীতা, ৪।৩৮)। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মীভূত হয় (গীতা, ৪।১৯, ৩৭)। সেই জ্ঞান যোগসংসিদ্ধি হইতে যথাকালে আত্মাতে প্রকাশিত হয়। যে

শ্রদ্ধান্বিত—সেই তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে (গীতা, ৪।৩৪)। যে অতি পাপী সেও, জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সর্ব্ব পাপসাগর পার হইতে পারে (গীতা, ৪।৩৬)।

এই জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকে। জ্ঞানসাধন যজ্ঞ দ্বারা সে জ্ঞান লাভ করিয়া সেই অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে হয়। যাহাদের অজ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাদের জ্ঞানে পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। সূর্য্যোদয়ে যেমন সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পরমার্থ জ্ঞানে সমুদায় জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। (গীতা, ৫।১৬)।

প্রথম ষটকোক্ত এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান। পূর্ব্বে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা এই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। এস্থলে ভক্তিযোগ দ্বারা যেরূপে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে,—ভক্তিমার্গে সাধনায় পরিণামে যে এই জ্ঞানলাভ হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে দৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাহারা সহজে ঈশ্বর ভজনায় রত হয়। যাহারা পাপী বা নীচযোনিজ তাহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতির উন্মেষে, ভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। যে এইরূপে অনন্যভক্তির সহিত, ভগবানকে পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা করে, তাহার সাধনাপথে স্বয়ং ভগবানই সহায়। 'ভগবান স্বতই তাহাকে কৃপা করেন, অনুকম্পা করেন। ভগবান স্বয়ং তাহার যোগ ক্ষেম বহন করেন (গীতা, ৯।২২) (১) সে জন্য সাধকের চিত্তবিক্ষেপের হেতু থাকে না। (২) সে ক্রমে ভগবানের বিভূতি ও যোগ-রহস্য ও সর্ব্ব কারণত্ব তত্ত্বতঃ জানিতে পারিয়া বিশেষ ভক্তিভাবে ভাবসমন্বিত হইয়া ভগবানকে সদা ভজনা করে, সে ঈশ্বরগত-চিত্ত প্রাণ হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিয়া সতত তুষ্ট ও আনন্দিত থাকে। (৩) ভগবান ক্রমে সেই সদাভিযুক্ত প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা-কারীকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগ হেতু, তাহার চিত্ত বিক্ষেপশূন্য হইয়া একাগ্রভাবে সতত, ভগবানে যুক্ত থাকে, তাঁহাকে

উপগত হয়। (৪) যখন ভগবানে এইরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়, তখন ভগবানের বিশেষ কৃপা হয়, তাহাদের অন্তরে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ববিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ দীপ জ্বালিয়া দেন। তাহাতে অজ্ঞান তমঃ সমুদায় দূর হয়,—সূর্য্যের মত সে পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এইরূপে ঈশ্বরযোগী ঈশ্বর কৃপায় বিজ্ঞানসহিত পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেন। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ অনুষ্ঠিত সাধনা, ভগবৎকৃপায় অল্পায়াসে প্রকাশিত, অনুসৃত, ও সফলীকৃত হয়। আর যাহারা কেবল আত্মযোগী বা সাংখ্যজ্ঞানী, অব্যক্ত অক্ষরে আসক্তচিত্ত তাঁহারা নিজের দুঃখপূর্ণ কঠোর আয়াসসাধ্য সাধনায় বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান ও তাহা হইতে কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কৃপার প্রত্যাশী নহেন (গীতা, ১২।৫-৬)। তাহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। যাহা হউক পরিণামে উভয়েই আত্মজ্ঞান হইতেই ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। উভয়কেই ভগবান্ কৃপা করেন। এই পরম জ্ঞানের ফলই মুক্তি।

এইরূপে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে এই কয় শ্লোকে (৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে), ভক্তিযোগ সাধনা ও তাহার ফল উক্ত হইয়াছে। এই জন্য অনেকে এই কয়টী শ্লোককে গীতার সার বলেন। ইহার মধ্যে সমুদায় ভক্তিযোগ রহস্য নিহিত। যিনি ভগবানের বিভূতি ও যোগতত্ত্ব, ও তাঁহার সর্ব্বকারণত্ব জানেন, সেই বুধগণ অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হন, ভাব সমন্বিত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করেন। তাঁহারা সমাহিত অবস্থায় ঈশ্বরগত চিত্ত থাকেন, ও ব্যুত্থিত অবস্থায় সাধু সঙ্গে পরস্পর ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা ও কথোপকথন করিয়া নিত্য তুষ্ট ও আনন্দিত থাকেন। যখন তাহারা এইরূপে সতত ঈশ্বরে অভিযুক্ত হইতে পারেন, ও প্রীতি-পূর্ব্বক ভাবসমন্বিত হইয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন, তখন ভগবান তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগ ফলে তাঁহারা ভগবানে উপগত হয়,—চিত্তে ধ্যেয় জ্ঞেয় চিন্তনীয়রূপে তাহারা

ভগবানকে সদা সমীপবর্ত্তী রাখিতে পারেন। আর ভগবান শুধু তাহাদের এই বুদ্ধিযোগ দেন না। তিনি অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহার আত্মভাবস্থ হইয়া—তাহার চিত্তে আত্ম ভাবে বা পরমাত্মা পরমেশ্বর ভাবে স্থিত হইয়া তাহার চিত্তে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞান সেই সাধকের সাধনাশুদ্ধ নির্ম্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত করিয়া সেই জ্ঞানস্বরূপ দীপ দ্বারা ভগবান সে সাধকের চিত্তের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন। ভগবান আত্মভাবস্থ হইলে এই ভাবে সূর্য্যবৎ প্রকাশিত হয়।

এই জ্ঞান, আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞান বলিয়া বুঝি, তাহা নহে। এই জ্ঞান কি তাহা পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় আমরা যে বিষয় গ্রহণ করি, সেই বিষয় গ্রহণকালে যে বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা এ জ্ঞান নহে। সে জ্ঞান ক্ষণিক, প্রবাহরূপে আমাদের সেই বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান—নিত্য। সেই বৃত্তিজ্ঞান প্রবাহের অন্তরালে এ জ্ঞান নিত্য অনুস্যূত। জ্ঞান—প্রজ্ঞা, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব আত্মার স্বরূপ। সেই বৃত্তিজ্ঞান বা বিষয় সম্বন্ধ জনিত জ্ঞান—আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধে আপেক্ষিক ভাবে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। আত্মা—অবিদ্যা বা অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইয়া বদ্ধ হন, অবিবেকী হন। এজন্য এজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। জ্ঞানকে সেই অজ্ঞানমুক্ত করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞানের সাধনায় জ্ঞানবিরোধী অজ্ঞান দূর হয়, আত্মতত্ত্ব স্ফূরিত হয়, ঈশ্বরতত্ত্ব পরমব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, এই জ্ঞান প্রকাশিত হইলে চিত্তের একরূপ অবস্থা হয়। সেই চিত্তের বিশেষ অবস্থাকেও সেই জন্য জ্ঞান বলা হইয়াছে। পরে ১৩ অধ্যায়ে ৭—১১ শ্লোকে এই জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞান—অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, ঋজুতা, শৌচ, আচার্য্যসেবা, স্থৈর্য্য, আত্মবিনিগ্রহ, বৈরাগ্য অনহঙ্কার, সংসারে জন্মাদি দুঃখদোষ দর্শন,

অনাসক্তি, সমচিত্ততা, ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি, বিষয়ে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। ভগবান্ মনু যে দশটিকে ধর্ম্ম-লক্ষণ বলিয়াছেন, সেই দশ—অহিংসা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতিও এই জ্ঞানভাব। চিত্তে ভাগবত-জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হইলে চিত্তের যে জ্ঞানভাব হয়, তাহাই এই জ্ঞান। ইহা নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রধান ভাব।

অতএব ভগবৎকৃপায় ভক্তের অন্তরে, জ্ঞানযোগীর অন্তরে, ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশিত হন। সেই প্রকাশ চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া চিত্তমল ক্রমশঃ দূর হইয়া পরিণামে চিত্ত নির্ম্মল হয়। এইরূপে ভগবৎ-প্রেরণা বা প্রচোদনা দ্বারা চিত্তে যে জ্ঞানালোক ক্রমে পরিস্ফুট হয়, সে আলোক অনুসরণ করিলে আর ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না, চিত্তের মলিনতা থাকে না। নির্ম্মলচিত্তে অন্তরাত্মার দর্শনহেতু সে জ্ঞান পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। সেই জ্ঞানোদ্ভাসিত চিত্তের যে জ্ঞানময় অবস্থা হয়, তাহাতে তাহার অজ্ঞান দূর হইয়া যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২

অর্জ্জুন—

'তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরম সে ধাম,
পরম, পবিত্র, তুমি—শাশ্বত পুরুষ,
হও দিব্য, আদিদেব বিভু জন্মহীন,—১২

১২। এই প্রকারে অর্জ্জুন সংক্ষেপে ভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য

ও বিভূতি শ্রবণ করিয়া, প্রবর্দ্ধিত শ্রদ্ধা সহকারে বিস্তারিত ভাবে তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া, ভগবদ্ বিভূতি প্রত্যয় করিবার জন্য এইরূপ বলিতেছেন (কেশব)।

পরম ব্রহ্ম—পরমাত্মা (শঙ্কর)। পুরুষোত্তম (বল্লভ)। অর্জ্জুন এস্থলে ভগবান্‌কে পরম ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিং তৎ ব্রহ্ম? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্। ভগবান্‌ই সেই পরম ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্মের সগুণরূপ—তাঁহার পরম জ্ঞাতা, পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভাব।

পরম ধাম—পরম তেজ (শঙ্কর)। প্রবল আশ্রয় (স্বামী, বলদেব)। আশ্রয় বা প্রকাশ (মধু)। পুরুষোত্তমাত্মক তেজ রূপ বা রমণাত্মক গৃহরূপ (বল্লভ)। 'ধাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ নিবাসস্থান। যথা "দিব্যানি ধামানি" (শ্বেতঃ উপঃ ২।৫)।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত নিত্য সনাতন ভাব, যাহাকে অব্যক্ত অক্ষর পরম গতি বলে, তাহাই তাঁহার পরম ধাম। (গীতা, ৮।২০-২১)। সেই পরম ব্রহ্ম তদাখ্য পরম পদ, যাহা সূর্য্যচন্দ্রাদি প্রকাশ করিতে পারেনা—তাহাই তাঁহার পরম ধাম—পরম স্বরূপ (গীতা, ১৫।৬)।

শাস্ত্রে আছে,—

"তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

(ইতি কেশবোদ্ধৃত বচন)।

শ্রুতিতে আছে,—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

(মুণ্ডক, ২।২।৯)।

পরম পবিত্র—প্রকৃষ্টরূপে পাবন। অথবা পবিত্র ও প্রকৃষ্ট। (শঙ্কর)। অখিল পাপহর বস্তু (বলদেব)। পবিত্রগণের মধ্যে পবিত্র (কেশব)।

শ্রুতিতে আছে,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

"তস্তু নান্যেতি কশ্চন।"

"জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ।"

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,

যেন জাতানি জীবন্তি,

যৎ প্রত্যয়ন্তি অভিসংবিশন্তি, তৎ বিজানস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।"

"তদব্রহ্মবিদামেতি স যোহবৈতৎ পরং ব্রুবেৎ।"

এই সকল শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে পরব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্ররূপে জানা যায় (কেশব)।

শাশ্বত পুরুষ—(পুরুষং শাশ্বতং) = সদা একরূপ—পরমাত্মা। পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নারায়ণ (শঙ্কর)। সর্ব্বদা একরূপ পুরুষ (কেশব)।

শ্রুতিতে আছে,—

"আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।"

(বৃহদারণ্যক ১।৪।১)।

"জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।"

নারায়ণ রূপেই তিনি পরম ধাম (রামানুজ)। গীতা হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ দিব্য পরমপুরুষ (গীতা, ৮।১০,৮।২২) তিনি সনাতন পুরুষ (গীতা, ১১।১৮)। তিনি আদি পুরুষ (গীতা, ১৫।৪)। তিনি উত্তম পুরুষ (গীতা, ১৫।১৭)। তিনি ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ হইতে অতীত,—তিনি উত্তম পুরুষ (গীতা, ১৫।১৬-১৭)।

দিব্য—স্বর্গে স্থিত, দিবি ভবঃ (শঙ্কর)। দ্যোতনাত্মক, স্বয়ংপ্রকাশ (স্বামী)। পরব্যোমে স্বস্বরূপে স্থিত, সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীত (কেশব, মধু) ; শ্রুতিতে আছে—

তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (শ্বেতঃ উপঃ ৬।১৪)।

অতএব পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশ—দ্যোতনাত্মক বলিয়া দিব্য। যোগিগণ ভগবান্‌কে জ্যোতীরূপে ও সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দিব্যপুরুষ নারায়ণ-রূপে ধ্যান করেন। ইহাই ঈশ্বরের পরম ধ্যেয় রূপ।

আদি দেব—দেবগণের আদিভূত (স্বামী)। অথবা আদি তুমি এবং দেব তুমি। তুমি দ্যোতনাত্মক ও স্বপ্রকাশ এবং দেবগণেরও আদি কারণ (স্বামী, কেশব, মধু)। মূলরূপ (বল্লভ)। সকল দেবতার আদিতে অবস্থিত (শঙ্কর)। অতএব ভগবান স্বপ্রকাশ আদি কারণ। দিব্য-দ্যোতনাত্মক বলিয়া তিনি দেব। ভগবান্ পূর্ব্বে (গীতা, ১১।২) বলিয়াছেন—"অহমাদির্হি দেবানাম্।" অর্জ্জুন পরে বলিয়াছেন,—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ (গীতা, ১১।৩৮)।

বিভু— ব্যাপক স্বভাব (শঙ্কর)। সর্ব্বগত (মধু)। ব্যাপক (কেশব)।

জন্মহীন—(অজ)—তুমি দেবাদি সকলের আদি কারণ, তোমার কোন কারণ নাই —এজন্য জন্মহীন।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই তত্ত্ব—শ্রুতি হইতে জানা যায়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব মহর্ষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বহু ঋষি দ্বারা বেদে, ব্রহ্মসূত্র পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (গীতা, ১৩।৪) অর্জ্জুন তাহাই বলিতেছেন।

এই শ্লোকের সহিত পর শ্লোক অন্বিত। অর্থাৎ তোমাকেই সমুদায় ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস, সকলে এইরূপে পরম ব্রহ্ম পরম ধাম ইত্যাদি বলিয়া খ্যাপন করেন, এবং আপনি স্বয়ং তাহাই

আমাকে বলিতেছ। পরশ্লোকে যে অর্জ্জুন বলিয়াছেন, "আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে···ইত্যাদি" তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, অর্জ্জুন জ্ঞানী শাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বেদাদিতে ঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তিনি তাহা জানিতেন এবং ভগবান্, এস্থলে পরমেশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন তাহা উক্ত ঋষিবাক্যের সহিত মিলাইয়া বুঝিতেছিলেন।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

এরূপে বাখানে তোমা সর্ব্ব ঋষিগণ—
দেবর্ষি নারদ ব্যাস অসিত দেবল—
আপনি কহিলা তুমি আমারে সে সব ॥ ১৩

১৩। এরূপে বাখানে তোমা—(আহুস্ত্বাম্) পূর্ব্ব শ্লোকে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপে কহেন। তোমাকে পরব্রহ্ম পরমধাম, পরম-পবিত্র, "দিব্য শাশ্বত পুরুষ, অজ দিব্য আদি দেব"—এইরূপ কহেন।

গিরি বলেন,—"নিরস্তাশেষবিশেষ নিরুপাধিক ও সোপাধিক সর্ব্বাত্মাদি ভগবানের রূপ শ্রবণ করিয়া, এবং নিরুপাধিকরূপ যে প্রাকৃত বুদ্ধির অনবগাহ্য, তাহা বুঝিয়া, অর্জ্জুন সর্ব্বদা সকল বুদ্ধিগ্রাহ্য সোপাধিক-রূপ সবিস্তার শ্রবণ করিবার জন্য এই প্রশ্ন করিয়াছেন। পরব্রহ্ম-ইহা লক্ষ্য, পরমধাম পবিত্র পরম—ইহা লক্ষণার্থ, এবং ভগবান্ই যে সেই লক্ষ্যার্থ—তাহা "শাশ্বত পুরুষ দিব্য আদিদেব অজ বিভু," ইহা দ্বারা উক্ত হইয়াছে। এবং ইহাই যে আপ্ত বা ঋষিবাক্য তাহা এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে॥"

সর্ব্ব ঋষিগণ—বশিষ্ঠাদি বা ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ (বল্লভ)। ঋষি অর্থে অতীত অনাগত দ্রষ্টা, ত্রিকালদর্শী। ঋষির ইংরাজী প্রতিশব্দ Seer Prophet। বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ মধ্যে প্রধান সপ্তষির নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ।

দেবর্ষি নারদ—নারদ "ভক্তিসূত্র"-প্রণেতা। তিনি ঋষিগণ মধ্যে বিশিষ্ট (কেশব)। তিনিই একান্তভক্তির প্রবর্ত্তক। পুরাণে নানা স্থানে নারদের উপদেশ পাওয়া যায়। যিনি দেবগণের মধ্যে মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনি দেবর্ষি (বল্লভ)।

অসিত, দেবল—দেবল, ধৌম্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (মধু)। অসিত দেবলের পিতা (গিরি)।

অসিত ও দেবল—ইঁহারাও বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয়। ঋগ্বেদ নবম অষ্টকের ৫ম হইতে ২৪শ—এই ২০ সূক্তের ইঁহারাই ঋষি। আর এই সূক্তের মধ্যে ১৯ টির দেবতা সোম, আর একটি "আপ্রী সূক্ত।" এই কয় সূক্তের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুই জানা যায় না। তবে পুরাণে তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

ব্যাস—ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (মধু)।

নারদ—সর্ব্বমোক্ষদাতা, অসিত—ভগবদ্ধর্ম্মস্বরূপ, দেবল—দেবানুগ্রহকৃৎ, আর ব্যাস—জ্ঞানাবতার, (বল্লভ)।

আপনি কহিলা—গীতায় "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়," "অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ" ইত্যাদি স্থলে ভগবান্ স্বয়ং আপনার স্বরূপ বলিয়াছেন (কেশব)। পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৭ম শ্লোক। এবং নবম অধ্যায় ৪র্থ হইতে ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য। নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে এই ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, যে হেতু ঋষিগণ প্রভৃতি তোমার স্বরূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তুমি স্বয়ং আমায় নিজ স্বরূপ বলিলে, তখন আমি এইরূপেই তোমাকে জানিব। (বল্লভ)।

ঋষিগণ প্রভৃতি যে ভগবানের এই পরম ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কেশবচার্য্য নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ব্রহ্মার স্তবে উক্ত হইয়াছে,—

শৃণু চেদং মহারাজ ব্রহ্মপ্রোক্তং স্তবং মম।
ব্রহ্মর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ যঃ পুরা কথিতো ভুবি॥
সাধ্যানামপি দেবানামপি সর্ব্বেশ্বরঃ প্রভুঃ।
লোকভাবনভাবজ্ঞ ইতি ত্বাং নারদোঽব্রবীৎ॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ মার্কণ্ডেয়োঽভ্যুবাচ হ।
যজ্ঞং ত্বং চৈব যজ্ঞানাং তপশ্চ তপসামপি॥
দেবানামপি দেবঞ্চ ত্বামাহ ভগবান্ ভৃগুঃ।
পুরাণঞ্চৈব পরমং বিষ্ণোরূপং তবেতি বৈ॥
বাসুদেবো বসূনাং ত্বং শক্রং স্থাপয়িতা তথা।
দেব! দেবোঽসি দেবানামিতি দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ॥
এবং প্রজাপতেঃ সর্গে দক্ষমাহুঃ প্রজাপতিম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বদেবানামঙ্গিরাস্ত্বাং তথাঽব্রবীৎ॥
অব্যক্তং তে শরীরস্থং ব্যক্তং তে মনসি স্থিতম্।
দেবানাং সম্ভবশ্চোক্ত দেবলস্ত্বসিতোঽব্রবীৎ॥
শিরসা তে দিবং ব্যাপ্তং বাহুভ্যাং পৃথিবী তথা।
জঠরং তে ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ॥
এবং ত্বামভিজানন্তি তপসা ভাবিতা নরাঃ।
আত্মদর্শনতৃপ্তানাং ঋষীণাং চাপি সত্তম॥

রাজর্ষীণামুদারাণাং চাহবেষ্বনিবর্ত্তিনাম্।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রধানানাং ত্বং গতি র্মধুসূদন ॥
ইতি নিত্যং যোগবিদ্ভির্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ স্তূয়তেঽভ্যর্চ্যতে হরিঃ ॥"

মহাভারতে ব্রহ্ম-দেবর্ষি সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

প্রত্যুবাচ পিতামহঃ—

"দেবব্রহ্মর্ষিগন্ধর্ব্বান্ সর্ব্বান্ মধুরয়া গিরা।
যত্তৎ পরং ভবিষ্যং চ ভবিতা যচ্চ যৎ পরম্।
ভূতাত্মা যঃ প্রভুশ্চৈব ব্রহ্ম যশ্চ পরং পদম্।
তেনাস্মি কৃতসংবাদঃ প্রসন্নেন নরর্ষভাঃ ॥

* * *

যস্যাহমাত্মজঃ পুত্রঃ সর্ব্বস্য জগতঃ পতিঃ ॥
বাসুদেবোঽর্চনীয়ো বঃ সর্ব্বলোকমহেশ্বরঃ।
ন বো মনুষ্যোঽয়মিতি কদাচিৎ সুরসত্তমঃ ॥
অবজ্ঞেয়ো মহাবীর্য্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ ॥
এতদক্ষরমব্যক্তমেতদ্বৈ শাশ্বতং মহৎ।
যৎ তৎ পুরুষসংজ্ঞং বৈ গীয়তে জ্ঞায়তে ন চ ॥
এতৎ পরমকং তেজ এতৎ পরমকং সুখম্।
এতৎ পরমকং সত্যং কীর্ত্তিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥
তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সেন্দ্রৈঃ লোকৈশ্চামিতবিক্রমঃ।
নাবজ্ঞেয়ো বাসুদেবো মনুষ্যোঽয়মিতি প্রভুঃ ॥"

হরিবংশে দেবর্ষির প্রতি শিববাক্য যথা—

"এবং জানীত হে বিপ্রা যে ভক্তা দ্রষ্টুমাগতাঃ।
এতদেব পরং বস্তু নৈতস্মাৎ পরমস্তি বঃ ॥

এতদেব বিজানীধ্বমেতদ্ বঃ পরমং তপঃ।
এতদেব সদা বিপ্রা ধ্যেয়ং সততমানসৈঃ ॥
এতদ্ বঃ পরমং শ্রেয় এতদ্ বঃ পরমং ধনম্।
এতদ্বো জন্মনঃ কৃত্যমেতদ্বস্তপসঃ ফলম্ ॥
এষ বঃ পুণ্যনিলয় এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
এষ বো মোক্ষদাতা চ এষ মার্গ উদাহৃতঃ ॥
এষ পুণ্যপ্রদঃ সাক্ষাৎ এতদ্বঃ কর্ম্মণাং ফলম্।
এতদেব প্রশংসন্তি বিদ্বাংসো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
এষ ত্রয়ী গতি বিপ্রাঃ প্রার্থ্যা ব্রহ্মবিদাং সদা।
এতদেব প্রশংসন্তি সাংখ্যযোগং সমাশ্রিতাঃ ॥
এষ ব্রহ্মবিদাং মার্গঃ কথিতো বেদবাদিভিঃ।
এবমেব বিজানীত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
হরিরেকঃ সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বমাস্থিতৈঃ।
নান্যা গতি র্হি দেবোঽস্তি বিষ্ণো র্নারায়ণাৎ পরঃ ॥”

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

হে কেশব! এবে যাহা কহিলা আমারে—
সব ইহা সত্য মানি। ভগবন্! তব
ব্যক্তি ভাব নাহি জানে দেব বা দানব ॥ ১৪

১৪। সব ইহা—মহর্ষিগণ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, এবং এক্ষণে আপনি যাহা বলিলেন সেই বাক্য সকল (শঙ্কর, কেশব)।

সত্য মানি—মূলে আছে 'ঋতং মন্যে'। ঋত—বৈদিক শব্দ। ইহার বিভিন্ন অর্থ। এস্থলে ঋত অর্থে সত্য। স্বীয় অনুভব দ্বারাও অর্জ্জুন ইহা সত্য বলিয়া স্থির করিতেছেন (বল্লভ)।

ব্যক্তি ভাব—(ব্যক্তিং) —ব্যক্তি বা অভিব্যক্তি; (manifestation) প্রকাশ (modes of manifestation)।

ব্যক্তি—প্রভব (শঙ্কর)। নিরুপাধিক স্বভাব (গিরি)। ব্যঞ্জনা প্রকার, প্রকাশের প্রকার (রামানুজ)। পরংস্বত্বাদিগুণবিশিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি (বলদেব)। প্রকটিত স্বরূপ (বল্লভ)। অবতার রূপে জন্ম (বিশ্বনাথ)। প্রকটনপ্রকার (কেশব)। পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নাহি জানে দেব বা দানব—পরম পুরুষ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত (গীতা ৮।২) হইয়া ও কিরূপে ব্যক্ত হন (unmanifest হইয়াও manifest) হন, নির্গুণ (Transcendent) হইয়াও কিরূপে সগুণ (Immanent) হন, পরমার্থতত্ত্ব (Noumenon) হইয়া কিরূপে ব্যবহারিক (Phenomenon) জগৎ রূপে বিবর্ত্তিত হন, কিরূপে অক্ষর তিনি জগৎকারণ হন, তাহা কেহই জানে না। জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন—দেশকাল নিমিত্ত উপাধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। এজন্য দেবদানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানেও এ তত্ত্ব অজ্ঞেয়। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।" (গীতা ১০।২)। দেবগণ অদিতির সন্তান আর দানবগণ দিতির সন্তান, অথবা কশ্যপ-পত্নী দনুর সন্তান। তাহারা ভগবানেরই ভাব।

এ সংসারে ভূতসর্গ দুইরূপ—দেব আর অসুর অথবা দানব (গীতা, ১৩।৩)। এজন্য দেব ও দানব বলিলে সমুদায় জীব জগৎকে বুঝায়। মানব ইহার অন্তর্গত। শ্রুতিঅনুসারে দেবাসুর প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন ; তাঁহারা যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না,সে সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের ও মৈত্রায়ণী শ্রুতির

ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ দ্রষ্টব্য। তাহাতে জানা যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য দেবাধিপতি ইন্দ্র এবং অসুরাধিপতি বিরোচন ব্রহ্মার সমীপে গমন করেন। হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মা উভয়কেই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন। কিন্তু সেই উপদেশ হইতে অসুরাধিপতি ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। তিনি দেহাত্মবাদই সার বিবেচনা করেন।

এই শ্লোকের সহিত সপ্তম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের বিরোধ আছে বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। সে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা অবোধ তাহারা ভগবানের পরম ভাব না জানিয়া তাহাকে "অব্যক্ত ব্যক্তি-ভাবপাপ্ত" মনে করে। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেবাসুর মধ্যে কেহই তাঁহার "ব্যক্তি" জানে না। এই দুই স্থলে কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?

গীতার ৭।২৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া তিনি সকলের নিকট প্রকাশিত নহেন। মূঢ় লোক অজ অব্যয় পরম ভাব জানে না। ব্যক্তিভাব এই অজ অব্যয় ভাব হইতে পারে না।

৭।২৪ শ্লোকে যে ভগবানের ব্যক্তত্ব উক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার মানুষী তনু আশ্রিত ব্যক্তরূপ মাত্র। তাঁহার যে বিভূতি বা একাংশ জগৎরূপে ব্যক্তি ভাব, তাহা পৃথক্। তাহাও দেবদানব কেহ প্রকৃতরূপে জানে না। এই ব্যক্তরূপের অন্তরালে যে ভগবানের পরম অব্যক্ত ভাব সনাতন ভাব, তাহা তাহারা জানে না।

উক্ত ৭।২৪ শ্লোকের আর এক অর্থ এই যে, অজ্ঞ লোক তাঁহাকে অব্যক্ত ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে। ভগবান্ সে অব্যক্ত নহেন, যে অব্যক্ত হইতে জগতের ক্রম বিকাশ হয়। সে অব্যক্ত প্রকৃতি। সেই অব্যক্ত হইতে, সমুদায় ব্যক্ত হয় (৮।১৮)। ভগবান্--অক্ষর অব্যক্ত (৮।২১)। তিনি অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন (৮।২০)। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যাহা ব্যক্ত হয়—তাহা জন্মমরণশীল, লয় কালে তাহা অব্যক্তেই বিলীন

হয়। "এই অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্তি বাদে"—জড় বাদ বা প্রকৃতি বাদ আসিয়া পড়ে।

উক্ত শ্লোক অনুসারে, যদি ভগবান্‌কে এ অব্যক্ত হইতে ব্যক্তিভাব প্রাপ্তমাত্র বলা যায়, তাহাতে এই দোষ হয়। আর যদি অব্যক্ত স্বরূপ ভগবান্ ব্যক্তি-বিশেষ রূপে অভিব্যক্ত হন, ইহা সিদ্ধান্ত হয়, তবে সে অর্থও তত সঙ্গত হয় না। আমরা উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব উক্ত শ্লোকের 'ব্যক্তি' অর্থে কোন বিশেষ ব্যক্ত ভাব—মনুষ্যাদি কোন রূপে অভিব্যক্ত ভাব মাত্র বুঝিতে হইবে, আর এ শ্লোকে 'ব্যক্তি' অর্থে প্রভব বা প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

এই শ্লোকে "ব্যক্তি" অর্থে। বিশ্বরূপে বা বিভূতিরূপে বা ব্রহ্মের সগুণ (immanent) ভাবে প্রকাশ বা চিদচিদ্‌রূপে জগতে তাঁহার প্রকাশ। সে প্রকাশ এই বিশ্বজগৎ রূপে —জগতে ভোক্তা ও ভোগ্য রূপে এবং প্রেরয়িতারূপে তাঁহার অভিব্যক্তি। শ্রুতিতে ইন্দ্র বিরোচন সংবাদে আছে যে, আকাশ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্রহ্মের ব্যক্তরূপ। আর "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়ো র্নির্বহিতা তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তৎ অমৃতং স আত্মা।" তিনি এইরূপে আকাশাদি ভাবে ব্যক্ত, এবং পরম অব্যক্তরূপে সকলের অন্তরালে অবস্থিত। এই তত্ত্ব দেবদানব কেহ জানে না। দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন মানবেও জানে না, আসুরী প্রকৃতি সম্পন্ন মানবের ত কথাই নাই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে "নৈষ ভাবয়িতুং যোগ্যঃ কেনচিৎ পুরুষোত্তমঃ।"

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫



হে পুরুষোত্তম! জান তুমিই আপনি
আপনাকে আত্মবলে,—হে ভূতভাবন!
ভূতনাথ! দেবদেব! জগতের পতি! ১৫

১৫। জান—আত্মবলে—যেহেতু তুমি দেবগণের আদি, বা মূল কারণ, এই হেতু তুমি নিজেই সেই আপনাকে আপনি জান। তুমি যে নিরতিশয় জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-বলাদি-শক্তিমান্ ঈশ্বর, হে পুরুষোত্তম তাহা তুমি জান (শঙ্কর)। নিজ জ্ঞানেই স্বয়ং জান (রামানুজ)। স্বরূপে অর্থাৎ নিরুপাধিক সোপাধিক রূপে স্বয়ং অন্যের উপদেশ বিনা জান। নিরুপাধিক-স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত, সোপাধিক স্বরূপ—নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি শক্তিমান্ ঈশ্বর। অন্য কেহ তোমাকে স্বরূপে জানিতে পারে না। (মধু)। আর কেহ ইহা জানে না। ভগবানের এই "আত্মজ্ঞান" স্বতঃসিদ্ধ। ইহার জন্য কোন উপদেশ বা সাধনার প্রয়োজন হয় নাই। (স্বামী)।

ঈশ্বরের প্রভব আমাদের জ্ঞেয় নহে। নিরুপাধিক রূপে ব্রহ্ম অজ্ঞেয় —জ্ঞানের অগোচর, তিনি "নেতি নেতি", পদ-বাচ্য। সোপাধিক সগুণ ব্রহ্মরূপেও তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি অনন্ত—এজন্য সান্ত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে তাহাও আয়ত্ত হয় না।

পরমেশ্বর 'জ্ঞান' যদি আমাদের জ্ঞানের মত হয়, সীমাবদ্ধ হয়, দেশ-কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন হয়, "আমি" "তুমি" এই ভেদ-মূলক,—দ্বৈতাত্মক হয়,—তবে সে জ্ঞান কখন আপনার পরম স্বরূপ ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান—এরূপ সীমাবদ্ধ নহে। সে জ্ঞান ভেদ-মূলক, বা দেশকালাদি পরিচ্ছেদযুক্ত নহে। তাহা "আত্মজ্ঞান" (Self-consciousness)। সে জ্ঞান কিছু দ্বারাই "সান্ত" সীমাবদ্ধ হয় না। এজন্য ভগবান্ আত্মজ্ঞানে আপনাকে স্বরূপতঃ পূর্ণ

রূপে জানেন। চিদ্‌ঘন ভগবানে সে জ্ঞান নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত। ভগবান্ সর্ব্ব 'অহং', সর্ব্ব 'ইদং' তাহার অন্তর্ভূত।

ভগবান্ "আত্মনা আত্মানং" জানেন—ইহার অর্থ কি? কেশব বলিয়াছেন যে, আত্মার অসাধারণ জ্ঞানদ্বারা আত্মস্বরূপ ভগবান্ আপনাকে জানেন। পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে জ্ঞান কাহাকে বলে—এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে ইহা বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য। নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে উপনিষদুক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের যে বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, এই সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি আত্মা স্বরূপে ঈক্ষণ করিলেন—আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি আপনাকে 'অহমস্মি' রূপে জানিলেন। ইহাই মূল আত্মজ্ঞান। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। এ জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়—সকলই এক—ইহাই বিজ্ঞানব্রহ্ম। এই বিজ্ঞানে ঈক্ষণ বা কল্পনা হেতু ব্রহ্ম বহু হইলেন, নামরূপ দ্বারা বহুকল্পনাকে ব্যাকৃত করিয়া আত্মা দ্বারা তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মা সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ—সুতরাং সর্ব্বজ্ঞাতা। পরমেশ্বর এইরূপে এই জ্ঞান দ্বারা আপনার প্রভব বা অভিব্যক্তি এবং সর্ব্বাত্মরূপে আপনাকে জানেন। এই জ্ঞান হেতু, প্রপঞ্চাতীত পরমব্রহ্ম কিরূপে প্রপঞ্চের কারণ হইয়া প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হন, তাহা তিনিই সে জ্ঞান জানেন। ঋগ্বেদে আছে যে এই আদি অভিব্যক্তি তত্ত্ব যিনি আদি কারণ তিনিই জানেন, অথবা তিনিও জানেন না (ঋগ্বেদ ১০।১২৯ সূক্ত)। শ্রীভাগবত এতদনুসারে বলিয়াছেন,—ভগবান্ অনন্ত এজন্য তিনি নিজ জ্ঞানেও আপনার অন্ত পান না। তাঁহার জ্ঞান দ্বারা তাঁহার স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন হয় না। সে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। সেই অনন্ত জ্ঞান শক্তি বলে ভগবানের যে প্রভব, তাহা সেই অনন্ত জ্ঞানেরই জ্ঞেয় হয়।

পুরুষোত্তম—ভগবান্ অপেক্ষা অন্য সব পুরুষ অপকৃষ্ট এজন্য

ভগবান্ পুরুষোত্তম (মধু)। ব্রহ্ম "বহু হইবার" কল্পনা করিয়া বহু নামরূপ সৃষ্টি করেন, এবং প্রত্যেক নামরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। ইহাই শ্রুতির উপদেশ। এই বহু হইবার কল্পনা কল্পিত উপাধিতে বা দেহমধ্যে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত ভাবে অবস্থিত বলিয়া তিনি পুরুষ। পুরীতে যিনি শয়ন করেন, তিনি পুরুষ। এইজন্য বিভক্ত ভাবে ক্ষর ও অক্ষর বহু পুরুষের ধারণা হয়। ঈশ্বর সমষ্টিভাবে এক মায়া বা প্রকৃতি প্রসূত ব্রহ্মাণ্ড পুরীতে অবস্থিত বলিয়া এবং এ বিশ্বকে পূর্ণ করেন বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম। তিনি ব্যষ্টিভাবে এলোকে স্থিত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের অতীত, তাহাদের হইতে উত্তম। (গীতা, ১৫।১৭-১৮)।

ভূতভাবন—প্রাণীশ্বর প্রাণিগণের জন্মদাতা প্রভবের কারণ (শঙ্কর), সর্ব্বভূতের উৎপাদয়িতা (রামানুজ, মধু)। যিনি ভূতগণকে স্ব-ভাবযুক্ত করেন (বল্লভ)। ভূতগণের উৎপাদক (কেশব)। গীতা ৯।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভূতনাথ—(ভূতেশ)—ভূতগণের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী)। ভূতগণের স্বামী, নিয়ামক (বল্লভ)। ভূতগণের নিয়ন্তা (কেশব)। ভগবান্ লোকমহেশ্বর। (গীতা ১০।৩)।

দেবদেব—সকল দেবতারও পরমদেবতা। পূজ্যগণমধ্যে পূজ্য (বল্লভ)। আদিত্যাদি দেবতাদের প্রকাশক (কেশব)। ভগবান্ বলিয়াছেন, 'অহমাদি হি দেবানাং' (গীতা, ১০।২)

অর্জ্জুন অতি আদরে, বা প্রেমোৎকণ্ঠা প্রযুক্ত এইরূপ বহু সম্বোধন করিতেছেন (স্বামী, মধু)।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬



তুমিই অশেষ রূপে পারহ বলিতে
তোমার বিভূতি দিব্য,—যে বিভূতি বলে
এই লোক ব্যাপি তুমি আছ অবস্থিত ॥ ১৬

১৬। অশেষ রূপে…বলিতে—যেহেতু আপনিই কেবল আপনার স্বরূপ জানেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ এজন্যই আপনিই বিশেষরূপে সমুদায় বলিতে পারেন,—নিঃশেষ রূপে সমগ্র ভাবে বলিতে পারেন। অন্যের পরিচ্ছিন্ন;জ্ঞানে তাহা সম্ভব নহে।

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ই আপনাকে জানেন। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এ জন্য তিনিই আপনার সমগ্রস্বরূপ বলিতে পারেন। আত্মা জিজ্ঞাসিতব্য, এ জন্য অর্জ্জুন ভগবত্তত্ত্ব-বা পরমার্থতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন (মধু)।

বিভূতি দিব্য—আপনার নিজ দিব্য মাহাত্ম্য বিস্তার (শঙ্কর); অসাধারণ নিয়মন বিশেষ (রামানুজ)। অদ্ভুত বিভূতি (স্বামী) দিব্য বা ক্রীড়ারূপ নিজ বিভূতি বা কার্য্যার্থ স্বয়ংই অংশরূপ (বল্লভ)। অন্তরাত্মার অসাধারণ বিভূতি (মধু)। দিব্য=অসাধারণ (কেশব), অপ্রাকৃত (গিরি)।

এই লোক ব্যাপি অবস্থিত—আপন বিশেষ প্রকাশ বা আত্ম-মাহাত্ম্য বিস্তার দ্বারা সমুদায় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন, বা আপনার নিয়মাধীন বা অঙ্গীকৃত করিয়াছেন। এই দিব্য বিভূতি কি, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। এই বিভূতি বা আপনার মাহাত্ম্য বিস্তার যাহাদ্বারা এই সকল লোক ব্যাপিয়া বা পূরণ করিয়া ভগবান্ অবস্থিত (শঙ্কর গিরি)। যে বিভূতি যুক্ত হইয়া ভগবান্ এই সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া আছেন। (কেশব)।

এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানই তাঁহার আত্মবিভূতি সকল অশেষরূপে জানেন ও বলিতে পারেন। দেবমানুষাদির মধ্যে কেহ

তাহা অশেষে জানেন না এবং বলিতেও পারেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সেই পরম আত্মা ব্যতীত আর কেহ বিজ্ঞাতা দ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই। বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি, শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি, মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি······(বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১১)।

এ স্থলে আত্ম-বিভূতির অর্থ কি ? ইহার অর্থ কি ভগবানের আপনার বিভূতি ? না আত্মার অর্থাৎ ভগবানের আত্মস্বরূপের বিভূতি ? শেষ অর্থই সঙ্গত। ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে জ্ঞানে বহু হইবার কল্পনা করিয়া, আত্মার অনুপ্রবেশ দ্বারা নামরূপে ব্যাকৃত বহু কল্পনার অভিব্যক্তি করেন। এই বহু কল্পনার যে বিশেষ অভিব্যক্তি বা বিভূতি—তাহাও আত্মার এই অনুপ্রবেশ দ্বারা বিশেষ ভাবে বিবৃত হয়। এ জন্য তাহা আত্ম-বিভূতি। ইংরাজী জ্ঞানের ভাষায় ইহা Absolute as self-manifesting as phenomenal not-self and entering into and supporting the not-self as self and realising itself in and through the not-self.

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭

হে যোগিন্! কিরূপে সদা করি অনুধ্যান
জানিব তোমারে আমি, ওহে ভগবান্
কোন্ কোন্ ভাবে আমি চিন্তিব তোমায় ? ১৭

১৭। হে যোগিন্—নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি শক্তিশালী (মধু) পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যাদি গুণ যুক্ত (রামানুজ)। অচিন্ত্যগুণ শক্তি ঐশ্বর্য্য-

যুক্ত (কেশব)। সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বকরণ সমর্থ (বল্লভ)। যোগমায়া শক্তি যাহার আছে, তিনি যোগী। অনন্ত কল্যাণগুণযুক্ত (বলদেব) এই শ্লোকে "যোগিন্" শব্দের পাঠান্তর যোগী। রামানুজ বলেন সে স্থলে অর্থ এই যে, অর্জ্জুন বলিতেছেন,—আমি ভক্তিনিষ্ঠ যোগী হইয়া কিরূপে তোমায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইব, এ পাঠ সঙ্গত নহে। "যোগিন্" পাঠই সঙ্গত। ভগবান্ যোগেশ্বর (গীতা ১১।৯)। তিনি যোগৈশ্বর্য্যযুক্ত যোগমায়া-সমাবৃত। ১১।৯ শ্লোকের ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

এ স্থলে এরূপ অর্থ হইতে পারে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মের সহিত একত্ব যোগযুক্ত হইয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছিলেন, এজন্য তাঁহাকে যোগী বলা হইয়াছে। অনুগীতা হইতে জানা যায় যে, পরে যখন আবার অর্জ্জুন এই গীতোক্ত তত্ত্ব তাঁহার নিকট শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, গীতার উপদেশকালে তিনি যেরূপ যোগযুক্ত ছিলেন, সেরূপ যোগযুক্ত তখন না থাকায়, ঠিক সেরূপ উপদেশ দিতে পারিবেন না। এ অর্থ যে সঙ্গত নহে, তাহা নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে 'আমাকে জান' ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ অর্জ্জুন ভগবান্‌কে পরমব্রহ্ম পরমধাম বলিয়া জানিতেন। তিনি উক্তরূপ অর্থে ভগবান্‌কে যোগী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন না।

ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত যে বিবিধ যোগের কথা গীতায় উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ সেই যোগের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া তিনি যোগী—যোগেশ্বর, ইহাও বলা যায়। কিন্তু এ অর্থও এস্থলে তত সঙ্গত নহে। অতএব এস্থলে 'যোগিন্' শব্দের অর্থ এই যে, ভগবান্ যোগমায়া-সমাবৃত, মায়াযুক্ত হইয়া তিনি এই জগৎকারণ। মায়ার সহিত তাঁহার অসাধারণ যোগ হেতু তিনি যোগেশ্বর। মায়া দ্বারা বিশেষরূপে যুক্ত বা সগুণ হইয়া তিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বেশ্বর। নামরূপ যুক্ত হইয়া তিনি বহু হন, মহা ঐশ্বর্য্যযোগে তাঁহার

বহু বিভূতির প্রকাশ হয়। অতএব মায়ার সহিত যুক্ত বলিয়া তিনি যোগী। এই অর্থে এস্থলে এই যোগী সম্বোধনের সার্থকতা। পরমব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও অনন্ত গুণযুক্ত, নিরুপাধিক হইয়াও সোপাধিক, নির্লিপ্ত হইয়াও লিপ্ত। সর্ব্বভূত তাঁহার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহে। তিনিও ভূতগণের অন্তর্ভূতাত্মা হইয়াও—ভূতস্থ নহেন। ইহাই তাঁহার অদ্ভুত ঐশ্বরীয় যোগ (গীতা, ৯।৫)। এজন্য—এই অদ্ভুত ঐশ্বরীয় যোগযুক্ত বলিয়া—তিনি যোগী।

জানিব তোমারে—বাহ্যান্তর ভেদে চিন্তা করিয়া তোমার বিভূতি জানিতে পারিব (বল্লভ)। অথবা যোগৈশ্বর্য্যযুক্ত তোমাকে জানিব। বুদ্ধিজ্ঞান প্রভৃতিরূপে অন্তরে ভগবানকে জানিয়া, অন্তর্যামী ভগবানের জ্ঞান লাভ করা যায়—অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাঁহাকে জানা যায়। আর বাহ্য-জগতে ভগবানের বিভূতি দেখিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই বিজ্ঞান লাভ হয়। অর্জ্জুন এক্ষণে সর্ব্ব 'ইদং' মধ্যে বা বাহ্যবিষয়ে কিরূপে ভগবান্ জ্ঞেয় ও চিন্তনীয় হন, তাহা জানিতে চাহিতেছেন।

ভাবে—বস্তুতে (শঙ্কর)। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি-জ্ঞানাদি ব্যতিরিক্ত অন্য ভাবে (রামানুজ)। পদার্থে (স্বামী, কেশব, হনু)। ভগবানের বিভূতিভূত চেতনাচেতনাত্মক বস্তুতে (মধু)। ভাব, প্রভব, প্রভাব, বিভূতি, বিভাব প্রভৃতি 'ভূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভাব = অভিব্যক্তি প্রকাশ। ইহার অর্থ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

চিন্তিব—ধ্যান করিব। তুমি কোন্ কোন্ ভাবে ধ্যেয় (শঙ্কর)। বাহ্যান্তরভেদে চিন্তা করিব (বল্লভ)। যেভাবে চিন্তা করিতে করিতে যোগেশ্বর তোমাকে আমি জানিতে পারিব—তোমার স্বরূপ জ্ঞান হইবে—তোমাকে প্রাপ্ত হইব। তুমি অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞানশক্তিযুক্ত, আমি অত্যল্প জ্ঞানশক্তিযুক্ত। আমি কোন্ কোন্ ভাব বা পদার্থ অবলম্বন করিয়া তোমায় চিন্তা করিব (কেশব)।

তোমারে—ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী, পূর্ণগুণদ্বারা সর্ব্বব্যাপক ভগবান্‌ তোমাকে (বল্লভ, কেশব)।

পূর্ব্বে (১০।৪-৫ শ্লোকে) ভগবান্‌ হইতে জীবদিগের যে বুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাঁহার মানস হইতে যে মহর্ষি মনু প্রভৃতি ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে (১০।৬) তাহা জানা যায়। এ ভাব বাহ্য নহে। ভগবান্‌ এ ভাবে চিন্তনীয় হইলেও, অর্জ্জুন বাহ্য ও আন্তর যে যে ভাবে ভগবান্‌ ধ্যেয় বা চিন্তনীয় হইতে পারেন, তাহা সবিশেষ জানিতে চাহিতেছেন। 'মনন' জন্যই ভগবানের বিভূতি শ্রবণের প্রয়োজন। যে যে ভাবে তিনি এই বিশ্বে প্রকাশমান, তাঁহার যে যে ভাব 'Immanence' চিন্তা করিলে, বা যে যে ভাব মধ্যে তাঁহাকে চিন্তা করিলে, তাঁহাকে সমগ্র সবিজ্ঞান জানা যায়—এস্থলে অর্জ্জুন তাহাই জানিতে চাহিতেছেন।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্‌॥১৮

ওহে জনার্দ্দন! কহ আপনি বিস্তারি
পুনরায় যোগ আর বিভূতি তোমার,—
সে অমৃত শুনি' মম তৃপ্তি নাহি হয়॥ ১৮

১৮। জনার্দ্দন—জন+অর্দ্দন। জন=অসুর। দেবগণের শত্রু অসুরগণকে নরকাদি লোকে প্রেরণ করিবার কারণ (শঙ্কর)। অথবা তিনি (জন) সাধারণের কর্ম্মফলপ্রাপ্তির কারণ। অর্থাৎ সুখ ও মোক্ষলাভ জন্য ভগবান্‌ জনগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত (অর্দ্দিত) হন—এজন্য

তিনি জনার্দ্দন (শঙ্কর, মধু)। সর্ব্ব অবিদ্যানাশক (বল্লভ)। স্বস্ব শ্রেয় জন্য সকলের দ্বারা তুমি অর্দ্দিত বা যাচিত হও, এজন্য তুমি জনার্দ্দন (কেশব)। অর্জ্জুনও তাঁহার কাছে শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করিতেছেন। এজন্য এই বিশেষণের সার্থকতা (মধু)।

বিস্তারি—বিস্তার করিয়া (শঙ্কর)। এই অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ৮ম শ্লোকে সংক্ষেপে ভগবান্ নিজ যোগ ও বিভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে সপ্তম হইতে নবম অধ্যায়েও ইহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে অর্জ্জুন তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিতেছেন।

যোগ—যোগৈশ্বর্য্য-শক্তি বিশেষ (শঙ্কর)। সৃষ্ট্যাদি যোগ, সর্ব্বভূতস্থ আত্মারূপে সকলকে নিয়মন করিবার সামর্থ্যও যোগ (রামানুজ)। সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিত্বাদি লক্ষণ যোগৈশ্বর্য্য (স্বামী, মধু)। এ বিশ্বের সহিত নানাভাবে যোগমায়া দ্বারা সম্বন্ধ। (পূর্ব্ব শ্লোকের "যোগী" শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

বিভূতি—ধ্যেয় পদার্থের বিস্তার (শঙ্কর)। ধ্যানাবলম্বন (মধু)। নিয়মন,—সর্ব্বভূতগণের বুদ্ধ্যাদি নানাভাবে প্রবর্ত্তনরূপ নিয়মন। সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপে অবস্থিত বলিয়া ভগবান্ এই নিয়মনে বা নিয়ন্তৃত্বে সমর্থ (রামানুজ)। এ বিশ্বে নানাভাবে ভগবানের অভিব্যক্তি (Immanence বা Manifestation)। এ অধ্যায়ারম্ভে বিভূতির অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

সেই অমৃত···হয়—ইহা ভগবত্তত্ত্ব কথা শ্রবণ জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের জ্ঞাপক (মধু)। অমৃত—মরণনিবর্ত্তক মোক্ষাত্মক আনন্দরূপ বাক্য (বল্লভ)। অমৃত পানে যেমন তৃপ্তি বা পর্য্যাপ্তি বোধ হয় না, সেইরূপ ভগবানের স্বমাহাত্ম্যবাচক বাক্য শ্রবণেও তৃপ্তি বা পরিতোষের সম্ভাবনা নাই (কেশব)।

আমাদের চিত্ত—কেবল সমাহিত বা নিরুদ্ধ অবস্থায় অন্তর্মুখ। অন্য সময়—জাগরিত অবস্থায় বহির্মুখ। যখন চিত্ত বহির্মুখ থাকে,

তখন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, জগতে ভগবানের যোগ ও বিভূতি দেখিতে শিক্ষা ও সাধনা করিতে হয়। জগৎকে মিথ্যা মায়া বা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া ধারণা করিলে বিভূতি জ্ঞানলাভ হয় না। ইন্দ্রিয় দ্বারে যে বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহার মধ্যে যাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়—তাহা সতত চিন্তা করিতে হইবে। এই ধ্যানের পরিপাকে বাহিরে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়।

অন্তরে আত্মস্বরূপে এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ভাবে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মানুভব, আর বাহিরে ব্রহ্মের বিভূতি 'বা যোগরূপে সর্ব্ব পদার্থের ধারণা ও অনুচিন্তনই—অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভের প্রধান উপায়।

সুতরাং এস্থলে বহির্ম্মুখ চিত্তে অন্তরে ও বাহ্য জগতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা করিবার কৌশল, এবং সেই ধারণায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। (স্বামী)।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতির উপায় বা এই বিজ্ঞান লাভের প্রকৃতপন্থা এই দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। চণ্ডী ব্যতীত আর কোথাও ইহার এরূপ বিবৃতি নাই।

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯

ভাল কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি কহিব তোমারে
প্রধানতঃ দিব্য আত্ম-বিভূতি যে সব—
এই বিস্তারের অন্ত নাহিত আমার ॥ ১৯

১৯। ভাল—(হস্ত) ইহা আশ্বাস প্রদানার্থক (মধু)। ইহা অনুকম্পা-দ্যোতক (কেশব)।

প্রধানতঃ দিব্য…যে সব—দ্যুলোকোৎপন্ন (দ্রব্য) আত্মবিভূতি বা আমার বিভূতি মধ্যে যেখানে যেখানে যাহা যাহা প্রধান বিভূতি আছে, তাহাই প্রধানতঃ নির্দ্দেশ করিব (শঙ্কর)। প্রধান শব্দে উৎকর্ষত্ব বুঝায় (রামানুজ)। দিব্য—অর্থাৎ প্রসিদ্ধ (মধু), অসাধারণ। অথবা আমাকে ধ্যানের সুবিধা জন্য, আমার যে বিভূতি সকল প্রধানভাবে উল্লেখ-যোগ্য, যাহা যোগের বিষয় তাহা সংক্ষেপে বলিব।

দ্যুঃ=আকাশ। 'আত্মন আকাশসম্ভূত, আকাশাৎ বায়ুঃ" ইতি, শ্রুতিঃ। অতএব আত্মা আকাশরূপেই প্রথমে আবির্ভূত। সেই আকাশ হইতে অন্য সকলের আবির্ভাব, ও সেই আকাশেই তাহাদের স্থিতি। আ সমস্তাৎ প্রকাশিত ; আকাশস্থ বলিয়া বিভূতি দিব্য—দ্যুস্থানস্থ।

অথবা—আত্মা প্রথমে তেজো রূপে আবির্ভূত। সেই তেজ হইতে অন্য সকলের বিকাশ। এই আদি তেজঃস্বরূপ হইতে বিভূতির বিকাশ বলিয়া তাহা দিব্য—দ্যুতিমান্ বা দ্যোতনাত্মক।

আত্ম-বিভূতি—আমার বিভূতি (শঙ্কর, কেশব)। এই 'আত্মনঃ বিভূতয়ঃ' শব্দের বিশেষ অর্থ হইতে পারে। পরম ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের যে সকল বিভূতি তাহা তাঁহার আত্মস্বরূপেরই বিভূতি। নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সৃষ্টির অগ্রে আত্মা রূপে—পুরুষরূপে অভিব্যক্ত হন। এই আত্মা (Absolute Self)। ব্রহ্ম 'বহু হইব' এই ঈক্ষণ করিয়া, নামরূপ দ্বারা সেই বহু কল্পনাকে ব্যাকৃত করিয়া আত্মা-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই জন্য যাহা কিছু বিশ্বে অভিব্যক্ত হয়, তাহা সেই আত্মা-স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। 'পূর্ব্বে ১৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।'

অন্ত নাহি—সে বিভূতি অশেষ,—শত বর্ষেও তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না (শঙ্কর)।

ভগবান্ পরে (১০।৪০ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—

"নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে র্বিস্তরো ময়া॥"

ইহার কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" (গীতা, ১০ ৪২)।

বিস্তার—(বিস্তর) ভগবানের বিভূতির বিশেষ প্রকাশ, অনন্ত বিভিন্ন প্রকারে বিস্তার। বিস্তর অর্থে বিভূতির বিস্তার (শঙ্কর)। বিস্তর বা বিস্তার অর্থে ব্যাপ্ত হওয়া বা বিস্তীর্ণ হওয়া। ভগবান্ আত্মবিভূতি দ্বারা এই লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত (১০.১৬)। এই জন্ত এই বিভূতি ভগবানেরই বিস্তর বা ব্যাপ্ত ভাব বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত।

কুরুশ্রেষ্ঠ—কুরুকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অথবা কর্ম্মীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০

আমি আত্মা—সর্ব্বভূত অন্তরেতে স্থিত,
ওহে গুড়াকেশ, আর আমিই কেবল—
আদি মধ্য অন্ত হই সকল ভূতের। ২০

২০। আত্মা—প্রত্যগাত্মা। (শঙ্কর)। বিভুবিজ্ঞানানন্দ মহৎ স্রষ্টাদি ত্রিরূপ পরমাত্মা—সর্ব্বভূতান্তঃকরণে স্থিতরূপে চিন্তনীয় (বলদেব)। তাবৎ বিভূতি যে ভগবানের আত্মস্বরূপ তাহা উক্ত হইতেছে (কেশব)। সর্ব্বভূতে যে "আত্ম" রূপ—ইহাই ভগবানের স্ব-ভাব। ইহাই অধ্যাত্ম-

তত্ত্ব (গীতা ৮।৩)। ভগবান্ -সর্ব্বভূতান্তর্ভূতাত্মা। তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে বা সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে স্থিত (গীতা ১৩।২)।

সর্ব্বভূত—সর্ব্বজীব (শঙ্কর, স্বামী)। প্রধান হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত মূল প্রকৃতি (বলদেব)। (পরে ১৩।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

অন্তরেতে—(আশয়)=অন্তর্হৃদয়ে (শঙ্কর)। অন্তঃকরণে (স্বামী)। অন্তর্যামিরূপে। ভূতরূপ অধিকরণে—এ অর্থও হইতে পারে। রামানুজ এ অর্থ করিয়াছেন।

অথবা আশয় অর্থে ভূতগণের কর্ম্মজনিত বাসনা বা সংস্কার। ভগবান্ অন্তর্যামী আত্মারূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করেন, সংস্কারের বিকাশ করেন।

স্থিত—নিত্য ধ্যেয়রূপে স্থিত (শঙ্কর)। সর্ব্বশরীরের আধার ও নিয়ন্তৃরূপে স্থিত (রামানুজ)। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণদ্বারা নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত পরমাত্মা (স্বামী)। অন্তর্যামী, প্রত্যগাত্মা-রূপে স্থিত (মধু, কেশব)। সর্ব্বভূত যাঁহার আশয়—তিনি সর্ব্বভূতাশয়, এই রূপে অবস্থিত (হনু)। প্রকৃতি মধ্যে কারণরূপে স্থিত (বলদেব)। জগতে বিরাটরূপে স্থিত,—জীবমধ্যে সচ্চিদানন্দরূপে স্থিত।

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে।

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতি র্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।" (গীতা, ১৫।১৫)

অন্যত্র আছে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥" (১৮।৬১)

শ্রুতিতে আছে—

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌॥”
(কঠ উপঃ ৫।৯-১২।)

অন্যত্র আছে—

“যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরং...
যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরং যময়তি” (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১)

ভগবান্‌ যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বা সর্ব্বভূতস্থ আত্মা (গীতা, ৬।২৯-৩১), তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১১ শ্লোকে) ও মুণ্ডক উপনিষদে (১।৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। সে মন্ত্র আর এ স্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

গীতা অনুসারে ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীবভূত—পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি (গীতা, ৭ ৪-৬)। ভগবানই সর্ব্বভূত মধ্যে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষরূপে স্থিত। জীবভাব প্রকৃতির— জীবাত্মা ভগবান্‌। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত (গীতা, ১৩।২৭-২৮)। তিনিই ব্রহ্ম—অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় স্থিত। অতএব আত্মা স্বরূপতঃ এক, তাহা পরমাত্মা—পুরুষোত্তম—পরম ব্রহ্ম। সেই আত্মাই জীব ভাবে—সর্ব্বভূতাশয়ে অবস্থিত হইয়া জীবাত্মা হন। জীব সেই আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চৈতন্যযুক্ত—জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র।

কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ অর্থ গ্রহণ করেন না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ অনুসারে ভগবান্‌ পরমাত্মা আর জীব স্বরূপতঃ প্রত্যগাত্মা বা ব্রহ্ম। এই উভয় মধ্যে ভেদ আছে। ভেদাভেদ-বাদ অনুসারেও এই ভেদ স্বীকার্য্য। যাহা হউক প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে

ভেদ ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার্য্য। শ্রুতি অনুসারে বলা যায় যে ভগবান্ প্রতি জীবের অন্তরে দুইরূপে অবস্থান করেন, এক পরমাত্মারূপে, আর এক জীবাত্মারূপে। পরমাত্মারূপে তিনি অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা; আর জীবাত্মারূপে তিনি কর্ম্মফল-ভোক্তা। জীবাত্মারূপে তিনি বিজ্ঞানাত্মা বা মহানাত্ম'—প্রতিভূতাশয়ে অবস্থিত, আর পরমাত্মারূপে তিনি সর্ব্বভূতাশয়ে সমভাবে অবস্থিত। দেহাভিমান হইতে একই আত্মা যেন বহু হইয়া জীবাত্মা ভাব-যুক্ত হন। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে বেদান্তমতে তাহা অধ্যাস-মূলক।

শ্রুতিতে আছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য—
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"
(ঋক্ ১।১৬৪।২১, মুণ্ডক ৩।১৬ ও শ্বেতাশ্বতর ৪।৬)

অন্যত্র আছে—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।" (কঠ ৩।১)

এই শ্রুতি ভেদবাদের পোষক হইলেও, ইহা হইতে অভেদ বাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ আত্মা সর্ব্বভূতগণে স্থিত। তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ এই যে সর্ব্বভূতের অন্তরে 'আত্মারূপে' অবস্থিত—ইহা ভগবানের বিভূতিমাত্র। ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে। তিনি একাংশে জগতে অনুপ্রবিষ্ট। অন্য অংশ জগদতীত। তাঁহার পরাপ্রকৃতি—জীবরূপী। তিনি আত্মারূপে জীবে অনুপ্রবিষ্ট। এই আত্মারূপ তাঁহার

বিভূতি। তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় এই আত্মারূপে যে প্রতি জীবে স্থিত, ইহাই তাঁহার বিভূতি।

বলদেব বলেন—ভগবান্ সর্ব্বভূতাত্মারূপে চিন্তনীয়। প্রথমতঃ প্রধানাদি পৃথিব্যন্ত মূল প্রকৃতির কারণরূপে তিনি অন্তর্য্যামী। দ্বিতীয়তঃ তিনি সর্ব্ব-জীবাভিমানী সমষ্টিরূপে বিরাটের অন্তর্য্যামী। তৃতীয়তঃ তিনি সর্ব্ব ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী—ক্ষীরোদ-শায়িরূপে তিনি স্থিত। এই তিন আত্মা রূপ ভগবানের বিভূতিভাবে চিন্তনীয়। একরূপ—মহৎস্রষ্টা; দ্বিতীয়রূপ অন্তঃ-সংস্থিত; তৃতীয়রূপ সর্ব্বভূতস্থ'। ইহা সুবলোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, ভগবান্ প্রত্যগাত্মা স্বরূপে নিত্য ধ্যেয়। যিনি এই আত্মরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিতে অসমর্থ—তিনিই পরে উল্লিখিত অপর বিভূতি ভাবে ভগবানের ধ্যান করিবেন।

গিরি বলেন, আদিত্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। সুতরাং সর্ব্ব বিভূতিতে তিনিই ধ্যেয়।

গুড়াকেশ—(গুড়াকা+ঈশ বা গুড়+কেশ)— নিদ্রাজয়ী অথবা ঘনকেশযুক্ত (শঙ্কর, কেশব)। নিদ্রাজয়ী বলিয়া অর্জ্জুনের ধ্যান-সামর্থ্য অধিক (মধু)। অতন্দ্রিত ভাবে শ্রবণকারী (বল্লভ)।

আদি মধ্য অন্ত—উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় (শঙ্কর)। জন্ম স্থিতি সংহার হেতু (স্বামী)। সমুদায় চেতনবর্গের উৎপত্তি স্থিতি নাশরূপ কারণ (মধু)। উৎপত্তি স্থিতি লয় স্থান (বল্লভ)।

ভগবান্ ভূতগণের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহাদের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—এই রূপে ভগবান্ চিন্তনীয়। এই ভূতগণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতে স্থিত হয় এবং তাঁহাতেই লীন হয় (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ভৃগুবল্লী, ১)।—ভগবান্, ভূতগণের আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন এবং তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশের কারণ হন।

———

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১

আদিত্যগণের—বিষ্ণু; রবি অংশুমান—
জ্যোতিদের মাঝে আমি; মরুতগণের—
আমিই মরীচি; শশী—নক্ষত্রগণের।২১

২১। আদিত্যগণের বিষ্ণু—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু-নামক আদিত্য, (শঙ্কর, কেশব)। দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্যই উৎকৃষ্ট (রামানুজ)। অথবা ইনি বামনাবতার বিষ্ণু (মধু)। আদিত্যগণ মধ্যে বিষ্ণু মনোহর (বল্লভ)।

আদিত্যগণ—বৈদিক দেবতা। আদিত্যগণ—অর্থে, নিরুক্ত মতে, উত্তান বা দ্যুস্থানস্থ জ্যোতিঃ। তাঁহারা বহুবচনে অভিহিত হন। "রশ্মিভিঃ আদ্যতে জ্যোতিষাং চন্দ্রনক্ষত্রগ্রহাদীনাম্" ইতি আদিত্য। আদিত্যগণের মধ্যে ঋগ্বেদে সবিতার সম্বন্ধে ১০টি সূক্ত, পুষন্ সম্বন্ধে ৮টি সূক্ত, সূর্য্য সম্বন্ধে ৬টি সূক্ত, ও বিষ্ণু সম্বন্ধে ৩টি সূক্ত আছে। ঋগ্বেদে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ নাই। কোথাও সাত কোথাও বা আট আদিত্যের উল্লেখ আছে মাত্র। সূর্য্যের অহোরাত্র মধ্যে যে বিভিন্ন অবস্থা হয়, তাহার মধ্যে এক এক অবস্থায় এক এক স্বতন্ত্র আদিত্য। আদিত্যগণ অরুণ, সবিতা, ভগ, পূষা বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ।—আকাশ প্রায় আলোকিত, কিন্তু পৃথিবী অন্ধকারাবৃত যে কালে, সেই কালের সূর্য্য—সবিতা। তাহার পূর্ব্বে অরুণ। তাহার পরবর্ত্তী কালের সূর্য্য—ভগ। তৎপরে পূষা। পূষার পর বিষ্ণু। যখন সূর্য্যতেজ প্রখর হয়—এবং সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম বিষ্ণু। নিরুক্তকার বলিয়াছেন, যখন এই সূর্য্য রশ্মি দ্বারা ব্যাপ্ত হন, তখন তিনি বিষ্ণু। অথবা

যখন তিনি রশ্মি দ্বারা সর্ব্বতঃ প্রবিষ্ট হন, তখন তিনি বিষ্ণু। কিংবা রশ্মি দ্বারা বিশিষ্টরূপে এই সমুদায় ব্যাপ্ত হন তখন তিনি বিষ্ণু। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।' (গীতা ৮।৪)। (উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অতএব আদিত্যাদি দেবতাদের মধ্যে সেই অন্তর্যামী পুরুষই চিন্তনীয়। বিষ্ণু—দেবতাদের মধ্যে তেজোময় সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। বিষ্ণু দেবতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদে তিনটি সূক্ত বা ত্রিশটি ঋক্ আছে। তাহাদের মধ্যে "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি সূক্ত প্রধান। (ঋগ্বেদ ১।২২ সূক্ত দ্রষ্টব্য)।

ঋগ্বেদের এই সূক্তে আছে—"ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।" এবং 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" অতএব বিষ্ণুর চারিপাদ। ইহার তিন পাদ বিশ্বভূবন সকল, আর এক পাদ অব্যয়পদ বিশ্বাতীত। সুতরাং এই বিষ্ণু—পরমাত্মা-ব্রহ্মরূপে ধ্যেয়। ইনি সূর্য্য-মণ্ডল নহেন,—সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ। বিভিন্ন আদিত্য তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশরূপ মাত্র। সামবেদে (৪।১।৩।৯) এবং যজুর্ব্বেদে (বাজসং ১৩,৩) আদিত্যগণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

বেদে—সাত অথবা আট আদিত্যের উল্লেখ থাকিলেও, পুরাণে দ্বাদশ মাস অনুসারে দ্বাদশ আদিত্য উক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম—ধাতা, মিত্র অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু। সূর্য্যের সকল বিভিন্ন অবস্থা মধ্যে বিষ্ণু অবস্থাই প্রধান। তাহাই আদিত্য কল্পনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এজন্য আদিত্যগণ মধ্যে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ। ব্যাপক ধর্ম্মাত্মক, বিশ্ব-প্রকাশক বলিয়া তিনি বিষ্ণু (বল্লভ)।

রবি অংশুমান্—রশ্মিমান্ সূর্য্য। জগদ্ব্যাপক রশ্মির আশ্রয় সূর্য্য। (কেশব)। ইহাই সূর্য্যের স্থূলরূপ। আদিত্য সূর্য্যের স্থূলরূপ নহে। বিষ্ণু—স্থূল সূর্য্য নহেন। তিনি "Spiritual Sun" (গীতা ৮।৫ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

জ্যোতিদের মাঝে—জ্যোতিষ্ক বা প্রকাশয়িতৃগণের মধ্যে (শঙ্কর, কেশব)। জগতে প্রকাশকগণের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্ত সূর্য্যই প্রধান (রামানুজ, স্বামী)। সকল জ্যোতিষ্ক পদার্থ মধ্যে সূর্য্যই আদর্শ জ্যোতিষ্ক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও ঘনীভূত আলোকযুক্ত, সকল জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা অধিক জগৎ-প্রকাশক। বহির্জ্জগৎ-প্রকাশকগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রকাশক রশ্মিযুক্ত সূর্য্য (বল্লভ)।

মরীচি…মরুতগণ—মরুৎগণ বা বসুদেবতাগণের মধ্যে আমি মরীচি নামক উৎকৃষ্ট বায়ু। মরুৎ দেবতা সাত জন (স্বামী)। অথবা সপ্তসপ্ত বা উনপঞ্চাশৎ (মধু)। মরীচি ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব-সুখোৎপাদক বায়ু (বল্লভ)।

ঋগ্বেদে মরুদ্‌গণ স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ৩৬টি সূক্ত আছে। বায়ু সম্বন্ধেও স্বতন্ত্র ৭টি সূক্ত আছে। নিরুক্তকার বলেন,—মরুদ্‌গণ অন্তরীক্ষের দেবতা। বায়ুই বহু হইয়া মরুৎ নামে অভিহিত হন। অন্তরীক্ষস্থ বহু সাধ্য কর্ম্মে বায়ুই মরুতরূপে পৃথক্ বিজ্ঞাত হন। ইনি শুক্রজ্যোতি চিত্রজ্যোতি সপ্ত মরুদ্‌গণযুক্ত। পুরাণ মতে মরীচিপুত্র কশ্যপ ও অদিতি হইতে ইঁহারা জাত। কেহ বলেন, ইঁহারা পৃথিবীর পুত্র বা রুদ্র-পুত্র। ইঁহারা ইন্দ্রের নিত্যসহচর, এবং বর্ষণের সহায়। মরীচি দেবতার সূক্ত বা স্তুতি ঋগ্বেদে নাই। মরীচি অর্থে "কিরণ"। ঋগ্বেদে মরুদ্‌গণকে অনেক স্থলে দীপ্তিযুক্ত বলা হইয়াছে —বায়ুকে "দর্শত" বলা হইয়াছে। বায়ুগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজ ও দীপ্তিযুক্ত তিনিই মরীচি। তিনি বায়ু মধ্যে প্রধান বা আদর্শ।

শশী…নক্ষত্রগণের—শশী = চন্দ্র। নক্ষত্রগণ = সাতাইশ নক্ষত্র। নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্রকেই ভগবানের বিভূতিরূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। এই সকল স্থলে যে ষষ্ঠী প্রয়োগ, তাহা নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। পরে কোন কোন স্থলে সম্বন্ধে ষষ্ঠীও ব্যবহৃত হইয়াছে।

নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্রকে কিরূপে ধরা যাইতে পারে? গত্যর্থক 'নক্ষ' ধাতু হইতে নক্ষত্র। শ্রুতিতে আছে "যো বা ইহ যজমানঃ অস্মং লোকং নক্ষতে তৎ নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বম্।" সুতরাং পুণ্যফল ভোগ জন্য যে লোকে গতি হয়, তাহা নক্ষত্র লোক। চন্দ্রলোকেও পুণ্যফল ভোগ জন্য প্রধানতঃ গতি হয়, এজন্য চন্দ্রও নক্ষত্র মধ্যে গণ্য (হনু)।

অথবা রাত্রিকালে যে সকল জ্যোতিষ্ক আলোক প্রদান করে, তাহারা নক্ষত্র। তাহাদের মধ্যে চন্দ্র শ্রেষ্ঠ, কেন না তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোক প্রদান করেন। এজন্য চন্দ্র নক্ষত্রের আদর্শ, নক্ষত্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পুরাণে যে সাতাইশ নক্ষত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে চন্দ্র নক্ষত্রগণের অধিপতি, বা ভর্ত্তা। সাতাইশ নক্ষত্র—দক্ষের সাতাইশ কন্যা। চন্দ্র ইহাদিগকে বিবাহ করেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে দ্বাদশ রাশি অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইশ নক্ষত্রে (তারা ব্যূহে) বিভক্ত। চন্দ্র প্রতিদিন গতিপথে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন।

অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইশ নক্ষত্রে আসক্তিহেতু লাঞ্ছনযুক্ত রসাত্মক শশী (বল্লভ)। নক্ষত্রগণের অধিপতি রসাত্মক চন্দ্র (বলদেব)।

রবি—অংশুমান্ রশ্মিযুক্ত। সে রশ্মি—তাপ ও আলোকযুক্ত। কিন্তু চন্দ্র রসাত্মক সোম। তাহা স্নিগ্ধ আলোক প্রদান করে মাত্র। তাহা প্রকাশক আলোক যুক্ত হইলেও, তেজ দ্বারা এ জগতের ধারক নহে। এজন্য জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে চন্দ্রকে গ্রহণ করা যায় না। যাহা কিছু তেজ বা জ্যোতি বা তাপ ও আলোক যুক্ত, তাহাদের মধ্যে রবি শ্রেষ্ঠ। আর নক্ষত্র প্রভৃতি যাহা স্নিগ্ধ আলোক মাত্র প্রদান করে, তাহাদের মধ্যে চন্দ্র শ্রেষ্ঠ এবং সকলের আদর্শ। ঋগ্বেদেই আছে যে, চন্দ্রের যে আলোক, তাহা রবি হইতেই প্রাপ্ত বা প্রতিবিম্বিত।

কেশব বলিয়াছেন যে, এই শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকে যে ভগবান্ বলিয়াছেন,

—তিনি সর্ব্বভূতাশয় স্থিত আত্মা, এবং সর্ব্বভূতের আদি মধ্য ও অন্ত,—তাহা বিভূতিমান্ ভগবানের আত্মস্বরূপ,—তাহা বিভূতি নহে। কিন্তু এ অর্থ তত সঙ্গত বোধ হয় না। কেননা পরমেশ্বর যে সর্ব্বভূতহৃদয়ে আত্মা-স্বরূপে স্থিত, ও সর্ব্বভূতগণের কারণরূপে অবস্থিত, তাহাও ভগবানের পরম অজ অব্যয় লোকমহেশ্বর ভাব বা পরমেশ্বরের পরম ভাব অথবা পরম ব্রহ্মভাব নহে। অতএব ভগবানের এই আত্মস্বরূপে সর্ব্বভূতাশয়ে অবস্থিতিও তাঁহার বিভূতি—তাঁহার আশ্চর্য্য ঐশ্বরীয় যোগ। মাত্র। অতএব বিংশ শ্লোক হইতেই বিভূতি ও যোগ বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে।

এ শ্লোকের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম 'বহু হইব' ঈক্ষণ বা কল্পনা করিয়া যে আদিত্য দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাতে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন, বিষ্ণুই সেই কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্ট আদর্শ, তাহার পূর্ণ বিকাশ। তিনি তাহাতে বিশেষ ভাবে আত্মারূপে বা পুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট। সেইরূপ ব্রহ্ম যে জ্যোতিষ্কগণের কল্পনা করেন, অংশুমান্ রবি—সেই কল্পনার আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেই কল্পনা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া তাহাতেই তিনি আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধারণ করেন,—সে কল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি করেন। সেইরূপ তাহার কল্পিত মরুৎ দেবতাগণ মধ্যে মরীচিই প্রকৃষ্ট আদর্শ, তাহাতেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ ধারণা হয়। নক্ষত্র কল্পনার মধ্যে ও চন্দ্রই শ্রেষ্ঠ—প্রকৃষ্ট আদর্শ। সেই কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি যে চন্দ্র, তাহাতেই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ ধারণা হয়।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২

হই আমি সামবেদ—বেদগণ মাঝে ;
দেবগণ মাঝে—ইন্দ্র ; ইন্দ্রিয়গণের
মাঝে—মন ; প্রাণীদের হই সে চেতনা ॥ ২২

বেদগণ মাঝে সামবেদ—ঋক্ যজুঃ সাম—এই ত্রয়ী বা তিন বেদ মধ্যে সামবেদ শ্রেষ্ঠ। আর বেদ সংহিতা চার হইলে—অথর্ব্ব বেদ, তাহার অন্তর্গত হইলেও সামবেদ তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে সকল বিশেষ ঋক্মন্ত্র যজ্ঞাদি কালে উদ্গাতারা গান করিতেন, তাহার সমষ্টি সামবেদ। চণ্ডীতে, আছে" উদ্গীত-রম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।" দেবতার উদ্দেশে স্তুতিই যদি বেদের উদ্দেশ্য হয়, তবে সাম (Psalm ?) তাহাদের মধ্যে আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ।

গানাত্মক মাধুর্য্যরসযুক্ত বলিয়া সামবেদের প্রাধান্য (বল্লভ কেশব)।

দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র—অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুদ্গণ প্রভৃতি সে সমুদায় বৈদিক দেবতা তাঁহাদের গণের মধ্যে ইন্দ্র—শ্রেষ্ঠ ও প্রধান।

সমষ্টিভাবে দেবগণ বেদে "বিশ্বে দেবগণ" রূপে স্তুত। ঋগ্বেদে তাঁহাদের সম্বন্ধে ৫৮ সূক্ত বা ৬৭১টি ঋক্ আছে।

ইন্দ্র—শতক্রতু (শত যজ্ঞকারী) 'সর্ব্ব ক্রিয়াংসভোক্তা' এজন্য ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ—তিনি দেবরাজ (বল্লভ)।

দেবগণের মধ্যে প্রধান দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদের প্রায় একচতুর্থাংশ—অর্থাৎ প্রায় সহস্র সূক্তের মধ্যে ২৪৭ সূক্ত বা প্রায় দশ সহস্র ঋক্ মন্ত্র মধ্যে ২৮৪৫টি ঋক্ ইন্দ্র-দেবতা সম্বন্ধীয়। ইন্দ্র অগ্নি সোম প্রভৃতি—ঋগ্বেদের যে সব প্রধান যজ্ঞভাক্ ও স্তুতিভাক্ দেবতা। তন্মধ্যে ইন্দ্র সর্ব্বপ্রধান।

উপনিষদে আছে, ইন্দ্রই দেবগণের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। এজন্য ইন্দ্র নিশ্চয় অন্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ। (কেন উপঃ ২৮))

পুরাণ মতে—ইন্দ্র ত্রৈলোক্যাধিপতি—স্বর্গের ঈশ্বর, দেবগণের রাজা।

ইন্দ্র—আদর্শ দেবতা। বেদে তিনি প্রধানতঃ বৃষ্টিবর্ষণকারী দেবতা। সেই বৃষ্টি হইতেই জগতের জীব-প্রবাহ রক্ষিত হয়।

ইন্দ্রিয়গণের মাঝে মন—চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়। ইহাদিগের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ; মন অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা প্রবর্ত্তক বা প্রেরক। সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিই মন (শঙ্কর)।

শ্রুতি অনুসারে মনই অন্তঃকরণ বা চিত্ত। বুদ্ধি অহঙ্কার ইহার অন্তর্গত। কিন্তু সাংখ্যদর্শন অনুসারে, মন—বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে ভিন্ন। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের উৎপত্তি। মন হইতে দশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন পর বা শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ (গীতা, ৩.৪২)।

ভগবান্ বিষ্ণুরূপে মনের অধিদেবতা। তিনি মনের নিয়ন্তা—প্রেরক। শ্রুতিতে আছে, 'এই যে হৃদয়—ইহাই মন' (ঐতরেয় উপ, ৩।২)। শঙ্কর ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, মন এক হইয়াও অনেক প্রকার। মন নেত্রভূত হইয়া রূপ দেখে, শ্রোত্রভূত হইয়া শ্রবণ করে, ঘ্রাণভূত হইয়া ঘ্রাণ লয়, বাগ্‌ভূত হইয়া বাক্য বলে, জিহ্বাভূত হইয়া রসাস্বাদ করে,—কল্পনা করে, হৃদয় দ্বারা নিশ্চয় করে। এই এক হৃদয় মন দ্বারা পুরুষের সমুদায় ইন্দ্রিয় ও বিষয় ব্যাপার সম্পন্ন হয়। মন আধিদৈবিক ইন্দ্রিয়রূপ (বল্লভ)। একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মন প্রধান (কেশব)।

প্রাণীদের হই সে চেতনা—কার্য্য ও কারণের সমাক বা সমুদায় রূপ—দেহ মধ্যে নিত্য অভিব্যক্ত বুদ্ধিবৃত্তিই চেতনা (শঙ্কর)। চেতনবদ্‌গণের মধ্যে আমিই চেতনা (রামানুজ)। আমি ভূতসম্বন্ধিনী জ্ঞান-শক্তি (স্বামী)। সর্ব্ব প্রাণিসম্বন্ধীয় বুদ্ধিপরিণাম সকল মধ্যে আমি চিৎ-অভিব্যঞ্জক বুদ্ধিবৃত্তি (মধু)। চেতনা—জ্ঞানশক্তি (বলদেব)।

ভূতগণের মধ্যে চেতনা-অভিব্যঞ্জক চৈতন্যই পরম অভিব্যক্তি। চেতনাই consciousness। উদ্ভিদাদি নিম্নশ্রেণীর জীবে তাহার অভিব্যক্তি বড় নাই। মনুষ্যেতর জীবে—তাহার অভিব্যক্তিও সামান্য। মানুষেই তাহার সমধিক বিকাশ।

জর্ম্মাণ দার্শনিক সপেন্‌হর বলিয়াছেন,—"consciousness that sleeps in stones, dreams in animals and wakes in man" জীবের অন্তরে আত্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া চিত্ত চেতনবৎ হয় বা চৈতন্যযুক্ত হয়। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।" (কারিকা, ২০)। চিত্তের অবস্থা অনুসারে এই অভিব্যক্তির তারতম্য হয়।

চণ্ডীতে আছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।"

* * *

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্‌ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ॥"

অতএব জীবগণ মধ্যে যে চেতনা—যে অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠভাব—যাহা প্রাণশক্তিযোগে জীবক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয়, তাহা ভগবানের বিভূতি। চৈতন্য রূপেই ভগবান্ জীবগণের প্রেরক।

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ যে বেদরূপে অভিব্যক্ত, তিনি যে ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদ (গীতা, ৯।১৭), তাহাদের মধ্যে সামবেদে তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি চিন্তা করিতে হইবে, তাহাই বেদ-কল্পনার আদর্শ। তাহাতে শব্দব্রহ্মরূপের স্বর ও শব্দের বিশেষ অভিব্যক্তির ধারণা হয়। আর পরমেশ্বরের বহু হইবার কল্পনা হেতু যে বহু দেবতা কল্পিত হয়, এবং যে বহু দেবতা কল্পনা, নামরূপ দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়া পরমেশ্বর আত্মারূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, সেই বহু দেবতা কল্পনা মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ—এজন্য ইন্দ্রই বিশেষভাবে তাঁহার

বিভূতি। সেইরূপ ইন্দ্রিয় কল্পনার মধ্যে মনই প্রধান—সে কল্পনার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি, এজন্য তাহা ভগবানের বিশেষ বিভূতি। আর জীবমধ্যে যে চৈতন্য, তাহাই ত ভগবানের চিৎস্বরূপের প্রতিবিম্ব, তাহা কোন আদর্শ কল্পনা নহে। এ চেতনা সর্ব্বভূতে আত্মার ন্যায় তাঁহার স্বরূপেরই বিশেষ অভিব্যক্তি—এজন্য তাহা ভগবানের বিশেষ বিভূতি।



রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩



আমিই শঙ্কর হই—রুদ্রগণ মাঝে;
যক্ষ রক্ষগণ মাঝে—আমিই ধনেশ;
বসু মাঝে—অগ্নি আমি; মেরু—গিরি মাঝে॥ ২৩

২৩। শঙ্কর—রুদ্রগণ মাঝে—একাদশ রুদ্র মধ্যে শঙ্কর নামক রুদ্র (শঙ্কর, স্বামী, কেশব, মধু)।

রুদ্র—বৈদিক দেবতা। যিনি রোদনের সহিত উৎপন্ন হন, রোদন করেন, বা "শত্রুদের রোদন করান"—তিনি রুদ্র, "যৎ অরোদীৎ তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্"—ইতি শ্রুতিঃ (যাস্ক)। এই রুদ্র কোন্ দেবতা? বেদ হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। ঋগ্বেদে রুদ্র সম্বন্ধে ৩টি সূক্ত বা ৩৪টি ঋক্ আছে। ঋগ্বেদে রুদ্রকে "বিধাতা" বলা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় প্রসিদ্ধ "রুদ্রমন্যু" আদি রুদ্রসূক্তের (১৩।৬৬) দুইরূপে ব্যাখ্যা আছে। এক পরমাত্মা পক্ষে ব্যাখ্যা, আর এক বজ্রধারী ঘোর মেঘ দেবতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা। এই রুদ্রাধ্যায়ে আছে,—রুদ্র ভেষজ উৎপাদন করিয়া রোগ নাশের কারণ। ইহা হইতে পুরাণে রুদ্র দেবতার

কল্পনা। কিন্তু ঋগ্বেদ মতে রুদ্র দ্যুস্থানস্থ দেবতা। তিনি বর্ষণ করান এজন্য পৃথিবীতে ব্রীহি যবাদি নানা ওষধি উৎপন্ন হয়।

মরুদ্গণকে রুদ্রদিগের সন্তান বলা হইয়াছে। এজন্য অনেকে অনুমান করেন যে রুদ্রগণ বৃষ্টিকারী গতিশীল মেঘের অধিদেবতা। মেঘেরই গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ বজ্রাদি "রুদ্রমন্যু"। মন্যু অর্থে ক্রোধ ও দীপ্তি উভয় হয়। "মন্যুতে দীপ্তকর্ম্মণঃ ক্রোধকর্ম্মণঃ বর্ষকর্ম্মণো বা" ইতি যাস্ক। কেহ কেহ 'বজ্রকেই' রুদ্র বলিতে চাহেন। কিন্তু এ অর্থ সর্ব্বত্র সঙ্গত নহে। অথর্ব্ব বেদে আছে—রুদ্রই অগ্নি। "যো অগ্নৌ রুদ্রঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিঃ। ঋগ্বেদে ১।২৭।১০ ঋক্ হইতেও ইহা জানা যায়। সে স্থলে অগ্নি—বজ্রাগ্নি হইতে পারে।

যাহা হউক, ঋগ্বেদে রুদ্রগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু রুদ্রগণের কোন সংখ্যা ঋগ্বেদে নাই। যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে আছে, রুদ্র—বহু—"প্রমেহন্তু রুদ্রেভ্যঃ।" বৃহদারণ্যকে আছে যে, রুদ্র—একাদশ (৩।৯।২)। পুরাণে তাঁহাদের নাম জানা যায়। একাদশ রুদ্রের নাম—অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র, হর। ইঁহারা গণদেবতা।

উক্ত হরই শঙ্কর। তিনিই এই রুদ্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পুরাণ অনুসারে রুদ্রগণ হইতে ভূত-প্রেতাদির সৃষ্টি হয়। ইহাই রুদ্রমার্গ। রুদ্রগণ এই সকলের অধিপতি। পুরাণে রুদ্রগণ মধ্যে ভগবান্ শঙ্করই একমাত্র পূজ্য।

আধ্যাত্মিক অর্থে একাদশ রুদ্র—আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়—বা ইন্দ্রিয়গণের অধিদেবতা। শঙ্কর—মনের অধিদেবতা। কিন্তু এস্থলে মন প্রধানতঃ তাহার কারণ অহঙ্কার রুদ্র—এই অহঙ্কারের অধিদেবতা কোথাও রুদ্রকে প্রাণ বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে,—

"প্রাণো বাব রুদ্রা এতে হি ইদং সর্ব্বং রোদয়ন্তি।"

(ছান্দোগ্য ৩।১৬।২।৩, বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৯।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র—পরমেশ্বরেরই নাম,—তিনি এক।

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ৩.২)।

শ্রুতিতে শঙ্করের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'হর' পাওয়া যায়। "অমৃতাক্ষরং হরঃ" (১।১০)। ইনিই এক দেব—নিয়ন্তা পরমেশ্বর।

যক্ষ রক্ষগণ মাঝে ধনেশ—যক্ষ ও রক্ষঃ—ইহারা পুরাণ মতে ব্রহ্মার সৃষ্ট। ইহারা ক্রূর প্রকৃতিযুক্ত অন্তরীক্ষচর দেবযোনি বিশেষ। ইহাদের মধ্যে ধনের অধিদেবতা (Mammon ?) শ্রেষ্ঠ—মহাদেবের সাধক ও অনুচর। তিনি কুবের (শঙ্কর, কেশব)।

বসু মাঝে অগ্নি—অষ্টবসুর মধ্যে আমি সর্ব্বশোষণকারী বা পবিত্রকারী অগ্নি (শঙ্কর)। মূলে আছে পাবক, অর্থাৎ পুতকারী অগ্নি।

বসুগণের নাম বেদে আছে। কিন্তু ঋগ্বেদে তাঁহারা কোন সূক্তের দেবতা নহেন। তবে অনেক ঋকে তাঁহাদের উল্লেখ আছে। (যথা পঞ্চম মণ্ডলের ৫১ সূক্ত)। যাস্ক বলেন—বসু অর্থে আচ্ছাদক। বসুগণ—ত্রিস্থানস্থ দেবতা, সর্ব্ব বিভাগণের দ্বারা, সকলকে আচ্ছাদন করেন। পৃথিবীস্থানে বসুগণ—অগ্নি, অন্তরীক্ষে—মরুৎ; বসুগণ হইতে ইন্দ্র বাসব। সে বসুগণ মরুৎ সম্বন্ধ যুক্ত। এবং দ্যুস্থানে তাঁহারা আদিত্য-রশ্মি। এজন্য বসুগণ ত্রিস্থানস্থ।

বৃহদারণ্যকে আছে—বসুগণ আট (৩।৯।২।৩)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, প্রাণই—বসু। (৩।১৬।১-২)। তাঁহাদের উদ্দেশে প্রাতঃসবন করা হয় (২।২৮।৬)।

পুরাণানুসারে—গঙ্গাগর্ভে শাপভ্রষ্ট বসুগণের জন্ম হইয়াছিল। ভীষ্ম তাঁহাদের অন্যতম। পুরাণমতে এই অষ্টবসুর নাম—ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রত্যূষ, প্রভব।

মেরু গিরি মাঝে—শিখরী—বা উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতগণ mountain peaks মধ্যে মেরুই শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর)।

এই শ্লোকোক্ত বিভূতির অর্থ এই যে, ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সৃষ্টির অগ্রে যে বহু হইবার কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে রুদ্র দেবতা কল্পনা অন্যতম। সেই রুদ্রদেবতাগণ মধ্যে 'শঙ্কর'ই সেই কল্পনার প্রকৃষ্ট আদর্শ বিকাশ। ভগবান্ আত্মস্বরূপে তাহাতে বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠিত। তাই রুদ্রগণ মধ্যে তাঁহার বিশেষ বিভূতি—শঙ্কর। তাই শঙ্কররূপে ভগবানই রুদ্র-দেবগণ মধ্যে চিন্তনীয়। সেইরূপ যক্ষ রক্ষঃ-কল্পনার মধ্যে কুবেরই সে কল্পনার আদর্শ, তাহার প্রকৃষ্ট বিকাশ। এজন্য যক্ষ রক্ষগণ মধ্যে ধনেশ্বর কুবের রূপেই ভগবান চিন্তনীয়। সেইরূপ পরমেশ্বরের যে বসুদেবতাগণ কল্পনা, তাহাদের মধ্যে 'অগ্নি' সে কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। সেজন্য সে অগ্নিতে ব্রহ্মের আত্মরূপে অনুপ্রবেশ হেতু সেই কল্পনার বিশেষ বিকাশ ভগবানেরই বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। সৃষ্টির অগ্রে যে ব্রহ্মের বহু হইবার কল্পনা, তাহা আদিত্যগণ, জ্যোতিষ্কগণ, মরুদ্‌গণ, নক্ষত্রগণ, বেদগণ, দেবগণ, ভূতগণের মন চৈতন্য ব্যতীত,—মনুষ্য পশু গিরিপর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম নানাপ্রকারে অভিব্যক্ত হয়। এবং নামরূপ দ্বারা অভিব্যক্ত সকল কল্পিত পদার্থে পরমেশ্বর আত্মরূপে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অভিব্যক্ত করেন ধারণ করেন ও আদর্শ অভি-মুখে পরিণত করেন। যাহা আদর্শ অভিমুখে যত নীত হয় ততই তাহার মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ অভিব্যক্তি বা বিভূতি আমরা ধারণা করিতে পারি। এ শ্লোকে ভগবান্ 'গিরি' কল্পনার অভিব্যক্তি ও তাহার আদর্শ বিকাশ 'মেরু'র কথা বলিয়াছেন। পরের কয় শ্লোকে জঙ্গমাত্মক জগতে ভগবানের নানারূপ আদর্শ কল্পনার অভিব্যক্তিতে তাহার বিভূতি দেখাইয়া দিয়াছেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সমুদায়ই পরমেশ্বরের "ভূতি" তাঁহার সত্তায় সত্তাযুক্ত তাঁহার ভাবরূপ। তাহাদের মধ্যে যাহা তাঁহার বিশেষ 'ভূতি' বা বিভূতি যাহাতে তিনি বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত, যাহাতে আত্মারূপে তিনি অনুপ্রবিষ্ট থাকায়,

সেই জাতি বা ব্যক্তি কল্পনার বিশেষ আদর্শ অভিব্যক্ত হয়—তাহাই তাঁহার বিভূতি। এই বিভূতিতত্ত্ব ধারণা করা কঠিন। এজন্য বারংবার প্রত্যেক স্থলে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪

পুরোহিতগণ মাঝে—শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি
জানিও আমারে পার্থ! সেনানীগণের—
স্কন্দ আমি; জলনিধি—জলাশয় মাঝে ॥ ২৪

২৪। পুরোহিত…বৃহস্পতি—রাজপুরোহিতগণের (পুরোধসাং) মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি,—তিনি ইন্দ্রের প্রধান পুরোহিত (শঙ্কর)। বৃহস্পতি উৎকৃষ্ট পুরোহিত (রামানুজ)। বৃহস্পতি ঋগ্বেদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক দুই সূক্তের (১০.৭১-৭২) ঋষি। তিনিই বাচস্পতি।

উপনিষদে আছে, "এষ উ এব বৃহস্পতিঃ বাগ্‌ বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ।" (বৃহদারণ্যক, ১।৩।২০; ছান্দোগ্য, ১।২।১১)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, "শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ স একঃ বৃহস্পতেরানন্দঃ।" (১।৮।১)। অতএব বৃহস্পতি ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সেনানীগণের…স্কন্দ—স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি বলিয়া—অতি বলী অসুর জয়ী বলিয়া সকল সেনাপতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর)। কার্ত্তিকেয় শঙ্করের (অগ্নির) পুত্র। তিনি তারকাসুরকে বধ করেন।

জলনিধি জলাশয় মাঝে—দেবখাত জলাশয় সকলের মধ্যে আমি সাগর (শঙ্কর)। স্থির জলাশয় মধ্যে আমি সাগর (কেশব)। সাগর জলাশয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ। জলাশয় (সরস্) অর্থাৎ স্থির জলস্থান (বল্লভ)।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, পুরোহিতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি, যোদ্ধাদের মধ্যে অথবা সেনাপতিগণের মধ্যে প্রধান আদর্শ দেবসেনাপতি কার্ত্তিক, আর স্থির দেবখাত বা স্বাভাবিক জলাশয়ের প্রধান আদর্শ সমুদ্র। এজন্য পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি-রূপে, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকরূপে ও জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর রূপে ভগবান্ চিন্তনীয়। যে জন্য তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

পুরোহিত অর্থে যজ্ঞে দেবতার আহ্বাতা, তিনি যজ্ঞের পুরোভাগে অবস্থিত। এই জন্য ঋগ্বেদের প্রথম ঋকে অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত বলা হইয়াছে। পুরোহিত—যজ্ঞের নির্ব্বাহক। বৃহস্পতি দেবগণের পক্ষে যজ্ঞকারী। দেবগণের যজ্ঞ কি? পুরুষ সূক্তে আছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে দেবগণ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির জন্য পুরুষকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করেন, তাহাতেই এ জগতের বিকাশ হয়। তাহার পর দেবগণ জগতে জীবের উৎপত্তি ও জীবপ্রবাহ রক্ষা জন্য যজ্ঞ করেন। উপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় তাহা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহা উল্লেখের আবশ্যক নাই। এই দেব-যজ্ঞে যে বৃহস্পতি পুরোহিত, তাহা স্পষ্ট কোথাও উক্ত হয় নাই। বৃহস্পতি বাক্যের অধিপতি, বেদমন্ত্রের অধিপতি—বেদমন্ত্রই বৈদিক যজ্ঞের প্রবর্ত্তক, এজন্য বৃহস্পতিকে যজ্ঞের পুরোহিতও বলা যায়। যে সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত—সেই ব্রহ্ম যদি বেদমন্ত্র হন, তবে সেই বেদ বাক্যের যিনি অধিপতি বা বাচস্পতি, তিনিই ভগবান্। তিনিই বাচ-স্পতি বা বৃহস্পতি রূপে নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫

মহর্ষিগণের মাঝে—ভৃগু আমি হই ;
বাক্য মাঝে—'একাক্ষর' ; যজ্ঞ মাঝে আমি—
জপ যজ্ঞ ; স্থাবরের মাঝে—হিমালয় ॥ ২৫

ভৃগু—মহর্ষিগণের মাঝে—মরীচি অত্রি প্রভৃতি যে সপ্ত মহর্ষির কথা পূর্ব্বে (১০।৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, ভৃগু তাহাদের মধ্যে প্রধান। শাস্ত্র মতে তাঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁহাদের মধ্যে ভৃগুই অতি তেজস্বী। এজন্য মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু বা জমদগ্নি প্রধান। ইনি বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা সপ্ত মহর্ষিগণের মধ্যে প্রধান। ভৃগু ঋগ্বেদের ৯৯ সূক্ত বা ৯৬৫ ঋকের ঋষি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বল্লী হইতে জানা যায় যে, ভৃগু বরুণের পুত্র, বরুণ এক আদিত্য। ভৃগু পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

বাক্য মাঝে…একাক্ষর—পদলক্ষণ বাক্যের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঁকার (শঙ্কর, মধু)। বাণী মধ্যে আমি এক প্রণবাখ্য অক্ষর (রামানুজ, কেশব)।

এক অদ্বিতীয় অক্ষর বা ক্ষয়রহিত প্রণব ওঁ। ইহার তত্ত্ব পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে। তাহা এ স্থলে দ্রষ্টব্য। প্রণব ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক—ব্রহ্মের স্বরূপ—ঈশ্বরের বাচক।

যজ্ঞ মাঝে জপ যজ্ঞ—সর্ব্ব যজ্ঞের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জপযজ্ঞ। (রামানুজ, কেশব)। হিংসা দ্বেষশূন্য বলিয়া জপযজ্ঞ অত্যন্ত শোধক (মধু)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে—"ঈশ্বর-প্রণিধান" দ্বারা সমাধি লাভ হয়। সেই ঈশ্বরের স্বরূপ ওঁ। এই ওঙ্কার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারা ঈশ্বর-প্রণিধান রূপ যোগ সিদ্ধি হয়।

বৈষ্ণবগণের মতে, "হরি নাম জপ বা রাধাকৃষ্ণ নাম জপই—শ্রেষ্ঠ

সাধনা। কলিতে অন্য যজ্ঞ নাই—অন্য সাধনার প্রয়োজন নাই। কেননা সর্ব্ব যজ্ঞমধ্যে এই নামজপযজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নামের মধ্যে যাহা ভগবানের স্বরূপ ব্যঞ্জক বা তাহার শ্রেষ্ঠ ভাব ব্যঞ্জক—সেই নাম জপই শ্রেষ্ঠ। উপনিষদ অনুসারে সেই নাম বা ব্রহ্মের স্বরূপবাচক 'শব্দ' এই একাক্ষর ওঁ।

স্থাবরের মাঝে হিমালয়—স্থিতিমান্ পদার্থ সমূহ মধ্যে আমি হিমাচল (শঙ্কর, কেশব)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে শিখরিগণ (mountain-peaks) মধ্যে মেরু শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা স্থাবর—অচল, তাহার মধ্যে হিমাচল—অতি উচ্চ ও বিস্তৃত বলিয়া ও তাহার প্রচলন অসম্ভব বলিয়া—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিমাচল পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপে ভূভাগ ধারণ করিয়া অবস্থিত (কালিদাস)। সুতরাং উভয় স্থলে বিরোধ নাই (মধু)

আমরা সাধারণতঃ স্থাবর বলিতে উদ্ভিদ্ বুঝি। এ স্থলে সে অর্থ নহে। এ স্থলে স্থাবর অর্থে যাহা স্থির নিশ্চল দৃঢ়।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে মহর্ষি ভৃগু মহর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—ব্রহ্মের মহর্ষি কল্পনার প্রকৃষ্ট বিকাশ। যত রূপ বাক্য বা অর্থযুক্ত শব্দ আছে একাক্ষর ওঙ্কার তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববাক্যে অনুস্যূত ওতপ্রোত—সর্ব্ববাক্যের আধার। যজ্ঞের উদ্দেশ্য—দেবতা বিশেষের বা সর্ব্বদেবময় পরমেশ্বরের উপাসনা। যজ্ঞের অন্তর্ভূত হোম গান প্রভৃতি নানা কর্ম্ম অপেক্ষা, সেই দেবতার নাম জপ দ্বারা সেই উপাসনা বিশেষ সিদ্ধি হয়। সেই নামজপ ও সেই নামের যে অর্থ যে নামী তাঁহার ভাবনা…চিত্তে সেই ধ্যেয় রূপের ধারাবাহিক প্রবাহ দ্বারা সেই দেবতা ভাবনা সার্থক হয়। সেই ধ্যেয় যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁহার বাচক প্রণব জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারা সেই ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধি হয়। অন্য রূপ যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা তাহা সেরূপে সিদ্ধ হয় না। এজন্য সর্ব্ব যজ্ঞ মধ্যে জপ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

এই শ্লোকে আরও উক্ত হইয়াছে যে যতরূপ স্থাবর কল্পিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হিমালয়ই শ্রেষ্ঠ, তাহাই সর্ব্বরূপ স্থাবরের আদর্শ।

এইরূপে মহর্ষি মধ্যে ভৃগুতে, সর্ব্ব শব্দ মধ্যে ওঙ্কারে, সর্ব্বযজ্ঞ মধ্যে জপ যজ্ঞে, ও সর্ব্ব স্থাবর মধ্যে হিমালয়ে ভগবানের বিভূতির বিশেষ বিকাশ আমরা ধারণা করিতে পারি।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

সর্ব্ব বৃক্ষ মাঝে হই—অশ্বত্থ আমিই;
নারদ—দেবর্ষি মাঝে; গন্ধর্ব্বের মাঝে—
চিত্ররথ; সিদ্ধ মাঝে—আমিই কপিল। ২৬

২৬। অশ্বত্থ···সর্ব্ববৃক্ষ মাঝে—সর্ব্ববৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ অতি পূজ্য (রামানুজ, কেশব)।

অশ্বত্থ বৃক্ষ—বনস্পতি প্রভৃতি জাতীয় সর্ব্ব বৃক্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী, পথিককে তাহার ঘনছায়া প্রদানে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। পথিকদের ছায়া প্রদান জন্য পথের ধারে অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা। অশ্বত্থের নাম বোধি বৃক্ষ। বুদ্ধদেব অশ্বত্থ মূলে সাধনা করিয়া সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই অশ্বত্থ—বৃক্ষগণের আদর্শ। ফলভরাবনত বৃক্ষের তলে পথিকের আশ্রয় নিরাপদ নহে।

নারদ দেবর্ষি মাঝে—যাঁহারা দেব ছিলেন, পরে মন্ত্রদর্শী হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই দেবর্ষি। তাঁহাদের মধ্যে নারদ শ্রেষ্ঠ, এজন্য আমিই সেই নারদ। (শঙ্কর, স্বামী, মধু)।

নারদ পরম বৈষ্ণব বলিয়া আমিই সেই নারদ। তিনি বৈষ্ণবের আদর্শ। (রামানুজ, কেশব)। তিনি পরম ভক্ত (বলদেব)। তিনি আমার ইঙ্গিতে উপদেশক (বল্লভ)।

গন্ধর্ব্বের মাঝে চিত্ররথ—চিত্ররথ গন্ধর্ব্বরাজ দেবগায়ক (স্বামী)। গন্ধর্ব্বগণ অন্তরীক্ষচারী। চিত্ররথ ইহাদের রাজা। ইনি গায়কগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ (বলদেব)।

সিদ্ধ মাঝে কপিল—কর্ম্মদ্বারা যাঁহারা ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য অতিশয়রূপে প্রাপ্ত হন তাঁহারা সিদ্ধ। সেই সিদ্ধগণ মধ্যে কপিলমুনি শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর)। যাঁহারা যোগনিষ্ঠ তাঁহারা সিদ্ধ (রামানুজ)। উৎপত্তিমাত্রেই যাহাদের পরমার্থজ্ঞান অধিগত হয়, তাঁহারা সিদ্ধ (স্বামী)। জন্মদ্বারাই বিনা প্রযত্নে যাঁহারা অতিশয়রূপে ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন—তাঁহারা সিদ্ধ। যাঁহাদের পরমার্থতত্ত্ব অধিগত হয় তাঁহারা সিদ্ধ। (মধু, কেশব)। যাঁহারা অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সিদ্ধ। (বলদেব)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে—"জন্মমন্ত্রওষধিতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।" নানা উপায়ে সিদ্ধিলাভ হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা জন্মসিদ্ধ তাহারাই শ্রেষ্ঠ। কপিল জন্মসিদ্ধ। "কপিলস্য সহোৎপন্না ধর্ম্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চেতি।" —ইতি কারিকার গৌড়পাদ ভাষ্য।

কপিল মুনি সিদ্ধ গণের মধ্যে প্রধান। তাঁহার প্রচারিত সাংখ্য শাস্ত্র জ্ঞানের আকর। "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং" ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। গীতায় সাংখ্য দর্শনের অনেক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

কপিল কর্দ্দম ঋষির পুত্র। শ্রীভাগবতে কপিলকে ভগবানের অবতার বলিয়া উল্লিখিত আছে। অন্য পুরাণে তাঁহাকে ব্রহ্মার পুত্র ও সপ্ত মহর্ষির মধ্যে পরিগণিত বলা হইয়াছে। কারিকার গৌড়পাদ ভাষ্যে আছে,—

'সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥'

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

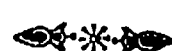
"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥

এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে কপিল ঋষি হিরণ্যগর্ভের মানসপুত্র।

এ স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, শাঙ্করভাষ্য অনুসারে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত ঋষি কপিল—কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভেরই নামান্তর। বৃহদারণ্যকে আছে,—পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত (৬।৪।১৫)। অতএব এ স্থলে কপিল অর্থে কপিলবর্ণ পুত্র। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'সাংখ্যযোগের' উল্লেখ থাকায় বলা যায় যে, এ ঋষি কপিল সাংখ্যশাস্ত্র প্রণেতা।

এই শ্লোকে হইতে জানা যায় যে, বৃক্ষকল্পনার আদর্শ বিকাশ অশ্বত্থ—তাহা সর্ব্ববৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আর দেবষিকল্পনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ—নারদ; নারদই দেবর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—আদর্শ; এবং গন্ধর্ব্বকল্পনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ—তিনি গন্ধর্ব্বগণের আদর্শ। আর সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ—ঋষি কপিল। তিনি 'সিদ্ধ' কল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি। এইরূপে বৃক্ষকল্পনার সর্ব্বরূপ অভিব্যক্তি মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষে, দেবর্ষিকল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি নারদে, গন্ধর্ব্বকল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি চিত্ররথে, এবং সিদ্ধ কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি ঋষি কপিলে—ও সেই সব আদর্শ কল্পনার অভিব্যক্তি মধ্যে আত্মরূপে অনু-প্রবিষ্ট ভগবানের বিভূতিরূপ—বা বিশেষ অভিব্যক্তি ভাব আমরা জানিতে পারি।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭



অশ্ব মাঝে—উচ্চৈঃশ্রবা অমৃত উদ্ভব—
জানিও আমারে; আমি গজেন্দ্র মাঝারে—
ঐরাবত; নরাধিপ—নরগণ মাঝে ॥ ২৭

২৭ উচ্চৈশ্রবা অমৃত-উদ্ভব—অমৃত নিমিত্ত সাগর মন্থনে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক ইন্দ্রের অশ্ব (শঙ্কর, কেশব)।

ঐরাবত···গজেন্দ্র মাঝারে—ইরাবতী পুত্র বলিয়া ঐরাবত (শঙ্কর)। হস্তী মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ জাতি তাহারা গজেন্দ্র। এই গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত শ্রেষ্ঠ। ইনিও সাগর মন্থনকালে উদ্ভূত। (রামানুজ, কেশব)।

অমৃত (বা নিত্য অর্থাৎ অমর বস্তুর) উদ্ভবের জন্য সাগর (কারণবারি) মন্থন হইতে এই সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মের কল্পনা অনুসারে যে বিভিন্ন নিত্য অ-মৃত আদর্শ বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অশ্বের আদর্শ উচ্চৈঃশ্রবা ও গজের আদর্শ ঐরাবত অন্যতম।

নরাধিপ—নরগণ মাঝে—মানবগণের মধ্যে যিনি মানবগণের অধিপতি বা রাজা, তিনিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নিষ্কাম ভাবে প্রজার রক্ষণ ও পালন তাঁহার স্বধর্ম্ম। আদর্শ রাজা—রাজর্ষি, তিনি জ্ঞানী ত্যাগী স্বধর্ম্ম নিয়ত কর্ম্মী। এই জন্য এইরূপ আদর্শ রাজাই—মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। রাজাতে যদি প্রকৃত নরাধিপত্বের আদর্শ অভিব্যক্তি হয়, তবেই তিনি সর্ব্ব মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-আদর্শ। তাঁহাকেই ভগবানের বিভূতিরূপে জানিতে হইবে। পুরাণ অনুসারে তাঁহাতেই ইন্দ্রাদি দেবগণ অধিষ্ঠিত।

এই শ্লোকে তিন জাতীয় কল্পনার তিনটি আদর্শের অভিব্যক্তি উক্ত হইয়াছে, এবং সে আদর্শ মধ্যে যে ভগবানের বিভূতি বা ভগবানের বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব চিন্তা করিতে হইবে, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথম অশ্বকল্পনার আদর্শের অভিব্যক্তি—উচ্চৈঃশ্রবা। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের নিত্য আদর্শ; কারণ তাহা অমৃত হইতে উদ্ভূত—অমর, তাহা দেব-অশ্ব। দ্বিতীয়—গজ মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি যে গজেন্দ্র, সেই গজেন্দ্রকল্পনার আদর্শের অভিবক্তি ঐরাবত। তাহাও অমৃত হইতে উদ্ভূত অমর, তাহা দেব-গজেন্দ্র। তৃতীয়—মানব কল্পনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানবের মধ্যে রাজা। অবশ্য রাজার মধ্যে যে আদর্শ-মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি হয়, অন্য মানবে তাহা হয় না, ইহা বলা যায় না। কিন্তু যিনি প্রকৃত রাজা, তাঁহার মধ্যে ভগবানের ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি হয়। ভগবানের লোকহিতার্থ কর্ম্মে তাঁহারা বিশেষ সহায় হন। এজন্য রাজা বা মানব-সমাজের অধিপতিই ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তনীয়। শাস্ত্রে আছে, নরাধিপের মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিশেষ ভাবে অবস্থান করেন।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮

অস্ত্র মাঝে—বজ্র আমি; ধেনুগণ মাঝে—
হই কামধেনু; আমি প্রজাজন্ম হেতু—
কন্দর্প; বাসুকি আমি—সর্পগণ মাঝে ॥ ২৮

২৮। অস্ত্র মাঝে বজ্র—দধীচি মুনির অস্থি হইতে সৃষ্ট বজ্র ইন্দ্রের অস্ত্র। এই অস্ত্র দ্বারা তিনি বৃত্র বা অহি (মেঘ) নামক অসুরকে নিহত করিয়া পৃথিবীতে বৃষ্টি প্রেরণ করেন। ঋগ্বেদে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

এই বর্ষণ হইতে শস্য উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা-সৃষ্টি হয়। এজন্য অস্ত্রের মধ্যে বজ্র শ্রেষ্ঠ। দেবগণ বিভিন্ন অস্ত্রধারী। ইন্দ্র যেমন বজ্রধারী সেইরূপ ভগবান বিষ্ণু গদা ও চক্রধারী, শিব ত্রিশূলধারী। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—যে দেবী ভগবতী,—

"খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূশুণ্ডী পরিঘায়ুধা।

ধেনু মাঝে কামধেনু—পয়স্বিনী গাভীমধ্যে—কামধেনু শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কামধেনুর নিকট প্রার্থনা করিবা মাত্র সে দুগ্ধ প্রদান করে। কামধেনুও সমুদ্রমথনোৎপন্ন—আদর্শ গো। কামধেনু সুরভি বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রয়ে থাকিতেন। তিনি সর্ব্বকাম সিদ্ধ করিতেন (শঙ্কর)। কামধেনু লাভের জন্য বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রজাজন্ম হেতু কন্দর্প—প্রজনয়িতা কাম (শঙ্কর)। প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প (রামানুজ, কেশব) কাম সকলের মধ্যে জনয়িতা—পুত্রোৎপত্তি হেতু কন্দর্প বা কাম (মধু)। কেবল সম্ভোগমাত্র প্রধান যে কাম—তাহা অশাস্ত্রীয় সুতরাং হেয়। প্রজার উৎপত্তি হেতু কামই শ্রেষ্ঠ, তাহাই আদর্শ। (স্বামী, কেশব)।

জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য সন্তান উৎপত্তির প্রয়োজন। নতুবা সৃষ্টি থাকে না। এই প্রজনন ব্যাপারেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। "প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠা··· তস্মাৎ প্রজননং পরমং বদন্তি।" (মহানারায়ণীয় উপঃ ২১।২)। এই জাতি বা জন্মপ্রবাহ রক্ষার (Preservation of the species) জন্য জাতিরূপে ভগবতী প্রকৃতিদেবী সর্ব্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিতা—তিনিই সর্ব্ব জীবকে জাতি রক্ষার জন্য বা প্রজা-উৎপত্তি জন্য নিয়মিত করেন। উদ্ভিদে যে জীবোৎপত্তি নিয়ম—তাহাতে এ কামের বাহ্য অভিব্যক্তি নাই। নিম্ন জীব মধ্যে—স্বেদজ যাহারা, তাহাদের উৎপত্তি জন্যও কামের বিকাশ নাই। অণ্ডজ ও জরায়ুজ, বিশেষতঃ জরায়ুজ জীবোৎপত্তি জন্য স্ত্রী-

পুরুষকে একত্র করিতে 'কামের' প্রয়োজন। কাম না থাকিলে জননেন্দ্রিয়ের চরিতার্থে সুখবোধ না থাকিলে সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। এই জন্য উচ্চশ্রেণীর জীবে—সন্তান উৎপাদন জন্য কামের প্রয়োজন। অতএব বিভিন্নরূপ প্রজনন ব্যাপার মধ্যে 'কাম'ই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

এই যে কাম বা ইন্দ্রিয়বিশেষচরিতার্থ বৃত্তি ইহা মানুষে বিশেষ বিকাশিত। এই কাম জন্য মানুষের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ স্থায়ী। সন্তানের রক্ষণ ও পোষণ জন্য এবং পরার্থ বৃত্তির বিকাশ জন্য মানবদের মধ্যে প্রধানতঃ সে সম্বন্ধ স্থায়ী হয়। এই স্থায়ী সম্বন্ধই সমাজবন্ধনের মূল। যাহাহউক, স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনার্থ—কেবল "রতি-সুখ মাত্র ভোগ" জন্য যে কাম তাহা মানুষের নিকৃষ্ট কাম বৃত্তি। কেবল সন্তান উৎপাদন প্রয়োজন, এই বুদ্ধিতে শুদ্ধমনে স্ত্রীপুরুষ সংযোগার্থ যে কাম তাহাই উৎকৃষ্ট। তাহাই "কাম বৃত্তির" শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। তাহারই অধিদেবতা রতিপতি কন্দর্প। গর্ভাধানাদি ব্যাপারে কিরূপে এই আদর্শ কামবৃত্তির বিকাশ হয়, শাস্ত্রে তাহার বিবরণ আছে। পরে তাহা বিবৃত হইবে।

বাসুকি সর্পগণ মাঝে—বিভিন্ন সর্পশ্রেণীভেদ মধ্যে বাসুকিই সর্পের রাজা. (শঙ্কর, কেশব)। সর্প দুই জাতীয়, সর্প ও নাগ। বাসুকি কেবল সর্পের রাজা (মধু)। যাহারা বিষধর তাহারা সর্প (স্বামী)। যাহাদের এক মস্তক তাহারা সর্প, আর যাহারা বহু মস্তকযুক্ত তাহারা নাগ (বলদেব, রামানুজ) সর্প—বিষধর ও গতিমৎ (বল্লভ)। নাগের কথা পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকে সৃষ্টি প্রসঙ্গে ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমেশ্বরের বহু হইবার কল্পনা মধ্যে চারি প্রকার কল্পনা ও তাহার আদর্শ অভিব্যক্তি এবং সেই অভিব্যক্তির আদর্শ মধ্যে ভগবানের বিভূতি যে চিন্তনীয়, তাহা উক্ত

হইয়াছে। প্রথম—দেবঅস্ত্র, জগতের স্থিতি রক্ষার জন্য, জগচ্চক্র প্রবর্ত্তন জন্য ইহাদের প্রয়োজন। বজ্র ইহাদের আদর্শ। কারণ বজ্রদ্বারা মেঘ বিদীর্ণ হইলে তবে তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টি প্রজাগণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ। তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় দুগ্ধবতী গাভী। গো-দুগ্ধ নানারূপে মানবের বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহাদের মধ্যে কামধেনু প্রধান আদর্শ—কেন না, তাহারা চাহিবামাত্র দুগ্ধ দান করে। তাহাদের বৎস হয় না, অথচ তাহারা আশ্রয়দাতাকে দুগ্ধ দেয়। তৃতীয় জীবোৎপত্তি জন্য প্রজনন শক্তি। সে শক্তি নিম্ন জাতীয় জীবে—উদ্ভিদাদিতে—'কাম'-রূপে অভিব্যক্ত না হইলেও উচ্চজাতীয় মানবাদি জীবে পুংস্ত্রী সংযোগ হেতু 'কাম' প্রবৃত্তি রূপে অভিব্যক্ত হয়। তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ কন্দর্প—অথবা সেই কামের অধিদেবতা কন্দর্প। কন্দর্পকে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। চতুর্থ—সৃষ্টির অগ্রে সৃষ্টি প্রসঙ্গে পরমেশ্বরের যে সর্প কল্পনা, ও নাম রূপ দ্বারা তাহা ব্যাকৃত করিয়া আত্মারূপে তাহাকে অনুপ্রবেশ দ্বারা তাহার সৎরূপে অভিব্যক্তি ভাব, সেই অভিব্যক্ত সর্প-কল্পনার মধ্যে বাসুকি শ্রেষ্ঠ, এজন্য তাহা ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তনীয়।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

আমিই অনন্ত—নাগগণের মাঝারে;
বরুণ—যাদোগণের; পিতৃগণ মাঝে—
অর্য্যমা; আমিই যম—নিয়ন্তা মাঝারে। ২৯

২৯। অনন্ত—নাগগণ মাঝে—নাগজাতীয় সর্পের মধ্যে অনন্তই রাজা (শঙ্কর)। বহুশিরোযুক্ত নাগদিগের মধ্যে সহস্রশিরস্ক অনন্তই রাজা

বা শ্রেষ্ঠ (রামানুজ, বলদেব, কেশব)। তাহার নাম শেষ নাগ (মধু)। শেষনাগ বৈরাগ্য-সত্ত্বাদিগণ বিশিষ্ট (কেশব)।

সর্পগণের মধ্যে যাহারা নির্ব্বিষ তাহারা নাগ (স্বামী)। নাগ—নির্ব্বিষ ও স্থির (বল্লভ)।

এই সর্প ও নাগ ইঁহাদের দিব্য উরগও বলিতে পারা যায়। ইঁহারা পার্থিব সর্প বা নাগ নহেন (১১।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বরুণ—যাদোগণ মাঝে—যাদোগণ জলদেবতা। বরুণ তাহাদের রাজা (শঙ্কর)। যাদোগণ অর্থাৎ জলচরগণ (স্বামী, রামানুজ, মধু বলদেব, কেশব)।

যাদোগণকে জলজন্তু বলিয়া বুঝিলে সঙ্গত অর্থ হয় না। বরুণ কোন আদর্শ জলজন্তু নহেন। বরুণ তাহাদের অধিপতি বলিলেও সঙ্গত অর্থ হয় না। জলজন্তু ঝষ্ তাহাদের অধিপতি—মকর (গীতা, ১১।৩১)।

বরুণ—এক প্রধান বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদে বরুণ দেবতার ৯টি সূক্ত আছে। মিত্র ও বরুণ ঋগ্বেদে প্রায় সর্ব্বত্র একত্র স্তুত। মিত্রবরুণ সম্বন্ধে ২৪টি ঋক্ আছে। বরুণ আবরণকারী দেবতা। তিনি ভুবনের রাজা। অন্তরীক্ষে মেঘাবরণ দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদন করেন। ঋগ্বেদে এক মন্ত্র আছে (৪।৪।৩২।৩) তাহার অর্থ "বরুণ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া যেন, মেঘকে বৃষ্টি বর্ষণ করান, অথবা তিনি এ তিন লোক সৃষ্টি করেন, এজন্য তিনি ভুবনের রাজা।" অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, তিনি দ্যুস্থানে এক আদিত্য। তিনি রাত্রিকালের আদিত্য, অন্ধকার দ্বারা পৃথিবীকে আচ্ছাদন করেন। তিনি রাত্র্যভিমানিনী দেবতা। আর মিত্র দিবাভিমানিনী দেবতা, উভয়েই আদিত্য।

যাস্ক বলিয়াছেন, 'আদিত্যকে গৌণ অর্থে' বেদে সমুদ্র বলা হইয়াছে। এবং সেই অর্থে সমুদ্র—বরুণ। যথা,—'মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরোদধে।' (ঋগ্বেদ, ৭।২।২৯।৩)। এইযে সমুদ্র—ইহা অন্তরীক্ষের অপ্‌লোক।

অন্তরীক্ষে যে অপ্‌লোক—বরুণ প্রধানতঃ তাহার অধিদেবতা। সেই অন্তরীক্ষের 'অপ্‌'-সমুদ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই অপ্‌ পৃথিবীর কারণ। পৃথিবী সেই অপ্‌ হইতে উদ্ভূত, তাহাতে বিধৃত। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে আদিতে পরমেশ্বর অপ্‌ সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—তাহা কারণবারি। কোন কোন উপনিষদেও ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই অন্তরীক্ষের অপ্‌ বা জল হইতে পৃথিবীর সমুদ্র। এজন্য বরুণ এই পার্থিব সমুদ্রেরও রাজা। সম্ভবতঃ বরুণ এস্থলে এই অর্থে ব্যবহৃত। এস্থলে যাদোগণ অর্থেও সাধারণ জলদেবতা বুঝিতে হইবে। বরুণ তাহাদের রাজা, সমস্ত অপ্‌ লোকের অধিদেবতা, সকল জলদেবতার অধিপতি।

পিতৃগণ মাঝে—অর্য্যমা—অর্য্যমা পিতৃগণের রাজা (শঙ্কর)।

পিতৃলোকে পিতৃগণ বাস করেন। পিতৃলোক সাতটি, যথা—অগ্নিষাত্ত, বর্হিষদ্‌, সুভাস্বর, আজ্যপ উপহূত ক্রব্যাদি ও সুকালিন্‌। পিতৃলোক স্বর্লোকের অন্তর্গত, সাধারণতঃ চন্দ্রলোকেই পিতৃগণের স্থান। তাঁহারা কাল্পিক সৃষ্টির পরে প্রজা সৃষ্টির সহায় হন। মর্ত্ত্য লোকে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাঁহারা কর্ম্মী হইলে ধূমমার্গে বা পিতৃযানে পিতৃলোকে গমন করেন।

পিতৃযজ্ঞে যে ঋকের প্রধান বিনিয়োগ হয়, (ঋঃ সং ৭।৬।১৭ ১), তাহার অর্থ এইরূপ—'যাঁহারা পৃথিবী আশ্রিত নিম্নলোকস্থ পিতৃগণ, তাঁহারা ঊর্দ্ধে গমন করুন। যাঁহারা উত্তম স্থানস্থিত, তাঁহারা মুক্ত হউন। যাঁহারা মধ্যম স্থান স্থিত, তাঁহারা উত্তম লোকে গমন করুন। তাঁহারা কর্ম্মাঙ্গভূত হইয়া সোম সম্পাদন করেন, তাঁহারা অস্থূল প্রাণমাত্র মূর্ত্তি।' পিতৃলোক সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪।১৫ সূক্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য। উপনিষদে কোথাও পিতৃগণকে প্রাণ বলা হইয়াছে (ছান্দোগ্য ৭।১৫।১), কোথাও "মন" বলা হইয়াছে (বৃহঃ আঃ ১।৫।৬)। ইহা পিতৃগণের আধ্যাত্মিক অর্থ।

নৈরুক্তকার যাস্ক বলেন, পিতৃগণ মধ্যম স্থানস্থ। যম তাঁহাদের রাজা। আঙ্গিরসগণ, ভৃগুগণ, অথর্ব্বাণগণ, ঋভুগণ—সকলেই পিতৃগণ।

অর্য্যমাও পিতৃলোক বিশেষ। অর্য্যমা পিতৃগণের অধিপতি। সূর্য্যকেও অর্য্যমা বলে। তিনি অহোরাত্রাধিপতি আদিত্যাভিমানী দেবতা। ঋগ্বেদ (১৷৯০৷৯ মন্ত্রে) তাঁহার উল্লেখ আছে।

যম…নিয়ন্তা মাঝারে—(যমঃ সংযমতাং) সংযমনকারীদের মধ্যে যম (শঙ্কর)। নিয়মনকারীদের মধ্যে যম (স্বামী)। ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলদানের দ্বারা যাঁহারা অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করেন, তাহাদের মধ্যে যম (মধু)। দণ্ডদাতাদের মধ্যে ন্যায্য দণ্ডদাতা যম (বলদেব)। নিয়মনকারিগণের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল দানে নিগ্রহানুগ্রহ কর্ত্তা বৈবস্বত যম (কেশব)।

যম—মৃত্যুর অধিপতি। মৃত্যু সম্বন্ধে নিয়ম অলঙ্ঘ্য। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। নরলোকে মৃত্যু নিয়মের ন্যায় এরূপ কঠোর নিয়ম আর নাই। যম—এই নিয়মের নিয়ন্তা—তিনি মৃত্যুপতি।

যম—বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে যম সম্বন্ধে তিনটি সূক্ত আছে। যম বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র। সরণ্যু হইতে তাঁহার জন্ম। এই রূপকের অর্থ যম দিবসের শেষের সূর্য্য বা সূর্য্যরশ্মি। যমকে অনেক স্থলে সূর্য্য বলা হইয়াছে।

যম অর্থে "যচ্ছতি উপরময়তি জীবতাং সর্ব্বং ভূতগ্রামম্।" (যাস্ক)। কোন কোন ঋকে পার্থিব অগ্নিকে যম বলা হইয়াছে। কোথাও তাঁহাকে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ লোকের নির্ম্মাতা বলা হইয়াছে।

যমের নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধে ঋগ্বেদে (১০৷১৪৷২ মন্ত্রে) আছে "আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সেই পথে যাইবেন।"

ঋগ্বেদে অন্যত্র পাওয়া যায় যে যম—প্রথম মনুষ্যলোক হইতে অমরত্ব

লাভ করিয়া মৃত্যুর অধিপতি হন, এবং মৃত্যুর পরে জীবগণকে কর্ম্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত করান।

কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার উপাখ্যান হইতে পাওয়া যায়, যম—মৃত্যুপতি। তিনি মৃত্যুর ঈশান (বৃঃ আঃ ১।৪।১১)।

এই শ্লোকে ভগবানের চারিরূপ কল্পনার অভিব্যক্তি ও তাহাদের মধ্যে বিশেষ অভিব্যক্তিতে ভগবানের বিভূতি চিন্তনীয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। প্রথম, নাগ জাতি ও তাহার আদর্শ অনন্ত—অনন্ত নাগ কল্পনার অভিব্যক্তির আদর্শরূপ। দ্বিতীয়, যাদোগণ বা জলাধিপতি দেবগণ। তাহাদের মধ্যে সমুদায় অপ্-লোকের অধিপতি বা অভিমানিনী দেবতা বরুণ আদর্শ—তাহাদের রাজা। এজন্য বরুণ ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। তৃতীয়, পিতৃগণ—আর্য্যমা তাহাদের অধিপতি। এজন্য অর্য্যমাকে ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ বিকাশরূপে চিন্তনীয়। চতুর্থ,—সংযমকারী বা নিয়মকারিগণ। ইহাদের মধ্যে যমই শ্রেষ্ঠ, তাহাদের রাজা তাহাদের আদর্শ। সংযমনকারী কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্ত—এই যম। এজন্য ভগবানের বিভূতিরূপে তাহা চিন্তনীয়।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

আমিই প্রহ্লাদ হই—দৈত্যগণ মাঝে ;
কলনকারীর কাল ; আমিই মৃগেন্দ্র—
মৃগ মাঝে ; পক্ষী মাঝে—আমি বৈনতেয় ॥ ৩০

৩০। দৈত্যগণ মাঝে—প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ দৈত্যশ্রেষ্ঠ, দৈত্যগণের আদর্শ। দিতিবংশীয়গণ মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে (প্র) যিনি পরম সাত্বিকত্ব

হেতু সকলকে আনন্দ (হ্লাদ) প্রদান করেন, তিনি প্রহ্লাদ (মধু)। প্রহ্লাদ দৈত্যগণের অধিপতিও ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত বলিয়াই আদর্শ দৈত্য (বলদেব)। প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদিত করেন বা সাধুগণকে সুখদান করেন এজন্য প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ (কেশব)। প্রহ্লাদ পরম ভক্ত।

কলনকারীর কাল—কলন অর্থাৎ গণন! গণনাকারিগণের মধ্যে কাল (শঙ্কর)। যাহারা 'কলন' করে বা গণনা করে—তাহারাই কলনকারী (স্বামী)। সংখ্যা গণনাকারী—কলনকারী (মধু)। কলন বা গণনাকারিগণ মধ্যে সর্ব্বকার্য্যের পরিণামহেতু কলা মুহূর্ত্তাদিময় যে কাল তাহাই ভগবান্ (কেশব)।

কলন দুইরূপ—সঙ্কলন ও ব্যবকলন (Integration and Disintegration or differentiation)। জগতের বস্তু সংখ্যা অনন্ত। এই অসংখ্য বস্তুর মধ্যে যে নিয়ত সঙ্কলন ব্যবকলন ক্রিয়া—যে যোগ বিয়োগ ক্রিয়া—নিয়ত চলিতেছে, তাহাতেই জগতের স্থিতি। এই কলন দ্বারা ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম-পরিণতি হেতু যে নিত্য পরিবর্ত্তন (Change বা flux তাহার কারণ 'কাল'। আমাদের অন্তরে যে একের পর একটি করিয়া নিয়ত জ্ঞানক্রিয়া চলিতেছে, সেই ধারাবাহিক জ্ঞানক্রিয়ার স্মৃতি হইতে আমাদের জ্ঞানে এই কালের ধারণা হয়। এই যে নিয়ত কলনক্রিয়া হইতে কালের ধারণা সেই কালের ধারণার উপরই কলনমূলক গণিত শাস্ত্র (Calculus) প্রতিষ্ঠিত। অতএব, সমুদায় কলনক্রিয়ার কারণ 'কাল'। এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার কলনকারীই কাল। এক একটি কলনক্রিয়ার এক এক খণ্ডকাল। এই কাল—ক্রিয়াত্মক, পরিবর্ত্তনাত্মক। আর যে শক্তি বলে এই ক্রিয়া হয়, তিনি কালী বা মহাকালী; এই শক্তির আধার যিনি—তিনি অক্ষয়কাল মহাকাল। (গীতা, ১০।৩৩)।

মৃগেন্দ্র মৃগমাঝে—মৃগেন্দ্র = সিংহ বা ব্যাঘ্র (শঙ্কর)। সিংহ (স্বামী, মধু)। মৃগের সাধারণ অর্থ পশু। বিশেষ অর্থ হরিণ।

জাতিবাচক মৃগশব্দ সকল পশুকে বুঝায় না। যাহারা হিংস্র পশু, যাহারা মাংসাশী, তাহাদিগকেই প্রধানতঃ মৃগ বলে। সেই হিংস্র পশুগণের আদর্শ সিংহ। মৃগ্‌ ধাতুর অর্থ অন্বেষণ করা। যে পশু শীকার অন্বেষণ করে, তাহাকেই মৃগ বলা যায়।

পক্ষীমাঝে বৈনতেয়—বিনতাপুত্র গরুড়, পক্ষিজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। গরুড়—পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন।

এই শ্লোকেও সৃষ্টি-কল্পনায় ব্রহ্মের চারিরূপ কল্পনায় অভিব্যক্ত, ও তাহাদের মধ্যে যাহা আদর্শ অভিব্যক্তরূপ তাহা উক্ত হইয়াছে। প্রথম—দৈত্যগণ। ইহাদের মধ্যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই জন্য প্রহ্লাদ ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। দ্বিতীয়—কলনকারীর কল্পনা অর্থাৎ কলন-কর্ম্মের নিয়ন্তা—বা কলনাভিমানি দেবতার কল্পনা। ইহাদের মধ্যে 'কাল'ই সে কল্পনার আদর্শ, অভিব্যক্তরূপ, তাহাই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। তৃতীয়—মৃগকল্পনায় অভিব্যক্ত ভাব। তাহাদের মধ্যে মৃগেন্দ্রই শ্রেষ্ঠ, মৃগগণের রাজা, উৎকৃষ্ট আদর্শ। এজন্য ভগবান্‌ মৃগগণ মধ্যে মৃগেন্দ্ররূপে চিন্তনীয়, তাহাই তাঁহার বিভূতি বা বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব। চতুর্থ—পক্ষি জাতি। ইহাদের মধ্যে গরুড়ই শ্রেষ্ঠ—পক্ষি-কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি। তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

পবিত্রকারীর মাঝে—আমিই পবন;
শস্ত্রধারী মাঝে—রাম; আমিই মকর—
মৎস্য মাঝে; স্রোতস্বিনী মাঝেতে—জাহ্নবী ॥ ৩১

৩১। পবিত্রকারীর মাঝে…পবন—পবিত্রকারীদের মধ্যে পবন বা বায়ুর ন্যায় আর কিছুই এরূপ পবিত্রকারী নাই। পবন ও পাবন একার্থক। পাবন অর্থে পবিত্রকারী শোধনকারী। বায়ু পবিত্রকারক বা শোধনকারক বলিয়া তাহার নাম পবন।

অথবা পবন-প্রবাহযুক্ত গতিশীল বা বেগযুক্ত (স্বামী, কেশব, মধু), যাহারা গতিশীল তাহাদের মধ্যে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগযুক্ত।

বায়ু—বেদের এক প্রধান দেবতা। বায়ু সম্বন্ধে ৭টি পৃথক্ সূক্ত ঋগ্বেদে আছে। তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয়। তাঁহাকে অনেক স্থলে পবিত্রকারী পাপনাশকারী বলা হইয়াছে। ইন্দ্র-বায়ু অনেক সূক্তে একত্র স্তুত হইয়াছেন। যাস্ক বলেন—ইন্দ্র ও বায়ু একই, উভয়েই অন্তরীক্ষের দেবতা। গতিশীল বায়ু—মরুৎ, বায়ু সর্ব্বাবস্থায় পবিত্রকারী।

শস্ত্রধারী মাঝে রাম—শস্ত্রধারী যোদ্ধাদের মধ্যে দাশরথি রাম আদর্শ যোদ্ধা (শঙ্কর, স্বামী)। দাশরথি অখিল রাক্ষস-কুলক্ষয়কারী (মধু)।

রামানুজ ও কেশব দাশরথি রামকে ভগবানের বিভূতি বলিতে চাহেন না। রামানুজের মতে রাম পূর্ণব্রহ্ম। আদিত্য মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে ভগবান্ স্বয়ং যেমন অবস্থিত, রাম সেইরূপ ভগবানের আত্মস্বরূপ। কেশব বলেন, রাম সাক্ষাৎ ভগবান্,—ভগবানের বিভূতি নহেন। ভগবানের স্বরূপ ভেদ নাই। কেশব ও বলদেব এ গোলযোগ পরিহার জন্য বলিয়াছেন, এ রাম পরশুরাম হইতে পারেন।

মধুসূদনও বলিয়াছেন,—দাশরথি রাম অবতার মধ্যে গণ্য। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও রামরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে। বৃষ্ণিবংশ মধ্যে বাসুদেব যেমন বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ রাম বিভূতিগণ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রঘুকুলতিলক রাবণহন্তা কোদণ্ডধারী ভগবান্‌রূপে চিন্তনীয়। এজন্য তিনি বিভূতি মধ্যে উক্ত হইয়াছেন (কেশব)।

যাহা হউক, এস্থলে জানা যায় যে 'রাম'—শস্ত্রধারীর পরম আদর্শ। তিনি আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা, আদর্শ যোদ্ধা—আদর্শ বীর। সেই আদর্শ দেখাইবার জন্যই ভগবানের রামরূপে অবতার। তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি, ভগবানের অস্ত্রধারী বীর-কল্পনার শ্রেষ্ঠ অবতীর্ণ রূপ।

মকর মৎস্যগণ মাঝে—মৎস্যজাতীয় জীব (ঝষগণ) মধ্যে মকর শ্রেষ্ঠ আদর্শ—সকল জলচরদিগের মধ্যে প্রধান। এজন্য মকর গঙ্গার বাহনরূপে কল্পিত।

স্রোতস্বিনী মাঝে জাহ্নবী—স্রোতস্বতী নদীগণের মধ্যে জাহ্নবী গঙ্গাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (মধু)। প্রবাহরূপ জল বা নদীগণ মধ্যে জহ্নুকন্যা জাহ্নবী বা গঙ্গা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা (কেশব)। গঙ্গা—প্রবাহিণী নদীদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এজন্য গঙ্গা—ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

ভারতবর্ষে আর্য্যগণের আদি নিবাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ। কিন্তু পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে গঙ্গামাতৃক দেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বসতি ছিল। ঋগ্বেদে পঞ্চনদ দেশের শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চনদীর সহিত সিন্ধু ও গঙ্গা এই সপ্তনদীরও স্তুতি আছে। সে মন্ত্র এই—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি, শতদ্রু স্তোমং সততা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্না মরুদ্‌বৃধে বিতস্তয়া আর্জ্জীকীয়ে শৃণুহ্য সুসোময়া॥"

(ঋঃ, সং ৮।৩৭৫)

এ স্থলে গঙ্গা প্রথমে স্তুত হইয়াছেন। সুতরাং সপ্তনদীর মধ্যে গঙ্গা প্রধান। কারণ, গঙ্গামাতৃক দেশেই আর্য্যজাতির প্রকৃত বসতি ও উন্নতির স্থান। বিশেষতঃ গঙ্গা পতিতপাবনী জীবোদ্ধারকারিণী। সকল নদীর অপেক্ষা গঙ্গার মাহাত্ম্য অধিক। সাধারণ নদীভাবেও গঙ্গা আদর্শ নদী। কিন্তু অসাধারণ সর্ব্বপাপ-ধৌতকারিণী শক্তি থাকায় তাঁহার মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য। তাই নদী মধ্যে গঙ্গা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

এই শ্লোকেও ভগবানের চারি বিভূতি—বা বিশেষ কল্পনার আদর্শ-

ভিব্যক্তি উক্ত হইয়াছে। প্রথম, পূতকারী বা গতিশীল (অথবা গতি-হেতু পবিত্রকারী অর্থাৎ শোধনকারী) পদার্থ-কল্পনার বিভিন্ন অভি-ব্যক্তি মধ্যে সে কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি—পবন, বা গতিশীল বায়ু। এই বায়ুরূপে বা বায়ুর অন্তর্য্যামী আত্মা-রূপে ভগবান্ চিন্তনীয় ; কেন না, তাহাতে সেই আত্মভাবের বিশেষ প্রকাশ ধারণা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ভগবানের শস্ত্রধারীর কল্পনা—যে মানবগণ সমাজরক্ষার্থ সমাজের শত্রু নিধন জন্য শস্ত্রধারণ করেন, সেই শস্ত্রধারিগণের কল্পনা। এই শস্ত্রধারিগণ সমাজের রক্ষক—সমাজে ধর্ম্মের রক্ষক। যাঁহারা সমাজের নেতা—সমাজকে অন্তঃ ও বহিঃ শত্রু হইতে রক্ষা করেন। যাহারা লোকের অহিতসাধনার্থ কর্ম্ম করে, সেই অসুরদিগকে তাঁহারা শাসন করেন। এই শস্ত্রধারিগণের কল্পনায় যে সকল অভিব্যক্তি, তন্মধ্যে রাম'ই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি বারণের ন্যায় লোকক্ষয়কারী অসুরশক্তি ধ্বংসের জন্য একাকী অসহায় বা সামান্য সহায় মাত্র লইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ শস্ত্রধারী—ভগবানের শস্ত্রধারী কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি। সেই রামরূপ বিভূতিতে ভগবান্ চিন্তনীয়। তৃতীয়তঃ, ভগবানের যে জলচর জন্তু-কল্পনা, সেই কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি মকর। এজন্য মকর—ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। চতুর্থতঃ, স্রোতস্বতী নদী কল্পনা। যত নদী আছে—জাহ্নবী তাহাদের মধ্যে নানা কারণে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। গঙ্গামাতৃক আর্য্য-ভূভাগেই মানব জাতির বিশেষ অভ্যুদয়, মানব-সমাজের জ্ঞানে ধর্ম্মে, কর্ম্মে সর্ব্বরূপে উন্নতি হইয়াছিল। এই জন্য সর্ব্বস্রোতস্বতী নদী কল্পনার অভিব্যক্তি মধ্যে জাহ্নবীই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

হে অর্জ্জুন, হই আমি সকল সৃষ্টির—
আদি মধ্য অন্ত আর ; সর্ব্ব বিদ্যামাঝে—
আমিই অধ্যাত্ম বিদ্যা ; বাদ—বাদী মাঝে। ৩২

৩২। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত—সৃষ্টির উৎপত্তি স্থিতি লয় (শঙ্কর)। পূর্ব্বে (১০।২০ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি ভূতগণের, অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত ভূতগণের আদি মধ্য ও অন্ত। এস্থলে বলা হইল যে ভগবান্ সকল বস্তুর—সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই আদি মধ্য ও অন্ত (শঙ্কর)। অধ্যায় পূর্ব্বে (২০শ শ্লোকে) ভগবান্ সমুদায় ভূত অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত চেতনাযুক্ত প্রাণীর আদি ও অন্ত ইহা উক্ত হইয়াছে ; এস্থলে অচেতন সর্গের কথা উক্ত হইয়াছে মাত্র (মধু)।

ভগবান্ সৃষ্টির আদি কারণ, সর্ব্বদা সৃজ্যমান সকল প্রাণীর সৃষ্টি কারণ, সকলের সংহর্ত্তা। মধ্য অর্থে পালন—ইহা সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মধ্যবর্ত্তী। ভগবান্ সর্ব্বদা পালনীয় পদার্থের পালয়িতা (রামানুজ)।

সর্গ সকলের বা সৃজ্য আকাশাদি অচেতনবর্গের আদি মধ্য অন্ত বা উৎপত্তি স্থিতিলয়—আমি (কেশব)।

ভগবান্ আকাশাদি সৃষ্ট পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি লয়,—অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা। ভগবান্ সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বরূপ পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ভগবানের বিভূতিরূপে ধ্যেয় (স্বামী)।

সৃষ্টি (সর্গ)=মহদাদি জড়সৃষ্টি (বলদেব)। এই সৃষ্টি (সর্গ) ত্রিবিধ—কার্য্যসর্গ কারণসর্গ ও ভগবল্লীলাত্মকসর্গ। কার্য্যসর্গ লৌকিক—বহিঃসৃষ্টি রূপ ও প্রলয়াত্মক। কারণসর্গ (মোক্ষাত্মক হেতু) অলৌকিক। লীলাসর্গ অবাস্তব ভেদযুক্ত। আমি এই ত্রিবিধ সর্গের আদিতে কারণ রূপ, মধ্যে লীলাত্মক রূপ, ও অন্তে অন্তাত্মকরূপ (বল্লভ)।

সর্গ=সৃষ্টি। এ স্থলে এই সৃষ্টি অর্থে কেবল জড়সৃষ্টি বুঝা উচিত নহে। কেবল প্রকৃতি হইতে মহদাদি স্থূলভূত পর্য্যন্ত বুঝা

উচিত নহে। চিৎ-অচিৎ, জীব-জড়যুক্ত সমগ্র সৃষ্টি সামান্য ভাবে বুঝাই উচিত।

ব্রহ্ম কি? উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন ইহা তটস্থ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"তজ্জলান্," "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। অর্থাৎ যাঁহা হইতে (যে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে) এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান আন্তর অনুভূতি বা অপরোক্ষ-বোধ-(Intuition) সাপেক্ষ। বাহ্য দৃষ্টিতে জগৎকারণরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়। ভগবানের যে এই জগৎ কারণরূপ তাহা ভগবানের বিভূতি।

ভগবান্ যে, জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা, ইহা তাঁহার বিভূতি মাত্র। অথবা তিনিই সৃষ্টিকালে স্রষ্টা-রূপে, সৃষ্টিরক্ষা কালে তাহার পালকরূপে, এবং লয়কালে সংহর্ত্তারূপে প্রকাশিত হন। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপ হন। চণ্ডীতে পরম প্রকৃতিদেবী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

ভগবানের প্রকৃতিই জীব জড়রূপিণী। জগতে জীব ও জড়ের সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে যে সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার, তাহা ভগবানের বিভূতি।

ভগবান্ এই সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বা নিমিত্ত কারণ। এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়রূপেও অবস্থিত, বা উপাদান কারণরূপে জগতের বিবর্ত্তন বা পরিণাম ব্যাপার মধ্যে অবস্থিত; ইহা তাঁহার বিভূতি।

বিদ্যামাঝে অধ্যাত্ম বিদ্যা—সকল বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা মোক্ষ হেতু বলিয়া সর্ব্বপ্রধান (শঙ্কর, মধু)। শ্রেয়ঃ সাধনভূত যে সকল বিদ্যা, তন্মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা পরম নিঃশ্রেয়স, বা মুক্তি সাধনভূত বলিয়া তাহা শ্রেষ্ঠ (রামানুজ)।

অধ্যাত্ম বিদ্যা = আত্মা অধিকার করিয়া যে বিদ্যা স্থিত, তাহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলে।

বিদ্যা চতুর্দ্দশ প্রকার ; যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥"

ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা সপরিকর পরমাত্মতত্ব নির্ণয়কারী চতুর্লক্ষণযুক্ত বেদান্তবিদ্যা। (বলদেব)।

অধ্যাত্ম বিদ্যা = পরাবিদ্যা। শ্রুতিতে আছে,—

"তত্র অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডক উপঃ ১.১।৫ ; বৃহদারণ্যক উপ: ২।৪।১০, ৪।১।২)।

অতএব যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহাই পরা বিদ্যা, তাহাই অধ্যাত্মবিদ্যা।

অধ্যাত্ম বিদ্যা = আত্ম-বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থ অধিকার করিয়া যে বিদ্যা বা তৎস্বরূপগুণসম্বন্ধবেদনাত্মিকা যে অধ্যাত্মবিদ্যা,—শ্রেয়ঃ সাধনভূত সর্ব্ববিদ্যা মধ্যে পরম নিঃশ্রেয়স-রূপ মোক্ষসাধন ভূত হেতু শ্রেষ্ঠ, তাহা আমিই (কেশব)।

চণ্ডীতে আছে,—

"যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ।

* * * *

বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥"

বাদ বাদী মাঝে—বাদিগণ মধ্যে আমি "বাদ"। বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প—এই ত্রিবিধ কথা। এই ত্রিবিধ কথা মধ্যে বাদের দ্বারাই পদার্থ নির্ণয় হয়, তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় হয়। এই জন্য এই ত্রিবিধ কথা মধ্যে বাদই: প্রধান। 'প্রবদতাম্' বা যাহারা প্রকৃষ্টরূপে "বাদী" তাহাদের

ত্রিবিধ কথার মধ্যে বাদ-নামক কথাই ভগবান্—ইহাই ফলিতার্থ। (শঙ্কর, মধু)।

প্রকৃষ্ট বাদিগণ সম্বন্ধে যে বাদ জল্পনা বিতণ্ডা এই ত্রিবিধ কথা, তাহাদের মধ্যে আমি বাদ। বীতরাগদ্বেষ তত্ত্ববুভুৎসু সতীর্থগণ মধ্যে বা গুরু-শিষ্য মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা স্থাপন দূষণ পূর্ব্বক যে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ কথা, তাহা বাদ (কেশব)।

ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রেই বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি—প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার পদার্থের উল্লেখ আছে। যেখানে উভয় পক্ষ প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন করে এবং ছল জাতি ও নিগ্রহস্থান যোগে পরপক্ষে দোষারোপ করে, সেখানে তাহার নাম "জল্প"। যেখানে এক পক্ষ আপনার পক্ষ স্থাপন করে, অপর পক্ষ ছল জাতি ও নিগ্রহ স্থান যোগে সে পক্ষের প্রতি দোষারোপ করে, অথচ নিজের পক্ষ স্থাপন করে না, সেখানে তাহা "বিতণ্ডা"। জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা বাদী প্রতিবাদী পরস্পরের তর্কশক্তি পরীক্ষিত হয়। তাহাতে তত্ত্ব নিরূপণ হয় না। যদি জয়ের প্রত্যাশা না করিয়া বীতরাগ হইয়া কেবল সত্য নির্দ্ধারণ উদ্দেশে তর্ক করা হয় বা গুরু শিষ্য মধ্যে সম্ভাষণ হয়, তবে তাহা "বাদ"। বাদ দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন হয়।

ন্যায় দর্শনে আছে—"প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ।" (১।১।৪২ সূত্র)।

"যথোক্তোপপন্ন-ছলজাতি-নিগ্রহ-স্থান সাধনোপালম্ভঃ—জল্পঃ।" (১।১।৪৩ সূত্র)।

"সপ্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনঃ—বিতণ্ডা।" (১।১।৪৪ সূত্র)।

"সত্য নির্দ্ধারণ জন্য পরস্পরের কথা" = বাদ। নিজ নিজ মত-স্থাপনেচ্ছু ব্যক্তিগণের পরস্পর তর্ক = জল্প। আপন পক্ষ স্থাপন না করিয়া যে পরপক্ষে দোষারোপ তাহা = বিতণ্ডা। অপর পক্ষ যে অর্থে

যে পদ প্রয়োগ করে নাই—তাহাতে সেই অর্থ আরোপ করিয়া দোষ দেখান = ছল। অসদুত্তর—যাহা নিজপক্ষেও বর্ত্তে, তাহা জাতি। পরাজয়ের হেতু = নিগ্রহস্থান।

কেশব বলিযাছেন, 'তত্ত্ব সংরক্ষণার্থই জল্প ও বিতণ্ডা। বীজরোহ সংরক্ষণ জন্য কণ্টকাদি দূর করায় যে প্রয়োজন, তত্ত্ব সংরক্ষণ জন্য জল্প ও বিতণ্ডার সেই প্রয়োজন। বাদী ও বিবাদীর মধ্যে স্বপক্ষ স্থাপন জন্য ছল-জাতি নিগ্রহস্থান দ্বারা পরপক্ষ নিরূপণই জল্প। যেখানে কেবল ছল জাতি নিগ্রহ স্থান দ্বারা পরপক্ষের দোষ দেখান হয়, অথচ নিজ পক্ষ-স্থাপন করা হয় না, তাহা বিতণ্ডা। নিগ্রহ স্থান—প্রতিজ্ঞা হানি প্রতিজ্ঞান্তর গ্রহণ প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার।

এই শ্লোকে যে তিনরূপ বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব আছে। প্রথম ভগবানের সৃষ্টিরূপ বিভূতি। তিনি সর্ব্বসৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত। তিনি সর্ব্ব সত্তার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় স্থান। ইহাই ভগবানের প্রভব,—প্রধান বিভূতি। তিনি জীব জড়াত্মক সমুদায় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এই মূল কারণ রূপে ভগবান বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। ইহা হইতেই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতীয় বিভূতি এই যে—ভগবান্ সর্ব্ব বিদ্যা মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যারূপ। বিদ্যা—বিশেষতঃ অধ্যাত্ম বিদ্যা যে ভগবানের বিভূতি, তাহা কিরূপে চিন্তনীয়? সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, ভগবানের যে বিদ্যা কল্পনায় বহুরূপের অভিব্যক্তি, তাহাদের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা রূপে তাহার অভিব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্ট আদর্শ। এজন্য তাহা ভগবানের বিভূতি। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ আছে। বিদ্ ধাতু হইতে বিদ্যা। যাহা জ্ঞানের বিষয় যাহা জ্ঞেয়, তাহা যাহা দ্বারা জ্ঞানে অধি-গম্য হয় তাহাই বিদ্যা। বেদাদি শাস্ত্রকে বিদ্যা কহে। সেই শাস্ত্র সকল কেবল কল্পিত নহে। তাহা শ্রুতি অনুসারে মহাভূতের নিঃশ্বাসের ন্যায় স্বতঃ অভিব্যক্ত। ব্রহ্মই শাস্ত্রযোনি—শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান (বেদান্ত

দর্শন ১।১।৩ সূত্র)। অতএব সর্ব্ব বিদ্যা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত তাঁহার ব্যক্তরূপ। ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্ম বা পরাবিদ্যার বিশেষত্ব এই যে, তাহা স্বরূপতঃ সেই ব্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। এই জন্য তাহা বিশেষভাবে ভগবানের অভিব্যক্ত স্বরূপ বা বিভূতি।

তৃতীয়তঃ এই শ্লোকে তর্কযুক্তির কথা উক্ত হইয়াছে, এবং বাদ যে তাহার শ্রেষ্ঠ রূপ এবং সেইরূপে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। তর্ক যুক্তি আমাদের বুদ্ধির ধর্ম্ম। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রমাণ দ্বারা সত্য নির্ণয়ার্থ এই তর্কযুক্তি অবলম্বন করে। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া বুদ্ধি চেতনবৎ জ্ঞানস্বরূপ হয়। এই ভূতগণের বুদ্ধিভাব ভগবান্ হইতেই অভিব্যক্ত। এজন্য তাহা ভগবৎ কল্পনারই বিকাশ। সেই বুদ্ধিতে তর্কনির্ণয়ার্থ অভিব্যক্ত বিচার বিতর্কাদি রূপের মধ্যে 'বাদ'ই তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রধান সহায়। এজন্য সেই ভাবেই ভগবানের বিশেষ অভিব্যক্তি বা বিভূতি, ইহা ধারণা করা যায়।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩



অক্ষরের মাঝে হই—আমিই অকার;
দ্বন্দ্ব—সমাসের মাঝে; আমিই অক্ষয়
কাল হই; আমি ধাতা—হই বিশ্বমুখ ॥৩৩

৩৩। অক্ষরের মাঝে…অকার—বর্ণের মধ্যে আমি অকার বর্ণ (শঙ্কর)। সর্ব্ব বাঙ্ময় বলিয়া অকার শ্রেষ্ঠ (কেশব)।

অকার সর্ব্ববাঙ্ময়, সকল বাক্যের মূল অকার, সকল ব্যঞ্জনবর্ণ

অকারের সাহায্যে উচ্চারিত। অনেক স্বরবর্ণের মূলও এই অকার এজন্য অকার শ্রেষ্ঠ।

শ্রুতিতে আছে—"অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্‌। সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্ব্যজ্য-মানা বহ্বী নামরূপা ভবতি" ইতি শ্রুতিঃ। (স্বামী)। অকার প্রথম অক্ষর। কারণরূপ অকার পরম ব্রহ্ম। অকার বৈশ্বানর রূপ। 'অকার প্রণবের প্রথম মাত্রা' ইত্যাদি তত্ত্ব শ্রুতি হইতে জানা যায়।

পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে 'ওঁ'কার সম্বন্ধে ব্যাখ্যায় এই অকার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

দ্বন্দ্ব…সমাসের মাঝে—সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস (শঙ্কর)। দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদ সমান বলিয়া তাহা উৎকৃষ্ট (রামানুজ)। উভয় পদ প্রধান বলিয়া দ্বন্দ্ব সমাস শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। অব্যয়ীভাব সমাস—পূর্ব্ব-পদ প্রধান; তৎপুরুষ সমাস—উত্তরপদ প্রধান; বহুব্রীহি—অন্যপদ প্রধান। কেবল দ্বন্দ্ব সমাসই উভয়পদ প্রধান। এজন্য ইহা শ্রেষ্ঠ (মধু)। সমাস সমূহ মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য হেতু শ্রেষ্ঠ (কেশব)। একাধিক বাক্যের বা পদের একত্র সংস্থানই সমাস। এই একত্র সংস্থান হইতে যে অর্থ জ্ঞান, তাহা সামাসিক। একত্র সংস্থিত বাক্যের মধ্যে যে অর্থ নিগূঢ় থাকে তাহাকেও রহস্য বা দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব-রহস্য বলা হয়।

অক্ষয় কাল—অক্ষীণ—ক্ষণাদি রূপে প্রসিদ্ধ কাল, অথবা কালের কাল পরমেশ্বর (শঙ্কর)। কলা মুহূর্ত্তাদিময় কাল (রামানুজ)। প্রবাহ-রূপ কাল (স্বামী)। পূর্ব্বে কলনকারীর মধ্যে কালের কথা উক্ত হইয়াছে (৩০ শ্লোক)। সে কাল আয়ুর্গণনাত্মক কাল, শত বৎসরাদি আয়ুঃ স্বরূপ কাল। আয়ুঃক্ষয়ে তাহার ক্ষয় হয়। এস্থলে প্রবাহাত্মক অক্ষয় কাল উক্ত হইয়াছে। (স্বামী)।

যাহা ক্ষয়ী অর্থাৎ ক্ষয়শীল, তাহাদিগের অভিমানী কাল ক্ষয়ী।

অক্ষয় কাল পরমেশ্বরবাচ্য, তাহা অক্ষয় (মধু)। সঙ্কর্ষণ মুখোত্থিত কালাগ্নি (বলদেব)। ইহা লীলাত্মক অলৌকিক কাল (বল্লভ)।

অক্ষয়—সর্ব্বসংহারক কাল। পূর্ব্বে যে ভগবান্ বলিয়াছেন, "কালঃ কলয়তামহম্", সে স্থলে ক্ষণাদি রূপ ক্ষয়ী কাল উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে কাল—সেই কালের প্রবর্ত্তক কাল—কালাকাল। শ্রুতিতে আছে, "জ্ঞঃ কাল-কালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।"

মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে আছে,—

"কালচক্রং জগচ্চক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ।
আত্মযোগেন ভগবান্ পরিবর্ত্তয়তেঽনিশম্॥
কালস্য চ হি মৃত্যোশ্চ জঙ্গম স্থাবরস্য চ।
ঈশতে ভগবানেকঃ সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে॥"

(ইতি কেশব)।

এই অক্ষয় কাল —নিরবচ্ছিন্ন বা অবচ্ছেদরহিত। ইহা এক—নিত্য অখণ্ড অনন্ত। ইনি মহাকাল, বা মহাকালী। কাল পরমেশ্বর-শক্তি। "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" (গীতা ১১।৩২)। ইহা অচ্ছেদ্য (indivisible), অক্ষয় অনন্ত (infinite) কাল।

খণ্ডকাল, এই মহাকালের মধ্যে অবস্থিত। যাহা অখণ্ডকাল, তাহা খণ্ডিত কালের সমষ্টি নহে। সীমাবদ্ধ জীবজ্ঞানে তাহা খণ্ডিত বোধ হয়। কলাকাষ্ঠাদি দ্বারা তাহা পরিমিত হয়; তাহা অখণ্ড কালের কার্য্য বলিয়া অনুমিত হয়। এই অনন্ত অখণ্ড কাল কলাকাষ্ঠাদি পরিমাণ দ্বারা পরিমিত হয় না—খণ্ডিত হয় না। সেই "কলা কাষ্ঠাদি রূপে" কাল পরিণাম প্রদায়িনী কালী নিত্য মহাকাল বক্ষে নৃত্যময়ী। চণ্ডীতে আছে,—

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

অতএব ক্ষয়ী পরিণামী কলনশীল খণ্ডিত কালের অন্তরালে,

তাহার অধিষ্ঠাতৃ ও নিয়ন্তৃরূপ অক্ষয়কাল ভগবানের পরমা বৈষ্ণবীশক্তি বা স্বয়ং ভগবান্ রূপে চিন্তনীয়।

ধাতা...বিশ্বমুখ—সর্ব্ব জগতের কর্ম্মফল বিধাতা সর্ব্বতোমুখ (শঙ্কর, মধু)। কর্ম্মফল বিধাতৃগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা—সর্ব্বকর্ম্ম ফল-বিধাতা (স্বামী), ধাতা=সকল প্রাণীর ভর্ত্তা (রামানুজ, কেশব)। অলৌকিক সৃষ্টিকর্ত্তা (বল্লভ)।

স্রষ্টৃগণের মধ্যে সর্ব্ব দিকে মুখ যুক্ত বা চতুর্ম্মুখ বিধি বা ব্রহ্মা= ধাতা (বলদেব)।

ধাতা, বিধাতা বিধি—এ সকলই পুরাণানুসারে ব্রহ্মার নাম। চারি দিকে তাঁহার মুখ বলিয়া তাঁহার চতুর্ম্মুখ নাম। কিন্তু এ স্থলে পৌরাণিক ব্রহ্মার কথা উক্ত হয় নাই। ভগবান্ই জগতের ধাতা (গীতা, ৯।১৭), তিনিই বিশ্বতোমুখ (গীতা, ৯।১৫)। বিশ্বতোমুখ সম্বন্ধে উক্ত ৯।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি অনুসারে ধাতাকে 'জীবঘন' হিরণ্যগর্ভ বলা যাইতে পারে। প্রলয় কালে অব্যক্তে লীন জীবগণের কর্ম্মবীজ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া যখন কালবশে আবার সৃষ্টি হয়, তখন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভরূপে এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিয়মিত করেন। তিনিই সৃষ্টিতে জীবগণের কর্ম্মফল বিধান করেন। এজন্য তিনি বিধাতা বা ধাতা। পুরাণ অনুসারে ইনি ব্রহ্মা।

ধাতা 'সর্ব্বতোমুখ' কেন? মুখ—হইতে 'বাক্য'। সৃষ্টির মূল—এই বাক্য বা শব্দ। সৃষ্টিমূলে ব্রহ্মের যে বহু হইবার কল্পনা—তাহা আদিতে শব্দ রূপে অভিব্যক্ত হয়। যাঁহা হইতে এই বহু হইবার কল্পনা বা শব্দের অভিব্যক্তি হয়, তিনি শব্দব্রহ্ম। সেই শব্দ—সর্ব্বমূল, সর্ব্বাধার সর্ব্বব্যাপী, এজন্য শব্দব্রহ্ম সর্ব্বতোময়। সেই শব্দ আদিতে অনুকল্পন দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া প্রাণরূপে অভিব্যক্ত হয়। সেই শব্দই পরে "বেদরূপে অভিব্যক্ত হয়। তাই বেদকে ব্রহ্ম বলে (গীতা, ৩।১৫;

৪।৩২)। সেই শব্দ বা 'বেদ' অনুসারেই সৃষ্টি হয়। বেদ অনুসারে, এই শব্দের যিনি অধিপতি তিনিই বাচস্পতি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি। তিনিই হিরণ্যগর্ভ রূপে বেদে স্তুত। পুরাণ অনুসারে—ব্রহ্মা—বেদমুখ। চারি বেদ বলিয়া ব্রহ্মা চতুর্মুখ।

এই শ্লোকে ভগবানের চাররূপ বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অকারাদি অক্ষর :বা পঞ্চাশৎ বর্ণ। ভগবান্ যে সৃষ্টি সংকল্প করেন, ঈক্ষণ করেন, তাহার মূল শব্দ বা বাক্। মূল শব্দ ওঙ্কার, তাহা অন্য শব্দে ওতপ্রোত, ইহা অষ্টম অধ্যায়ের শেষে ওঙ্কার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই শব্দকে শব্দব্রহ্ম বলে। বেদ তাহার অভিব্যক্ত রূপ। এই শব্দ বা বাক্য পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মক। তাহাদিগকে পঞ্চাশৎ মাতৃকা বলে। তাহা ব্রহ্ম শক্তিরই ব্যক্ত রূপ। তাহার মধ্যে অকার আদি বর্ণ, তাহা সর্ব্ব বর্ণের মূল। তাহাকে অবলম্বন করিয়া অন্য স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অভিব্যক্তি হয়। এজন্য এই সর্ব্ব শব্দ মূল অকার রূপে ভগবান্ চিন্তনীয়। ওঙ্কারের মধ্যে 'অ' বিষ্ণুর বাচক।

দ্বিতীয়,—বাক্যের মধ্যে সমাস বাক্য। দুই বা ততোধিক বাক্য সংযোগে সমাস। সকল বাক্যই যখন শব্দব্রহ্মের বা ব্রহ্মশক্তি সরস্বতীর অভিব্যক্ত রূপ—তখন সেই বাক্য মধ্যে সমাস বাক্যের যে শ্রেষ্ঠ দ্বন্দ্ব, তাহার বিশিষ্টত্ব হেতু তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। তৃতীয়তঃ, কালতত্ত্ব এস্থলে উক্ত হইয়াছে। এ কালতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। অক্ষয় অখণ্ড এক কাল—যে ব্রহ্মের বিভূতি, সৃষ্টির অগ্রে প্রথম অভিব্যক্ত, তাহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। খণ্ডকাল যাহা কলা কাষ্ঠা পল দণ্ড, দিন মাস বৎসর প্রভৃতি দ্বারা পরিমিত; যাহা প্রবাহ রূপে আমাদের জ্ঞানে অভিব্যক্ত, তাহা সেই মহাকালেরই অন্তর্ভূত। দিক্ ও কাল দ্বারা আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হয়। নিমিত্ত পরিচ্ছেদ এই কালমূলক। খণ্ডকালও ভগবানের রূপ, তাঁহার কাল কল্পনারই অভিব্যক্ত রূপ। কিন্তু অখণ্ড অক্ষয় কাল—

যাহা মহাকাল বা কালাকাল তাহা পরমেশ্বরের বিশেষ বিভূতি, তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি। স্বভাব প্রভৃতি জগতের কারণ ভগবানের আত্মশক্তি দ্বারা নিয়মিত (শ্বেতাশ্বতর ১।৩)। জগৎ কারণ অক্ষয় কালরূপে ভগবান্ চিন্তনীয়।

চতুর্থতঃ ভগবানের ধাতা বা এ জগতের বিধাতা নিয়ন্তা স্বরূপ। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক বিশ্বতোমুখ হইয়া এ জগতের ধাতা হন। এইরূপে ভগবানের বিশেষ বিভূতি চিন্তা করিতে হইবে। জগতের নিয়ন্তা ধাতা অনেক দেবতা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই সকলই ভগবানের ধাতা ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। কার্য্য বিভাগ জন্য এই বিভেদ (যাস্ক)। কিন্তু এই বিভিন্ন ধাতা কল্পনার অভিব্যক্ত রূপ মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা সর্ব্ব ধাতার ধাতা ভগবান্। সেই ধাতা রূপে তিনি বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪

সর্ব্বহর—মৃত্যু আমি; ভাবী প্রাণীদের—
উদ্ভবের হেতু; নারীদের মাঝে আমি—
কীর্ত্তি শ্রী বাক্ ও স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা ॥ ৩৪

৩৪। সর্ব্বহর...মৃত্যু—মৃত্যু দ্বিবিধ—ধনাদি হর, ও প্রাণহর। যে মৃত্যু ধন প্রাণ উভয় হরণ করে তাহা সর্ব্বহর মৃত্যু। অথবা প্রলয়ে পরম ঈশ্বর সমুদায় হরণ করেন বলিয়া—তিনি সর্ব্বহর (শঙ্কর)। সর্ব্ব-প্রাণ হর মৃত্যু (রামানুজ)। সকল সংহারক মধ্যে মৃত্যু সর্ব্বহর বা সর্ব্ব-সংহারকারী। (স্বামী, মধু)। সংহারকারিগণ মধ্যে সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যু (কেশব)।

প্রতিক্ষণ যে মৃত্যু হইতেছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বস্মৃতিহর মৃত্যু (বলদেব)। এই প্রতিক্ষণ মৃত্যু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের কথা। প্রতিক্ষণে এক একটি জ্ঞানক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার স্মৃতি থাকে, এজন্য জ্ঞানের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। মৃত্যুতে তাহাও বিধ্বস্ত হয়। এই জন্য মৃত্যু সর্ব্বহর।

এক মাত্র মৃত্যুই কেবল আমাদের সব হরণ করে। মৃত্যুতে আমাদের কি থাকে আর কি যায়? নাস্তিক দর্শনানুসারে মৃত্যুতে আমাদের সব যায়। আত্মা পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হয়। সে মত এস্থলে গৃহীত হয় নাই।

আমাদের মধ্যে "আমি আমার" বলিয়া যে অভিমান বৃত্তি আছে, মৃত্যুতে তন্মধ্যে আমার বলিয়া যা কিছু—সবই যায়। স্মৃতি যায়, এ'আমি' জ্ঞানও যায়। পূর্ব্বজন্মে আমি কে ছিলাম, কি ছিলাম, পরজন্মে তাহা জাতিস্মর ব্যতীত কাহারও মনে থাকে না। মৃত্যুর পর থাকে—কেবল সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার বা ধর্ম্মাধর্ম্ম। মৃত্যু সর্ব্বহর হইলেও তিনি কর্ম্মফল হরণ করেন না। মৃত্যু প্রকৃত 'আমিকে' হরণ করেন না, কেবল আমার বলিতে যা কিছু—সব হরণ করেন, তাই তিনি সর্ব্বহর।

পরে ভাবী—বা ভবিষ্যতে যে সব প্রাণী জন্মিবে তাহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে বর্ত্তমান প্রাণীদের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে যে তাহাদের যাহা মৃত্যু—তাহা বা তাহার কারণ ভগবান্। এই মৃত্যুর বিশেষণ—সর্ব্বহরণকারী। জীবভাব—ষড়্ভাব বিকারযুক্ত, তাহার উৎপত্তি স্থিতি নাশ অবশ্যম্ভাবী। ভগবান্ এই জন্ম-মৃত্যুর কারণ।

ভাবী…হেতু—উদ্ভব=উৎকর্ষ, অভ্যুদয়। তৎপ্রাপ্তি হেতু—পরমেশ্বর। ভবিষ্যতে যাঁহারা উৎকৃষ্ট কল্যাণ প্রাপ্তির যোগ্য, যাঁহারা উৎকর্ষ প্রাপ্তির যোগ্য, তাঁহাদের যে অভ্যুদয় তাঁহারই ভগবানের বিভূতি। (শঙ্কর)। উৎপাদ্যমানদিগের উদ্ভবাখ্য কর্ম্ম (রামানুজ)। ভাবীকালের প্রাণীদিগের উদ্ভব বা অভ্যুদয় (স্বামী)। ভাবী কল্যাণের যে

উৎকর্ষ তাহাই ভগবান্ (মধু)। যে জীবগণের উৎপত্তি হইবে, তাহাদের উদ্ভাবন বা উৎপাদন আমি (কেশব)।

প্রাণিগণ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্ভাব বিকার-যুক্ত। এই ষড়ভাব বিকার মধ্যে যে উদ্ভব বা জন্মাখ্য বিকার, তাহা ভগবানের বিভূতি (বলদেব)।

বর্ত্তমানে যে প্রাণিগণ জীবিত আছে তাহাদের মৃত্যু হইবে, ভবিষ্যতে আবার অন্যপ্রাণীর উদ্ভব বা উৎপত্তি হইবে। এইরূপে জগতে ধারাবাহিকরূপে জন্মমৃত্যুর প্রবর্ত্তন হয়। এই যে জীবের নিয়ত জন্ম ও মৃত্যুপ্রবাহ ইহা ভগবানের বিভূতি। ভগবান্ ইহার কারণ। এস্থলে কারণ রূপে তাঁহার বিভূতি বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান্ পূর্ব্বে বার বার বলিয়াছেন যে, তিনি জগতের বা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও লয় করেন—তিনি জগতের প্রভব ও উদ্ভব। সুতরাং এ স্থলে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে উদ্ভব অর্থে—অভ্যুদয় বা উৎকর্ষ বলা যাইতে পারে। তদনুসারে উদ্ভবের অর্থ ক্রমবিকাশ বা ক্রম পরিণাম (Evolution)। ইহা প্রকৃতি আপূরণে ক্রমশঃ জীবের জাত্যন্তর পরিণাম ও অভ্যুদয়।

নারীগণ মাঝে—নারী দেবতাগণ, সপ্ত দেবতারূপা স্ত্রীগণ (স্বামী) ধর্ম্মপত্নীগণ (মধু)। উত্তমা স্ত্রীগণ (শঙ্কর)। দেবতারূপা স্ত্রীগণ, (গিরি)। এই নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি প্রভৃতি সপ্তনারী ভগবানের বিভূতি (বলদেব)।

এস্থলে নারী অর্থে সাধারণ নারী বলিয়া বুঝিলে সঙ্গত অর্থ হয় না। কারণ এস্থলে যে শ্রী প্রভৃতি সাতটির উল্লেখ আছে, তাহা কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলের মধ্যেই অল্পাধিক ভাবে থাকিতে পারে। "তাহাদের আভাস মাত্র সম্বন্ধ দ্বারাই লোক কৃতকৃতার্থ হয়।" (শঙ্কর)।

নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি শ্রী প্রভৃতি এই সাতটী ধর্ম্মপত্নী। ইহাদের

লেশ মাত্র যোগে জীবগণ সর্ব্বলোকপ্রশস্ত বা প্রশংসনীয় হয়। এই সপ্ত নারী ভগবানের বিভূতি (কেশব)।

অতএব নারী অর্থে পরে উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুণ বা স্বভাব বা বৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরাণ অনুসারে কীর্ত্তি, শ্রী প্রভৃতি ধর্ম্মের সাত পত্নী। ইহারা ধর্ম্মের নিত্য সহচরী বলিয়া, ধর্ম্মের পত্নী। যেখানে ধর্ম্ম সেখানে ইহাদের আবির্ভাব।

ভগবান্ পূর্ব্বে (৪র্থ, ৫ম শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, ভূতগণের যে পৃথক্‌বিধভাব—বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমা, সত্য, তুষ্টি প্রভৃতি তাহা ভগবান্ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ জীবহৃদয়ে তিনি অবস্থিত বলিয়া—জীবে এই সকল বিভিন্ন ভাবের বিকাশ হয়। এ স্থলেও যে ক্ষমা প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে—তাহাও সেই সকল ভাবের অন্তর্গত। জীবদের যে বিভিন্ন ভাব—তাহার মধ্যে কতকগুলি পৌরুষব্যঞ্জক ও কতকগুলি কোমল। যাহা কোমল ভাব তাহাকে নারী ভাব বলা যায়। যাহা পৌরুষব্যঞ্জক ভাব, তাহাদের মধ্যে তেজ, জয়, ব্যবসায় সত্ত্ব জ্ঞান প্রভৃতি ভাব রূপে উক্ত হইয়াছে। আমরা এজন্য বলিতে পারি যে, এই সকল কোমল ভাবের মধ্যে যে গুলি ধর্ম্মের সহচর, যাহা ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী—সাত্ত্বিক, তাহাই ভগবানের নারীরূপা বিভূতিরূপে এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

এই সকল সাত্ত্বিক—শুদ্ধ পুরুষভাবে—ভগবান পরম পুরুষরূপে চিন্তনীয়, আর সাত্ত্বিক স্ত্রী ভাবে তিনি পরমা প্রকৃতি রূপেও চিন্তনীয়।

বিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে (১।৮।৩২) "দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি প্রত্যেকের মধ্যে পুংনামে ভগবান্ হরি ও স্ত্রী নামে লক্ষ্মী অবস্থিত। এই দুই ব্যতীত আর কিছুই নাই।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে পাওয়া যায় যে, দেবী ভগবতীই—শ্রী, কীর্ত্তি প্রভৃতি রূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা।

চণ্ডীতে ব্রহ্মার স্তবে আছে,—

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা তুষ্টি স্তথা পুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥"

অতএব সেই ভগবতীই কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রাণি-গণের অন্তরে অবস্থিতা। এ সকল তাঁহারই বিভিন্ন নারীমূর্ত্তি। যিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন, পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিরূপে অভি-ব্যক্ত হইয়া নানা রূপে বিভক্ত হইয়াছেন, যিনি প্রতি জীবহৃদয়ে হরি ও লক্ষ্মীরূপে অথবা মহাদেব ও মহাদেবী উমারূপে বা ভব ও ভবানী রূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই ভগবান্‌ই তাঁহার প্রকৃতির সহিত প্রতি জীব-হৃদয়ে এই সকল বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত হন। ভগবানের বা তাঁহার সেই পরমা প্রকৃতিরই এই শ্রী প্রভৃতি বিভিন্নরূপ ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টি ভাবে ও প্রতি জীব মধ্যে ব্যষ্টি ভাবে আবির্ভূতা। এই প্রকার বিভিন্নরূপে তিনি সর্ব্বভূত অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন, এজন্য জীবের অন্তরে ধর্ম্ম ভাবের সহিত এই সকল কোমল গুণের বা ভাবের বিকাশ হইতে পারে।

অতএব এই নারীগণ ভগবতী পরমা প্রকৃতিরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। সকল স্ত্রীই তাঁহার অংশ-সম্ভূতা।—

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" (ইতি চণ্ডী)।

কীর্ত্তি—ধার্ম্মিকত্বাদি নিবন্ধন সদ্‌গুণ সম্বন্ধে খ্যাতি। (বলদেব)। ধার্ম্মিকত্ব নিবন্ধন অতি প্রশংসিত কীর্ত্তি, বা নানা দিক্ দেশীয় লোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রূপ খ্যাতি (মধু)। স্বরূপে কথন (হনু)। দানাদি প্রভবা কীর্ত্তি। ধর্ম্ম কর্ম্মাচরণ জনিত যশ। কীর্ত্তি ধর্ম্মের স্ত্রী। কৄ ধাতু হইতে কীর্ত্তি, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরার্থ বা লোকহিতার্থ কর্ম্ম জনিত কীর্ত্তি। এই সকল সদ্ভাবে বা সাধুভাবে কর্ম্ম করিবার যে প্রবৃত্তি—তাহার মূল ভগবান্, ও সেই কর্ম্ম জনিত যে ফল—কীর্ত্তি বা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা—তাহাও তাঁহারা সেই কর্ম্মফলদাতা—ভগবান্।

শ্রী—স্ত্রীবর্গ সম্পদ্ বা কায়দ্যুতি (বলদেব)। ধর্ম্মার্থ কাম সম্পদ, শরীরের শোভা, কান্তি (মধু)। অথবা লক্ষ্মী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর উক্ত—"ত্বং শ্রী" এই মন্ত্র এবং "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা" এই মন্ত্র এবং "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু" এই মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

বাক্—সকল অর্থের প্রকাশিকা সংস্কৃত বাণী। (মধু, বলদেব)। সরস্বতী (মধু)। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার-স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥"

অন্যত্র আছে এই দেবী ভগবতী 'শব্দাত্মিকা'।

এই বাক্-দেবী সরস্বতী। শব্দব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ হইতে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত ব্যষ্টি কল্পনার সহিত এই বাক্ উৎপন্ন হন। বাক্ পরা পশ্যন্তী প্রভৃতি ভেদে চারি প্রকার হইলেও—এ বাক্ অর্থযুক্ত। শব্দ হইতে এই অর্থযুক্ত বাকের উৎপত্তি হয়। পুরাণ অনুসারে ব্রহ্ম হইতে সরস্বতী আবির্ভূতা হন। ও সেই শতরূপা বাক্‌কে অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। উপনিষদেও ইহা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব শাস্ত্র অনুসারে এই অর্থযুক্ত (নাম নির্দ্দেশক আখ্যাত) বাক্ স্ত্রীরূপা। সেই বাক্—যাহা হইতে নামরূপাত্মক জগতের অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভগবানের বিভূতি।

স্মৃতি—স্মরণ শক্তি; পূর্ব্বানুভূত অর্থ স্মরণ করিবার শক্তি। (মধু, বলদেব)। এই স্মৃতি আমাদের চিত্তবৃত্তি বিশেষ (পাতঞ্জল দর্শন)। সমগ্র সূক্ষ্ম শরীরাভিমানিনী দেবী ভগবতীর ইহা একরূপ। অথবা তিনি স্মৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। চণ্ডীতে আছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।"

মেধা—অনেক অর্থ ধারণ করিবার শক্তি। (মধু) বহু শাস্ত্রার্থ ধারণা শক্তি (বলদেব)।

সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্ত ভাব যে বুদ্ধি—তাহার সাত্ত্বিকরূপ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য। এই যে সাত্ত্বিক বুদ্ধির ধর্ম্মভাব—তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পৌরুষ ব্যঞ্জক-অহিংসা সত্য তপ প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত। আর যে গুলি স্ত্রী ভাব—তাহা এই কীর্ত্তি প্রভৃতি। এগুলি স্ত্রীজাতীয় বা কোমলতা-ব্যঞ্জক ধর্ম্ম ভাবের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

বৃহৎ সাম—আমি হই—সামবেদ মাঝে;
গায়ত্রী—ছন্দের মাঝে; মাস মাঝে হই—
মার্গশীর্ষ; ঋতু মাঝে—বসন্ত আমিই॥ ৩৫

৩৫। বৃহৎ সাম…সামবেদ মাঝে—সামবেদের মধ্যে প্রধান অংশ বৃহৎসাম (শঙ্কর)। "যং ত্বাম্ ইন্দ্র হবামহে" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র যে সামে গীত হয় তাহাই বৃহৎ সাম, তাহাতে ইন্দ্র সর্ব্বেশ্বর রূপে স্তুত হন (স্বামী, কেশব, মধু)। অতিরাত্র যজ্ঞে এই সাম গীত হয় (বলদেব)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বেদমধ্যে সাম বেদ শ্রেষ্ঠ, এজন্য তাহা ভগবানের বিভূতি। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই সামবেদ মধ্যে যে অংশের নাম বৃহৎসাম—তাহাতে ইন্দ্র সর্ব্বেশ্বররূপে স্তুত হন বলিয়া তাহা শ্রেষ্ঠ ও তাহা ভগবানের বিভূতি (কেশব)।

গায়ত্রী ছন্দের মাঝে—গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌মন্ত্র সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী ঋক্ (শঙ্কর, রামানুজ)। ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী প্রথম, দ্বিজত্ব-প্রতিপাদক গায়ত্রী সোমাহরণকারী—এজন্য গায়ত্রী প্রধান

(স্বামী)। ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্ মন্ত্রের মধ্যে দ্বিজত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রাতরাদি সবনত্রয়-বাপ্তিত্ব জন্য ও সোমাহরণ জন্য গায়ত্রী ঋক্ সর্ব্বঋক মধ্যে শ্রেষ্ঠ (কেশব)।

আচ্ছাদন হইতে ছন্দ। ইহা পাপ আচ্ছাদন করে—সন্তাপ আচ্ছাদন বা দূর করে (তৈত্তিরীয়)। অথবা ইহা অপমৃত্যু নিবারণ করে (ছান্দোগ্য)। ছন্দ = তালে তালে নর্ত্তন বা অনুকম্পন (rhythm)। এই ছন্দ অনুসারে ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি,—বিশ্বব্যাপার নিয়মিত।

"ছন্দে উঠে শশী রবি ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।"

এ বিশ্বের অভিব্যক্তির মূল যে শব্দ, যে বাক, তাহা ও বিভিন্ন রূপে তালে তালে বিভিন্ন ছন্দে অভিব্যক্ত হয়। তাহাই মূল ছন্দ। মূল ছন্দ সাত প্রকার। এই সাত সংখ্যার মূল তত্ত্ব এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। মূল ছন্দ সাত হইলেও তাহার সংযোগ বিয়োগে অনেক ছন্দ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ঋগ্বেদের প্রধান ছন্দ নয়টি। যথা গায়ত্রী, উষ্ণিক্, ককুভ্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এবং বিরাট্।

বেদের ভাষাকে ছন্দ বলে না। সকল ভাষাতেই মাত্রা বা অক্ষর দ্বারা নিয়মিত বাক্যকে ছন্দ বলে। ছন্দ দুইরূপ—জাতি ও বৃত্তি। মাত্রা অনুযায়ী যে ছন্দ তাহাকে জাতি বলে। আর অক্ষরানুযায়ী যে ছন্দ—তাহাকে বৃত্তি বলে। বৃত্তি ছন্দ—

"নিয়তাক্ষর পাদরূপ"।

ঋগ্বেদের সকল ছন্দই প্রধানতঃ বৃত্তি। গায়ত্রীও বৃত্তি ছন্দ।

গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা ত্রিপাদযুক্ত ছন্দ। (বৃহদারণ্যক উপঃ, ৫।১৪।১)। গায়ত্রীতে এইরূপ অষ্টাক্ষরা তিনটি পাদ থাকে। গায়ত্রী ছন্দ—চতুর্বিংশত্যক্ষরা (ছান্দোগ্য ৪।১৬।১)। গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উপনিষদে আছে (ছান্দোগ্য—৩।১২।১ দ্রষ্টব্য) "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভুক্তং যদিদং কিঞ্চ, বাক্ বৈ গায়ত্রী।"

আদিতে হিরণ্যস্তূপ ঋষি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা, সেই আদিম মন্ত্রের ছন্দ "গায়ত্রী।" গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রেই ঋগ্বেদের আরম্ভ।

গায়ত্রী ছন্দের প্রাধান্য সম্বন্ধে উপাখ্যান শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। গায়ত্রী প্রথম সোম আহরণ করেন। দেবগণ সোম আহরণ জন্য প্রথম ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দকে প্রেরণ করেন। তাহারা পরাজিত হইয়া ছন্দের অক্ষর সংখ্যা মধ্যে কয়েকটি অক্ষরভ্রষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসেন। পরে গায়ত্রী প্রেরিত হন। তিনি সোম রক্ষকদিগকে পরাজিত করিয়া সোম আনয়ন করেন, এবং ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দের ভ্রষ্ট অক্ষর প্রদান করেন। এজন্য কথিত হইয়াছে যে সমুদায় সোম-যজ্ঞ গায়ত্রী সম্ভূত। সমস্ত সচলী (সোমযাগ) কর্ম্মের হেতু—গায়ত্রী।

মাস মাঝে···মার্গশীর্ষ—মার্গশীর্ষ মাস = অগ্রহায়ণ মাস। দ্বাদশ মাসের মধ্যে ইহা নূতন, সমতাসম্পন্ন, এবং শীতাতপ বিহীন,—এজন্য ইহা শ্রেষ্ঠ।

অগ্রহায়ণ অর্থে বৎসরের অগ্র বা প্রথম মাস। অতএব পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাস হইতে অয়ন বা বৎসর আরম্ভ হইত। ইহা বৎসরের প্রথম মাস ছিল। এ কারণ এই মাসের নাম ছিল অগ্রহায়ণ। তখনও মহা-বিষুব সংক্রান্তি হইতে বৎসর আরম্ভ গণনা হইত, যদি ইহা অনুমান করা যায়, তবে তখন বৃশ্চিক রাশির মৃগশিরা নক্ষত্রেই ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্রভুক্ত মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসেই মহাবিষুবসংক্রান্তি হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এখন সেই ক্রান্তিপাতের স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন চৈত্র মাসের মধ্যে ক্রান্তিপাত হয়। সেই ক্রান্তিপাত স্থানের গতি অনুসারে গণনা করিয়া সে কত শতাব্দী পূর্ব্বকার কথা, তাহা স্থির করা যায়।

এ স্থলে আরও বলা যায় যে, ঋগ্বেদে বৎসরের এক নাম ছিল 'হিম'। শীতকালের আরম্ভ হইতে পরের শীতকালের আরম্ভ পর্য্যন্ত বৎসর গণনা

হইত। অগ্রহায়ণ হইতে শীতকালের আরম্ভ। এজন্য তাহা বৎসরের প্রথম মাস ছিল।

ঋতুমাঝে...বসন্ত—বসন্ত ঋতুকে কুসুমাকর বলা হইয়াছে। বসন্ত কাল প্রধানতঃ কুসুমোদ্গমের কাল, তখন পৃথিবী নানা ফুলে সুশোভিত হয়। এজন্য বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠতা। বিশেষ সে ঋতুতে শীতাতপ সমান। ষড়্ ঋতু মধ্যে বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইত, অগ্ন্যাধান হইত। এইরূপে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মসহ সম্বন্ধহেতু বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠত্ব (কেশব)। কোন্ কোন্ মাসে বসন্ত ঋতু হইত, তাহা এস্থলে জানা যায় না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে তখন আশ্বিন ও কার্ত্তিকই বসন্ত কাল ছিল, ইহা বলা যায়। কেন না, তখন অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, মৃগশিরা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হইত। ক্রান্তিপাত হইতে ঋতু গণনা হয়।

এই শ্লোকে সামবেদসংহিত মধ্যে যে অংশকে বৃহৎ সাম বলে,—তাহার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাহাকে সামবেদ মধ্যে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় বলা হইয়াছে, এবং সমুদায় ছন্দ মধ্যে গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব হেতু বা সর্ব্বরূপ ছন্দের আদি ও আদর্শ বলিয়া, তাহাকে ভগবানের বিভূতি বলা হইয়াছে, আর কাল পরিচ্ছেদক মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ মাসকে ও ঋতুগণ মধ্যে বসন্ত ঋতুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় বলা হইয়াছে। বৃহৎ সামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গায়ত্রী ছন্দের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৎসরের মধ্যে বসন্ত ঋতুতে বৃক্ষের পুষ্পোদ্গম হয় এবং সেই পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয়,—সেই ফল বৃক্ষ জাতির বংশ রক্ষা করে ও অন্য জীবের খাদ্য হয়। তাহাতে জীব প্রবাহ রক্ষিত হয়। এজন্য বসন্ত বা 'কুসুমাকর' ঋতুর প্রাধান্য। সেইরূপ অগ্রহায়ণ মাসে যে ধান্য প্রভৃতি হৈমন্তিক শস্য পরিপক্ক ও সংগৃহীত হয়, তাহা আমাদের প্রধান খাদ্য। এজন্যও অগ্রহায়ণ মাসের বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠত্ব—ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জন্য এই মাস ও ঋতু ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬



ছলকারীদের—দ্যূত ; তেজস্বিগণের—
তেজ আমি ; আমি জয়, আমিই উদ্যম,—
সত্ত্ববান সকলের আমি সত্ত্ব হই॥ ৩৬

৩৬। ছলকারীদের···দ্যূত—যাহারা পরকে বঞ্চনা করে, সেই বঞ্চনাকারীদের বা প্রবঞ্চকদিগের দ্যূত বা দ্যূতক্রীড়া (স্বামী, মধু)। দ্যূত=সর্ব্বস্বহর অক্ষদেবনাদি ক্রীড়া (বলদেব)। ছল=ছদ্মগতি (হনু)।

দ্যূতক্রীড়া ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্ম, এই জ্ঞানে মোহিত হইয়া লোকে বঞ্চিত হত (বল্লভ)।

দ্যূতক্রীড়া অতি নিন্দনীয়। ঋগ্বেদাদি দ্যূতক্রীড়া বিশেষ নিন্দিত। ঋগ্বেদ ১০।৩৪ সূক্ত দ্রষ্টব্য। দ্যূতক্রীড়ার ফলে যুধিষ্ঠির হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। সেই দ্যূতক্রীড়ায় ভগবানের বিভূতি হয় কিরূপে চিন্তনীয় হইতে পারে? শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন যে, ‘বিভূতি’ ভগবানের স্বরূপ নহে, তাহা পরাভক্তির বিষয় নহে। সুতরাং নরাধিপ বা দ্যূত (পাশা ইত্যাদি ক্রীড়া)—এ সকল ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়, ভগবান্‌রূপে চিন্তনীয় নহে, তাহা উপাস্য নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টির আরম্ভে ভগবান ‘বহু হইব’ এই কল্পনা করিয়া নাম রূপ বিভাগের দ্বারা বহু হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ভগবানের সত্ত্ব ও শক্তিতে এই সকলের অস্তিত্ব। এই ‘বহু’র কল্পনা বহুজাতির বা ব্যক্তির আদর্শকল্পনা। ইহা Platonic Ideas। ‘দ্রব্য গুণ বা কর্ম্ম সম্বন্ধে যে কোন ভাব, অথবা বিশেষ গুণ ও কর্ম্মদ্বারা বিশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি কিংবা গুণকর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট

যে কোন জাতি—সৃষ্টির অগ্রে যেরূপ কল্পিত হইয়াছিল, তাহাতে পরমেশ্বর আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার তেজ দ্বারা যে অভিব্যক্তি করেন, তাহা সাধারণ ভাবে ভগবানের বিভূতি' হইলেও বিশেষ ভাবে সেই কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি স্থলে, তাহাই ভগবানের বিভূতি রূপে বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়,—তাহা বলিয়াছি। এই বিভূতি পরমেশ্বরের সেই আদর্শ কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি। দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি প্রবঞ্চক মানব কল্পনার প্রথম। এজন্য তাহা বিভূতি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইন্দ্রিয় দ্বারে বিষয় সংস্পর্শ হইলে, যে বিশেষ বিষয়জ্ঞান হয়, তাহা আমাদের সুখদ হইলে, আমাদের কাছে ভাল বোধ হয়, আর দুঃখদ হইলে আমাদের কাছে মন্দ বোধ হয়। যাহা সুখদ তাহা ভাল, যাহা দুঃখদ তাহা মন্দ। সুখ দুঃখ বোধও সাত্ত্বিকাদি ভেদে বহু রূপ হয় (গীতা ১৮।৩৬-৩৯)। এ জন্য ভাল মন্দ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আমাদের আপেক্ষিক।

কোন বিশেষ জাতীয় দ্রব্য গুণ বা কর্ম্ম আমাদের সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিতে ভাল হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। কিন্তু যাহা আপেক্ষিকরূপে আমাদের কাছে ভাল, তাহাই ভগবানের কল্পিত, আর যাহা মন্দ তাহা সয়তানের বা অসুরের কল্পিত,—এই ধারণায় ভগবান্‌কে সসীম করা সঙ্গত নহে। সকলেরই মূল ভগবান্। মন্দের মূলও তিনি। ভাল মন্দ দ্রব্য গুণ বা কর্ম্ম সকলেরই মূল তিনি। তাহাদের আদর্শ কল্পনাও—তাঁহারই। ভগবানে পক্ষপাতিত্বাদি দোষ নাই—তিনি কাহাকেও পাপ বা দুঃখ দেন না। লোকে নিজ অর্জ্জিত প্রকৃতি বশে বা সংস্কার বশে পাপ-পুণ্য বোধ—ভাল-মন্দ বোধ অর্জ্জন করে। সাত্ত্বিকাদি ভাবে পরমেশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত। রাজস প্রকৃতি বশে মানুষ স্বার্থ চালিত হইয়া, কুপ্রবৃত্তিবশে পরকে পীড়া দেয়—পরের ধন আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। "মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্" (ঈশঃ উপ. ১)—শ্রুতির এই উপদেশ আমাদের মধ্যে

কয়জন অনুসরণ করে? এই পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি—উক্ত রাজস বা তামস প্রকৃতিযুক্ত লোকের কাছে ভাল। সে যাহা হউক, এ প্রবৃত্তিও ঈশ্বর হইতে,—অভিব্যক্ত হয় (গীতা ৭।১২)। এই হেয় প্রবৃত্তি বশে আমরা চুরি করি, দস্যুতা করি বা জুয়াচুরি করি। জুয়াচুরিতে প্রায়ই রাজ দণ্ড অতিক্রম করা যায়। ইহাই পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তির বিশেষ অভিব্যক্তি। আর এই পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তির অতিমাত্রায় বিকাশ—এই দ্যূতাসক্তি বা জুয়া খেলা। ইহার ফলে যে পরস্ব গ্রহণ করা যায়, সে জন্য জুয়াচোর রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় না—সমাজেও তত ঘৃণিত হয় না। সুতরাং পরস্ব অপহরণের বিশেষ বা চরম আদর্শ এই 'জুয়া চুরির' মধ্যে জুয়া খেলা। জুয়া খেলা দ্বারা অপরকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অর্থ লাভ করা যায়।

সুতরাং প্রবঞ্চকদের চরমাদর্শ জুয়াচোর। পরস্বাপহারীদের মধ্যে জুয়াচোরের জুয়া খেলা, জুয়াচুরীর প্রধান উপায়। এ জন্য বলা যায় যে ইহাও ভগবানেরই আদর্শ কল্পনা। এজন্য ইহা ভগবানের বিভূতি। তাঁহা হইতেই ভূতগণের ভাব রূপে—প্রবঞ্চনাবৃত্তিরূপে ইহা অভিব্যক্ত হয়।

কোন কোন টীকাকার অর্থ করেন যে, দ্যূতক্রীড়ায় সহজে লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আর্ত্ত হয় এবং আর্ত্ত হইয়া সে ভগবান্‌কে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব দ্যূতক্রীড়ায় অনুরক্তি হইতে, পরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভগবানে অনুরক্তি জন্মে। এজন্য দ্যূতক্রীড়া ভগবানের বিভূতি। এ অর্থ সঙ্গত নহে। এ জগতে আমরা যাহা কিছু ভাল দেখি বা মন্দ দেখি, সমুদায়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতে না জানিলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তত্ত্ব ধারণা না করিলে, আমরা প্রকৃত ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান—এই লাভ করিতে পারি না। এ জন্য এ স্থলে এই জঘন্য 'দ্যূত' মধ্যেও ভগবানের বিভূতি আমাদের বুঝিতে হইবে, এবং তাহা হইতে সাধারণ ভাবে, সমুদায় মন্দের মধ্যে এবং তাহাদের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থলে সেই পরমেশ্বরের বিভূতি দেখিতে হইবে। এস্থলে ইহাই অর্থ।

তেজস্বিগণের...তেজ—প্রভাবযুক্তদিগের প্রভাব (স্বামী)। অত্যুগ্র প্রভাবযুক্তদিগের অপ্রতিহতাজ্ঞত্ব (মধু)। প্রতাপিগণের মধ্যে পরাভিভব সামর্থ্য (কেশব)।

জয়—জেতাদের জয়, (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ)। জেতৃগণের পরাজিত দিগের অপেক্ষা উৎকর্ষ লক্ষণ জয় (মধু)।

উদ্যম—(ব্যবসায়োঽস্মি)—ব্যবসায়ীদিগের বা উদ্যমবান্‌দিগের ব্যবসায় বা উদ্যম (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ, কেশব)। ফলাভিব্যভিচারী উদ্যম (মধু)। বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা। অতএব ব্যবসায় অর্থে উদ্যম বা স্থির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (determination)।

সত্ত্ববান্ সকলের...সত্ত্ব—সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ) ধর্ম্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য লক্ষণ সত্ত্ব (মধু, কেশব)।

এ শ্লোকে গুণ ও কর্ম্ম বিশেষ মধ্যে ভগবানের আদর্শ কল্পনা, এবং তদনুসারে তাঁহার প্রকাশরূপ বিভূতি উক্ত হইয়াছে। প্রবঞ্চকের সম্বন্ধে 'জুয়াচুরি' প্রবৃত্তিজ অক্ষাদিরূপে বা দ্যূত কর্ম্মরূপে, তেজস্বী মানবের সম্বন্ধে তেজোরূপে, বিজয়ীর সম্বন্ধে জয়োৎসাহরূপে, ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্প-রূপে, এবং সাত্ত্বিক লোকের সম্বন্ধে সাত্ত্বিক প্রকৃতি বা সত্ত্বরূপে ভগবানের বিশেষ বিভব বা বিভূতি চিন্তনীয়। এ স্থলে ভূতগণের সাত্ত্বিক রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ ভাবের আদর্শ অভিব্যক্ত বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে।

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭

বৃষ্ণিগণ মাঝে আমি—হই বাসুদেব ;
ধনঞ্জয়—পাণ্ডবের মাঝে ; মুনিগণ
মাঝে—ব্যাস ; কবি মাঝে—আমিই উশনা ॥ ৩৭

৩৭। বৃষ্ণিগণ মাঝে…বাসুদেব—বৃষ্ণিবংশীয় জনগণের মধ্যে আমি এই তোমার সখা বাসুদেব (শঙ্কর)। অর্থাৎ আমি প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা বসুদেবপুত্র (রামানুজ, মধু)। বাসুদেব অর্থাৎ সংকর্ষণ বলরাম (বলদেব)। যাদব সকলের হৃদয়ে সর্ব্বমোক্ষদাতা বাসুদেবভাবে ক্রীড়ার্থ অংশরূপে অবস্থিত (বল্লভ)। বৃষ্ণিবংশ হইতে উৎপন্ন বসুদেবের পুত্র যে লোকপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সেই আমি সাক্ষাৎ তোমার উপদেষ্টা পরমাত্মাই, আমি বিভূতি নহি। কেন না বিভূতির অন্য অর্থ হইতে পারে না। আমি উক্ত সকল বক্ষ্যমাণ বিভূতির ঈশ (কেশব)।

বলদেব বিশ্বনাথ রামানুজ কেশব প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের বিভূতি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-ব্রহ্ম পরমেশ্বরের পূর্ণ অবতার।

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট তাঁহার সখা স্বরূপে উপদেশ আরম্ভ করেন। সাধারণ মানুষের ন্যায় "তুমি আমি এই রাজন্যগণ সকলেই জন্মের পূর্ব্বে ছিলাম, মৃত্যুর পরেও থাকিব"—এই বলিয়া ভগবান্ গীতার আরম্ভ করেন। যখন ভগবান্ বলিলেন, আমি বিবস্বান্‌কে এ উপদেশ দিয়াছিলাম, তখন অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন যে, তিনি পূর্ব্বে বহুজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সব জন্মের বিবরণ তিনি জ্ঞাত আছেন। তাঁহার জন্ম অসাধারণ। তিনি ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ ও অধর্ম্ম দমনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। (গীতা ৪।৫-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) এইরূপে ধীরে ধীরে ভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট আপনার অবতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরমেশ্বরত্ব খ্যাপন করেন। পরা ও অপরা প্রকৃতি তাঁহারই। মায়া তাঁহারই শক্তি বিশেষ। মহদ্ব্রহ্ম তাঁহার যোনি। ব্রহ্ম তাঁহার পরম ধাম, ইত্যাদি উপদেশ দেন, এবং অর্জ্জুনকে তাঁহার বিরাটরূপ দর্শন করান। গীতা বক্তা শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তিনি যে 'আমাকে জান' বলিয়া পরমেশ্বর

তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে 'আমাকে জান,—ইহার অর্থ প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

অতএব বাসুদেব রূপে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব—সাধারণ বিভূতি হে। বিভূতির মধ্যে ইতর বিশেষ আছে। বিষ্ণু রাম শঙ্কর বাসুদেব—ইঁহারা, শ্রীভগবানের প্রধান অবতার (manifestetion), অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের অভিব্যক্তি। তাঁহারা ব্রহ্মেরই ভাব—সগুণ পরমপুরুষ স্বরূপ। তিনি সৃষ্টিকল্পে "আমি বহু হইব" এই কল্পনা করেন। শব্দব্রহ্মরূপে (Logos রূপে) তাঁহার এই বহু হইবার কল্পনা হয়। এই বিভিন্ন কল্পনার (Ideas) মূলে যে "আমি" কল্পনা যে "আমি" পরে বহু হইলেন, তিনি পরম জ্ঞানস্বরূপ (Logos অথবা Idea) —পরমেশ্বর। বাসুদেব তাঁহারই পূর্ণ প্রকৃষ্টতম-সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপের পূর্ণাবভাব। এজন্য তিনি পরম ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিভূতি বা প্রকাশ। বিষ্ণু রাম ও শঙ্কর তাঁহার সেইরূপ বিভূতি। এই সকল শ্রেষ্ঠ বিভূতি পরমেশ্বরের পূর্ণ প্রকটরূপ। সুতরাং তাঁহাদের বিভূতি বলিয়া বুঝিলেও দোষ হয় না। আদিতে 'আমি' এই কল্পনার ও পরে "বহু হইব" এই বহু কল্পনার সৎরূপে বিবর্তনই তাঁহার বিভূতি।

যাহা হউক, "এস্থলে বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব"—এই উক্তি হইতে, সাধারণ ভাবে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত যদুবংশের এক শাখা বৃষ্ণিবংশীয় জনগণের মধ্যে বসুদেব পুত্র যে শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ পুরুষ, এই মাত্র জানা যায়। সুতরাং এস্থলে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে দিতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মভাবযুক্ত হইয়া, সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বজগদাত্মা পরমেশ্বর ভাবে যোগযুক্ত হইয়া ভগবান্, আপনাকে অর্জ্জুনসখা বসুদেবের পুত্র হইতে পৃথক্ করিয়া, সেই ব্যক্তি-ভাবাপন্ন আপনাকে কেবল মাত্র বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সেই ভাবে আপনাকে তাঁহার নিজ বিভূতি—এইমাত্র বলিয়াছেন বলা যায়। এই অর্থে এস্থলে বাসুদেব ভগবানের বিভূতি।

কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনেই তাঁহার স্বরূপ প্রকটিত। বৃন্দাবন ত্যাগ কালে তাঁহার সে রূপ অন্তর্হিত হয়। বৃন্দাবনেই তাঁহার মাধুর্য্যরূপ নিত্য প্রকটিত। অন্যত্র, তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরই বিকাশ হইয়াছিল। অন্যত্র তিনি বাসুদেব-পুত্র ভগবানের অংশাবতার মাত্র। অন্যত্র তিনি পরম পুরুষের কেশাগ্র বা অংশমাত্র স্বরূপ। বাসুদেবরূপ ভগবানের চতুর্ব্যূহ মধ্যে প্রধান অভিব্যক্ত রূপ মাত্র।

সে যাহা হউক, আমরা এস্থলে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্ণি বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনুষ্যরূপে জানিতে পারি। সেই বৃষ্ণি-বংশীয় বসুদেবপুত্র বাসুদেবকে যখন এইরূপে ব্যক্তি ভাবে আমরা গ্রহণ করি, তখন সেই ভাবে, তাঁহাকে ভগবানের বিভূতিরূপে ধারণা করিতে হইবে। তখন তিনি সেই বিভূতি ভাবে চিন্তনীয়। কিন্তু এই ব্যক্তিভাব এই মানুষী তনু আশ্রিত—ভগবানের অবতীর্ণ ব্যক্তিভাব বিভূতিরূপে চিন্তা করা যথেষ্ট নহে। ইহা ভগবানের পরম ভাব নহে। (গীতা, ৭।১৭ ; ৯।১১)। তাহার পরম অজ লোকমহেশ্বর ভাব কেবল জ্ঞানীই সাধনা বলে জানিতে পারে। 'বাসুদেব সর্ব্ব' এই জ্ঞান সুদুর্লভ (গীতা ৭।১৯)। ভগবান বাসুদেবকে বিভূতিরূপে চিন্তা করিতে করিতে ও ভজনা করিতে করিতে ক্রমে এই পরম জ্ঞান 'বাসুদেব সর্ব্ব' এই জ্ঞান লাভ হয়। এজন্য তিনি প্রথমে বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

পাণ্ডবের মাঝে…ধনঞ্জয়—পাণ্ডবগণ মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মহাভারতপাঠক মাত্রে অবগত আছেন যে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে—সকল বিষয়ে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মহাভারতে জানা যায় যে, একমাত্র ভীষ্ম ব্যতীত অর্জ্জুনই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে পূর্ব্বজন্মে নরনারায়ণ ঋষি ছিলেন, ইহা পুরাণ হইতে

জানা যায়। উভয়েই ধর্ম্ম রক্ষা ও অধর্ম্ম দমন জন্য শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মুনিগণ মাঝে...ব্যাস—মুনি = মননশীল সর্ব্বপদার্থ জ্ঞানী (শঙ্কর)। বেদার্থ মননশীল (স্বামী)। ব্রহ্ম-মননশীল মুনি (বল্লভ)। মনন দ্বারা আত্মযাথাত্ম্যদর্শী (কেশব)। মুনিগণ মনন দ্বারা তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা Philosopher। বেদান্ত-দর্শন-প্রণেতা বাদরায়ণ ব্যাস—ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাস—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর-পুত্র বেদব্যাস। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতি মহাযুগে, কলির সন্ধি কালে সেই যুগে প্রচারিত বেদ লোপ হইবার উপক্রমে যিনি বেদ সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন তিনি ব্যাস। এক এক মহাযুগে এক এক ব্যাসের আবির্ভাব হয়। পরাশর-পুত্র ব্যাস এই সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগে বেদ-বিভাগ কর্ত্তা। তিনিই মহাভারতের রচয়িতা, এবং কোন কোন পুরাণমতে বেদান্ত দর্শন প্রণেতা ঋষি বাদরায়ণ। তিনি অষ্টাদশ পুরাণেরও রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে যে যুগ পরিবর্ত্তন হয়, যে ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়, যেরূপ শাস্ত্রের প্রচার হয় তাহার তুলনা নাই। সেই ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ শাস্ত্র-প্রচারে ভগবানের প্রধান সহায় ব্যাস ও তাঁহার শিষ্যগণ। তাঁহারা নানা শাস্ত্র প্রচার দ্বারা ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন। ধর্ম্ম সংস্থাপনের সেই মহা যুগে—ব্যাসই প্রধান ছিলেন। তাই তিনি ভগবানের অবতার রূপে পূজিত। তাই মননশীল জ্ঞানিগণ মধ্যে ব্যাসই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, মুনিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভূতিরূপ।

কবি মাঝে...উশনা—কবি = ক্রান্তদর্শী (শঙ্কর কেশব)। শাস্ত্রদর্শী (স্বামী)। বিপশ্চিৎ (রামানুজ)। সূক্ষ্মার্থ বিবেকী (মধু)। নির্দ্দুষ্ট স্বর শব্দ প্রদর্শক, (বল্লভ)। উশনা—ভার্গব ঋষি (রামানুজ)। শুক্রাচার্য্য (স্বামী, মধু)।

শুক্রাচার্য্য নীতিবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত নীতি শাস্ত্র—প্রধান নীতি শাস্ত্র। তিনি অসুরগণের গুরু। ভৃগুপুত্র কবি—বৈদিক মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদে আটটি সোম সূক্তের তিনি ঋষি। মহাভারত আদিপর্ব্বে তিনি আপনাকে "সর্ব্বাত্মদর্শী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (৭৮।১৭-১৯)। এজন্য আত্মদর্শিগণ মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য।

শুক্রাচার্য্যই কবি নামে খ্যাত (বলদেব)। কবিশব্দ এস্থলে যৌগিক—রূঢ় নহে (গিরি)।

এই শ্লোকে যে চারিপ্রকার বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে, পাণ্ডুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে অর্জ্জুনকে, মুনিগণ মধ্যে ব্যাসকে এবং কবিগণ মধ্যে শুক্রাচার্য্যকে ভগবানের বিভূতিরূপে বুঝিতে ও চিন্তা করিতে হইবে। অর্জ্জুনের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্যের বিশেষ বিকাশ, এজন্য তিনি ভগবানের বিভূতি। ব্যাসের মধ্যে জ্ঞান বা শাস্ত্রার্থের বিশেষ বিকাশ, এজন্য ব্যাস সকল মুনিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ভগবানের বিভূতি। সেইরূপ কবি শুক্রাচার্য্যে নীতিশাস্ত্রের বিশেষ বিকাশ—তিনি পরিণামদর্শিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এজন্য তিনি ভগবানের বিভূতি। এ তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু গীতাবক্তা বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে আপনাকে আপনার বিভূতি বলিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ মধ্যে মতভেদ আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ভগবান্ পূর্ব্বে বিষ্ণুকে আদিত্যগণ মধ্যে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন, রুদ্রগণ মধ্যে শঙ্করকে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন, এবং শস্ত্রধারিগণ মধ্যে রামকে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন। এইজন্য বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ কেশব প্রভৃতি এই সকল স্থলে বিভূতির অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আমরা এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥৩৮



দমনকারীর—দণ্ড আমি ; আমি নীতি—
জয়েচ্ছুগণের ; হই গুহ্যসব মাঝে—
মৌন আমি ; জ্ঞান আমি—জ্ঞানবান্‌দের ॥৩৮

৩৮। দমনকারীর···দণ্ড—দণ্ড = অদান্ত জনগণের দমনের হেতু দণ্ড (শঙ্কর)। নিয়ম অতিক্রমে যাহারা দণ্ড দাতা—তাহাদের দণ্ড (রামানুজ)। দমনকারী সম্বন্ধী দণ্ড, যাহা দ্বারা অসংযত জন সংযত হয় (স্বামী)। কুপথগামীদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তন জন্য নিগ্রহ হেতু—দণ্ড (মধু, গিরি, কেশব)। সর্ব্ব দোষহর দণ্ড (বল্লভ)। এই দণ্ড ভগবানের বিভূতি। দমন করিবার জন্য দণ্ডই প্রধান সহায়। দণ্ডের প্রতি ভয় ও সম্ভ্রম বশতঃ লোক সমুদায় পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাতেই সমাজ রক্ষিত হয়। যিনি রাজা তিনিই দমনকারী, রাজদণ্ড তাঁহার আভরণ। দণ্ড দ্বারা রাজা প্রজা শাসন করেন। ধর্ম্মের নামান্তর দণ্ড। (মনু সংহিতা ৭।১৪-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। দণ্ড দ্বারা পাপ শোধন হয়।

নীতি···জয়েচ্ছুগণের—যাহারা শত্রুজয় করিতে ইচ্ছা করে, সেই জিগীষুগণের নীতি। জয়ের প্রধান উপায় নীতি (রামানুজ, কেশব)। সাম দান দণ্ড ভেদ—এই চতুর্ব্বিধ নীতি (স্বামী)। নীতি = ন্যায়,—জয়ের উপায় প্রকাশক (মধু)। যাহা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ জয়ের উপায় প্রকাশক তাহাই নীতি (গিরি)।

কেবল দৈহিক বল, বা অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে জয় লাভ হয় না। তাহার প্রয়োগ কৌশলই নীতি। ইহাই শত্রুজয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইংরাজিতে ইহাকে Policy বা Tactics বলা যায়।

গুহ্যগণ মাঝে…মৌন—গোপ্যগণের মধ্যে মৌন (রামানুজ)। মৌন ভাব=বাক্ সংযম, কথা না বলা। তাহাই গোপনের হেতু। যে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, তাহার অভিপ্রায় কেহ জানিতে পারে না (স্বামী, মধু)। মৌন অর্থাৎ বাক্সংযম (কেশব)। মৌন অর্থাৎ বাক্সংযম, অথবা চতুর্থাশ্রম বৃত্তি (গিরি)। মৌন শব্দের মূল অর্থ বাক্সংযম। যদি কোন বিষয় গোপন করিতে হয়, তবে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই কর্ত্তব্য। কথোপকথনে গোপনীয় বিষয় অজ্ঞাতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতএব গোপন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় মৌনভাব অবলম্বন।

পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞান—গুহ্যতম (গীতা, ৯।১) তাহা রাজগুহ্য (গীতা, ৯।২)। সুতরাং তাহা প্রধান গোপ্য। সসন্ন্যাস শ্রবণ মনন পূর্ব্বক আত্মার নিদিধ্যাসন—ইহাই মৌনের লক্ষণ। ইহা দ্বারাই সেই পরম গুহ্য পরমাত্ম-তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ হয়। (মধু)। এই অর্থে গিরি বলিয়াছেন যে, ইহা চতুর্থাশ্রম বৃত্তি। কিন্তু এস্থলে এই বিশেষ অর্থ অপেক্ষা সাধারণ অর্থ গ্রাহ্য।

জ্ঞান…জ্ঞানবানদের—তত্ত্বজ্ঞানীর যে জ্ঞান, তাহা আমিই (কেশব, স্বামী)। জ্ঞানগণের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পরিপাক প্রভাবে যে অদ্বিতীয় আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদায়অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞানপ্রকাশ হয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি (মধু)। পরাবর তত্ত্ববিদ্গণের তত্ত্বজ্ঞান (বলদেব)। শ্রবণাদি দ্বারা পরিপক্ক সমাধি জন্য সম্যক্ জ্ঞান (গিরি) ভগবানই ভক্তের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া জ্ঞান দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন, তাহাতে অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, ইহা পূর্ব্বে (গীতা, ১০।১১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞান দুইরূপ আত্মজ্ঞান ও বৃত্তিজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান ক্ষণিক, তাহার ফল,—ক্ষণিকবিজ্ঞান। আত্মজ্ঞান—এক অখণ্ড, বিভু নিত্য অবিকারী। এই আত্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মই সে জ্ঞানস্বরূপ। মানবের অন্তঃকরণ মলা দূর হইলে—চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সেই জ্ঞান সূর্য্যবৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত

য়। (গীতা, ৫।১৬)। এ জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানীর দয়ে যে জ্ঞানের এই প্রতিবিম্ব তাহা ভগবানের বিভূতি। এই জ্ঞানতত্ত্ব র্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে।

এই শ্লোকে চারি প্রকার বিভূতি উক্ত হইয়াছে। এস্থলে দমনকারীর দণ্ড, জয়েচ্ছুর নীতি, গুহ্যসকলের মৌন, এবং জ্ঞানবানের জ্ঞান—ইহা ভগবানের বিভূতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক অর্থে এ গুলি আমাদের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ ভাব। যিনি শাসনকর্ত্তা—যিনি প্রজাপালন ও প্রজারক্ষার জন্য শাসন করেন। প্রজাগণের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি নিবারণ জন্য—রাজশাসন জন্য—তাঁহার দণ্ডই প্রধান উপায়। রাজদণ্ড তাহারই বাহ্য চিহ্ন মাত্র। 'দণ্ডবিধর দ্বারাই প্রধানতঃ প্রজার শাসন হয়। এ জন্য দমনকারীর পক্ষে সেই দণ্ডই শ্রেষ্ঠ আদর্শ—ভগবানের বিভূতি। সেইরূপ যে শত্রু জয় করিতে ইচ্ছুক, সেই রাজার প্রধান অস্ত্র নীতি বা কৌশল। কেবল শারীরিক বল, বা অস্ত্র দ্বারাই শত্রু জয় হয় না। এজন্য জয়েচ্ছুগণের নীতিই প্রধানতঃ অবলম্বনীয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি। সেইপ্রকার মন্ত্রণা প্রভৃতি যাহা গোপ্য, সেই গোপনের প্রধান উপায় মৌন,—কাহারও নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ না করা। প্রকাশ করিলে গোপনের সম্ভাবনা অল্প হইয়া পড়ে। এজন্য এই মৌনভাব—ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। আর জ্ঞানবানের যে জ্ঞান—সাত্ত্বিক র যে জ্ঞানভাব—যে আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্ব স্বরূপতঃ গ্রহণ করিয়া, নস্বরূপ হয়, সে জ্ঞান ভগবানেরই বিভূতি,—তাহা আমাদের ব হইতে শ্রেষ্ঠ। সাংখ্য শাস্ত্র মতে এই একমাত্র 'জ্ঞান' ভাবই মোক্ষের কারণ। এইরূপে এই শ্লোকে চারি প্রকার বিশেষ ভা কথা উক্ত হইয়াছে। বিশেষ অবস্থায় যে বিশেষ ভাব শ্রেষ্ঠ তাহা এই প্রকারে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯

আর যাহা হয় বীজ—সকল ভূতের—
তাহা আমি, হে অর্জ্জুন! নাহি চরাচরে
ভূত হেন—আমা বিনা হতে পারে যাহা ॥ ৩৯

৩৯। বীজ—প্ররোহ কারণ (শঙ্কর, স্বামী)। সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত সকল ভূতের সেই সেই অবস্থার বীজ (রামানুজ)। সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত চরাচর প্রাণিদের প্ররোহ কারণ (কেশব)। উৎপত্তি কারণ (বল্লভ)। এই বীজ মায়োপাধিক চৈতন্য (মধু)। ইহা জাড্যমাত্র-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বীজ (গিরি)। ইহা আত্মারূপ বীজ।

ভগবান্‌ই সর্ব্বভূতের বীজপ্রদ পিতা। তিনিই বীজ প্রদান পূর্ব্বক মহৎ যোনিতে গর্ভ ধারণ করান, তাই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। ভগবান্‌ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে তাঁহার পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি, তাহাই মহদ্‌ ব্রহ্ম। তাহাতেই তিনি তাঁহার আত্মারূপ বীজ-নিষেক করেন।—

" এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥" (গীতা, ৭।৬)।
মম যোনির্মহদ্‌ ব্রহ্ম তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥" (গীতা,১৪-৩।৪)।

ভগবান্‌ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

পরমেশ্বর কিরূপে জীবজড় সর্ব্ব জগতের বীজ? তিনি "বহু হইব"

কল্পনা করিয়া, "সেই বহু"কে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া, তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হন,—ইহাই শ্রুতির উপদেশ। ভগবানের সেই মূলপ্রকৃতি বা মহদ্‌ব্রহ্মই সেই বহু কল্পনাবীজ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জীবজড়ময় জগতের অভিব্যক্তি করেন। তাই পরম পুরুষ জগতের পিতা, আর তাঁহার আত্মাশক্তি পরমা প্রকৃতি জগতের মাতা।

নাহি...যাহা—এস্থলে প্রকরণের উপসংহার করিবার জন্য সংক্ষেপে বিভূতি বর্ণিত হইতেছে যে, চর (জীব) হউক আর অচর (জড়) হউক, জগতে এমন কিছু নাই, যাহা আমার সহিত সংসৃষ্ট নহে। আমার সত্তা ব্যতীত কাহারও সত্তা থাকিতে পারে না। আমার দ্বারা পরিত্যক্ত অপকৃষ্ট বা আমা কর্ত্তৃক অসংসৃষ্ট পদার্থ শূন্যমাত্র, তাহা নিরাত্মক, আমি সকলেরই আত্মা (শঙ্কর)। যাহা পরমেশ্বর দ্বারা অপকৃষ্ট, তাহা আত্মার অপকর্ষ হেতু শূন্য। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারাই সকলের সিদ্ধি হয় (গিরি)।

ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি সর্ব্বভূতগণে স্থিত। অতএব সর্ব্বভূত তাঁহার আত্মভূত (রামানুজ)। আমি সকলের বীজ বলিয়া, আত্মা ব্যতীত কিছু থাকিতে পারে না (স্বামী)। সকলই আমার কার্য্য (মধু)।

ভগবান্ যে চরাচর সমুদায়ের বীজ, তাহার হেতু উক্ত হইতেছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপক আমি পরমেশ্বর। আমা বিনা চরাচর বা বস্তু থাকা যদি কল্পনা করা যায়, তবে তাহা মিথ্যা—তাহা নাই। সকলের সহিত আমার অবিনা-ভাব সম্বন্ধ। সর্ব্ব কারণ—সমুদায় কার্য্যের ব্যাপক। ভগবান্ সর্ব্ব কারণের কারণ—সর্ব্ব কারণের অধিপতি (কেশব)।

ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত, অথচ তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত নহেন,—আবার সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত নহে। ভগবানের আত্মা সর্ব্বভূতভাবন, তাহা ভূতভৃৎ হইয়াও ভূতস্থ নহে। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে (৯।৪-৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে যে, কোন জাতীয় বস্তু প্রভৃতি মধ্যে, সেই জাতীয় যে কোন ব্যক্তিতে, ভগবানের সেই জাতিকল্পনার যে শ্রেষ্ঠ চরমোৎকৃষ্ট আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিকাশিত, সেই ব্যক্তি ভগবানের বিভূতি। এরূপে বিভূতি দর্শন বা চিন্তা করিলেও কিন্তু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বিজ্ঞান লাভ করা যায় না। জগতে চর বা অচর যাহা কিছু—সে সমুদায় মধ্যেই ভগবান্ বীজরূপে অধিষ্ঠিত,—এই ধারণায় প্রত্যেক ব্যষ্টি বস্তুতে বা ব্যক্তিতে ভগবানকে দর্শন করিলে এবং এইরূপে সর্ব্বত্র তাঁহার বিভূতি দর্শন ও চিন্তা করিলে—তবে "এই সর্ব্ব ব্রহ্ম"—"বাসুদেব এ সমুদায়"—পরিণামে এই বিজ্ঞান লাভ করা যায়। এই জন্য এই স্থলে সর্ব্বত্র ভগবানের বিভূতি দর্শনের জন্য উপদেশ আছে। পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে ইহা বিস্তারিত হইয়াছে।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

অন্ত নাহি আমার এ দিব্য বিভূতির
ওহে পরন্তপ! যেই বিভূতি বিস্তর—
কহিনু তোমাকে—তাহা উদ্দেশে কেবল ॥ ৪০

৪০। অন্ত নাহি—সর্ব্বভূতাত্মা ঈশ্বরের দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই। কেহ তাহা বলিয়া বা শুনিয়া শেষ করিতে পারে না (শঙ্কর) ভগবান্ সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, সামান্য ভাবে ইহাই তাঁহার বিভূতি যে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে বিশেষ ভাবে বিস্তারিত রূপে তাহা বলা অসম্ভব। কেন না, তাহা অনন্ত (রামানুজ)। বিভূতি অনন্ত—এজন্য সমুদায় বলা সম্ভব নহে

স্বামী)। বিভূতি অনন্ত—এহেতু যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি বিনা অন্যের পক্ষে তাহা সমুদায় জানা বা বলা অসম্ভব। সমুদায় জানিতে পারিলে বা বলিতে পারিলে তাহা 'সান্ত' হইয়া পড়ে (মধু)। বিভূতির সংখ্যা বা ইয়ত্তা ইহা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে (কেশব)। ইহা দ্বারা বিভূতির পরিমিতত্বের আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে (গিরি)।

পরন্তপ—শত্রুদিগের কাম ক্রোধ লোভাদির—তাপজনক (মধু)।

উদ্দেশে—(উদ্দেশতঃ)—একদেশরূপে (শঙ্কর, মধু, কেশব)। সংক্ষেপে (রামানুজ, স্বামী)।

অন্তের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ভগবানের অনন্ত বিভূতি বিস্তার জানা বা ধারণা করা অসম্ভব বলিয়া, তাহা উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে (বল্লভ)।

বিস্তর—উপাধি দ্বারা ব্যাপ্তি (রামানুজ)। বিস্তর সম্বন্ধে পূর্ব্বে ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বিস্তর অর্থে বিভূতি রূপে বিস্তীর্ণ হওয়া ব্যাপ্ত হওয়া (Pervasion)। নিজ আত্মশক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র অনুপ্রবেশ, প্রকাশ।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভগবানের বিভূতি অনন্ত। এ বিশ্বে যত প্রকার মূর্ত্তি আছে—যত প্রকার জীব ও জড়ভাব আছে—সমুদায়ই ভগবানের ব্যক্ত রূপ। ভগবান্ বিশ্বরূপ। জগতে যতরূপ সত্তা আছে, তাহা প্রকৃতি-পুরুষ যোগে বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে অভিব্যক্ত। সকল পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সেই এক পরম পুরুষেরই অভিব্যক্তরূপ, আর প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সকল ক্ষেত্রও—ভগবানেরই। ভগবান্ হইতে প্রকৃতিতে যে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়, সেই ত্রিগুণময়ী ভাব দ্বারা এই ক্ষেত্র ভাবিত হয়—এবং তাহা দ্বারা এ জগৎ মোহিত হয়। ভগবান্ এই পুরুষ রূপে বা আত্ম রূপে সর্ব্বসত্তায় অনুপ্রবিষ্ট—সকলের নিয়ন্তা। এই আত্মা ব্যতীত কোন সত্তা থাকিতে পারে না, কোন সত্তার উৎপত্তি হইতে পারে না। এই জ্ঞান হইলে—এই চরাচর জগতে প্রত্যেক সত্তায়—ভগবানের বিকাশ আমরা ধারণা

অর্থ এই যে, যে যে সত্ত্ব বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও উর্জ্জিত বা তেজোযুক্ত তাহাই ভগবানের তোজাহংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে 'সত্ত্বং' শব্দ বিশেষণ রূপেও গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলে সত্ত্ব অর্থে সত্ত্বাযুক্ত বুঝিতে হয়। প্রকৃতির ত্রিগুণ মধ্যে সত্ত্বগুণ পরে উক্ত হইয়াছে। অতএব সত্ত্বযুক্ত অর্থে—যাহা সত্ত্বগুণ ভাবযুক্ত বা সাত্ত্বিক। সত্ত্বগুণের অর্থ পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইবে। যে কোন বস্তুর যাহা বস্তুত্ব যাহার উপর তাহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাহার Essense - তাহাই তাহার সত্ত্ব। এই সত্ত্বগুণ সুখ স্বরূপ ও প্রকাশ স্বরূপ। এই সত্ত্বগুণ দ্বারা বস্তু বিশেষের সত্তা বিবৃত। ভগবানের সেই বস্তু সম্বন্ধে যে কল্পনা তাহাই তাহার সত্ত্বা। সেই কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি স্থলে সেই 'সত্ত্বা'র বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। এই অর্থে সত্ত্বকে সাত্ত্বিক গুণযুক্ত বস্তু বলা যায়। কিন্তু এইরূপ অর্থ যে সঙ্কীর্ণ, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএব ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, যেখানে কোন সত্ত্বার বা বস্তুর মধ্যে তাহার জাতি কল্পনার বা ব্যক্তি ভাবের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়, যে সত্ত্বার মধ্যে শ্রী বা সৌন্দর্য্যের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়, যেখানে উর্জ্জ—তেজ বা উৎসাহের অথবা কর্ম্মশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়,—এক কথায় যেখানে সেই সত্য শিব-সুন্দরের ভাব বিশেষ অভিব্যক্ত হয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি,—তাহাই তাঁহার তেজের বা পরাশক্তি মায়ার বা তাঁহার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে হয়।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২



অথবা এ বহুরূপে জানিয়া তোমার
অর্জ্জুন! কি প্রয়োজন;—একাংশে আমিই
এ জগৎ সমুদায় ব্যাপি অবস্থিত॥ ৪২

৪২। অথবা—পক্ষান্তরে (কেশব, গিরি, মধু)।

বহুরূপে—পৃথক্ ভাবে (স্বামী, কেশব)। বিস্তীর্ণরূপে (গিরি)।

জানিয়া কি প্রয়োজন—(জ্ঞাতেন কিং) বহুরূপে—বিস্তৃত ভাবে বিশেষ বিভূতি জ্ঞানের প্রয়োজন কি? (রামানুজ)। ইহাতে কিছু ফল নাই। তুমি শক্ত বা শক্তিমান্। এইরূপ বিশেষ বিভূতি জ্ঞানে সর্ব্ব জ্ঞান লাভ হয় না। যাহাতে তোমার সর্ব্বার্থ জ্ঞান লাভ হইবে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন (গিরি)। এ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে কি কাজ? ইহার নিষ্কর্ষ শ্রবণ কর (কেশব)।

একাংশে—একদেশ মাত্রে (মধু)। একদেশে বা অতি অল্প অংশে (কেশব)। এক অবয়বে (শঙ্কর)। সর্ব্বভূতস্বরূপে সর্ব্ব প্রপঞ্চের উপাদন শক্তিরূপ উপাধিযুক্ত পাদে (গিরি)। শ্রুতিতে আছে, "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি"।

এ জগৎ সমুদায়—চিদচিদাত্মক নিখিল জগৎ (মধু)। স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ।

ব্যাপি অবস্থিত—(বিষ্টভ্য স্থিতঃ)—সামান্য ভাবে এই জানিলেই যথেষ্ট যে, একটি মাত্র অংশ বা অবয়ব অথবা সর্ব্বভূতস্বরূপ একটি মাত্র পাদ দ্বারা এই জগৎকে বিশেষরূপে স্তব্ধ করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছি (শঙ্কর)। বিষ্টভ্য—অর্থাৎ বিশেষরূপে স্তম্ভন করিয়া (শঙ্কর)। বিধারণ করিয়া (গিরি)। ব্যাপিয়া (মধু)। ধারণ করিয়া (কেশব)। কৃৎস্ন জগতের স্থিতি প্রবৃত্তি আমার আয়ত্ত (কেশব)। শ্রুতি আছে, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" (ঈশউপঃ, ১)। জগতে যাহা কিছু পরিণামি, তাহা নিত্য ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত।

অর্থ এই যে, যে যে সত্ত্ব বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও উর্জ্জিত বা তেজোযুক্ত তাহাই ভগবানের তেজোহংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে 'সত্ত্বং' শব্দ বিশেষণ রূপেও গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলে সত্ত্ব অর্থে সত্ত্বাযুক্ত বুঝিতে হয়। প্রকৃতির ত্রিগুণ মধ্যে সত্ত্বগুণ পরে উক্ত হইয়াছে। অতএব সত্ত্বযুক্ত অর্থে—যাহা সত্ত্বগুণ ভাবযুক্ত বা সাত্ত্বিক। সত্ত্বগুণের অর্থ পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইবে। যে কোন বস্তুর যাহা বস্তুত্ব যাহার উপর তাহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাহার Essense – তাহাই তাহার সত্ত্ব। এই সত্ত্বগুণ সুখ স্বরূপ ও প্রকাশ স্বরূপ। এই সত্ত্বগুণ দ্বারা বস্তু বিশেষের সত্তা বিবৃত। ভগবানের সেই বস্তু সম্বন্ধে যে কল্পনা তাহাই তাহার সত্ত্বা। সেই কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি স্থলে সেই 'সত্ত্বা'র বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। এই অর্থে সত্ত্বকে সাত্ত্বিক গুণযুক্ত বস্তু বলা যায়। কিন্তু এইরূপ অর্থ যে সঙ্কীর্ণ, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএব ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, যেখানে কোন সত্ত্বার বা বস্তুর মধ্যে তাহার জাতি কল্পনার বা ব্যক্তি ভাবের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়, যে সত্ত্বার মধ্যে শ্রী বা সৌন্দর্য্যের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়, যেখানে উর্জ্জ—তেজ বা উৎসাহের অথবা কর্ম্মশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়,—এক কথায় যেখানে সেই সত্য শিব-সুন্দরের ভাব বিশেষ অভিব্যক্ত হয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি,—তাহাই তাঁহার তেজের বা পরাশক্তি মায়ার বা তাঁহার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে হয়।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২

অথবা এ বহুরূপে জানিয়া তোমার
অর্জ্জুন! কি প্রয়োজন ;—একাংশে আমিই
এ জগৎ সমুদায় ব্যাপি অবস্থিত॥ ৪২

৪২। অথবা—পক্ষান্তরে (কেশব, গিরি, মধু)।

বহুরূপে—পৃথক্ ভাবে (স্বামী, কেশব)। বিস্তীর্ণরূপে (গিরি)।

জানিয়া কি প্রয়োজন—(জ্ঞাতেন কিং) বহুরূপে—বিস্তৃত ভাবে বিশেষ বিভূতি জ্ঞানের প্রয়োজন কি ?" (রামানুজ)। ইহাতে কিছু ফল নাই। তুমি শক্ত বা শক্তিমান্। এইরূপ বিশেষ বিভূতি জ্ঞানে সর্ব্ব জ্ঞান লাভ হয় না। যাহাতে তোমার সর্ব্বার্থ জ্ঞান লাভ হইবে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন (গিরি)। এ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে কি কাজ? ইহার নিষ্কর্ষ শ্রবণ কর (কেশব)।

একাংশে—একদেশ মাত্রে (মধু)। একদেশে বা অতি অল্প অংশে (কেশব)। এক অবয়বে (শঙ্কর)। সর্ব্বভূতস্বরূপে সর্ব্ব প্রপঞ্চের উপাদন শক্তিরূপ উপাধিযুক্ত পাদে (গিরি)। শ্রুতিতে আছে, "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি"।

এ জগৎ সমুদায়—চিদচিদাত্মক নিখিল জগৎ (মধু)। স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ।

ব্যাপি অবস্থিত—(বিষ্টভ্য স্থিতঃ)—সামান্য ভাবে এই জানিলেই যথেষ্ট যে, একটি মাত্র অংশ বা অবয়ব অথবা সর্ব্বভূতস্বরূপ একটি মাত্র পাদ দ্বারা এই জগৎকে বিশেষরূপে স্তব্ধ করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছি (শঙ্কর)। বিষ্টভ্য—অর্থাৎ বিশেষরূপে স্তম্ভন করিয়া (শঙ্কর)। বিধারণ করিয়া (গিরি)। ব্যাপিয়া (মধু)। ধারণ করিয়া (কেশব)। কৃৎস্ন জগতের স্থিতি প্রবৃত্তি আমার আয়ত্ত (কেশব)। শ্রুতি আছে, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" (ঈশউপঃ, ১)। জগতে যাহা কিছু পরিণামি, তাহা নিত্য ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত।

স্বামী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে পৃথক্ পৃথক্ বিভূতি বিবৃত হইয়াছে। এই বহুদৃষ্টির ফল পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি। ইন্দ্রিয় দ্বারে চিত্ত বাহিরে ধাবিত হইলে, ঈশ্বর দৃষ্টি স্থির করিবার জন্য, এই বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি করিবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বজগৎ এক দেশ মাত্রে ধারণ করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

রামানুজ বলেন,—এই চিদচিদাত্মক কৃৎস্নজগৎ ভগবানের কায়স্বরূপ, সকলই স্থূল সূক্ষ্ম—কারণ সত্তায় স্থিত, কিছুই ভগবানের সঙ্কল্প অতিক্রম করিতে পারে না। ভগবান্ নিজ মহিমায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। জগৎ তাঁহার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

বলদেব বলেন,—চিদচিদাত্মক হর-বিরিঞ্চি-প্রমুখ সমুদায় জগৎ, প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতি—অন্তর্যামী পুরুষাখ্য শ্রীকৃষ্ণের অংশের দ্বারা বিধৃত। তাঁহারই অংশ ধারক ও ব্যাপক রূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত। এ অধ্যায়ে সেই শ্রীকৃষ্ণই অর্চিত হইয়াছেন।

বল্লভ সম্প্রদায় মতে, 'এ অধ্যায়ে বিভূতিযুক্ত পদার্থ সকল বিশেষরূপে ভগবানের তেজোঽংশ-সম্ভূত জ্ঞান করিতে হইবে, এবং সমুদায় জগৎ যে সাধারণ ভাবে ভগবানের অংশসম্ভূত,—ইহা ধারণা করিতে হইবে। তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই নানাবিধ বিভূতি জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, যে জ্ঞান কার্য্যোপযোগী তাহা এই যে, এই সম্পূর্ণ পরিদৃশ্যমান জগৎ আমার ক্রীড়াত্মক, আমি ইহা একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি,—এইরূপ ধারণা করিতে হইবে।

গিরি বলিয়াছেন,—এতদ্দ্বারা ধ্যেয় ও জ্ঞেয়রূপে ভগবানের নানারূপ বিভূতির উপদেশ করিয়া অন্তে সমুদায় প্রপঞ্চাত্মক ধ্যেয়রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—এই শ্রুত্যুক্ত সেই পরম পদ—

প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক তত্ত্ব উপদেশ দ্বারা পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন "তৎ পদার্থ লক্ষিত অর্থ" প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে, ভগবান্ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, ইহা বলিয়াছেন (গীতা, ৯।৪)। এস্থলে উক্ত হইল যে, সে মূর্ত্তি তাঁহার অংশ মাত্র. তাঁহার সগুণ (immanent) ভাব মাত্র।

পরমার্থতঃ ভগবানে কোন অংশ নাই। তিনি পূর্ণ নিরংশ নিষ্কল। ব্যবহারিক ভাবে, বাহ্যদৃষ্টিতে কেবল এই অংশের ধারণা।

তিনি 'এক' হইয়াও বহু হইয়াছেন—("বহুস্যাং প্রজায়েয়,") নির্গুণ হইয়াও সগুণ হইয়াছেন, Transcendent হইয়াও Immanent হইয়াছেন,--এ বিশ্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, এজন্য এই অংশের ধারণা।

পূর্ব্ব শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যাহা যাহা বিভূতিমান, সত্ত্ববান্ শ্রীমান ও উর্জ্জিত বা উৎসাহযুক্ত, তাহাতেই সেই ভগবানের প্রকাশ ধারণা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত চরাচর জগতে যাহা কিছু ছিল, আছে বা হইবে, সকলই ভগবান্ হইতে অভিব্যক্ত, ইহা ধারণা করিতে হইবে। এই শ্লোকে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। কিন্তু এই সগুণ ভাবে (Immanent রূপে) ব্রহ্ম দর্শনই যথেষ্ট নহে। কেন না, তাঁহার এই সগুণ ভাব আংশিক, তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ (Transcendent ভাব) তাহা হইতে এক অর্থে ভিন্ন। এই প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব ইঙ্গিত করিবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে তিনি যে এই বিশ্বরূপে বিশ্ব-নিয়ন্তৃরূপে সগুণভাবে—সোপাধিক ভাবে অভিব্যক্ত, ইহা তাঁহার অংশ মাত্র। জগতের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিলেও পূর্ণরূপে ব্রহ্মদর্শন হয় না। ভগবান্ যে একাংশে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, ("তৎসৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ। ইত্যাদি শ্রুতি) তাহাই তাঁহার বিরাটরূপ— তাঁহার (Immanent) বিশ্বরূপ। পর অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

গীতার দশম অধ্যায়—শেষ হইল। এই অধ্যায়ের নাম বিভূতি-যোগ। এ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে পরমেশ্বরের বিভূত বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে এবং নবম অধ্যায়ে বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেস্থলে যে বর্ণনা আছে, তাহা সংক্ষিপ্ত। তাহারই অর্থ এস্থলে প্রথমে বুঝিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ—সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরা ও অপরা প্রকৃতি—সর্ব্বভূতযোনি, আর ভগবান্ সমুদায় জগতের প্রভব ও প্রলয়, এবং সমুদায় তাঁহাতে প্রোত,—মণিগণ যেমন সূত্রে প্রোত সেইরূপে প্রোত। (গীতা ৭।৬-৭)। এইরূপে সর্ব্বভূত যে পরমেশ্বরে প্রোত, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধি র্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
(গীতা, ৭।৮-১২)।

অর্থাৎ ভগবান্ রস-তন্মাত্র রূপে জলে প্রোত—তাহার আধার; প্রভা রূপে শশি-সূর্য্যে প্রোত; প্রণবরূপে বেদে প্রোত; শব্দ-তন্মাত্ররূপে আকাশে প্রোত; পৌরুষরূপে পুরুষে প্রোত; গন্ধ-তন্মাত্ররূপে পৃথিবীভূতে প্রোত;

তেজোরূপে অগ্নিতে প্রোত; জীবন বা প্রাণরূপে সর্ব্বভূতে প্রোত,ইত্যাদি। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, ইহাই ভগবানের বিভূতি। কিন্তু ইহা ঠিক বিভূতি নহে। ইহা কোন বিশেষ পদার্থে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি নহে। সর্ব্বভূত যে পরমেশ্বরে বিধৃত, তাঁহাতে প্রোত, তাঁহাতে যোগযুক্ত, তাহাই ইহা হইতে বুঝা যায়। প্রত্যেক ভূত মধ্যে যাহা তাহার সার বা সত্ত্ব (যাহা তাহার প্রকৃত Being বা Essence) তাহা পরমেশ্বরের ভাব মাত্র, ইহাই উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়। কিন্তু এ ভাবে ভগবান্ জ্ঞেয় হইলেও সাধারণতঃ ধ্যেয় নহেন। ধ্যান করিতে হইলে বা চিন্তা করিতে হইলে, চিত্তকে ধ্যেয় বস্তুর আকারে আকারিত করিতে হয়। সুতরাং ধ্যেয় বস্তু নামরূপ ও আকৃতি দ্বারা বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যাহা সামান্য, এরূপ বিশিষ্ট নহে, তাহা ধ্যেয় বা চিন্তনীয় নহে। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় Pure Concepts ধ্যেয় হইতে পারে না। ধ্যেয় বস্তু 'Percept' হওয়া চাই। সুতরাং জলে যে রসতন্মাত্র, আকাশে যে শব্দতন্মাত্র, পৃথিবীতে যে গন্ধতমাত্র তাহা সূক্ষ্মরূপ, স্থূল ভাবে তাহা ধ্যেয় হইতে পারে না। এ জন্য যে ভাবে পরমেশ্বর ধ্যেয় বা চিন্তনীয় হইতে পারেন, তাহাই বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতি। এই অধ্যায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

"কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥"

অতএব যে যে ভাবে ভগবান্ ধ্যেয় বা চিন্তনীয়, তাহাকেই অর্জ্জুন ভগবানের 'যোগ ও বিভূতি' বলিয়া বুঝিয়াছেন। ভগবান্ও তাহাকে দিব্য আত্মবিভূতি বলিয়াছেন। এ অধ্যায়ে এই বিভূতির যে দৃষ্টান্ত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বিভূতি একজাতীয় বহু ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তিতে ভগবানের বিশেষ ভাবে অভিব্যক্তি,—সে বিভূতি বিশেষ নামরূপ ও আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু। তাহা (Percept) ধ্যেয় ও

চিন্তনীয়। বিষ্ণু, রবি, মরীচি, চন্দ্র, ইন্দ্ররূপে—যম, বরুণ, শঙ্কর, বসুদেব-পুত্র, রাম,কুবের, বৃহস্পতি, কার্ত্তিক,মেরু, হিমালয় প্রভৃতি যাহা সাধারণতঃ এ অধ্যায়ে বিভূতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে—সকলই বিশেষ বস্তুরূপও আকৃতি যুক্ত, এ সকলই চিন্তনীয় হইতে পারে, এবং ভগবানের বিভূতিরূপে তাহা ধ্যেয় হইতে পারে। অতএব সপ্তম অধ্যায়ে রসতন্মাত্র প্রভৃতি রূপে যে ভগবান্ আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক এই অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের বিভূতি নহে।'

নবম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ—এইরূপ নবম অধ্যায়েও যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক্ ভগবানের বিভূতি নহে। নবম অধ্যায়েই 'গুহ্যতম' ভগবত্তত্ত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। সে জন্য ভগবান এই নবম অধ্যায়োক্ত তত্ত্বকে 'গুহ্যরাজ'-তত্ত্ব বলিয়াছেন। গিরি বলিয়াছেন যে' এই তত্ত্ব—সোপাধিক (Immanent) পরমেশ্বর-তত্ত্ব ও নিরুপাধিক, (Transcendent) পরমেশ্বর-তত্ত্ব বা পরমব্রহ্মতত্ত্ব। পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে। পরমেশ্বর—সগুণ হইয়া —জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, জগৎরূপ শরীর গ্রহণ করিয়া, এবং জগতের প্রত্যেক পদার্থে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া—সোপাধিক হন। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে 'তৎ' ব্রহ্মাখ্য নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সোপাধিক অধ্যাত্ম, অধিকর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ ব্রহ্মতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শ্লোকে সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতি সংযোগে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর কিরূপে সোপাধিক হন—কিরূপে সৃষ্টি-লয়ের কারণ হন, তাহা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর সোপাধিক ভাবে পরমেশ্বরকে ভজনা ও উপাসনার জন্য উক্ত হইয়াছে—

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥" (গীতা, ৯।১৬-১৯)।

ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এইরূপে নবম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাও এক অর্থে এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি হইতে ভিন্ন। সগুণ সবিশেষ ভাবে পরমেশ্বরকে পরম ভাবে ভজনা ও উপাসনা করিবার জন্য, তাঁহাকে পরম অব্যয় লোক মহেশ্বর ভাবে জানিবার জন্য, নবম অধ্যায়ে উক্ত তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানযজ্ঞে—ক্রতু যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গ রূপে তাঁহাকে ভাবনা ও উপাসনার জন্য, এবং ভক্তিযোগে তাঁহার সহিত আমাদের ও জগতের পিতা, মাতা, সুহৃদ্, ভর্ত্তা, প্রভু প্রভৃতি ভাবে উপাসনার জন্য, ঐরূপ উক্ত হইয়াছে। সেস্থলে জগতে অভিব্যক্ত কোন বিশেষ বস্তুকে তাঁহার বিভূতি রূপে চিন্তা করিবার কথা উক্ত হয় নাই।

নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—"নবমে তৎপদার্থলক্ষ্যার্থ উক্তঃ, তৎপ্রাপ্তয়ে চ বিশ্বতোমুখং সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবনাত্মকং ভগবদ্ ভজনম্ উক্তম্।" কিন্তু সাধারণ ভাবে এইরূপে ভগবানকে ভজনা করা বা ভাবনা করা অতি কঠিন। এজন্য কোন বিশেষ ভাবে ভগবানকে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে। তাহাই সাধনার প্রথম সোপান। এজন্য নবমে 'বিভূতি' বর্ণিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "তৎরাগদ্বেষকলুষিতমনসাম্ অশক্যম্, ইতি মন্বানো ভগবান্ তৎসিদ্ধয়ে স্ব বিভূতীঃ" দশমে প্রোক্তং। অতএব সপ্তম অষ্টম ও নবমে যাহা উক্ত হয় নাই, তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত কয় অধ্যায়ে তাহার ইঙ্গিত আছে মাত্র।

দশম অধ্যায়োক্তবিভূতির অর্থ।—পূর্ব্বে সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে এবং এ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সেই বিভূতি কি ? তাহার সম্বন্ধে গিরি বলিয়াছেন, "বিভূতয়ঃ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ রূপ প্রতিপত্ত্যুপযোগিনঃ।" অর্থাৎ, এই বিভূতি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ (অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব) সিদ্ধির উপযোগী। যে যে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয়—তাহাই ভগবানের বিভূতি। গিরি বলেন, 'সবিশেষ' ধ্যান, ও নির্ব্বিশেষ প্রতিপত্তির জন্য এই বিভূতি উক্ত হইয়াছে। ভগবানের সবিশেষ নির্ব্বিশেষ রূপ পূর্ব্বে উক্ত হইলেও তাহা 'দুর্ব্বিজ্ঞেয়' বলিয়া এস্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু নির্ব্বিশেষতত্ত্ব সিদ্ধির জন্য যে এ অধ্যায়ে এই বিভূতি সকল উক্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ভগবানের কোন বিভূতিই তাঁহার নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক তত্ত্বজ্ঞাপক নহে। সত্য বটে, এ অধ্যায়ে বিভূতি বর্ণনার প্রথমেই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

(গীতা, ১০।২০)।

কিন্তু কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, ইহা ভগবানের স্বরূপ,—ইহা তাঁহার বিভূতি নহে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই যে ব্রহ্মের লক্ষণ উপনিষদ্ হইতে বেদান্ত দর্শনে গৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র—স্বরূপ লক্ষণ নহে। এবং ভগবান্ যে সর্ব্বভূতাশয় স্থিত আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ—তাহাকেও ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ বলা যায় না। অন্ততঃ পরমেশ্বরের এই আত্মারূপে আদিতঃ সর্ব্বভূতের সহিত যে সম্বন্ধ—তাহা নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপত্তির উপযোগী নহে। নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ পরম তত্ত্ব—প্রপঞ্চাতীত—সর্ব্বাতীত, বিশ্বাতীগ (Transcendent) তাহা সূক্ষ্মহেতু অবিজ্ঞেয় (গীতা ১৩।১৫)

অতএব এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি দ্বারা সোপাধিক পরমেশ্বর তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়। এই অধ্যায় শেষে ভগবান্ সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" গীতা ১০।৪২)।

এই যে অংশরূপে পরমেশ্বর জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিত—যে অংশ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি'—সেই অংশে—সেই সোপাধিক (Immanent) ভাবেই তাঁহার বিভূতির অভিব্যক্তি হয়। অতএব এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি, পরমেশ্বরের সগুণ সোপাধিক সবিশেষ ভাব মাত্র জ্ঞাপক,—তাহারই প্রতিপত্তি হেতু।

পূর্ব্ব তিন অধ্যায়ের সহিত এ অধ্যায়ের সম্বন্ধ।—যাহা হউক, এই অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ আত্মবিভূতি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। এই দ্বিতীয় ষট্ক আরম্ভে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ভক্তিযোগে সমগ্র ঈশ্বর তত্ত্ব জানা যায়, এবং সেই ভক্তিযোগ সাধনা সিদ্ধিতে যে তত্ত্বজ্ঞান—যে সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়,—সেই সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান ও ভক্তিযোগ বিবৃত করিবেন। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম হইতে ভগবান্ এই ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এই ধারাবাহিক বিবরণ বন্ধ হইয়াছিল। নবম অধ্যায়ে সেই তত্ত্ব ও সেই তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে যাহা গুহ্যতম এবং সেই জ্ঞান সাধনার—বা বিজ্ঞান সহিত লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় যে গুহ্যতম পরাভক্তি যোগ—তাহা আবার বলিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং নবম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়ের অনুবৃত্তি। তাহার পর দশম অধ্যায়ের প্রথমে সেই ঈশ্বর তত্ত্ব ও ভক্তিযোগ পুনর্ব্বার বিশেষ ভাবে ভগবান্ বলিতে আরম্ভ করেন। তাই এই অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ (১)

অতএব এই শ্লোকোক্ত 'ভূয়ঃ' শব্দের অর্থ এই যে, পূর্ব্বে সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে যে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান ও তাহার সাধন ভক্তিযোগ বলিয়াছি, পুনর্ব্বার সেই 'পরম বচন' ই তোমার হিতার্থ বলিতেছি, শুন।

এ অধ্যায় আরম্ভে ভগবানের বিভূতির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং পূর্ব্বে যে বিভূতি বলিয়াছি, তাহাই আবার বলিতেছি—এস্থলে সে অর্থ সঙ্গত হয় না। এ অধ্যায়ের প্রথম হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশ উপলক্ষে ভগবান্ বিভূতি ও যোগের কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহা হইতে ভূতগণের বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি পৃথক্‌বিধ ভাবের অভিব্যক্তি হয়,—তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন, এবং তাঁহার মানস জাত ভাব—যে সাত ও চারি জন মহর্ষি ও মনুগণ, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাব সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই সব তাঁহার বিভূতি ও যোগ। আমরা আরও বলিতে পারি যে ভূতগণের যে বিভিন্ন ভাব তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয়, তাহা তাঁহার বিভূতি, আর যে মানস জাত মহর্ষি ভাব দ্বারা—জগতের প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম সংবাধিত হয়, তাহা তাঁহার যোগ। সে যাহা হউক, এই কথা হইতেই অর্জ্জুন ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি সকল জানিতে চাহিয়াছিলেন—সেই বিভূতি অবলম্বনে ভগবান্‌কে চিন্তা করিবার জন্য তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য এই অধ্যায়ের শেষ অংশে ১৯শ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্ স্ব বিভূতি বর্ণনা করিয়াছেন।

ভগবানের প্রভব।—এই অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ যে ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে পরম বচন বলিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে পরম বচন কি, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। এক কথায় বলিতে পারা যায় যে তাহা পরমেশ্বরের "প্রভব" তত্ত্ব। প্রভবের এক অর্থ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি

(manifestation)। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, 'ভূ' ধাতু হইতে প্রভব। প্রভবের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে হওয়া। ভাব, প্রভাব, বিভাব, ভূতি, বিভূতি—এ সমুদায় 'ভূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যাহা 'সৎ'—যাহা নিত্য—স্থান কাল বা নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপে আছে, তাহা হইতেই 'ভাব' হয়। অসতের ভাব থাকে না, আর সতের অভাব থাকে না,—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (গীতা, ২।১৬)। সত্তা বাচক—বা অস্তিত্ব বাচক অস্ ধাতু হইতে সৎ। যাহা নিত্য আছে—তাহা সৎ, তাহা সত্য। অস্ ধাতু ও Esse ধাতু এক। যাহা সৎ তাহা Essence। এই সতেরই (Essence) ভাব (Being) থাকে। সেই ভাব দুই রূপ। এক নিত্য অব্যয় সনাতনভাব, আর এক বিকারী ভাব। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় ইহা Becoming। এই সৎ-ভাবের (Absolute Being এর) যাহা আদিতে প্রকৃষ্টরূপে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ তাহাই তাহার প্রভব। এক অর্থে এই প্রভব নিত্য সেই সতের মধ্যে তাহা নিত্য অভিব্যক্ত। যাহা সমুদায় বিকারী ভাব (Phenomenal Becoming), তাহা তাহার অন্তর্ভূত। নির্গুণ নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ প্রপঞ্চাতীত পরমব্রহ্ম (Absolute Essence) যে সগুণ সোপাধিক সবিশেষ হইয়া এ বিশ্বরূপে ও বিশ্ব-নিয়ন্তৃরূপে অভিব্যক্ত হন—ইহাকেই আমরা এক অর্থে সেই সতের মূল ব্যক্তভাব (Alsolute Being) বলিতে পারি। আদিতে এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে পরম ব্রহ্মের যে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ (Manifestation বা বিশ্ব কারণরূপে অভিব্যক্ত) তাহাই 'প্রভব'। ভগবানের প্রভব অজ্ঞেয়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে তাঁহার 'প্রভব' সুরগণ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও আদিতে উৎপন্ন ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ—কেহই জানেন না। সে তত্ত্ব অজ্ঞেয়। কেন, কিরূপে, কেমন করিয়া—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হন, নিরুপাধিক নির্গুণ ব্রহ্ম সোপাধিক সগুণ হন, প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম প্রপঞ্চের কারণ হন,—সে তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞেয়, সে প্রশ্ন নিরর্থক।

পরম ব্রহ্মের যে সগুণ সোপাধিক ভাবে 'প্রভব' হয় এইমাত্র জানা যায়। ভগবান্ গীতায়, তাঁহার প্রভবের কারণ কি, তাহার কোথাও উত্তর দেন নাই। এ তত্ত্ব যে অজ্ঞেয় দেব ঋষি বা মানব—কেহই এ তত্ত্ব যে জানিতে পারেন না, তাহা ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি। একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ 'নাসদাসীতি' সূক্তে (ঋগ্বেদ ১০।১২৯), পরমেষ্ঠী নামক প্রজাপতি ঋষি সৃষ্টিতত্ত্ব বা এই 'প্রভব' সংক্ষেপে যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে। তিনি শেষে বলিয়াছেন,—

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন
অথ কো বেদ যত আ বভূব॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যা ধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥"

সায়ন ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—"এই যে ভোক্তৃভোগ্য রূপে সৃষ্টি—ইহার তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়, এজন্য উক্ত হইয়াছে যে, কে বা পরমার্থতঃ ইহা জানে? কে বা এ লোকে ইহা বলিতে পারে? এই যে বহুপ্রকার সৃষ্টি, ইহা কোন্ উপাদান কারণ হইতে বা কোন্ নিমিত্ত কারণ হইতে কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল—কে তাহা সম্যক্ জানে বা বলিতে পারে? এই যে বিসৃষ্টি বা জগতের 'বিসর্জ্জন'—আকাশাদি ক্রমে ভূতগণের উৎপত্তি ও বিবিধ ভৌতিক সৃষ্টি,—দেবগণ ত সেই বিসৃষ্টির পরে উৎপন্ন। সুতরাং দেবতাদের জ্ঞান মানবগণের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাঁহারা আপনাদের উৎপত্তির কারণ এবং সে উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন সৃষ্টিতত্ত্ব কিরূপে জানিবেন?

এবং কিরূপেই বা বলিবেন? অতএব যাহা হইতে বা যে কারণ হইতে যে জন্য বা যেরূপে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেব বা মনুষ্যের মধ্যে কে জানিতে পারে বা বলিতে পারে?"

"এই জগতের বিসৃষ্টিতত্ত্ব যেমন দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সেইরূপ ইহার ধারণ তত্ত্বও দুর্ব্বিজ্ঞেয়। সেজন্য উক্ত হইয়াছে যে, যে কারণ হইতে এই বিসৃষ্টি বা বিবিধ রূপে জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছিল (আবভূব), এবং তাহা বিধৃত হয় কি বিধৃত হয় না (এ সৃষ্টির কোনরূপ নিয়ন্তৃত্ব আছে কি না), অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ ইহা ধারণ করিতে পারে কিনা— বা ইহার অন্য নিমিত্ত কারণ আছে কি না, তাহা কে বা জানে? (এই জন্য জড় পরমাণুবাদ প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি নানা ভ্রান্তবাদের উৎপত্তি হইয়াছে)। যিনি এই ভূতভৌতিক জগতের অধ্যক্ষ বা ঈশ্বর, যিনি পরম বা উৎকৃষ্ট সর্ব্বাতীত ব্যোমে—আকাশবৎ নির্ম্মল স্বপ্রকাশ স্থানে, বা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে—বা দেশকালনিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্নরূপে, অথবা পরম জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে 'স্বমহিমায়' প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমেশ্বরই 'অঙ্গ' বা তাঁহার শরীর বা অবয়বভূত এই বিসৃষ্টিতত্ত্ব জানেন, অথবা তিনিও জানেন না। (অর্থাৎ সৃষ্টি জ্ঞানমূলক হইলে তিনি জানেন, নতুবা জানেন না)। অতএব অন্যে যে সে তত্ত্ব জানে না, সে সম্বন্ধে আর কথাই নাই।"

অতএব পরমেশ্বর দেবগণ ঋষিগণ সকলের সর্ব্বরূপে আদি—অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রূপে আদি (গিরি)। এজন্য দেবগণ বা ঋষিগণও পরমেশ্বরের এই 'প্রভব' তত্ত্ব—কিরূপে কেমন করিয়া তাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, তাহা বলিতে পারেন না। মানুষের ত কথাই নাই। মানুষে কেবল জ্ঞানের পরিপাকে বা সাধনা বলে, সেই পরমেশ্বরই যে স্বয়ং অনাদি ও অজ হইয়াও বিশ্বের আদি ও সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, এইমাত্র জানিতে পারে। পরম ব্রহ্ম যে সগুণ সোপাধিক ভাবে

এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, এ বিশ্বের যে তিনিই প্রভব, এ জ্ঞান মানুষ লাভ করিতে পারে, এবং সে জ্ঞান লাভ করিলে, সে ক্রমে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইতে পারে, সে জ্ঞান-প্লব দ্বারা এ সংসারসাগর পার হইতে পারে। কিন্তু মানুষ পরমেশ্বরের সে 'প্রভবের' কারণ (তাহার Why বা How) বা তাহার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারে না। সে তত্ত্ব অবিজ্ঞেয়।

সৎস্বরূপ ব্রহ্মের এই যে 'প্রভব' (আদি Becoming) এই যে 'বিশ্ব-কারণরূপ পরমেশ্বর ভাব—ইহা হইতে এই বিশ্বের বিকাশ হয়। এই কারণরূপ অনাদি—তাহা তাঁহার পুরুষ ও প্রকৃতিভাব (গীতা, ১৩,১৯)। ব্রহ্মে এই যে অব্যক্ত প্রকৃতি ভাব তাহাই বিকারী, তাহা নিত্য পরিণামী। তাহাতে পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা হেতুই জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় ব্যাপার নিত্য চলিতে থাকে। প্রবাহরূপে তাহা অনাদি অনন্ত। ইহাকে এক অর্থে Phenomenal Becoming বলা যায়। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল—এই পুনঃ পুনঃ গতিশীল জগৎ-ভাবের মধ্যে তাহার আধার রূপে—তাহার অন্তরালে ওতপ্রোতরূপে যে অব্যয় সনাতন, ভাব নিত্যস্থিত—তাহাই Absolute Being। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ভাব সম্বন্ধেই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥"

(গীতা, ৮।২০-২২)।

এই পরম অব্যক্ত সনাতন ভাবের (Absolute Being) যে বিশ্বকারণ

প প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ভাব—যে কার্য্য জগৎরূপে ব্যক্ত ভাব (সে
। Becoming)—তাহাই ভগবানের প্রভব—তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিভাব।
ই Absolute Being এর সহিত Phenomenal Becoming
র যে নিত্য যোগ বা সম্বন্ধ তাহাকে ভগবান্ আশ্চর্য্য ঐশ্বরীয় যোগ
লিয়াছেন। সে যোগ-তত্ত্ব মানবের কাছে জ্ঞেয় নহে—তাহা মানবের
ানে "আশ্চর্য্য"। সে প্রভব কি নিমিত্ত তাহা মানবের জ্ঞেয় হয় না।
লিয়াছি ত ভগবানের প্রভব আমাদের কাছে অবিজ্ঞেয়। তাই ভগবান্
াহার উপদেশও দেন নাই।

ভাব ও বিভূতি।—কিন্তু এই 'প্রভব' হেতু পরমেশ্বর ভাবে তাঁহা
ইতে কিরূপে নানা বিভিন্নভাবের উৎপত্তি হয়, কিরূপে সেই সকল বিভিন্ন
াব মধ্যে পরমেশ্বরের বিশেষ আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি আমরা জানিতে
পারি, এ অধ্যায়ে ভগবান্ তাহাই উপদেশ দিয়াছেন। এই যে বিভিন্ন
অভিব্যক্ত ভাব—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ—সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র
অভিব্যক্ত, আর কতকগুলি বিশেষ—কোন বিশেষ সত্তাতে অভিব্যক্ত।
যে ভাব কোন বিশেষ সত্তাতে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত, তাহাই বিভূতি।
এই অধ্যায়ের আরম্ভে ব্যাখ্যায় আমরা এই বিভূতির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা
করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে, এই অনাদি সৃষ্টি লয় প্রবাহরূপ কার্য্য-
জগতের এক প্রলয়ের পরে যখন আবার সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্ম আত্মা বা
পুরুষরূপে ঈক্ষণ করেন। তিনি ঈক্ষণ করিয়া আপনাকে ব্যতীত, আর
কিছু দেখিতে পান না। কেন না, প্রলয়ে সমুদয় তাঁহাতেই লীন থাকে।
তখন তিনি রতি বা আনন্দ অনুভব জন্য আপনাকে পুরুষ প্রকৃতিরূপে বা
পুরুষ স্ত্রীরূপে যেন দ্বিধা বিভক্ত করেন, এবং ঈক্ষণ কল্পনা বা কামনা
করেন—পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুধ্যানরূপ তপদ্বারা ভাবনা করেন—'এইরূপে আমি
বহু হইব'। পরমপুরুষ ভাবে তিনি তাঁহার সেই পরমা প্রকৃতিতে সেই
পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুযায়ী বহুর কল্পনা নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত করেন, এবং আত্মা-

রূপে তাহাতে বীজ ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অভিব্যক্তি করেন। তিনি আপনিই আত্মস্বরূপে প্রকৃতিগর্ভে এই প্রকারে বহু হন। ইহাই শ্রুতির উপদেশ। শ্রুতির উপদেশ অনুসারেই সচ্চিদানন্দরূপে সত্যশিবসুন্দররূপে (The True, The Good, The Beautiful ভাবে) আমরা সেই বিশ্বের আদি কারণ সগুণ ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি। তাহার আত্মস্বরূপে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত বহুর মধ্যে অনুপ্রবেশ হেতু—তাহাতে তাঁহার সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপের যে অভিব্যক্তি হয়, ইহাই এক অর্থে তাঁহার বিভূতি। সমষ্টি ভাবে সমুদায় বিশ্বই তাঁহার বিভূতি। তাই ভগবান্ এই বিভূতি বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, তিনি একাংশে যে এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত ইহাই তাঁহার পরম বিভূতি। আর ব্যষ্টিভাবে কোন বিশেষ পদার্থে তাঁহার যে বিশেষ অভিব্যক্তি, তাহাই তাঁহার বিশেষ বিভূতি। এস্থলে এ তত্ত্ব বিশেষ ভাবে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ভূতগণের পৃথক্‌বিধ ভাব—এক্ষণে পরমেশ্বর হইতে যে সর্ব্বভূতের পৃথক্‌বিধ ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে ভূতগণের যে পৃথগ্‌বিধ ভাব, তাহা তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হয়।—

"বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টি স্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্তএব পৃথগ্‌বিধাঃ॥"

(গীতা, ১০।৪-৫)।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

(গীতা, ৭।৪-৬)।

অতএব মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইহারা অপরা অষ্টধা প্রকৃতির স্বরূপ ও ভূত-যোনি। এস্থলে সেই বুদ্ধিকে এবং সেই বুদ্ধি হইতে অভিব্যক্ত ভাব জ্ঞান প্রভৃতিকে, তাঁহা হইতে উৎপন্ন ভূতগণের ভাব বলা হইয়াছে। আর সুখ দুঃখ প্রভৃতি যাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে—তাহা এক অর্থে মনেরই বিভিন্ন ভাব—মনেরই স্বরূপ। শ্রুতিতে আছে,—

"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রী র্ধীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব···মনসা বিজানাতি।" (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৩)।

অতএব এই সকল ভাব অপরা প্রকৃতির বুদ্ধি অহঙ্কার মনোরূপ ভাবের অন্তর্গত। সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে পুরুষের সান্নিধ্য হেতু ও অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম (বা মহা) ভূতের উৎপত্তি হয়। ইহাদের সমবায়ে লিঙ্গ। আর পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই যে বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব, তাহা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর হইতেই অভিব্যক্ত হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে ও অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিতেই এই বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়। সে জন্য পরমেশ্বর স্বরূপতঃ সে সকল ভাবের মধ্যে স্থিত নহেন—সে সকল ভাব তাঁহাতেই স্থিত। (গীতা, ৭।১২; ৯।৪ দ্রষ্টব্য)।

প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত এই বিভিন্ন ভাব সমষ্টি দ্বারা 'ক্ষেত্রের' বা জীব শরীরের অভিব্যক্তি হয়। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥"

(গীতা, ১৩।৫-৬)।

এই ক্ষেত্রই ভূতগণের সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর (অথবা মৃত্যুর পর আতিবাহিক শরীর)। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এই ক্ষেত্রবদ্ধ হইয়া ক্ষর—বা জীবরূপ হন।

অতএব এই যে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব, ইহা প্রকৃতিতে বা প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বিভিন্ন ভাব। ভূতগণের এই সকল বিভিন্নভাব পরমেশ্বর হইতেই প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয়। ইহারা পৃথগ্‌বিধ হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল বিভিন্ন ভাবের বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়,—এক অর্থে এ সকল ভূতগণের বিভিন্ন ভাব অনন্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে ভাব পৃথগ্‌বিধ হয়। আর ক্ষেত্র ও বহু-অসংখ্য। এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; অথবা মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবৎপ্রভাবে এই ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়। এজন্য প্রকৃতিতে যে এই সকল বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহাও এই ত্রিগুণের জন্য বহু হইয়া যায়।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥"

গীতা, ৭।১২

এই জন্য ভূতগণের এই যে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব, তাহা এই ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা পৃথগ্‌বিধ হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ত্রিগুণ পরস্পর সংশ্লিষ্ট, একটি ব্যতীত অপরে থাকিতে পারে না, অথচ

পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। এজন্য কখন রজস্তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, কখন সত্ত্বতমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখন বা সত্ত্বরজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (গীতা, ১৪।৯)। এই জন্য আমাদের প্রকৃতি কখন সত্ত্বপ্রধান, কখন রজঃপ্রধান এবং কখন বা তমঃপ্রধান হয়। আবার সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলেও তাহার তারতম্য থাকে; কোথাও সামান্য বৃদ্ধি হয়, কোথাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা রজস্তমোগুণ ও বিভিন্ন ভাবে অল্পাধিক পরিমাণে অভিভূত হয়।

এই জন্য ভূতগণের যে জ্ঞানভাব ও বুদ্ধিভাব প্রভৃতি নানা ভাব, তাহা কখন সাত্ত্বিক, কখন রাজসিক কখন বা তামসিক হয়, আবার সত্ত্বাদির আধিক্য ও তারতম্য অনুসারে তাহা বহুবিধ হয়। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতির সাত্ত্বিকাদি ভেদে বহু ভেদ বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, এ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে যাহা কিছু সত্তার উৎপত্তি হয়—তাহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগেই হয়।—

"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥"

(গীতা, ১৩।২৬)।

অতএব যখন এই সচরাচর জগতে যাহা কিছু সত্তার বা বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহা এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগেই হয়—এবং ক্ষেত্রে যখন এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের চৈতন্য প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া পৃথগ্‌বিধরূপে অভিব্যক্ত হয়—তখন ভগবান্ হইতে এ জগতে সর্ব্বত্র এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাবের পৃথগ্‌বিধ অভিব্যক্তি বা বহুরূপে প্রকাশ আমরা ধারণা করিতে পারি। সর্ব্বভূত মধ্যে এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাবের অভিব্যক্তিই মূল তত্ত্ব। এই ভাবের উপরে এই ভূতময় জগৎ

অভিব্যক্ত ও বিধৃত। বিভিন্ন ভূতে বা সত্তায় এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্নরূপে—পৃথগ্ভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু সে অভিব্যক্তির কারণ—পরমেশ্বর। প্রকৃতিরূপে তিনি সেই সকল ভাবের উপাদান কারণ। আর পরম পুরুষ রূপে তিনি তাহার নিমিত্ত কারণ।

মহর্ষি ভাব ও মনু-ভাব।—এইরূপে ত পরমেশ্বর হইতে এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের বিকাশ বা অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এই সকল ভূতগণের ভাবের নিয়ন্তৃত্বের প্রয়োজন। প্রতি জীবে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাবের ক্রমাভিব্যক্তির প্রয়োজন। নিম্ন স্তরের জীবে—উদ্ভিদাদিতে আমরা ইহার বড় বিকাশ দেখিতে পাই না। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে তাহার বিকাশ সামান্য। মানবেই তাহার বিশেষ বিকাশ। তামসিক প্রকৃতিযুক্ত মানবে তাহার একরূপ বিকাশ হয়, রাজসিক বা সাত্বিক মানবে তাহার অন্যরূপে বিকাশ হয়। তামসিক অবস্থা হইতে ক্রমে তাহাদের রাজসিক অবস্থা দিয়া সাত্বিক অবস্থায় নিয়মিত করিবার প্রয়োজন হয়। কেন না, তাহাতেই জীবগণের ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম পরিণতি হয়। সে নিয়মনের মূল 'ধর্ম্ম'। সে ধর্ম্ম দুই রূপ,—প্রবৃত্তধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম। প্রবৃত্তিধর্ম্মের ক্রমবিকাশে ও উপযুক্ত নিয়মনে আমাদের 'অভ্যুদয়' হয়, আর নিবৃত্তি ধর্ম্মের নিয়মনের দ্বারা ক্রমাভিব্যক্তি ও বিশেষ অভ্যুদয় দ্বারা পরিশেষে "নিঃশ্রেয়স" সিদ্ধি হয়।

এই প্রবৃত্তি ধর্ম্মের নিয়ন্তা মরীচি ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, আর নিবৃত্তি ধর্ম্মের নিয়ন্তা সনকাদি চারি ঋষি। আর সাধারণ ভাবে মনের নিয়ন্তা মনুগণ। এই সপ্ত মহর্ষি-ভাব, চারি মহর্ষি-ভাব ও মনুভাব বিশ্বভূতগণের—বিশেষতঃ মানবগণের নিয়মনের জন্য জগতে নিত্য অভিব্যক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন এই সকল মহর্ষি মনু তাঁহার মানস-জাত ভাব।

"মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ॥ (গীতা, ১০।৬)

গীতা ভাষ্যভূমিকায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীন্ অগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।"

অতএব এই যে মহর্ষিগণ, এই জগতের প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের—জগতের স্থিতিকারণ প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সহেতু ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা নিয়মনকর্ত্তা, ইঁহারা কোন ব্যক্তি বিশেষ নহেন। ইঁহারা ভগবানের মানসজাত ভাব। ভগবান্ সর্ব্বভূতহৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং সকলকে মায়া দ্বারা নিয়মিত করেন।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" (গীতা, ১৮।৬১)

সেইরূপ ঈশ্বর তাঁহার এই মানসজাত ভাবেও সর্ব্বভূতহৃদয়ে অবস্থান করেন এবং জীবগণকে প্রবৃত্তিধর্ম্মে ও নিবৃত্তিধর্ম্মে নিয়মিত করেন। তবে তাঁহার উক্ত ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি বা মনু ভাব কোন বিশেষ কালে বা স্থানে বিশেষ আবির্ভাব ও আমরা ধারণা করিতে পারি। ভগবান্ স্বয়ং যেমন কখন কখন ধর্ম্ম স্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন, তাঁহারাও সেইরূপ অবতীর্ণ হইতে পারেন। বিশেষত বৈদিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন জন্য—বেদ প্রকাশের জন্য সপ্তমহর্ষিগণ কাল বিশেষে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সে যাহাহউক, এস্থলে সাধারণ ভাবে ভগবানের এই মানসজাত মহর্ষি ও মনু ভাব বুঝিতে হইবে।

অতএব ভগবান্ হইতে ভূতগণের সর্ব্বরূপ ভাব প্রবর্ত্তিত ও নিয়মিত হয়। অবশ্য ভগবানের প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, এবং প্রকৃতির ক্রম আপূরণে জাত্যন্তর পরিণাম ক্রমে সে সকল ভাবের ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ হয়। ("জাত্যন্তর পরিণামঃ,

প্রকৃত্যাপূরাৎ''—ইতি পাতঞ্জলদর্শন।) মানবজন্ম লাভ করিলে পরে আমাদের সেই সকল ভাব তামসিক অবস্থা হইতে রাজসিক অবস্থা দিয়া ক্রমে জন্ম জন্ম ধরিয়া করুণাময়ী প্রকৃতির সাহায্যে ক্রম আপূরণ হেতু সাত্ত্বিক অবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপে মানুষেই এই সকল ভাবের ক্রম পরিণাম হয়। যখন এই সকল ভাব সাত্ত্বিক হয়, তখন তাহাদের বুদ্ধি সাত্ত্বিক হয়,—তাহা ধর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা নিয়মনের সম্ভব হয়। তখন এই মহর্ষিরূপ ভগবানের মানসজাত ভাব—সেই মানুষের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় এবং তাহাকে বেদবিহিত ধর্ম্মাবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করিয়া তাহার ক্রমাভ্যুদয়ের সহায় হয়,এবং পরিণামে নিবৃত্তির মধ্য দিয়া তাহাকে পরম নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির পথে লইয়া যায়। এইরূপে সপ্তর্ষিগণ প্রবৃত্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন, আর চারি ঋষিগণ নিবৃত্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন, এবং এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের দ্বারা জগতের স্থিতির সহায় হন এবং এইরূপে এই লোকে এই ভূতগণ তাহাদের প্রজা হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের হইতেই অথবা তাঁহাদের এই ভাবের অভিব্যক্তিহেতু তাহারা প্রকৃষ্ট জন্মলাভ করে,—তাহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়। শ্রুতিতে আছে যে, গর্ভাধান হইতে জীবের প্রথম জন্ম হয়, ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার দ্বিতীয় জন্ম হয়, এবং পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পরলোকে নীত হইয়া আবার যখন সে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার তৃতীয় জন্ম হয়। (ঐতরেয় উপঃ দ্বিতীয় অধ্যায়)। ধর্ম্ম হইতে এই তৃতীয় বা প্রকৃষ্ট জন্ম লাভ হয়। মানুষের যাহা সাধারণ জন্ম—তাহা তাহার প্রথম জন্ম। ধর্ম্মসংস্কার হইতে তাহার দ্বিতীয় জন্ম (Second birth) হয়, তাহার দ্বিজত্ব হয়। সেই জন্ম তাহার প্রকৃষ্ট জন্ম। সেই জন্ম হইতে তাহার অভ্যুদয় হয় ও ক্রমে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির দিকে তাহার গতি হয়। উক্ত মহর্ষিগণ হইতেই এই প্রকৃষ্ট জন্ম হয়। তখন তাহারা এই মহর্ষিগণের প্রজা হয়।

এইরূপ মনুগণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। মনন হইতে 'মনু'। আমরা

মনন করিতে পারি,চিন্তা করিতে পারি—এজন্য আমরা মানুষ (man),—এ জন্য আমরা অপর প্রাণী হইতে ভিন্ন। এই মনন ভাবই ভগবানের মানসজাত মনুভাব। এই মননের দ্বারাই মানবের ও মানবসমাজের অভ্যুদয় হয়। বিভিন্ন যুগে মানব-সমাজের মনন বা চিন্তার গতি বিভিন্ন হয়। সমষ্টিভাবে যিনি তাহার নিয়ন্তা তিনি মনু। পুরাণ মতে এক কল্পে চতুর্দ্দশ মনু, এক মনুর পর আর এক মনু আবির্ভূত হন। ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায় যে, বৈবস্বত মনু সৃষ্টির প্রথমে মানবগণকে সমাজবদ্ধ করিয়া তাহাদের কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা শাস্ত্র হইতে বুঝিতে পারি যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মনু (সে-যুগের সমাজের সমষ্টি চিন্তা বা Thought) সে মানব সমাজের নিয়ন্তা হন। সেইরূপ ব্যষ্টি ভাবে মনুগণ প্রত্যেক মানবের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহার নিয়ন্তা হন, তাহাদের চিন্তা প্রবাহ নিয়মিত করিয়া ক্রমে অভ্যুদয়ের পথে লইয়া যান।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, মানবগণের যে মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম, তাহা তাহার প্রথম জন্ম—সাধারণ পশুজন্ম। তাহার পর যখন তাহারা ভগবানের মানসজাত মনুভাবের দ্বারা নিয়মিত হইতে আরম্ভ হয়, উপযুক্ত চিন্তা করিতে শিখে—ভাল মন্দ বিচার করিয়া কর্ম্ম করিতে শিখে, প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া বুদ্ধি দ্বারা আপনাকে নিয়মিত করিতে শিখে—Intellectual Life বা Conscious Lifeএর বিকাশ হয়,)—তাহা তাহার দ্বিতীয় জন্ম। তাহার পর যখন মানব ধর্ম্মভাবে ভাবিত হয়, ভগবানের মানসজাত প্রবৃত্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সপ্ত মহর্ষি ভাব দ্বারা নিয়মিত হয়, এক কথায় যখন তাহার মধ্যে Moral Life বা Moral consciousness এর বিকাশ হয়, তখন তাহার তৃতীয় জন্ম হয়। আর যখন মানুষ নিবৃত্তিধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক চারি ঋষি ভাব দ্বারা ভাবিত হয়, এক কথায় তাহার Spiritual Life বা Spiritual Conciousness এর বিকাশ হয়

তখন তাহার শেষ জন্ম। সে জন্মের সিদ্ধিতে তাহার সংসার হইতে মুক্তি হয়।

এইরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ যে ভাবরাশি, তাহা বিভিন্ন ভাবে পরমেশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। কতক ভাব তাঁহার প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত হয়, আর কতক ভাব স্বয়ং তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয়। জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রান্তর্গত ভাব—তাঁহার অধ্যক্ষতায় ও নিয়ন্তৃত্বে তাঁহার প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হয়, আর অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সকর ধর্ম্মভাব তাঁহারই মানসজাত মহর্ষি ও মনুরূপ ভাব হইতে প্রবর্ত্তিত ও নিয়মিত হয়। প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বুদ্ধি প্রভৃতি যতক্ষণ ভগবানের এই মানসজাত মনুভাব দ্বারা পরিচালিত না হয়, ততদিন জীব প্রকৃত মানুষ হয় না। সাধারণ ভাবে এই জ্ঞান বুদ্ধি সর্ব্বভূতের অন্তরেই অভিব্যক্ত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—'জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তো বিষয়গোচরে।'' ''জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যৎ তেষাং মৃগপক্ষিণাম্॥'' এই সাধারণ বুদ্ধি-জ্ঞান বিষয়-গোচর-জ্ঞান, ইহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। যতক্ষণ মানুষ ভগবানের মানসজাত মহর্ষি ভাবের দ্বারা পরিচালিত না হয়, ততক্ষণ তাহারা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সকর ধর্ম্মেরদ্বারা এবং প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা বিধৃত হয় না। এইরূপে এস্থলে উক্ত ভূতগণের পৃথগ্‌বিধ ভাব ও ভগবানের মানসজাত মহর্ষি ও মনু ভাব উভয়ই বুঝিতে হইবে। এই সকল ভাব জীবভাবের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া জগৎ ধারণ করে।

এইরূপে ভগবান্ তাঁহার প্রভব—নির্গুণ নিরুপাধিক পরমব্রহ্ম স্বরূপ হইতে সগুণ সোপাধিক ভাবে অভিব্যক্তিতত্ত্ব ইঙ্গিত করিয়া, সেই সগুণ পরমেশ্বর ভাব হইতে জগতে নানাবিধ ভাবের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ভূতগণের পৃথগ্‌বিধ ভাব তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত, আর এ জগতে স্থিতির জন্য ভূতগণকে ধর্ম্মমার্গে নিয়মন জন্য নিয়ন্তার ভাব—মহর্ষি ও মনু ভাব তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত। এ সকল পরমেশ্বর হইতে

অভিব্যক্ত ভাবরূপে বুঝিতে হইবে। আর ইহাই তাঁহার বিভূতি ও যোগ। ইহা তত্ত্বতঃ জানিলে তাঁহার সহিত নিত্য অপ্রচলিতভাবে যোগযুক্ত থাকা যায়,—উক্ত সমুদায়ভাবের মধ্যদিয়া তাঁহার সহিত নিত্যযুক্ত থাকা যায়। ভগবান্ এইরূপে সকলের 'প্রভব' হন, এবং সমুদায়ই তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, এইরূপে এই তত্ত্ব জানিয়া, ভাবসমন্বিত হইয়া বা উক্তরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া বুধগণ ভগবান্‌কেই ভজনা করেন।

ভূতগণের পৃথগ্‌বিধ ভাব যে তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত, তাহাও এক অর্থে ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ বিকাশ, আর তাঁহার মানসজাত মহর্ষি ভাব ও মনু ভাব দ্বারা যে তিনি জগতের স্থিতি জন্য জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের নিয়ন্তা হন, ইহাই এক অর্থে তাঁহার যোগ জগতের অভ্যুদয় জন্য তিনি এইরূপে জগতের সহিত যোগযুক্ত হন। তিনি মনু ও মহর্ষি ভাবরূপে ভূতগণের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহাদিগকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধক ধর্ম্মপথে পরিচালিত করেন। ইহাই আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় পরমেশ্বরের 'প্রভব' ও প্রবর্ত্তন (নিয়মন) ভাব। ইহা ভগবানেরই বিভূতি।

বিভূতি জ্ঞানের ফল—এইরূপে বিভূতি চিন্তা দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিলে, কি ফল হয়, তাহা আমাদের এক্ষণে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন।

"এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

(গীতা, ১০।৭-৮)।

অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভগবানের বিভূতি ও যোগ জানিলে নিশ্চয় অবিচলিত ভাবে যোগযুক্ত হওয়া যায়। আর পরমেশ্বর সকলের 'প্রভব'—সকলই

পরমেশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত, ইহা জানিয়া বুধগণ ভাবসমন্বিত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন। এই ভাবসমন্বিত ভজনার তত্ত্ব পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ভক্তিযোগ সাধনা প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে যে ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ভূতগণের পৃথগ্‌বিধ ভাব সকল ঈশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত—যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা সেই সকল ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত ভাবের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন ও ভজনা করেন। তাঁহারা আপনার সর্ব্বরূপ ভাবের মধ্যেই তাহাদের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে অনুভব করেন। বুদ্ধি জ্ঞান অসংমোহ ক্ষমা সত্য প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের মধ্যে তাহারা সেই ভাবের কারণ ও নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই দর্শন করেন। আর সেই সকল ভাবকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তক ভগবানের মানসজাত মনু মহর্ষি ভাব দ্বারা নিয়মিত জানিয়া, তাঁহারা তাহার মধ্যে সেই ভগবানকে দর্শন করেন। এই দর্শনের ফলে তাঁহাদের ভাবাবেশ হয়, তাঁহারা ভগবানকেই সকলের প্রভব ও প্রবর্ত্তকরূপে জানিয়া ভগবান্‌কে জগতের পিতা মাতা প্রভৃতিরূপে ধারণা করিয়া, সেই ভাবে ভগবান্‌কে ভজনা করেন।

এই ভজনা ভক্তিযোগে ভজনা—প্রীতিপূর্ব্বক ভাবসমন্বিত ভজনা। এ ভজনার প্রণালী সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

(গীতা, ১০।৯)।

পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের শেষেও ভগবান্‌ এই ভজনা-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

(গীতা, ৯।৩৪)।

ভগবান্ গীতা শেষে গীতার্থ সমাহার পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"
(গীতা, ১৮।৬৫)।

এইরূপে ভগবান্‌কে প্রীতিপূর্ব্বক ভাবসমন্বিত ভজনা করিতে হইবে, তাঁহাতে সতত অভিযুক্ত থাকিতে হইবে। যিনি ভগবান্‌কে এই জড় জীবময় জগতের সর্ব্বরূপ কারণ ও সকলের প্রবর্ত্তকরূপে জানিয়াছেন, যিনি বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথগ্‌বিধ ভূতভাব ভগবান্ হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়— বুঝিয়াছেন; যিনি মহর্ষি ও মনুরূপ ভগবানের মানসজাত ভাব ও সেই ভাব দ্বারা আমাদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধক ধর্ম্ম-নিয়ন্তৃত্ব ব্যাপার জানিয়াছেন, ও এইরূপে যিনি ভগবানের এই বিভূতি ও যোগতত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনিই অবিকম্পিত ভাবে—স্থিরসিদ্ধান্ত হেতু অবিচলিত ভাবে, এই প্রকারে ভগবান্‌কে ভজনা করিতে পারেন।

এই জ্ঞানে স্থিত হইয়া অবিচলিত ভাবে ভগবানকে ভাবসমন্বিত ও প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনা করিলে যে ফল হয়, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন। সে তত্ত্ব এই—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" (গীতা,১০।১০-১১)।

যিনি এইরূপে ভগবান্‌কে ভজনা করিতে পারেন, ভগবান্ সেই ভক্ত সাধককে বুদ্ধিযোগ দান করেন। এই বুদ্ধিযোগ হেতু, তাঁহার সে ভজনায় অধ্যবসায় হয়—একনিষ্ঠতা হয়. এবং তাহার ফলে তিনি ভগবানে উপগত হন। পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে এই বুদ্ধিযোগ তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন,—

"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥" (গীতা, ২।৩৯)।

এই শ্লোকে দুইরূপ বুদ্ধি উক্ত হইয়াছে,—সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধি। বুদ্ধি একমুখী—একাগ্রা হইলে—তাহাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে। "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।" (গীতা, ২।৪১)। যখন নিষ্কাম—বা কর্ম্মফলে স্পৃহাশূন্য, আসক্তিহীন, সিদ্ধ্যসিদ্ধিতে সমজ্ঞান, ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তিহীন, রাগদ্বেষহীন—হইতে পারা যায়, তখন এই একমুখী ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত বা বিধৃত হয় (গীতা, ২।৪৪)। তখন বুদ্ধি সমাধিতে অচলা হয় (গীতা, ২।৫৩)। ইহাই বুদ্ধিযোগ। সাংখ্যজ্ঞানে নিশ্চল ভাবে স্থিত হইলে, ইহা সাংখ্যে বুদ্ধি, আর 'যোগে' স্থিত হইলে; ইহা যোগে বুদ্ধি। পূর্ব্বে প্রথম ষট্‌কে এই দুইরূপ বুদ্ধিযোগ উক্ত হইয়াছে। এক—সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানে অচল ভাবে বুদ্ধির স্থিতি, আর এক,—যোগে বা কর্ম্মযোগে অথবা ধ্যানযোগে অচল ভাবে বুদ্ধির স্থিতি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই দুই বুদ্ধি স্বরূপতঃ একই। উভয় হইতে একই ফল লাভ হয়,—একটিতে স্থিত হইলেই উভয়ের ফল প্রাপ্তি হয়। কর্ম্মযোগে বা যোগবুদ্ধিতে স্থিত হইলে, ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া, তাহাতে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়,—সাংখ্যে বুদ্ধি স্থির হয়। আর আত্মজ্ঞানে সর্ব্বাত্মভূত-আত্মজ্ঞানে স্থিত হইলেও প্রকৃত নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মযোগে সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়, যোগে বুদ্ধি স্থির হয়। অতএব প্রথম ষট্‌কে যে বুদ্ধিযোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে ও আত্মজ্ঞান সাধন কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এস্থলে যে বুদ্ধিযোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরে উপগত হইবার বুদ্ধি, তাহা ঈশ্বরে যোগবুদ্ধি,—অধ্যবসায়ের সহিত অচল একাগ্র ভাবে ভগবানে সমাহিত থাকিবার বুদ্ধি। তাহা উক্ত প্রথম ষট্‌কোক্ত সাংখ্য বা যোগ বুদ্ধি নহে। তাই এস্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন "দদামি বুদ্ধিযোগং তং

যেন মামুপযান্তি তে।” যে বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভগবানে উপগত হওয়া যায়, ইহা সেই বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভক্ত সাধক ভগবানে উপগত হন—তাঁহার শরণাপন্ন হন। ভগবান্ এই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন।

যখন সাধক এইরূপে বুদ্ধিযোগে ভগবান্‌কে অনন্যশরণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে অনুকম্পা করেন—কৃপা করেন। এই অনুকম্পাই Grace। এই অনুকম্পার তত্ত্ব আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ভগবানের যখন এই অনুকম্পা হয়, তখন ভগবান্ সেই ভক্ত সাধকের আত্মভাবস্থ হন, অর্থাৎ আত্মভাবে স্থিত হন। তখন ভগবান্ পরমাত্ম-স্বরূপে তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হন। তখন সাধক আপনার ‘আত্মাতে’ সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। তখন তিনি আত্মার আত্মা স্বরূপে পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন,—জীবনের জীবন ভগবান্‌কে হৃদয়ে দেখিতে পান। তখন সে সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনের (Spiritual Life বা Spiritual Consciousness এর) প্রকৃত অভিব্যক্তি হয়, এবং তাহার মধ্যে যে কেন্দ্রস্বরূপে বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত, তাহা তিনি দেখিতে পান। তখন তাঁহার জ্ঞানদীপ প্রদীপ্ত হয়, তাঁহার প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়। এই সংসারে ক্ষণিকবিজ্ঞানের প্রবাহ অতিক্রম করিয়া, তখন তিনি বিজ্ঞানঘন প্রজ্ঞানস্বরূপ পরম ব্রহ্ম ধামে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার অজ্ঞানজ তমঃ নষ্ট হয়। তিনি জ্ঞানের পরানিষ্ঠা প্রাপ্ত হন (গীতা ১৮।৫০)। তখন সে সাধক যেমন ভগবান্‌কে আত্মভাবস্থ দেখিতে পান, সেইরূপ বাহিরে—এ বিশ্বেও সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে আত্মভাবস্থ দেখিতে পান, সর্ব্বত্র তিনি ভগবানের আত্মবিভূতি দেখিতে পান। এই যে জগতে সর্ব্বভূত জন্মস্থিতিমৃত্যু রূপ প্রবাহের মধ্য দিয়া ক্রমে সেই ভগবৎ-নির্দ্দিষ্টমার্গে অগ্রসর হইতেছে, এই যে কালপরিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতগণ কালের প্রবাহ মধ্য দিয়া অনবরত

চলিয়া যাইতেছে, ইহার অন্তরে সেই নিত্য সনাতন দেশকালনিমিত্ত-অপরিচ্ছিন্ন সত্যকে, সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপে ক্রমে সে সাধক দেখিতে পান। তখন তিনি দেখিতে পান যে, সর্ব্বভূত এই কালের নিয়ত প্রবাহ মধ্য দিয়া, সেই নিত্য কালাতীত পরমধামের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে,—ভগবান্ উপযুক্ত সময়ে তাহাদের মধ্যে আত্মভাবে প্রকাশিত হইয়া, তাহাদিগকে সেই কালাতীত নিত্যধামে—সেই নিত্য শাশ্বত শান্তির রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। ভগবান্ যথাকালে তাহাদের আত্মভাবস্থ হইয়া, তাহাদের জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া, তাহাদের অনুকম্পা করিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতেছেন, তাহাদের মধ্যে আত্ম-ভাব, ঈশ্বর ভাব বা ব্রহ্মভাব অভিব্যক্ত করিয়া, তাহাদের জীবত্ব ঘুচাইয়া—ব্যক্তিত্ব ঘুচাইয়া আপনার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যখন সাধক ভগবান্‌কে আত্মভাবস্থ দেখিতে পান, তখন তাঁহার অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, এই পরম জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। তখন তিনি আপনাতে ও সর্ব্বভূতে সেই ভগবান্‌কেই দর্শন করেন, সকলের মধ্যে তিনি যে আত্মভাবে স্থিত, তাহা তিনি দেখিতে পান, এবং সর্ব্বত্র তাঁহার বিভব বা বিভূতি জানিতে পারেন এবং সর্ব্ব বিভূতিমধ্যে তাঁহাকেই দেখিতে পান,—সর্ব্বময় তাঁহাকেই দর্শন করেন। তখন তিনি দেখিতে পান বা অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করেন—"সোঽহং বা অহং ব্রহ্মাস্মি।" তখন তিনি দেখিতে পান—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," তখন তিনি অনুভব করেন 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'। তখন তাঁহার সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়,তখন তাঁহার সেই জ্ঞানে স্থিতি হয়, জ্ঞানের যাহা পরানিষ্ঠা তাহা প্রাপ্তি হয়। ভগবান্‌কে উক্তরূপে জানিয়া, তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করিলে, তবে ভগবানের অনুকম্পায় এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়,—তবে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইহাই গীতার সার উপদেশ। এবং অনেকের মতে গীতার এই দশম অধ্যায়ের অষ্টম হইতে একাদশ—এই

চারি শ্লোক, গীতার সার। ইহা গীতার সার হউক বা না হউক, ইহাই যে শ্রেষ্ঠ সাধন মার্গ, এবং এই মার্গে সাধক যে ভগবানের অনুকম্পা লাভ হেতু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া পরিণামে মুক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

অতএব যাঁহারা ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা করেন, তাঁহারা পরিশেষে পরমেশ্বরের অনুকম্পায় সবিজ্ঞান ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞানদীপ বিশেষ প্রদীপ্ত হয়, তাঁহাদের অজ্ঞানজ তমঃ দূর হইয়া যায়। ভক্তিযোগ সাধনার পরিণামে যে এই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়, তাহা গীতা শেষেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

(গীতা ১৮।৫৫)।

ভক্তি দ্বারা ভগবদনুকম্পা লাভ করিলে, তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরের অভিজ্ঞান লাভ হয়, আর সেই জ্ঞান সমুদায় অজ্ঞানজ তমঃ নাশ করে বলিয়া, তাহা হইতে পরমেশ্বরে প্রবেশ সিদ্ধ হয়, ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি হয়।

জ্ঞানের দ্বারা যে অজ্ঞান দূর হয়, এবং 'সেই পরম জ্ঞান' প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥"

(গীতা ৫।১৬,)

কিন্তু এ জ্ঞান যে ভগবানের অনুকম্পা হেতু—পরমেশ্বর আত্মভাবস্থ হন বলিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা সে স্থলে উক্ত হয় নাই। সে স্থলে সাংখ্য জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতিবিবিক্ত পুরুষের বা শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-অকর্ম্মস্বভাব আত্মার জ্ঞান মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যজ্ঞান বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান দূর হয়, বা এই অবি-

বেক দূর হয়, তাঁহাদের "তৎ পরং জ্ঞানং" আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয়। আমরা পূর্ব্বে এ শ্লোকের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে এই 'তৎ পরং' জ্ঞান 'আত্মজ্ঞান' ও তাহার পরিপাকে বেদান্ত-উপদিষ্ট তদাখ্য পরম অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মযোগী এই জ্ঞান লাভ করেন।

এস্থলে যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, যে জ্ঞান ভক্ত সাধক ঈশ্বরের অনুকম্পায় লাভ করেন,—ঈশ্বরকে আত্মভাবস্থ দর্শন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেন, তাহা সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান—তাহা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান।

এই জ্ঞানদীপ সুদীপ্ত হইলে, অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। যাহা জ্ঞান এবং তাহার বিপরীত যাহা অজ্ঞান, তাহা পরে (১৩।৭-১১ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। যে ভক্ত সাধক ঈশ্বরকে আত্মভাবস্থ রূপে অপরোক্ষ অনুভব করেন, তাঁহার অমানিত্ব অদম্ভিত্বাদি জ্ঞান সিদ্ধ হয় ও মানিত্ব দম্ভিত্বাদি অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। সেজন্য সেই জ্ঞানস্বরূপ—বিশেষতঃ ভগবানে অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ নির্ম্মলচিত্তে ভগবানের প্রকাশ হয়, সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত অধিগত হয়।

বিভূতি সম্বন্ধে অর্জ্জুনের প্রশ্ন।—ভগবান্—এইরূপে এ অধ্যায়ারম্ভে সংক্ষেপে আপনার তত্ত্ব, আপনার যোগ ও বিভূতিতত্ত্ব উপদেশ দিয়া—বলিয়াছেন যে, তাঁহার অজ অনাদি লোকমহেশ্বর ভাব, সর্ব্বভূতে তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত বুদ্ধি জ্ঞানাদি পৃথগ্‌বিধ ভাব এবং মহর্ষি ও মনুরূপ তাঁহার মানসজাত ভাব—তাঁহার এই যোগ ও বিভূতি যিনি জানিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হন, ভগবান্‌কে সকলের প্রভব ও সমুদায়ের প্রবর্ত্তক রূপে জানিয়া তাঁহাকে ভাবসমন্বিত হইয়া ভজনা করেন,—সতত অভিযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করেন, এবং সেই একান্ত ভজনা-ফলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে অনুকম্পা করেন, তাঁহাতে উপগত হইবার বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, এবং আত্ম-

ভাবস্থ হইয়া জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের অজ্ঞানজ তমঃ দুর করিয়া দেন।

ভগবানের যে পরমভাব—অজ অনাদি লোকমহেশ্বর ভাব, তাঁহার যে সর্ব্ব কারণ রূপ ও সকলের নিয়ন্তৃরূপ, তাহা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, ভগবান্ স্বয়ং আপনার স্বরূপ যে ভাবে বর্ণনা করিলেন,—ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ ও অসিত দেবল ব্যাস প্রভৃতি সকলে, তাঁহাকে এইরূপেই খ্যাপন করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবান্‌কে—

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥"

এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ দ্বারা অর্জ্জুনের পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র লাভ হইল। এ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ বিশেষ সাধনা-সাধ্য। যে সাধনা ভগবান্ যে ভাবে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন ইহা বুঝিয়া এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করেন নাই।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভব সুরগণ বা মহর্ষিগণ কেহই জানেন না। যিনি নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক নির্গুণ প্রপঞ্চাতীত—তিনি কিরূপে সবিশেষ সোপাধিক সগুণভাবে প্রপঞ্চের কারণ হন, তাহা কেহই জানে না। কিরূপে পরমব্রহ্ম পরমধাম শাশ্বত দিব্য পুরুষ অজ বিভু আদিদেব পরমেশ্বর—"ব্যক্তি"-ভাবাপন্ন হন বা ব্যক্ত হন, তাহা দেব দানব কেহ জানে না। পরমেশ্বরই তাঁহার সে অভিব্যক্তি-তত্ত্ব 'আত্ম'-জ্ঞানে জানেন। এ তত্ত্ব মনুষ্যের অবিজ্ঞেয়। এজন্য অর্জ্জুন, সে সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন করেন নাই। তাহা তিনি এস্থলে "সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। অর্জ্জুন কেবল বিস্তারিতভাবে ভগবানের বিভূতি ও যোগতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার অজ অনাদি লোক-মহেশ্বররূপ পরম ভাব, তাঁহা

হইতে প্রবর্ত্তিত ভূতগণের জ্ঞানাদি পৃথগ্‌বিধ ভাব ও মহর্ষি মনুরূপ তাঁহার মানসজাত ভাব—তাঁহার এই বিভূতি ও যোগ জানিতে পারিলে, অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হওয়া যায়,—ভগবান্‌ই সকলের প্রভব ও তাঁহা হইতে সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা জানিলে তাঁহাকে ভক্তিযোগে ভজনা করা যায়, এবং সেই ভক্ত সাধককে অনুকম্পা হেতু ভগবান্‌ তাঁহাদের বুদ্ধিযোগ দান করেন ও আত্মভাবস্থ হইয়া জ্ঞানদীপ জালিয়া তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দেন। এইজন্য, অর্থাৎ ভগবানের বিভূতি ও যোগ জানিয়া, ভগবানে যোগযুক্ত হইবার জন্য, অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে ভগবান্‌ তাঁহার যোগ ও বিভূতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত। এজন্য অর্জ্জুন বিস্তারিত ভাবে সেই যোগ ও বিভূতি তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"বক্তু মর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্‌ ময়া॥"

(গীতা, ১০।১৬-১৭)।

এই প্রশ্ন হইতে আমরা প্রথমতঃ জানিতে পারি যে, বিভূতি সকল ভগবানেরই দিব্য 'আত্মবিভূতি'। ভগবান্‌ও পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, এ সকল বিভূতি ও যোগ তাঁহারই। যাহা 'আমার', তাহা এক অর্থে 'আমা' হইতে ভিন্ন। সুতরাং যাহা ভগবানের—তাহা এই অর্থে ভগবান্‌ নহে। এজন্য এই বিভূতি ভগবানের হইলেও, তাহার কোনটিই ভগবানের স্বরূপ নহে। এই বিভূতি—ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি মাত্র। এই সকল বিভূতি ভগবানের আত্মারই বিভব, তাঁহারই ঐশ্বর্য্য। তাহারা দিব্য—দ্যোতনাত্মক—বা প্রকাশ রূপ। এই সকল বিভূতি ভগবানের

আত্ম-ভাবেরই প্রকাশরূপ। তাঁহার বিভূতি মধ্যে তিনি আত্মভাবে অবস্থিত ও বিশেষ অভিব্যক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, এই সকল বিভূতি দ্বারা ভগবান্ এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত। অর্জ্জুনও বলিতেছেন যে, ভগবান্, তাঁহার ব্যক্ত মূর্ত্তি বা বিভূতি দ্বারা এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত। অতএব এ বিশ্বই ভগবানের বিভূতি,—তাঁহার ব্যক্ত মূর্ত্তি, সকলই তাঁহার 'ভাব'।

কিন্তু এই বিরাট বিশ্বমূর্ত্তিতে ভগবানের ভাব 'অনন্ত', তাঁহার সহিত বিশ্বের এই যোগ—এই অনন্ত বিভূতি ভাবে সম্বন্ধ—আমরা জ্ঞানে পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি না। এজন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন্ তুমি যোগী—তোমার এইরূপে এ জগতের সহিত যোগ ও বিভূতি দিব্য অসাধারণ। তোমাকে সতত কি ভাবে চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমায় জানিতে পারিব? আর কোন্ কোন্ ভাবেই —অর্থাৎ কোন্ কোন্ ভাবের মধ্য দিয়াই বা আমি তোমাকে সদা চিন্তা করিব? এজন্য যে সকল বিভূতি দ্বারা ভগবান্ এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহা অর্জ্জুন অশেষে বা বিস্তারিত ভাবে জানিতে চাহিতেছেন, এবং সেই সকল বিভূতি মধ্যে যে যে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে চাহিতেছেন। অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥"

(গীতা, ১০।১৮)।

যে যে ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্ চিন্তনীয়, সেই যোগ ও বিভূতি বিশেষ ভাবে অর্জ্জুন জানিতে চাহিতেছেন। এই সকল বিভূতি ভাবের মধ্য দিয়াই ভগবান্ই চিন্তনীয় বা ধ্যেয় হন। যিনি ঈশ্বর ধ্যান করিতে চাহেন, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে আত্মরূপে দর্শন করিতে চাহেন,

তাঁহাকে এই সকল বিভূতি মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতি ভাব অবলম্বন করিয়া প্রথমে ভগবান্‌কে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে। 'ধ্যেয়' অবলম্বনেই ধ্যান সম্ভব। স্থূলধ্যান সিদ্ধি না হইলে, সূক্ষ্মধ্যান সম্ভব নহে। পরমব্রহ্ম 'সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্' (গীতা, ১৩।১৫), তাহা ধ্যেয় বা চিন্তনীয় হয় না। এজন্য বিভিন্ন বিভূতির মধ্য দিয়াই ভগবান্ চিন্তনীয় ও ধ্যেয় হন।

অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে ভগবান্ বলিলেন,—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥"

(গীতা, ১০।১৯)।

ভগবান্ সংক্ষেপে প্রাধান্যতঃ বিভূতি বর্ণনা করিয়া, শেষে আবার বলিয়াছেন,—

"নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া॥"

(গীতা, ১০।৪০)।

অতএব ভগবানের আত্মবিভূতি অনন্ত; সুতরাং সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে যাহা প্রধান তাহাই বর্ণনা সম্ভব। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, এই সকল বিভূতি তাঁহার দিব্য 'আত্মবিভূতি',। এই আত্ম-বিভূতির অর্থ এস্থলে পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। আত্ম-বিভূতি অর্থে আত্মারই অভিব্যক্ত ভাব,—তাহারই প্রকাশ রূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, এই সমুদায়ই আত্মা। "আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি।" (ছান্দোগ্য উপঃ ৭।২৫।২) "বিশ্বরূপ আত্মা" (কৌষিতকী উপঃ ৫।১৩।১)। যাহা তোমার প্রকৃত আত্মা—পরমাত্মা—তাহা সর্ব্বান্তর। "এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃহদারণ্যক, ৩।৪।১)। এই আত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য উপঃ, ২)।

আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই সৃষ্টি প্রসঙ্গে পরমব্রহ্ম

সগুণ ভাবে আত্ম স্বরূপ হন, এবং আত্মস্বরূপে আপনা হইতে এই জগৎ অভিব্যক্ত করেন। তিনি Absolute Self ভাবে—Absolute Reason স্বরূপে বহু Phenomenal Self হইয়া অভিব্যক্ত হন। আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, মায়া হেতু—অবিদ্যা হেতু আমাদের Self হইতে আর সব পৃথক বা Not-Self রূপে ভিন্ন হইলেও, মায়া-বিমুক্ত পরম জ্ঞানে এ ভেদ থাকে না। সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরে যোগযুক্ত হইলে, পরমেশ্বর তদীয় আত্মভাবস্থ হইলে, সর্ব্বত্র সাধকের সেই পরমাত্মদর্শন হয়। সাধক এই পরিচ্ছেদক গুণময়ী মায়া হইতে মুক্ত হন (৭।৫, ৭।১৪)।

আমরা শ্রুতি হইতে জানিয়াছি যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম ঈক্ষণ করেন 'আমি বহু হইব।' "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।" (বৃহদারণ্যক উপঃ, ৬।৬।১)। ব্রহ্ম—এই বহুর কল্পনা নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত করেন। এবং তাহা 'জীবভূত' করিয়া তাহাতে আত্মা রূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য···ইত্যাদি।" (বৃহদারণ্যক, ৬।৩।২)। অতএব এই যে ব্রহ্মের বহু হইবার কল্পনা হইতে এই বিশ্বের বিস্তার হইয়াছে, আত্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম দ্বারা সে সমুদায় বিধৃত। আত্মস্বরূপে ব্রহ্ম তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ" বলিয়া,তাহার সৎরূপে অভিব্যক্তি হইয়াছে। এ জন্য সাধারণ ভাবে ভগবান্ যে অনন্ত বিভূতি দ্বারা—এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহা তাঁহার দিব্য প্রকাশরূপ আত্মবিভূতি। এই আত্মবিভূতি সকলের মধ্যে যাহা যাহা প্রধান, তাহা এ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে।

বিভূতির বিবরণ।—ভগবান্ এই অধ্যায়ে, ২০শ শ্লোক হইতে ৩৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত এই বিংশতি শ্লোকে, যে সকল বিভূতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রেণীবিভাগ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথম সমষ্টি ভাবে—ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি। দ্বিতীয়তঃ ব্যষ্টিভাবে —কোন্ জাতির মধ্যে তাহার বিশেষ ব্যক্তিতে সামান্যের মধ্যে কোন্

বিশেষে—অভিব্যক্ত বিভূতি। যে সকল বিভূতি ব্যক্তিবিশেষরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই ত্রিলোকে—এই ভূর্ভুবঃ স্বঃ বা মর ও অমর লোকে, এই বিভূতির ব্যষ্টি ভাবে বিকাশ হেতু তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। ত্রিলোকে জীবে বা জড়ে, বা কোন বিশেষ সত্তায়, এই বিভূতির অভিব্যক্তি—আমরা ধারণা করিতে পারি। নিম্নে এই সকল বিভূতির তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রথম—সমষ্টিভাবে ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি,—

সর্ব্বভূতাশয়-স্থিত ... ... আত্মা।
সর্ব্বভূতের ... ... আদি মধ্য ও অন্ত।
(প্রভব উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ)
সর্ব্বভূতের ... ... বীজ।
সর্ব্বভূতে ... ... চেতনা।
সমুদায় সর্গের (সৃষ্টির) ... ... আদি মধ্য ও অন্ত।
বিশ্বের ... ... বিশ্বতোমুখ বিধাতা।
চরাচর সর্ব্বভূতের ... ... প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়—ব্যষ্টিভাবে ভগবানের আত্ম-বিভূতি।

(১) দেবাদি মধ্যে বিভূতি।

আদিত্যগণের ... ... বিষ্ণু।
রুদ্রগণের ... ... শঙ্কর।
বিশ্বদেবগণের ... ... ইন্দ্র (বাসব)।
মরুদ্‌গণের ... ... মরীচি।
বসুগণের ... ... অগ্নি।
যাদোগণের ... ... বরুণ।
পবনকারীদের ... ... পবন।
সংযমনকারিগণের ... ... যম।

পিতৃগণের ...	...	...	অর্য্যমা।
দিব্য নারীগণের ...	...	...	কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা।
দেবসেনানীগণের	...	...	স্কন্দ।
মহর্ষিগণের ...	...	...	ভৃগু।
দেবর্ষিগণের ...	...	...	নারদ।
গন্ধর্ব্বগণের ...	...	...	চিত্ররথ।
যক্ষরক্ষগণের ...	...	..	কুবের (ধনেশ)।

(২) জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে বিভূতি।

অংশুমান্‌দিগের...	...	...	রবি।
নক্ষত্রগণের ...	...	...	শশী।

(৩) মানবগণ মধ্যে বিভূতি।

সিদ্ধগণের ...	...	...	কপিল।
মুনিগণের ...	...	...	ব্যাস।
কবিগণের ...	...	...	উশনা (শুক্রাচার্য্য)।
পুরোহিতগণের ...	...	...	বৃহস্পতি।
দৈত্যগণের ...	...	...	প্রহ্লাদ।
শস্ত্রধারিগণের ...	...	...	রাম।
বৃষ্ণিবংশীয়গণের	...	...	বাসুদেব।
পাণ্ডবগণের ...	...	...	অর্জ্জুন।
নরগণের ...	...	...	নরাধিপ।

(৪) পশুগণ মধ্যে বিভূতি।

অশ্বগণের ...	...	...	উচ্চৈঃশ্রবাঃ।
গজেন্দ্রগণের ...	...	...	ঐরাবত।
সর্পগণের ...	...	...	বাসুকি।

নাগগণের	...	...	...	অনন্ত।
পক্ষিগণের	...	...	...	গরুড় (বৈনতেয়)।

(উচ্চৈঃশ্রবাঃ প্রভৃতি এই কয় বিভূতিও দেবলোকে অভিব্যক্ত)।

ধেনুগণের	...	...	...	কামধেনু।
মৃগগণের	...	...	...	মৃগেন্দ্র।
জলজন্তুগণের	...	...	...	মকর।

(৫) জড়বর্গ মধ্যে বিভূতি।

আয়ুধগণের	...	...	...	বজ্র (ইন্দ্রের অস্ত্র)।
শিখরিগণের	...	...	...	মেরু।
স্থাবরগণের	...	...	...	হিমাচল।
সরোবরগণের	...	...	...	সাগর।
স্রোতস্বতীগণের	...	...	...	জাহ্নবী।
বৃক্ষগণের	...	...	...	অশ্বত্থ।

(৬) ভূত-'ভাব' মধ্যে বিভূতি।

ইন্দ্রিয়গণের	...	...	...	মন।
জ্ঞানবানের	...	...	...	জ্ঞান।
যাজ্ঞিকদের	...	...	...	জপ-যজ্ঞ।
দমনকারীদের	...	...	...	দণ্ড।
জয়েচ্ছুগণের	...	...	...	নীতি।
গোপনকারিগণের		...	...	মৌন।
প্রজননকারীদের		...	...	কন্দর্প।
বঞ্চনাকারীর	...	...	...	দ্যূত।

(৭) কালরূপ বিভূতি।

সর্ব্বক্ষয়কারী কালের আধার	...	...	অক্ষয় কাল।
সর্ব্বকলনকারীদের	...	...	(খণ্ড) কাল।

সর্ব্বহরণকারীদের	...	...	মৃত্যু।
দ্বাদশমাসযুক্ত সম্বৎসরের	...	...	মার্গশীর্ষমাস।
ষড়্ঋতুযুক্ত সম্বৎসরের	...	...	বসন্ত ঋতু।

(৮) শব্দ-ব্রহ্মাত্মক বাক্যরূপ বিভূতি।

বেদগণের ...	...	...	সামবেদ।
সামবেদের ...	...	...	বৃহৎ সাম।
অক্ষরগণের ...	...	...	'অ'কার।
সর্ব্ব বাক্যের ...	...	...	একাক্ষর (ওঁ) (সর্ব্ববেদের—ওঁ)।
সর্ব্ব বিদ্যার ...	...	...	অধ্যাত্মবিদ্যা।
প্রবাদীদিগের ...	...	...	বাদ।
সমাসগণের ...	...	...	দ্বন্দ্ব।
সর্ব্বচ্ছন্দের ...	...	...	গায়ত্রী।

এই সকল বিভূতির মধ্যে সমষ্টি ভাবে—সর্ব্বভূত মধ্যে সাধারণ ভাবে, এবং এই সৃষ্টির মধ্যে সামান্য ভাবে যাহা অভিব্যক্ত, তাহা এস্থলে সংগ্রহ পূর্ব্বক উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিশ্বরূপ কার্য্য হইতে তাহার নিত্য অব্যয় সৎকারণ রূপে আমরা ভগবান্কে জানিতে ও চিন্তা করিতে পারি। নিত্য কারণেই কার্য্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্ত হয়, এবং সেই কারণেই তাহার লয় হয়। এই জন্য, এই যে কার্য্যাত্মক জগৎ—জন্ম স্থিতি ভঙ্গরূপ ভাব বিকারের অধীন,—ইহার যিনি নিত্য অব্যয় কারণ, যাঁহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়,—তিনি এ জগতের নিমিত্ত কারণ; আর তিনিই নিত্য ব্যাপক উপাদান কারণ-রূপে এ জগতের আদি মধ্য ও অন্ত। সেই কারণ রূপে তিনিই এই বিশ্বের সর্ব্বময় ধাতা নিয়ন্তা। অতএব এই কার্য্যাত্মক জগতের সর্ব্বপ্রকার কারণ-রূপে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর চিন্তনীয়।

এই কারণ-রূপই ভগবানের প্রধান বিভূতি,—ইহাই তাঁহার প্রভব অর্থাৎ সমুদায়ের প্রভব ও প্রবর্ত্তক রূপ। ইহা তাঁহার আদি অব্যয় ভূতমহেশ্বর ভাব—তাঁহার পরম ভাব। জ্ঞানী এই পরম ভাবে ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে পারেন।

ইহা ব্যতীত সর্ব্বভূত মধ্যে ও সাধারণ ভাবে ভগবানের বিভূতি দর্শন করা যায়। এই যে ভূতভাব বা জীবভাব—ইহা বিকারী ভাব। ইহার আদি মধ্য ও অন্ত আছে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতিপুরুষ-যোগে বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ যোগে এই ভূতভাবের উৎপত্তি হয়। এই ভূতভাব মধ্যে যাহা অবিকারী নিত্য, যাহা তাহার কারণ ও আধার, তাহাই সে সর্ব্বকারণের কারণ সেই ভগবান্। ভূতগণের তিনিই আদি মধ্য ও অন্ত। তাঁহা হইতে এই ভূতগণ জাত, জন্মের পর বিধৃত, ও তাঁহাতেই তাহারা লয়াকারে প্রবেশ করে। অতএব ভূতগণের এই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ রূপে পরমেশ্বর চিন্তনীয়। ইহাও তাঁহার প্রধান বিভূতি। সেই পরমেশ্বরের যে এই বিভিন্ন ভূত ভাবে অভিব্যক্তি, তাহাদের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-রূপে স্থিতি, তাহাদের যে তিনি প্রভব ও প্রবর্ত্তক—ইহা তাঁহার বিশেষ বিভূতি। আর এই নিয়ত বিকারী বা পরিবর্ত্তনশীল ভূতভাবের মধ্যে যাহা নিত্য অবিকারী অব্যয় আত্মভাব, তাহা ভগবানের বিশেষ ভাব, তাহা তাঁহার বিশেষ বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। সর্ব্ব ভূতের মধ্যে যাহা নিত্য অবিকারী আত্মা ও চেতনা—সর্ব্বভূতের যাহা বীজ যাহা হইতে এই ভূতভাবের বিকাশ হয়, যাহাতে এই ভূতভাব বিধৃত হয়, তাহা ভগবানের বিভূতি,—তাহা তাঁহার বিশেষ প্রকাশ বা ব্যক্তভাব, তাহা সর্ব্বভূতমধ্যে ভগবানের অভিব্যক্ত রূপ। অতএব সামান্য তৃণ হইতে ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত ত্রিলোকে যত জীব আছে, সকলের মধ্যে সমষ্টি ভাবে ও ব্যষ্টিভাবে, তাহাদের জন্ম স্থিতি নাশের অব্যয় কারণ রূপে, তাহাদের নিত্য আত্মারূপে, চেতনা রূপে ও বীজরূপে সেই ভগবান্‌ই চিন্তনীয়।

ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রভব বা বিভূতি। ওই যে অস্পৃশ্য কুক্কুর শূকর প্রভৃতি হেয় জীব, উহাদেরও অন্তরে ভগবান্ আত্মারূপে, জীবন বা প্রাণরূপে, চৈতন্যরূপে, বীজরূপে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিতে শিক্ষা করিতে হইবে। ইহা দেখিতে শিখিলে, কোন জীবকে হেয়, কোন জীবকে উপাদেয়—এ ভেদবুদ্ধি থাকে না। তখন প্রকৃত সমদর্শী পণ্ডিত হওয়া যায়।—

"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরকে আত্মস্বরূপে, বীজস্বরূপে, চেতনারূপে, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে দর্শন করিতে না পারিলে, এইরূপ সমদর্শী হওয়া যায় না,—প্রকৃত দ্রষ্টা হওয়া যায় না। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।

(গীতা, ১৩।২৬-২৮)

তখন সে জ্ঞানী সমদর্শী দেখিতে পায়—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (গীতা, ১৮।৬১)।

তখন সে সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা পরমেশ্বরকে আত্মা-রূপে—পুরুষরূপে, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়। সে সর্ব্বভূতে ভগবানের এই আত্মরূপ বিভূতি দর্শন করিয়া এবং আত্ম-উপমায় সর্ব্বত্র সমদর্শন করিয়া সর্ব্বাবস্থায় অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হয়, ঈশ্বরেই অবস্থান করে।—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥" (গীতা, ৬।৩২)।

সে যোগী যখন এই সমদর্শন লাভ করেন, ভগবানই সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা—ইহা দর্শন করেন, তখন তাঁহার যে অবস্থা হয়, তাহা পূর্ব্বে এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

(গীতা, ৬।২৯-৩১)।

অতএব ইহাই এক অর্থে ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি, তাঁহার পরম বিভব। ইহা হইতেই আমরা পরমেশ্বরের পরম ভাব জানিতে পারি, এবং এই সর্ব্বভূতস্থিত এক আত্মারূপ শ্রেষ্ঠ বিভূতি অবলম্বনে, তাঁহাকে অভেদ ভাবে চিন্তা ও ভজনা করিতে পারি, এবং সেই বিভূতি চিন্তা দ্বারা তাঁহার সহিত অবিকম্পিত ভাবে যোগযুক্ত হইতে পারি।

যেমন এইরূপে একত্বে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বভূতস্থিত ভগবান্ সর্ব্বথা চিন্তনীয়, সেইরূপ ব্যষ্টি ভাবেও ভগবানের বিভূতি আমাদের চিন্তনীয়। এক্ষণে ভগবানের এই বিভূতিতত্ত্ব ব্যষ্টিভাবে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ভগবান্ যে এই অধ্যায়ে তাঁহার প্রধান প্রধান বিভূতি বলিয়াছেন, তাহার কারণ অর্জ্জুনের প্রশ্ন। অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—বিভূতি ও যোগ "বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়"। অতএব পূর্ব্বেও এ বিভূতি ও যোগ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহা সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইবে। সপ্তম অধ্যায়ে, নবম অধ্যায়ে ও এই দশম অধ্যায়ের প্রথমে যে সকল বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দশম অধ্যায়ের প্রথমেই

ভগবান্ যে তাঁহার 'প্রভব' ও বিভূতি প্রধানতঃ বলিয়াছেন, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ সকলের প্রভব—তাঁহা হইতে সমুদায় প্রবর্ত্তিত, ভূতগণের পৃথগ্‌বিধ বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাব তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত; এবং মহর্ষি মনু প্রভৃতি তাঁহার মানস-জাত ভাবও তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত,—ইহাই সংক্ষেপে ভগবানের বিভূতি ও যোগ। ব্যষ্টি ভাবে কোন বিশেষ পদার্থে ভগবানের বিভূতি বুঝিতে হইলে, আমাদের এই কথা মনে রাখিতে হইবে। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, কোন জীব মধ্যে ভগবানের বিশেষ বিভূতি চিন্তা করিতে হইলে, তাহার মধ্যে এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি কোন না কোন ভাবের বিশেষ বিকাশ আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা এই অধ্যায়ারম্ভে আরও বলিয়াছি যে, যেখানে কোন জাতি বা সামান্য মধ্যে কোন ব্যক্তিতে বা বিশেষে সেই জাতির আদর্শ কল্পনার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহাই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এই কথা প্রধানতঃ মনে করিয়া আমাদের ব্যষ্টি ভাবে বিশেষ বস্তুতে বা পদার্থে ভগবানের বিভূতি চিন্তা করিতে হইবে। আমরা প্রত্যেক স্থলে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ব্যষ্টি বিভূতি মধ্যে যে সকল প্রধান বিভূতি উদ্দেশতঃ উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখিয়াছি। এই বিভূতি মধ্যে কতকগুলি দেবলোকে, কতকগুলি অন্তরীক্ষে জ্যোতির্লোকে, কতকগুলি মনুষ্যলোকে, কতকগুলি এ পৃথিবীতে পশুলোকে এবং কতকগুলি জড়মধ্যে অভিব্যক্ত। স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও মর্ত্ত্য লোক—এই ত্রিলোক লইয়াই এ সংসার (Phenomenal World)। এ সংসারতত্ত্ব পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই ত্রিলোক মধ্যে কতক আমাদের প্রত্যক্ষাবগম্য, আর কতক কেবল বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রদৃষ্টিতে অধিগম্য। যাহার কোন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—তাহা প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদি

দ্বারাও প্রকৃতরূপে অধিগম্য হয় না। অতএব স্বর্গলোকে যে বিভূতি এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র দ্বারাই আমাদের অধিগম্য। দেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষরক্ষগণ, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ—ইহাদের তত্ত্ব আমরা শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারি। সত্য বটে, দেবতাগণের এ জগতে একটা প্রকাশ রূপ—আধিভৌতিক রূপ আছে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর; কিন্তু তাহা দেবতাদের আধিদৈবিকরূপ নহে। দেবতাগণ "আত্মবিভূতি"—সেই সকল আধিভৌতিক ভাবের অন্তর্য্যামী, নিয়ন্তা—তাঁহাদের মধ্যে চেতন আত্মা। তাহাই পরমেশ্বরের অভিব্যক্ত 'অধিদৈবত পুরুষ' ভাব; কিন্তু সেই অধিভূত মধ্যে অধিদৈবত ভাব—আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে; তাহা বেদাদি শাস্ত্র হইতেই অধিগম্য হয়। ঐ যে সূর্য্য আমাদিগকে তাপালোক প্রদান করিতেছেন, উঁহাকে আমরা অধিভূত রূপেই প্রত্যক্ষ করি। আধুনিক বিজ্ঞান Science সূর্য্য সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা সকলই আধিভৌতিক। বিজ্ঞান আমাদের সে আধি-ভৌতিক জড়রূপ মধ্যে অধিদৈবতরূপ দেখাইয়া দিতে পারে না। শাস্ত্র তাহা আমাদের দেখাইয়া দেন। বিজ্ঞান দ্যুলোকে সূর্য্যকে অংশুমান্ রবিরূপে—শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক রূপে আমাদের দেখাইয়া দেয়,—সামান্য দৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখিতে পাই, বিশেষ দৃষ্টিতে বিজ্ঞান তাহাই বিশেষ ভাবে দেখাইয়া দেয় মাত্র। কিন্তু শাস্ত্র সেই সূর্য্যমধ্যে আদিত্য দেবতাগণকে দেখাইয়া দেন, সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় নারায়ণ বিষ্ণুকে দেখাইয়া দেন। ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি সকল দেবতা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। যাস্ক বলিয়াছেন যে, এই কার্য্যাত্মক জগতে—এ ত্রিলোকে যত কিছু কার্য্য আছে, তাহার নিয়ন্তা দেবরূপে এক আত্মাই অভিব্যক্ত। আত্মাই মহাভাগ বা মহা ঐশ্বর্য্যহেতু বিভিন্ন কার্য্যের নিয়ন্তা দেবরূপে অভিব্যক্ত হন; যে দেবতায় সেই পরমাত্মার মহা 'ভগ' বা শক্তিহেতু জগৎ-নিয়মনরূপ কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্ত্তকরূপে বিশেষ অভিব্যক্তি, তাহাই সুতরাং

ভগবানের আত্মবিভূতি। একএক শ্রেণীর কার্য্যসম্বন্ধে তাঁহার এক একজন নিয়ন্তা দেবতাত্মা আছেন—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। দেবতাদের মধ্যে গণদেবতা আছেন। রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ—এই রূপ গণদেবতা। সকল দেবতাই ভগবানের বিভূতি হইলেও, যে যে দেবতাতে, বা যে সকল 'গণ' দেবতার মধ্যে কোন বিশেষ দেবতাতে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ বা আবির্ভাব—বিশেষ কর্ম্মনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয়—তাহাই বিশেষভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

এইপ্রকারে আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণুরূপে, রুদ্রগণমধ্যে শঙ্কররূপে, বসুগণ মধ্যে অগ্নিরূপে, বিশ্বদেবগণ মধ্যে ইন্দ্ররূপে, মরুদ্গণ মধ্যে মরীচিরূপে, জলদেবতাগণ মধ্যে বরুণরূপে ভাগবান্ চিন্তনীয়। এই ভাবে আমাদের অপ্রত্যক্ষ অথচ শাস্ত্রদৃষ্টিতে অধিগম্য পিতৃগণ মধ্যে অর্য্যমারূপে, দিব্য নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি শ্রী প্রভৃতি রূপে, অসুর জয়কারী দেবগণের সেনানী মধ্যে স্কন্দরূপে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি। এইরূপে মহর্ষিগণ মধ্যে ভৃগুরূপে, দেবর্ষিগণ মধ্যে নারদরূপে, গন্ধর্ব্বগণ মধ্যে চিত্ররথরূপে ও যক্ষরক্ষগণ মধ্যে কুবের রূপে ভগবান্ চিন্তনীয়। এস্থলে যে ভগবান্ আপনাকে মহর্ষিগণ মধ্যে ভৃগু বলিয়াছেন, সেই মহর্ষির অর্থ পূর্ব্বে উক্ত তাঁহার মানস জাত ভাব—সপ্ত মহর্ষিগণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। সকল মহর্ষি বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ও চারি মহর্ষি ত ভগবানেরই মানসজাত ভাব। সুতরাং সকলেই ত তাঁহার বিভূতি। তবে ভৃগুকে সপ্তর্ষিগণ মধ্যে বিশেষ ভাবে কেন ভগবানের বিভূতি বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভৃগুতেই ভগবানের এই মানসজাত সপ্ত মহর্ষি ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এজন্য তাহা বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তা করিতে হইবে। অন্য দেববিভূতিও আমাদের এই ভাবে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ যাহা প্রধান বিভূতি তাহাই বলিতেছেন, ও এক এক শ্রেণীর দেবগণ প্রভৃতি মধ্যে যাহা

প্রধান, তাহাই ভগবান বিশেষ ভাবে তাঁহার বিভূতিরূপে চিন্তনীয় বলিয়াছেন।

এই ব্যষ্টি বিভূতি মধ্যে যাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভূতি, তাহা এস্থলে বিশেষ ভাবে বুঝিবার আবশ্যক নাই। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে রবি, আর নক্ষত্রগণ মধ্যে শশী—এই শ্রেণীর বিভূতি। রবিতে তেজ তাপ ও আলোকের বিশেষ বিকাশ, আর চন্দ্রে স্নিগ্ধ অলোকের বিশেষ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। তাই উহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

এই বিশেষ বিভূতি সকলের অন্তর্গত মানবগণ মধ্যে ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ আদর্শ অভিব্যক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। মানবগণের মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত ব্রাহ্মণ এবং সাত্ত্বিক-রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণই শ্রেষ্ঠ (গীতা ৯।৩৩)। এই ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে সামান্য ভাবে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। যথা—সিদ্ধগণ, মুনিগণ, কবিগণ ও পুরোহিতগণ। এই সিদ্ধগণ মধ্যে কপিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ, মুনিগণ মধ্যে ব্যাস প্রধান আদর্শ, কবিগণ মধ্যে শুক্রাচার্য্য প্রধান আদর্শ, আর পুরোহিতগণ মধ্যে বৃহস্পতি প্রধান আদর্শ। এই সমুদায় শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ ভগবানের বিভূতি রূপে আমাদের চিন্তনীয়। সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে সাধারণ ভাবে যিনি কোন বিশেষ সমাজের রাজা, তিনি ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তনীয়। আমাদের প্রাচীন সমাজের রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এজন্য রাজা সাধারণভাবে ক্ষত্রিয়গণের আদর্শ। আর বিশেষভাবে সেই রাজগণ মধ্যে অথবা বিশেষ ক্ষত্রিয় বংশমধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আমাদের পরম আদর্শের ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ বিভূতি—ভগবানের মনুষ্যকল্পনার আদর্শের অভিব্যক্তি। এই বিভূতি মধ্যে রাম, বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ উক্ত হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম আমাদের মধ্যে ভগবানের অবতাররূপে পূজিত। অর্জ্জুন বা প্রহ্লাদ আমাদের উপাস্য নহেন।

প্রহ্লাদ দৈত্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের আদর্শ ভক্ত চূড়ামণি ছিলেন। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় বীরের আদর্শ ছিলেন।

সে যাহা হউক, মানবগণের মধ্যে এই যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। এ বিভূতি যে কেবল মানবত্বের আদর্শকে লক্ষ্য করে—তাহা নহে। কেবল মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইলে, তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় হইত না। যে মানবদেহধারী মহাত্মাতে ভগবানের আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি হয়, তিনিই মানবগণ মধ্যে বিশেষভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। মানবের পরম আদর্শ—তাহার পরম গতি তাহার পরম ধাম—সেই সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্। সে আদর্শ কেবল মনুষ্যত্বের আদর্শ নহে, তাহা তাহার পরম পুরুষার্থ। আমাদের মধ্যে সেই পরম গতি পরমাশ্রয় ভগবানের ভাব যাঁহাতে যত অভিব্যক্ত, যাঁহাতে ভগবানের পরমভাবের অবতরণ যত লক্ষিত হয়, সেই পরিমাণে তিনি ভগবানের বিভূতিরূপে—এমন কি, সেই বিভূতির পূর্ণ বা আদর্শঅভিব্যক্তি স্থলে স্বয়ং ভগবান্ রূপে তিনি আমাদের চিন্তনীয়।

অতএব মানুষের মধ্যে ভগবানের যে বিভূতি চিন্তনীয়, তাহার বিশেষত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে। বৃষ্ণিবংশীয়দের বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে এবং শস্ত্রধারিগণের রামকে সাধারণভাবে বিভূতি বলা চলে না। শ্রীকৃষ্ণ কেবল বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে, অথবা রাম কেবল শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে, এবং সেজন্য ভগবানের বিভূতিরূপে সাধারণ ভাবে চিন্তনীয় হইলে—পরমেশ্বরের অবতার রূপে তাঁহারা পূজিত হইতেন না, এবং ভগবান্ যে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ ও অধর্ম্ম দমনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, তাঁহার সে অবতারতত্ত্ব গীতায় উল্লিখিত থাকিত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আমরা অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপের সত্য-শিব-সুন্দর ভাবের অলৌকিক বা দিব্য অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। রামেও আমরা সেই বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বা রাম

ভগবানেরই অবতার স্বরূপ—তাঁহার বিশেষ বিভূতি। এ তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

মানুষের মধ্যে অন্য যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহারও বিশেষত্ব আছে। কপিলের জ্ঞান, তাঁহার সিদ্ধি—অসাধারণ অলৌকিক বিরাট বিশাল। সে জন্মসিদ্ধ জ্ঞান—সেই ভূমা জ্ঞানস্বরূপকেই দেখাইয়া দেয়। সে জ্ঞান মানবের আদর্শ—সে জ্ঞান মুক্তির সেতু। তাই কপিলরূপ বিভূতিতে ভগবান্ই চিন্তনীয়। ব্যাসও সেইরূপ মুনি বা চিন্তাশীল মানবদের (Philosopher দের) পরম আদর্শ। তাঁহার জ্ঞান তাঁহার চিন্তাশক্তি তাঁহার মননশীলত্ব—বিরাট বিশাল। সমুদ্রের তুলনায় যেমন গোষ্পদ—ব্যাস বা কপিলের জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান ও চিন্তা সেইরূপ।

কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্যকে ভগবান্ আপনার বিভূতি বলিয়াছেন। কবিগণ ক্রান্তদর্শী—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। ভগবান্ই 'আদি কবি পুরাণ'। শুক্রাচার্য্যের কবিত্বের কথা আমরা জানি না, তাহা এখন লুপ্ত। আমরা বাল্মীকিকেই কবিগুরু ও আদি কবি বলিয়া জানি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে পারি না। এইরূপ পুরোহিত ভাবের বিশেষ বিকাশ, বৃহস্পতিতে, ভক্তভাবের বিশেষ বিকাশ প্রহ্লাদে, বীরত্বের বিশেষ অভিব্যক্তি ক্ষত্রিয় বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতি—তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত কোন বিশেষ ভাবের বিশেষ বিকাশ—আমরা ধারণা করিতে পারি।

মানবের মধ্যে যাহাকে জানিলে—যাহার মধ্যে বিরাট বিশাল কোন ভাবের অভিব্যক্তি দেখিলে—সেই অনন্ত সৎস্বরূপের চিন্তা আমাদের জ্ঞানে স্বতঃই উদিত হয়, যাঁহার বিরাট বিশাল জ্ঞান প্রভৃতি ভাব বা যাহার আশ্চর্য্য জ্ঞানবৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি বা সৌন্দর্য্যাদি ভোগবৃত্তি—সেই অনন্ত জ্ঞাতৃভোক্তৃ কর্ত্তৃস্বরূপের—সেই সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপের আভাস আমাদের অন্তরে জাগাইয়া দেয়, তাহাকেই মানবের মধ্যে ভগবানের

বিভূতিরূপে আমাদের চিন্তনীয়। এ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে পশুগণ মধ্যে ভগবান্ যে বিভূতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক এক জাতীয় পশু কল্পনার মধ্যে সেই জাতির কোন ব্যক্তিতে যে সেই কল্পনার অভিব্যক্তি আমাদের নিকট প্রকৃষ্ট আদর্শরূপে ধারণা হয়, তাহাই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। তাহার মধ্যে সেই জতি কল্পনার উপযোগিতা সৌন্দর্য্যের বিশেষ বিকাশ ও আমরা দেখিতে পাই,—এবং সেই আদর্শের মধ্যে দিয়া সেই অনন্ত শক্তিমান্ ভগবানের চিন্তা আমাদের অন্তরে স্বতঃ উদিত হইতে পারে।

এস্থলে পশুগণ মধ্যে অথবা মানবেতর জীব মধ্যে বিভূতির দৃষ্টান্ত অধিক নাই। অশ্বগণ মধ্যে দেব-অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, গজের মধ্যে দেবগজেন্দ্র ঐরাবত—যে জাতীয় আদর্শ তাহা দেবলোকে অভিব্যক্ত। শাস্ত্র জ্ঞানে তাহাদের কথা জানা যায় মাত্র। এইরূপ সর্পগণ মধ্যে বাসুকি, নাগগণ মধ্যে অনন্ত, বিভূতি মধ্যে উক্ত হইয়াছে। ইহারাও দেবলোকে অভিব্যক্ত বিভূতি। দেবলোকে যে আদর্শ দিব্য উরগগণ আছে (গীতা ১১।১৫) অনন্ত ও বাসুকি তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্ত বিভূতি। পক্ষীদের মধ্যে গরুড়ও সেইরূপ দিব্য বিভূতি। গরুড়—ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন। দেবলোকে অভিব্যক্ত বিভূতির কথা এস্থলে আর বুঝিবার আবশ্যক নাই। পশুগণ মধ্যে যে অন্য বিভূতি—ধেনুগণের কামধেনু, মৃগগণের মৃগেন্দ্র, ও জলজন্তুগণের মকর, তাহা এ মনুষ্যলোকেই অভিব্যক্ত। সে স্থলেও আমরা সেই সেই জাতি কল্পনার আদর্শ-অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

জড়বর্গের মধ্যে যে বিভূতি, তাহার দৃষ্টান্ত অধিক নাই। অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, শিখরিগণ মধ্যে মেরু, স্থাবরগণ মধ্যে হিমালয়, স্থির জলাশয়

মধ্যে সাগর, স্রোতস্বতী নদী মধ্যে গঙ্গা এবং বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্বত্থ মাত্র বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে। জড়ের মধ্যে ভগবান্ কিরূপে চিন্তনীয় হইতে পারেন?—তাহাতে আমরা ভগবানের বিভূতি কিরূপে দেখিব? ভূতগণ মধ্যে আত্মা চেতনা বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া আমরা ভগবানকে চিন্তা করিতে পারি—সেই সকল ভাবের বিশেষ বিকাশে আমরা তাহাদের 'প্রভব' ও প্রবর্ত্তক ভগবানকে দর্শন করিতে পারি। কিন্তু জড়ের মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে, যাহা বিশেষরূপে আমাদের অন্তরে ভগবদ্ভাব জাগাইয়া দিতে পারে? জড়ের মধ্যে যে সত্তা আছে, তাহার মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই না। পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে যে জড়জীবাত্মক সকল সত্তার—সকল মূর্ত্তির অভিব্যক্তি (গীতা, ১৩।২৬), তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যদি কোন জড়ে সৌন্দর্য্যের বিশালত্বের বিরাটত্বের অভিব্যক্তি এবং অনন্তের ভাব আমরা দেখিতে পাই, তবে তাহা আমাদের অন্তরে—পরমেশ্বরের সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের প্রকাশ—সেই সত্য শিবসুন্দরের ভাব, সেই the Good, the True, the Beautiful এর ভাব জাগাইয়া তোলে, the Sublime, the Grand এবং the Infinite ভাবের এর মধ্যে দিয়া সেই অনন্ত মহান্ বিরাট সত্যশিব সুন্দরের ভাব আমাদের প্রাণে অভিব্যক্ত করে। কখন বিরাট্ ভয়াবহ বস্তুর মধ্য দিয়া সেই ভয়ানকের the Terrible এর ভাব আমাদের জ্ঞানে জাগাইয়া দেয়। বজ্রের উৎকট আলোক ও সর্ব্বভেদী নিনাদ এবং সর্ব্ব ধ্বংসকরী শক্তির মধ্যে আমরা তাই ' রুদ্রমন্যু" দেখিতে পাই। তাই আমরা বলি—

"ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

(তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৮।১)।

তাই বজ্র সর্ব্বসংহারক অস্ত্র মধ্যে ভগবানের এই ভীষণ বিভূতি—

আমরা ধারণা করিতে পারি। সেইরূপ জলাশয় মধ্যে সাগর, ও পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় ও শিখরি-মধ্যে মেরু—তাহাদের বিরাটত্বের বিশালত্বের ও মহাসৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া সেই অনন্ত মহান্ ভূমা সৌন্দর্য্যের উৎস ভগবান্‌কে দেখাইয়া দেয়,—আমাদের প্রাণে সেই বিরাট বিশাল অনন্তের ভাব জাগাইয়া তোলে।

জড়ের মধ্যে জাহ্নবীকে এবং অশ্বত্থ বৃক্ষকে অথবা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বিভূতিরূপে আমাদের জানিতে হইবে। গঙ্গা—সর্ব্ব নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ এবং অশ্বত্থ—সর্ব্ববৃক্ষ মধ্যে এইরূপ শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ বলিয়া যে তাহাদিগকে বিভূতিরূপে বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যেও সেই সত্য শিব-সুন্দরের ভাব আমরা অনুভব করিতে পারি। অশ্বত্থ মধ্যে আমরা আরও নিত্যত্বের অমরত্বের ভাব দেখিতে পাই। সে ভাব সেই নিত্য অব্যয় স্বরূপকে ইঙ্গিত করে। আর জাহ্নবী আমাদের পাপ ধৌত করেন বলিয়া—সেই 'পরম পবিত্র'কে আমাদের দেখাইয়া দেন। ইহাদের মধ্যে যে ভগবান্ আত্মস্বরূপে কোন বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি। এইরূপে জড়ের মধ্যেও আমরা ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

এইরূপে কোন বিশেষ মানব, পশু, এমন কি, জড় ও ভগবানে বিভূতিরূপে চিন্তনীয় হইতে পারেন। তাহাদের মধ্যে ভগবানের এই অভিব্যক্তি—সেই অনন্ত স্বরূপের ছায়া আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ জ্ঞান অনুসারে বিভিন্ন ভাবে অনুভব করিতে পারি। আমরা ভগবানের পরম স্বরূপ জানিলে, তাহাই ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তা করিতে পারি। সে জ্ঞান লাভ না হইলে, আমরা সেই সকল বিভূতির মধ্যে কোন না কোন বিভূতিকে আমাদের উপাস্য জ্ঞানে পূজা করি। এজন্য বিভিন্ন মানব-সমাজে বিভিন্ন রূপে জড়োপাসনা (Fetish worship) পশুর উপাসনা (Totem &c worship) এবং মানব বিশেষের উপাসনা (Hero

propet or incarnation worship) প্রবর্ত্তিত আছে। বিভূতিরূপে ইহাদের চিন্তা করিতে শিখিলে, আমরা তাহাদের মধ্য দিয়া আমরা সেই ভগবান্‌কে পরম ভাবে উপাসনা করিতে পারি। যাহা হউক, সে কথা এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

এই প্রকার দেব মনুষ্যাদি লোকে জীবমধ্যে ও জড়মধ্যে যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত অন্যরূপ বিভূতিও বিবৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম—ভূতভাব মধ্যে বিশেষ অভিব্যক্ত বিভূতি। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি জ্ঞান অসংমোহ প্রভৃতি পৃথগ্‌বিধ ভূতভাব তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত। বুদ্ধি (বৃত্তি জ্ঞান) মন অহঙ্কার প্রভৃতি 'ক্ষেত্রে' বা শরীরে অভিব্যক্ত, তাহা অষ্টধা অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানবানের জ্ঞান, ও ইন্দ্রিয়গণের মন ভগবানের বিভূতিরূপে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, কারণ ভূতগণের পৃথগ্‌বিধ ভাব মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতীত সাত্ত্বিক বুদ্ধি বা জ্ঞান-প্রসূত এবং সাধারণ ভাবে মানবের প্রকৃতিজ প্রধান কয়েকটি ভাবও বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে। মানুষ স্বর্গাদি কামনায় বা নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিচালিত হইয়া বিভিন্ন যজ্ঞ করে, তাহাদের অন্তর্গত জপযজ্ঞ ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। সমাজের নেতা শ্রেষ্ঠ মানবগণ সমাজের রক্ষার্থ ও সমাজ-শাসনার্থ যে সাধারণ জনগণকে দমন করিয়া রাখে—তাহাদের সে দণ্ড প্রবৃত্তি ও শক্তি—ভগবানের বিভূতি। এই দণ্ডের ভাব ভগবান্ হইতে প্রবর্ত্তিত না থাকিলে সমাজ থাকিত না। এই সমাজ রক্ষার্থ ধর্ম্মযুদ্ধের প্রয়োজন, যুদ্ধ-জয়ের প্রয়োজন। এই যুদ্ধের ইচ্ছা ও যুদ্ধ-জয়ের ইচ্ছা ভগবান্ হইতে প্রবর্ত্তিত ভাব। জয়েচ্ছুর বুদ্ধিতে যে জয়ের কৌশল বা নীতি অভিব্যক্ত হয়—তাহা ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাব, এজন্য তাহা ভগবানের বিভূতি। এই জয়েচ্ছুগণের এবং অন্যেরও প্রয়োজন মত মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন হয়, সেই

গোপনের প্রধান ভাব মৌন। এই প্রাধান্য হেতু তাহাও ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়।

জাতি রক্ষার্থ—জীবপ্রবাহ রক্ষার্থ (Preservation of the species) জীবগণ মধ্যে ভগবান্ হইতে যে ভাবের প্রবৃত্তি হয়, তাহার মধ্যে কাম বা পুংস্ত্রীসঙ্গ প্রবৃত্তিই প্রধান ও প্রথম। এজন্য তাহাও ভগবানের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ভাব রূপে—ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তনীয়।

এইরূপে যে যে বিশেষ ভূতভাবের মধ্যে ভগবানের বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাবের আদর্শ দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। তামসিক ভাবের অথবা রাজস-তামস ভাবের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে উক্ত হইয়াছে। নীচ প্রকৃতিযুক্ত মানববুদ্ধির যে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক পরস্বাপহণ প্রবৃত্তি, তাহার মধ্যে প্রধান 'দূত' মাত্র এস্থলে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ এ অধ্যায়ারম্ভে বলিয়াছেন, বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের পৃথগ্‌বিধ ভাব তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত। পূর্ব্বেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥"

(গীতা, ৭।১২)।

অতএব সাত্ত্বিক ভাবের ন্যায় রাজসিক ও তামসিক ভাবও তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত। সুতরাং এই রাজস-তামস বুদ্ধির 'প্রবঞ্চনা বৃত্তির' প্রধান ভাব যে দূত, তাহাও ভগবান্ হইতে প্রবর্ত্তিত। ভগবান্ বলিয়াছেন, এই সকল সাত্ত্বিকাদি ভাব তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত হইলেও, তিনি তাহাতে স্থিত নহেন। অতএব এই সকল ভাবের মধ্যে যাহা প্রধান, তাহাদের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রবর্ত্তক সেই ভগবান্‌কেই চিন্তা করিতে হইবে। পূর্ব্বে আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিভিন্ন বা পৃথগ্‌বিধ ভূতভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্ কিরূপে চিন্তনীয়, তাহা এস্থলে আর বুঝিবার আবশ্যক নাই।

এই সকল বিভূতি ব্যতীত, আরও দুই শ্রেণীর বিভূতি ভগবান্ উল্লেখ করিয়াছেন। এক—কাল-সম্বন্ধে বিভূতি, আর এক—শব্দ বা বাক্ সম্বন্ধে বিভূতি। ভগবান্ স্বয়ং 'কালস্বরূপ'। তিনি বলিয়াছেন "কালোঽস্মি"। সেই কাল দুইরূপ ও এক অনাদি, অনন্ত অক্ষয় কাল। তাহা ভগবানের স্বরূপ। এজন্ত তাহা বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতি। এই অক্ষয় কালরূপে তিনি বিশ্বের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা। সেই নিত্য অক্ষয় কাল গর্ভে—খণ্ড কালের অধীন হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় এবং নিয়ত পরিণামের লীলা সাধিত হইতেছে। এই যে নিয়ত পরিবর্ত্তন—বিবর্ত্তন বা পরিণাম,—যে পরিণাম সেই অক্ষয় কাল বা কালাতীত পরমেশ্বর অভিমুখে বিশ্বভূতগণকে ক্রমশঃ লইয়া যাইতেছে—যে পরিণাম সেই অক্ষয় কাল হইতে অভিব্যক্ত,—সে আধারে, বিবৃত খণ্ড কাল দ্বারা সাধিত হইতেছে—সেই কলনকারী কালও ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। সর্ব্বহর মৃত্যু-ইহারই অন্তর্গত। এই খণ্ডকাল কলাকাষ্ঠা দণ্ড দিন মাস ঋতু বৎসর প্রভৃতিদ্বারা পরিমিত হয়, এই পরিমাপক কালের মূল চন্দ্র ও সূর্য্যগতি হইতে অনুমিত দিবা মাস ও বৎসর। মাস ও ঋতু বৎসরের পরিমাপক। সেই পরিমাপক মাস ও ঋতু মধ্যে যাহা নানা কারণে প্রধান। তাহা বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। অতএব সর্ব্বপ্রকার কালই ভগবানের বিভূতি। তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত কাল বিশেষ ভাবে ও বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। এই কালস্বরূপে ভগবানের বিশ্বরূপ পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

এই কাল ব্যতীত শব্দ বা বাক্ ভগবানের বিশেষ বিভূতিরূপে চিন্তনীয় আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই বিশ্ব—শব্দ হইতেই অভিব্যক্ত, শব্দ দ্বারা বিবৃত। সৃষ্টির অগ্রে সৃষ্টির সম্বন্ধে ব্রহ্ম শব্দব্রহ্মরূপে অভিব্যক্ত হন, শব্দ বা নাম দ্বারা তিনি বহু হইবার কল্পনা ব্যাকৃত করেন। এই শব্দ বাক্‌রূপে অভিব্যক্ত। সর্ব্ববাকের মূল ওঁ। বাক্যের যাহা

মূলরূপ, তাহা অক্ষর। সেই সকল অক্ষরের মূল ও আদি অকার। এই শব্দ ব্রহ্ম হইতে বেদের অভিব্যক্তি—তাই বেদকে ব্রহ্ম বলে। সেই বেদের মধ্যে সামবেদ শ্রেষ্ঠ, আর সামবেদ মধ্যে বৃহৎ সাম শ্রেষ্ঠ। অতএব বিশেষ ভাবে আমরা ওঙ্কারে অকারে, বেদশাস্ত্রে প্রধানতঃ সামবেদে—আমরা ভগবানের বিভূতি ধারণা করিতে পারি। এই শব্দ ও অক্ষর হইতে অর্থযুক্ত বাক্য ও ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই ভাষাই সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার মূল। ভাষার মধ্যে ছন্দোযুক্ত বাক্য প্রধান। সেই ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী প্রধান। ভাষার মধ্যে যে সমাসের প্রয়োগ হয়, সেই সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস প্রধান। ভাষার সাহায্যে যে বাদী বিবাদিগণ তর্কযুক্তি করেন তাহার মধ্যে 'বাদ' প্রধান। এইরূপে বাক্ হইতে অভিব্যক্ত ভাষার মধ্যে বিশেষ স্থলে ভগবানের বিভূতি—তাঁহার শব্দরূপের বিশেষ অভিব্যক্তি আমরা ধারণা করিতে পারি। আর এই বাক্ হইতে যে বিভিন্ন বিদ্যার অভিব্যক্তি হয়—ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব হইতে যে বেদাদি বিদ্যার অভিব্যক্তি হয়, তাহার মধ্যে যাহা পরাবিদ্যা—অধ্যাত্মবিদ্যা, তাহা দ্বারা অক্ষর অধিগম্য হয় বলিয়া—তাহা বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। এইরূপে শব্দ বা বাক্ মধ্যে আমরা ভগবানের বিভূতি—তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি ধারণা করি।

বিভূতি-তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য—আমরা এস্থলে এই বিভূতিতত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিলাম। ইহার কারণ এই যে, এই বিভূতিতত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ্য। বিভূতি কি ভাবে চিন্তনীয়, কি ভাবে বিভূতি চিন্তা করিলে তাহা দ্বারা সেই ভগবানকেই চিন্তা করা হয়, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। যাহাতে এই বিভূতি তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, এবং সেই বিভূতি চিন্তা করিতে করিতে তাহার মধ্যে দিয়া ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য আমরা নানা স্থানে নানা ভাবে সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ পূর্ব্বক এই বিভূতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সকল দুর্ব্বোধ্য

তত্ত্ব বার বার আলোচনা না করিলে বোধগম্য হয় না। সেজন্য আমরা পুনঃ পুনঃ এই বিভূতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। তথাপি যে এই বিভূতি তত্ত্ব উপযুক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে, ইহা বলিতে পারি না। অর্জ্জুন, ভগবান্‌কে তাঁহার এই বিভূতিতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—

"ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।"

আমরাও বলি যে এই বিভূতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তৃপ্তি হয় না।

সে যাহাহউক, এস্থলে এই বিভূতি সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বুঝিতে হইবে। বিভূতিরূপে ভগবান্ উপাস্য কি না, এস্থলে এ প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এই সকল বিভূতির মধ্যে শঙ্কর বিষ্ণু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি—যাঁহারা আমাদের উপাস্য, তাঁহারা উক্ত হইয়াছেন। অন্যদিকে সাধারণ প্রাণীর এমন কি জড়ের মধ্যেও বিভূতি উক্ত হইয়াছে। দ্যুত প্রভৃতিও বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে। অথচ ইহারা উপাস্য হইতে পারে না, এবং কখন উপাস্য রূপে শাস্ত্রে গৃহীত হন নাই। সুতরাং বিভূতি সকল উপাস্য কি না—এ প্রশ্ন নিরর্থক নহে। ইহা ব্যতীত বিশেষ বিভূতি ও সমষ্টি ভাবে বিশ্বরূপ বিভূতি —মায়িক কি না, এ প্রশ্ন হইতে পারে। পরে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কি পরমেশ্বরের বিভূতি?—ইহা ব্যতীত আরও এক কথা আমাদের বুঝিতে হইবে। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে আপনার তত্ত্ব—আপনার বিভূতি উপদেশ দিবার কালে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বিভূতি বলিলেন কিরূপে? এ তত্ত্বও আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবান্ যখন 'আমাকে জান' বলিয়া উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি যে পরমেশ্বর ভাবেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, ইহা পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে আমরা বুঝিতে

অতএব এই সকল বিভূতির মধ্যে যে যে বিভূতি উপাস্য, যে যে বিভূতি দ্বারা ভগবান্ ভজনীয়, তাহারা স্বতন্ত্র। সকল বিভূতি দ্বারা ভগবান্ চিন্তনীয় হইতে পারেন, কিন্তু উপাস্য হন না। আর যে যে বিভূতি অবলম্বনে ভগবান্ উপাস্য হন, সে উপাসনারও ভেদ আছে। বিভূতি অবলম্বনে জ্ঞানীর উপাসনা ও অজ্ঞানীর উপাসনা মধ্যে ভেদ আছে।

বিভূতি ভগবানের ব্যক্ত ভাব। জ্ঞানীর সে ভাব উপাস্য নহে। জ্ঞানী কোন ব্যক্তরূপ অবলম্বনে ভগবানের পরম ভাবই উপাসনা করেন। ভগবানের পরম স্বরূপ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত—তিনি পরম পুরুষ বা উত্তম পুরুষ। তাঁহার যে পরম ভাব—তাহা অব্যয় অনুত্তম। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥" (গীতা ৭।২৪)।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

(গীতা, ৯।১১)।

অতএব ভগবানের এই যে মানুষী-তনু-আশ্রিত—এই যে ব্যক্তি-আপন্ন ভাব—যাহা বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্জ্জুনের প্রত্যক্ষ হইতেছিল, তাহা ভগবানের পরম ভাব নহে,—তাহা তাঁহার অব্যক্ত, অনুত্তম, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বরূপ 'বাসুদেব সর্ব্ব'-ভাব অথবা বিশ্বাতীত ভাব নহে। এই বাসুদেব ভাব—তাঁহার ব্যক্তি-আপন্ন মানুষী-তনু-আশ্রিত ভাব মাত্র।

এজন্য বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ—পরমেশ্বরের বিভূতি—তাঁহার অবতীর্ণ রূপ—তাঁহার নিজ প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আত্ম-মায়া দ্বারা অভিব্যক্ত রূপ মাত্র। যখন অজ অব্যয়াত্মা সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, এইরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি আত্মমায়া দ্বারা 'সীমাবদ্ধ' হন।

মায়ার অর্থ যে পরিচ্ছেদকারক শক্তি (Limitation), তাহাই যে মায়ার মৌলিক অর্থ—ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহা আর বিশেষ ভাবে উল্লেখের আবশ্যক নাই। পরে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে, সমষ্টি বিশ্বরূপে ও ব্যষ্টি বিভূতি ভাবে শ্রীভগবানের যে এই আত্মমায়া দ্বারা অভিব্যক্ত ভাব, তাহা বুঝিবার জন্য এই মায়াতত্ত্ব আমাদের পুনরালোচনা করিতে হইবে। সে যাহা হউক, আত্মমায়া দ্বারা, এই যে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভগবানের মানুষী দেহে অবতরণ—আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাহা হইতে ক্ষেত্র বা শরীর গ্রহণ করিয়া আবির্ভাব, তাহা ভগবানের বিশেষ বিভূতি বলিতে হইবে। ভগবান্ যখন আপনাকে আপনার পরমেশ্বর ভাবে যোগযুক্ত করিয়া গীতার উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি এক অর্থে আপনাকে সেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ভাবে, ভূমা ভাবে-'সর্ব্ব'-রূপে আপনাকে দেখিতেছেন,—তখন তাঁহার নিকট সে শ্রীকৃষ্ণরূপ আপনার অংশ বা বিশেষ অভিব্যক্ত বিভূতি মাত্র হইয়া যাইতেছে। আমাদের মধ্যেও যদি কোন জ্ঞানযোগী আপনাকে পরমাত্ম-ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন,—তখন তিনি আপনার দেহবদ্ধ দেহী রূপ হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া, ভূমা সর্ব্বাত্মা রূপে আপনাকে অনুভব করেন। ঋষি বামদেবের ন্যায় তখন তিনি বলিতে পারেন যে,—ঐ যে ব্যক্তি আমি—ইহা আমার আত্মারই এক বিভূতি। অতএব যখন আমরাই সাধনা বলে সিদ্ধ হইয়া, আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'গণ্ডী,—আমাদের (Individuality) অতিক্রম করিয়া, সর্ব্ব-'আমি' রূপে—এক বিরাট বিশ্বব্যাপী 'আমি' রূপে (Absolute Self বা Person রূপে) আপনাকে স্থাপন করিয়া,—সর্ব্ব 'আমি'কে আমার অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া, সেই দৃষ্টিতে আমাদের সেই ক্ষুদ্র 'আমি'টাকে আপনার সেই বিরাট 'আমি'র বিভূতিরূপে দেখিতে পারি,—তখন

ভগবান্ আপনার স্বরূপে—পরম ভাবে যোগযুক্ত থাকিয়া, আপনার মানুষী-তনু-আশ্রিত বসুদেব-পুত্র রূপকে যে আপনার বিভূতি মাত্র বলিয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ভগবান্ আপনাকে পরমেশ্বর-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যখন সর্ব্বত্র আপনার আত্মবিভূতি অর্জ্জুনকে দর্শন করাইতেছেন, তখন তাঁহার মানুষী-তনু-আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণরূপকে যে আপনার বিভূতি বলিবেন, তাহা আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু অংশ রূপে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা যেন জন্মিয়াছেন—এইরূপে মায়া-বলে লোকের প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণকে এক স্থলে নারায়ণের অংশাবতার—বা কেশ মাত্র বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, ভগবান্ আপনার শ্রীকৃষ্ণ রূপকে আপনার বিভূতিমাত্র বলিয়াছেন—আপনার পরম স্বরূপ বলেন নাই। তিনি সে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া, সেই অবতীর্ণ বিগ্রহ মূর্ত্তিকে আপনার বিভূতি মাত্র বলিয়াছেন।

বিভূতি কি উপাস্য ?—ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার এই শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মূর্ত্তির মধ্যেই আপনার বিরাট বিশ্বরূপ—ও মহাকাল রূপ দেখাইয়াছেন। অর্জ্জুন ভগবৎ-প্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সে রূপ দেখিয়াছিলেন। অতএব সাধারণ ভাবে বাসুদেব-বিগ্রহ-মূর্ত্তি বিভূতিরূপে চিন্তনীয় হইলেও বিশেষ ভাবে তিনিই ভক্তের ভজনীয় ও উপাস্য হন। কারণ ভক্ত সাধক যখন ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিয়া দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হন, ভগবান্ যখন তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান-দীপ দ্বারা তদীয় অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দেন, তখন তিনি সেই ভগবানের বাসুদেব-রূপ বিভূতিতেই তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতে পান — তাঁহার বিশ্বাতীত স্বরূপও জানিতে পারেন,—তাঁহার সে পরম অজ লোক-মহেশ্বর ভাবও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

অতএব শ্রীভগবান্ বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বিভূতি বলিলেও, সেই রূপে ভক্তের নিকট তিনি উপাস্য হন। তিনি ভক্তের পরম দেবতা। ভগবানের বিভূতি মধ্যে আদিত্যগণের বিষ্ণু, রুদ্রগণের শঙ্কর, শস্ত্রধারিগণের রাম প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলিতে পারি। ইহাঁরা আমাদের উপাস্য। শ্রীকৃষ্ণ ও রাম ভগবানের অবতার রূপে আমাদের উপাস্য। আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ প্রভৃতি দেবগণ, বৈদিক যুগে আমাদের যে উপাস্য ছিলেন; তাহা বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি। জ্ঞানিগণ জ্ঞানযজ্ঞে এই দেবতাগণকে বিশ্বতোমুখ ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের অভিব্যক্ত রূপ বা বিভূতি জ্ঞানে উপাসনা করিতেন, তাঁহাদের ঋক্ মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতেন, তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন। এইরূপে বৈদিক যুগে দেবতাগণের মধ্যে যে ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, প্রধানতঃ আমাদের উপাস্য ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে পৌরাণিক যুগে, বিষ্ণু, শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ বিশেষ ভাবে উপাস্য ছিলেন। এই উপাসনা-ভেদ অনুসারে বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় বিভিন্ন-ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গীতায় শক্তি উপাসনার কোন উল্লেখ নাই। শাক্ত-সম্প্রদায়ের কথা গীতা হইতে পাওয়া যায় না। সে শক্তি ভগবানের পরা মায়াখ্যা শক্তি, ভগবান্ হইতে তাহা পৃথক্‌ভাবে চিন্তনীয় নহে। সে শক্তি কখন ভগবানের বিভূতি নহে— ভগবানেরই স্বরূপ। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। এজন্য শক্তি বিভূতিরূপে উক্ত হয় নাই। কেবল সেই পরাশক্তির বিভিন্ন রূপ যে নারীগণ, তাঁহাদের মধ্যে কীর্ত্তি শ্রী বাক্ প্রভৃতি বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছেন মাত্র।

এইরূপে শাস্ত্র হইতে আমরা যে সকল দেবতার উপাসনার কথা জানিতে পারি, সে সকলই যে পরমেশ্বরের বিভূতি, তাহা আমরা গীতা হইতে বুঝিতে পারি। শাস্ত্র হইতে আপাত দৃষ্টিতে এই সকল উপাস্য দেবতা পৃথক বলিয়া অনুমিত হয়। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে বহু দেববাদ

স্থাপিত হইয়াছে, ইহা অনেকে ধারণা করেন। কিন্তু যে দেবতা যাঁহাদের উপাস্য, তাঁহারা সেই দেবতাকে পরম দেবতা পরমেশ্বর রূপে অন্য দেবতা হইতে সাধারণতঃ ভিন্ন ভাবে ধারণা ও উপাসনা করেন। গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সকল দেবতা পরমেশ্বরেরই আত্মবিভূতি —তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্ত রূপ মাত্র। সুতরাং সে দেবতা অবলম্বনে সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই উপাস্য। যাঁহারা এই সকল দেবতাকে পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ ভাবিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অল্প জ্ঞানী ; তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরকেই উপাসনা করেন (গীতা, ৯।২৩)। তাঁহারা অজ্ঞান হেতু অল্প ফল লাভ করেন (গীতা ৭।২০-২৩)। তাঁহারা পরম অব্যক্ত ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করেন (গীতা ৭।২৪)। আর যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ঐ সকল দেবতা অবলম্বনে, সেই ব্রহ্মকেই উপাসনা করেন (গীতা, ৯।১৫)।

শ্রেষ্ঠ বিভূতি উপাস্য—সে যাহা হউক, এই সকল বিভূতি মধ্যে কোন্ কোন্ বিভূতি উপাস্য, তাহা সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইলে, আরও অনেক কথা বুঝিতে হয়। গীতায় কোথাও, এসকল বিভূতির মধ্যে কোন বিভূতি উপাস্য কি না, তাহার উল্লেখ নাই। গীতায় কেবল বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানিবার কথা ভগবান্ বলিয়াছেন এবং এই বিভূতি ও যোগ জানিলে, ভগবানে অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হওয়া যায়, তাহাও ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন (গীতা, ১০।৭)। এই বিভূতি ও যোগ জানিলে ভগবানে অবিকম্পিত যোগে যে যুক্ত হওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, এই বিভূতিজ্ঞান সমষ্টিভাবে লাভ হইলে জানা যায় যে, ভগবান্ই সকলের প্রভব ও প্রবর্ত্তক। অতএব এই বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানিলে, ভগবানের এই পরম স্বরূপ –তাঁহার সর্ব্বকারণত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব জানা যায়। আর এই জ্ঞানলাভ হইলে—ভগবানের বিভূতির মধ্য দিয়াই তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হওয়া যায়, এবং তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভাবসহ-

কারে ভজনা করা যায়। এইরূপে এই সকল বিভূতির জ্ঞানলাভ করিয়া, বিভূতির মধ্য দিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করিলে, ভগবৎ-প্রসাদে সবিজ্ঞান পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়,—অজ্ঞান দূর হইয়া যায়।

অতএব গীতা অনুসারে, পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরের বিভূতিতত্ত্বজ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। অর্জ্জুন এই বিভূতিতত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্যই ভগবানের নিকট তাঁহার সমগ্র বিভূতি-তত্ত্ব বার বার শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অর্জ্জুন আরও বলিয়াছেন—

"কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥"

(গীতা, ১০।১৭)।

অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন হইতে জানা যায় যে, বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে,—ভগবান্‌কে সদা পরিচিন্তা করিতে হয়। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার পরম অব্যক্ত অচিন্ত্যভাবে চিন্তনীয় বা ধ্যেয় নহেন। বিভিন্ন ব্যক্তভাবেই তিনি ধ্যেয়। তাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,— কোন্ কোন্ ভাবে বা ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্ চিন্তনীয় হন? যে যে ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি। এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন। এই বিভূতিরূপ ভাব দ্বারাই ভগবান্ চিন্তনীয়। অতএব যে কোন বিভূতিতে ভগবান্ চিন্তনীয় হইতে পারেন, সাধারণ ভাবে আমরা ইহা বলিতে পারি। অবশ্য কোন বিশেষ বিভূতিতে ভগবান্ বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় হন। সেই বিশেষ বিভূতিতে ভগবান্‌কে সতত চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার পরম স্বরূপ—তাঁহার সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ভাব আমাদের জ্ঞানে সহজে প্রকাশিত হয়। যে সকল বিভূতি দ্বারা ইহা সাধ্য হয়, তাহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি। এজন্য অন্য বিভূতি ইহাদের তুলনায় নিকৃষ্ট। কিন্তু এই অন্য বিভূতি চিন্তা দ্বারা ভগবানের স্বরূপ সেরূপ সহজে অধিগত না হওয়ায়,

তাহাদের নিকৃষ্ট বলিলেও, সে বিভূতি সকলেও যে ভগবান্ চিন্তনীয় হইতে পারেন, তাহা অবশ্য বুঝিতে হইবে।

আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ রাম, বিষ্ণু প্রভৃতির ন্যায় স্থাবর হিমালয়াদি এমন কি হেয় দ্যূতও ভগবানের বিভূতি এবং সেই বিভূতির মধ্য দিয়া ভগবান্ই চিন্তনীয় হইতে পারেন। কিন্তু যে বিভূতি ভাবে পরমেশ্বর চিন্তনীয়, তাহাই পরমেশ্বর ভাবে উপাস্য হইতে পারে না। কেবল চিন্তা বা ধ্যান উপাসনা নহে। সেই চিন্তার মধ্যে যদি ভাব প্রীতি অনুরক্তি থাকে, যদি প্রাণ আপনাকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, আপনার সর্ব্বস্ব তাহাতে ঢালিয়া দিতে পারে,—তবে তাহাই 'উপাসনা।' নতুবা কেবল ধ্যেয়রূপে আপনার সম্মুখে কোন বিভূতিকে ধরিয়া রাখিলে বা সর্ব্বদা আপনাকে তাহার সম্মুখীন রাখিলে, উপাসনা হয় না। উপাসনার মূল চিন্তা নহে,—উপাসনার মূল ভাব। কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি তাহার অঙ্গমাত্র। অতএব যাহা উপাস্য তাহা চিন্তনীয় হইলেও, যাহা চিন্তনীয়, তাহাই উপাস্য নহে। যে বিভূতি-ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহাতেই যে ভগবান্ উপাস্য, এরূপ নহে। বিভূতি সকলের মধ্যে, সেই ভগবান্ই চিন্তনীয় ও উপাস্য। স্বতন্ত্রভাবে কোন বিভূতি চিন্তনীয় ও উপাস্য হইতে পারে না। বিভূতিতে সাধারণ ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয় হইলেও, ভগবান্ উপাস্য হন না। যে বিভূতি চিন্তা বা ধ্যান করিতে করিতে, ভগবানের পরম ভাব আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, সেই ভগবৎ-জ্ঞানলাভের সহায়রূপে সেই বিভূতিই ধ্যেয় ও উপাস্য হইতে পারেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে 'রাজা' ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তনীয় হইলেও অথবা 'দ্যূত' ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় হইলেও,—সেখানে ভগবানের এরূপ প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই না, যে তাহাতে ভগবান্ উপাস্য হইতে পারেন। যে বিভূতিতে ভগবদ্-ভাব যত অধিক অভিব্যক্ত, ততই তাহাতে ভগবান্ উপাস্য

হয়েন। যে বিভূতিতে ভগবান্ এইরূপ বিশেষ অভিব্যক্ত বলিয়া তাহা সেই ভগবান্‌কেই প্রকাশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিভূতি। কেবল তাহাই সাধকের উপাস্য হইতে পারে।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, যখন কোন বিশেষ বিভূতিতে ভগবান্‌কে চিন্তা বা ধ্যান করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে সেই বিভূতি সম্বন্ধে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া, তাহার স্থলে কেবল ভগবৎ-জ্ঞানই প্রকাশিত হয়, তখন সেই বিভূতিতে ভগবান্‌ই উপাস্য হন, তখন সেই বিভূতিতে ভগবান্‌ই আমাদের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপে শ্রেষ্ঠবিভূতি অবলম্বনে যেমন ভগবচ্চিন্তা-ভগবদুপাসনা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ 'প্রতীক' অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনাও সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে নানারূপ প্রতীক অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। পুরাণে ও তন্ত্রে নানারূপে—'যন্ত্রে' বা মূর্ত্তিতে সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। সে স্থলে সেই যন্ত্র বা মূর্ত্তির উপাসনা উপদিষ্ট হয় নাই,—সেই যন্ত্রে বা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের বা চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তির উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা যেমন মূর্ত্তি পূজা নহে, সেইরূপ বিভূতি অবলম্বনে, সেই আধারে বা অধিকরণে অভিব্যক্ত ভগবানের ভাবচিন্তা এবং উপাসনাও সেই বিভূতির উপাসনা নহে। শ্রেষ্ঠ বিভূতিতে ভগবান্‌ই পরম স্বরূপে উপাস্য।

যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে কোন বিভূতি অবলম্বনে চিন্তা ও উপাসনা করেন, তাঁহারা হয়ত প্রথমে সেই বিভূতিকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করেন বটে, কিন্তু সেই প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনা দ্বারা ক্রমে ভগবদনুকম্পায় তাঁহাদের অজ্ঞান দূর হইয়া যায়—জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহারা সেই বিভূতি বা মূর্ত্তি মধ্যে ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপ বিশ্বকারণ ও বিশ্বনিয়ন্তা রূপ এবং তাঁহার বিশ্বাতীত পরমরূপ দেখিতে পান, তিনি তখন সেই বিভূতিতে পূর্ণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, সেই

ভাবেই ভাবিত হন। অর্জ্জুন ভগবানের বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ রূপ বিভূতিতেই ভগবানের পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্র পরম অব্যয় শাশ্বত দিব্য আদিদেব অজ বিশ্বরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপ এবং এ বিশ্বে নানারূপে অভিব্যক্ত তাঁহার বিভূতি দেখিয়াছিলেন। অন্য ভক্তও যে সাধনা সিদ্ধ হইয়া, তাঁহার উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মূর্ত্তিতে, ভগবানের অনুকম্পা হেতু জ্ঞানলাভ করিয়া, তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপ—তাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যরূপ দেখিয়া তাঁহাকেই পূর্ণব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। শঙ্কর রাম প্রভৃতি যে কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতির উপাসক, এইরূপে তাঁহার আরাধ্য দেবতা ভগবানের অনুকম্পায় সেই বিভূতিতেই ভগবানের এই পূর্ণরূপ দেখিতে পান। অতএব যে সকল বিভূতি অবলম্বনে ভগবান্‌কে চিন্তা ও উপাসনা করিলে—এই পরম ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত লব্ধ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিভূতি। যাহাতে সে জ্ঞান-লাভ না হয়, তাহা অশ্রেষ্ঠ—অপরা বিভূতি। যে বিভূতি চিন্তা করিলে, সেই বিভূতিতে জড়বুদ্ধি বা প্রাণিবুদ্ধি, আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, সুতরাং সে বিভূতি চিন্তায় তাহাতে প্রতিষ্ঠিত ভগবচ্চিন্তা সিদ্ধ হয় না, তাহা অপরা বিভূতি। এজন্য অপরা অশ্রেষ্ঠ বিভূতি উপাস্য নহে।

উপাস্য শ্রেষ্ঠ বিভূতিতেও যতক্ষণ আমাদের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি থাকে, যতক্ষণ তাহার মধ্য দিয়া ভগবানের পরম ভাব আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত না হয়, যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ রাম প্রভৃতিতে 'মানুষ' বুদ্ধি থাকে—তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের অভিব্যক্ত পরম স্বরূপ প্রতিভাত না হয়, ততক্ষণ সে বিভূতিতে ভগবান্ আমাদের প্রকৃত উপাস্য হন না। তাঁহার উপাসনায় আমাদের ভগবানে পরা ভক্তি লাভ হয় না, বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। যখন সে জ্ঞান লাভ হয়, তখন সে বিভূতির বিভূতিত্ব ঘুচিয়া গিয়া তাহাতে পরমব্রহ্ম জ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাণ্ডিল্য সূত্রে বিভূতিতত্ত্ব—শাণ্ডিল্য তাঁহার ভক্তিসূত্রে গীতোক্ত

এই বিভূতিতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। ভক্তিসূত্রে এই বিভূতি সম্বন্ধে ছয়টি সূত্র আছে। তাহার মধ্যে প্রথম সূত্র এই,—

"প্রাণিত্বাৎ ন বিভূতিষু।" (২।১।৫০)

অর্থাৎ ভগবান্ গীতায় বহুবিধ প্রাণীকে আপনার বিভূতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই সকল বিভূতি—তিনিই। সুতরাং, নরগণ মধ্যে তিনিই নরাধিপ, জলজন্তুগণ মধ্যে তিনি মকর—ইত্যাদি স্থলে বিভূতি-গণের ভগবৎ স্বরূপত্ব কথিত হইয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে, রাজাদি বিভূতিকে ভক্তি বা উপাসনা দ্বারা কি মোক্ষ-লাভ হয়? ইহার উত্তর এই যে, তাহা হয় না। কেন না—এ সকল বিভূতি প্রাণী। জীবোপাধি-অনবচ্ছিন্ন ঈশ্বরে পরাভক্তিই মুক্তির কারণ, প্রাণ্যাদি জীবোপাধি বিশিষ্ট কোন বিভূতির উপাসনা ও ভক্তি বা অনুরক্তি—মোক্ষফল দিতে পারে না। ভক্তিসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—

"দ্যূতরাজসেবায়াং প্রতিষেধাৎ চ।" (২।১।৫১)

রাজা যেরূপ বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে, দ্যূতকেও সেই প্রকার বিভূতি বলা হইয়াছে। রাজসেবা ও দ্যূতসেবা শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই সকল বিভূতি উপাস্য নহে। পরমেশ্বরে ভক্তি ব্যতীত কোন বিভূতিকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না।

কিন্তু ভগবান্ বাসুদেবও বিভূতি মধ্যে উক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনা করিলে কি মুক্তি হয় না?

এ সম্বন্ধে শাণ্ডিল্যসূত্রে আছে,—

"বাসুদেবেঽপীতি চেৎ ন, আকারমাত্রত্বাৎ।" (২।১।৫২)।

অর্থাৎ বাসুদেব ব্রহ্মরূপেই উপাস্য। কেন না বাসুদেব পরব্রহ্মেরই আকার মাত্র। তিনি নরাকারে অবতীর্ণ পরমেশ্বর। তাঁহার উপাসনা শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমব্রহ্মরূপে উপাস্য, তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়—

"প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ।" (২।১।৫৩)

নারায়ণোপনিষদ্, অথর্ব্বশির উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রে বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে উপাস্য, এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে এই প্রত্যভিজ্ঞান হয় যে, বাসুদেবই পরমব্রহ্ম।

তবে বাসুদেব গীতায় বিভূতিরূপে কীর্ত্তিত হইলেন কেন? ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে,—

"বৃষ্ণিষু শ্রৈষ্ঠেন তৎ।" (২।১।৫৪)

অর্থাৎ তাঁহার বিভূতি কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ"—ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্য প্রসিদ্ধ স্থলেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"এবং প্রসিদ্ধেষু চ।" (২।১।৫৫)।

রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর ইত্যাদি বিভূতি স্থলে, এই বিভূতিতে পরমাত্ম-দৃষ্টি বুঝিতে হইবে। শস্ত্রভৃদ্‌গণের মধ্যে রামকেও এই ভাবে বুঝিতে হইবে। অতএব বাসুদেব, বিষ্ণু, রুদ্র রাম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিভূতি। আত্মদৃষ্টিতে তাহা ভজনীয় ও সে ভজনা মুক্তিপ্রদ।

সে যাহা হউক, গীতা হইতে জানা যায় যে এই অধ্যায়ে উক্ত সমুদায় বিভূতি ভাবেই ভগবান্ চিন্তনীয়। আমরা বলিয়াছি যে, সর্ব্বত্র এইরূপে ভগবানের বিভূতি ভাবনা করিলে, 'বাসুদেব সমুদায়' বা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভগবান্ এই সকল বিভূতির মধ্যে কোন বিভূতিকে শ্রেষ্ঠ বলেন নাই, এবং কোন বিশেষ বিভূতি ভাবে যে তিনি ভজনীয়, তাহাও এস্থলে উক্ত হয় নাই। ঈশ্বরের পরম অজ অব্যয় লোকমহেশ্বর ভাব জানিয়া, সেই ভাবেই তাঁহাকে জ্ঞানিগণ ভজনা করেন, এবং কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতি অবলম্বনে তাঁহাকেই চিন্তা করেন, ইহাই গীতায় উক্ত হইয়াছে। সেই ভজনা সিদ্ধিতেই পরাভক্তি লাভ হয়।

অতএব ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয় কি না, অথবা এই

অধ্যায়োক্ত অন্য শ্রেষ্ঠ বিভূতি ভজনীয় কি না, এস্থলে সে বিচারের আর প্রয়োজন নাই। আমরা এস্থলে এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, স্বরূপতঃ অব্যক্ত পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে—বা কোন বিশেষ বিভূতিকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করে—সে অবোধ।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।" (গীতা, ৭।২৪)।

এই যে বিভূতি সকল, ইঁহারা সেই পরম সনাতন অব্যক্ত পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত—বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত ভাব। সুতরাং কোন বিশেষ বিভূতিকে সমগ্র পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা ও উপাসনা,—জ্ঞানীর ভজনা বা উপাসনা নহে, তাহা বলিয়াছি। কোন বিভূতি শ্রেষ্ঠ হইলেও, যে তাহাকে পূর্ণ পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা ও উপাসনা করিতে হইবে, তাহা গীতায় কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। প্রত্যেক বিভূতিই পরমেশ্বরকে পরম স্বরূপে চিন্তা ও ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনাই জ্ঞানীর উপাসনা। আমরা এ তত্ত্ব পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিভূতি জ্ঞানের ফল—কোন বিভূতি যে পূর্ণ পরমেশ্বর নহে, স্বরূপতঃ তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত, তাঁহার অংশ মাত্র, তাহা ভগবান্ এই অধ্যায়ের শেষে আভাস দিয়াছেন। ভগবান্ স্বকীয় অনন্ত দিব্য আত্ম-বিভূতির মধ্যে তাহাদের উদ্দেশে কতকগুলি প্রধান বিভূতি মাত্র বিবৃত করিয়া, এ অধ্যায়ের উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥"

(গীতা, ১০।৪১)।

অতএব যাহা যাহা বিভূতিমৎ তাহা তাহা সেই ভগবানের তেজোঽংশ-সম্ভূত বুঝিতে হইবে। ভগবানের যাহা তেজ—যাহা তাঁহার পরম প্রকাশ শক্তি—প্রভব শক্তি,—বিভূতিমান্ পদার্থ সকল সেই তেজের অংশ হইতে উদ্ভূত। এই মায়াখ্যা পরাশক্তি দ্বারাই পরমেশ্বরের 'বহু হইব' কল্পনা

নামরূপ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, এবং পরমেশ্বর তাহাতে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের ধারণ করেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই তেজ বা ভগবানের পরাশক্তি—তাঁহার 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা' শক্তি দ্বারাই সেই সেই পদার্থ সকলের মধ্যে—ভগবানের সে কল্পনায় প্রকৃষ্ট আদর্শের বিকাশ হয়। যাহাতে সেই আদর্শের বিকাশ হয়, তাহাই বিভূতিমান্। এই বিভূতিমান পদার্থেই প্রধানতঃ সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপের—সত্য শিবসুন্দর স্বরূপের—সত্ত্বা শ্রী বা সৌন্দর্য্য ও বল বা স্ফূর্ত্তির অভিব্যক্তি হয়। এজন্য সেই সেই সত্ত্বাতে আমরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের—শিবময় মঙ্গলময়ের সৌন্দর্য্যময়ের—সত্যশিবসুন্দররূপের অভিব্যক্তি দেখিয়া সেই সত্যশিবসুন্দরের ভাব—তাঁহারই চিন্তা আমাদের উদয় হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কোন বিভূতিমান্ পদার্থেই সেই ভগবানের পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয় না। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বিভূতি মাত্রই তাঁহার তেজোঽংশ-সম্ভূত। শুধু তাহাই নহে। এ কৃৎস্ন জগৎ—এ বিশ্বরূপ ভগবানের একাংশ মাত্র।

এই জড়জীবময় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ভগবানের বিরাট বিভূতি সমষ্টি ভাবে তাহাই বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। ব্যষ্টিভাবে যে সকল বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহা সমুদয় এ বিরাট বিশ্বরূপ বিভূতিরই অন্তর্গত। অতএব যদি সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের অংশ কল্পনা করা যায়, তবে এই সকল ব্যষ্টি বিভূতি অংশের অংশ—অতি ক্ষুদ্র অংশ অর্থাৎ তাহা তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে না। কোন সান্ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সে অনন্তের অংশ হইলেও এবং পূর্ণ অনন্তস্বরূপের পরিচায়ক হইলেও, সেই পূর্ণ অনন্ত স্বরূপ নহে। যে জ্ঞানী ভগবানের পরম ভাব জানিয়াছেন, তিনি সেই জন্য কোন বিভূতির উপাসনা করেন না—বিভূতি অবলম্বনে সেই ভূমা একেরই উপাসনা করেন।

সে যাহা হউক, এই সকল বিভূতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বিভূতি, তাহা অব-

লম্বনে, আমরা যদি ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে বা সদা ধ্যান করিতে পারি, তবে ভগবৎপ্রসাদে আমাদের সেই বিভূতি চিন্তার মধ্য দিয়া ভূমা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমেশ্বরতত্ত্ব—বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারিব।

আমরা আবার বলি যে, যখন আমরা এইরূপে কোন বিভূতি ভাবে ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে করিতে তাহার মধ্যে পরমাত্মা পরমেশ্বরকে বা পরমব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারিব, যখন এই সব বিভূতি মধ্যে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' জ্ঞান লাভ করিতে পারিব, যখন এই সকল বিভূতির মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতির মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের সেই পরম অজ অব্যয় অনুত্তম লোকমহেশ্বর ভাব ধ্যান করিতে পারিব, যখন সেই বিভূতির মধ্যে সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিব,—তখন সেই বিভূতিতে ভগবচ্চিন্তা আমাদের সার্থক হইবে। তখন সেই বিভূতি অবলম্বনে পরমেশ্বর পরম ভাবে আমাদের ধ্যেয় ও উপাস্য হইবেন। তখন সেই ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা তাঁহাকেই প্রীতি পূর্ব্বক ভাবসমন্বিত ভজনা করিতে পারিব, এবং পরাভক্তি লাভ করিয়া বুদ্ধিযোগে তাঁহাতেই সমাহিত হইতে পারিব। তখন ভগবৎপ্রসাদে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইবে, তখন সবিজ্ঞান সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব, জ্ঞান আমাদের অধিগত হইবে। ইহাই বিভূতি জ্ঞানের সার্থকতা।

অনেক সাধক ভগবানের কোন না কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতির ধ্যান ও উপাসনা করিয়া পরিশেষে সিদ্ধ হইয়াছেন। শাস্ত্রে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতি অবলম্বনে ভগবান্‌কে ভজনা ও উপাসনা নিরর্থক নহে।

একাদশ অধ্যায়।



বিশ্বরূপ দর্শন।



"বিভূতেবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥
দেবৈরপি সুদুর্দ্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥"



অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১

অর্জ্জুন—

মোরে অনুগ্রহ তরে কহিলা যে তুমি
অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত গুহ্য পরম বচন,—
তাহে মম মোহ এই হইল দূরিত॥ ১

১। অর্জ্জুন কহিলেন—পূর্ব্বে ভগবান্ আত্ম-বিভূতি বর্ণনা করিয়াছেন, ও সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আমিই একাংশে সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছি।' এই ভগবদ্-বাক্য শ্রবণ করিয়া, জগদাত্মরূপ আদ্য ঐশ্বর্য্য দেখিতে ইচ্ছা করিয়া, অর্জ্জুন বলিলেন (শঙ্কর)।

পরমাত্মার সোপাধিক ও নিরুপাধিক 'চিৎ-রূপ যে ভাবে ধ্যেয় ও জ্ঞেয়—যে যে ভাব দ্বারা ভগবান্‌কে অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সোপাধিক ঐশ্বররূপ—অশেষ জগদাত্মক—তাহা বিশ্বরূপ। ইহা পূর্ব্ব অধ্যায় শেষে অবতারণা করা হইয়াছে। এই অশেষ প্রপঞ্চাত্মক অখিল জগৎকারণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বৈশ্বর্য্যবৎ রূপের কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার সাক্ষাৎকার জন্য অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন (গিরি)।

দশম অধ্যায়ে মন্দবুদ্ধিগণের মনঃশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষসিদ্ধ্যর্থ ভগবান্ স্বকীয় বিশেষ বিভূতি সকল উপাসনার জন্য বর্ণনা করিয়াছেন। এবং যাহারা অমন্দবুদ্ধি তাহাদের উপাস্যরূপে বিশ্বাত্মক সোপাধিক ঐশ্বর স্বরূপ, "আমি একাংশে জগদ্‌ব্যাপ্ত হইয়া স্থিত" এই বাক্য দ্বারা, ভগবান্ সূচনা করিয়াছেন। ইদানীং অর্জ্জুনের প্রার্থনায়, এই বিশ্বরূপ—এই মায়া-বিলাস-বিজৃম্ভিত স্বীয় অত্যদ্ভুতরূপ দেখাইবার জন্য, এবং সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া প্রকাশ করিবার জন্য, এবং কেবল ভক্ত ব্যতীত অন্যের দ্বারা সেরূপ সাক্ষাৎকার অতি দুর্লভ—তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, এই একাদশ অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। এই অধ্যায়ারম্ভে সর্ব্বজগৎকারণ সর্ব্বাত্মক সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন স্বরূপ যে উপাস্য ইহা বুঝিয়া, সেইরূপ সাক্ষাৎকারের অভিলাষী হইয়া অর্জ্জুন ভগবান্‌কে এই প্রশ্ন করিতেছেন (শঙ্করানন্দ)।

দশম অধ্যায়ে ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য ভগবান্ স্ববিভূতি বলিয়াছেন, এবং শেষে একাংশে তিনি জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, ইহাও বলিয়াছেন। এই বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরীয় রূপ দর্শনার্থ অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন (কেশব)।

পূর্ব্বাধ্যায়ে—'আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি,' এই বাক্য দ্বারা যে পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ ভাবান্তরে

উক্ত হইয়াছে, তাহার অনুমোদন করিয়া, সেই বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষে অর্জ্জুন বলিতেছেন (স্বামী)।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বিভূতি বর্ণনার উপক্রমে, 'আমি আত্মরূপে সর্ব্বভূতান্তঃকরণে অবস্থিত' বলা হইয়াছে, এবং উপসংহারে 'আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া আছি' উক্ত হইয়াছে,—ইহাতে নিখিল বিভূতির আশ্রয় মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা পুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার, কৃষ্ণ—মহত্তত্ত্ব স্রষ্টাদির অবতারী, ইহা জানিয়া, আনন্দনিমগ্ন অর্জ্জুন, সেই পুরুষরূপ দেখিবার অভিলাষে সেই বিশ্বরূপের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন (বলদেব)।

পূর্ব্বাধ্যায়ে—'আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি' এই কথা দ্বারা বিশ্বরূপই যে ভগবানের এক রূপ, ইহা ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই বিশ্বরূপ কীদৃশ, তাহা শ্রবণ করিয়া, তদ্দর্শনাভিলাষে উৎকণ্ঠিত অর্জ্জুন, ভগবানের পূর্ব্বোক্ত কথার অনুমোদন করিয়া, ইহা বলিলেন। (মধুসূদন)।

এইরূপে পূর্ব্বাধ্যায়ে ভক্তিযোগের নিষ্পাদন ও বৃদ্ধি জন্য, অপর সকল হইতে অন্যবিধ ও স্বাভাবিক ভগবানের অসাধারণ কল্যাণগুণসকলের সহিত তাঁহার সর্ব্বাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং এতদ্দ্বারা ভগবদতিরিক্ত সমস্ত চিৎ ও অচিৎ-রূপ বস্তু সকল ভগবানেরই স্বরূপ, তাঁহারই শরীর, এবং সেই সকল বস্তুর স্বরূপ, স্থিতি ও প্রবৃত্তি তাঁহারই আয়ত্ত—ইহাও উক্ত হইয়াছে। তাহাতে, ভগবানের অসাধারণ স্বভাবযুক্ত সেই চিদচিৎ বস্তু সকল তাঁহার আয়ত্ত, তাহাদের স্বরূপ স্থিতি ও প্রবৃত্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার সহিত নিত্য-সম্বন্ধ—ইহা নিশ্চয় করিয়া, তাদৃশ বিশ্বরূপ ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন। (রামানুজ)।

যোগ এবং বিভূতির বর্ণন-প্রসঙ্গে 'আমি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা'

এই কথা বলিয়া ভগবান্ স্বীয় সর্ব্বাধারত্ব-রূপ যোগ সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত বলিয়া, এই যোগেই তিনি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভগবানের সেই সর্ব্বাধারত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অর্জ্জুন এই অধ্যায়ারম্ভে প্রশ্ন করিয়াছেন। (নীলকণ্ঠ)।

পূর্ব্বাধ্যায়ে—"আমি একাংশে জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত" বলায়, ভগবান্ স্বক্রীড়াত্মকত্ব দ্বারা, তিনি যে স্বয়ং বিশ্বের আত্মস্বরূপ, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষেই অর্জ্জুন বলিতেছেন। (বল্লভ)।

অনুগ্রহ তরে—অনুগ্রহার্থ (শঙ্কর)। শোক-নিবৃত্তি জন্য (স্বামী, মধু)। দেহাত্মাভিমানরূপ মোহে মোহিত অর্জ্জুনের অনুগ্রহই একমাত্র প্রয়োজন, এই হেতু (রামানুজ, কেশব)। স্বীয়ত্বভাবে গ্রহণ করিবার জন্য (বল্লভ)। আমায় করুণার নিমিত্তভূত করিয়া আমার উপকারার্থ (গিরি)।

অধ্যাত্ম···বচন—নিরতিশয় (পরম) গোপ্য আত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ক বাক্য (শঙ্কর)। পরম রহস্য আত্ম-বিষয়ে বক্তব্য 'নত্বেবাহং জাতু নাসং'···ইত্যাদি, এবং 'তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন' ইত্যন্ত বচন (রামানুজ)। পরম অর্থাৎ নিরতিশয় পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী; গুহ্য অর্থাৎ যাহাকে তাহাকে অবক্তব্য, অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত—অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ক—অশোচ্যাদি (২।১৩ শ্লোক) হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত—ত্বংপদার্থ-প্রধান বাক্য, যাহা পরম কারুণিক সর্ব্বজ্ঞ আপনি বলিলেন (মধু)। পরমাত্মনিষ্ঠ গোপ্য আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক বাক্য (স্বামী)। বিভূতি বিষয়ক বাক্য (বলদেব)। যাহা দ্বারা পরম বা পুরুষোত্তমকে ধারণা (মীয়তে) করা যায়, তাহা পরম,—যাহা সকলের কাছে ব্যক্ত করা যায় না, তাহা গুহ্য,—আর যাহা আত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ক বলিয়া সর্ব্বাত্মরূপ

তাহা অধ্যাত্মসংজ্ঞিত বাক্য (বল্লভ)। অধ্যাত্মসংজ্ঞিত—অধ্যাত্ম-প্রতিপাদক বাক্য। আমি আত্মরূপে সর্ব্বভূতে স্থিত, একাংশে বিশ্ব ব্যাপিয়া স্থিত ইত্যাদি বাক্য (হনু)।

পরম পুরুষার্থ-সাধন 'অশোচ্য' প্রভৃতি ত্বং-পদার্থ-প্রধান বাক্য (গিরি)। অধ্যাত্ম শব্দবাচ্য দেহাদি হইতে আত্মবিবেক-বিষয়ক পরম রহস্য বাক্য। "নত্বেবাহং জাতু নাসম্" হইতে "তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন" পর্য্যন্ত বাক্য (কেশব)। আত্ম-যাথাত্ম্য-প্রকাশক 'অশোচ্যং'...ইত্যাদি-লক্ষণ পরমার্থ-বিষয়ক আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ভ্রমাপনোদক বাক্য (শঙ্করানন্দ)।

মোহ—অবিবেক বুদ্ধিরূপ মোহ (শঙ্কর)। অজ্ঞান বিপর্য্যাসাত্মিকা অবিবেক বুদ্ধি (গিরি)। আমি হন্তা, উহারা হত হইবে, ইত্যাদি-লক্ষণ ভ্রমজ্ঞান (স্বামী, মধু)। আত্মবিষয়ে মোহ (রামানুজ)। দেহাত্মাভি-মানরূপ মোহ (কেশব)।

যে অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম গুহ্য বচন শুনিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর হইয়াছিল, সেই পরম বচন কি, তাহা আরও বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। সৈন্য দর্শনে অর্জ্জুনের যে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল,—যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন 'ধর্ম্ম-সংমূঢ়চিত্ত' হইয়া শ্রেয় কি তাহা জানিবার জন্য শিষ্যরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রথমতঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" প্রভৃতি বাক্যে 'অব্যয় আত্মতত্ত্ব' ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগতত্ত্ব উপদেশ দিয়া, অর্জ্জুনের এই মোহ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের এই মোহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে উক্তরূপ উপদেশ দিতেছিলেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের "অশোচ্যান্" ইত্যাদি একাদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্ যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাকেই অর্জ্জুন 'অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত পরম

গুহ্য বচন বলিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থই প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অধ্যাত্ম বচন অর্থে আত্মানাত্মবিবেক বচন বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান বুঝিয়াছেন। কেন না সেই জ্ঞানই সাংখ্যমতে পরম পুরুষার্থসাধক। শ্রুতিতে যে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য আছে, ইহার মধ্যে 'ত্বং' পদার্থই আত্মা। এই ত্বং-পদার্থ প্রতিপাদক বাক্যই অধ্যাত্ম-বচন। এ অর্থে যাহা তৎপদার্থ প্রতিপাদক বাক্য, তাহা অধ্যাত্ম নহে।

কিন্তু এই 'অধ্যাত্ম বচনের' আরও এক অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি। সে অর্থ হনুমান ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা বুঝিবার জন্য এই 'অধ্যাত্ম' বচনের অর্থ আরও বিশেষ ভাবে আমাদের জানিতে হইবে। অধি+আত্ম=অধ্যাত্ম। আত্মাকে অধিকরণ বা অবলম্বন পূর্ব্বক যাহা অবস্থিত, তাহা অধ্যাত্ম। ভগবান্ পূর্ব্বে "কৃৎস্ন অধ্যাত্ম" উল্লেখ করিয়াছেন (গীতা, ৭।২৯)। যাহারা মোক্ষার্থ সাধনা করে, তাহারা 'তদ্ব্রহ্ম-তত্ত্ব, কৃৎস্ন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, অখিল কর্ম্ম-তত্ত্ব ও সাধিভূতাদিদৈব সাধিযজ্ঞ পরমেশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, তদ্ব্রহ্ম-তত্ত্ব হইতে ও ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে এক অর্থে ভিন্ন। অধ্যাত্ম কাহাকে বলে, অর্জ্জুন তাহা জানিতে চাহিলে, ভগবান্ বলিয়াছেন যে "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" (গীতা, ৮।৩)। আমরা সেস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, স্বভাব অর্থে স্ব+ভাব বা 'আমি' ভাব, অথবা অহন্তা ও মমতা ভাব। এই 'আমি' ভাব, যাহাকে অবলম্বন বা অধিকরণ করিয়া অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অধ্যাত্ম। যাহা অবলম্বন করিয়া পরম আত্মা (Absolute Self) বিভিন্ন উপাধিতে জীবাত্মা (Phenomenal Self) রূপে বিভিন্ন "আমি" (Phenomenal Ego) ভাবে অভিব্যক্ত হন, তাহাই অধ্যাত্ম তত্ত্ব। এজন্য ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমেশ্বর তত্ত্ব হইতে এই অর্থে ভিন্ন।

আমাদের বুদ্ধির ভেদ অনুসারে বা অজ্ঞান হেতু এই অধ্যাত্ম-জ্ঞান

ভিন্ন হয়। যে দেহাত্মবাদী—দেহকেই আমি বলিয়া জানে, দেহকে অধিকরণ করিয়া যাহার এই 'আমি' জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহার নিকট দেহই অধ্যাত্ম। যে ইন্দ্রিয়গণকে 'আমি' বলিয়া জানে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েতেই যাহার আত্মাধ্যাস হয়, তাহার নিকট ইন্দ্রিয়গণই অধ্যাত্ম। এইরূপ যে প্রাণকে বা মনকে বা বিজ্ঞানকে 'আমি' বলিয়া জানে, যাহার 'আমি' জ্ঞান ইহাদের কোন না কোনটি অধিকরণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহার নিকট এই প্রাণ মন বা বিজ্ঞানই অধ্যাত্ম। এইরূপে অধ্যাত্ম জ্ঞান বিভিন্ন হয়। যে দেহাত্মবাদী,—শারীর বিজ্ঞান (Physiology বা Psychophysics) তাহার নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যা। যে মনাত্মবাদী, তাহার নিকট মনোবিজ্ঞানই (Psychology বা Mental Philosophy) অধ্যাত্ম বিদ্যা। অন্য সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। আমরা ইহা হইতে একরূপ বুঝিতে পারি যে, এইরূপে অধ্যাত্ম বিদ্যা ভিন্ন হইয়া পড়ে, শরীরাত্ম বিদ্যা হইতে বিজ্ঞানাত্ম বিদ্যা পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্ভূত হইতে পারে। আমরা এ সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিলেও প্রকৃত অধ্যাত্ম বিদ্যা জানিতে পারি না,—সেই কৃৎস্ন অধ্যাত্ম বিদ্যা মধ্যে যাহা পরম বা শ্রেষ্ঠ ও অতি গুহ্য তাহা জানিতে পারি না। এই অধ্যাত্ম বিদ্যা সুতরাং অপরা বিদ্যা। তাহা হইতে আমরা, যে অধ্যাত্ম বিদ্যা পরা বিদ্যা, তাহা লাভ করিতে পারি না। কঠোপনিষদে আছে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

(কঠ, ৩।১০-১২)

গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

(গীতা, ৩।৪২)

অতএব এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সেই পরম পুরুষতত্ত্ব বা সর্ব্বভূতে গূঢ় আত্মতত্ত্ব যাহাতে অধিগম্য হয়, তাহাই পরম গূঢ় অধ্যাত্ম বচন। এই পরম গূঢ় আত্মতত্ত্ব দর্শনের উপরে যে ধ্যানযোগ (কঠ, ২।১২) উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেদ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥

(কঠ, ৩।১৩)।

অতএব মনাত্মাকে অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মাকে অতিক্রম করিয়া, সেই মহানাত্মাকে অতিক্রম করিয়া, শান্ত আত্মতত্ত্ব— সেই অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ পরমং ধ্রুবং' যাহা—তাঁহার তত্ত্ব যে বাক্য শ্রবণ দ্বারা অধিগম্য হয়, তাহাই "পরমং গুহ্যং" (কঠ. ৩।১৭) বচন। তাহাই প্রকৃত অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম গুহ্য বচন।

অতএব পরমার্থতঃ যাহা আত্মা (যাহা Absolute Self) তাহা আমাদের এই 'দেহ ব্যতিরিক্ত, তাহা প্রকৃতিজ স্থূল দেহ ইন্দ্রিয়, মন 'অহঙ্কার' বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন,—অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সাংখ্যদর্শন এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত আত্মতত্ত্ব যাহাতে অধিগম্য হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। সেই আত্মজ্ঞান হইতে যে পরম অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বভূতে এক অবিভক্ত আত্মজ্ঞান—'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্' (গীতা, ১৩।১৬) ব্রহ্মজ্ঞান—বা সর্ব্বাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়,—সে সর্ব্বভূতাশয়-স্থিত 'আত্মা' বা পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান (গীতা, ১০।২০) সিদ্ধ হয়, তাহা

উপনিষদ্ হইতে বিশেষতঃ গীতা হইতে জানিতে পারা যায়। এই জন্য গীতা অনুসারে, আত্ম জ্ঞান, ও সেই জ্ঞান হইতে অধিগম্য অক্ষর পরম ব্রহ্ম-তত্ত্ব জ্ঞান ও সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান—এই পরম জ্ঞানই অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত পরম গুহ্য জ্ঞান। এই অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিতিকেই ভগবান্ জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়াছেন (গীতা, ১৩।১১; ১৫।৫। ভগবান্ সর্ব্ববিদ্যামধ্যে এই অধ্যাত্ম-বিদ্যাকেই তাঁহার বিভূতি বলিয়াছেন (গীতা, ১০।৩২)। তাহাই পরা বিদ্যা, কেননা এই অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পরম ব্রহ্ম অধিগম্য হন। এই পরম গুহ্য অধ্যাত্ম জ্ঞানই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা নবম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা শেষে এই অধ্যাত্ম-জ্ঞান-তত্ত্ব বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার উল্লেখের আবশ্যক নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে এইরূপে গীতার প্রথম হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত, এই অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম গুহ্য বচন উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথম ষট্কে ভগবান্ প্রকৃতি-বিবিক্ত আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া, তাহার সাধন কর্ম্ম-যোগাদি বিবৃত করিয়াছেন, এবং এই আত্মতত্ত্ব হইতে যে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব যোগে অধিগম্য হয়, তাহা উপদেশ দিয়াছেন; পরে দ্বিতীয় ষট্কে সপ্তম হইতে দশম পর্য্যন্ত সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই সমষ্টিভাবে অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম গুহ্য বচন। ইহাতে সর্ব্বাত্মজ্ঞান ও সর্ব্বত্র আত্মবিভূতি দর্শন সিদ্ধ হয়।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২



হে কমলপত্রআঁখি! তোমার নিকটে
শুনিলাম বিস্তারিত উদ্ভব প্রলয়
ভূতদের, আর তব মাহাত্ম্য অব্যয় ॥ ২

২। কমলপত্র-আঁখি—কমলপত্রের ন্যায় বিশাল সুন্দর চক্ষুযুক্ত সর্ব্বদর্শী ভগবান্ (স্বামী)। এই সম্বোধন, মাধুর্য্য সৌকুমার্য্যাদি বিগ্রহ গুণের উপলক্ষণ মাত্র (কেশব)। কমল = আত্মজ্ঞান, পত্র = পতন হইতে ত্রাণকারী, সেই জ্ঞানদ্বারা যিনি ঈক্ষিত হন, যিনি জ্ঞানৈকগম্য (শঙ্করানন্দ)।

সৃষ্টিলয়-কথা—(ভবাপ্যায়ৌ)। উৎপত্তি প্রলয় (শঙ্কর)। "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা" ইত্যাদি বাক্য (স্বামী)। ৮।১৮, ৮।২৩-২৫, ৯।৭-৮, ৯।১০, ১০।৬ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভগবান্ ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় কারণ, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

মাহাত্ম্য অব্যয়—পূর্ব্বে সপ্তম হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ 'তৎ' পদার্থ নির্ণয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভগবানের মাহাত্ম্য বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে (মধু)। মাহাত্ম্য অর্থাৎ অনতিশয় ঐশ্বর্য্য—বিশ্বের স্রষ্টা হইয়াও অকর্ত্তা অবিকারী, শুভাশুভ কর্ম্ম করাইয়া, বন্ধ মোক্ষাদি বিচিত্র ফলদাতা হইয়াও উদাসীন, সর্ব্বাত্মা-রূপে উপাধিযুক্ত হইয়াও নিরুপাধিক, সুতরাং অব্যয়-অক্ষয়—এইরূপ যোগৈশ্বর্য্য (কেশব, মধু)। 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং…,' 'ময়া ততমিদং সর্ব্বং…,' 'ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি…' 'সমোহহং সর্ব্বভূতেষু…' ইত্যাদি মাহাত্ম্যবাচক শ্লোক দ্রষ্টব্য (স্বামী)। নিত্য চেতনাচেতন বস্তুশোভিত জ্ঞান বলাদিকল্যাণ-গুণযুক্ত তোমার সর্ব্বাধারত্ব রূপ মাহাত্ম্য (রামানুজ)। 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা'—ইত্যাদি বাক্যে নিজ অব্যয় ঐশ্বর্য্য—সর্ব্ব কর্তৃত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব, সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব ও অসঙ্গত্ব ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে (বলদেব)। অব্যয় স্থিতিরূপ পালনরূপ, মাহাত্ম্য—সৃষ্টির অনন্তর পালনরূপ মহত্ব (বল্লভ)। অক্ষয় মাহাত্ম্য (শঙ্কর)। পারমার্থিক সোপাধিক বা সর্ব্বাত্মত্বাদি রূপ মাহাত্ম্য বা মহাত্মভাব (গিরি)। সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু সর্ব্বভূতমহেশ্বর, সর্ব্বপ্রবর্ত্তক—ইত্যাদি

মাহাত্ম্য (শঙ্করানন্দ)। অব্যয় মাহাত্ম্য অর্থে সর্ব্বাত্মভাব সর্ব্বত্র এক নিত্য ভূমা আত্মভাব।

পূর্ব্ব শ্লোক ও এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, এ পর্য্যন্ত ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা (১) অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম তত্ত্ব (২) ভূতগণের সৃষ্টিলয় তত্ত্ব এবং (৩) ভগবানের অব্যয় মাহাত্ম্য তত্ত্ব। অর্জ্জুন ভগবানের অব্যয় মাহাত্ম্য—তাঁহার পরম আত্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহার এই ঈশ্বর রূপ দেখিতে চাহিয়াছেন।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

এইরূপই বটে, যাহা, হে পরমেশ্বর !
ব্যাখানিলা আপনাকে ; হে পুরুষোত্তম !
দেখিতে বাসনা তব ঐশ্বরীয় রূপ ॥ ৩

৩। এইরূপই বটে—তুমি যেরূপ আপনাকে বর্ণন করিয়াছ, তাহা যথার্থ বটে, তাহার অন্যথা হইতে পারে না (শঙ্কর)। তুমি যে প্রকার সোপাধিক নিরুপাধিক পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত আত্মস্বরূপ বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই (গিরি, মধু)। "আমি একাংশে জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত" যে বলিলে, ইহাতে আমার অবিশ্বাস নাই (স্বামী)।

'সুরগণ প্রভৃতি কেহ আমার প্রভব জানে না'—ইহা দ্বারা ভগবানের প্রভব অজ্ঞেয় ইহা বুঝা যায়, কিন্তু ভগবান্ যাহাকে বুদ্ধিযোগ দেন ও আত্মভাবস্থ হইয়া যাহার জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া অজ্ঞানজ তমঃ দূর করেন, সেই জানিতে পারে,—ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যে নষ্টমোহ অর্জ্জুন

এইরূপ ভগবদ্‌বাক্যে বিশ্বাসবান্‌ হইয়া বলিতেছেন,—পূর্ব্বে আমি তোমার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিলাম, অধুনা বিভূতি নিরূপণ দ্বারাও একাংশে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, এই বাক্যে তোমার স্বরূপ চিন্তা করিয়া আমি তোমায় সর্ব্বাত্মকত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছি, ও এই অনুভব আমার হইতেছে (বল্লভ)।

অর্জ্জুন যে ভগবানের ঐশ্বরস্বরূপ দেখিতে চাহিতেছেন, তাহা ভগবদ্‌-বাক্যে অবিশ্বাসজন্য নহে, কেবল কৃতার্থ হইবার জন্য। এই কারণ এবমেতদ্‌ বলিয়া প্রথম ভগবদ্‌বাক্যে প্রকাশিত তাঁহার সোপাধিক নিরুপাধিক স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন (গিরি)।

ঐশ্বরীয় রূপ—(রূপমৈশ্বরং) জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি বলবীর্য্য তেজঃসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী বৈষ্ণবরূপ (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। মানুষী বা চতুর্ভুজরূপ নিবৃত্তি পূর্ব্বক বিশ্বরূপ গিরি)। দেহে পরমেশ্বরত্ব—অসাধারণ, সকলের প্রশাস্তা, পালয়িতা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, ভর্ত্তা, কল্যাণগুণাকর, পরতর, অন্য সকল হইতে ভিন্ন বিজাতীয় ভাবে অবস্থিত স্বরূপ (রামানুজ)। নানা বিলাসযুক্ত রূপ (বল্লভ)। ঐশ্বর—শক্তিবল বীর্য্য তেজ দ্বারা সম্পন্ন অদ্ভুতরূপ (কেশব)। সমগ্র ঐশ্বর্য্য জ্ঞানতেজ শক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বাত্মক স্বরূপ (শঙ্করানন্দ)।

দেখিতে বাসনা—দর্শনে কৃতার্থ হইবার জন্য দেখিতে মহতী বাসনা (গিরি, মধু)। কৌতূহল হেতু দেখিতে ইচ্ছা (স্বামী, বলদেব)। মাধুর্য্যরস আস্বাদকারী আমার তব ঐশ্বর্য্য দর্শনে ইচ্ছা হইয়াছে (বলদেব)।

ভগবন্‌ তোমার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রবণ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এবং তাহা অনুধ্যান বা চিন্তা করিয়া সে তত্ত্ব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। এক্ষণে নিদিধ্যাসন দ্বারা সে তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করি।—ইহাই ভাবার্থ বোধ হয়।

পুরুষোত্তম।—এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব পরে (১৫।১৭-১৮ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

ওহে প্রভু যদি তুমি ভাবহ আমারে
সেরূপ দেখিতে যোগ্য,—তবে যোগেশ্বর!
অব্যয় আত্মাকে তুমি দেখাও আমারে ॥ ৪

৪। প্রভু—(স্বামী, শঙ্কর)। সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রবেশ প্রশাসন প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার প্রভব হয় (প্রভবতি) তিনি প্রভু (মধু, গিরি)। সর্ব্বসামর্থ্যাশ্রয় (কেশব)। সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রবেশ নিয়মন সামর্থ্য হেতু প্রভু (শঙ্করানন্দ)।

প্র+ভূ ধাতু হইতে প্রভু প্রকৃষ্টরূপে যিনি 'হন' অর্থাৎ অভিব্যক্ত হন (Absolute Being that Becomes), তিনি প্রভু।

যোগ্য—সমর্থ, অধিকারী। যে বিশ্বরূপ দেবাদিগণেরও দর্শনযোগ্য নহে, তাহা ভগবানের অনুগ্রহেই অর্জ্জুন দেখিবার অধিকারী, ইহা মনে করিয়া এইরূপ বলিতেছেন (কেশব)।

যোগেশ্বর—যোগ অর্থাৎ যোগী, তাঁহাদিগের ঈশ্বর (শঙ্কর, স্বামী)। সকল অণিমাদি-অষ্টসিদ্ধিশালী যোগিগণের ঈশ্বর (মধু)। যোগেশ্বর—এই সম্বোধন দ্বারা ভগবানই অর্জ্জুনের সেই ঐশ্বরীয় যোগ দর্শনের হেতু ইহা সূচিত হইয়াছে (বলদেব)। যোগ—জ্ঞানাদি কল্যাণগুণ যোগ। জ্ঞান বল ঐশ্বর্য্য শক্তি তেজ প্রভৃতির আকর যিনি, তিনি যোগেশ্বর

(রামানুজ)। সর্ব্ব-সাধন-কদম্বের ঈশ্বর (কেশব), ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-দর্শন-লক্ষণ জ্ঞান-যোগের ঈশ্বর (শঙ্করানন্দ)।

ভগবান্ পূর্ব্বে বিভিন্ন আত্ম-বিভূতি ও যোগ বলিয়াছেন। সেই যোগের বা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধরূপ যোগের তিনিই ঈশ্বর।

পূর্ব্বে ৯।৫ শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "পশ্য মে যোগ-মৈশ্বরম্"। সেই ঐশ্বরীয় যোগ কি, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে ভগবান্ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত, সর্ব্বভূত তাঁহাতে অবস্থিত হইয়াও অবস্থিত নহে, ভগবান্ সর্ব্বভূতস্থ ভূতভাবন হইয়াও সর্ব্বভূতস্থ নহেন, ইহাই তাঁহার অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য। ভগবান্ পরম ব্রহ্মস্বরূপে নির্গুণ (Transcendent) হইয়াও সগুণ (Immanent), অনন্ত হইয়াও সান্ত, অক্ষর হইয়াও জগৎ-কারণ, জগৎ-রূপ হইয়াও স্বরূপতঃ জগদতীত —ইহাই ভগবানের আশ্চর্য্য যোগ। সে পরম তত্ত্ব মানুষের অজ্ঞেয়।

ভগবান্ পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাতে আসক্তমনাঃ হইয়া, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, যোগযুক্ত হইলে, নিশ্চয় তাঁহাকে সমগ্ররূপে জানা যায়, এবং বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞান লাভ হয়। অর্জ্জুন সেই 'বিজ্ঞান' বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত বিশ্বরূপ দেখিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।

অব্যয়···দেখাও—তুমি আমার জন্য তোমার অব্যয় আত্মাকে দর্শন করাও (শঙ্কর)। তুমি এইরূপ অর্থাৎ পরমাত্মার নিত্য অব্যয়স্বরূপ দর্শন করাও (স্বামী)। ঐশ্বর রূপবিশিষ্ট অব্যয় অক্ষর আপনাকে আমার চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত কর (মধু)। অথবা অব্যয় শব্দ 'দর্শন' এই ক্রিয়ার বিশেষণ। অর্থাৎ আমাকে সমুদায় দর্শন করাও যেন সে দর্শন নিত্য অব্যাহত হয়, (রামানুজ)। অব্যয় বা নিত্য আপনার ঐশ্বর রূপ (কেশব)। অব্যয়ের উপাধি হেতু ও অব্যয় ফল হেতু এইরূপও অব্যয় (শঙ্করানন্দ)।

এ স্থলে অর্জ্জুন যে 'অব্যয় আত্মাকে' বা ভগবানের 'অব্যয় মাহাত্ম্য' স্বরূপ (১১।২) দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবানের এই বিশ্বরূপ কি তাঁহার অব্যয়স্বরূপ? রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর জগৎ ও জীব বা চিৎ অচিৎ ও চিদচিৎ ব্রহ্মের এই তিন ভাব (Modes) নিত্য। সুতরাং ভগবানের এ বিশ্বরূপ নিত্য অব্যয়। দ্বৈতবাদিগণও এই মত স্বীকার করেন। কিন্তু মায়াবাদী পণ্ডিতগণ এ মত স্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্য্য এই অব্যয় শব্দের অর্থও বুঝান নাই। জগৎ যদি মায়াময়, পারমার্থিক ভাবে মিথ্যা হয়, তবে ভগবানের এই বিশ্বরূপকে কি রূপে অব্যয় বলা যায়? কিরূপে এই বিশ্বজগৎকে ভগবানের অব্যয় নিত্যরূপ বলা যায়? যে সৃষ্টি—প্রলয়ে প্রকৃতি গর্ভে লীন হয় (৮।১৮), সে সৃষ্টিকেই বা কিরূপে অব্যয় বলা যায়? ইহার উত্তর গীতা হইতে এই পাওয়া যায় যে, এই সৃষ্টি সম্বন্ধে 'প্রকৃতিপুরুষ' উভয়ই নিত্য অনাদি (১৩।১৯), সৃষ্টি লয় ব্যাপারও অনাদি। এই সৃষ্টির ব্যক্ত অবস্থায় ভগবান্ নিত্য বিরাটরূপে অবস্থিত, আর লয় অবস্থায় তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ বা পরম পুরুষরূপ। তখন সৃষ্টি তাঁহারই প্রকৃতিতে বীজরূপে বা উহার কারণরূপে অব্যক্ত থাকে, অথবা আমাদের নিদ্রাবস্থার ন্যায় বীজভাবে থাকে। জীবজ্ঞানের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থার ন্যায় ব্রহ্মের নিত্যজ্ঞানেও এইরূপ চারি পাদ বা অবস্থা আছে। জাগ্রৎ অবস্থায় তিনি বিরাট বিশ্বরূপ—ইহা সর্ব্ব ব্যষ্টিরূপের সমষ্টি। স্বপ্নাবস্থায় তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ এক আমি বহু হইব এই বহুর কল্পনাবিশিষ্ট —জীবঘনরূপ। আর নিদ্রাবস্থায় তিনি পরমপুরুষ—শুদ্ধা প্রকৃতির সহিত নিত্য লীলারূপ। সর্ব্ব 'ইদং' 'জ্ঞান বিরহিত' অহং-রূপ তুরীয় অবস্থায়, তিনি প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ নিশ্চল, নিরঞ্জন জ্ঞানাতীত অনির্বাচ্য রূপ। ব্রহ্ম কেবল নির্গুণ (Transcendent) নহেন। তিনি সগুণ

(Immanent), এবং সগুণ নির্গুণ উভয় ভাবাতীত অনির্বার্য্য সূক্ষ্ম অবিজ্ঞেয় স্বরূপ। এ তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে। অতএব এই বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌রূপ ভগবানের জাগ্রৎ জ্ঞানে নিত্য অব্যয় রূপ। সুতরাং এই সগুণ (Immanent) জগৎরূপ অবস্থা ব্রহ্মের নিত্য অব্যয়স্বরূপ। তাহা মায়াময়, মিথ্যা নহে।

অতএব অর্জ্জুন যে 'অব্যয় আত্মাকে দেখিতে চাহিতেছেন, পূর্ব্বে তাহাকেই ঐশ্বররূপ বলিয়াছেন, এবং ভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে সে জন্ম আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। এই বিরাট বিশ্বরূপ ও অব্যয় আত্মার স্বরূপ—এ জন্ম ইহা অব্যয়। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথমে এই উর্দ্ধমূল অধঃশাখ সংসার অশ্বত্থকেও ভগবান্ অব্যয় বলিয়াছেন। এই সংসার বা ত্রিলোক সুতরাং পারমার্থিক অর্থেও মিথ্যা স্বপ্নবৎ অলীক-বলা যায় না। সংসার মায়াময় সত্য,—কিন্তু সে মায়া বাজীকরের বাজীর মত বা স্বপ্নের মত মিথ্যা নহে। এ সংসার সেই 'আত্মার'ই বিভব আত্মারই বিলাস। ইহা অব্যয় আত্মার ঐশ্বর্য্যাদির প্রকাশরূপ। শঙ্করও গীতা ব্যাখ্যা ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, ভগবান্ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য তেজ দ্বারা সদা সম্পন্ন। ইহাই ভগবানের স্বাভাবিক নিত্য পরাশক্তি— তাঁহার 'তেজ' তাঁহার 'বরেণ্য ভর্গ',—ইহাই মায়ার স্বরূপ। গীতায় ভগবান্ তাঁহার 'আত্মমায়া'—এই অর্থেই বলিয়াছেন। এই মায়াকেই অব্যয় পরমাত্মারই পরাশক্তি, এবং এই জগৎ সেই শক্তিরই কার্য্যরূপ। তাই এ বিশ্ব ভগবানেরই অব্যয় আত্মস্বরূপ। এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে আমরা এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই বিরাটরূপ কি করিয়া দেখাইবেন,—ইহার ইঙ্গিত এই শ্লোকেই আছে। ভগবান্ যোগেশ্বর বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে সেরূপ দেখাইতে পারেন। ভগবানের এই বিরাটরূপ দেব-

তারাও দেখিতে পান না (গীতা ১১।৫২)। সুতরাং অর্জ্জুন তাহা দেখিতে অসমর্থ। তবে ভগবান্ কৃপা করিলে তিনি অর্জ্জুনকে ইহা দেখাইতে পারেন, তাঁহার অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়া শক্তি দ্বারা গৃহীত এ বিরাটরূপ ভগবান্ই দেখাইতে পারেন,—ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া এরূপ দেখাইতেপারেন (১১।৮)। এই জন্য অর্জ্জুন নিজ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে তাহা দেখিতে অশক্ত বলিয়া, ভগবান্কে এই অব্যয় বিরাটরূপ দেখাইতে বলিয়াছেন।

ভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

পার্থ! মম রূপ যত কর দরশন—
শত কিম্বা সহস্র প্রকার,—নানাবিধ,
দিব্য আর নানারূপ বর্ণ ও আকৃতি ॥ ৫

৫। শত সহস্র প্রকার—অনেক প্রকার (শঙ্কর)। অপরিমিত (মধু, স্বামী)। রূপ এক হইলেও নানাবিধত্ব হেতু মূলে "রূপাণি" এই বহুবচন উক্ত হইয়াছে (স্বামী)। সহস্র শীর্ষাকারে ভাসমান একেরই শত সহস্র বিভূতিভূত রূপ (বলদেব)। অসংখ্য অথবা শত বা সহস্র যত ইচ্ছা কর, তত (বল্লভ)।

নানাবিধ—নানাপ্রকার (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী)। নানা ফলকারক (বল্লভ)।

দিব্য—স্বর্গীয়, অপ্রাকৃত, অলৌকিক, অদ্ভুত।

নানাবর্ণ ও আকৃতি—নীল পীতাদি নানারূপ বর্ণ আর নানা অবয়ব সংস্থান বিশেষ যুক্ত (শঙ্কর)।

দর্শন কর—অর্থাৎ দেখিবার যোগ্য হও (মধু, বলদেব)। আমার প্রসাদে দর্শন কর।

অতিভক্ত সখা অর্জ্জুন পূর্ব্ব শ্লোকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রার্থনা করিলে, তদুত্তরে তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন (গিরি)। অর্জ্জুনের প্রার্থনায় তাহাকে অত্যদ্ভুত স্বরূপ দেখাইবার জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া এতদভিমুখী করিতেছেন। এই চারি শ্লোকে সংক্ষেপে আপনার বিশ্বরূপ বিবৃত করিয়াছেন। (স্বামী, মধু, বল্লভ)।

"নারদ শ্বেতদ্বীপে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, মহাভারত শান্তি পর্ব্বে তাহার বর্ণনা আছে। তাহাতে নানা বর্ণের এইরূপ বিবরণ আছে :—চন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধরূপ, কিঞ্চিৎ বিশেষত্বযুক্ত, কিঞ্চিৎ কৃশানুবর্ণ, কিঞ্চিৎ শুক্রাকৃতি, কিঞ্চিৎ শুকপক্ষনিভ, কিঞ্চিৎ স্ফটিক সন্নিভ, নীলাঞ্জনরাশি সন্নিভ, কোথাও স্বর্ণপ্রভ, কোথাও প্রবালাঙ্কুরবর্ণ কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও সুবর্ণ-বর্ণাভ, কোথাও বৈদূর্য্যমণি সদৃশ, কোথাও নীলবৈদূর্য্য সদৃশ, কোথাও ইন্দ্রনীলাভ, কোথাও ময়ূরকণ্ঠ বর্ণাভ, কোথাও মুক্তাহারনিভ। এইরূপ বিবিধবর্ণ বিবিধরূপ ধারী...ইত্যাদি।"

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬

নেহার আদিত্যগণে বসুরুদ্রগণে
অশ্বিদ্বয়ে মরুতেরে, হের হে ভারত
পূর্ব্বে দৃষ্ট নহে—হেন আশ্চর্য্য কতই ॥ ৬

৬। হের—অর্থাৎ আমার এই দেহে দেখ।

আদিত্যগণে…মরুতে—দ্বাদশ আদিত্য সম্বন্ধে (১০।২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা, এবং অষ্টবসু ও একাদশ রুদ্র সম্বন্ধে ১০।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অশ্বিদ্বয় বৈদিক দেবতা। ইহাদিগকে অশ্বিনীকুমারও বলে। নিরুক্তে আছে,—অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থানস্থ দেবতা মধ্যে প্রথমাগামী।…এক অশ্বী দ্যুস্থানস্থ, আর এক অশ্বী অন্তরিক্ষস্থ। এক অশ্বীই স্থান ভেদে দুই।" অশ্বী, অর্থাৎ জ্যোতীরূপে কিংবা রস বা উদক দ্বারা যিনি ব্যাপ্ত হন। অশ্বিদ্বয় নিশাশেষে প্রথমাগামী সূর্য্য-কিরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অথবা ইহারা প্রাতঃকালের উষার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সন্ধ্যার উষার পরবর্ত্তী কালাভিমানী দেবতা। কেহ বলেন অশ্বিদ্বয় দ্যাবা পৃথিবী, কেহ বলেন অহোরাত্র, কেহ বলেন সূর্য্যচন্দ্র, কেহ বলেন স্বর্গগত পুণ্যবান্ রাজদ্বয়, কেহ বা বলেন, দিবারাত্রি ও রাত্রি দিবার সন্ধিস্থ সন্ধ্যা। অশ্বিদেবতার প্রকৃত অর্থ জানা যায় না। যাস্ক মতে ইহা রাত্রিশেষে প্রকাশমান সূর্য্যকিরণের কাল বা উষার অব্যবাহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালাভিমানিনী দেবতা,—দ্যুঃ ও অন্তরীক্ষ স্থানভেদে একই দেবতার দুই রূপ। এ অর্থই অধিক সঙ্গত।

মরুদ্‌গণও বৈদিক দেবতা। ইঁহারা রুদ্রের পুত্র,—মধ্য বা অন্তরীক্ষ স্থানস্থ। বায়ুই বিভিন্ন হইয়া মরুদভিধানে বহুবচনযুক্ত হন। বেদ মতে মরুদ্‌গণ রুদ্রপুত্র হইলেও পুরাণমতে ইঁহারা কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। মরুদ্‌গণ সপ্তসপ্ত বা উনপঞ্চাশৎ। মরুদ্‌গণ সম্বন্ধে ১০।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই সকল বৈদিক দেবতা—আদিত্য, বসু, রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি গণদেবতা—ভগবানের ব্যক্তরূপ। তাঁহারা দীপ্তিমান্ তেজোময়, তাঁহারা দ্যুস্থানস্থ দেবতা। এইজন্য ইঁহারা "দিব্য।" বিশেষ ভাবে এই দেবগণ অন্য দেবগণের উপলক্ষণ মাত্র (কেশব)।

আশ্চর্য্য…কেহ পূর্ব্বে হেরে নাই—অদ্ভুত যাহা মনুষ্যলোকে

কেহ কখন দেখে নাই (শঙ্কর)। কেবল যে আমার এই বিভিন্ন দেবতা-রূপ আমার এই বিরাট দেহে দেখিবে—তাহা নহে,—সমস্ত জগৎ আমার দেহমধ্যে স্থিত। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কর (শঙ্কর)। এ জগতে প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রদৃষ্ট যে সকল বস্তু আছে, সেই সব, আর সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব দেশে যাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য তাহাও দর্শন কর (রামানুজ)। তোমা ব্যতীত অন্যে যাহা এই মনুষ্য লোকে দেখে নাই—সেই দিব্য রূপ আর নানা বর্ণাকৃতিযুক্ত আশ্চর্য্যরূপ দেখ (মধু)। কেবল এই সকল দেবতা নহে, আরও অন্য বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব অর্থাৎ এই লোকে যাহা কেহ দেখে নাই, এ প্রকার বহু অদ্ভুত দৃশ্য দেখ (কেশব)।

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই অদ্ভুত বিশ্বরূপ পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। কিন্তু শ্রীভাগবতে (দশম স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়ে) দেখা যায় যে, শ্রীভগবান যশোদাকে নিজ মুখ মধ্যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন,—"মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদং"—

"খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৄর্বনানি
ভূতানি যানি স্থির-জঙ্গমানি॥"

শ্রীভাগবত. (১০।৭।৩৫)

ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে তপোযুক্ত নারদকে এইরূপে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯ অধ্যায় ১-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকেও পূর্ব্বে ভয় দেখাইবার জন্য এই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। ভগবান্ যখন যুদ্ধনিবারণের জন্য পাণ্ডব-পক্ষে দূত-স্বরূপে দুর্য্যোধনের নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন, পাণ্ডবদের জন্য পাঁচ খানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা করেন, তখন দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিতে চেষ্টা করেন। তখনও ভগবান্

তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখান। (মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৩০ অধ্যায় ২-১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ভগবান্ পূর্ব্বে অন্যকে এ বিশ্বরূপ দেখাইলেও এস্থলে অর্জ্জুনকে যে ভাবে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, এরূপ কাহাকেও দেখান নাই। এস্থলে তিনি অর্জ্জুনকে এরূপ অনেক ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন, যাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব—'বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি" বলা হইয়াছে। এই পূর্ণ আশ্চর্য্য বিশ্বরূপ আর কেহ কখন দেখে নাই। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গীতা অনুকরণে অন্যত্র এই বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন ভগবানের ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন, অব্যয় আত্মাকে দেখাইতে বলিলেন। ভগবান্ তাহাই অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন। ভগবান্ যে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন, তাহাই অব্যয় আত্মার ব্যক্ত ঐশ্বরীয়-রূপ। শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,—'অব্যক্তাদি স্তম্ব পর্যান্ত স্থূল সূক্ষ্ম কারণ প্রপঞ্চরূপে—সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপে ভগবান্ সর্ব্বাত্ম ভাবে স্থিত।

শ্রুতিতে আছে,—

"অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথ্বী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥"

এই পরম পুরুষই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'সহস্রশীর্ষা দেব।' তিনিই প্রকৃত ও প্রাকৃত সমুদায়ের ঈশ্বর—কারণ ব্রহ্ম। তিনি 'বহু বা বিশ্বতোমুখ'। তিনি কেবল শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিত রূপবিশিষ্ট নহেন। তাহাও এই বিশ্ব-রূপের অন্তর্ভূত। এই বিশ্বরূপই তাঁহার সর্ব্বাত্মক সর্ব্বকারণ সর্ব্বোত্তম ঐশ্বররূপ। তাহাই অর্জ্জুন দেখিতে চাহিয়াছিলেন। অসংখ্য অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্যরূপ এই বিশ্বরূপের অন্তর্ভূত।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

গুড়াকেশ! হের আজ এই দেহে মম
একত্র সংস্থিত সর্ব্ব চরাচর সহ
এ জগৎ,—আরও যাহা হেরিতে বাসনা ॥ ৭

৭। গুড়াকেশ—নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন। যে নিদ্রাজয়ী, সে যোগী; এজন্য দিব্যদর্শনে অধিকারী। অথবা যিনি বর্ত্তুলত্বপ্রধান (কোঁকড়ান) ঘন কেশযুক্ত, তিনি গুড়াকেশ (শঙ্করানন্দ)।

হের—কেবল যে মম দেহে বসুরুদ্রাদি দেবগণকে এবং এইপ্রকার আমার আশ্চর্য্য আধিদৈবিক রূপ দেখিবে, তাহা নহে—আমার আধিভৌতিক ইত্যাদি রূপও দর্শন কর (শঙ্কর, গিরি)।

আজ—(অদ্য)—অধুনা (স্বামী, মধু)। যে অনন্ত দিক্ কালে ব্যাপ্ত অনন্ত জগৎরূপ কোটি জন্ম ধরিয়া সেই সেই স্থানকালে পরিভ্রমণ করিয়াও দেখা যায় না, তাহা আমার কৃপায় এখনই দেখিতে পাইবে, (মধু, বলদেব, স্বামী)।

এই দেহে মম—(ইহ—মম দেহে) এই দেহের একদেশে (রামানুজ)। ইহ অর্থাৎ এই জন্মে, আর অদ্য অর্থাৎ এতৎকালে (বল্লভ)।

একত্র সংস্থিত—(একস্থং)—একেতে বা এক হইয়া স্থিত (শঙ্কর)। এক দেশে—দেহের একাংশে (রামানুজ, বলদেব, কেশব)। অবয়ব-রূপে একত্র স্থিত (স্বামী, মধু)। সমস্ত জগৎ বিভিন্নভাবে পরিদৃশ্যমান হইলেও মমদেহে একত্র সংস্থিত (বল্লভ)। একত্র স্থিত (শঙ্করানন্দ)।

দেহ মধ্যে যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবয়ব সমুদায় পরস্পর পৃথক হইয়াও একত্র বা পরস্পর সম্বদ্ধ ভাবে স্থিত—সেইরূপ স্থিত। এইরূপে সমস্ত বিশ্বকে এক (organised whole) ভাবে দেখিতে হয়। (universe is a huge organic বা super-organic structure)। ইহা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী অসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জড় বা জীবাণুর সংযোগ বিয়োগ হইতে উৎপন্ন নহে। এই বিশ্বরূপ দেখিলে—জগতে একত্ব দর্শন হইলে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান লাভ হয়।

সর্ব্ব চরাচর সহ এ জগৎ—(জগৎ কৃৎস্নং সচরাচরং) স্থাবর জঙ্গম সহ বর্ত্তমান সমস্ত জগৎ (শঙ্কর)। জড়জীব সহিত সমুদায় জগৎ (বল্লভ)।

জগৎ একটি নহে—কোটি কোটি। আমাদের এ সৌর জগতের ন্যায় বৃহৎ কোটি কোটি নাক্ষত্র জগৎ আছে; তাহা শাস্ত্রে নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে। সে সমুদায়ই ভগবৎ-শরীরে একত্র অবস্থিত।

আর যাহা হেরিতে বাসনা—জয় পরাজয়াদি যাহা শঙ্কা করিতেছিলে, "যদ্‌বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ" ইত্যাদি যাহা বলিতেছিলে, তাহাও যদি এ দেহমধ্যে দেখিতে চাও (শঙ্কর, মধু)। জগদাশ্রয়ভূত আমার স্বরূপ, জগতের অবস্থা-বিশেষাদি, জয়-পরাজয়াদি যাহা কিছু দেখিতে চাও (স্বামী)। প্রধান মহৎ প্রভৃতি কারণস্বরূপ ও জয় পরাজয়াদি যাহা কিছু দেখিতে চাও (বলদেব)। মরণ-মারণাদিরূপ বিভূতি প্রভৃতি (বল্লভ)। ভয় অভয় উদ্ভব নাশ জয় পরাজয় প্রভৃতি (কেশব)। পরের পরাজয় নাশাদি (শঙ্করানন্দ)।

অর্জ্জুন এ স্থলে কেবল 'অব্যয় আত্মাকে'—ভগবানের ঐশ্বররূপকে দেখিতে চাহিয়াছেন, আর কিছু দেখিতে চাহেন নাই। কিন্তু প্রথমেই তিনি জয় পরাজয় সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত ছিলেন। এজন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, আর যাহা দেখিতে বাসনা—অর্থে কোন্ পক্ষের জয় হইবে,

তাহা দেখিবার ইচ্ছা। ভগবান্ও পরে আপনার প্রবৃদ্ধ কালরূপ দেখাইয়াছেন, এবং অর্জ্জুন ব্যতীত এ যুদ্ধে উপস্থিত যোদ্ধৃগণ সকলে কালরূপ ভগবানের অনন্ত মুখে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, তাহাও দেখাইয়া কোন্ পক্ষের জয় হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব ব্যাখ্যাকারগণের এই অর্থ সঙ্গত।

কিন্তু ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে। সাধক কেবল ভগবানের ব্যক্ত বিশ্বরূপ দেখিতে চাহেন না। তিনি ভগবানের অব্যক্তস্বরূপও দেখিতে চাহেন, তাঁহার পরম বিশ্বাতীত—বিশ্বব্যাপক বিশ্বকারণরূপও দেখিতে চাহেন। অর্জ্জুন কেবল ঐশ্বররূপ দেখিতে চান নাই—অব্যয় আত্মাকেও দেখিতে চাহিয়াছেন। ভগবান্ও এস্থলে তাঁহার সেই অব্যয় আত্মস্বরূপও দেখাইয়াছেন। এ স্থলে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

কিন্তু তুমি কভু এই নয়নে তোমার
নারিবে হেরিতে মোরে ; দিব্য চক্ষু তাই
দিলাম তোমারে—হের যোগৈশ্বর্য্য মম ॥ ৮

৮। এই নয়নে তোমার—এই প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা (শঙ্কর)। পরিমিত গ্রাহী প্রাকৃত চক্ষু (রামানুজ) বা চর্ম্মচক্ষু (স্বামী)। স্বভাবসিদ্ধ চক্ষু দ্বারা (মধু)। সাধারণ প্রাকৃত অল্পবস্তু দর্শনক্ষম চক্ষুদ্বারা (কেশব)। পূর্ব্বে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন যে, যদি ভগবান্ তাঁহাকে এ বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য মনে করেন, তবে সেরূপ দেখান। ভগবান্ এস্থলে বলিলেন যে, এই প্রাকৃত চক্ষে সে বিশ্বরূপ কেহ দেখিতে পারে

না, তাহার জন্ত দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন। সুতরাং অর্জ্জুন সেরূপ দেখিবার যোগ্য না হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করিয়া দিব্য চক্ষু দিয়া অর্জ্জুনকে সেরূপ দেখাইলেন।

মোরে—বিশ্বরূপধর আমাকে (শঙ্কর)। সপ্রপঞ্চ-অনবচ্ছিন্ন আমাকে (গিরি)। দিব্যরূপ আমাকে (মধু)। অপ্রাকৃত অপরিমেয় আমাকে (কেশব)। অপ্রাকৃত দিব্য, তেজঃপূর্ণ বিশ্বরূপধর অপ্রমেয় আমাকে (শঙ্করানন্দ)।

দিব্য চক্ষু—অপ্রাকৃত, আমার দর্শনসাধন চক্ষু, (রামানুজ, মধু) অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু (স্বামী)। অপ্রাকৃত দর্শনক্ষম চক্ষু (কেশব)। তেজোময় চক্ষু (শঙ্করানন্দ)। এই দিব্য চক্ষুকে তৃতীয় চক্ষু—যোগনেত্র প্রভৃতি বলা হয়। তন্ত্র মতে আজ্ঞাচক্রে বা মনস্তত্ত্ব স্থানে ইহার স্থান। প্রজ্ঞার আলোকে এই চক্ষুর বিকাশ হয়। কেহ বলেন, আমাদের মস্তিষ্ক মধ্যে এক স্থান আছে (যাহাকে pinneal gland বলে) তাহাই এই যোগজ তৃতীয় চক্ষুর স্থান। তাহার বিকাশে দিব্য দৃষ্টি জন্মে। সে দৃষ্টি লাভ করিলে প্রকৃত clairvoyant হওয়া যায়।

বলদেব বলেন, এই দিব্যচক্ষু দিব্য মন নহে। দিব্য মন দ্বারা সেই বিশ্বরূপ দর্শনে রুচি মাত্র জন্মিতে পারে। এ স্থলে যে দিব্য দৃষ্টি অর্জ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে, ইহা দ্বারা সম্মুখস্থ পার্থিব সারথিরূপ হইতে ভিন্ন সহস্রশীর্ষা বিশ্বরূপ ভগবান্‌কে অর্জ্জুন দেখিতে পাইলেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের সম্মুখে সারথিরূপে অবস্থিত। তখন ভগবান্ "মানুষী তনু আশ্রিত।" অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ অর্জ্জুনের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া—একাগ্র করিয়া, তাঁহার সেই মানুষী তনু মধ্যে এই বিশ্বরূপ দেখাইলেন। অর্জ্জুনের চিত্ত ভগবানের মানুষী তনুতে একাগ্র করাইবার জন্ত প্রথমে বলিলেন—আমার এই দেহ মধ্যেই এই বিশ্বরূপ দেখ,—তোমাকে দিব্য

চক্ষু দিলাম, দেখ। এই কথা শুনিয়াই অর্জ্জুন যোগ বা সমাধিযুক্ত হইলেন,—সম্মুখে আর ভগবানের মানুষী তনু দেখিতে পাইলেন না। তাহার স্থানে তিনি দেখিলেন, সে দেহ বিশাল বিরাট বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, সমস্ত বিশ্ব তাহার মধ্যে নিহিত আছে—এ সমুদয় জগৎ সে দেহের একস্থানে মাত্র অবস্থিত রহিয়াছে।

অর্জ্জুন তখন প্রাকৃত বাহ্যদৃষ্টি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। তাঁহার আন্তর দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়াছে। সেই দিব্য দৃষ্টিতেই এ বিশ্ব জগৎ মধ্যে যে ভগবানের রূপ তাহা তিনি দেখিতেছেন। অর্জ্জুন তখন ভগবানের আর মানুষী তনু দেখিতেছেন না। অর্জ্জুনের এ মহা ভাবাবেশ—আশ্চর্য্য অদ্ভুত অলৌকিক।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে কেমন করিয়া এই দিব্য দৃষ্টি দিলেন? কেমন করিয়া অর্জ্জুনের এ মহা ভাবাবেশ হইল? ইহা কি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার? অলীক স্বপ্ন—বা মনের কল্পনা? না সত্য?

আমাদের দৃষ্টি—চারি প্রকার হইতে পারে। (১) সাধারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টি—ইহা দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। বর্ত্তমান কালে, নিকটস্থ স্থানে দৃষ্ট বস্তুতে সে দৃষ্টি আবদ্ধ। (২) শাস্ত্র দৃষ্টি—ইহা দ্বারা সাধারণ প্রত্যক্ষের অগোচর অলৌকিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। (৩) জ্ঞান দৃষ্টি—ইহাদ্বারা তর্ক যুক্তি দ্বারা জ্ঞানে যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষবৎ স্থির বিশ্বাস জন্মে। (৪) দিব্য দৃষ্টি—যোগজ দৃষ্টি ইহার অন্তর্ভূত ইংরাজীতে ইহাকে Illumination বলে। যাঁহারা এই দৃষ্টি আংশিক রূপেও লাভ করেন—তাঁহারা ঋষি, seer, prophet। এ দৃষ্টির ফল clairvoyance clairaudience প্রভৃতি। অর্থাৎ ইহা দ্বারা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ সিদ্ধি হয়। পূর্ণ দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বস্থানদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব্ব কার্য্য মধ্যে সূক্ষ্ম কারণ দর্শী। কিন্তু পূর্ণ দিব্য দৃষ্টি মানুষে সম্ভব নহে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরই এই পূর্ণ দিব্য দৃষ্টি

সম্পন্ন। তিনিই সর্ব্বদর্শী—সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহারই কৃপায় তাঁহারই প্রসাদে সুকৃতিসম্পন্ন মানবই সেই দিব্য দৃষ্টি আংশিকরূপে লাভ করিতে পারেন। সাধনসিদ্ধ যোগিগণ এই দিব্য দৃষ্টি কতক পরিমাণে লাভ করেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্য দৃষ্টি দিয়া যশোদাকে, নারদকে, দুর্য্যোধনকে নিজ বিশ্বরূপের কিয়দংশ দেখাইয়াছিলেন। যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য, যে স্থলে যেরূপ প্রয়োজন, তদনুরূপ তিনি এই বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। ভগবান্ যাঁহাকে যে ভাবে বিশ্বরূপ দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইরূপই দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে পূর্ব্বে তিনি জ্ঞানোপদেশ দিয়া, ভগবানের সমগ্র স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাকে সেই পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখিবার উপযোগী করিয়াছিলেন। তিনি তখন সেইরূপ দেখিবার যোগ্য হইয়াছিলেন।

সুতরাং দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা সত্য—পারমার্থিক ভাবে সত্য। তাহা মিথ্যা মায়াময় বা কল্পনা প্রসূত নহে। এই দিব্যদৃষ্টি সংক্রামণ কতকটা আধুনিক mesmerism বা hypnotism এর মত। ইহার দ্বারা যিনি শক্তি সঞ্চালক, তিনি অপরের জ্ঞান ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তিকে অভিভূত করিয়া, তাহাতে নিজ জ্ঞান ইচ্ছা ও কর্ম্মশক্তি সংক্রামিত করিতে পারেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বা যোগসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার প্রভাবাধীন ব্যক্তিতে তাহার মনোভাব সঞ্চারিত করেন। তিনি যেরূপ ভাবিবেন অপরেও সেইরূপ ভাবিবে, তিনি যেমন দেখিবেন, অন্যেও ঠিক সেইরূপ দেখিবে। অনেক ঐন্দ্রজালিকও সামান্য ভাবে এইরূপ শক্তি সঞ্চালন করিয়া দর্শকগণকে অভিভূত করেন। দিব্য দৃষ্টি প্রদান কতকটা এইরূপ হইতে পারে। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক hypnotiser অপরকে যাহা দেখান, তাহা অলীক—মিথ্যা। দিব্য দৃষ্টিতে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। মহাভারতে (আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ৩১ অধ্যায়ে) পাওয়া যায় যে, ব্যাস, কুন্তী

গান্ধারী প্রভৃতিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে তাঁহাদের মৃত পুত্রাদিকে দেখাইয়াছিলেন। তাহা কতকটা hypnotism এর মত বটে, কিন্তু তাহা ঠিক দিব্য দৃষ্টি নহে। ব্যাস সঞ্জয়কে যে দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাহার ফলে সঞ্জয় দূরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া, তাহা যেমন যেমন ঘটিতেছিল, তাহা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা যোগজ দৃষ্টি বা clairvoiance। ইহা প্রকৃত দিব্য দৃষ্টি না হইলেও অলৌকিক বটে। কিন্তু অর্জ্জুনকে ভগবান্ যে দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্ আপনার দৃষ্টির কিয়দংশ যাহা অর্জ্জুনে সঞ্চালিত করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের শ্রেষ্ঠ কৃপা। তাহা ভগবানেই সম্ভব। এইরূপে দেবী ভগবতী তাঁহার পিতা হিমালয়কে তাঁহার বিশ্বমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, ইহা দেবীগীতায় পাওয়া যায়।

যোগৈশ্বর্য্য—ঈশ্বরীয় যোগ—ঈশ্বর আমার অতিশয় যোগ শক্তি (শঙ্কর)। অসাধারণ যোগ, অনন্ত জ্ঞানাদি যোগ—অনন্ত বিভূতি যোগ (রামানুজ)। যোগ—যুক্তি, অঘটন-ঘটনা-সামর্থ্য (স্বামী, মধু)। 'যুজ্যতে অনেন' ইতি যোগঃ। ইহা ঈশ্বরের পরম রূপ পুরুষোত্তম রূপ, (বলদেব)। করণ অকরণ ও অন্যথা করণ সামর্থ্য (বল্লভ)। অসাধারণ অঘটন-ঘটনা-পরীয়সী ঈশ্বরের শক্তি (বল্লভ)। ঈশ্বরত্ব-কারণ যোগমায়া-বিজৃম্ভিত স্বরূপ (শঙ্করানন্দ)। [৯।৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

সঞ্জয়—

হে রাজন্! এইরূপ কহিয়া বচন,
মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে তখন,
দেখালেন সে পরম রূপ ঐশ্বরীয় ॥ ৯

৯। সঞ্জয়—সঞ্জয় ব্যাস-প্রসাদে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জুন—যেরূপ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা নিজেও দেখিতেছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্রকে পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে তাঁহা বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজন্—ধৃতরাষ্ট্র।

তার পর—তদনন্তর, অর্থাৎ অর্জ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদানানন্তর (মধু, গিরি, বলদেব)।

মহাযোগেশ্বর—মহান্ এবং যোগিগণের ঈশ্বর (শঙ্কর)। আশ্চর্য্য যোগ সকলের ঈশ্বর (রামানুজ)। সকার্য্য যোগমায়ার একমাত্র প্রবর্ত্তক মহান্ ঈশ্বর (শঙ্করানন্দ)। [পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]।

হরি—নারায়ণ (শঙ্কর)। যিনি সকার্য্য অবিদ্যা হরণ করেন (গিরি)। সর্ব্ব ক্লেশাপহারী পরমেশ্বর (মধু)। পরব্রহ্মভূত নারায়ণ (রামানুজ)।

পরম রূপ—পরম ঐশ্বরীয় রূপ, বিশ্বরূপ (শঙ্কর)। মায়া-উপহিত ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট রূপ (গিরি)। অসাধারণ রূপ, বিবিধ বিচিত্র নিখিল জগদাশ্রয় বিশ্বের প্রশাস্তা রূপ (রামানুজ)। পরম=দিব্য অপ্রাকৃত (মধু)।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

অনেক-বদন তাহা, অনেক-নয়ন,
অনেক-অদ্ভুত-দৃশ্য,—দিব্য-আভরণ
অনেক, অনেক-দিব্য-উদ্যত-আয়ুধ ॥ ১০

১০। অনেক—অসংখ্য। পরে আছে "সহস্রবাহো" (গীতা; ১১।৪৬)। অতএব অনেক অর্থে বহু সহস্র—অসংখ্য (বলদেব)। অপরিমিত (রামানুজ)। পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ। সুতরাং অনেক অর্থে অসংখ্য।

পূর্ব্ব শ্লোকে যে পরম ঐশ্বর রূপ উক্ত হইয়াছে, এই ১০ম ও ১১শ শ্লোকোক্ত পদ গুলি দ্বারা তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ এই প্রকার রূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন, অথবা অর্জ্জুন এইরূপ দেখিয়াছিলেন (শঙ্কর)।

তাহা—যে দেহে মুখ ও নয়ন অনেক সেই দেহ (শঙ্কর)।

অনেক-অদ্ভুত-দৃশ্য—যে দেহে অনেক বিস্ময়জনক দর্শনীয় বস্তু বিদ্যমান (শঙ্কর)। অনেক অলৌকিক লীলাময় দর্শন (বল্লভ)। দর্শন = উপলব্ধি (হনু)।

আভরণ—দিব্য বা স্বর্গীয় অলঙ্কার যে দেহে বিরাজিত। আভরণ = হার কেয়ূরাদি ভূষণ (গিরি)। দিব্য = প্রচণ্ড প্রকাশবস্তু (শঙ্করানন্দ)। আয়ুধ—অনেক দিব্য অস্ত্র যে দেহে সর্ব্বদা উদ্যত করিয়া রাখা হইয়াছে (শঙ্কর)। সকল দুঃখ নিবারক শঙ্খ চক্রাদি আয়ুধ (বল্লভ)। পরে আছে—

"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ" (গীতা, ১১।১৬ শ্লোক)।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুষণ্ডী পরিঘায়ুধা ॥"

(ইতি শ্রীশ্রীচণ্ডী, ব্রহ্মার স্তব)।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১



দিব্য মাল্য আর দিব্য অম্বর ভূষিত,
দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত,—সকলই অদ্ভুত
সে দেব অনন্ত, মুখ সর্ব্বদিকে তাঁর ॥ ১১

১১। মাল্য ও অম্বর ভূষিত—যিনি দিব্য মাল্য বা পুষ্পমালা ও বস্ত্রধারণকারী (শঙ্কর)।

গন্ধ…অনুলিপ্ত—দিব্য গন্ধ যাহার তাদৃশ অনুলেপন বা অঙ্গে মাখাইবার দ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত (স্বামী)।

দিব্য—দ্যুতিমান্ উজ্জ্বল আভাযুক্ত (রামানুজ)। ক্রীড়োপযুক্ত (বল্লভ)। সর্ব্বতঃ স্বয়ং প্রকাশমান (শঙ্করানন্দ)। পূর্ব্ব শ্লোকে ও এই শ্লোকে উক্ত দিব্য অর্থে ভগবানের সর্ব্ব দেবময় আধিদৈবিক রূপের ইঙ্গিত আছে।

সকলই অদ্ভুত—(সর্ব্বাশ্চর্য্যময়) সকল প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ (শঙ্কর)। তেজোবল বীর্য্য শক্তি রূপ গুণাবয়ব অবস্থান বিশেষ দ্বারা আশ্চর্য্য-প্রচুর (শঙ্করানন্দ)।

সর্ব্বদিকে মুখ—(সর্ব্বতোমুখং)—যাঁহার মুখ সর্ব্বদিকেই আছে। তিনি সকলের আত্মা বলিয়া বিশ্বতোমুখ (শঙ্কর)। সর্ব্বাত্মক (শঙ্করানন্দ)। সর্ব্ব দিকে অসংখ্য মুখ যুক্ত।

অনন্ত দেবের—(দেবং অনন্তং)—অপরিচ্ছিন্ন দেশ কালাদি পরিচ্ছেদ-রহিত—অক্ষয় তেজঃস্বরূপ দ্যোতনাত্মক সেই পরমেশ্বরের (রামানুজ, মধু)। অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ এজন্য অনন্ত (শঙ্করানন্দ)।

এ স্থলে যে বিরাট বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে—তাহা সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের ব্যক্তরূপ। পরমেশ্বর অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বজগৎ ব্যাপ্ত। এই অব্যক্ত মূর্ত্তিই ভগবানের পরম ভাব। এই অব্যক্ত স্বরূপ জগতের কারণ ও আধার হইলেও, তাহা জগদতীত। ভূতগণ তাহাতে সংস্থিত নহে। সে অব্যক্তরূপ Transcendent নিরুপাধিক। পরমেশ্বরের ব্যক্ত Immanent রূপ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই যে পরমেশ্বরের ব্যক্ত জগৎরূপ, সর্ব্বভূত ইহারই অন্তর্ভূত। এই ব্যক্তরূপে পরমেশ্বর সর্ব্বভূতস্থ সর্ব্বভূত ভর্ত্তা। (গীতা ৯।৪-৬ শ্লোক, ৬ষ্ঠ শ্লোকের শেষে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ; আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এই জগৎ কার্য্য। কারণের অন্তর্ভূত শক্তি, এবং শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য। সুতরাং কার্য্য কারণের অন্তর্ভূত। তাহা কারণের অতিরিক্ত নহে। অতএব এ জগৎ ব্রহ্মেরই ব্যক্ত রূপ।

এই জগৎ যে ব্রহ্ম আত্মা বা পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত, এ বিশ্ব তাঁহারই যে ব্যক্তরূপ, তাহা শ্রুতিতেই প্রথম উপদিষ্ট হইয়াছে। এই বিরাট বিশ্বরূপের বিবরণ আমরা শ্রুতি হইতেই জানিতে পারি।

ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে (দশম মণ্ডলের ১০সূক্তে) এই বিরাট বিশ্বরূপ পুরুষের বিবরণ আছে। সে সূক্তের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতম্ যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥৩

* * *

তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫

* * *

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাৎ ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ু রজায়ত ॥১৩
নাভ্যামাসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকান্ অকল্পয়ৎ ॥"১৪

অর্থাৎ এই আদি পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ। তিনি ভূমিকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া, দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত আছেন। যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ দেবত্বের স্বামী, তিনি প্রাণিগণের অন্নের জন্য স্বীয় কারণাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া পরিদৃশ্যমান্ জগদবস্থা স্বীকার করেন। এই অতীত অনাগত বর্ত্তমান এই সমুদায় জগৎ এই পুরুষের মহিমা—তাঁহারই সামর্থ্য বিশেষ। পুরুষ তাহা হইতে অতিশয় রূপে অধিক। এই সমুদায় ভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র। তাঁহার অবশিষ্ট তিন পাদ অবিনাশী—দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশস্বরূপ। তাঁহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ড দেহ মধ্যে বিবিধ বস্তু বিরাজিত বলিয়া ইনি বিরাট। বিরাট পুরুষ সেই ব্রহ্মাণ্ড দেহাভিমানী দেবতা। সায়ন বলেন,—এই বিরাট সর্ব্বদেবতাসর্ব্বেদ্য পরমাত্মা। তিনি স্বকীয় মায়াবলে ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে অনুঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবাত্মা বা জীব হইয়াছেন। অথর্ব্ব বেদের উত্তর তাপনীয় ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যথা "স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্য মূঢ় ইব ব্যবহরন্নাস্তে মায়য়া ইতি"। সেই জাত বিরাট পুরুষ অতিরিক্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদিরূপ হইয়াছিলেন। দেবাদি তিনি

জীব হইবার পরে ভূমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তদনন্তর জীবগণের পুর বা দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, বায়ু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, এবং প্রাণ হইতে বায়ু হইল। তাঁহার নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মিত হইল।'

অতএব ঋগ্বেদ অনুসারে, বিশ্বকারণ আদি পুরুষ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে। আত্মারূপে সেই আদি পুরুষই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ দেবী-সূক্ত (১০ মণ্ডল ১২৫সূক্ত) হইতেও জানা যায় যে, বাক্‌রূপী শব্দব্রহ্ম—এই বিশ্বরূপ। সেই বাক্‌দেবীই সর্ব্ব দেবরূপে বিচরণ করেন, তিনিই ভুবন নির্ম্মাণ করেন। তিনি এই বিশ্বের শক্তিরূপিণী। এই বিশ্বরূপ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে অন্যত্র আছে' বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।" (ঋগ্বেদ, ১০।৮১।৩) অর্থাৎ সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বদ্রষ্টা দেবের সর্ব্বত্র চক্ষু সর্ব্বত্র মুখ সর্ব্বত্র হস্ত আর সর্ব্বত্র পদ। ঋগ্বেদে এই প্রকারে বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদের মধ্যে কেবল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঋগ্বেদ অনুসারে এই বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের উক্ত শেষ মন্ত্র এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।৩) গৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপের বিশেষ বিবরণ আছে, তাহা উক্ত পুরুষসূক্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহা এই—

"সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥ ১১
মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিং ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ ১২

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১৩
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতম্ যচ্চ ভাব্যম্। ১৫

* * * *

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বত্র শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৬
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্থ প্রভুমীশানং সর্ব্বস্থ শরণং বৃহৎ॥ ১৭

গীতাতে পরে জ্ঞেয় অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

(গীতা, ১৩। ১৩-১৪)।

সেই আদি পরম পুরুষ ঈশান এই বিশ্বরূপে কি প্রকারে অনন্ত-শির, অনন্ত-মুখ, অনন্ত-বাহূদরনেত্র হইলেন? এই জগতে যত জীবাত্মা—জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা অহং—এইরূপ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানযুক্ত, সকলেই সেই পরমাত্মার অভিব্যক্তরূপ। এই অধ্যাত্ম রূপই তাঁহার স্ব-ভাব (৮।৩)। সকল ব্যষ্টি জীবের ও ব্যক্তরূপের সমষ্টিভাবেই এক অর্থে ভগবানের এই বিরাট বিশ্বরূপ। তিনি 'জীবঘন'। জীব ও জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, তিনি 'জীবঘন' হিরণ্যগর্ভরূপ,—সর্ব্ব জীবের বীজরূপ। সে অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান স্বপ্নময়। সেই বীজ হইতেই—প্রকৃতিগর্ভে—বিরাটের সৃষ্টি হয়, জীবের উৎপত্তি হয়। বিরাট—তৃতীয় পুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানের জাগ্রদবস্থা, প্রণবরূপের 'অ'কার। (অষ্টম অধ্যায়ের শেষে প্রণবের মাত্রা সম্বন্ধ ব্যাখ্যা

দ্রষ্টব্য)। মনুসংহিতায় আছে,—সেই সর্ব্বভূতময় সনাতন পুরুষ,নিজশরীর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া, আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন, এক অর্দ্ধ—পুরুষ, আর এক অর্দ্ধ—নারী (প্রকৃতি) হন। সেই নারী হইতে প্রভু বিরাটকে সৃষ্টি করেন।

"তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।" (মনুসংহিতা, ১।৩২)

এই বিরাটই—পরম পুরুষের ব্যক্তরূপ, সকল সৃষ্ট জীবের সমষ্টিরূপ। সকলের মুখাদি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় শক্তি তাঁহাতেই অবস্থিত।

অতএব এই ব্যষ্টি জগৎকে সমষ্টিভাবে দর্শন—এক অতি বৃহৎ organic body রূপে দর্শনই—বিরাট বা বিশ্বরূপ দর্শন। সেই এক মহান্ ভূমা একের মধ্যে সমুদায়কে দর্শন, এবং সকলের মধ্যে সেই একেকে দর্শনই প্রকৃত দর্শন। তাহাই দিব্য দর্শন।

রামানুজ গীতায় ১১।১৮ শ্লোকের টীকায় বিশ্বরূপে এই অনন্ত বাহুদর প্রভৃতি ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একই কটিপ্রদেশ হইতে অনন্ত-পরিমাণ ঊর্দ্ধমুখ প্রভৃতি কল্পনা করা যাইতে পারে। এবং এইরূপে এক বিরাটদেহে অনন্ত বাহু মুখ উদর পদ ধারণা করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এরূপ ধারণা সঙ্কীর্ণ ও অসঙ্গত।

ভগবান্ পূর্ব্বে ৫ম হইতে ৭ম শ্লোকে আপনার বিশ্বরূপ আপনি বর্ণনা করিয়াছেন। সে বিশ্বরূপ মধ্যে অসংখ্য (শত সহস্র) বিবিধরূপ—বিবিধ দিব্য বর্ণ ও আকৃতিস্থিত,—তাহার মধ্যে সর্ব্ব দেবগণ অবস্থিত, তাহার মধ্যে মানব সৃষ্টির অগোচর কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংস্থিত, তাহাতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ একত্র অবস্থিত,—ইহাতে ভূর্ভুবঃস্ব—এই ত্রিলোক সংস্থিত। ভগবান্ আপনার ব্যক্ত বিশ্বরূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কোন বিশেষ রূপ কল্পনা করা যায় না। কেন না, তাহা অনন্তপ্রকার বিশেষ ব্যক্ত রূপের সমষ্টি। তাহার পর ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে ভাবে বিশ্বরূপ দেখাইতেছিলেন, তাহা সঞ্জয় ব্যাস-প্রসাদে

দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া যেরূপ দেখিতেছিলেন, তাহাই এই দশম ও একাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সঞ্জয় বিশ্বতোমুখ অনন্ত সেই দেবকে অনেক মুখ বাহু ও চরণাদিবিশিষ্ট দেখিতেছিলেন। সেই দেহ দিব্য মাল্য অম্বর ও দিব্যগন্ধ অনুলেপবিশিষ্ট, তাহা আশ্চর্য্যময়। সুতরাং এ বিরাট দেহ আমাদের দ্বারা কল্পনা করা অসম্ভব। তাহাতে অনেক ভাবে প্রবিভক্ত কৃৎস্ন জগৎ এক অবিভক্তভাবে অবস্থিত। অতএব সে দেহ এই ব্যক্তাব্যক্ত স্থূল সূক্ষ্ম, কার্য্যকারণাত্মক বিশ্ব জগৎরূপ। ব্যষ্টিভাবে এ জগতের সর্ব্বভূত এই বিরাটদেহে অবস্থিত। সে বিরাট দেহে সমষ্টি ভাবে সর্ব্বভূতের মুখ, চক্ষু, বাহু, পদ, উদর প্রভৃতি একত্র সংস্থিত। এজন্য তাহা অনেক বাহু উদরাদিবিশিষ্ট। ভগবানের প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয় সকলের অভিব্যক্তি হয়। ভগবান্ সেই প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়শক্তি বিশিষ্ট, প্রতি ক্ষেত্রে তাহা ভগবানের অধ্যক্ষতায় ও নিয়ন্তৃত্বে অভিব্যক্ত হয়। তাই অর্জ্জুন ও বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত অনন্ত বাহু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল দেখিতেছেন।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২

সহস্র সূর্য্যের প্রভা আকাশে উত্থিত
হয় যদি একেবারে,—তবে হতে পারে
তাহা সেই মহাত্মার প্রভার সমান ॥১২

১২। সহস্র সূর্য্যের প্রভা—সেই বিশ্বরূপ ভগবানের যে দেহপ্রভা, এস্থলে তাহার উপমা দেওয়া হইয়াছে (শঙ্কর)। তেজের অপরিমিতত্ব প্রদর্শন জন্য এই উপমা দেওয়া হইয়াছে (রামানুজ)।

পূর্ব্বে বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে দেব বা দীপ্তিমান্ বলা হইয়াছে। সেই দীপ্তি কীদৃশী, তাহা এইরূপে উপমিত হইয়াছে (কেশব)। অপরিমিত সূর্য্য-সমূহ যুগপৎ বা একত্র উত্থিত হইলে যে প্রভা (মধু)। সহস্র সূর্য্য যদি একত্র বা এক কালে উত্থিত হয়, এবং তাহাদের রশ্মি যদি এক সঙ্গে এক স্থানে মিলিত হয় (শঙ্কর), অথবা যদি মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকিরণ সহস্র গুণ উজ্জ্বল হয়।

আকাশে—(দিবি)—ত্রৈগু অর্থে তৃতীয় স্থানস্থ আকাশ। 'দিবি' শব্দে আকাশ বা অন্তরীক্ষ উভয়ই হইতে পারে (শঙ্কর)।

যদি—অসম্ভাবিত ব্যাপারের অভ্যুপগম অর্থে 'যদি' শব্দ (গিরি)।

একেবারে—"মূলে আছে যুগপৎ।" এক সঙ্গে।

হতে পারে—তাহা কথঞ্চিৎ হইতে পারে, নাও হইতে পারে (গিরি)। যুগপৎ উত্থিত সহস্র সূর্য্যের একীভূত প্রভা অপেক্ষাও বিশ্বরূপের প্রভা অনেক অধিক—ইহাই ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে, (শঙ্কর, গিরি)। ইহার অন্য উপমা নাই (স্বামী)। সে রূপ নিরুপম (মধু)। এস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দ্বারা সে রূপের নিরুপমত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে (বলদেব)। ইহা কাকুক্তি (বল্লভ)।

ইহার অর্থ এই যে, একদা মধ্য আকাশে সহস্র সূর্য্যের উদয় যেমন অসম্ভব, সেইরূপ সে বিশ্বরূপের প্রভাব বা প্রকাশের তুলনা অসম্ভব। সে তেজ অতুলনীয় (কেশব)। পরমাত্মার সেই জ্যোতি আমাদের প্রাকৃত চক্ষু দেখিতে অসমর্থ। যোগদৃষ্টি দ্বারা তাহার দর্শন সম্ভব।

শ্রীভগবান্ জ্যোতিঃস্বরূপ—স্বপ্রকাশ। তাঁহার প্রভা বা দীপ্তিতে—সূর্য্যাদি দীপ্তিযুক্ত ও তেজোযুক্ত হয়। তাঁহার স্বীয় তেজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাপযুক্ত, তাঁহার আলোকে আলোকিত হয়। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে—

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে।" (গীতা, ১৩।১৭)।

"স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।" (গীতা, ১১।১৯)।

শ্রুতিতে আছে :—

"চতুষ্কলঃ পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্।"

(ছান্দোগ্য, ৪।৭।৩-৪)।

"ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১২)।

"যদ্ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিঃ।" (মৈত্রায়ণী, ৬।৩)।

"তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।" (মুণ্ডক উপঃ, ২।২।৯)।

"নারায়ণঃ পরো জ্যোতিঃ"।(মহানারায়ণ, ১১।৪)।

"সচ্চিদানন্দঘন জ্যোতিঃ।", (নৃসিংহ তাপনীয়, ৬)।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

(ইতি মুণ্ডক উপঃ ২।২।১০)।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

নানা ভাগে প্রবিভক্ত সমগ্র জগৎ
হেরিলা পাণ্ডব তাহা স্থিত একাধারে
সেথা—সে দেবদেবের শরীর মাঝারে ॥ ১৩

১৩। নানা ভাবে⋯জগৎ—দেব পিতৃ মনুষ্যাদি ভেদ দ্বারা অনেক প্রকারে বিশেষরূপে বিভক্ত (শঙ্কর, মধু)। ব্রহ্মাদি বিবিধ বিচিত্র দেব তির্য্যক্ মনুষ্য স্থাবরাদি—ভোক্তৃবর্গ, পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ পাতালাদি ভোগস্থান, আর ভোগোপকরণ ইত্যাদি ভেদ দ্বারা—নানা

ভাবে ভিন্ন প্রকৃতিপুরুষাত্মক বা চেতনাচেতনাত্মক সমগ্র জগৎ (রামানুজ, কেশব)। নানা বিভাগে অবস্থিত সমুদয় জগৎ (স্বামী)। অনেক প্রকার মৃন্ময় স্বর্ণময়, রত্নময়, অথবা লঘুমধ্যবৃহৎ—ইত্যাদি রূপে পৃথগ্ভূত নিখিল জগৎ (বলদেব)। নানাপ্রকার বিভাগযুক্ত সম্পূর্ণ জগৎ (বল্লভ)।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥"
(গীতা, ১১।৭)

অর্জ্জুনও এইরূপই দেখিতেছেন।

স্থিত একাধারে—এক স্থানে অবস্থিত (শঙ্কর)। একেতেই অবস্থিত (গিরি)। এক দেশস্থ বা একত্র স্থিত (কেশব)। 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" "অহমাত্মা…সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।' "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ"…"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"—ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বে উল্লিখিত—একাংশে (রামানুজ)। দেবতির্য্যগাদি নানা ভাগে প্রবিভক্ত হইয়াও সেই বিশ্বাত্মক শরীরে একস্থ (শঙ্করানন্দ)।

এ জগতে নানাপ্রকারে বিভক্ত ব্যক্তি সকল অসংখ্য হইলেও তাহারা মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া ভগবানের অঙ্গীভূত হইয়া (organised হইয়া) অবস্থিত। পূর্ব্বে ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দেবদেবের—পূজ্যগণেরও পূজ্য দেবতার (বল্লভ)। হরির (শঙ্কর)।

শরীর মাঝারে—অনন্ত অপরিমিত বিস্তার অনন্ত বাহূদরবক্ত্র-নেত্রযুক্ত, অপরিমিত তেজোরূপ, অপরিমিত দিব্য আয়ুধ ভূষণে ভূষিত, দিব্য মাল্যবস্ত্রগন্ধানুলেপযুক্ত অনন্ত আশ্চর্য্যময় দেবের দিব্য শরীরে (রামানুজ)। বিশ্বরূপ শরীরে (কেশব)।

সেথা—(মূলে আছে তত্র)—কেহ তত্র শব্দের অর্থ করেন—সেই যুদ্ধ স্থলে (বলদেব)।

আমরা এই শ্লোক ও পূর্ব্ব শ্লোক হইতে জানিতে পারি যে, আমরা প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে বাহ্য জগৎ দেখি—তাহা আমরা সমগ্র ভাবে ধারণা করিতে পারিলেও, তাহা বিশ্বরূপ নহে। এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে যখন অব্যয় আত্মার দর্শন লাভ হয়, তখন বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব হয়। আত্মা বা ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্বপ্রকাশ। সেই অনন্ত, অদ্ভুত জ্যোতিতে সমুদায় প্রকাশিত, তাহাতে বিশ্ব বিধৃত। সেই জ্যোতিঃ, সেই সহস্র সূর্য্যের প্রভাসদৃশ তেজঃ, সে বরেণ্য ভর্গ—বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না। যোগিগণের লভ্য আন্তর দৃষ্টি—বা প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হইলে, তাহা অনুভব করা যায়। সে আলোক (Light of the Logos) পরম জ্ঞানস্বরূপ, আমাদের বুদ্ধির প্রচোদক,—আর সে তেজঃ সে অচিন্ত্য শক্তির অভিব্যক্ত রূপ—তাহা ঐশ্বরীয় শক্তি (Life-Energy of the Logos)। জর্ম্মাণ যোগী সুইডেনবোর্গ ঈশ্বরকে Spiritual Sun বলিয়াছেন—এবং তাঁহার জ্যোতিঃ বা আলোককে Spiritual Wisdom ও তেজকে Spiritual Love বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

অতএব বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত পরমাত্মার জ্যোতিঃ,—যুগপৎ উত্থিত সহস্রসূর্য্যের প্রভাসদৃশ প্রভা, সেই প্রভায় সমুদায় জগৎ প্রকাশিত—বিধৃত; তাহারই মধ্যে অনেকধা প্রবিভক্ত জগৎ একত্র ভাবে সংস্থিত, দেব-তির্য্যগাদি সর্ব্বভূতময় জগৎ অভিব্যক্ত, এবং সেই আশ্চর্য্য প্রভার মধ্যেই ভগবানের ঘনীভূত রূপের প্রকাশ,—যোগিগণ যোগনেত্রে দেখিতে পান। সেই রূপ অনেক বাহু উদরাদিবিশিষ্ট দিব্য মাল্য গন্ধ আভরণ এবং অস্ত্রাদি-শোভিত। ইহা এ বিশ্বের অব্যয় কারণ রূপ। এ ব্যক্ত বিশ্ব—ইহা হইতে অভিব্যক্ত। ইহারই মধ্যে দেব মনুষ্যাদি জীব ও জড় বা জঙ্গম ও স্থাবরাত্মক জগৎ বিধৃত—ইহা হইতে অভিব্যক্ত। অতএব এই বিশ্বরূপ ব্যক্ত

জগতের কারণ রূপ—তাহার আধার রূপ—তাহার নিয়ন্তৃ রূপ—ভোক্তা ভোগ্য সমুদায়ের প্রেরয়িতা রূপ। তাহা অব্যয় আত্মার ঐশ্বররূপ।

এই বিশ্বরূপ 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ'—'অনেক-বাহূদর-বক্ত্রনেত্র', তাহা কারণ রূপ বলিয়া 'সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আভাসযুক্ত অথচ সর্ব্বব্যক্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। সে যাহা হউক এস্থলে ইহা আর বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, ভগবানের বিশ্বরূপ এ বাহ্য জগৎ নহে। তাহা এ জগতের অন্তর্ভূত পরমাত্মার অভিব্যক্ত ভাব। তাহা ধারণা করা দুঃসাধ্য।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪



তখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে রোমাঞ্চিত,
প্রণমিয়া নতশিরে, হ'য়ে কৃতাঞ্জলি—
ধনঞ্জয় এইরূপ কহিতে লাগিল ॥ ১৪

১৪। তখন—(মূলে আছে ততঃ) বিশ্বরূপধর ভগবানের সেই একীভূত জগৎ শরীর দর্শনানন্তর। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া (কেশব)।

বিস্ময়াবিষ্ট—সেই মহা আশ্চর্য্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া (রামানুজ)। সেই অদ্ভুত দর্শন প্রভাবে অলৌকিক চিত্তচমৎকারবিশেষ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া (মধু)।

রোমাঞ্চিত—(মূলে আছে 'হৃষ্টরোমা') পুলকিত (কেশব)।

প্রণমিয়া…হয়ে কৃতাঞ্জলি—ইহা ভক্তি শ্রদ্ধাতিশয়ের লক্ষণ

(গিরি, মধু)। অর্জ্জুনের সে আশ্চর্য্য বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় হয় নাই, তিনি সম্ভ্রমে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, তিনি ধীরভাবে তৎকালোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন (মধু)।

ধনঞ্জয়—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উত্তরগোগৃহে সকলকে জয় করিয়া ধন আহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অর্জ্জুনের নাম ধনঞ্জয়। এই সম্বোধনে অর্জ্জুনের মহাপরাক্রম ও অতি ধীরত্ব সূচিত হইয়াছে (মধু)।

কহিতে লাগিল—মধুসূদন বলেন যে, ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন অবলম্বনে উদ্দীপিত অর্জ্জুনের বিস্ময়রূপ স্থায়িভাব, সাত্ত্বিক লোমহর্ষণ নমস্কার অঞ্জলি দ্বারা পরিপুষ্ট ও ধৃতি বিতর্কাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই ভাবে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন। যাঁহারা ইহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাও এই ভাবে পরমানন্দ-আস্বাদ-রূপ অদ্ভুত রসে আপ্লুত হইবেন—ইহাও সূচিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অর্জ্জুন,—

দেখি দেব সব, দেব! দেহে তব,
বিশেষ সংহত ভূতগণ সব,
ব্রহ্মা ঈশ—স্থিত কমল আসনে,
সর্ব্ব ঋষি আর দিব্য সর্পগণে॥ ১৫

১৫। দেখি—হে ভগবন্ তুমি যে প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইতেছ, তাহা আমি কিরূপ দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি তাহা বলিতেছি (শঙ্কর)। সর্ব্ব লোকের যাহা অদৃশ্য, তাহা তোমার দত্ত দিব্য চক্ষু দ্বারা কিরূপ দেখিতেছি—বা চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছি তাহা শ্রবণ কর (মধু)।

দেব সব—আদিত্য বসু ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে। (শঙ্কর, কেশব)।

বিশেষ সংহত ভূতগণ সব—(সর্ব্বভূতবিশেষসঙ্ঘান্)—স্থাবর-জঙ্গমাদির নানা সংস্থান বিশেষের সমূহ (শঙ্কর)। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ উদ্ভিজ্জাদি বিভিন্ন শ্রেণীর সমুদায় প্রাণিগণ (রামানুজ)। স্থাবর জঙ্গমাত্মক জরায়ুজ অণ্ডজাদি ভেদদ্বারা ভিন্ন ভূতবিশেষের সমূহ (কেশব)। এই ভূতসঙ্ঘই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে—দেবগণ ইত্যাদি (শঙ্করানন্দ)। অথবা সমুদায় প্রাণিজগৎ মধ্যে দেবগণ অন্তর্ভূত হইলেও, দেবগণের উৎকর্ষ হেতু এস্থলে তাঁহারা পৃথক্ ভাবে উক্ত হইয়াছেন (গিরি)। এই ভূতবিশেষসঙ্ঘের প্রকৃত অর্থ ধারণা করা কঠিন। সর্ব্বভূতগণকে সমষ্টিভাবে সামান্য (genus) রূপে ধারণা করা যায়। সেই সামান্যকে আবার সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য অনুসারে বিভিন্ন জাতিতে (species) বিভাগ করা যায়। একরূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট বিশেষ (Individual) জীব-সঙ্ঘ লইয়া এক এক ভূত জাতি কল্পিত হয়। এইরূপে বহুজাতীয় জীব-সঙ্ঘ কল্পিত হয়। এরূপ অসংখ্য ভূত বিশেষ সঙ্ঘ—সমষ্টি ভাবে, অথচ জাতি বিভাগ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এস্থলে ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ বলা হইয়াছে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তবিংশ শ্লোকে ভূততত্ত্ব ও ভূতবিশেষ-সঙ্ঘতত্ত্ব বিবৃত হইবে। তাহা এ সম্বন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মা ঈশ স্থিত কমল আসনে—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যিনি প্রজাগণের ঈশ্বর, ও পৃথিবীপদ্ম মধ্যে মেরুরূপ কর্ণিকাসনে যিনি অবস্থিত (শঙ্কর,

মধু)। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাণ্ডাধিপ আর সেই ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত কমলাসনস্থ ঈশ্বর (রামানুজ)। ব্রহ্মা = চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ঈশ = শঙ্কর (কেশব)। সর্ব্বপ্রাণীর নিয়ন্তা (ঈশ) কমলাসনস্থ ব্রহ্মা (শঙ্করানন্দ)। দেবগণের ঈশ্বর বা স্বামী ব্রহ্মা, যিনি পৃথিবী পদ্মকর্ণিকা মেরুতে স্থিত, অথবা ভগবানের নাভি-পদ্মাসনে স্থিত (স্বামী)। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কমলাসনে স্থিত, ও তদন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী ঈশ (বলদেব)।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই গর্ভোদকশায়ী ঈশ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষাখ্য ভগবান্ বাসুদেবের তিনব্যূহ,—(১) কারণাব্ধিশায়ী ব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টা সঙ্কর্ষণ, (২) গর্ভোদকশায়ী কার্য্য-জগৎস্রষ্টা প্রদ্যুম্ন এবং (৩) ক্ষীরোদশায়ী জীবের আত্মা—অনিরুদ্ধ। তন্ত্রে আছে—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্য যে বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ম্ অণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা প্রমুচ্যতে॥" এস্থলে ব্রহ্মা গর্ভোদক-শায়ীর নাভিপদ্মস্থ, আর ঈশ—তাঁহার অন্তর্য্যামী কারণাব্ধিশায়ী ভগবান্।

ঋষি—বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ (শঙ্কর)। দেবর্ষিপ্রমুখ সকল ঋষি (রামানুজ)। ঋষিগণ ব্রহ্মার পুত্র (মধু)। পরে যে "দিব্য" এই বিশেষণ আছে, তাহা এই ঋষি সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। এই ঋষিগণ দিব্য বা স্বর্গে উৎপন্ন। ইঁহারা এ পৃথিবীর ঋষি নহেন, অথবা মরণান্তে স্বর্গ-গত মহাত্মা নহেন। ইহাঁরা নিত্য, সৃষ্টির প্রথমই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন। ইহারাই প্রয়োজন মত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বেদ প্রকাশ করেন। ভগবানের মানস জাত ভাব সপ্ত ও চারি মহর্ষির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (গীতা ১০।৬ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সর্প—(উরগান্) দিব্য সর্প—অনন্ত, বাসুকি প্রভৃতি (শঙ্কর, মধু)। তক্ষকাদি (স্বামী)। এই সর্পসকলও সাধারণ সর্প নহেন (কেশব)। ইঁহারা স্বর্গে উৎপন্ন। ইঁহারা সম্প্রসারিত সূর্য্যরশ্মির ও আকাশস্থ সমুদায়

নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃকমল হইতে সম্প্রসারিত রশ্মির অধিদেবতা। শ্রুতিতে এই অর্থই পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১।১।৫।৩) আছে—"এই হবিঃ সেই সর্পগণকে অর্পণ করা যাইতেছে—নক্ষত্রদেহ সকল যাঁহাদের চিত্তের অনুসরণ করে। সে সকল সর্প পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে বাস করেন। তাঁহারা আমাদের হব্যে অর্চ্চিত হউন। যে সকল সর্প সূর্য্যের দীপ্তি মধ্যে বাস করেন,—যাঁহারা স্বর্গ ও স্বর্গের দেবীর অনুসরণ করেন, নক্ষত্রদেহসকল যাঁহাদের অনুবর্ত্তন করে, সেই সকল সর্পকে মধুময় হব্য অর্পণ করিতেছি।" শ্রুতিতে অন্যত্র আছে—

"সর্পা গন্ধর্ব্বা পিতরস্তন্নিধানম্।" (ছান্দোগ্য ২।২১।১)।

সৃপ্‌ ধাতু হইতে সর্প। যাহা বিসর্পিত হয়, তাহা সর্প। উরগও সেই অর্থে ব্যবহৃত। দিব্য উরগগণ বিসর্পিত সূর্য্যরশ্মির অধিদেবতা। অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপে দিব্য উরগগণকে দেখিতেছিলেন, তাঁহারা সুতরাং সাধারণ সর্প নহেন। পূর্ব্বে ১১.২৮-২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬

অনেক উদর বাহু মুখ আঁখি,
চৌদিকে অনন্ত ওরূপ নিরখি।
নাহি তব অন্ত মধ্য আদি আর—
হেরি ওহে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর॥ ১৬

১৬। অনেক...আঁখি—অনেক অর্থাৎ অসংখ্য অপরিমেয় অনন্ত (শ্রীমাধব)। অসংখ্য বাহু উদর মুখ নেত্রযুক্ত যে তুমি—এরূপ তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। (পূর্ব্বে ১০ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

চৌদিকে অনন্ত ওরূপ—(ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং)—সর্ব্বত্র বা চারিদিকে যাঁহার রূপের অন্ত নাই এরূপ তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর, কেশব)। অথবা অনন্তরূপ যুক্ত তোমাকে সর্ব্বদিকে দেখিতেছি (স্বামী)।

নাহি...হেরি—অন্ত=অবসান—সীমা, মধ্য=এই সীমার মধ্যে অন্তর প্রদেশ (শঙ্কর)। আদি=মূল (গিরি)। যেহেতু তুমি অনন্ত—এজন্য তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত দেখিতে পাইতেছি না (রামানুজ)। তুমি সর্ব্বগত বলিয়া তোমার আদি মধ্য অন্ত দেখিতে পাইতেছি না (মধু)। অন্ত=পূর্ণভাব, মধ্য=স্থিতিস্থান, ও আদি=উৎপত্তি স্থান (বল্লভ)। খণ্ড দিক্ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা আদিঅন্তমধ্যযুক্ত। যিনি দিককালনিমিত্তরূপ কোন উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, দিক্ কালাদি যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, কেবল তিনিই আদিঅন্তমধ্যহীন। তাঁহার আদি বা উৎপত্তি নাই, তাঁহার আর কোন মূল নাই, তাঁহার অন্ত অর্থাৎ অবসান বা বিনাশ নাই, তিনি কাহারও মধ্যে অবস্থিত নহেন বা সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি অনন্ত, অসীম, অনাদি।

মধ্য শব্দের আর এক অর্থ—অংশ বা কলা। ব্রহ্ম—নিষ্কল, নিরংশ। সুতরাং তিনি ব্যবহারিক অর্থে একাংশে জগৎরূপে ব্যক্ত হইলেও পরমার্থতঃ তিনি নিরংশ। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

বিশ্বরূপ—সর্ব্বরূপ অনন্তরূপ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

হেরি—গদা-চক্র-কিরীট-শোভিত
তেজোরাশি—সর্ব্বদিক-বিভাসিত—
তোমা চারিদিকে,—দৃষ্টি ঝলসিত,—
দীপ্তানল-রবি-দ্যুতি অপ্রমিত ॥ ১৭

১৭। গদা…শোভিত—তুমি কিরীট গদা ও চক্রধারী (শঙ্কর)। তুমি রসাত্মক মুকুটালঙ্কার যুক্ত, তুমি গদাধর—অর্থাৎ সকল প্রাণাধিদৈবিক ধর্ম্মধারী, তুমি চক্রী অর্থাৎ তেজোরূপ সুদর্শনধারী, আর তদ্বৎ মোক্ষদানার্থ চক্রধারী (বল্লভ)।

কিরীট—জ্ঞানজ্যোতিশ্ছটা-প্রকাশক প্রভা। গদা—সকল কর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব ব্যঞ্জক, আর চক্র সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজকত্ব-ব্যঞ্জক। চক্র = 'wheel of law' বা ধর্ম্মচক্র।

তেজোরাশি—তুমি পুঞ্জীকৃত তেজঃস্বরূপ (শঙ্কর)।

সর্ব্বদিক্ বিভাসিত—(সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং)—যাহার দীপ্তি সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। সর্ব্বতঃ উদ্দীপক কিরণযুক্ত (বল্লভ)। দীপ্তিমান্ = প্রকাশ যুক্ত (শঙ্করানন্দ)।

হেরি চারিদিকে—অগ্রে পশ্চাতে বা পার্শ্বে নয়—সর্ব্বদিকে (গিরি)। তোমাকে এইরূপ কিরীটযুক্ত, গদাযুক্ত, চক্রযুক্ত, তেজঃ-

পুঞ্জ, সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান্, সর্ব্বদিকে দুর্নিরীক্ষ্য, দীপ্ত অগ্নি সূর্য্যের দ্যুতিযুক্ত, অপ্রমেয়—এইরূপে দেখিতেছি (রামানুজ)।

দৃষ্টি ঝলসিত—(দুর্নিরীক্ষ্যং)—যাহা দেখিতে পারা যায় না—দেখিলে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায় (স্বামী)। যাহা দিব্যচক্ষু বিনা দেখিতে পারা যায় না, অনিরীক্ষ্য (মধু)। যাহা দুঃখে নিরীক্ষণ করা যায় (শঙ্কর)। গুরু উৎকর্ষ তেজোযুক্ত বলিয়া দুর্নিরীক্ষ্য (কেশব)।

দীপ্তানল-রবি-দ্যুতি—প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার দ্যুতি (শঙ্কর)। যেহেতু তুমি প্রদীপ্ত হুতাশন ও মার্ত্তণ্ডের দীপ্তিযুক্ত—এজন্য তুমি দেখিতে অশক্য—দুর্নিরীক্ষ্য (স্বামী)। পূর্ব্বে যে 'সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং' বলা হইয়াছে, সেই দীপ্তির স্বরূপ ইহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে (কেশব)। তাঁহারই দীপ্তিতে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি দীপ্তিযুক্ত হয়, এ কারণ সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতির দীপ্তি অপেক্ষা তাঁহার জ্যোতিঃ অধিক।

অপ্রমেয়—তুমি প্রমেয় নহ, পরিচ্ছেদ করিবার অযোগ্য (শঙ্কর)। এরূপ নিশ্চয় করিতে অশক্য (স্বামী)। প্রমাণের অযোগ্য (বল্লভ)।

মা ধাতুর অর্থ পরিমাণ করা—মাপ করা। যাহা সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন তাহাই পরিমাণ করা যায়। প্রমা শব্দের বিশেষ অর্থ—জ্ঞান দ্বারা জানা, প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা। যাঁহাকে প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না—তিনি অপ্রমেয়। ভগবৎ-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অগম্য। শ্রুতি-প্রমাণ সাধারণ প্রমাণ নহে। সে প্রমাণেও ব্রহ্মতত্ত্ব আংশিক রূপে জ্ঞেয়। নির্গুণব্রহ্ম তত্ত্ব—শ্রুতি দ্বারাও অপ্রমেয়। "নেতি নেতি" শ্রুতিবাক্যে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দ্বাদশ শ্লোকে যে বিশ্বরূপের জ্যোতিঃ প্রভা বা তেজ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এ শ্লোকে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এস্থলে দ্রষ্টব্য।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

তুমিই অক্ষর জ্ঞাতব্য পরম,
তুমি এ বিশ্বের পরম নিধান,—
নিত্য-ধর্ম্ম-গোপ্তা তুমিই অব্যয়,
তুমি সনাতন পুরুষ নিশ্চয় ॥ ১৮

অক্ষর—অর্থাৎ যাঁহার ক্ষরণ বা প্রচ্যুতি হয় না (শঙ্কর)। নিরবয়বত্ব হেতু, নিরাশ্রয় হেতু, সর্ব্বক্রিয়ার আশ্রয় অথচ সর্ব্ব ক্রিয়ার অবিষয় হেতু, অনন্তত্ব হেতু যাহার ক্ষরণ হয় না, যাহা নিত্য কূটস্থ,—তাহা অক্ষয়। তাহা পরম অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে উত্তম (শঙ্করানন্দ)। যাঁহার ক্ষরণ বা প্রচ্যুতি হয় না (শঙ্কর)। যিনি নিত্য বা সদা একরূপ। যিনি অচ্যুত, তিনি অক্ষর। পূর্ব্বে গীতায় (৩।১৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।" সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে শব্দব্রহ্ম বা বেদ, আর অক্ষর অর্থে মূল শব্দ—প্রণব (ওঁ) (গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষ (দ্রষ্টব্য)। এই অক্ষরই পর ও অপর ব্রহ্মের স্বরূপ। গীতায় (৮।৩, ৮।১১ শ্লোকে) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্;" "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি..." গীতায় পরেও উক্ত হইয়াছে (১১।৩৭ শ্লোকে)—"ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।" গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "অক্ষরং অনির্দ্দেশ্যম্।" অতএব অক্ষরই পরম ব্রহ্ম। উপনিষদেও এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। যথা;—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে"...ইত্যাদি

(বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮-১১)।

"অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং।" (কঠ, ৩।২)।

"অমৃতাক্ষরং হরঃ।" "তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।"

(শ্বেতাশ্বতর—১।১০ ; ৪।১৮ ইত্যাদি)।

"তদক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মুণ্ডক—১।১।৫)।

"তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম।" (মুণ্ডক—২।২।২)।

অতএব এই অক্ষরই পরব্রহ্ম। গীতার পরে অক্ষর-পুরুষেরও উল্লেখ আছে, যথা,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ (১৫।১৬)

অতএব অক্ষর পুরুষ কূটস্থ। ইনি হিরণ্যগর্ভ বা দ্বিতীয় পুরুষ। শ্রুতিতে আছে—"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্।" (মুণ্ডক উপঃ ১।২।১৩) আর যিনি উত্তম পুরুষ, যিনি পরমাত্মা—তিনি এই অক্ষর পুরুষেরও অতীত। তিনি পরম অক্ষর। এজন্য এস্থলে বিশ্বরূপ পরমেশ্বরকে 'অক্ষরং পরমম্' বলা হইয়াছে। যিনি পরম অক্ষর—তিনি পরম ব্রহ্ম। তিনি অক্ষর পুরুষ নহেন। (উক্ত ১৫।১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অক্ষর পরম ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরুপাধি, নির্ব্বিশেষ নিষ্ক্রিয়, প্রপঞ্চোপশম, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব (গীতা, ১২।৩১),—সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়। তিনি জগৎ কারণ হইলেও বা সগুণ হইলেও, তাঁহার ক্ষরণ হয় না। সাধারণতঃ কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হয়। কার্য্যভাবে তাহার ক্ষরণ হয় বা ব্যয় হয়। বিজ্ঞান মতে এ জগতের মূল যে অনন্ত শক্তি তাহা নিত্য হইলেও, তাহার কারণ (potential) অবস্থা হইতে কার্য্যাবস্থায় (kinetic) পরিণাম হেতু তাহার ক্ষরণ হয়। পরম ব্রহ্ম সেরূপে জগৎ কারণ নহেন। তিনি এই কার্য্য-কারণ বা নিমিত্ত উপাধির

অতীত। জগৎ তাঁহা হইতে বিবর্ত্তিত হইলেও তিনি পূর্ণ থাকেন,— অচ্যুত থাকেন। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

(বৃহদারণ্যক ৫।১।১)।

জ্ঞাতব্য—মুমুক্ষুগণের একমাত্র জ্ঞাতব্য (স্বামী, শঙ্কর)। পরম পুরুষার্থ বা পরমার্থ হেতু জ্ঞাতব্য (গিরি)। উপনিষদ্ বাক্য দ্বারা জ্ঞাতব্য (রামানুজ)। শ্রবণাদি দ্বারা জ্ঞাতব্য (মধু)। উপনিষদ্ বাক্য দ্বারা পরম অক্ষর রূপে বেদিতব্য (কেশব)। পরমার্থত্ব জন্য বা পরম পুরুষার্থ জন্য মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য (শঙ্করানন্দ)।

মূলে আছে "বেদিতব্য"। বিদ্ বা বেদন, ইহার অর্থ অনুভব করা— অপরোক্ষানুভূতির বিষয় করা। গীতা মতে 'পরমব্রহ্ম জ্ঞেয়'। (১৩।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তিনি নির্গুণ (Transcendent) নিষ্প্রপঞ্চ ভাবে অজ্ঞেয় 'নেতি নেতি' পদবাচ্য হইলেও সগুণ (Immanent) রূপে জ্ঞেয়। তিনি পরমাত্মা-রূপে নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়। এই নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম 'জ্ঞেয়' হইলেও সহজে উপাস্য বা ধ্যেয় নহেন, (গীতা, ১২।৫ দ্রষ্টব্য)। কেন না, তিনি অচিন্ত্য। (গীতা ১২।৩-৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সূক্ষ্মহেতু 'অবিজ্ঞেয়', (গীতা ১৩।১৫)। তিনি বিজ্ঞেয় অর্থাৎ বিশেষ ভাবে বা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞেয় নহেন।

পরম—পরব্রহ্ম (শঙ্কর, স্বামী)। অথবা ইহা অক্ষরের বিশেষণ (রামানুজ)। উৎকৃষ্ট মোক্ষরূপ (বল্লভ)। নির্ব্বিশেষ পরম অক্ষর ব্রহ্ম (শঙ্করানন্দ)।

পরম নিধান—প্রকৃষ্ট আশ্রয়। যাহাতে নিহিত হয় তাহা নিধান। (শঙ্কর, স্বামী, মধু, কেশব)। পরম আধারভূত (রামানুজ)। লয়স্থান (বল্লভ)। যাহাতে সমুদায় নিহিত হয় তাহা নিধান। এই মহদাদি স্থূল

পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিকার জাত বিশ্বের যে নিধান বা অব্যাকৃত জগদ্-বীজ, তাহা তুমিই—আর কেহ নহে (শঙ্করানন্দ)।

নিত্যধর্ম্মপাতা—(শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা)। যে ধর্ম্ম সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহার রক্ষাকারী (শঙ্কর)। জ্ঞানকর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম নিত্য—বেদ তাহার প্রমাণ। প্রতি সৃষ্টিতে মহাভূতের নিঃশ্বাসবৎ ঋক প্রভৃতি শাস্ত্র তাঁহা হইতে স্বতঃ অভিব্যক্ত হয়। এবং ভগবান্ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন (গিরি)। প্রথম হইতে নিত্য বৈদিক ধর্ম্মের অবতারাদি দ্বারা পালক ও রক্ষক (রামানুজ)। নিত্য বেদ প্রতিপাদ্য যজ্ঞাদি ধর্ম্মের ও তোমার আরাধনভূত ধর্ম্মের রক্ষক (কেশব)। শাশ্বত বা বেদ, তাহাতে উক্ত যে জ্ঞানকর্ম্মাত্মক বা প্রবৃত্তিনিবৃত্তি মূলক ধর্ম্ম, তাহার রক্ষক (শঙ্করানন্দ)।

যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম্ম (বৈশেষিক দর্শন, ১।১।১)। সে ধর্ম্ম বেদের দ্বারা প্রণোদিত হয় (পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন, ১।১।২)। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মের আরও ব্যাপক অর্থ হইতে পারে। যাহা দ্বারা কোন বস্তু সামান্য ও বিশেষ ভাবে ধৃত বা রক্ষিত হয়, তাহা সে বস্তুর ধর্ম্ম। একভাবে তাহাকে গুণও বলা যায় অথবা শক্তিও বলা যায়। অগ্নির দাহিকা শক্তি—অগ্নির ধর্ম্ম। মানুষের মনুষ্যত্ব—তাহার ধর্ম্ম। ভগবান্ সকল বস্তুর বস্তুত্বধারণ শক্তির আধার। শাশ্বত ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা ১৮।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

অব্যয়—ব্যয় রহিত (শঙ্কর)। তোমার যে স্বরূপ যে গুণ যে বিভব বা মহিমা, সেই রূপে সর্ব্বদা তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক (রামানুজ, কেশব)। নিত্য (স্বামী, মধু)। অবিনাশী (বল্লভ)। যাহার ব্যয় বা ক্ষয় হয় না যাহা অব্যয়—অক্ষয়।

সনাতন পুরুষ—চিরন্তন পুরুষ (শঙ্কর)। পরমাত্মা (মধু)। সদা একরস-স্বরূপ পুরাণ পুরুষ (কেশব)। গীতায় ভগবান্‌কে পুরুষোত্তম

বলা হইয়াছে (১৫।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই পুরুষের দ্বারা, সমুদয় জগৎ পূর্ণ। "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং" (শ্বেতাশ্বতর-উপঃ, ৩।৯)। যিনি নিজ ব্যাপ্তি দ্বারা চরাচর জগৎকে পালন করেন, পূরণ করেন, তিনি পুরুষ। "পুরুষ এব ইদং সর্ব্বং" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৩।১৫)। পুরে—অর্থাৎ জগৎরূপ ও জীবরূপ দেহ পূরে শয়ন করেন বলিয়া ইনি পুরুষ। "অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ" (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৮) অতএব এই জগতের সম্বন্ধে সগুণভাবে ব্রহ্ম পরম পুরুষ। জগদতীত প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ ব্রহ্মকে পুরুষ বলা যায় না। জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম নিত্য পরম পুরুষ। তিনি 'শাশ্বত' 'পুরাণে' সনাতন পুরুষ যিনি পরমাত্মা তিনিই পুরুষ।" আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১ ; তৈত্তিরীয় ২।২।১)।

নিশ্চয়—(মতো মে) ইহা আমার অভিপ্রায় (শঙ্কর), ইহা আমার নিশ্চয় অভিমত।

অর্জ্জুন, ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া তাঁহার নিরুপাধিক স্বরূপ—অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছিলেন, তাই বলিলেন—'মতো মে'।

এই শ্লোকে অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভগবানের যোগশক্তি বা ঐশ্বর্য্যাতিশয় দর্শন হইতে অনুমান মাত্র (শঙ্কর, মধু)।

সপ্রপঞ্চ ভগবৎ-রূপে 'ত্বমক্ষরম্' প্রভৃতি নিরুপাধিক ব্রহ্ম প্রতিপাদক বচন বিরুদ্ধ হইতে পারে, এই জন্য ইহা ভগবানের যোগ শক্তি বা ঐশ্বর্য্য অতিশয় দর্শন হইতে অনুমান মাত্র, ইহা আচার্য্য বলিয়াছেন (গিরি)। পরমেশ্বর যে একাংশে জগৎরূপে স্থিত—অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়া সেই অংশ—বা সেই সগুণ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের রূপবিশেষ মাত্র—ভগবান্ দেখাইতেছিলেন। সেই সগুণ (Immanent) ব্রহ্মস্বরূপ দেখিয়া, অর্জ্জুন ব্রহ্মের নির্গুণ (Transcendent) নিরুপাধিক, প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব অনুমান করিতেছিলেন মাত্র। সে তত্ত্ব এইপ্রকারে জ্ঞেয় নহে বা চিন্তনীয় নহে—তাহা অনুমেয় মাত্র। এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে সেই নির্গুণ

ব্রহ্মতত্ত্ব অনুমিত হইতে পারে। অর্জ্জুন ভগবানের যে বিরাট পুরুষরূপ দেখিতেছিলেন, তাহা ভগবানের একাংশমাত্র (গীতা, ১০।৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই ব্যক্ত বিরাট বিশ্বরূপের অন্তরালে হিরণ্যগর্ভ রূপ, পরম পুরুষ রূপ ও সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মের যে পরম ভাব, তাহা অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টির অগোচর ছিল। তিনি এস্থলে ব্রহ্মের নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ প্রপঞ্চাতীত রূপ, পরম অক্ষররূপ বিশ্বের পরম কারণ রূপ, পরম পুরুষরূপ এবং হিরণ্যগর্ভরূপ—সকলই অনুমান করিতেছিলেন।

———

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

হেরি—আদি-মধ্য-অন্ত-বিরহিত,
অনন্ত এ বীর্য্য, বাহু অগণিত,
শশিসূর্য্যনেত্র, দীপ্তাগ্নি-বদন,—
স্বতেজে সন্তপ্ত কর এ ভুবন॥ ১৯

১৯। হেরি—পূর্ব্বোক্ত অনুমানের পর, আবার অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিতেছেন (গিরি)। তিনি পুনর্ব্বার অদ্ভুত রূপ বর্ণনা করিতেছেন (বল্লভ)।

আদি-মধ্য-অন্ত-বিরহিত—(অনাদিমধ্যান্তং) উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-রহিত (স্বামী)। (পূর্ব্বে ১৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইহা পুর্ব্বানু-বৃত্তি বা পুনরুক্ত হইলে বলিতে হইবে যে, অর্জ্জুন আশ্চর্য্য রসে আপ্লুত

হইয়া এরূপ পুনরুক্তি করিতেছেন। ইহা স্বাভাবিক। অথবা পূর্ব্বে ১৬শ শ্লোকোক্ত "অনাদিমধ্যান্ত" ও এই "শ্লোকের "অনাদিমধ্যান্ত" এ উভয়ের অর্থ কিছু স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে ১৬শ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন, তোমার আদি মধ্য বা অন্ত দেখিতেছি না, এক্ষণে বলিলেন, তোমার আদি মধ্য বা অন্ত নাই। ভগবান্—অনাদি, অনন্ত,অপরিমেয় ইহা অর্জ্জুন এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিলেন।

অগণিত বাহু—তোমার বাহুসমূহ অনন্ত দেখিতেছি (শঙ্কর)। সহস্রবাহু (বলদেব)। পূর্ব্বে অনেক বাহু ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, পরে সহস্র বাহু বলা হইয়াছে। এস্থলে অনন্ত বলা হইল। পূর্ব্বে যে সংখ্যা করিবার চেষ্টা ছিল, এখন তাহা নিরর্থক বোধ হইল।

এই বাহুর উল্লেখ উপলক্ষ মাত্র। "অনন্তবাহূদরবক্ত্রনেত্র" ইহাই বলিবার অভিপ্রায় (মধু, রামানুজ)। বাহু—এস্থলে ক্রিয়া-শক্তিবাচক। অর্থ—অনন্ত-ক্রিয়াশক্তিযুক্ত (বল্লভ)। অথবা অনন্ত ত্যাগ গ্রহণাত্মক শক্তিযুক্ত।

অনন্তবীর্য্য—যে তোমার বীর্য্যের অন্ত নাই, সেই তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর)। অনন্ত-প্রভাব (স্বামী, মধু)। অনন্ত-পরাক্রম (বল্লভ)। বীর্য্য-উপলক্ষিত ষড়ৈশ্বর্য্য সমগ্রযুক্ত (বলদেব)। এখানে বীর্য্য শব্দ, অসীম নিরতিশয় জ্ঞান বল ঐশ্বর্য্য বীর্য্য শক্তি ও তেজের আশ্রয়-প্রকাশক (রামানুজ)। "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ"—ইতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ মন্ত্র। অতএব সাধারণ ভাবে বীর্য্য অর্থে শক্তি—অথবা তেজ।

শশিসূর্য্য-নেত্র—যাঁহার নেত্রদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্য, তাদৃশ তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর)। শশী ও সূর্য্য যাঁহার নেত্রের উপমা (বলদেব)। চন্দ্রের ন্যায় প্রসাদযুক্ত, ও সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপযুক্ত নয়ন সকল (রামানুজ)। অনুকূল দেবাদির প্রতি প্রতাপযুক্ত (রামানুজ, বলদেব)। চন্দ্রের ন্যায় ও

সূর্য্যের ন্যায় তাপহারক ও প্রতাপক নেত্রযুক্ত,—স্বভক্ত দেবাদির তাপহর, ও অসুরগণের তাপকর নেত্রযুক্ত (কেশব)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বরূপ ভগবানের নেত্র অনেক—অনন্ত। সুতরাং তাঁহার শশী ও সূর্য্য এই দুইটিমাত্র নেত্র হইতে পারে না। অতএব অর্থ এই যে, তাঁহার অনন্ত নেত্র—শশিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত। সূর্য্যের কিরণে তাপ ও আলোক আছে,—চন্দ্রের কিরণে কেবল স্নিগ্ধরশ্মি আমরা অনুভব করি। জগতে দুই মূল তত্ত্ব—অগ্নি ও রয়ি। এই রয়ি = চন্দ্র—সোম, আর অগ্নি = সূর্য্য—প্রাণ। প্রশ্নোপনিষদে (৪।৫) আছে,—

"প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ. তপস্তপ্ত্বা মিথুনম্ উৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চ ইতি। এতৌ মে বহুধা প্রজা করিষ্যাম ইতি। আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ রয়িরেব চন্দ্রমাঃ…।" অতএব সূর্য্য ও চন্দ্র—এই প্রাণ ও রয়ি—এই অগ্নি ও সোম। ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে। ভগবানের জ্ঞান-শক্তি—আলোক, আর কর্ম্মশক্তি তাপ। এই উভয়ই স্থূল চন্দ্রসূর্য্য-রূপে অভিব্যক্ত। * তাঁহার তেজে যে সূর্য্যচন্দ্র তেজোযুক্ত, তাহা পরে উল্লিখিত হইয়াছে। (গীতা ১৩।১৭ ও ১৫।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

দীপ্তাগ্নি-বদন—দীপ্ত অগ্নি তোমার মুখ (শঙ্কর)। মূলে আছে হুতাশন। যিনি হুত দ্রব্য ভোজন করেন (গিরি), সেই অগ্নি যাঁহার বদন। প্রদীপ্ত কালানলবৎ বদন (রামানুজ)। সংহারানুগুণ মুখ (বলদেব)। দীপ্ত অর্থাৎ ধূমশূন্য—প্রদীপ্ত (বল্লভ)। প্রদীপ্ত কালানলবৎ

* প্রসিদ্ধ জর্ম্মানির দার্শনিক যোগী সুইডেনবোর্গ বলিয়াছেন—

"God perforce appears before the angels as their Sun In the will of the angels he is Love—Heat, and in their understanding, he is Wisdom—Light. He appears to the angels as flaming and bright."

"God appears in the spiritual world as Sun. The divine love is felt as Heat, the divine wisdom is seen as Light. But the Sun is not the Lord himself." (White's Life of Swendeborg দ্রষ্টব্য।)

সংহারক বক্ত্রযুক্ত (কেশব)। শিখা সকল দ্বারা জাজ্বল্যমান অগ্নি যাঁহার মুখ (শঙ্করানন্দ)।

বেদে জানা যায় যে, দেবতাগণ অগ্নিমুখ। অগ্নির মুখেই তাঁহারা হব্য গ্রহণ করেন। যে কোন দেবতার উদ্দেশে হব্য অগ্নিতে প্রদান করা হয়, তাহা সেই দেবতা গ্রহণ করেন। এজন্য অগ্নি—দেবহোতা, সর্ব্বদেবমুখস্বরূপ। সর্ব্বদেবময় বিশ্বরূপ পরমেশ্বরেরও সেই জন্য মুখ—অগ্নি। সর্ব্বসংহারক কালানলতত্ত্ব পরে উক্ত হইয়াছে।

স্বতেজে···ভুবন—(স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং)—তেজঃ পরাভিভবসামর্থ্যে—তুমি স্বীয় তেজে সমুদায় বিশ্ব সন্তাপিত করিতেছ—এবম্ভূত তোমাকে দেখিতেছি (রামানুজ)। স্বকীয় তেজে বিশ্বকে তাপযুক্ত করিতেছ (কেশব)।

কেহ অর্থ করেন—নিজ চৈতন্য-জ্যোতিতে এ বিশ্ব প্রকাশ করিতেছ। এ অর্থ সঙ্গত নহে। কেন না, তাপ ও সর্ব্বপ্রকাশক চৈতন্য-জ্যোতিঃ এক নহে। আর তেজঃ কেবল আলোক নহে—তাপ।

তাপ ক্রিয়া দ্বারা এ বিশ্ব-সৃষ্টি ও বিশ্বপরিণতি হয়। ভগবান্ সেই তাপশক্তি-বিশিষ্ট। ইংরাজীতে ইহাকে Energy বলা যায়।

শ্রুতিতে আছে—প্রজাপতি বিশ্বসৃষ্টি কামনায় তপ করেন। সেই তপ হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। এই তপ হইতে তাপ। তাহা হইতে তেজঃ। তাহা হইতে সৃষ্টি হয়।

"সোঽকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি।"

"স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজৎ॥"

(তৈত্তিরীয়, ২।৬।১ ইত্যাদি ; প্রশ্ন উপঃ, ১।৪)।

এই তেজ ভগবানের স্বাভাবিক বল ক্রিয়াত্মিকা পরাশক্তি। সেই তেজের একাংশ হইতে যাহা কিছু বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও ঊর্জ্জিত—তাহা সমুদায় সম্ভূত (গীতা, ১০।৪১)। তাহা সূর্য্যে বিশেষ অভিব্যক্ত।

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥"

(গীতা, ১৪।১৫ শ্লোক)

শ্রুতিতে আছে,—

"প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৭)।

"যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং, তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়তি···স ব্রহ্ম।" বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১৪)।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥২০

একা তোমা দ্বারা—ব্যাপ্ত এ অন্তর—
স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে, সর্ব্বদিক আর,
এ উগ্র অদ্ভুত রূপ হেরি তব
ব্যথিত মহাত্মা! লোকত্রয় সব॥ ২০

২০। স্বর্গ···অন্তর—(দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং) দ্যৌঃ অর্থাৎ দ্যুলোক বা স্বর্গ, এই পৃথিবী এবং ইহাদের অন্তর বা মধ্যবর্ত্তী স্থান, অর্থাৎ অন্তরীক্ষ (শঙ্কর)। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের অন্তরাল (শঙ্করানন্দ)। এস্থলে প্রকৃত ভগবৎ-রূপের ব্যাপ্তি কথিত হইয়াছে (গিরি)। উপরিতনস্থ ও অধঃস্থানস্থ লোক মধ্যে যে অন্তর বা অবকাশ, তাহার

মধ্যেই সর্ব্বলোক স্থিত; অর্থাৎ সর্ব্বোপরম আকাশ ও দিক্ তুমি একা ব্যাপিয়া অবস্থিত—অথবা তোমা দ্বারা পূর্ণ।

স্বর্গ, পৃথিবী এবং তাহার অন্তর—ইহার অর্থ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ—এই ত্রিলোক। ভগবান্ তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপে কেবল ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহা ব্যতীত তিনি সমুদয় দিক্ (direction) ও আকাশ (space) ব্যাপিয়া স্থিত। তাঁহা হইতেই আকাশের উৎপত্তি। (আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ,—ইতি শ্রুতিঃ)। তিনি সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ("ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—ইতি ঈশোপনিষদ্, ১)। বেদসংহিতা হইতে জানা যায়, দ্যৌঃ—সমস্ত লোকের পিতা এবং পৃথিবী—মাতা। এই দ্যৌঃ পিতা (গ্রীকদিগের জুপিটার) এবং পৃথিবী মাতা হইতে সর্ব্বলোকের উৎপত্তি। এই বিশ্বরূপ—বিশ্বানুগ (Immanent)। ত্রিলোক ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। ভগবানের বিশ্বাতীত (Transcendent) পরম ভাব—ইহার অতীত, তাহা ত্রিলোকের অতীত।

একা—অদ্বিতীয় রূপে। বিশ্বরূপধর একা তোমা দ্বারা (শঙ্কর)।

সর্ব্ব দিক্—সমুদয় খণ্ড দিক্। পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি রূপে বিভক্ত সর্ব্বস্থান। ইহা সর্ব্ব চরাচরের উপলক্ষণ মাত্র (শঙ্করানন্দ)

ব্যথিত ত্রিলোক—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল অথবা ভূর্ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ,—এই তিন লোক ভীত বা প্রচলিত হইতেছে (শঙ্কর)। অত্যন্ত বিস্ময়কর দুরধিগম্য মহাতেজোযুক্ত রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হইয়াছে (মধু)। ত্রিলোকস্থ প্রাণিজাত সকলে ভীত (শঙ্করানন্দ)। ইহা দ্বারা সে রূপের ভয়ঙ্করত্ব সূচিত হইয়াছে (গিরি)। যেরূপ দেখিয়া সকলে ভীত তাহা সংবরণ কর,—ইহাই অর্থ (বল্লভ)।

লোকত্রয় এ বিশ্বরূপ কেমন করিয়া দেখিতে পাইতেছে? ইহার উত্তরে রামানুজ ও বলদেব বলেন যে, এই যুদ্ধ দেখিবার জন্য ব্রহ্মাদি

দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ, যক্ষরাক্ষসাদি, প্রতিকূল অনুকূল মধ্যস্থ ভাবে—সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই লোকত্রয় অর্জ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপও দেখিতেছিলেন। মনোবৃত্তি অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন-সাধন দিব্য চক্ষু ভগবৎ-প্রসাদে পাইয়াছিলেন, তাহা তখন ইঁহারাও পাইয়াছিলেন। সূক্ষ্ম শুদ্ধ মনস্তত্ত্ব—এক। সেই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে (Mental plane এ) অথবা বুদ্ধিতত্ত্বে যোগবলে—বা দিব্যদৃষ্টি বলে অবস্থান করিলে, সেই মনস্তত্ত্বস্থ সমুদায় জাগতিক ব্যাপার অনুভূত হইতে পারে। ত্রিলোকে যাঁহারা সেই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে অবস্থিত, তাঁহারা সূক্ষ্মশরীরী দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ঋষি ইত্যাদি। সেই জন্য যখন অর্জ্জুন সেই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে বা বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থান করিয়া, ভগবৎপ্রসাদে দিব্য দৃষ্টিতে, যে বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, সেই শুদ্ধ তত্ত্বে স্থিত ত্রিলোকীও তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণও এ অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ দেখিতে অসমর্থ। ইহা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রূপ (১১।৪৭), দেবগণ নিত্য এইরূপ দর্শনেচ্ছুক (১১।৫২)। কিন্তু এক্ষণে দেবগণ এইপ্রকারে সে বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন। যাস্ক নিরুক্তে বলিয়াছেন যে দেবগণ ত্রিস্থানস্থ, বা দ্যুঃ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী স্থান ভেদে দেবগণকে বিভাগ করা যায়। এজন্য বলা যাইতে পারে যে, লোকত্রয় মধ্যে সেই লোকস্থ দেবগণ তখন এই বিশ্বরূপ দেখিতে ছিলেন। এই ত্রিলোকের মধ্যে যাঁহারা এই বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, তাঁহারা কে—তাহা পরের দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

ওই সুর সব তোমাতে প্রবেশে,
হয়ে কৃতাঞ্জলি কেহ ভয়ে তোষে,—
মহর্ষি সিদ্ধেরা "স্বস্তি" কহি সবে
তব স্তুতি করে উপযুক্ত স্তবে ॥ ২১

২১। ওই সুর সব—এই যে যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই 'সুর' বা দেব সমূহ। ভূভার-হরণ-জন্য বসু প্রভৃতি দেবগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারাই মনুষ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে নিরত (শঙ্কর, মধু)। ইঁহাদের মধ্যে দুর্যোধনাদি পৃথিবীর ভারভূত অসুরদল (গিরি)।

স্বামী রামানুজ প্রভৃতি ইহার সহজ অর্থ করেন। পূর্ব্ব শ্লোকে জানা যায় যে, অর্জ্জুন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন যে, ত্রিলোকবাসী দেবাদিগণ সেই বিরাট রূপ দেখিয়া ভীত হইয়াছেন, কেন না তাঁহারাও তখন অর্জ্জুনের দৃষ্টিতেই সে বিরাট রূপ দেখিয়াছিলেন। সেই ত্রিলোকবাসী মধ্যে দেবগণ ত্রিস্থানবাসী। সুতরাং এস্থলে 'সুর' অর্থে সেই দেবগণই বুঝাইতেছে। সুরসংঘ অর্থে সে যুদ্ধ উপস্থিত যোদ্ধৃগণ নহে। তাহাদের কথা পরে ২৬শ ও ২৭শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে সুরসংঘ অর্থ উক্ত দেবগণ। পূর্ব্ব শ্লোকে যে লোকত্রয় প্রব্যথিত বলা হইয়াছে, তাহা এস্থলে বিবৃত হইতেছে (কেশব)।

তোমাতে প্রবেশে—(ত্বাং বিশন্তি)—তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে (শঙ্কর) তোমার কার্য্য সাধন করিয়া মনুষ্য দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক তোমার দেহে লীন হইতেছে। শঙ্কর ও গিরি বলেন যে পূর্ব্বে (২।৬ শ্লোকে) "যদ্‌বা জয়েম যদি বানো জয়েযুঃ" এই বলিয়া যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে অর্জ্জুন সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই সংশয় নিবারণার্থ—পাণ্ডবদের জয় যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা দেখাইতে ভগবান্‌ প্রবৃত্ত হইলে—অর্জ্জুন দেখিলেন যে, সকল যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে হত হইয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে।

তোমাকে বিশ্বাশ্রয় জানিয়া তোমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে (রামানুজ)। ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতেছে (স্বামী, বল্লভ)। অধিক বলী দেবগণ তোমার সমীপে প্রবেশ করিতেছে (শঙ্করানন্দ)। শরণার্থী দেবগণ পরম আশ্রয় তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে (কেশব)। অথবা দেবগণ ভগবানের বিভূতি বলিয়া, তাঁহার শরীরে মিলাইয়া যাইতেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যেমন পাওয়া যায়, যে মাতৃগণ দেবীর বিভূতি বলিয়া দেবী-শরীরে প্রবেশ করিতেছেন, সেইরূপ ভগবানের শরীরে তাঁহার যে বিভূতি সুরগণ বা দেবগণ তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন।

কেহ ভয়ে তোষে—তাহাদের মধ্যে কেহ বা ভীত হইয়া, তোমার গুণবর্ণনা করিতেছে (শঙ্কর); স্তুতি উচ্চারণ করিতেছে (রামানুজ)। উভয় সেনার মধ্যে কেহ কেহ তোষে (মধু)। ইহারা পলায়নে অশক্ত হইয়া ভয়ে স্তুতি করিতেছে (শঙ্কর, মধু)। ভয়ে দূরে থাকিয়া তুষিতেছে,—'জয় জয় রক্ষ রক্ষ' এইরূপ প্রার্থনা করিতেছে (স্বামী)। অথবা দেবগণ মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মাত্মভূত নহেন, পৃথগ্‌ভাবাপন্ন, তাঁহারা এইরূপ ভয়ে স্তুতি করিতেছেন। বল্লভ বলেন, কেহ অর্থে দেবতা হইতে অন্য অর্থাৎ অসুরগণ। শঙ্কর ও কেশব বলেন, দেবগণ মধ্যে যাঁহারা এ অত্যুগ্ররূপ দর্শনে ভীত, তাঁহারা দূরে থাকিয়া স্তব করিতেছেন।

মহর্ষি···স্তবে- এই উপস্থিত যুদ্ধে উৎপাতাদি নানা ভয় সম্ভাবনা দর্শন করিয়া "জগতের মঙ্গল হউক" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া মহর্ষি সিদ্ধগণের সংহতি সম্পূর্ণরূপে নানাবিধ স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন, (শঙ্কর, কেশব, মধু)। যুদ্ধ দেখিতে যুদ্ধভূমিতে আগত নারদ প্রভৃতি, বিশ্ববিনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহার নিবারণ জন্য ভগবান্‌কে স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন (গিরি)। পরাবরতত্ত্ব যাথাত্ম্যবিদ্ মহর্ষি সিদ্ধ সকলে ভগবদনুরূপ স্তুতি করিতেছেন (রামানুজ)।

অথবা নারদাদি মহর্ষি গর্গ প্রভৃতি সিদ্ধগণ এ যুদ্ধ দেখিতে আসিয়া এরূপ

'স্বস্তি' বাক্য উচ্চারণে স্তুতি করিতেছেন—এ কল্পনা নিরর্থক। কেন না, মহর্ষি ও সিদ্ধ শ্রেষ্ঠগণ—দেবলোকের উপরে স্থিত। তাঁহারা নিত্য বিশ্বরূপ দর্শনে অধিকারী। অর্জ্জুন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতেছেন যে, তাঁহারা নিত্য জগতের মঙ্গল কামনায়, 'স্বস্তি' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ভগবানের এই বিশ্বরূপের স্তব করিয়া থাকেন। তবে সে সময়েও বিশেষ ভাবে তাঁহারা অর্জ্জুন-দৃষ্ট বিশ্বরূপ দেবতাদের ন্যায় দেখিয়া স্তুতি করিতে ছিলেন ইহা বলা যায়।

এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সুরসঙ্ঘ মধ্যে কেহ এই বিশ্বরূপ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা দূরে থাকিয়া স্তুতি করিতেছেন। সুর অর্থে এস্থলে দেবগণ। দেবগণের মধ্যে প্রভেদ আছে,—তারতম্য আছে। দেবগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ—তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। কেনোপনিষদে আছে যে, অগ্নি বায়ু ও ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্ম প্রকাশিত হইলেও তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। পরে দেবী হৈমবতী উমার প্রসাদে ইন্দ্রই প্রথমে তাঁহাকে জানিয়াছিলেন। "যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র—ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন,সেই হেতু এই দেবতারা নিশ্চয় অন্যান্য দেবতা হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে জানিয়াছিলেন, সেজন্য ইন্দ্র দেবগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন।" (কেন উপঃ ২,২৮)। এই শ্রুতি ও অন্য শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সুর বা দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ু শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া ব্রহ্মে প্রবেশের বা ব্রহ্মত্ব লাভের অধিকারী। ইন্দ্র অনেক স্থলে আপনার ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। শ্রুতি হইতে ইহা জানা যায় যে, যে সকল দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞ নহেন, তাঁহারা ভেদজ্ঞানে ব্রহ্মকে উপাসনা করেন। তাঁহারা বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে দেখিয়া স্তব করিতেছিলেন। কেহ বা কেবল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতেছিলেন, যথা—

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।

গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২



রুদ্র ও আদিত্য, বসু সাধ্য যত,
বিশ্বদেব, অশ্বী, উষ্মপা, মরুত
গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, সিদ্ধগণ,—
হেরে সবে তোমা বিস্ময়ে মগন ॥ ২২

২২। রুদ্র—একাদশ রুদ্র। (১০।২৩, ও ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

আদিত্য—দ্বাদশ আদিত্য। (১০।২১ ও ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বসু—অষ্টবসু (১০।২৩, ও ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সাধ্যগণ—ইহারা গণদেবতা বিশেষ। "যৎ পঞ্চমম্ অমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি।" (ছান্দোগ্য ৩।১০।১)। নিরুক্ত হইতে জানা যায় যে, 'যাঁহারা অন্যের অসাধ্য এই সমস্ত সাধন করেন, তাঁহারা সাধ্য। ইহারা রশ্মি, অথবা প্রাণ। যাঁহারা সহস্র সম্বৎসর সত্রের দ্বারা এ বিশ্ব সৃষ্টি করেন—সেই রশ্মিগণের অধিদেবতা—এই সাধ্যগণ। শ্রুতিতে আছে—"প্রাণাঃ বৈ সপ্ত ঋষয়ঃ সাধ্যাঃ বিশ্বসৃজঃ।" ঐতিহাসিকগণের মতে "কর্ম্মভিরাত্মভিরাত্মসাধনাৎ পূর্ব্বে দেব সমূহা যে চ কিল বিশ্বসৃজো নাম ঋষয়ঃ।"

বিশ্বদেব—(বিশ্বাঃ)—সর্ব্বদেবগণ, অথবা ইহারা আদিত্যরশ্মিগণ। বিশ্বদেবের উল্লেখ—ঋগ্বেদে অনেক মন্ত্রে আছে। ঋগ্বেদে প্রায় ৫৮ সূক্তে—একাধিক দেবতা একত্র স্তুত হইয়াছেন। তন্মধ্যে "বিশ্বদেব" শব্দ যেখানে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, যাস্কমতে তাহাই বিশ্বদেবতার সূক্ত।

অশ্বী—অশ্বী বা অশ্বিনীকুমার। পূর্ব্বে ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

মরুত—উনপঞ্চাশৎ সংখ্যাক বায়ুদেবতাগণ (১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

উষ্মপা—পিতৃগণ বিশেষ বা পিতৃলোক বিশেষ (শঙ্কর)। অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সুভাস্বর, আজ্যপ প্রভৃতি বিভিন্ন পিতৃলোক মধ্যে উষ্মপা এক শ্রেণীর পিতৃলোক। অথবা সাধারণ ভাবে ইঁহারা পিতৃগণ। "উষ্ম ভাগাহি পিতরঃ" ইতি শ্রুতিঃ, (রামানুজ)। নিরুক্ত অনুসারে উষ্মপাগণ সূর্য্যরশ্মির উত্তাপ পান করেন। অথবা অন্নের উষ্মভাগ গ্রহণ করেন (স্বামী)। স্মৃতিতে আছে,—

যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ।
পিতরস্তাবদশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবিগুর্ণাঃ॥

ইতি কেশবাচার্য্য উদ্ধৃত বচন।

নিরুক্ত মতে পিতৃগণ মধ্যস্থানস্থ (অন্তরীক্ষস্থ) দেবতা। যম তাঁহাদের রাজা (ঋগ্বেদ ১০।১৪-১৫ সুক্ত)। অঙ্গিরসগণ, ভৃগুগণ, অথর্ব্বগণ—ইহারা বৈদিক পিতৃগণ। ঋগ্বেদ সংহিতায় এক মন্ত্র (৭।৬।১৭।১) আছে, তাহার অর্থ—"যাঁহারা পৃথিবী আশ্রিত নিম্নলোকস্থ পিতৃগণ, তাঁহারা উর্দ্ধে গমন করুন; যাঁহারা উত্তম স্থানস্থিত, তাঁহারা মুক্ত হউন; যাঁহারা মধ্যস্থানস্থিত, তাঁহারা উত্তম স্থানে গমন করুন। তাঁহারা কর্ম্মাঙ্গভূত হইয়া সোম সম্পাদন করেন। তাঁহারা অস্থূল প্রাণমাত্র মূর্ত্তি।" এস্থলে উষ্মপা—সর্ব্বপিতৃলোকের উপলক্ষণ মাত্র।

গন্ধর্ব্ব—হাহা হুহু নামক গন্ধর্ব্বগণ (শঙ্কর)। (পূর্ব্বে ১০।২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

যক্ষ—কুবের প্রভৃতি (শঙ্কর)। (১০।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অসুর—বিরোচন প্রমুখ অসুরগণ (শঙ্কর)।

গীতায় পরে (১৬।১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, ভূতসর্গ দুইরূপ—দৈব ও আসুর। প্রতি জীবে দেবত্ব ও অসুরত্ব আছে। প্রতি প্রাণিদেহে দেবাসুর সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার বিবরণ আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও ইঙ্গিতে ইহা বিবৃত আছে। কিন্তু এস্থলে অসুর দেব মনুষ্যাদি হইতে স্বতন্ত্র স্বর্গস্থ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট বিরোচনাদি দেবশত্রুগণ। (ছান্দোগ্য ৮।৭।২, ৮।৮।৪ দ্রষ্টব্য)। এই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন অসুর পরে সর্ব্বপ্রাণিদেহ অধিকার করেন। দেবগণ কেবল বিশেষভাবে মনুষ্যদেহ উপযুক্ত দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া সে দেহস্থ অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেন। (ঐতরেয় উপনিষদ্ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সিদ্ধ—কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ (শঙ্কর)। (১০।২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

হেরে সবে—স্বর্গ ও অন্তরীক্ষবাসী সকলে আশ্চর্য্য হইয়া এই বিশ্বরূপ (অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন কালে, তাঁহার সহিত) দেখিতেছিলেন। পূর্ব্ব শ্লোকে সুরসঙ্ঘের কথা ও মহর্ষি সিদ্ধগণের কথা উক্ত হইয়াছে, ও তাঁহারা কি ভাবে বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন তাহাও উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত সুরগণ—ইন্দ্র, অগ্নি সোম প্রভৃতি ক্ষত্রিয় দেবতা। এ শ্লোকে বিশেষ ভাবে গণদেবতাদের কথা আছে। দেবতাদেরও বর্ণবিভাগ আছে। অগ্নি—ব্রাহ্মণ দেবতা; ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি—ক্ষত্রিয় দেবতা; বসু, রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি গণদেবতাগণ—বৈশ্যদেবতা। (বৃহদারণ্যক ১।৪।১১-১২)।

বিস্ময়ে মগন—অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ প্রথম দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত। বিস্ময়াপন্ন (শঙ্কর)।

অর্জ্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছিলেন, তখন তিনি দেখিতেছিলেন যে, ত্রিলোক মধ্যে অনেকে সে বিশ্বরূপ বিস্ময়ের সহিত দেখিতেছেন। ইহারা সুর বা দেবসঙ্ঘ, মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘ, রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি গণদেবগণ,

পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ ও সাধারণ সিদ্ধগণ। অর্জ্জুন দিব্য দৃষ্টি লাভ করায় তখন ভুবর্লোক ও স্বর্লোকবাসী দেবগণ প্রভৃতিকেও দেখিতেছিলেন তিনি আরও দেখিতেছিলেন যে, লোকত্রয় এ অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হইতেছিল। শ্রেষ্ঠ সুরগণ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানে (বৃহদারণ্যক,১।৪ ১০) সেই বিশ্বরূপের মধ্যে আপনাদের লীন করিয়া দিতেছিলেন; অন্য দেবগণ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক স্তুতি করিতেছিলেন; মহর্ষি সিদ্ধগণ—উপযুক্ত স্তব করিতেছিলেন; রুদ্রাদি দেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ও অসুরগণ—বিস্মিত—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন। পরের শ্লোকে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ত্রিলোক এ মহৎ বিশ্বরূপ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হইতেছিল।

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩



মহাবাহু! রূপ মহৎ তোমার—
বহু—মুখ আঁখি উরু পাদ কর—
বহূদর – বহু দন্ত ভয়ঙ্কর –
হেরি বড় ভীত—লোকে, আমি আর। ২৩

২৩। মহাবাহু—অনন্ত শক্তি—বিশেষতঃ সমুদায় ত্যাগ-গ্রহণাত্মক শক্তি বা সর্ব্ব কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন।

রূপ মহৎ—বহু মুখ বাহু প্রভৃতি দ্বারা অতি বিস্তৃত। অতিপ্রমাণ (কেশব)।

বহু মুখ...পাদ কর—এ শ্লোকেও "বহু মুখ" প্রভৃতির পুনরুক্তি হইয়াছে। যে বিস্ময়াবিষ্ট তাহার পক্ষে পুনরুক্তি দোষের নহে। অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—

"প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি।"

যাহা হউক, এস্থলে পুনরুক্ত দোষ হয় নাই। দেবতা প্রভৃতি সেই বিশ্বরূপ কি প্রকার দেখিতেছেন, ও সেই বহু বাহু মুখ প্রভৃতিযুক্ত বিশ্বরূপ দেখিয়া কিরূপ ভাবযুক্ত হইয়াছেন—পূর্ব্বে ইহাই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে অর্জ্জুন আপনার ভাব ও অন্য লোকের ভাব আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। পূর্ব্ব শ্লোকে দেবাদির প্রবেশ, স্তব ও 'বিস্ময়ে দর্শন' উক্ত হইয়াছে। অধুনা ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে অপর লোকদের ও অর্জ্জুনের নিজের ভয়কার্য্য প্রতিপাদিত হইয়াছে (শঙ্করানন্দ)।

দন্ত ভয়ঙ্কর—বহু দন্ত দ্বারা বিকৃত (শঙ্কর)। অতি ভীষণাকার (রামানুজ)। রৌদ্রভাবযুক্ত (স্বামী)। অতি ভয়ানক (মধু, কেশব)।

লোকে—প্রাণিগণ (শঙ্কর)। পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল অনুকূল ও মধ্যস্থ —এই ত্রিবিধ লোক (রামানুজ)। সকল লোক (স্বামী, মধু)।

পূর্ব্বে—বিংশ শ্লোকে এই বিশ্বরূপ দেখিয়া "লোকত্রয়" প্রব্যথিত, —ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই ত্রিলোকের কথাই এ স্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। অন্য সকলের ন্যায় অর্জ্জুন যে এই বিশ্বরূপ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইতেছিলেন, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য এই পুনরুল্লেখ।

আমি আর—সেই লোক সকলের ন্যায় আমি (শঙ্কর)। অর্জ্জুন আপনার ব্যথিত ভাবই বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিতেছেন।

বড় ভীত—মূলে আছে 'প্রব্যথিত'। ভয়ে বিচলিত (শঙ্কর)। লৌকিকবৎ ব্যথিত (গিরি)। অতি ভয়ে পীড়িত (স্বামী, মধু)।

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪

নভঃস্পর্শী দীপ্ত অনেক বরণ,
বিবৃতাস্য দীপ্ত বিশাল নয়ন,—
অতি ভীতচিত্ত তোমারে নেহারি—
ধৈর্য্য শান্তি বিষ্ণু! লভিতে না পারি ॥২৪

২৪। পূর্ব্ব শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে, তিনি এই সকল লোকের ন্যায় এ বিশ্বরূপ দেখিয়া প্রব্যথিত হইতেছেন' তাহার কারণ—এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে অর্জ্জুন বিবৃত করিতেছেন।

নভঃস্পর্শী—দ্যুঃ অর্থাৎ আকাশব্যাপী (শঙ্কর)। নভঃ—ইহা ত্রিগুণ প্রকৃতির অতীত পরব্যোম-বাচক। সবিকার প্রকৃতি তত্ত্বের অতীত ও সমুদায় বিশ্বের সর্ব্বাবস্থায় আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান বলিয়া 'নভস্পৃশঃ' (রামানুজ, কেশব)। নভঃ—প্রকৃতির অতীত পরব্যোম-বাচক (কেশব)। শ্রুতিতে আছে—

"তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্ তমসঃ পরস্তাদক্ষরং তমসু রজসঃ পরাকে যোঽস্যাধ্যক্ষঃ"...ইত্যাদি (ইতি মহানারায়ণ উপঃ ১।২)। ঋগ্বেদে আছে,—"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্।" (শ্বেতঃ উপঃ ৪।৮ দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দ্যৌ ও পৃথিবী ইহার অন্তর ও সর্ব্বদিক্ এই বিশ্বরূপ দ্বারা ব্যাপ্ত (২৩শ শ্লোক)। সুতরাং নভঃস্পর্শী অর্থে অন্তরীক্ষব্যাপী (স্বামী, মধু, বলদেব, রামানুজ)। যাহা পরম ব্যোম স্পর্শ

করিয়া সর্ব্বাশ্রয় রূপে অবস্থিত তাহা নভঃস্পৃক্ (কেশব, রামানুজ)। অথবা নভোবৎ সর্ব্বব্যাপী (শঙ্করানন্দ)।

দীপ্ত অনেক বরণ—প্রজ্বলিত ভয়দায়ক বিচিত্রাকার রূপ (শঙ্কর)। দীপ্ত=তেজোযুক্ত (স্বামী)। প্রজ্বলিত সিত-কৃষ্ণ-পীতাদি নানা বর্ণ যুক্ত (কেশব)। পূর্ব্বে ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বিবৃতাস্য—(ব্যাত্তাননং)—বিবৃত মুখসমূহ (শঙ্কর, স্বামী)। বিস্তৃত মুখ (বলদেব)। প্রসারিত মুখসকল (বল্লভ)। গ্রাস করিবার জন্য বিস্তারিত বা অভিব্যক্ত অনেক বদন।

দীপ্ত বিশাল নয়ন—প্রজ্বলিত বিস্তৃত নেত্র (শঙ্কর)।

অতি ভীত চিত্ত…—(প্রব্যথিতান্তরাত্মা)—আমার অন্তরাত্মা বা মন অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। অত্যন্ত ভীতমনাঃ (রামানুজ)। আমার অন্তঃকরণ প্রকৃষ্ট রূপে ব্যথিত (কেশব)। কেবল যে দেহাধ্যাসে অধিষ্ঠিত জীবেরই ভয় হইয়াছে তাহা নহে, তোমার অংশভূত অন্তরাত্মাও ভীতিযুক্ত হইয়াছে (বল্লভ)।

ধৈর্য্য—(ধৃতিং)—দেহের ধারণশক্তি (রামানুজ)। দেহ ধারণ (কেশব)। ধারণা, স্থিরতা (শঙ্কর)।

শান্তি—উপশম, তুষ্টি (শঙ্কর)। মন ও ইন্দ্রিয়ের শমত্ব (রামানুজ)। মনঃস্বাস্থ্য (শঙ্করানন্দ)।

না পারি—অর্থাৎ তোমার অতি ব্যাপক, অতি অদ্ভুত ও অতি ঘোর এই রূপ দেখিয়া, আমার সর্ব্বাবয়ব বিশেষরূপে শিথিল হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয় মন ব্যাকুল হইয়াছে (রামানুজ)।

বিষ্ণু—হে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু। হে বাহ্যাভ্যন্তর-ব্যাপী (কেশব)।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫



তব মুখ সব—দশনে করাল
নেহারি দেবেশ! সম কালানল—
হই দিশে-হারা, সুখ দূরে যায়
তুষ্ট হও দেব! জগৎ-আশ্রয় ॥২৫

২৫। দশনে করাল—বহু দন্ত দ্বারা বিকৃত (শঙ্কর)। বিকৃত হেতু ভয়ঙ্কর (মধু, কেশব)।

কালানল সম—প্রলয় কালে লোকসমূহদাহকারী অগ্নি সদৃশ (শঙ্কর, স্বামী, বলদেব)। যুগান্তকালাগ্নিবৎ সর্ব্বসংহারে প্রবৃত্ত অতি ঘোর মুখ (রামানুজ)। কালানলবৎ সর্ব্ব সংহারে প্রবৃত্ত (কেশব)।

হই দিশে-হারা—(দিশো ন জানে)—পূর্ব্বাপর বিবেকজ্ঞানহীন, দিগ্‌ভ্রান্ত (শঙ্কর, মধু)। প্রাপ্য স্থান কি—জানিতে পারিতেছি না (বল্লভ)। ভয়াবেশে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানহীন হইয়াছি (কেশব)।

সুখ দূরে যায়—(ন লভে চ শর্ম্ম)—সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী)। তোমার বিশ্বরূপ দর্শনে সুখ পাইতেছি না (বল্লভ)।

দেবেশ—ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর, পরম মহেশ্বর (রামানুজ, কেশব)। "ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।" (শ্বেতঃ উপঃ, ৬।৭)।

তুষ্ট হও—যাহাতে আমি প্রকৃতিস্থ হই, তাহা কর (রামানুজ)। প্রসন্ন হও, পাপ্য স্থান দেখাও (বল্লভ)। প্রসন্ন হও (কেশব)।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬



এই সব ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দল,
সহ যত ওইভূপতি-মণ্ডল—
কর্ণ সূতপুত্র আর ভীষ্ম দ্রোণ,
সহ আমাদেরও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃগণ,—২৬

২৬। এক্ষণে যাহাদের দ্বারা অর্জ্জুনের পরাজয়ের আশঙ্কা ছিল, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কালস্বরূপ ভগবানের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া, সেই আশঙ্কা দূর হওয়ায়, অর্জ্জুন বলিতেছেন (শঙ্কর)।

পূর্ব্বে (৭ম শ্লোকে) ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, আমার দেহে এই চরাচর এবং আর যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা দেখ। অর্জ্জুনও সেই যুদ্ধে ভাবী জয়পরাজয়াদি সেই বিরাট দেহে দেখিতে ইচ্ছা করায়, তাহা দেখিতে পাইয়া বলিতেছেন (স্বামী)।

ভূভারহারী ভগবান্ রাজবেশেস্থিত কৌরবগণের ও পাণ্ডবপক্ষীয় অসুরগণের হর্ত্তা স্বয়ং—ইহা অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন, এবং অর্জ্জুনও ভগবদ্দত্ত দিব্য চক্ষে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভাবী পরিণাম দেখিতেছেন, (রামানুজ)।

অর্জ্জুন ভয়নিবৃত্তি লক্ষণ প্রসাদ প্রার্থনা করিলে, তদর্থ ভগবান্, দেবাসুর সংগ্রামে নিহত উভয় সৈন্য মধ্যে সেনানীরূপে অবস্থিত ভূভার-

রূপ অসুরগণের অর্থাৎ ধার্ত্তরাষ্ট্রাদিগণের সংহারার্থ, এবং অর্জ্জুনের জয় ও কীর্ত্তি খ্যাপনার্থ, ভগবান্ আপনার এই, ঘোর রূপ প্রকাশ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে বলিলেন—তুমি ভীত হইও না। অর্জ্জুনও স্বপক্ষের জয় ও পর পক্ষের পরাজয় দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া এইরূপ বলিতেছিলেন। (কেশব)।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আর যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা দেখ, অর্থাৎ কোন পক্ষে জয় হইবে যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে দেখ। এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন (শঙ্করানন্দ)।

ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ এই যে, ভগবান্ এ যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে, তাহা অর্জ্জুনকে যে দেখাইতেছেন, তাহার কারণ এই যে, অর্জ্জুন এ যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হইতে সে সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অর্জ্জুন কখন পরাজয়ের আশঙ্কায় যুদ্ধ হইতে বিরত হন নাই, এবং নিশ্চয় জয়ী হইবেন, ইহা স্থির জানিলেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। এস্থলে অর্জ্জুনও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ও উভয় পক্ষের সেনাপতিগণ ভগবানের ঘোর মুখে প্রবেশ করিতেছে, ইহা দেখিতেছেন। কোন্ পক্ষের জয় হইবে, তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন না। শ্রীভগবান্ এস্থলে দেখাইতেছেন যে, জয় পরাজয় ইত্যাদি ব্যাপারে অর্জ্জুন কর্ত্তা নহেন, ভগবান্ই তাহার কারণ, অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র। ভগবান্ই কালরূপে—ভূভারহারি-রূপে সংহারক মূর্ত্তিতে,—উভয় পক্ষীয় সেনা ও সেনাপতিগণের সংহর্ত্তা। ভগবান্, তাঁহার সর্ব্ব কলনকারী কালরূপের একাংশ মাত্র অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন। অর্জ্জুন ভবিষ্যতের চিত্র বর্ত্তমানরূপে দেখিতেছেন ও তাঁহারই পক্ষে জয় হইবে, ইহা ইঙ্গিতে বুঝিতেছিলেন।

ভূপতি-মণ্ডল—(অবনিপালসঙ্ঘৈঃ)—শল্য জয়দ্রথাদি দুর্য্যোধন পক্ষীয় রাজন্যগণ (কেশব)।

কর্ণ...দ্রোণ—ইহারা সর্ব্বজয়ী হইলেও তোমা দ্বারা নিহত হইয়া তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিতেছি (মধু)।

আমাদের সেনানী প্রধান—ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অস্মৎপক্ষীয় ভীষ্ম দ্রোণাদির প্রতিপক্ষ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃগণ (মধু)।

অতএব উভয় পক্ষীয় সেনাপতিগণ ও রাজন্যগণ এ যুদ্ধে নিহত হইবেন,—ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নিহত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষের সেনানীগণ সকলে হত হইবেন, এবং স্বপক্ষীয় সেনানীগণও এ যুদ্ধে বিনষ্ট হইবে, তখন অর্জ্জুন ইহা দেখিতেছেন। এখানে ভাবী জয় পরাজয়ের কথা নাই। কেবল সেই যুদ্ধ ও নিধন-লীলার কর্ত্তা লীলাময় কালরূপী যে ভগবান্, ইহাই অর্জ্জুন বুঝিতেছেন।

পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোক অন্বিত। অর্থ এই যে, ইহারা সকলে তোমার ভয়ঙ্কর মুখে প্রবেশ করিতেছে।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

পশিছে ত্বরায়—বহু ভয়ঙ্কর
দশনে করাল বদনে তোমার,—
চূর্ণ-শিরাঃ হয়ে কেহ দৃষ্ট হয়
দশন-অন্তরে লগ্ন হয়ে রয় ॥ ২৭

২৭। পশিছে ত্বরায়—(ত্বরমাণা)—ত্বরা ধাবিত হইয়া (মধু) ত্বরাযুক্ত হইয়া (শঙ্কর), উক্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ প্রভৃতি প্রবেশ করিতেছে।

বহু ভয়ঙ্কর দশনে করাল বদনে—(দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি

বক্ত্রাণি :—তোমার যে বিকট দ্রংষ্ট্রাযুক্ত, গ্রাস করিতে উদ্যত, ব্যাত্ত অনেক বদন তাহাতে।

কেহ—তাহাদের মধ্যে কেহ (গিরি, স্বামী, কেশব)।

শির—(উত্তমাঙ্গৈঃ)—উত্তমাঙ্গ = মস্তক।

দৃষ্ট হয়—তোমার চর্ব্বণে তাহাদের মস্তক বিচূর্ণিত—খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, তাহারা তোমার দন্তপংক্তি মধ্যে বিশেষ ভাবে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে,—ইহা আমি দেখিতেছি।

তুমি ইহাদের মধ্যে অনেককে একেবারে দ্রুত গ্রাস করিতেছ, আর কাহাকেও মুখব্যাদান করিয়া মুখমধ্যে লইয়া দন্ত দ্বারা মস্তক চূর্ণ করিতেছ। তাহারা তোমার দন্ত মধ্যে বিলগ্ন রহিয়াছে। ইহা দ্বারা কাহারও প্রতি অধিক আক্রোশ বুঝাইতেছে না। কেহ যুদ্ধে শীঘ্র নিহত হইতেছে, এবং কেহ কেহ বহুক্ষণ উৎকট যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া নিহত হইতেছে,—ইহাই ভাব।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮

বহুবারিবেগ নদীর যেমতি
ধেয়ে সিন্ধুপানে প্রবেশে তেমতি,-
পশিছে এ সব নরবীরগণে
সর্ব্বত্র জ্বলন্ত তোমার বদনে ॥ ২৮

২৮। বহুবারিবেগ...প্রবেশে—মহাকালের মুখমধ্যে ইহারা কিরূপ বেগে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। যেমন নানা মার্গে প্রবাহিত নদীসকলের অনেক জলের বেগ—বহু পূর্ণ নদীর স্রোত বা প্রবাহ—দ্রুতগতিতে সমুদ্রাভিমুখে গিয়া সেই সমুদ্রেই প্রবেশ করে (শঙ্কর, কেশব), সেইরূপ অবুদ্ধি পূর্ব্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত এ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে, (স্বামী, মধু, কেশব)।

নরবীরগণ—(মূলে আছে নরলোকবীরাঃ)। মনুষ্য মধ্যে যাহারা বীরশ্রেষ্ঠ।

জ্বলন্ত—সর্ব্বতঃ প্রকাশমান (শঙ্কর)। প্রদীপ্যমান (স্বামী, কেশব)। ভীষণ দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯

প্রদীপ্ত পাবকে পতঙ্গ যেমতি
পশে নাশ হেতু—অতি বেগগতি,
তেমতি প্রবেশে—বিনাশের তরে
লোকে তব মুখে অতি বেগভরে॥ ২৯

২৯। তাহারা কি কারণে ও কি প্রকারে প্রবেশ করে, এই শ্লোকে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে (শঙ্কর)। বুদ্ধি পূর্ব্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব)।

বহ্নিমুখে পতঙ্গ প্রবেশ করে, ইহা পতঙ্গের প্রকৃতি, তাহার মোহ। ইহা ঠিক্ বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশ নহে। মানুষও পতঙ্গের ন্যায় মোহবশে আপনাকে বিনাশের দিকে লইয়া যায়। তাহার প্রকৃতি তাহাকে সেই পথে আকৃষ্ট করে। অসুরপ্রকৃতি বা রজস্তমঃ প্রকৃতিযুক্ত লোক পাপের আকর্ষণে মোহবশে সেই দিকে দ্রুতগতিতে নীত হইয়া বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, এস্থলে সে বিনাশের কথা উক্ত হয় নাই।

নাশ হেতু—বিনাশের জন্য মোহ বশে স্বপক্ষবেগমদে নীত হইয়া (বল্লভ)। মরণের জন্য (কেশব)।

অতিবেগ ভরে—(সমৃদ্ধবেগাঃ)—অত্যন্ত বা প্রচণ্ড বেগযুক্ত বা ক্রমবর্দ্ধিত বেগযুক্ত হইয়া।

লোক—পূর্ব্ব শ্লোকে কেবল নরলোকবীরগণের কথা অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরগণের কথা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে সাধারণ ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত সর্ব্বলোকের কথা উক্ত হইল। সকলেই কালগ্রাসে পতিত হয়। তবে মৃত্যুতে যাহাদের অধোগতি হয়,তাহাদিগকেই বিনষ্ট বলা যায়। সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যুতে সেরূপ অধোগতি হয় না। এস্থলে 'নাশ অর্থে' মৃত্যু মাত্র। যুদ্ধরূপ মহা অগ্নিতে উপস্থিত উভয় পক্ষীয় সেনাপতি ও সৈন্যগণ সকলে বহ্নিমুখ বিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় মোহ বশে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। অর্জ্জুন ইহাই দেখিতেছিলেন।

লোক-পীড়াদায়ক ক্ষত্রিয়-শক্তি (Militarism) সংহারের জন্য ভূভারহারা ভগবান্, এইরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত করিয়া প্রবৃদ্ধ কাল-রূপে লোকক্ষয় করিয়া থাকেন, অধর্ম্মচালিত ক্ষত্রিয়শক্তি এইরূপে হরণ করিয়া থাকেন,—অর্জ্জুন দিব্য চক্ষে তাহা দেখিতেছিলেন।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

করিছ লেহন জ্বলন্ত বদনে
চারিদিক হতে গ্রাসি সর্ব্বজনে ;—
ব্যাপিয়া তেজেতে এ জগৎ সব
সন্তাপিছে বিষ্ণু ! উগ্র দীপ্তি তব ॥ ৩০

৩০। লেহন—আস্বাদন করিতেছ (শঙ্কর)। সকলকে জ্বলন্ত বদনে গ্রহণ করিয়া—দশনে কাহারও মস্তক চূর্ণ করিয়া সেই রুধিরাক্ত ওষ্ঠপুটাদি লেহন করিতেছ (রামানুজ)। অতিশয় রূপে ভক্ষণ করিতেছ (স্বামী)। দুর্য্যোধনাদি যাহারা নাশের জন্য তোমার বদন সকলে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের গ্রাস করিয়া পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিতেছ, যেন তাহাতে হৃষ্ট হইতেছ, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে (কেশব)।

অগ্নি যেমন ভস্মীভূত করিবার আগে তাহাতে নিক্ষিপ্ত ইন্ধন সকল সপ্তার্চ্চি রূপ সপ্ত জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদের লেহন করে, সেইরূপ লেহন করিতেছ। মহা কালরূপ পরমেশ্বর যথাকালে লোক সংহার কর্ম্মে যে আনন্দ ভোগ করেন, লেহন দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে বলা যায়। কেন না, ভোজনের পূর্ব্বে 'লেহনে' রসাস্বাদ হেতু আনন্দ অধিক হয়।

জ্বলন্ত—প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ, জাজ্বল্যমান (শঙ্করানন্দ)। দীপ্তাগ্নি-বদন সকল অতি প্রজ্বলিত।

সর্ব্বজনে—এই সব বীরগণকে (স্বামী)। দুর্য্যোধনাদি সকলকে (মধু)। সমুদায় লোককে (শঙ্কর)।

ব্যাপিয়া তেজেতে—তেজের দ্বারা নিখিল জগৎ আপূর্ণ বা পরিব্যাপ্ত করিয়া (শঙ্কর)। স্বকীয় প্রকাশ শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া (রামানুজ)।

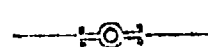
এ জগৎ সব…দীপ্তি তব—তেজের দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তোমার উগ্র-প্রচণ্ড বা ক্রূর দীপ্তিরাশি জগৎকে প্রতপ্ত করিতেছে (শঙ্কর)। তোমার অতি ঘোর রশ্মি সকল স্বকীয় প্রকাশ স্বরূপ তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া প্রতপ্ত করিতেছে (রামানুজ)। সন্তাপযুক্ত করিতেছে (স্বামী, মধু)। তোমার ঘোর অসহ্য রশ্মি সকল প্রকাশ দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া সন্তাপিত করিতেছে (কেশব)।

বিষ্ণু—হে ব্যাপনশীল (শঙ্কর)। বিষ্ণু বেদানুসারে মধ্যাহ্ন সূর্য্য বা সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত দেবতা। (পূর্ব্বে ১০।২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা তিনি তেজোময় ও দীপ্তিময়। সেই তেজে সৌর জগৎ পরিপূর্ণ। সেই তেজের উগ্রতায় সমস্ত জগৎ প্রতপ্ত। সেই সূর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তিনি জগৎ কলনকারী কাল।

যাহা হউক, এস্থলে ভগবান্ যে আপনার আত্মার সর্ব্ব ধ্বংসকারী উগ্রকালরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, যে প্রবৃদ্ধকাল রূপের উগ্র তেজঃ বা দীপ্তি দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে বিষ্ণু বলিতেছেন, সেই ভীষণ পীড়াদায়ক উগ্র তেজোরূপ বিষ্ণু বৈদিক বিষ্ণু দেবতা, অথবা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ নহেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার আধিদৈবিক রূপ মাত্র।

বল্লভ বলেন বিষ্ণু—ভগবানের সর্ব্বপালক, সর্ব্বরক্ষক সাত্ত্বিক রূপ। তিনি সাত্ত্বিকরূপেই ধর্ম্মরক্ষণার্থ দুষ্টের দমন বা নাশ করেন। তিনি দুষ্টের সংহর্ত্তা। ইহা পুরাণ মতে ব্যাখ্যা।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ !
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১



কহ কে আপনি এ উগ্র আকার,
হও হে প্রসন্ন, নমি দেববর,—
জানিতে বাসনা আদি কে আপনি,
কি প্রবৃত্তি তব—তাহা নাহি জানি ॥৩১

৩১। এ আকার—যেহেতু আপনি এরূপ উগ্রস্বভাব, অতএব আমাকে বলুন কে আপনি এরূপ উগ্ররূপ বা ক্রূরস্বভাব (শঙ্কর)। অতি করাল আকৃতি (কেশব)। প্রলয়কালীন রুদ্রের রূপের ন্যায় রূপ (শঙ্করানন্দ)।

কহ কে আপনি—অর্জ্জুন ভগবানের অব্যয় স্বরূপ—নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যরূপ মাত্র দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও প্রথমে সেই বিরাট বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর এই অতি ঘোর সংহর্ত্তা বা ভয়ঙ্কর 'কাল' রূপ অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিলেন। ভগবান্ 'আর যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর আমার দেহে দেখ' ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সত্য। অর্জ্জুন কিন্তু এ ঘোর রূপ দেখিতে চাহেন নাই, তবে হয়ত তিনি মনে মনে এ যুদ্ধের পরিণাম ভগবদ্দেহে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই জন্য ভগবান্ এই ঘোর কালরূপ দেখাইলেন। অর্জ্জুনের উদ্যোগ বিনাও দুর্য্যোধনপ্রমুখ রাজগণকে নিহত করিতে ভূভারহরণকারী ভগবান্ যে প্রবৃত্ত, ইহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে দেখাইলেন। সে উগ্ররূপ যে কে, তাঁহার

প্রকৃতি কি, তাহা অর্জ্জুন বুঝিতে না পারিয়া এই প্রশ্ন করিতেছেন। (রামানুজ, কেশব)। বলদেব বলেন, ইহা বিশ্বরূপ ব্যক্তিত ভগবানের কালশক্তি, অর্জ্জুন তাহা স্বয়ংই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য এই প্রশ্ন করিতেছেন। শঙ্করানন্দ বলেন অর্জ্জুন না বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তুমি প্রলয়কাল না রুদ্র না প্রলয়াগ্নি না মহামৃত্যু, না কালান্তক, না পরমপুরুষ, না অন্য কেহ? এই কালরূপ এই নিত্য ক্রিয়াশক্তি হেতু পরমেশ্বরের এই সর্ব্বসংহারক রূপও যে বিশ্বরূপের অন্তর্গত, তাহা পরে অধ্যায় শেষে ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিব।

হও—হে প্রসন্ন—তোমার প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা বা অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, তুমি প্রসন্ন হও (শঙ্কর)। সংহর্ত্তা রূপ ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হও (রামানুজ)। আশ্রিতবাৎসল্য প্রকাশ কর। ক্রৌর্য্য ত্যাগ কর (মধু)।

নমঃ—গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিতে হইলে, শুশ্রূষাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হয়—নমস্কার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে (গিরি)। কিন্তু এ নমস্কার স্বাভাবিক, ইহা ভয় ও ভক্তি প্রণোদিত।

জানিতে বাসনা—তোমার স্বরূপ, অভিপ্রায় ও প্রকৃতি জানিতে বাসনা (রামানুজ)। বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা (মধু)।

আদি—(আদ্যং)—আদ্য বা সর্ব্বকারণ পুরুষ (স্বামী মধু)। শঙ্করাচার্য্য মতে "আদ্যং" ইহা 'ভবন্তং' শব্দের বিশেষণ। অর্থ—'আদিতে উৎপন্ন'। সকলের আদিতে উৎপন্ন আপনাকে বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি। অথবা তোমার আদ্যস্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি।

প্রবৃত্তি—চেষ্টা (শঙ্কর, মধু, স্বামী)। কি করিতে প্রবৃত্ত তাহা (রামানুজ)। এই সংহর্ত্তা রূপে কি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমাকে অনুগ্রহার্থ ঐশ্বররূপ দেখাইতে প্রবৃত্ত তোমার এ ঘোর রূপ আবিষ্কারের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝিতেছি না। (কেশব)।

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২



শ্রীভগবান্—

কাল আমি বৃদ্ধ—লোকক্ষয়কর,
প্রবৃত্ত করিতে লোক সমাহার,—
তোমা বিনাও ত রবে না জীবিত
প্রতি অনীকেতে যত যোদ্ধা স্থিত ॥৩২

৩২। কাল আমি—লোক সকলের ক্ষয়কারী কাল আমি (শঙ্কর) কাল=ক্রিয়াশক্ত্যুপহিত পরমেশ্বর (গিরি, মধু)। কলন করা বা গণনা করা হইতে কাল (রামানুজ)। লোকক্ষয়কর্ত্তা কাল আমি (স্বামী)। অর্জ্জুনের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন যে তিনি কাল। যিনি কলন করেন বা লোক সকলের অবসান গণনা করেন, তিনি কাল (কেশব)

ভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ে বিভূতি যোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "কালঃ কলয়তামহং" (গীতা ১০।৩০), এবং "অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ" (গীতা ১০।৩৩), আর "মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহং" (গীতা ১০।৩৪)। এক্ষণে সেই ভয়ঙ্কর কালরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন, (উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই কাল তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝা একান্ত প্রয়োজন। কলন হইতে কাল। কলন দুইরূপ,—সংকলন (integration) এবং ব্যবকলন

(disintegration)। এই দুইরূপ ক্রিয়া দ্বারা জগতে নিয়ত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া থাকে। আমাদের কাল ও কালজ্ঞান তাহা হইতে অভিব্যক্ত হয়।

কিন্তু কাল ব্রহ্ম।—ব্রহ্মসৃষ্টি প্রসঙ্গে "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই কল্পনা করিয়া কালরূপে নিজ জ্ঞানে প্রথম বিবর্ত্তিত হন। দিক্‌কাল অবলম্বনে জ্ঞানে জ্ঞেয় জগতের ধারণা সম্ভব। পট যেমন চিত্রের আশ্রয়, স্থান কালও সেইরূপ জগতের আশ্রয়। জগৎরূপে যিনি ব্যক্ত, তিনিই দিক কালরূপে জগদাধার স্বরূপে প্রথমে বিবর্ত্তিত। এই ব্যক্তরূপে কাল এক, অনাদি অনন্ত, নিত্য অক্ষয় অব্যয়।

কাল—ক্রিয়া। এই নিত্যগতিশীল জগতে যে অনন্ত ক্রিয়া—যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন অবিরত চলিতেছে তাহা কাল। আর যে মহাশক্তি বলে সেই ক্রিয়া বা গতি সাধিত হয়, তাহাও কাল। যাহা সে ক্রিয়ার মূল, ক্রিয়ার আধার সেই আদ্যাশক্তিই কাল। কালই সকলের কারণ ('কারণে কালঃ' ইতি বৈশেষিক দর্শন ৭।১।২৫)।

মহাশক্তিময়ী প্রকৃতিই কালরূপে অভিব্যক্ত। আর এই মহাশক্তি যাঁহার তিনিও কাল। শক্তি শক্তিমানে প্রভেদ নাই। আধার আধেয়ে ভেদ নাই। যিনি কালপুরুষ, কালভৈরব, মহাকাল,—তিনিই মহাকালী। মহাদেব স্বয়ং মহাকাল। চিদানন্দময়ী প্রকৃতি মহাকাল-বক্ষে মহাকালী রূপে নিয়ত সৃষ্টি-সংহার-নিরতা। মহাকালীর মহানৃত্য। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ সৌর বা নক্ষত্র মণ্ডল—সকলেই সেই মহানৃত্যে নিত্য নিয়ন্ত্রিত। সেই তালে তালে নানা ছন্দে মহানৃত্য হইতে বিশ্বের সৃষ্টি লয় লীলা নিয়ত চলিতে থাকে।

যিনি মহাকাল, তিনিই ব্যোমকেশ—অনন্তদিক্ ও আকাশ রূপে তিনি বিবর্ত্তিত। সেই মহাকালের—সেই অখণ্ড নিত্য এক অক্ষয় কালরূপ ব্রহ্মের—সেই সর্ব্বাধার সর্ব্বব্যাপী ব্যোমকেশের মহাবক্ষে ব্রহ্মরূপী মহা-

কালীর মহানৃত্য তরঙ্গে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। সেই মহাতরঙ্গে কত কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলয় ও নিয়ত পরিবর্ত্তন লীলা চলিতেছে, তাহা কে ধারণা করিতে পারে?

ভগবান্ অনন্ত জ্ঞানরূপে মহাকাল, তিনিই অনন্ত শক্তিরূপে মহাকালী। যে মহাশক্তি বলে জগতের সকল বস্তুরই জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় লয় ক্রিয়া সংসাধিত হয়, সেই সর্ব্বলোক সৃষ্টিকারী সর্ব্বক্ষয়কারী মহাকাল বা মহাকালীকে আমাদের কাল পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ধারণা করিতে পারে না। দিব্য চক্ষু বলে অর্জ্জুন তাহা সামান্যরূপে দেখিয়াছিলেন মাত্র।

ভগবানের এই "কাল"রূপ ভগবতীর বা এই 'কালী'রূপ এক—অনাদি, অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অপরিচ্ছিন্ন। কালগর্ভে সমগ্র জগৎ অবস্থিত। কালগর্ভে সকল বস্তুর পরিণাম হয়। আমাদের বাহ্য পরিবর্ত্তন ও পরিণাম হইতে আমরা খণ্ড কালের ধারণা ও পরিমাণ করি। এই খণ্ডকাল মহাকালের পরিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। কাল আমাদের বুদ্ধির বিজ্ঞানপ্রবাহ মাত্র নহে। তাহা নিত্য, সত্য—পরম তত্ত্ব। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে প্রবৃদ্ধ কালরূপ দেখাইলেন, তাহা ও অচল অপরিচ্ছেদ্য মহাকালের, বা পরমেশ্বরের অব্যয় রূপ। তাহা ব্রহ্ম।

কাল যে ব্রহ্ম, তাহা শ্রুতিতে বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"কালং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত।" (মৈত্রায়ণী উপঃ ৬।১৪)

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে কালশ্চ অকালশ্চ।"

(মৈত্রায়ণী ৬।১৫)।

"কালাৎ দ্রবন্তি ভূতানি…।" (মৈত্রায়ণী ৬।১৪)

"কালঃ পচতি ভূতানাং…।" (ঐ)

"নারায়ণাত্মকঃ কালঃ।" (মহানারায়ণ উপঃ)

"অক্ষরাৎ সঞ্জায়তে কালঃ কালো ব্যাপক উচ্যতে।"

(অথর্ব্বশিরস্ উপঃ)

"যঃ আদিত্যাস্থঃ সঃ কালঃ তস্মাৎ সংবৎসরো বৈ কালঃ।"

(মৈত্রায়ণী ৬।১৫)।

"কালো যঃ প্রাণঃ।" (মৈত্রায়ণী ৪।৫)।

শ্রীভাগবতে আছে—

"বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা ॥"

(শ্রীভাগবত ৩।১০।১২)

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে (৪।৩০-৩১) আছে—।

"তব রূপং মহাকালে জগৎসংহারকারক।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ-প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

"কলা কাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥"

এই মহাপরিণাম-প্রদায়ক—বিশ্বসংহারক শক্তিরূপ কালকে অর্জ্জুন দেখিতেছিলেন। অর্জ্জুন পুরুষোত্তমের অব্যয় ঐশ্বরীয় আত্মস্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঐশ্বরীয় রূপ কেবল সর্ব্বাদিগ্‌ব্যাপী মহা-জ্যোতির্ম্ময় মহাকাশরূপ বা পরব্যোমরূপ—স্থির অব্যয় নিশ্চল (static) নহে। কেবল যে তাহা 'সর্ব্বজীবঘন'—অনন্ত বাহু উদর নেত্র মুখ পদযুক্ত, তাহা নহে। তাহা কেবল অক্ষয় অব্যয় নিত্য মহাকাল রূপও নহে। তাহা জগৎ সম্বন্ধে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল—নিত্য পরিণামী—নিত্য সৃষ্টি সংহার-লীলাময় (dynamic) রূপও বটে। সুতরাং এই কালরূপ না দেখিলে ঐশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখাইবার জন্য এই সদা ক্রিয়াত্মক নিত্য পরিবর্ত্তনকারী নিত্য সংহারক কালরূপও দেখাইলেন। অর্জ্জুনের দিব্য দৃষ্টিতে ভগবানের ভবিষ্যৎ কাল

রূপও দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ভবিষ্যতে ভগবানের কালরূপ দ্বারা জগতে কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাও দেখিলেন। সুতরাং উপস্থিত যুদ্ধের ভাবী পরিণাম কি তাহাও তিনি ভগবানের কাল-শরীরে দেখিতে পাইলেন।

বৃদ্ধ—লোকক্ষয়কর—(লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ)—এই কালাত্মক মহাসংহার রূপ—লোকক্ষয়কারী রূপ। লোক সৃষ্টি অপেক্ষা লোকক্ষয় কর্ম্মে সেই কালশক্তি তখন প্রবৃদ্ধ, তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্ত। পৃথিবীর লোক-সংখ্যা ও মৃত্যুর অনুপাত হইতে জানা যায় যে, প্রতি দিন কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ মনুষ্য জন্মিতেছে ও প্রায় এক লক্ষ লোক মরিতেছে। অন্য জীবের মৃত্যুসংখ্যা ধরিলে প্রতিদিন কত প্রাণীর ক্ষয় হয়, কত জীব প্রত্যহ বিনষ্ট হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভগবান্ তাঁহার কাল রূপ শরীরে দংষ্ট্রা করাল মুখে প্রতিদিন কত লোক গ্রাস করেন, তাহা কে ধারণা করিতে পারে? যাহা হউক যুদ্ধকালে সেই কালের সংহার শক্তি আরও পরিবর্দ্ধিত হয়—আরও ভয়ঙ্কর হয়। তখন কত অধিক লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়? সুতরাং যুদ্ধরূপ মহা লোক ক্ষয়কর কর্ম্মে ভগবানের কাল বা সংহারক শক্তির বিশেষ বিকাশ—অত্যধিক বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তি হয়। এজন্য সে যুদ্ধ সময়ে সে লোকক্ষয়কারী কাল রূপ 'প্রবৃদ্ধ'।

বৃদ্ধ—(প্রবৃদ্ধ) = বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (শঙ্কর)। এস্থলে বর্ত্তমান যুদ্ধো-পলক্ষিত কাল উক্ত হইয়াছে (গিরি)। ঘোর রূপে প্রবৃদ্ধ (রামানুজ)। অত্যুৎকট (স্বামী, মধু)। ব্যাপী (বলদেব)। লোক-ক্ষয়কারী কাল বলিয়া, লোকক্ষয় করিতে স্বশক্তি সামর্থ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (কেশব)।

প্রবৃত্ত—অর্জ্জুন পূর্ব্ব শ্লোকে যে 'প্রবৃত্তি' জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই বলা হইতেছে। ভগবান্ তখন সেই 'কাল'রূপে প্রবৃদ্ধ হইয়া সর্ব্বলোক সমাহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মূলে আছে 'ইহ

প্রবৃত্তঃ।' ইহ অর্থাৎ এই সময়ে এই যুদ্ধোপলক্ষিত কালে (শঙ্কর, কেশব)। কিন্তু হনুমান বলেন, ইহ অর্থে ভগবানের শরীরে। সমাহারের অর্থ সংহার নহে শরীরে পিণ্ডীকৃত করা। এ অর্থ বেশ সঙ্গত। কেন না পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাহারও নাশ নাই,দেহী অব্যয়, মৃত্যুতে তাহার নাশ হয় না। নাশের অর্থ 'কারণে লয়।' সুতরাং কালবশে যখন কাহারও মৃত্যু হয়, তখন সে সেই কাল গর্ভে বা ভগবানের কালরূপ শরীরে লীন হইয়া থাকে। আবার কর্ম্মবশে তাহার পুনরায় জন্ম হয়। সে যাহা হউক এস্থলে ইহ অর্থে এই সময়ে। ইহাই অধিকতর সঙ্গত অর্থ।

লোক সমাহার—(লোকান্ সমাহর্ত্তুং)—লোক সকলকে সম্যক্‌-রূপে আহরণ। লোক সকলকে সংহার (শঙ্কর)। ধার্ত্তরাষ্ট্র-প্রমুখ রাজা প্রভৃতি লোকদের অভিমুখে লইয়া সংহার (রামানুজ)। প্রাণিগণকে সংহার (স্বামী)। দুর্য্যোধনাদি সকলকে ভক্ষণ (মধু, বলদেব, কেশব)।

এই যে পরমেশ্বরের লোকক্ষয়কৃৎ লোক সমাহরণে প্রবৃত্ত কালরূপ, ইহার নামান্তর মৃত্যু। শ্রুতি অনুসারে মৃত্যু—ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।২।১ মন্ত্রে) আছে,—

"নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ অশনায়য়া, অশনায়া হি মৃত্যুঃ, তন্মনোঽকুরুত আত্মন্বীস্যাম্ ইতি।"

অর্থাৎ এ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল সর্ব্বগ্রাসকারী মৃত্যু বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সমুদায় গ্রাস বা ভক্ষণ করেন বলিয়া (অশনায়া) তাঁহার নাম মৃত্যু। তিনি এইরূপে সৃষ্টি গ্রাস করিয়া আবার সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে মন সৃষ্টি করেন...ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্ম এ বিশ্ব লয় করেন, বা গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মৃত্যু,—তাঁহাতে সৃষ্টি লয় ব্যাপার নিয়ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া, তাঁহার

নাম কাল। কালরূপে তিনি সর্ব্বসংহারক। তিনি সমুদায় অশন বা ভক্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম মৃত্যু। এ বিশ্বে সমুদায়ই তাঁহার ভক্ষ্য। যিনি পরম ব্রহ্ম তিনি এ মৃত্যুরূপেরও অতীত—মৃত্যু তাঁহার উপসেবন।

শ্রুতিতে আছে,—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ চ উভে ভবত ওদনম্।"

"মৃত্যু র্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।"

(কঠ উপঃ ২।২৫)।

তোমা বিনাও ত—তোমা ব্যতীত তুমি ছাড়া (শঙ্কর)। তোমার চেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যতীত, তুমি যুদ্ধ না করিলেও (মধু, কেশব, বলদেব)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব নিহত হন নাই। যুদ্ধ শেষে দশ জন জীবিত ছিলেন। অতএব তোমা বিনা—অর্থে কেবল তুমিই জীবিত থাকিবে ইহা সঙ্গত নহে। এস্থলে প্রায় কোন ব্যাখ্যা-কারই এ অর্থ করেন নাই। এ অর্থ হইলে বলিতে হইত যে, তুমি ব্যতীত আর সকলে মরিবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অর্থই সঙ্গত। শাঙ্করভাষ্য ব্যাখ্যায় গিরিও এই অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—লোক সংহারার্থ তোমার প্রবৃত্তি নিষ্ফল। আমার প্রবৃত্তি বিনা প্রতিপক্ষীয় ভীষ্মাদি কাহাকেও সংহার করিতে তুমি অসমর্থ।

কেহ—ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি যে সকল হইতে তোমার আশঙ্কা আছে (শঙ্কর)। যাহাদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে ভাবিয়াছিলে, সেই ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কেহ (মধু)।

না রবে জীবিত—(ন ভবিষ্যতি)—আমি ইহাদের সংহারে প্রবৃত্ত বলিয়া আমার সঙ্কল্প জন্য কেহ জীবিত থাকিবে না (মধু কেশব,)। ইহা আমার প্রবৃত্তির ফল জানিও। কালাত্মক আমি তাহাদের আয়ুঃ হরণ করিব (বলদেব)। মহামৃত্যু আমার সমুপস্থিতিতে এ সকলেই মরিবে (শঙ্করানন্দ)।

প্রতি অনীকেতে—প্রতিপক্ষ সেনাদলের মধ্যে (শঙ্কর, কেশব, মধু)। প্রত্যেক সেনা-বিভাগ বিশেষ মধ্যে (স্বামী)। ('অনীক' সম্বন্ধে গীতায় ১।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

তবে উঠ তুমি লভ যশ, আর
জিনি শত্রু শ্রেষ্ঠ রাজ্য ভোগ কর।
আমা হ'তে পূর্ব্বে হত এ সকল,—
হও সব্যসাচি! নিমিত্ত কেবল॥ ৩৩

৩৩। তবে—যখন আমিই সংহর্ত্তা। আমিই যখন সর্ব্বলোকের স্রষ্টা পালক ও সেইরূপ সংহর্ত্তা, আমা ব্যতীত স্বতন্ত্র সংহর্ত্তা নাই, অন্য সকলের সংহারাদি ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব যখন আমারই অধীন (কেশব)।

উঠ তুমি—যুদ্ধ করিব না—এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও (গিরি, মধু)। কেন না, তোমার এ প্রবৃত্তির স্বভাব নিষ্ফল (শঙ্করানন্দ)।

যশ—ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি দেবগণেরও অজেয় অতিরথ বীরগণকে জয় করা রূপ পুণ্যকীর্ত্তি (শঙ্কর, স্বামী, কেশব, মধু)।

শ্রেষ্ঠ—(সমৃদ্ধং)—অসপত্ন, নিষ্কণ্টক (শঙ্কর)। সম্যক্‌রূপে ঋদ্ধিযুক্ত সমৃদ্ধিশালী, সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন।

জিনি অরি—বিনা যত্নে শত্রু জয় করিয়া (স্বামী, মধু)।

আমা হ'তে হত—তোমার এই শত্রু সকল কালাত্মক আমা দ্বারা নিহত প্রায় (স্বামী)। তাহাদের শক্তি হরণ করিয়াছি—তাহারা সংহৃতা-আয়ুধ হইয়াছে—কেবল তোমার যশোলাভ জন্য তাহাদের রথ হইতে পাতিত করি নাই (মধু)। আমি তাহাদের প্রাণ বিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি (শঙ্কর)। তোমার যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই কালাত্মক আত্মা দ্বারা তাহারা হতায়ুধ হইয়াছে (কেশব)। ভীষ্মাদি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা-রক্ষিত বিপক্ষ সেনা জয়ের শঙ্কা নিবারণার্থ ইহা উক্ত হইয়াছে।

আমা হ'তে হত—অর্থাৎ আমি তাহাদের তেজ বল পৌরুষ আকর্ষণ করিয়া লইয়া সারহীন করিয়া রাখিয়াছে—জীর্ণ পর্ণবৎ পতনোন্মুখ করিয়া রাখিয়াছি (শঙ্করানন্দ)।

পূর্ব্বে—তোমার বধ করিবার পূর্ব্বেই (বল্লভ)। যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে (শঙ্করানন্দ)।

সব্যসাচী—দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সব্য অর্থাৎ বাম হস্তের দ্বারাও যিনি শরক্ষেপ করিতে পারেন তিনি সব্যসাচী। অর্জ্জুনের এই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়া তিনি সব্যসাচী (শঙ্কর)। এই বিশেষণ প্রয়োগের প্রয়োজন এই যে—অর্জ্জুন অতি বড় যোদ্ধা বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান যুদ্ধে হননাদি ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ববোধ নিরর্থক, তাহা ভ্রান্তি মাত্র (মধু)।

নিমিত্ত কেবল—(নিমিত্তমাত্রং)—হননকারী আমার শস্ত্রাদি স্থানীয় হও (রামানুজ)। তুমি ইহাদের মারিয়াছ এই সার্ব্বলৌকিক ব্যপদেশ-আস্পদ হও (মধু, বল্লভ)। যন্ত্র প্রতিম হও (বলদেব)। উপলক্ষমাত্র হও। অতএব আমা দ্বারা হন্যমান, ইহাদের হননে আমার শস্ত্রাদি স্থানীয় হও (কেশব)। বৃক্ষ হইতে জীর্ণ পর্ণ পাতনে বায়ু যেমন নিমিত্ত সেইরূপ নিমিত্ত হও (শঙ্করানন্দ)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে' (গীতা, ১০।৮)। অতএব অর্জ্জুনের এ যুদ্ধে প্রবৃত্তির কারণ ভগবান্। তিনি নিমিত্ত মাত্র।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না, তাঁহাকে এই তত্ত্ব উপদেশ দিতেছেন মাত্র। তাঁহাকে এ যুদ্ধে 'নিমিত্ত' হইতেই হইবে। সকলকেই ভগবানের বর্ত্ম অনুসরণ করিতে হয়।

এস্থলে নিমিত্ত অর্থে নিমিত্ত কারণ নহে। ইহা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ (immediate cause) হইতে পারে। ইচ্ছা ও যত্ন বিনা—কর্ত্তৃত্বাভিমান বিনা কাহারও দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হইলে, তাহাকে সাধারণতঃ নিমিত্তের ভাগী বলা যায়। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—তুমি যে আমার এই ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ যুদ্ধ-কর্ম্মে কেবল নিমিত্তমাত্র, এই জ্ঞান তোমার হউক। তুমি মৎকর্ম্মকৃৎ হও।

ভগবান্ তাঁহার কর্ম্মে—সেই কর্ম্ম করিবার শক্তিযুক্ত মানুষকে নিয়োজিত করেন। মানুষকে, মায়াবশে যন্ত্রের ন্যায় তিনই তাঁহার কর্ম্মে পরিচালিত করেন (গীতা ১৮।৬১) মানুষ মোহবশে সেই কার্য্য করিব না, মনে করিলেও, ভগবান্ তাহাকে স্বীয় মায়া দ্বারা অবশ করিয়া সে কর্ম্ম করান। (গীতা ১৮।১০)। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধ ব্যাপারে—এই লোকক্ষয়কর কর্ম্মের যন্ত্র বা নিমিত্ত মাত্র করিয়াছেন। কেন না, অর্জ্জুনের ক্ষত্রস্বভাব বা বীরপ্রকৃতি, তিনি সেই কর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র। তিনি অহ-ঙ্কারবশে যুদ্ধ করিবেন না—সংকল্প করিলেও সে অধ্যবসায় বৃথা হইবে (গীতা ১৮।৫৯)। ভগবানের এই ভূভারহরণ কর্ম্মে—দুস্কৃত নিধন কর্ম্মে তিনি অর্জ্জুনকে নিমিত্ত মাত্র করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে সে কর্ম্ম করিতেই হইবে। এইমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিতেছেন। তিনি ভয় দেখাইয়া বা প্ররোচনা দ্বারা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছেন না। তিনি যে অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিতেছিলেন, তাহার কারণ অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জ্ঞানলাভার্থ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন,—শিষ্যভাবে প্রপন্ন হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার জন্য গীতার উপদেশ ভগবান্ দেন নাই।

আরও এক কথা। এক্ষণে দিব্য দৃষ্টি দিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে যাহা দেখাইতেছেন, পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রাকৃত দৃষ্টিতে তাহা দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন অর্জ্জুনের অভিমান ছিল,—কর্তৃত্ব বুদ্ধি ছিল। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। অর্জ্জুনের প্রার্থনায় ভগবান্ তাঁহাকে কর্ত্তব্য উপদেশ দিতেছিলেন। এক্ষণে সেরূপ উপদেশের আর প্রয়োজন নাই।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪

দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আর জয়দ্রথ,
অন্য আর আছে বীর যোদ্ধা যত,—
হত আমা হতে, নাশ,—নাহি ভয়,
যুঝ,—রণে কর প্রতিদ্বন্দ্বী জয় ॥৩৪

৩৪। দ্রোণ…জয়দ্রথ—এ স্থলে যে যে বীরের সম্বন্ধে অর্জ্জুনের আশঙ্কা, তাহাদের নামনির্দ্দেশ হইয়াছে। দ্রোণ—ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য, দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন, এবং অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ গুরু। ভীষ্ম—পিতামহ, বিশেষ ভাবে পূজ্য। তাঁহার মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। তিনি অনেক দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ছিলেন, পরশুরামকেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। জয়দ্রথ—পিতৃপ্রাপ্ত বরে অজেয় ছিলেন। তদনুসারে যে তাঁহার মস্তক ভূমিতে কাটিয়া ফেলিবে, তাহার মস্তকও তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত

হইবে। কর্ণ—ইন্দ্রদত্ত অনেক অমোঘ অস্ত্র ধারণ করিতেন। তিনি সূর্য্যপুত্র—কুন্তীর কন্যাবস্থায় তাঁহার গর্ভজাত। তিনি সূর্য্যের অনন্যভক্ত দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ছিলেন (শঙ্কর, কেশব)।

বীর যোদ্ধা যত—কৃপ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি। ইঁহারা মহানুভব ও সর্ব্বপ্রকারে দুর্জ্জয় ছিলেন (মধু, কেশব)।

হত আমা হতে—কালাত্মক আমাদ্বারা পূর্ব্বেই নিহতপ্রায়। অর্থাৎ এই যুদ্ধে যে তাঁহারা মরিবেন, ইহাই তাঁহাদের নিয়তি, পূর্ব্ব হইতেই ইহার ব্যবস্থা আছে।

যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উপস্থিত যুদ্ধটি পাণ্ডবদের পক্ষে ধর্ম্ম-যুদ্ধ, আর কৌরবদের পক্ষে অধর্ম্ম যুদ্ধ। ধর্ম্ম-যুদ্ধে জয় সাধারণ নিয়ম। বিশেষ পাণ্ডবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সহায় বলিয়া পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী। ভীষ্মাদির নিধন ব্যতীত সে জয়ের সম্ভাবনা ছিল না, এজন্য শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা মহাকালরূপী ভগবানের দ্বারা তাঁহারা মৃত্যুমুখে নীত হইবেন।

ভগবানে এরূপ বধাদি-প্রবৃত্তির আরোপ করিলে, তাঁহাতে বৈষম্য নিষ্কারুণ্যাদি দোষ মনে হয়। কিন্তু এস্থলে এ সংশয় বৃথা। সর্ব্বলোকের জন্ম মৃত্যু তাঁহার দ্বারাই নিয়মিত। পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলে সকলেরই জন্মমৃত্যু নিয়মিত হয়। 'সতি মূলে তদ্বিপকে জাত্যায়ুর্ভোগঃ"—ইতি পাতঞ্জল দর্শন। ভগবান্ সেই কর্ম্মফলদাতা মাত্র। এই জন্মের কর্ম্ম ফল হইতেও দুঃখ প্রভৃতি ভোগ হয়। অধর্ম্মের ফল দুঃখ। সে অধর্ম্ম উৎকট হইলে আয়ুঃক্ষয় হয়। আর অধর্ম্ম যদি ধর্ম্মগ্লানির কারণ হয়—লোক-সংগ্রহকে অধর্ম্মের পথে লইয়া যায়, তবে সে অধর্ম্ম দূর করিবার জন্য অধার্ম্মিকের নিধন—ইহা ভূভারহারী ভগবানের কর্ম্ম। দুর্য্যোধন ও তৎপক্ষীয়গণ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, যুধিষ্ঠিরাদির নির্য্যাতন নানারূপে করিয়াছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি…তাহার প্রতিবিধান

করেন নাই, এরূপ সহায়তাই করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মফলে তাহাদের নিধন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ভগবান্ সেই কর্ম্মের ফলদাতা।

অতএব কর্ম্মফলদাতা ভগবানের প্রেরণায় স্বকর্ম্মফলে জন্ম মৃত্যু ভোগ হয়; কর্ম্মফল অনুসারে মৃত্যু নিয়মিত হয়। কাল বশে সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কালরূপে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মাদির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। অর্জ্জুনাদিও সে যুদ্ধে তখন নিহত না হইলেও পরে মৃত্যুমুখ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অতএব 'কাল' উপস্থিত বলিয়া কালরূপী ভগবান্ তখন ভীষ্মাদিকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতেছিলেন।

নাহি ভয়—তুমি ব্যথিত বা ভীত হইও না। তুমি দুর্য্যোধনাদি প্রতিপক্ষ সকলকে জয় করিতে পারিবে, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না (শঙ্কর)। তুমি ধর্ম্মভয়ে, বন্ধুস্নেহেও করুণাপর হইয়া ইহাদের বধ করিতে যে ব্যথা পাইয়াছ, তাহা ত্যাগ কর, কেন না আমা দ্বারা তুমি এই হনন কার্য্যে বিধিযুক্ত হইতেছ, তোমার অপরাধ হইবে না (রামানুজ)। ভীষ্মাদি পূর্ব্বে আমা দ্বারা নিহত বলিয়া তুমি বিনা আয়াসে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে। সুতরাং ভয় করিও না (মধু, কেশব)।

পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪-৬ শ্লোকে অর্জ্জুন যে মোহ ও শোকের কথা বলিয়াছেন,—সেই ব্যথা দূর করিবার জন্য ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন। (পূর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

মূলে আছে 'মা ব্যথিষ্ঠা' অর্থাৎ ব্যথা পাইও না। যুদ্ধে গুরুগণকে ও বন্ধুগণকে বধ করিতে হইবে বলিয়া অর্জ্জুন বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং যুদ্ধ করিতে চাহিতেছিলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল বলিয়া তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না, এভয়ে তিনি কখন ব্যথিত হন নাই। গুরুবধ ও বন্ধুবধ এবং লোকক্ষয়ই অর্জ্জুনের ব্যথার কারণ ভগবান্ এক্ষণে দেখাইলেন যে, ইহারা সকলেই তাঁহা দ্বারা হত হইবে।

তাহাতে অর্জ্জুনের কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি এ লোকক্ষয়-ব্যাপারে ভগবানের নিমিত্ত মাত্র। ভগবান্ ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন, অর্জ্জুন তুমি ব্যথিত হইও না। অর্থাৎ যুদ্ধে লোকক্ষয় হইবে—ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইবে, কুল অধর্ম্মে পূর্ণ হইবে—গুরুবধ ও বন্ধুবধ হইবে, এ সব চিন্তা করিয়া আর ব্যথিত হইও না। কেন না, ইহা ভগবানেরই লীলা। এই লীলা দেখাইয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে নিঃসংকোচে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন (কেশব)।

প্রতিদ্বন্দ্বী—(সপত্নান্)—প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ।

রণে কর জয়—(জেতাসি রণে)—তুমি জয়ী হইবে। তুমি যে এই যুদ্ধ জয় করিবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থিত আছে। ইহা আমার বিধান।

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫

সঞ্জয়,—

কেশবের এই বচন শুনিয়ে
কাঁপিয়া কিরীটী—কৃতাঞ্জলি হয়ে
নমি কৃষ্ণে পুনঃ কহে গদ্‌গদ—
অতি ভীত হয়ে—হইয়া প্রণত। ৩৫

৩৫। সঞ্জয়—এস্থলে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া এই শ্লোকোক্ত বাক্য বলিবার কারণ কি? শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সঞ্জয়ের এই

কথা বলিবার অভিপ্রায় ছিল। দ্রোণাদি মহারথগণের বিনাশ হইলে দুর্য্যোধন নিরাশ্রয় হইবে ও নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় ধৃতরাষ্ট্র জয় সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন ও শান্তি স্থাপিত হইবে। এইরূপ মনে করিয়া সঞ্জয় এই কথা বলিয়া ছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মধুসূদনও এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু এ অর্থ দূরার্থ।

কিরীটী—অর্জ্জুন। কিরীট=মুকুট। কিরীটী=মুকুটধারী। অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিকট বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ 'এই কিরীট পাইয়াছিলেন।

কাঁপিয়া—এই সকল বাক্য দ্বারা অর্জ্জুনের অতিভীতি ব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্বামী বলেন, ভয় হর্ষ ইত্যাদি নানা ভাবাবেশে অর্জ্জুন এইরূপ করিয়াছিলেন। মধুসূদন বলেন, ইহা পরম আশ্চর্য্য-জনিত সম্ভ্রম জ্ঞাপক। অত্যাশ্চর্য্য ঘোর অসহ্য তেজোরূপ দর্শনে এবং যুদ্ধের এই পরিণাম দর্শনে অর্জ্জুন যে কাঁপিতে ছিলেন, ও কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নমস্কার করিতে ছিলেন, ইহা ভয়-ব্যঞ্জক (কেশব)।

গদ্‌গদ—অর্জ্জুনের কথা ভয়ে গদ্‌গদ হইয়াছিল (শঙ্কর)। ভয়ে ও হর্ষে গদ্‌গদ (স্বামী, কেশব, মধু)। যে ভয়ব্যাকুল, তাহার দুঃখাভিভবে—এবং যে স্নেহময় তাহার হর্ষের আবেগে—নেত্র অশ্রুসিক্ত হয়, শ্লেষ্মায় কণ্ঠাবরোধ হয়, সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ের সামর্থ্য হ্রাস হইয়া কণ্ঠ জড়ীভূত হয়—স্বর বিকৃত কম্পিত ও মন্দীভূত হয়। সেই অবস্থায় বাক্য গদ্‌গদ হয় (শঙ্কর)। অব্যক্ত স্খলিতাক্ষর উচ্চারণাদি রূপ কণ্ঠবিকার—গদ্‌গদ (কেশব)।

অতিভীত—(ভীতভীতঃ)—অত্যন্ত ভয়াবিষ্ট (শঙ্কর)। ভীত হইতেও ভীত (স্বামী, কেশব)।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬



অর্জ্জুন,—

উপযুক্ত বটে, হৃষীকেশ! তব
কীর্ত্তনে জগৎ—তুষ্ট রত সব।
রক্ষোগণ ভয়ে চৌদিকে পলায়,
সিদ্ধগণ সবে প্রণমে তোমায় ॥ ৩৬

৩৬। উপযুক্ত বটে—(স্থানে)—উচিত, যুক্ত (শঙ্কর, কেশব, মধু, স্বামী, রামানুজ)। যেহেতু তুমি এরূপ অদ্ভুত প্রভাব ও ভক্ত-বৎসল, সেই হেতু ইহা উপযুক্ত (কেশব)। কি উপযুক্ত, তাহা এ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। অথবা 'স্থানে' অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে বা পাত্রে (শঙ্কর)। স্থান = স্থিতি (বল্লভ)।

হৃষীকেশ—হে সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ (মধু, কেশব)।

তব কীর্ত্তনে—(তব প্রকীর্ত্ত্যা)—তোমার মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তন করিয়া (স্বামী), প্রকৃষ্টরূপ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া (মধু, কেশব,)।

তুষ্ট রত রহে—বিশেষ রূপে হর্ষযুক্ত ও অনুরাগ যুক্ত হয় (মধু, কেশব, স্বামী)। অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে ভক্তি ও আনন্দের বিশেষ বৃদ্ধি হয়। মূলে আছে 'অনুরজ্যতে' অর্থাৎ অনুরাগ যুক্ত হয়। ইহাই ভক্তির লক্ষণ।

জগৎ—কেবল আমি নহি—সমুদায় লোক (স্বামী, কেশব)। সেই যুদ্ধ দেখিতে আগত অশেষ দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর কিন্নর কিম্পুরুষ প্রভৃতি জগৎ (রামানুজ)।

রক্ষোগণ—রাক্ষসগণ, দেবদানব রক্ষঃ প্রভৃতি ব্রহ্মার সৃষ্টি। রক্ষোগণ রজঃপ্রধান অসুর; তাহাদের হইতে লোকগণকে রক্ষা করিতে হয়—এজন্য তাহাদের নাম রক্ষঃ।

সিদ্ধগণ—কপিলাদি জ্ঞানিগণ (শঙ্কর)। যোগ-তপো-মন্ত্রাদি দ্বারা যাঁহারা সিদ্ধ (স্বামী)। (সিদ্ধগণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ১০।২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সিদ্ধগণ—জ্ঞানী, শান্ত, নির্ব্বিকার ত্রিগুণাতীত। এজন্য তাঁহারা ভগবানের এ বিশ্বরূপ দেখিয়া বিচলিত হন না,—সর্ব্বদা তাঁহারা ভগবানের স্বরূপ দর্শন করেন। তাঁহারা ভগবানের বিশ্বরূপকে নমস্কার করেন। দেব মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি সকলে, বা সাধারণ ভাবে জগতে দৈবী বা সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত সকলে, ভগবানের স্তুতি করিয়া আনন্দ ও ভক্তি-রসে আপ্লুত হন। আর যক্ষ-রক্ষ-প্রকৃতি বা আসুরিক রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি, সম্পন্ন সকলে—ভয়ে ভগবান্ হইতে দূরে পলায়ন করে। ভগবৎ-সম্বন্ধে যে এই ত্রিবিধ ভাবের বিকাশ হয়, তাহা অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন সময়ে দেখিতে পাইলেন।

বলদেব বলেন, ভগবান্ এক ভাবে জীবকে তাঁহার অভিমুখ করেন, অন্য ভাবে বিমুখ করেন। যুদ্ধ দর্শনার্থ আগত দেব গন্ধর্ব্বাদি তাঁহার ঘোর সংহারকারী রূপ দেখিয়া ভক্তিতে তাঁহার অভিমুখ হইয়া স্তুতি করিতেছিল। দুষ্টস্বভাব অসুরগণ বিমুখ হইয়া ভয়ে পলাইতেছিল। কেন না, যাহার যেরূপ ভাব তদনুযায়ী রূপ ভগবান্ও তাহার নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন। এই উভয় ভাব দেখিয়া সনকাদি সিদ্ধগণ ভক্তিভরে ভগবানকে নমস্কার করিতেছিলেন।

ভগবানের এই, যে সংহার মূর্ত্তি, ইহা দেখিয়া সিদ্ধগণ বা দেবগণ ভীত হন না। তাঁহারা বরং সেই দুষ্টের দমনকারী ভূভারহারী মূর্ত্তি দেখিয়া আহ্লাদিত হন এবং ভক্তিভরে স্তব করেন। তাঁহারা মৃত্যু রহস্য জানেন, এ সংহারের অর্থ জানেন,—তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ থাকে না। আর যাহারা দুষ্ট আসুরী প্রকৃতিযুক্ত লোক, তাহারা সে মূর্ত্তি দেখিয়া বড় ভীত হয় ও পলাইতে চেষ্টা করে। কেন না তাহারা ভগবানের স্বরূপ জানে না, তাঁহার দ্বারা বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া পলায়ন পূর্ব্বক রক্ষা পাইতে চেষ্টা করে।

বল্লভ মতে এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যে একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবানকে স্তব করিয়াছেন, তাহা একাদশ শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়শুদ্ধি জ্ঞাপক।

কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ অরিবার বিশেষ হেতু নাই। ইহার সহজ অর্থই গ্রাহ্য। অর্জ্জুন তন্ময় হইয়া এই বিরাট বিশ্বরূপ—এই প্রবৃদ্ধ কালরূপ দেখিতেছিলেন, আর তিনি এবং দেব গন্ধর্ব্বাদি সকলে সেরূপ দেখিয়া কিপ্রকার ভাবযুক্ত হইতেছেন, তাহাই তখন বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর এই পরমাত্মার বিরাট রূপ দিব্য দৃষ্টিতে ভগবৎ কৃপায় দেখিতে পাইলে, বিভিন্ন লোকের কিরূপ ভাব হয়, তাহাই এস্থলে অর্জ্জুন বর্ণনা করিতেছেন।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

কেন না নমিবে তোমা মহাত্মন্—
তুমিই ত শ্রেষ্ঠ—ব্রহ্মারও কারণ।
অনন্ত দেবেশ! জগৎ আধার!
তুমি সদসৎ, পরম—অক্ষর॥ ৩৭

৩৭। কেন না নমিবে—হে মহাত্মন্ হে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহত্তর আত্মন্ (শঙ্করানন্দ), হে ভূমা পরমাত্মন্, তোমাকে কি হেতু সিদ্ধাদি সর্ব্ব দেবগণ নমস্কার না করিবে? (শঙ্কর, কেশব)। পূর্ব্ব শ্লোকে, সিদ্ধগণ যে ভগবানকে নমস্কার করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই নমস্কার করিবার যে হেতু আছে, তাহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে। সিদ্ধগণের নিকট ভগবানই একমাত্র প্রণম্য কেন, তাহাই উক্ত হইতেছে। সে কারণ এই যে, ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের অতীত পরম পুরুষ, তিনি অনন্ত দেবগণেরও ঈশ্বর, জগতের আধার,—তিনিই অক্ষর, তিনি সদসদাত্মক সমুদায়, অথচ অক্ষরও সদসৎ হইতে অতীত যে 'তৎ'-আখ্য পরম ব্রহ্ম তাহাও তিনিই। এই সমস্ত বিচার করিয়াই তাঁহারা তোমাকে একমাত্র প্রণম্য জানিয়া তোমাকেই নমস্কার করেন।

ব্রহ্মারও কারণ—(ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে) তুমি ব্রহ্মার আদি কর্ত্তা বা মূলকারণ ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ (শঙ্কর, রামানুজ) তুমি সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বভূতপতি হিরণ্যগর্ভেরও জনয়িতা ও নিয়ামক (শঙ্করানন্দ)। পরম পুরুষ হইতে এই হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি। তিনি হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যকেশ (ছান্দোগ্য ১।৬।৬),তিনি সুবর্ণবর্ণ,—জ্যোতীরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রথম আবির্ভূত। তাঁহা হইতেই পরে তৃতীয় পুরুষ বিরাটের উৎপত্তি। এই হিরণ্যগর্ভ হইতে জগতের উৎপত্তি। তিনি "বহু স্যাং প্রজায়েয়" কল্পনা করিয়া বহু হন, নামরূপে বিবর্ত্তিত হন, ও সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হন। কিন্তু তিনি জগতের উৎপত্তির বা অভিব্যক্তির কারণ হইলেও তিনি

পরম কারণ নহেন। পরম বা উত্তম পুরুষ হইতে তিনি অভিব্যক্ত হন। এই পরম পুরুষই হিরণ্যগর্ভের জনক ।

শ্রুতিতে আছে—

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥
(শ্বেতাশ্বতর—৩।৪)।

শ্রুতি অনুসারে সগুণ সোপাধিক ব্রহ্ম—পুংলিঙ্গ সঃ শব্দবাচ্য। তিনিই শ্রুতিতে অনেক স্থলে অক্ষর (পুরুষ) বা হিরণ্যগর্ভ রূপে উক্ত হইয়াছেন। তিনিই পুরাণের ব্রহ্মা। মুণ্ডক উপনিষদে আছে,—"যিনি দিব্য অমূর্ত্ত শুভ্র পুরুষ, তিনি অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" (মুণ্ডক, ২।১।২)। অতএব শ্রুতি অনুসারে পরম পুরুষই সগুণ ব্রহ্মরূপ হিরণ্যগর্ভের বা অক্ষর পুরুষের আদিকর্ত্তা বা কারণ।

শ্রেষ্ঠ—গরীয়ান্ গুরুতর (শঙ্কর)। ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর (কেশব) জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বল বীর্য্য তেজ ও শক্তি বিশেষ দ্বারা ও পরমার্থতঃ সর্ব্বোত্তম (শঙ্করানন্দ)।

অনন্ত—হে সর্ব্বব্যাপিন্ (বলদেব)। ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য (কেশব)।

দেবেশ—হে সর্ব্ব দেবগণের ঈশ্বর—নিয়ন্তা। (পূর্ব্বোল্লিখিত "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ', প্রভৃতি শ্রুতি দ্রষ্টব্য)।

জগৎ আধার—(জগন্নিবাস) যাঁহার মধ্যে জগৎ অবস্থিত, সেই সর্ব্ব জগতের আশ্রয় (গিরি)। হে সর্ব্বাশ্রয় (বলদেব)। সর্ব্ব চেতনা-চেতন জগতের আশ্রয় (কেশব)।

সদসৎ পরম অক্ষর—(অক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ) তুমিই সেই পরম অক্ষর যাহা বেদান্ত বাক্যে শ্রুত হয়। তাহা কি? তাহা সৎ ও

অসৎ)। যাহা বিদ্যমান তাহা সৎ, আর যাহা নাই এইরূপ বুদ্ধি হয়—তাহা অসৎ। সেই সৎ ও অসৎ উভয়ই ব্রহ্মের উপাধি স্বরূপ। পরব্রহ্মই সৎ অসৎ বাচ্য। ইহা উপচার মাত্র। পরমার্থতঃ সৎ ও অসৎ হইতে অন্য বা ভিন্ন সেই যে অক্ষর—বেদবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, তাহাও তুমিই, অন্য কিছু নহে। ইহাই অভিপ্রায় (শঙ্কর)।

তুমি অক্ষর—যাহার ক্ষরণ হয় না। তাহা জীবাত্মতত্ত্ব। তুমি সেই জীবাত্মা। আর তুমিই সদসৎ। সৎ=কার্য্য, অসৎ=কারণ। তুমি কার্য্য কারণ ভাবে অবস্থিত প্রকৃতিতত্ত্ব। নামরূপ বিভাগ দ্বারা তুমি কার্য্যাবস্থায় সৎ। সেই বিভাগ অযোগ্য কারণাবস্থায় তুমি অসৎ। আর সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিসম্বন্ধযুক্ত জীবাত্মা হইতে অন্য (পরং) যে মুক্তাত্মা—যে তুরীয়তত্ত্ব তাহাও তুমি (রামানুজ, কেশব)।

সৎ=ব্যক্ত, অসৎ=অব্যক্ত। তাহা হইতে ভিন্ন মূল কারণ যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহা তুমি (স্বামী)।

সৎ=বিধিমুখে প্রতীয়মান 'অস্তি' শব্দবাচ্য, অথবা ব্যক্ত। আর অসৎ=নিষেধ মুখে প্রতীয়মান "নাস্তি" শব্দ বাচ্য, অথবা অব্যক্ত। তুমি সেই সদসৎ। আর সদসৎ হইতে ভিন্ন যে মূল কারণ অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও তুমি। তোমা ভিন্ন কিছুই নাই। (মধু)।

অক্ষর= প্রকৃতি সংসর্গী জীবাত্মা। সৎ=স্থূল, কার্য্যাবস্থা। অসৎ=সূক্ষ্ম, কারণাবস্থা। সদসৎ=প্রকৃতিতত্ত্ব। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মুক্তজীবতত্ত্ব=তৎ পরং যৎ। (বলদেব)।

নাম রূপ দ্বারা যাহা আছে (অস্তি) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা সৎ, তাহা কার্য্য জগৎ। যাহা তাহা হইতে বিলক্ষণ, তাহা অসৎ তাহা অব্যাকৃত জগৎকারণ। সেই যে সদসৎ—তাহা তুমি। শ্রুতিতে আছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্ম কেবল এই সদসৎ নহেন। তাহা হইতে সেই কার্য্য-কারণাত্মক জগৎরূপ হইতে পর বা বিলক্ষণ ও

তাহাদের কারণরূপ যে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অক্ষর নিত্য কূটস্থ সচ্চিদানন্দৈকরস অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব—সেই পরম ব্রহ্ম তুমিই, অন্য কেহ নহে। শ্রুতিতে আছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'' (শঙ্করানন্দ)।

ব্যাখ্যাকারগণের এই বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ স্বমত স্থাপনার্থ কষ্টকল্পিত অর্থ করেন। অক্ষর=জীবাত্মা, সদসৎ=প্রকৃতি বিকৃতি আর তৎপরং= মুক্তাত্মা। ব্রহ্মের এই তিন অবস্থা তাঁহারা এই শ্লোক হইতে বুঝিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ করেন,। তাঁহাদের সকলেরই মতে অক্ষর অর্থে জীবাত্মা এবং 'তৎ পরং যৎ' অর্থে মুক্তাত্মা। কিন্তু যখন এস্থলে পরমেশ্বরই কার্য্য কারণাত্মক জগৎরূপে ও অক্ষর রূপে উক্ত হইয়াছেন, তখন আর দ্বৈত বাদের স্থান থাকে না। তবে বিশেষ্টাদ্বৈত বাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসারে ইহার কতক সঙ্গত অর্থ হইতে পারে।

যাহাহউক এস্থলে অদ্বৈতবাদী শঙ্করের অর্থই প্রশস্ত। অক্ষর যদি পুরুষের বিশেষণ হয়, তবে অক্ষর পুরুষকে কূটস্থ জীবাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ বলা যাইতে পারে (গীতা ১৫।১৬)। কিন্তু অক্ষর শব্দে যখন ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হয়, তখন তিনি জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ নহেন। "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" (গীতা ৮।৩), "অব্যক্তঃ অক্ষর ইত্যুক্তঃ" (গীতা ৮।২১), 'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' (গীতা ৮।১১), 'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং" (গীতা ১১।১৮),' যে চ অক্ষরং অব্যক্তং অনির্দ্দেশ্যং..." (গীতা ১২।১-৩) প্রভৃতি স্থলে গীতায় এই অক্ষর যে পরমতত্ত্ব তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অক্ষরই অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য, প্রপঞ্চোপশম, অচিন্ত্য নির্গুণ (transcendent) ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহাই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ বা 'পরমপদ।' ইহা "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং,

ন্যাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্, অচিন্ত্যম্, অব্যপদেশ্যম্, একাত্মপ্রত্যয়সারং, প্রপঞ্চোপশমং, শান্তং, শিবম্, অদ্বৈতম্" (মাণ্ডুক্য উপনিষদ, ৭)। ইহাই বেদান্তের "নেতি নেতি" পদবাচ্য নিরুপাধিক ব্রহ্ম।

পূর্ব্বে ১১।১৮ শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিয়াছেন—"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্"। অক্ষর যদি জীবাত্মা বা মুক্ত জীবাত্মা হইত, তবে ভগবান্‌কে পরম বেদিতব্য অক্ষর বলা যাইত না। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই অক্ষরের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, শ্রুতিতে অক্ষর শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরের এক অর্থ একাক্ষর প্রণব। গীতায়ও কোন কোন স্থলে অক্ষর সে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (গীতা ৮।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই অক্ষরই ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে শব্দব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়,—ও তাহাতে এ জগৎ বিধৃত হয়। সাধারণত শ্রুতিতে অক্ষরের অর্থ পরম ব্রহ্ম। (পূর্ব্বে ১১।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক ৩.৮।৮-১১, কঠ ৩।২, মুণ্ডক-১।১।৫, ২।১।১, ২।১।২, ২।২।২, শ্বেতাশ্বতর, ১।১০,৪।১৮ প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মুণ্ডক উপনিষদে অক্ষর দুই অর্থে উক্ত হইয়াছে, এক অক্ষর পুরুষ, (১।২।১৩), আর এক 'তৎ' অক্ষর—নির্গুণ ব্রহ্ম (১।১।৫)। মুণ্ডক উপনিষদে আছে "তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (১।১।৭) আরও উক্ত হইয়াছে, তথাঽক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি" (২।১।১)।

আবার দিব্য অমূর্ত্ত অজ শুভ্র পুরুষকে পর অক্ষর হইতেও পর বা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে—'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ'। এ স্থলে অক্ষর অর্থে হিরণ্যগর্ভ তাহা উক্ত হইয়াছে। এজন্ত অক্ষর শব্দের দ্বারা যখন পরম ব্রহ্মকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—তখন গীতায় তাঁহাকে 'পরম অক্ষর' বলা হইয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, অক্ষর বা অক্ষর পুরুষ বিশ্বস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ। আর পরম অক্ষর সেই হিরণ্যগর্ভের উৎপাদক পরমব্রহ্ম।

তবে অক্ষর অনেকস্থলে নির্গুণ অচল ধ্রুব কূটস্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা (গীতায় ১২।১ ৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তাহা কখন জীবাত্মার বাচক নহে।

সৎ ও অসৎ শব্দের অর্থ লইয়াও এইরূপ মতভেদ আছে ২।১৬ শ্লোকে সদসৎ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্য দ্রষ্টব্য) এস্থলে ঠিক সেই অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। এ স্থলে অর্থ—অসৎ= কারণরূপ—অব্যক্ত (unmanifest), আর সৎ=কার্য্যরূপে ব্যক্ত (manifest) জগৎ। কিন্তু বেদান্তে কোন কোন স্থলে সদসৎ শব্দের অর্থ ভিন্ন। সৎ অর্থে যাহার 'সত্তা' ভাব বা অস্তিত্ব আছে, আর অসৎ—যাহার অস্তিত্ব নাই—শূন্য বা "অভাব।" কিন্তু এ অর্থে ব্রহ্মকে সদসদাত্মক বলা যায় না। এ অর্থে ব্রহ্মকে 'সৎ' ও বলা যায় না, 'অসৎ' ও বলা যায় না (গীতা ১৩।১২)। বেদান্ত মতে 'মায়া'ই সদসদাত্মিকা। জগৎ পারমার্থিক অর্থে অসৎ। অসৎ শব্দের এক অর্থ—যাহার স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, যাহা অপরের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) সত্তাতে সত্তাযুক্ত। এই অর্থেও মায়াকে এবং জগৎকে অসৎ বলা যায়। যাহার স্বাধীন সত্তা না থাকিলেও অপরের সত্তায় সত্তাযুক্তরূপে প্রতীয়মান হয়—তাহা ব্যবহারিক ভাবে সৎ। মায়া, প্রকৃতি এবং অব্যক্ত হইতে জাত এই জীব জড়ময় জগৎ (৮।১৮) এ সকলই কেবল ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত। এজন্য তাহা সদসদাত্মক।

যাহা হউক উপনিষদে অনেক স্থলে 'সৎ' অর্থে ব্যক্ত কার্য্যরূপ, আর 'অসৎ' অর্থে অব্যক্ত করণরূপ। কোন স্থলে বা 'সৎ' অর্থেও অব্যক্ত কারণরূপ। যথা—

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" ...... "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ।" (ছান্দোগ্য উপঃ ৬।২।১-২)।

"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ" (ছান্দোগ্য ৬।৯-১০।২)।

'অসৎ' সম্বন্ধেও এইরূপ শ্রুতি আছে, যথা—

"অসৎ এব ইদম্ অগ্র আসীৎ" (ছান্দোগ্য উপঃ ৩।১৯।১)
"তস্মাৎ অসতঃ সৎ জায়েত...।" (ঐ , ৬২১)
"অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সৎ অজায়ত।"(তৈত্তিরীয় ২।৭।১)
"অনবস্থেঽসতি কর্ত্তা অকর্ত্তা ইব অনবস্থঃ।" (মৈত্রায়ণী ২.৭)।

অতএব এই সকল শ্রুতি অনুসারে কারণ যতক্ষণ কার্য্যোন্মুখ না হয়, ততক্ষণ অসৎ, যখন কার্য্যোন্মুখ ও কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তখন সৎ। কার্য্যোন্মুখ হইলে তাহার সত্তার প্রকাশ হয়। এই অর্থে ব্রহ্ম সদসৎ উভয়ই। শ্রুতিতে আছে—

"এতজ্জানথ সদসৎ বরেণ্যম্" (মুণ্ডক উপঃ ২।২.১)।
"তৎ সৎ তৎ অমৃতং"। (ছান্দোগ্য ৮।১।৫)।
"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যঞ্চ"। (বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৩.১)।

এই শেষোক্ত শ্রুতিতে সৎ অর্থে মূর্ত্ত ও অসৎ অর্থে অমূর্ত্ত। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এই অর্থ পাওয়া যায়। তাহাতে আছে—

"সঃ অকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।...স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। তদেব অনুপ্রাবিশ্য। তদনুপ্রবিশ্য সৎ চ ত্যং চ অভবৎ।... 'সত্যমভবৎ যৎ ইদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্।' ...(২।৬)

গীতাতেও এস্থলে এই অর্থে সদসৎ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতাতে পূর্ব্বেও এই অর্থে উক্ত হইয়াছে "সদসচ্চাহমর্জ্জুন" (৯।১৯) সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক হইতে আরও জানা যায় যে, ভগবান্ অক্ষর ও সদসদ্ বটেন, এবং যাহা তাহা হইতে পরম (তৎ পরং যৎ) তাহাও বটেন। সেই সদসদ্ হইতে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ কি? গীতায় পরে (১৩.১২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—

"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।"

অতএব অনাদিমৎ পরব্রহ্মই সৎ ও অসতের অতীত। তিনি বিশেষ নিরুপাধিক। পূর্ব্বে "পরম অক্ষর" শব্দ দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলে কোন পুনরুক্তি হয় নাই। ইহাও বলা যায় যে 'সদসদ্‌' হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের যে স্বরূপ, তাহা পুরুষোত্তম। পরমেশ্বর তাহা তাঁহার পরম ভাব। তিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের অতীত বলিয়া পুরুষোত্তম। তিনিই পরমাত্মা। (গীতা ১৫।১৭-১৮)। তিনি সৎ অসৎ সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, অথচ ইহাদের অতীত। (গীতা, ৯)৪-৫)। পরমব্রহ্ম তাঁহার পরম ধাম। তিনি এক অর্থে অক্ষরেরও অতীত, পর অক্ষর হইতেও পর। এইরূপে "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্‌" বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" —এই জ্ঞান লাভ হয়। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ব্রহ্ম সদসৎ রূপে সোপাধিক, ব্রহ্ম অক্ষর রূপে নির্গুণ কূটস্থ, অচল, আর ব্রহ্ম পরম ভাবে এই সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই immanent ও transcendent ভাবেরও অতীত—তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, অথবা এই দুই ভাবের সমন্বিত স্বরূপ (synthesis)।

অতএব এই শ্লোকে অক্ষর=অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম। সদসৎ= কার্য্যকারণাত্মক জগৎ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম। আর তৎপরং যৎ—তাহা এই সগুণ সোপাধিক সবিশেষ 'সদসৎ' এবং নির্গুণ নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ 'অক্ষর' ব্রহ্মতত্ত্বের অতীত পরমব্রহ্ম—পরম অক্ষর। আমরা এ তত্ত্ব পূর্ব্বে ভাষ্য ভূমিকায় এবং নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বের শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে, সিদ্ধগণ ভগবান্‌কে নিত্য নমস্কার নিরত। তাহার সাতটি কারণ এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী)। অর্থাৎ তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মকে এই প্রকারে জানিয়াছেন। তাঁহারা সগুণ নির্গুণ ও তাহার অতীত পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্মের বিশ্বরূপ বা বিরাট

বৈশ্বানর রূপ মাত্র অর্জ্জুন দেখিতেছিলেন। তাহার অন্তরালে হিরণ্যাভি-রূপ ও তদতীত পরমপুরুষরূপ এবং সর্ব্বাতীত পরম অক্ষর ব্রহ্ম রূপ অর্জ্জুন দিব্য দৃষ্টিতেও দেখিতেছিলেন না, তাহা অনুমান করিতেছিলেন মাত্র। কিন্তু সিদ্ধগণ তাহা নিত্য দর্শন করেন। এজন্য একান্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া সেই সিদ্ধগণ ভগবান্‌কে সদা প্রণাম করেন।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥



তুমি আদিদেব, পুরুষ পুরাণ—
তুমি এ বিশ্বের পরম নিধান,
জ্ঞাতা জ্ঞেয় তুমি, পরম সে ধাম,—
অনন্ত রূপেতে ব্যাপ্ত এ ভুবন। ৩৮

৩৮। আদি দেব—জগৎ স্রষ্টা হেতু আদিদেব, (শঙ্কর)। জগ-তের সর্গরূপহেতু বলিয়া আদিদেব (মধু)। দেবগণেরও আদি (স্বামী, কেশব)। জগৎস্রষ্টা পুরুষ হিরণ্যগর্ভ (গিরি)। জগতের মূল কারণ বলিয়া 'আদি' এবং স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া 'দেব' (শঙ্করানন্দ)। "ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" (মুণ্ডক উপঃ ১।১১)। (গীতা ১০।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

পুরুষ—পুরি (পুরে) শয়ন হেতু পুরুষ (শঙ্কর)। হিরণ্যগর্ভ (গিরি)।—পুরাণ পুরুষ=পুরুষোত্তম। পূর্ণহেতু পুরুষ (বল্লভ)।

পূর্ব্বে ১১।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অধিদৈবত রূপে তুমি পুরুষ।

(গীতা ৮।৪)। তুমি চন্দ্রে সূর্য্যে, বিদ্যুতে, বায়ুতে, আকাশে অগ্নিতে জলেতে, প্রত্যেক শরীরে অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে অবস্থিত। (কৌষিতকী উপ ৪ ৪-১৯; ছান্দোগ্য উপ ৪।১১।১৫; বৃহদারণ্যক ২।১।২।১৭ দ্রষ্টব্য)।

পুরাণ—চিরন্তন (শঙ্কর)। অনাদি (মধু, স্বামী, কেশব)। নির্ব্বিকার (শঙ্করানন্দ)।

বিশ্বের নিধান—মহাপ্রলয়কালে সমুদয় জগৎ প্রকৃষ্টরূপে যাহাতে (বা যাহার অব্যক্তপ্রকৃতিতে) নিহিত থাকে (শঙ্কর)। সেই বীজ হইতেই তিনি মহাপ্রলয়ে ও অবান্তর প্রলয়ে আবার জগৎ সৃষ্টি করেন। তুমিই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ (গিরি)। বিশ্বের শরীরভূত অবস্থায় তুমি তাহার আত্মা বা পরম আধার (রামানুজ)। লয় স্থান (স্বামী)। স্বীয় রতি ইচ্ছারূপ লয় স্থান (বল্লভ)। সৃষ্টি প্রলয় স্থান হেতু—উপাদান (মধু)। বিশ্বাত্মা হেতু বিশ্বাধার (কেশব)। জগদ্‌বীজ মায়া (শঙ্করানন্দ)।

জ্ঞাতা জ্ঞেয়—(বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ)—তুমি বেত্তা বা জ্ঞাতা এবং বেদ্য বা জ্ঞেয় উভয়ই। বিশ্ব জগতের যাবতীয় বস্তু সকলের একমাত্র জ্ঞাতা বা সর্ব্বজ্ঞ তুমি, আর একমাত্র জানিবার যোগ্য ও তুমি (শঙ্কর)। তুমি বিশ্ববেত্তা প্রত্যক্ষ জ্ঞাতা, আর তুমিই বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তুজাত যাহা সে সমুদায় (কেশব)। বুদ্ধি ও তাহার বিকার অহঙ্কার ও মমাকারাদি সাক্ষাৎ ভাবে অব্যবধানে সর্ব্বদা যিনি জানেন—তিনিই বেত্তা বা সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মা। এবং সেই সর্ব্বসাক্ষীর বেদ্য বুদ্ধি ও তাহার বিকারাদি সর্ব্ব দৃশ্যজাত যাহা তুমি এ উভয়ই (শঙ্করানন্দ)। তুমিই সর্ব্বাত্মভাবে অবস্থিত বলিয়া একমাত্র জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (রামানুজ)। মধু ও গিরি বলেন, ইহা দ্বারা দ্বৈতবাদ নিবারিত হইয়াছে। যাহা কিছু জ্ঞেয় তাহা তুমিই, বেদন (জ্ঞান) রূপে সমুদায় বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু, তোমারই কল্পিত।

বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানের—জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান ও

প্রমাতা প্রমেয় প্রমাণ প্রভৃতি তিনরূপ বা ত্রিপুট,—ব্রহ্মের তিন অবস্থা। অন্যরূপে ব্রহ্মের এই ত্রিপুটীভাব ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা রূপ। শ্রুতিতে আছে,—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চমত্বা।
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।১২)

অর্থাৎ ব্রহ্মই নিয়ন্তা বা প্রেরয়িতা পরমেশ্বর, ব্রহ্মই ভোক্তা জীব আর ব্রহ্মই ভোগ্য জগৎ। এই তিন ভাব ও অক্ষর ভাব—ইহা ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ' (শ্বেতাশ্বতর, ১।৭)। যাহা হউক জ্ঞান স্বরূপে ব্রহ্মই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয় তিনিই জ্ঞান। অধ্যাত্ম স্ব-ভাবে প্রতি জীবাত্মার জ্ঞানে তিনি 'অহং' রূপে জ্ঞাতা, আর 'ইদং' রূপে জ্ঞেয়। চিত্তে বৃত্তিজ্ঞানে তিনি জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞানগম্যরূপে সর্ব্বহৃদে স্থিত (১৩।১৭)। সমষ্টিভাবে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান যখন নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত বা বীজ অবস্থা হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া, আমি বহু হইব এই কল্পনায় উদয় হইয়া সৃষ্টি বিবর্ত্তিত হয়, তখন সেই "আমি"ই জ্ঞানে পরম জ্ঞাতা (পুরুষ), ইহাই প্রথমে ব্রহ্মের আত্মা বা অহংরূপে আদি অভিব্যক্তি। 'আমি বহু হইব' কল্পনা দ্বারা নামরূপে ব্যাকৃত সে 'বহু'তে যে আত্ম-স্বরূপের অনুপ্রবেশ দ্বারা পরে জ্ঞেয় সমুদায়ের অভিব্যক্তি হয়। তখন এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধ হইতে প্রথম জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। এ জন্য ব্রহ্ম মায়াশক্তিদ্বারা সমষ্টিও ব্যষ্টি উভয়ভাবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিবর্ত্তিত হন। এই জন্য ব্রহ্মকে জানিলে সকলই জানা হয়। "তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" (মুণ্ডক উপঃ ১।৩)। এজন্য গীতায় পরে (১৩।১৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম—

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।"

তিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা হইয়া আমাদের সকলের মধ্যে অবস্থিত।

তিনি ব্যতীত কেহ বিজ্ঞাতা নাই (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২৩)। বিজ্ঞাতাকে আর কিছুতেই জানা যায় না। "বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪)।

ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে মায়াশক্তি দ্বারা "জ্ঞাতা জ্ঞেয়" রূপে বিবর্ত্তিত হয়, এবং তাহা হইতে কিরূপে জগৎসৃষ্টি হয়, তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি যে, পরম ব্রহ্মই পরমেশ্বর রূপে বেত্তা ও বেদ্য। বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তা ও বেদ্য সিদ্ধ হয়। বিদ্ ধাতুর সাধারণ অর্থ জানা। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভূতি। বিদ্ হইতে বেদনা,—বেদনার দার্শনিক অর্থ অনুভূতি। যে জ্ঞান, অপরোক্ষ ভাবে অনুভূত (realized) হয়, যে জ্ঞানে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হইতে পারে। তাহাই বিদ্যা। জ্ঞান সাধারণতঃ পরোক্ষ জ্ঞান, আর বিদ্যা অপরোক্ষ জ্ঞান।

সাধারণ ভাবে বেত্তা অর্থে জ্ঞাতা (বা subject), আর বেদ্য অর্থে জ্ঞেয়—(বা object। মায়া বা পরিচ্ছেদ হেতু পরম জ্ঞানের এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় দ্বৈতভাব হয়। অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞান অদ্বৈত, তাহাতে এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই subject—object রূপ মূল দ্বৈত ভান থাকে না। তাহাতে এই দ্বন্দ্ব সমঞ্জসী সমন্বিত (synthesis) হয়। ইংরাজী দর্শনের ভাষায়, এই উভয়ের সমন্বিত পরম Absolute বলে। এই পরমার্থ তত্ত্বে জ্ঞাতা জ্ঞেয় রূপ দ্বৈত একীভূত হয়। পরমেশ্বর সেই পরম তত্ত্ব—Absolute। এজন্য তিনি বেত্তা ও বেদ্য এ উভয়ই। তিনিই পরম জ্ঞাতা—সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা। আবার তিনিই স্বপ্রকৃতি দ্বারে—সর্ব্বক্ষেত্ররূপে অভিব্যক্ত—সর্ব্বজ্ঞেয়। এইরূপে গীতায় পরম অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা হউক এ দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব এস্থলে বিবৃত করিবার স্থান নাই।

পরম সে ধাম—পরম বৈষ্ণব পদ (শঙ্কর, স্বামী)। বেদ্যবেদিতা —এই ভাবে ব্রহ্ম দ্বৈতাত্মক। মুক্তিতে এ দ্বৈতবোধ থাকে না। তখন কে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তখন জ্ঞাতাজ্ঞেয় জ্ঞান থাকে না। সেই অবস্থায়ই ব্রহ্ম "পরম" পদ (গিরি)। পরম প্রাপ্য স্থান (ultimate goal—(রামানুজ)। সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অবিদ্যাও তৎকার্য্য নির্ম্মুক্ত বিষ্ণুর পরমপদ (মধু)। পরব্যোমাখ্য প্রাপ্ত স্থান। তোমার পরাশক্তি বৈভব প্রকাশহেতু সে ধাম শ্রেষ্ঠ (বলদেব)। বৈকুণ্ঠ রূপ বা তেজোরূপ পুরুষোত্তম গৃহাত্মক স্থান (বল্লভ)। বৈকুণ্ঠাত্মক বৈষ্ণব পদ (কেশব)। তুরীয় পদ (শঙ্করানন্দ)। ধাম = তেজঃ (হনু) জ্যোতির্ম্ময় স্থান। এস্থলে গিরির অর্থ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যাহা 'বেত্তা' ও বেদ্য স্বরূপের অতীত তাহাই 'পর' তাহাই সে 'ধাম'—পরম ধাম।

এই পরম ধাম বিষ্ণুর পরম পদ পরম—ব্রহ্মের স্বরূপ। বেদে আছে—

"তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" (ঋক্ ১।২২ সূক্ত)। কঠোপনিষদে (৩।৯) আছে—

সঃ অধ্বনঃ পারম্ আপ্নোতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ব্রহ্ম বা আত্মা চতুষ্পাদ। তাহার ত্রিপাদ ব্যক্ত, আর চতুর্থ বা পরম পদ অব্যক্ত। তাহাই পরম ধাম। প্রণবের অমাত্রা বা অর্দ্ধমাত্রা শ্রুতিতে আছে,—

"স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।" (মুণ্ডক ৩।২।১)—

গীতাতেও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের 'অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন যে ভাব' তাহাই—

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (৮।২১)

যিনি পরব্রহ্ম তিনিই পরম ধাম (গীতা ১০।১২ শ্লোক) তিনিই পরম গতি। তাহা লাভই পরম পুরুষার্থ।

অনন্ত রূপেতে—মূল অনুসারে অর্থ—হে অনন্ত রূপ, তোমার সেই অনন্ত রূপ দ্বারা। অনন্ত রূপ অর্থাৎ অন্তশূন্য চিদাত্মস্বরূপ (শঙ্করানন্দ)। ব্যাপ্য ব্যাপক মধ্যে ভেদ শঙ্কা নিবারণার্থ উক্ত হইয়াছে —হে অনন্তরূপ।

ব্যাপ্ত এ ভুবন—(ত্বয়া ততং বিশ্বং)=সমুদায় তোমা দ্বারা ব্যাপ্ত (শঙ্কর)। তোমার সৎরূপ স্ফুরণ দ্বারা ব্যাপ্ত। তোমার সত্তাতে বিশ্ব-সত্তাযুক্ত নতুবা তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এবং তোমার প্রকাশেই বিশ্ব প্রকাশিত (মধু)।

এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রুতির নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্রষ্টব্য,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥ (৩।৮-৯)।
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৩।৮-৯)

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯॥

বায়ু যম শশী বরুণ পাবক
প্রজাপতি—পিতামহের জনক—
তুমি,—নমঃ তোমা সহস্র প্রণাম,—
পুনঃ বারবার তোমা নমো নমঃ ॥ ৩৯

৩৯। বায়ু—বৈদিক দেবতা। নিরুক্ত মতে বায়ু মধ্যস্থানের দেবতা——অর্থাৎ অন্তরীক্ষের দেবতা। মধ্যম স্থানের দেবতা ইন্দ্র বা বায়ু। উভয়েই বর্ষণ কর্ম্মের অধিদেবতা। বায়ু সম্বন্ধে ঋগ্বেদে সাতটি সূক্ত আছে। ইন্দ্রসহ বায়ু অনেক সূক্তে স্তুত হইয়াছেন।

বায়ু—সর্ব্বপ্রেরক, সর্ব্বপ্রাণরূপ (বল্লভ)।

যম—বৈদিক দেবতা। যম সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০।১০, ১০।১৭ ও ১০।৩৫ সূক্ত দ্রষ্টব্য। যম—সূর্য্যপুত্র, পিতৃলোকের অগ্রণী, পিতৃলোকের রাজা। তিনি মৃত্যুর অধিপতি—দণ্ডধর। পর্জ্জন্যঃ যমঃ মৃত্যুরীশানঃ (বৃহদারণ্যক, ৯।৯।২১)। যম=সূর্য্য (বৃহদারণ্যক ৫।১৫।১)। কেহ কেহ বলেন। বৈদিক দেবতা যম অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য। (গীতা ১০।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যম—সর্ব্ব-নিয়ামক (বল্লভ)।

পাবক (অগ্নি)—বেদের প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদে অগ্নি সম্বন্ধে ১৯০টি সূক্ত আছে। ঋগ্বেদের এক পঞ্চমাংশ অগ্নির স্তুতিতে পূর্ণ। নিরুক্ত মতে অগ্নি ত্রিস্থানস্থ দেবতা। পৃথিবীতে তিনি অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং আকাশে সূর্য্য। অতএব অগ্নি সর্ব্বাধার।

শশী (শশাঙ্ক)—চন্দ্র। ইনি সোমরূপে এক প্রধান বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে সোমই একমাত্র স্তুত্য দেবতা। তাঁহার সম্বন্ধে ১১৮টি সূক্ত আছে। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকটী সূক্তে সোম চন্দ্ররূপে স্তুত হইয়াছেন। নিরুক্ত মতে চন্দ্র মধ্যস্থানস্থ (অন্তরীক্ষস্থ) দেবতা।

চন্দ্রলোকই প্রধানতঃ পিতৃলোক। বল্লভ মতে—শশাঙ্ক সর্ব্বরসের পুর ও সর্ব্বানন্দকর।

বরুণ—বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদে মিত্র দেবতার সহিত ইনি স্তুত। ঋগ্বেদে মিত্র-বরুণ সম্বন্ধে ২৪টি সূক্ত আছে। কেবল বরুণ সম্বন্ধে সূক্ত ৯টি। বরুণ এক আদিত্য—রাত্রির সূর্য্য। তিনি রাত্রি দেবতা। (গীতার ১০।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বরুণ হইতে য়ুনানী দেবতা উরেনস্ (Uranus)। পুরাণ মতে বরুণ জলাধিপ। কোন কোন বৈদিক পণ্ডিতের মতে তিনি অন্তরীক্ষস্থ অপ্‌ সমুদ্রের অধিদেবতা।

প্রজাপতি—কশ্যপাদি (শঙ্কর)। কশ্যপাদি অর্থাৎ কশ্যপ বিরাট দক্ষাদি (গিরি)। প্রজাগণের পিতা (রামানুজ, কেশব)। বিরাট (মধু)। সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা (শঙ্করানন্দ)।

প্রজাপতি বৈদিক দেবতা। তিনি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২০শ সূক্তের দেবতা। ঋগ্বেদে "ক" প্রজাপতির এক নাম। উপনিষদে আছে "ব্রহ্ম (ব্রহ্মা) প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবান্ (অসৃজত)।"

(বৃহদারণ্যক, ৫।৫।১।)

"প্রজাপতিরীক্ষাং চক্রে হস্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানি।"

(বৃহদারণ্যক ৬।৪।২)।

পুরাণ মতে প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার মানস পুত্র। মরীচি অত্রি অঙ্গিরা দক্ষ প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি। ব্রহ্মা ইঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন ও তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করান। (শাঙ্করভাষ্য-ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের হইতেই প্রথমে প্রজাগণের সৃষ্টি হয়। তাঁহারাই এই প্রাণিজগতের পিতা—সর্ব্বোৎপাদক।

পিতামহের জনক—(প্রপিতামহশ্চ)—পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা (শঙ্কর)। অন্তর্য্যামী সূত্রাত্মা (গিরি) ব্রহ্মার জনক বিষ্ণু (শঙ্করানন্দ)। সমস্ত প্রজাবর্গের পিতা প্রজাপতিগণ; প্রজাপতিগণের পিতা ব্রহ্মা বা

হিরণ্যগর্ভ। এ জন্য ব্রহ্মা পিতামহ। পরম পুরুষাখ্য ভগবান্ হইতে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি, এজন্য ভগবান্‌কে প্রজাগণের প্রপিতামহ বলা যায়। (পূর্ব্বে ৯।১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অর্জ্জুন প্রথমে বিশ্বরূপ ভগবানের বিরাট শরীরের মধ্যে সর্ব্বদেবগণকে ও ব্রহ্মাকে দেখিতেছিলেন। ১১।১৫ ও ১১.২২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) দেবগণকে ও ব্রহ্মাকে তখনও অর্জ্জুনের পৃথক জ্ঞান হইতেছিল। কিন্তু এখন তিনি সেই সর্ব্বদেবগণ ও ব্রহ্মা প্রভৃতি যে সেই ভগবানেরই বিভূতি বা প্রকাশ-বিশেষ ইহা বুঝিতে পারিলেন। বৈদিক দেবতাগণ যে সেই এক পরমেশ্বরের বিভূতি, জগতের বিভিন্ন কর্ম্মে আলোক বা তাপ দান ও বর্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের—অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্তারূপে সেই এক পরমেশ্বরই বিভিন্নরূপে পরিচ্ছিন্ন ভাবে—বিভিন্নরূপে যজ্ঞার্থ স্তুত হইয়াছেন, তাহা বেদেই নির্দ্দেশ করা আছে। যথা,—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু-
রথোদিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥
(ঋগ্বেদ ২।৩।২২।৬)।

নিরুক্তে আছে, 'মহাভাগ্যাৎ দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে।' আরও উক্ত হইয়াছে, "দেবতারা একই আত্মার প্রত্যঙ্গ হয়েন।" উপনিষদেও এই তত্ত্ব জানা যায়,—

যো দেবো অগ্নৌ যে অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।
(শ্বেতঃ উপঃ ২।১৭)

অন্যত্র আছে,—"ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৬)।

অন্যত্র আছে,—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বেতাশ্বতর ৬। ১১)।

যাহা হউক এস্থলে যে দেবগণের উল্লেখ আছে, তাঁহারা বৈদিক দেবতা। তাঁহারা আজানজ দেবতা বা কর্ম্ম দেবতা হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মা-সৃষ্ট দেবগণ হইতেও তাঁহারা অন্য। বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে ৯। ২৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নমঃ… নমো নমঃ—ইহা নমস্কার বাহুল্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ আবৃত্তি মাত্র। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অর্জ্জুন ভগবানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য দেখাইতেছেন, এবং ভগবানকে বারংবার নমস্কার করিয়া যে তৃপ্তি হইতেছে না তাহাও দেখাইতেছেন (শঙ্কর)। সহস্র প্রণাম—অর্থাৎ বহুবার প্রণাম (শঙ্কর, গিরি)। তোমায় সহস্রবার নমস্কার, পুনঃ সহস্রবার নমস্কার, আবার সহস্রবার নমস্কার (স্বামী)। তুমি সর্ব্বরূপ বলিয়া বিশেষতঃ আধিদৈবিক পুরুষ বলিয়া তুমিই একমাত্র নমস্কারযোগ্য, আমি সেই জন্য বার বার তোমাকে নমস্কার করিতেছি (বল্লভ)। এইরূপ যখন তুমি সর্ব্বাত্মভূত তখন তুমিই একমাত্র প্রণম্য, তোমাকে বার বার প্রণাম করি (কেশব)। এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে যে অর্জ্জুন বিশ্বরূপ ভগবান্‌কে বারবার নানা ভাবে নমস্কার করিতেছেন, অথচ তৃপ্ত হইতেছেন না, ইহা পরাভক্তির ব্যঞ্জক।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ৪০

নমি সম্মুখেতে আর পৃষ্ঠদিকে,
হে সর্ব্ব! তোমায় নমি সর্ব্বদিকে,—
হে অনন্তবীর্য্য! অমিতবিক্রম!
সর্ব্ব ব্যাপ্ত হও—'সর্ব্ব' সে কারণ॥ ৪০

৪০। সম্মুখে—(পুরস্তাৎ) পূর্ব্বদিকে (শঙ্কর)। অগ্রভাগে (মধু)। ভগবানের অত্যদ্ভুত আকার দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত অবনতিপূর্ব্বক সর্ব্বদিকে নমস্কার করিতেছেন (রামানুজ)। ভক্তি শ্রদ্ধার আতিশয্যে বহু নমস্কার করিয়াও তৃপ্তি না পাইয়া আবার বহুবার নমস্কার করিতেছেন (স্বামী)।

পৃষ্ঠদিকে—পশ্চিমদিকে (বল্লভ)। পশ্চাৎদিকে (শঙ্কর)। ভগবান্ সর্ব্বতোমুখ,—পৃষ্ঠভাগের এই শেষ অর্থ সঙ্গত।

হে সর্ব্ব—হে সর্ব্বত্রস্থিত—(শঙ্কর)। হে সর্ব্বাত্মন্ (শঙ্করানন্দ)।

সর্ব্ব দিকে—(সর্ব্বতঃ)—সর্ব্বদিকে বা সর্ব্বত্র স্থিত তোমাকে (শঙ্কর)। হে সর্ব্ব! তুমি পূর্ব্ব পশ্চিমাদি সর্ব্বদিকে বা আমার সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে সর্ব্বদিকে স্থিত, এজন্য সর্ব্বদিক হইতে তোমাকে নমস্কার করি (গিরি)।

অর্জ্জুন যেমন সম্মুখে তাকাইলেন,—দেখিলেন বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। তখন সেই দিকে ভগবান্কে প্রণাম করিলেন। অর্জ্জুন পশ্চাতে দেখিলেন, পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছু দেখিলেন না, তখন সে দিকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর তিনি যে দিকে তাকান, সেই দিকে ভগবান্কে ব্যতীত আর কিছু দেখিলেন না। তখন অর্জ্জুন বুঝিলেন যে ভগবান্‌ই সমুদায়—'বাসুদেবঃ সর্ব্বং' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তাই তাঁহাকে 'সর্ব্ব' বলিয়া সম্বোধন করিয়া সর্ব্বদিকে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিলেন।

অনন্তবীর্য্য—বীর্য্য=সামর্থ্য, শারীর বল। (শঙ্কর, স্বামী)। অন্য সকলের বীর্য্য—সসীম, তুমি সকল বীর্য্যের আধার বা সমষ্টি বলিয়া অনন্তবীর্য্য (মধু)। সর্ব্বতঃ প্রসারণ যোগ্য তেজোযুক্ত (শঙ্করানন্দ)।

অমিত-বিক্রম—বিক্রম=পরাক্রম (শঙ্কর, স্বামী)। শিক্ষাশস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল (মধু)। বিক্রম=বুদ্ধিবল শস্ত্রপ্রয়োগাদি-কৌশল (বলদেব)। কাহারও বীরত্ব আছে, কিন্তু বিক্রম নাই; কিন্তু তোমাতে একাধারে উভয়ই অনন্ত (শঙ্কর)। অপরিমিত-পরাক্রম (কেশব)।

অপরিমিত ব্যাপারশীলত্ব যুক্ত (শঙ্করানন্দ)।

সর্ব্বব্যাপ্ত হও—(সর্ব্বং সমাপ্নোষি) সমস্ত জগৎ একাই আত্মরূপে সম্যক প্রকারে পরিব্যাপ্ত হও (শঙ্কর)। ইহা দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মত্ব সূচিত হইয়াছে (গিরি)। স্বর্ণ যেমন কনককুণ্ডলাদিতে ব্যাপ্ত, তুমিও সেইরূপ স্বকার্য্য জগতের অন্তরে বাহ্যে ব্যাপ্ত (স্বামী)। নামরূপ ভেদে সর্ব্বরূপ হইয়া অবস্থিত (বল্লভ)। সমগ্রভাবে সৎরূপে ব্যাপ্ত (মধু)। আত্মস্বরূপে চিদচিৎ বস্তু সকলে তুমি ব্যাপ্ত। সে সমুদায় বস্তু তোমার শরীর। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "তুমি অক্ষর সদসৎ ও সদসদতীত, বায়ু, যম, অগ্নি প্রভৃতি তোমারই রূপ, এবং অনন্তরূপ তোমার দ্বারা এ বিশ্ব ব্যাপ্ত (রামানুজ)। যেহেতু তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম, সেই হেতু তুমি সর্ব্বব্যাপ্ত হও। অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি বীর্য্য ও তেজঃস্ফূরণ দ্বারা সর্ব্ব জগতের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হও। (শঙ্করানন্দ)। আত্মস্বরূপে সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত হও (কেশব)। 'সমাপ্নোষি' অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হও বা আপনার করিয়া লও। শ্রুতিতে আছে,—জগতের যাহা কিছু সমুদায়ই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" (ঈশোপনিষদ, ১)।

সর্ব্ব—যেহেতু তুমি সমুদায়কে সম্যক্‌রূপে আবৃত কর বা ব্যাপ্ত হও, এজন্য তুমি সর্ব্ব অর্থাৎ তোমা বিনা বা তোমা ব্যতীত আর কিছুই নাই, এজন্য তুমিই সমুদায় (শঙ্কর, মধু)। তুমি সর্ব্ব-স্বরূপ (স্বামী)। সর্ব্ব-ব্যাপক বলিয়া সর্ব্ব (হনু)।

ইহার অর্থ এই যে, তোমা বিনাভূত আর কিছুই নাই। অর্থাৎ তোমা ছাড়া হইয়া আর কিছুই থাকিতে পারে না (শঙ্কর)। ইহা দ্বারা সপ্রপঞ্চত্ব নিবারিত হইয়াছে (গিরি)। ইহা দ্বারা এই সূচিত হইয়াছে যে, নাম-রূপাত্মক সমুদায় জগৎ তুমিই। তোমা হইতে অন্য অণুমাত্রও নিরাত্মক রূপে থাকিতে পারে না (শঙ্করানন্দ)।

যাহা হউক, পরমেশ্বর যে সমুদায় জগৎকে সম্যক্ প্রকারে আপ্ত বা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সমুদায় ব্যাপ্ত হন, এবং এইজন্য তাঁহাকে সর্ব্ব বলা যায়, ইহার কারণ কি? তিনি কি স্বর্ণকুণ্ডলাদির স্বর্ণের ন্যায় কেবল উপাদান কারণ রূপে ব্যাপ্ত হন? না লৌহপিণ্ডে অগ্নির প্রবেশের ন্যায়, জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন? অথবা আপনার মায়াদ্বারা এ সমুদায় প্রকাশ করেন ও ধারণ করেন? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অর্থ করেন। কেশব বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সমুদায় চেতন অচেতন জগতের সমানাধিকরণত্ব যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ভগবানের আত্মরূপে ব্যাপ্তি দ্বারাই উপপন্ন হয়। মায়াবাদিগণের অভিমত বিবর্ত্ত হেতু অধিষ্ঠানত্ব দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় না। অতএব এস্থলে মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ নিরস্ত হইয়াছে। রামানুজ যথার্থই বলিয়াছেন যে, গীতায় মায়াবাদ অর্থাৎ প্রপঞ্চের অলীকত্ব বা ঐন্দ্রজালিক কল্পনা মাত্রত্ব প্রতিপন্ন হয় না। যাহা হউক, এ বাদ-বিবাদ এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

সখা ভাবি ডাকি অবজ্ঞার ছলে—
হে কৃষ্ণ হে সখা হে যাদব বলে,
প্রমাদের বশে, কিম্বা প্রেমে আর,—
নাহি জেনে হেন মহিমা তোমার ॥ ৪১

৪১। অবজ্ঞার ছলে—(প্রসভং)—অভিভব করিয়া (শঙ্কর) আকুল ভাবে। হঠভাবে, তিরস্কার ছলে (স্বামী)। আত্মার নিজ উৎকর্ষ খ্যাপনরূপ অভিভব করিয়া (মধু)। উদ্ধত ভাবে (বলদেব)। বলপূর্ব্বক অকার্য্যে নিয়োজন জন্য (বল্লভ)। অবিনয়ী ভাবে (রামানুজ, কেশব)।

সখা—সমান বয়সী (শঙ্কর কেশব)। বয়স্য।

নাহি জানি…তোমার—তোমার মাহাত্ম্য না জানারূপ অপরাধে অপরাধী হইয়া। তোমার এই ঐশ্বরীয় বিশ্বরূপের মহিমা না জানিয়া; অজ্ঞান বা মোহবশে (শঙ্কর)। তোমার এই অনন্তবীর্য্য অমিতবিক্রম রূপ, সর্ব্বাত্মরূপ ও স্রষ্টৃত্বাদিরূপ মাহাত্ম্য না জানিয়া (রামানুজ)। তোমার এই বিশ্বরূপ আর তোমার এই ঐশ্বর্য্যাতিশয় বা মহিমা না জানিয়া (মধু)। তোমার এই সহস্র শীর্ষাদি লক্ষণ মহিমা অনুভব না করিয়া (স্বামী)। তোমার সর্ব্ব গরীয়ান্ ব্রহ্মার আদিকর্ত্ত স্বরূপ প্রভৃতি তোমার মহিমা না জানিয়া (কেশব)। তোমার অপরিমিত তেজ বীর্য্য বল সামর্থ্য ঐশ্বর্য্য সর্ব্বোত্তমত্ব. ব্রহ্মার ও কারণত্ব ইত্যাদি স্বরূপ না জানিয়া

(শঙ্করানন্দ)। (মূলে "ইদং মহিমানং' স্থলে 'ইমং মহিমানং' পাঠান্তর আছে। শঙ্কর বলেন, 'ইমং' পাঠে, 'মহিমানং' ও 'ইমং' উভয় পুংলিঙ্গ বাচক হেতু সমানাধিকরণ্য হয়। ইদং ক্লীবলিঙ্গ—এই পাঠে 'বৈয়ধিকরণ্য দোষ হয়।

প্রমাদের বশে—বিক্ষিপ্তচিত্ত হেতু (শঙ্কর), বা চিত্তবিক্ষেপ হেতু (স্বামী)। মোহ হেতু (রামানুজ)। অনবহিতচিত্তে।

প্রেমে—স্নেহ নিমিত্ত বিশ্বাসের বশে (শঙ্কর)।

অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সখা বা বয়স্য ভাবিয়া সখা প্রভৃতি যে সম্বোধন করিতেন, তাহা তিন ভাবে,—যেন একটু জোর করিয়া বা তিরস্কার করিয়া, কখন যেন ভ্রমক্রমে এবং কখন বা প্রণয়াতিশয্য বশতঃ।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

তাচ্ছল্য করেছি পরিহাস করে,—
শয়নে আসনে ভোজনে বিহারে,
হে অচ্যুত! একা সম্মুখে বা কার,—
অপ্রমেয়! ক্ষম সে দোষ আমার ॥ ৪২

৪২। তাচ্ছল্য…করে—পরিহাস মাত্র প্রয়োজনের জন্য তোমাকে আমি যে অসৎকার বা পরিভব করিয়াছি (শঙ্কর)। যে তিরস্কার করিয়াছি (গিরি)। সরল নিষ্কপটভাবে যে তিরস্কার করিয়াছি (বলদেব)। পরিহাসার্থ তুমি আমাদ্বারা যে তিরস্কৃত হইয়াছ (কেশব)।

শয়নে…বিহারে—তোমার সহিত যখন একত্র শয়ন, ভোজন, উপবেশন বা বিচরণ করিয়াছি—সেই কালে বা সেই উপলক্ষে ক্রীড়াচ্ছলে।

বিহার=বিহরণ বা পাদচারণ (শঙ্কর)। ক্রীড়া বা ব্যায়াম স্থান (মধু)। শয়ন (শয্যা)=শুইবার স্থান (শঙ্কর)। আসন=বসিবার স্থান (শঙ্কর)। ভোজন=আহারের স্থান বা সময় (শঙ্কর)।

অচ্যুত—হে সর্ব্বদা নির্ব্বিকার-স্বভাব তুমি (মধু)। সর্ব্বদা নিত্য একরস (কেশব)।

একা বা সম্মুখে কাহার—(একোঽথবা তৎসমক্ষং)—পরোক্ষে বা তোমার সাক্ষাতে (শঙ্কর)। সখাগণ-বিহীন হইয়া নির্জ্জনে, অথবা সখাদের সম্মুখে (স্বামী, মধু)। 'ত্বৎসমক্ষং' ও তৎসমক্ষং, এই দুই পাঠ আছে। প্রথম পাঠ অনুসারে অর্থ—তোমার সাক্ষাতে অথবা একা অর্থাৎ অসাক্ষাতে। দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে অর্থ—তৎ বা সেই অসৎকার অন্য কাহারও সাক্ষাতে বা কেবল তোমারই সাক্ষাতে। অনুবাদে অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

অপ্রমেয়—প্রমাণাতীত (শঙ্কর)। এস্থলে—'অপ্রমেয়' শব্দের সার্থকতা কি? যাঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে 'মান' বা পরিমাণ করা যায় না, তিনি অপ্রমেয়। তাঁহাকে কোন প্রমাণ অথবা দেশকালনিমিত্তদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। অর্জ্জুন, তাঁহাকে মানুষী তনু আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-রূপে পরিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য অর্জ্জুন ক্ষমা চাহিতেছেন।

ক্ষম…আমার—(তৎ ক্ষাময়ে ত্বাম্ অহং)—আমি তাহার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মূল অনুযায়ী অর্থ, আমার সে সব অপরাধ, তোমাকে আমি ক্ষমা করাইব বা তোমা দ্বারা আমার সে অপরাধ ক্ষন্তব্য—ক্ষমার যোগ্য (মধু)।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
  ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
  লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

—ঃ০ঃ—

এই চরাচর লোক সবাকার
  তুমি পিতা, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ গুরু আর;
নাহি তব সম, কে অধিক তব
  লোকত্রয়ে,—ওহে অতুল্যপ্রভাব ॥ ৪৩

৪৩। পূর্ব্ব শ্লোকে বিশ্বরূপ ভগবান্‌কে যে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে, এ শ্লোকে তাহার হেতু বিবৃত হইতেছে (কেশব)।

চরাচর—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ (শঙ্কর)।

লোক সবাকার—প্রাণিজাত সকলের (শঙ্কর)।

পিতা—জনয়িতা (শঙ্কর)। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি বেদান্তসূত্র। 'তজ্জলান্' "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি শ্রুতিঃ। (পূর্ব্বে ৯।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

পূজ্য—পূজার্হ (শঙ্কর)। জনক বলিয়া পূজ্য (স্বামী)। গুণাধিক্য হেতু পূজ্য (গিরি)। তুমি এই লোকের একমাত্র পূজ্য (কেশব)। গুরু বলিয়া পূজ্য (শঙ্করানন্দ)।

শ্রেষ্ঠ গুরু—(গুরুর্গরীয়ান্)—গুরুতর (শঙ্কর)। ধর্ম্ম ও আত্মজ্ঞান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বা শিক্ষক যাঁহারা, তাঁহারা গুরু। তুমি সেই গুরু হইতেও শ্রেষ্ঠ (গিরি)। শাস্ত্রোপদেষ্টা—অন্য সকল গুরু হইতে তুমি শ্রেষ্ঠ (কেশব)। তুমি এই লোকের গুরু; এজন্য তুমি

শ্রেষ্ঠতম (রামানুজ)। গুরু অপেক্ষা গুরুতর (স্বামী)। তুমি গুরু বা স্বামী অথবা শাস্ত্রোপদেষ্টা; এজন্য তুমি সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ (মধু)।

ঈশ্বর হইতেই সমস্ত শাস্ত্র (revelation) প্রবর্ত্তিত। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই বেদান্তসূত্র দ্রষ্টব্য। শ্রুতিতে আছে—ভগবানের নিশ্বাস স্বরূপে বেদাদি শাস্ত্র—প্রকটিত হইয়াছে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যৎ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বোঽঙ্গিরসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ······এতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।)

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ (১।২৫)।

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। (১।২৬)।

অর্থাৎ যে ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা সমাধি সিদ্ধি হয়, যিনি ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক আশয়দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ (পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৩-২৪), তাঁহাতেই নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ নিহিত। তিনি ভূতগণকে অনুগ্রহার্থ জ্ঞানধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা কল্পপ্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে সংসারিপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। তিনি পূর্ব্বেকার জ্ঞানধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুগণেরও গুরু। কারণ পূর্ব্বের কপিলাদি গুরুগণ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন। ঈশ্বর সেই অবচ্ছেদক কালের অতীত। এজন্য তিনি সর্ব্বকালে—অন্য সকল গুরু হইতেও শ্রেষ্ঠ গুরু। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালেরও গুরু বা জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেষ্টা। (উক্ত সূত্রের ব্যাস ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

নাহি...তর—পূর্ব্বে যে ভগবান্‌কে "গুরুতর" বলা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, তাঁর তুল্য আর কেহই নাই। কেন না, দুই তুল্য ঈশ্বর থাকা সম্ভব নহে। কারণ একাধিক ঈশ্বর থাকিলে সকলপ্রকারের ব্যবহারই লোপ হইয়া যায়; অতএব যখন কেহ তোমার সমানই হইতে পারে না, তখন কেহ কি প্রকারে তোমা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে?

(শঙ্কর)। একাধিক ঈশ্বর হইলে ব্যবহার লোপের হেতু এই যে, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইবেন, এবং সকলের একমত হইবার হেতু থাকিবে না। একের সৃষ্টিইচ্ছার সময়ে অন্যের লয়ইচ্ছা হইতে পারে। (গিরি)।

লোকত্রয়ে তোমার কারুণ্যাদি গুণে কেহ তোমার সমান বা অধিক হইতে পারেন না (রামানুজ)। অন্য পরমেশ্বর ব্যতীত কেহ তোমার সমান বা অধিক থাকিতে পারে না। আর সেরূপ দ্বিতীয় পরমেশ্বরও নাই (স্বামী, বলদেব)। তোমার সমান বা অধিক কেহ কখন ছিল না, নাই এবং হইতেও পারে না (কেশব)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬। ৮-৯) আছে,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"

* * * *

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো-
ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ॥

অতুল্য প্রভাব—(অপ্রতিম প্রভাব)—অপরিসীম প্রভাব। যাহার সহিত কোন বস্তুর সাদৃশ্য দেওয়া যায়, তাহার নাম প্রতিমা। তুলনার যোগ্য যাহা, তাহা প্রতিমা। তোমার প্রভাবের সহিত আর কাহারও প্রভাবের তুলনা হয় না (শঙ্কর)। এই জন্যই তোমার কেহ সমান নাই (মধু, গিরি)। প্রভাব = প্রকৃষ্টভাব বা শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। তুমিই এ বিশ্বরূপে প্রকাশিত হও—এই প্রকাশের প্রতিমা বা তুলনা নাই। শ্রুতিতে আছে, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি।"

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

—o—

তাই নমি' দেব! দেহ নত করে'
ঈশ স্তুত্য! করি প্রসন্ন তোমারে;
পিতা পুত্রে ক্ষমে, সখায় সখারে,
প্রিয় প্রিয়জনে,—ক্ষম তথা মোরে॥ ৪৪

৪৪। তাই—যেহেতু তুমি এইরূপ সেই জন্য (শঙ্কর)।

ঈশ স্তুত্য—জগতের নিয়ন্তা, স্তুতির পাত্র (শঙ্কর)।

পিতা পুত্রে…প্রিয়জনে—যেমন পুত্রের অপরাধ পিতা ক্ষমা করেন। সখার অপরাধ যেমন সখায় ক্ষমা করে, প্রিয়ার অপরাধ যেমন প্রিয়জন বা পতি ক্ষমা করেন (শঙ্কর)। সখা=নিঃস্বার্থ বন্ধু (স্বামী)।

ক্ষম তথা মোরে—(অর্হসি সোঢ়ুং)—সেইরূপ তুমি কৃপা করিয়া আমার সকল অপরাধ সহ্য করিও অর্থাৎ ক্ষমা করিও (শঙ্কর)। তুমি সকলের পিতা, পূজ্যতম গুরু কারুণ্যাদি গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এজন্য তুমি আমার কৃত অপরাধ অবশ্য ক্ষমা করিবে (রামানুজ, কেশব)।

এস্থলে বলা যায় যে ইহা দ্বারা আমাদের সহিত ভগবানের বিভিন্ন সম্বন্ধ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পিতৃভাবে, সখিভাবে বা পতিভাবে—ভক্তি বা প্রেমের সহিত সাধক ভক্ত ভগবানকে আপনার করিয়া লয়েন। এবং ভগবান্ অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন। অর্জ্জুন সখি-ভাবেই ভগবান্‌কে ভজনা করিতেন।

এস্থলে ভগবানের মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া অর্জ্জুনের "দাস্য" ভাব উপস্থিত হইয়াছিল (বলদেব)। অর্জ্জুনের তখন ভগবানের প্রতি সখ্যভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভগবান্‌কে সখ্যভাবে সাধনা করিতে হইলে, তাঁহাকে সাধকের তুল্য বা সমকক্ষ মানুষরূপে ধারণা করিতে হয়। ভগবানের মহা ঐশ্বর্য্য জ্ঞান লইলে, আর তাঁহাকে সখিভাবে সাধনা করা—সখিভাবে তাঁহাকে ডাকার,—সম্ভাবনা থাকে না। সেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হইলে ভয় ও আশ্চর্য্য ভাব (fear or wonder) এবং তজ্জনিত আনন্দ উপস্থিত হয়। অর্জ্জুনের তাহাই হইয়াছিল। সে অনন্ত ভূমা, মহানের কাছে আপনার ক্ষুদ্রত্ব—বা সঙ্কীর্ণত্ব বিশেষরূপে অনুভূত হইলে, তখন দাস্য ভাব ব্যতীত আর কোন ভাবে ভগবান্‌কে সাধনা করা তত সম্ভব হয় না। তবে পিতৃভাবে বা মাতৃভাবে সাধনা করিলে আর এই মহা ঐশ্বর্য্য দর্শনে ভীত হইবার কারণ থাকে না। অথবা যাঁহার বেদান্তোক্ত 'সোঽহং' জ্ঞান সিদ্ধি হয়, তিনি বিশ্বাত্মা ভগবান্‌কে আপনার আত্মস্বরূপ অনুভব করিয়া, কখনও এরূপ বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত বা বিচলিত হন না।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

এ অ-দৃষ্ট রূপ হেরে হরষিত,
কিন্তু ভয়ে মন বড়ই ব্যথিত,—
তাই হে দেবেশ! জগৎ-নিবাস।
তুষ্ট হয়ে তব সেরূপ প্রকাশ,—৪৫

৪৫। অদৃষ্ট রূপ—আমার দ্বারা বা অন্য কাহারও দ্বারা যে বিশ্বরূপ কখন পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই (শঙ্কর)। (পূর্ব্বে ১১।৬ ও পরে ১১।৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ব্যথিত—'ক্লিষ্ট (শঙ্কর)। রোমাঞ্চিত (হনু)।

ভয়ে বড়ই ব্যথিত—অত্যদ্ভুত দর্শনে যেমন হর্ষ হইয়াছে, সেইরূপ বিশ্বরূপে অত্যুগ্রভাব দর্শনে ভয় হইয়াছে (রামানুজ)। বিকৃত দর্শনে ভীত হইয়াছি (গিরি, মধু)। ঘোর রূপ দর্শনে ভীত,আর আমার সখারই এই অপরূপ রূপ ইহা জানিয়া হৃষ্ট (বলদেব)। তোমার লীলা দেখিয়া হৃষ্ট ও ভীত হইতেছি (বল্লভ)। ব্যথিত (প্রব্যথিত)—বিশেষভাবে ব্যাকুলিত হইয়াছে (কেশব)।

দেবেশ! জগন্নিবাস!—সর্ব্বদেবগণের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা এবং বিশ্বজগতের আধার বা আশ্রয়। (১১।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সেরূপ—আমার সখিরূপ (শঙ্কর)। প্রসন্নরূপ (রামানুজ)। আমার অতিপ্রিয় তোমার প্রাচীন রূপ (মধু)। পূর্ব্ব পরিচিত প্রসন্নরূপ (কেশব)। সৌম্য কৃষ্ণরূপ (শঙ্করানন্দ)। পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত রূপ। অথবা যেরূপ দেখিয়া আমার কেবল আনন্দ হইবে, কোন ভয় হইবে না—এ প্রকার রূপ। প্রকাশ (দর্শয়)—দেখাও, প্রকাশ কর।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬

গদাচক্রহস্ত কিরীটী তোমার
সেরূপ দেখিতে বাসনা আমার,—
হে সহস্রবাহু! বিশ্বরূপ তব
চতুর্ভুজ রূপে হও আবির্ভাব।

৪৬। গদা চক্রহস্ত কিরীটী—কিরীটবান্ গদাবান্ এবং চক্রহস্ত (গদাহস্তে যাঁহার—তিনি গদাধর) তোমাকে আমি সেই পূর্ব্ববৎ রূপে দেখিতে ইচ্ছা করি—তাহা দেখাইতে প্রার্থনা করি (শঙ্কর)। পূর্ব্ববৎ তোমাকে কিরীটী গদা ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি (রামানুজ, কেশব, শঙ্করানন্দ)। পূর্ব্ব শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবানকে বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া যেরূপ দেখাইতে বলিয়াছেন, সেই রূপের এই বিশেষণ। সেই সৌম্যরূপ চতুর্ভুজরূপ কিরীটাদিযুক্ত (স্বামী)। পূর্ব্বে (১১। ১৭ শ্লোকে) ভগবানের বিশ্বরূপকেও গদা চক্র-কিরীট-শোভিত বলা হইয়াছে। অতএব এস্থলে দুইরূপ অর্থ করা যায়। যথা,—(১) এই গদাচক্রহস্ত কিরীটীরূপ তৎকালে দৃষ্ট 'ত্বাং' পদবাচ্য বিশ্বরূপ ভগবানের বিশেষণ; (২) অথবা ভগবানের বিশ্বরূপ যে প্রকার গদা-চক্র-কিরীট-শোভিত, তাঁহার চতুর্ভুজরূপও সেই প্রকার গদাচক্রকিরীটাদি-শোভিত। এ জন্য অর্জ্জুন যেরূপ দেখিতে চাহিতেছেন, সে চতুর্ভুজ রূপেরও ইহা বিশেষণ। স্বামী বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুন পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণকে কিরীটাদিযুক্ত রূপে দেখিয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহা বুঝা যায়। আর পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপ দর্শন কালে তিনি যে সেরূপকে কিরীটাদিযুক্ত দেখিয়াছিলেন, সে স্থলে সেই বিশ্বরূপ বহু কিরীট, বহু গদা ও বহু চক্রযুক্ত বহু হস্ত বিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন, ইহা অভিপ্রায় হইতে পারে। অথবা অর্জ্জুন এতাবৎ কাল যে কিরীটাদি যুক্তরূপ দেখিয়া প্রসন্নতা লাভ করিতেন, তাহাই এক্ষণে অত্যন্ত তেজোরাশিযুক্ত দুর্নিরীক্ষ্য দেখিয়া ভীত হইয়া পূর্ব্ব দৃষ্ট সৌম্যরূপ দেখিতে চাহিলেন।

ভগবান—প্রকটরূপে নিত্যই কিরীটগদাচক্রাদিশোভিত। যেমন তাঁহার চতুর্ভুজরূপ কিরীটী গদাচক্রহস্ত তাঁহার সহস্র বাহু-উদর-প্রভৃতিযুক্ত অনন্ত বিশ্বরূপও সেই প্রকার।

মূলে আছে—"তথৈব কিরীটিনং গদিনংচক্রহস্তং ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।" এই তথৈব অর্থ—সেই মত,—অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ (শঙ্কর, রামানুজ, মধু)। পূর্ব্বে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপ স্বামী)।

'তথৈব' অর্থ পূর্ব্বে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিল সেইরূপ হইলে, তাহা পরে উল্লিখিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপও হইতে পারে। তাহা অবশ্য কিরীটযুক্ত, ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত-বিশিষ্ট। কিন্তু বিশ্বরূপেরও অসংখ্য মস্তক কিরীট-যুক্ত, এবং অসংখ্য বাহু ও গদাচক্রযুক্ত। অতএব এস্থলে যখন 'কিরীটিনং' 'গদিনং' 'চক্রহস্তং' ইহা 'ত্বাং' এই শব্দের বিশেষণ, তখন সাধারণ ভাবে ভগবান্‌কে—বিশ্বরূপেই হউক আর বিষ্ণুরূপেই হউক, 'কিরীটিনং' প্রভৃতি বলা যাইতে পারে। তিনি সর্ব্বরূপেই এই কিরী-টাদিযুক্ত। অতএব 'তথৈব'...অর্থে তোমার যে কিরীটাদিযুক্ত চতুর্ভুজ রূপ। সেইরূপে ভগবান্ অর্জ্জুনের পূর্ব্ব দৃষ্ট কিনা, তাহা এস্থলে উক্ত হয় নাই। তাহা পূর্ব্ব দৃষ্ট বলিবার বিশেষ কারণ নাই।

পূর্ব্বে অর্জ্জুন যে এই কিরীটাদিচতুর্ভুজযুক্ত রূপ দেখিয়াছিলেন, স্বামী তাহা যেরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকার বা টীকাকারগণ তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কিন্তু অর্জ্জুন যে কখনও পূর্ব্বে কিরীটাদি যুক্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখিয়াছিলেন, ইহা জানা যায় না। তবে ইষ্টদেব রূপে এই চতুর্ভুজ রূপ তাঁহার ধ্যেয় ছিল, এবং তিনি পূর্ব্বের কোন জন্মে অথবা এজন্মে ইষ্টদেবরূপে এই কিরীটাদিযুক্ত চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়াছিলেন এরূপ অনুমান হইতে পারে।

মধুসূদন এজন্য বলেন যে, অর্জ্জুন সর্ব্বদা ভগবান্‌কে এই চতুর্ভুজরূপে

দেখিতেন, ইহাই এস্থলে সূচিত হইয়াছে। শঙ্করও বলিয়াছেন, এইরূপ অর্জ্জুনের ইষ্ট রূপ (৪৯শ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহাও বলা যায় যে, 'তথৈব' অর্থে পূর্ব্বে যেরূপ দৃষ্ট—তাহা নহে। যেমন বিশ্বরূপ পূর্ব্ব দৃষ্ট না হইলেও অর্জ্জুন দেখিতে চাহিয়া ছিলেন, সেই প্রকার চতুর্ভুজ রূপও অদৃষ্টপূর্ব্ব হইলেও তাহাই দেখিতে চাহিতেছিলেন। ইহা পূর্ব্বশ্রুত রূপ ও হইতে পারে।

সেই চতুর্ভুজরূপে—(তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন)—যেহেতু সেই-রূপ দেখিব—আমার এই প্রার্থনা, সেইজন্য তুমি বসুদেবপুত্ররূপে চতুর্ভুজ হও। বর্ত্তমান বিশ্বরূপে যে সহস্রবাহু দেখিতেছি, তাহা উপসংহার করিয়া চারিবাহুযুক্ত হও (শঙ্কর)। তোমার পূর্ব্বসিদ্ধ চতুর্ভুজরূপে যুক্ত হও (রামানুজ)। এই বিশ্বরূপ উপসংহার পূর্ব্বক সেই পূর্ব্বের কিরীটাদি যুক্ত চতুর্ভুজরূপে প্রকট হও (কেশব)। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বসিদ্ধ চতুর্ভুজরূপ ছিল। বসুদেব যখন সেই সদ্যোজাত শিশুকে গোকুলে নন্দগৃহে লইয়া যাইবার জন্য যমুনা পার হইতেছিলেন, তখন সে শিশুমূর্ত্তি যমুনাগর্ভে পতিত হন। বসুদেব যখন তাঁহাকে উঠাইলেন, তখন সেই চতুর্ভুজরূপ সংবৃত করিয়া সে শিশু দ্বিভুজ মানুষরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য শঙ্কর চতুর্ভুজ রূপকে বসুদেবাত্মজ রূপ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ দ্বিভুজ—মানুষরূপ। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে চতুর্ভুজ বলা ঠিক সঙ্গত নহে। চতুর্ভুজরূপ বিষ্ণুরূপ—নারায়ণরূপ। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় চতুর্ভুজ রূপে বিষ্ণুই ধ্যেয়।

চতুর্ভুজরূপ—অর্জ্জুন চতুর্ভুজরূপ দেখিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু সেরূপও বাহ্যদৃষ্টিতে দর্শনযোগ্য নহে। বিশ্বরূপ যোগদৃষ্টিতে সুদুর্দ্দর্শ দুর্নিরীক্ষ্য। চতুর্ভুজরূপও স্থূল—এমন কি সূক্ষ্ম ধ্যানের বিষয়। শ্রীভাগবতে আছে "আসন শ্বাস আসক্তি ও ইন্দ্রিয় জয় পূর্ব্বক বুদ্ধিযোগে ভগবানের

স্থূলরূপে মনকে ধারণা করিবে, নিরতিশয় স্থূল হইতে স্থূলতম তাঁহার এই বিশেষ দেহে,—যে দেহে যাহা হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে—সেই কার্য্যরূপী বিশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তাবরণযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরে ভগবান্ বৈরাজ (বিরাট) পুরুষ। ইনিই ধারণার আশ্রয়।" (২।১।২৩-২৫)। এই বিরাটরূপ স্থূল ধ্যানের বিষয়। চতুর্ভুজরূপ এক অর্থে সূক্ষ্ম ধ্যানের বিষয়। শ্রীভাগবতে আছে, "কেহ কেহ আপনার দেহের অন্তর্হৃদাকাশে তন্নিবাসী চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশ প্রমাণ পুরুষকে ধারণাযোগে স্মরণ করিয়া থাকেন' (২।২।৮)। বলদেবও এই বলিয়াছেন যে, চতুর্ভুজ রূপ সূক্ষ্মরূপ। ইহাই পরম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবতারী, বসুদেবপুত্র—তাঁহার অবতার বা বিভূতি।

ভগবানের এই চতুর্ভুজ নারায়ণরূপের সূক্ষ্ম ধ্যান হইতে পারে। ভগবানের এই সূক্ষ্মরূপ ধ্যান কালে যে সাধক যেরূপ দর্শন করেন, তিনি সেইরূপে তাঁহাকে বর্ণনা করেন। এইরূপ প্রকৃত পক্ষে 'হিরণ্যগর্ভ"রূপ, বেদোক্ত বিষ্ণুরূপ। বাহ্য ধ্যেয়রূপে ইনি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যের অধিদেবতা পুরুষ—নারায়ণ। ইনি জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা—মহেশ্বর। ইঁহার প্রচলিত ধ্যান এই,—

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

তাঁহার মস্তকে কিরীট, অঙ্গে কেয়ূরাদি নানা উজ্জ্বল আভরণ,—এ সকল তাঁহার তেজঃপ্রভা ব্যঞ্জক। স্থূলরূপে তাহাই সূর্য্যরশ্মি। * তাঁহাকে কোন সাধক শঙ্খচক্রধারী দ্বিভুজ রূপে ধ্যান করেন। কেহ বা শঙ্খচক্র

* জর্ম্মাণদেশীয় যোগী সুইডেনবর্গ বলিয়াছেন যে, স্বর্গে দেবগণ ভগবানকে "Spiritual Sun" রূপে দর্শন করেন। তাহা পূর্ব্বে টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপে ধ্যান করেন। বলদেব বলেন, এই চতুর্ভুজ-রূপ অপেক্ষা দ্বিভুজরূপ সূক্ষ্মতর। যাহা হউক, এই—চতুর্ভুজরূপে ভগবান্ কোন্ হস্তে কোন্ আয়ুধ ধারণ করেন, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন সাধকের ধারণা বিভিন্ন। এজন্য বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে।

এই শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সূক্ষ্ম ধ্যানে কাহাকে লক্ষ্য করে, তাহাদের প্রকৃত অর্থ কি, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন সাধকের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। এস্থলে তাহার একরূপ ইঙ্গিত করা যাইতে পারে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভাখ্য ভগবান্ "আমি" "বহু হইব"—এই যে কল্পনা করেন, সে কল্পনা 'বাক্' বা শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়। কারণ শব্দ বা নাম ব্যতীত 'সামান্যে'র ধারণা হয় না। সেই আদি শব্দ "ওঙ্কার।" তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ। (পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা শেষে প্রণবতত্ত্ব দ্রষ্টব্য। সেইশব্দ তন্মাত্র রূপে আকাশের কারণ। সেই শব্দ হইতে যে প্রথম "এজৎ" বা অনুকম্পন আরম্ভ হয়, তাহার আধার প্রাণশক্তি। ("প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" ইতি কঠশ্রুতিঃ ৬।২)। সেই প্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভে যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শব্দাত্মক অনুকম্পন—তাহাই শঙ্খ। এই শব্দাত্মক অনুকম্পন হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি হয়, তাহা ক্রমে পঞ্চীকৃত ঘনীভূত ও স্থূলরূপ হয়। পঞ্চস্থূলভূত এইরূপে সৃষ্ট হইয়া স্থূল বায়ু প্রভৃতি রূপে বা ন্যায় মতে পরমাণুরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া ভগবৎ-শক্তি বলে ঘূর্ণমান হইতে থাকে। ভগবান্ স্বশক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত করেন। ইহাই তাঁহার 'চক্র'। পরে এই অবিরত ঘূর্ণমান জড়ভূত বা জড়ভৌতিক পরমাণু মণ্ডল হইতে এক একটি অংশ ক্রমে ক্রমে মূলমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহাদি সৃষ্টি করেন। এবং গ্রহগণকে কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ বলে নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়মিত করেন। ভগবানের এই শক্তি গদা। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে

আমরা ইহা জানিতে পারি। যাহা হউক, এই স্থূলভূত হইতে যে লোক পদ্মের সৃষ্টি হয়, এবং এই স্থূলভূত ভগবানের নিয়মনরূপ গদা প্রভাবে পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহা আমাদের শাস্ত্র হইতেও আমরা জানিতে পারি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথম উপাখ্যানে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ বিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইয়া মধু ও কৈটভ নামক দুই ঘোর অসুরকে গদা দ্বারা সংহার করিলে, তবে ব্রহ্মা সৃষ্টি আরম্ভ করেন। সেই মধু ও কৈটভ সূক্ষ্মভূত (তন্মাত্র) ও স্থূলভূত। এই অর্থই যে সঙ্গত তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। অতএব বিভিন্ন তত্ত্বকে নিয়মন করিয়া সৃষ্টি করিবার শক্তিই—গদা। পরে সৃষ্টির প্রসঙ্গে ভগবান্ 'জড়'কে বা তত্ত্বসকলকে গদাদ্বারা নিয়মিত করিয়া বুধাদি গ্রহগণের সৃষ্টি করেন। এবং ক্রমে ক্রমে গ্রহগণকে জীব-বসতির উপযুক্ত করিয়া লোকপদ্ম প্রকাশ করেন। এইরূপ ক্রমশঃ সপ্তলোকের সৃষ্টি হয়। ইহাই "পদ্ম।"

অতএব ভগবানের এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ— এ জগতের আদি স্রষ্টৃরূপ। এই সৌর জগতের এই প্রকারে সৃষ্টির ধারণা,—নীহারিক (nebula) রূপ হইতে বর্ত্তমান সৌর জগতের উৎপত্তির ধারণা কতকটা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেও ইহার বিশেষ আভাস পাওয়া যায়। ঐতরেয় উপনিষদে লোক ও লোকপাল সৃষ্টির উল্লেখ আছে। অন্য উপনিষদ্ হইতেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। পুরাণে ইহার বিবরণ আছে। পুরাণ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় অসংখ্য সৌর বা নাক্ষত্র জগৎ আছে। প্রত্যেকের স্রষ্টা সেই জগতের কেন্দ্রীভূত সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু। এইরূপে অসংখ্য সৌরনাক্ষত্র জগতের বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাদি অসংখ্য। বিষ্ণু প্রত্যেক জগতের Logos। আর যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা নারায়ণ বা মহাবিষ্ণু তিনিই পরমপুরুষ

পরম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। এজন্য এই বিশ্বরূপে তাঁহার হস্তপদাদি অনন্ত, এবং তিনিও অনন্ত কিরীটাদি-বিশিষ্ট রূপে ধ্যেয়।

আমরা এস্থলে বলিতে পারি যে, এই চতুর্ভুজ রূপ আমাদের সৌরজগতের স্রষ্টা চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ। তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভও বলা যাইতে পারে।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই চতুর্ভুজ নারায়ণকে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ রূপে ধারণা করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহাই পরম পুরুষের সূক্ষ্ম ধ্যানরূপ। কেন না বিভিন্ন তত্ত্ব (পঞ্চভূত প্রভৃতি) সৃষ্টি পূর্ব্বক বিশ্ব জগতের সৃষ্টি—গর্ভোদকশায়ী বা ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভের নহে। সে আদি সৃষ্টি কারণাব্ধিশায়ী পুরুষোত্তমের। তিনিই চতুর্ভুর্জ নারায়ণ।

যাহা হউক ভগবানের এই চতুর্ভুর্জ রূপ সূক্ষ্ম ধ্যানে দর্শন করা সহজ সাধ্য নহে। ইহার জন্যও দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন। অর্জ্জুন তখন এই দিব্য দৃষ্টি পাইয়াছিলেন। এজন্য ভগবানের কাছে এই চতুর্ভুর্জরূপ দেখিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার 'ইষ্ট'রূপ-ধ্যানে ধ্যেয়রূপ বলিয়া অর্জ্জুন ইহা দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, অথবা আশ্বস্ত হইবার জন্য এই চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে চাহিলেন। যেমন তিনি বিশ্বরূপ পূর্ব্বে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ এক্ষণে চতুর্ভুজরূপ দেখিতে চাহিলেন। এই শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত। এস্থলে বলা যাইতেপারে যে, অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন ; কেন না, তাহা উৎকট তেজোময় রূপ—বিশ্বের সর্ব্ব-রূপ—স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা রূপ—বিশেষতঃ তাহা সর্ব্বসংহারক কালরূপ। তাই আশ্বস্ত হইবার জন্য চতুর্ভুর্জ নারায়ণ রূপ অর্জ্জুন দেখিতে চাহিলেন। তাহা স্রষ্টা ও পাতা রূপ মাত্র। সে রূপ 'সৌম্যরূপ' সেরূপ নিত্য—তাহা ভগবানের 'স্বকীয়'রূপ। তাই অর্জ্জুন সেরূপ এখন দেখিতে চাহিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

—*—

শ্রীভগবান্।

তুষ্ট হয়ে আত্মযোগে হে অর্জ্জুন
দেখানু যে মম এ রূপ পরম—
আদ্য অন্তহীন বিশ্ব তেজোময়—
তোমা বিনা কার(ও) পূর্ব্বদৃষ্ট নয় ॥ ৪৭

৪৭। তুষ্ট হয়ে—(প্রসন্নেন)—তোমার প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত বা প্রসন্ন হইয়া। অর্জ্জুনকে ভীত দেখিয়া বিশ্বরূপের উপসংহার পূর্ব্বক প্রিয়বচনে তাহাকে ভগবান্ আশ্বাস দিতেছেন (শঙ্কর)। কৃপা করিয়া (স্বামী, মধু)। অতএব অর্জ্জুনের কোন ভয়ের কারণ নাই ইহাই সূচিত হইয়াছে (মধু)। তোমাকে প্রসাদার্থ বা অনুগ্রহার্থ আমি মদীয় এই বিশ্বরূপ দেখাইতেছি, তুমি কেন ভীত হইতেছ, (কেশব)।

আত্মযোগে—ঐশ্বর্য্য সামর্থ্যে (শঙ্কর)। নিজ সত্য সঙ্কল্পস্বরূপ যোগ যুক্ত হইয়া (রামানুজ), যোগমায়া-সামর্থ্যে (স্বামী)। নিজ অসাধারণ সামর্থ্য-বলে (মধু)। অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা (বলদেব)। আত্মস্বরূপ দ্বারা যে যোগ, তাহা হইতে (মধু)। আমার (আত্মার) সত্য-সংকল্পত্ব যোগ দ্বারা (কেশব)।

এই আত্মযোগ অর্থ কি, তাহা অনুগীতা হইতেও জানা যায়। এই

অনুগীতা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অন্তর্গত। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"বিদিতং মে মহাবাহো সংগ্রামে সমুপস্থিতে।
মাহাত্ম্যং দেবকীমাতস্তচ্চ তে রূপমৈশ্বরম্॥
যৎ তদ্ভগবতা প্রোক্তং পুরা কেশব সৌহৃদাৎ।
তৎ সর্ব্বং পুরুষব্যাঘ্র নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলেন,

"ন চ সাদ্য পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতি র্মে সম্ভবিষ্যতি॥"
'ন শক্যং তন্ময়া ভূয় স্তথা বক্তুমশেষতঃ॥
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।'

(১ অধ্যায় ৫—১৩ শ্লোকাংশ)।

অতএব শ্রীভগবান্ 'গীতা' বলিবার সময় ব্রহ্মের সহিত পূর্ণরূপে যোগযুক্ত হইয়া অভেদ ভাবে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। সেই যোগবলেই তিনি অর্জ্জুনকে নিজদেহে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। বলদেব বলেন, বৈদূর্য্যবৎ অভিনেতৃনটবৎ, অর্জ্জুনের অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ স্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

ইহাও বলা যায় যে, আত্মযোগ অর্থে পরমাত্মার ঈশ্বরভাব বা বলবীর্য্য ঐশ্বর্য্য সামর্থ্যাদি যোগ। আত্মা কেবল অক্ষর অচল শান্ত কূটস্থ নিরুপাধিক নিষ্ক্রিয় নহেন। আত্মা—স্বশক্তিযোগ হেতু ঐশ্বর্য্যাদি যুক্ত হন—বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর হন। ভগবানের এই আত্মযোগসামর্থ্য স্বীয় মায়া শক্তিজ বা সত্যসংকল্প জাত।

পরমরূপ—বিশ্বরূপ (শঙ্কর)। পরম বা শ্রেষ্ঠতমরূপ (কেশব)। ইহা চতুর্ভুজ রূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপ, ইহা আত্মার স্বীয় ঐশ্বর্য্যরূপ।

বিশ্ব তেজোময় আদ্য অন্তহীন—(তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং)—তেজঃপ্রায়, সমস্ত, অনন্ত, ও আদিতে উৎপন্ন (শঙ্কর)।

তেজোরাশি সর্ব্বাত্মভূত, অন্ত রহিত বা আদিমধ্যঅন্তহীন, এবং সকলের আদিভূত (রামানুজ, কেশব)।

বিশ্ব=বিশ্বাত্মক (স্বামী)। বিশ্বরূপাত্মক (মধু)। বিশ্ব শব্দের মূল অর্থ সর্ব্ব। সমুদায় জগদাত্মক।

পূর্ব্বদৃষ্ট নয়—(ন দৃষ্টপূর্ব্বং)। [পূর্ব্বে ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]। যাহা পূর্ব্বে তুমি ব্যতীত আর কেহ দেখে নাই, যাহা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমি তোমাকে দেখাইলাম। অর্থাৎ যাহা ভগবৎ-প্রসাদ লাভ ব্যতীত কেহ কখন দেখিতে পারিবে না (গিরি)।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮

বেদযজ্ঞঅধ্যয়নে কিংবা দানে
ক্রিয়া কিংবা উগ্র তপস্যা সাধনে—
কুরুবীর! হেন হেরিতে আমারে—
তোমা বিনা কেহ নৃলোকে না পারে॥ ৪৮

৪৮। বেদযজ্ঞ অধ্যয়নে—চারি বেদের যথাবৎ অধ্যয়ন, এবং যজ্ঞ অধ্যয়ন দ্বারা। চারি বেদের অধ্যয়নেই যজ্ঞাধ্যয়ন সিদ্ধ হয়,—ইহা বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। অতএব বেদাধ্যয়ন হইতে যজ্ঞাধ্যয়ন পৃথক্। যজ্ঞবিজ্ঞান স্বতন্ত্র (শঙ্কর, গিরি)। বেদ=সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ বা বেদের সংহিতা অংশ। আর যজ্ঞবিদ্যা=মীমাংসা কল্প-

সূত্রাদি—যাহা বেদবোধিত কর্ম্ম-প্রতিপাদক ঃ শাস্ত্র (কেশব, স্বামী, মধু)। যজ্ঞ অধ্যয়ন=যজ্ঞীয় মন্ত্র দেবতা প্রয়োগাদি প্রতিপাদক বেদার্থ জ্ঞান অধ্যয়ন (শঙ্করানন্দ)। বেদাধ্যয়ন=বেদের অক্ষর গ্রহণ; আর যজ্ঞাধ্যয়ন=মীমাংসা কল্পসূত্রাদি দ্বারা বেদের অর্থ গ্রহণ, (বলদেব)। যজ্ঞাধ্যয়ন—বা যজ্ঞপ্রতিপাদক শাস্ত্র—বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অধ্যয়নও হইতে পারে। বেদ-অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদের সংহিতা মাত্র অধ্যয়ন, আর যজ্ঞ-অধ্যয়ন—বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অধ্যয়ন। বেদের ব্রাহ্মণাংশে ও বেদাঙ্গের কল্পসূত্রেই যজ্ঞ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অধ্যয়ন=অর্থ বিচার (মধু)। গুরুমুখ হইতে অক্ষর রাশি গ্রহণ (কেশব)। অধ্যয়ন=(অধি+অয়ন), বা অর্থ জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবেশ। বেদ যজ্ঞ—বেদের কর্ম্মকাণ্ড, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক উপনিষদ্ বা জ্ঞানকাণ্ড হইতে পৃথক্।

ক্রিয়া—অগ্নিহোত্রাদি (শঙ্কর)। শ্রৌত কর্ম্ম (মধু)। বৈদিক যজ্ঞ কর্ম্ম। গুরু পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম (হনু)। অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম্ম (কেশব)।

উগ্র তপস্যা—ঘোর বা কঠোর চান্দ্রায়ণাদি (শঙ্কর, স্বামী, কেশব, মধু)। চান্দ্রায়ণাদি তপ—শরীর ও ইন্দ্রিয়-শোধক বলিয়া দুষ্কর, এজন্য উগ্র (মধু)।

হেন—(এবংরূপঃ) এই বিশ্বরূপে (শঙ্কর)। এই পুরুষোত্তমরূপে (বল্লভ)। এস্থলে শঙ্করের অর্থই সঙ্গত।

নৃলোকে না পারে—হে অর্জ্জুন তুমি বিনা মনুষ্যলোকে আর কেহ স্বাধ্যায় যজ্ঞ দান তপঃ প্রভৃতি সাধন করিয়াও আমার এ বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ নহে। (শঙ্কর)। অনন্যভক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়েই কেহ এরূপ দেখিতে পারে না (রামানুজ, বলদেব)। আমার কৃপা ভিন্ন কোন রূপ সাধনায়ই কেহ এরূপ দেখিতে পায় না। কেবল তুমিই

আমার কৃপায় এরূপ দেখিতে পাইলে (স্বামী)। তুমি ব্যতীত, অর্থাৎ যে আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, সে ব্যতীত কেহ দেখিতে পায় না। যে আমার প্রসাদভাজন কেবল সেই এরূপ দেখিতে পারে (কেশব)। তুমি বিনা অর্থাৎ আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত বিনা (শঙ্করানন্দ)।

এস্থলে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তোমা ব্যতীত আর কেহ এই নরলোকে স্বাধ্যায় যজ্ঞাদি সাধনায়ও এই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হয় না। অর্জ্জুন কি প্রকারে এই বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য হইলেন? অর্জ্জুন সখিভাবে প্রেমভক্তি-যোগে ভগবানের উপাসক। তিনি ধর্ম্মজ্ঞান-সংমূঢ়চিত্ত হইয়া শিষ্যভাবে ভগবান্‌কে প্রপন্ন হইয়াছিলেন। তখন যাহাতে অর্জ্জুন বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ভগবান্ তাহার উপদেশ দিতেছিলেন। সেই উপদেশ 'শ্রবণ' করিয়া পরে তাহা লাভ করিবার জন্য অথবা অপরোক্ষ ভাবে সেই উপদিষ্ট জ্ঞান নিদিধ্যাসন দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য, অর্জ্জুন ভগবানের সে বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে অনুকম্পা পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়া এই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাই নরলোকে তিনিই এইরূপ সাধনা দ্বারা এ বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। ইহা আত্মসাক্ষাৎকারের ফল।

গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে যাহারা ভগবান্‌কে দৃঢ়ব্রত হইয়া ভজনা করে, তাহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারে (গীতা, ৭।২৪-২৬)। যাঁহারা ভগবানের একান্ত ভক্ত, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় বুদ্ধিযোগ লাভ করেন, তাহাতে জ্ঞান দীপ প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাদের অন্তরের অজ্ঞানজ তমঃ বিনষ্ট হয় (গীতা, ১০।১০।১১)। অতএব ভক্তি সাধনায় ভগবানের কৃপালাভ করিলে জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, দিক্‌কাল নিমিত্ত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এজন্য সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেও বিশ্বরূপ দর্শন ঠিক সম্ভব নহে। ভগবানের এই বিরাট বিশ্বদেহে "যাহা হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই কার্য্যরূপী বিশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

শ্রীভাগবত (২।১।২৫)। আমাদের দৃষ্টি—অনাদি অনন্ত অসীমকালব্যাপী ও এই বিশ্বস্থানব্যাপী না হইলে, এবং সমস্ত অনন্ত কার্য্যকারণ সূত্র আমাদের প্রত্যক্ষ না হইলে সে পূর্ণ বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নহে। বিশ্বরূপে ভগবান্ সর্ব্ব। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে পূর্ণ ভাবে বিশ্বরূপ জানা বা দেখা যায় না। সুতরাং বিশ্বরূপের কিয়দংশ দর্শন আমাদের জ্ঞানদৃষ্টিতে সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। এজন্য মনুষ্যলোকে পূর্ণবিশ্বরূপ পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে বা উক্তরূপ স্বাধ্যায় যজ্ঞাদি সাধনায় কেহ দেখিতে পারি না। অর্জ্জুন যে সে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, সে ভগবৎপ্রসাদে দিব্য দৃষ্টি বা সর্ব্বদর্শন শক্তিলাভ জন্য। তবে অর্জ্জুনও যে পূর্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। অপরেও যদি অনন্যভক্তিতে ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তবে সেই ভজনা ফলে তাঁহার বুদ্ধিযোগ লাভ হওয়ায় তাঁহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর হয়; এইরূপ তাঁহার দিব্য দৃষ্টি লাভ দ্বারা এ বিশ্বরূপ দর্শন হইতে পারে। কিন্তু পূর্ণভাবে বিশ্বরূপ দর্শন ভগবৎ-কৃপালব্ধ যোগ দৃষ্টিতেও বুঝি সম্ভব নহে।

সে যাহা হউক, এস্থলে আমরা বলিতে পারি যে, এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বেদোক্ত স্বাধ্যায় যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্ম দ্বারা এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করা যায় না, এবং সে বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না। তবে অন্যরূপ সাধনা দ্বারা তাহা বরং সম্ভব হইতে পারে। সে সাধনা গীতোক্ত কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগ, অথবা এই ষট্‌কে উক্ত ভক্তিযোগ। এ কথা পরে বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। পরে ৫২ হইতে ৫৫ শ্লোকে ভগবান্ এই শ্লোকোক্ত তত্ত্ব আরও বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছেন। ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুন এই যে 'সুদুর্দ্দর্শ' বিশ্বরূপ দেখিলেন, এই রূপে ভগবান্‌কে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা দ্বারা দেখিতে কেহ সমর্থ হয় না। কেবল অনন্যভক্তি দ্বারা, এই রূপে ভগবান্‌কে জানিতে ও দেখিতে পারা যায়, এবং তাহাতে প্রবেশ করা যায়। এই বিশ্বরূপ

জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ও দেখিবার শক্তিলাভ করিবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, 'তাঁহার কর্ম্মকারী তাঁহার ভক্ত হইতে হইবে, সর্ব্বরূপ সঙ্গ বা আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে; ভগবান্‌ই যে পরম তত্ত্ব তাহা জানিয়া তাঁহার পরায়ণ হইতে হইবে।' ইহাই বিশ্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবেশ করিবার উপায়। ইহাই গীতোক্ত সাধন পথ। যিনি এই সাধনায় সিদ্ধ হন, তিনি এই নরলোকেই এই সুদুর্দ্দর্শ দেববাঞ্ছিত বিশ্বরূপ দেখিতে পান। ইহাই এস্থলে অভিপ্রায়।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো।
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯

হয়ো' না ব্যথিত বিমূঢ়-অন্তর—
হেরি ঘোররূপ ঈদৃশ আমার,
প্রীতমনাঃ হয়ে নির্ভয় আবার
এই সেই রূপ নেহার আমার। ৪৯

৪৯। ব্যথিত—ভীত (শঙ্কর)। অর্জ্জুন যে ভগবানের ঘোর "কাল"রূপ দেখিয়া ভয়ে ব্যথিত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে (৪৫শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। বলদেব অর্থ করেন যে, ভীষ্মাদিকে তোমার বধ করিতে হইবে এই মনে করিয়া আর ব্যথিত হইও না। তাঁহারা পূর্ব্বে আমা কর্ত্তৃক নিহত জানিও। কেশব বলেন যে, এই ঘোর বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন যে ব্যথিত ও ভীত হইয়াছিলেন, ভগবান্ সেইরূপ সংবরণ পূর্ব্বক

অর্জ্জুনের প্রার্থিত সৌম্যরূপ দেখাইয়া আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন,—আর যেন তোমার ব্যথা না হয়। এই শেষ অর্থই সঙ্গত।

বিমূঢ়-অন্তর—বিমূঢ়ভাব, বিমূঢ়চিত্ততা (শঙ্কর)। চিত্ত বিভ্রম (কেশব)।

ঘোর রূপ—লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ 'কাল' রূপ। ভয়ঙ্কর রূপ (শঙ্করানন্দ)।

ঈদৃশ আমার—(ঈদৃঙ্‌ মমেদং)• যথাদর্শিত আমার এই রূপ (শঙ্কর)। বহুবিধ অননুভূতপূর্ব্ব অর্থে—'ঈদৃশ,' আর তখন প্রত্যক্ষ বলিয়া—'ইদং' (গিরি)।

প্রীতমনাঃ হয়ে নির্ভয়—প্রীতিযুক্ত চিত্তেও বিগত ভয় হইয়া (শঙ্কর)।

এই সেইরূপ—সেই চতুর্ভুজরূপ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তোমার ইষ্টরূপ (শঙ্কর)। পূর্ব্ব দৃষ্ট বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া যে রূপ প্রকটিত করিতেছি সেই তোমার সদা দৃষ্ট চতুর্ভুজরূপ (মধু)।

অর্জ্জুন পরমেশ্বরের সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ভগবান্ এজন্য অর্জ্জুনকে সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখাইতেছেন। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধররূপ অর্জ্জুনের 'ইষ্ট'রূপ, অর্থাৎ অভীষ্ট রূপ যেরূপ দেখিতে চাহিতেছেন সেরূপ, অথবা উপাস্য ইষ্টদেবতার রূপ। পূর্ব্বে ৪৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে, যে এই চতুর্ভুজ রূপ যে অর্জ্জুনের ইষ্ট দেবতার রূপ, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মধুসূদনও বলিয়াছেন যে, এই চতুর্ভুজ রূপ অর্জ্জুনের সদা-দৃষ্ট রূপ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ইহা চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ রূপ বলিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট রূপ। এরূপ বলিবার হেতু কি, জানা যায় না।

আমরা পূর্ব্বে উক্ত ৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিষ্‌ ধাতু হইতে

বিষ্ণু। বিষ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। বিষ্ণুরূপে ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। সেরূপ দ্বারা ভগবান্ এ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। সে মূর্ত্তিও 'অব্যক্ত'। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

মন্না ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥

(গীতা, ৯।৪)।

অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বানুগ। তাহাই এ বিশ্ব জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর রূপ। তাঁহাকে কেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বলা হয়, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অতএব পরমাত্মা পুরুষোত্তম ভগবানের দুই প্রকার রূপ বা ভাব ভগবৎপ্রসাদ লব্ধ যোগ দৃষ্টিতে অনুভব করা যায়। এক তাঁহার বিশ্বানুগ (Immanent) 'সর্ব্ব' বা বিশ্বরূপ তাঁহার—ঐশ্বর্য্যরূপ। আর এক তাঁহার বিশ্বাতীত (Transcendent) বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ রূপ। তাঁহারই প্রকৃতি হইতে যে সর্ব্ব চরাচর তাঁহার বিশ্বরূপ—তাহা তিনি তাহাতে বীজরূপে—আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। আর তাঁহার অধ্যক্ষতায় বা ঈশিত্বে যে তাঁহার প্রকৃতি এই সর্ব্ব চরাচর প্রসব করে, তাঁহার সেই অধ্যক্ষ-রূপই এই বিষ্ণুরূপ।

অর্জ্জুন প্রথমে তাঁহার অব্যয় আত্মস্বরূপ বা ঐশ্বর রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দিয়া সেই ঐশ্বর বিশ্বরূপ প্রথমে দেখাইলেন। এক্ষণে অর্জ্জুন দেবেশ জগন্নিবাস ভগবান্কে সেই জগদতীত, জগদাশ্রয় জগন্নিয়ন্তা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তাঁহার বিশ্বমূর্ত্তি সংবরণ পূর্ব্বক, দেখাইতে বলিলেন, তাই ভগবান্ তাঁহার সেই চতুর্ভুজ বিষ্ণু বা নারায়ণ রূপ দেখাইতেছেন।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

সঞ্জয়,—

বাসুদেব ইহা কহি অর্জ্জুনেরে
স্বীয়রূপ পুনঃ দেখালেন তারে;
পুনঃ সে মহাত্মা সৌম্যরূপ ধরে'
দিলেন আশ্বাস ভীত অর্জ্জুনেরে॥ ৫০

৫০। নিজ রূপ—(স্বকং রূপং) বসুদেবপুত্ররূপ (শঙ্কর, কেশব)। তাহা পরিচিতপূর্ব্ব চতুর্ভুজ রূপ (গিরি)। নীলোৎপলশ্যামলত্বাদি গুণযুক্ত দেবকীপুত্র-লক্ষণ চতুর্ভুজ রূপ (বলদেব)। কিরীট চক্র গদাদিযুক্ত স্বীয় চতুর্ভুজরূপ (স্বামী)। পুরুষোত্তমরূপ (বল্লভ)। সর্ব্বেশ্বর পরম পুরুষ ব্রহ্মকে, বসুদেব কংশ ভয়ে স্বীয় পুত্রভাবে চতুর্ভুজ রূপে লাভ করিবার প্রার্থনা করেন, এবং সেই রূপেই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার দুই ভুজ তিনি উপসংহার করেন, যথা—

"জাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খ-চক্র-গদাধর।
দিব্যং রূপংমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর॥"

এই চতুর্ভুজ রূপ সর্ব্বাত্মরূপ। শিশুপাল শত্রুভাবেও সেইরূপ দেখিয়াছিলেন। এই রূপ উদার, পীতাম্বর, শঙ্খচক্র গদাধারী (রামানুজ)।

বাসুদেব নিজ রূপ দেখাইলেন, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখাইলেন। এস্থলে বাসুদেব অর্থে বসুদেবপুত্র—তত সঙ্গত হয় না। যিনি সর্ব্ব জগৎ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত তিনি বাসুদেব। ('ঈশা বাস্য-

মিদং সর্ব্বম্'—ইতি শ্রুতি)। এই অর্থেই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"বাসুদেবঃ সর্ব্বং" (গীতা, ৭।১৯)। অতএব বাসুদেবের স্বকীয় রূপ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিষ্ণুরূপ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখাইয়া তাহা সংবরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার (পুনঃ) তাঁহার সৌম্য বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপ গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করেন। অতএব প্রথমে তিনি যে রূপ দেখাইলেন, তাহা বসুদেবপুত্র মানুষীরূপ নহে। ভগবান্ বাসুদেবের যাহা স্বকীয় রূপ তাহা তাঁহার পরমভাব,—তাহা "মানুষীতনু আশ্রিত" রূপ নহে। ইহা পূর্ব্বে ৪৬শ শ্লোকোক্ত রূপ।

সৌম্যরূপ—(সৌম্যবপুঃ)—প্রসন্নদেহ (শঙ্কর)। উক্ত চতুর্ভুজ রূপ (কেশব)। সুন্দর বিগ্রহরূপ (বলদেব)। অনুগ্রহশরীর (মধু)।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার বলেন—এই "সৌম্যবপুঃ" ও পরবর্ত্তী শ্লোকের "মানুষী সৌম্য রূপ"—ভগবানের এই চতুর্ভুজরূপ। তাঁহারা বলেন যে, এই শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ প্রথমাংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু এ অর্থ করিলে মূল শ্লোকের "ভূয়ঃ", "পুনঃ" ও "চ" এই সকল শব্দের সার্থকতা থাকে না। শঙ্কর বলেন, "ভূয়ঃ"—ইহা "আশ্বাসয়ামাস" শব্দের বিশেষণ। অর্থ এই যে, বাসুদেব অর্জ্জুনকে স্বীয় রূপ দেখাইলেন, ও পুনর্ব্বার আশ্বাসিত করিলেন অর্থাৎ সৌম্যবপুঃ হইয়া ভীত অর্জ্জুনকে পুনঃ আশ্বাস দিলেন।" ইহা শব্দার্থ মাত্র। শঙ্কর এই 'সৌম্যবপুঃ' কি তাহা বলেন নাই। রামানুজ বলেন, 'অর্জ্জুন অপরিচিতরূপ দর্শনে ভীত হওয়ায়, তিনি পরিচিত সৌম্যরূপ দেখাইলেন। এই রূপ অনবরত ভাবনার বিষয়—চতুর্ভুজ বাসুদেব—রূপ উদার, পীতাম্বর শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধর।' স্বামী, বলদেব, মধুসূদন ও কেশব এই অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা এ শ্লোকোক্ত "পুনঃ" "চ" "ভূয়ঃ" প্রভৃতি শব্দের অর্থ করেন নাই। বল্লভ মতানুযায়ী অর্থ—"ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বীয় পুরুষোত্তম রূপ পুনর্ব্বার দেখাইলেন, দেখাইয়া আবার পুনর্ব্বার সৌম্যবপুঃ হইয়া পূর্ব্বরূপ দর্শনে

ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিলেন। বারংবার এরূপ করিবার কারণ—ভগবান্ মহাত্মা অর্থাৎ পরম কৃপালু—ভক্তবৎসল।' শঙ্করানন্দ বলেন—পুনঃ আশ্বাস-দিলেন অর্থে ধৈর্য্য বচনে আরও অভয় দিলেন। এইরূপ অর্থেও "ভূয়ঃ" "চ" 'পুনঃ' এই সকল শব্দের অর্থ-সমাধান হয় না।

বলদেব বলেন, শ্রুতি স্মৃতি হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যদুকুল ও পাণ্ডুকুল মধ্যে কখন দ্বিভুজ কখন বা চতুর্ভুজ হইয়া ক্রীড়া করিতেন। অতএব এ উভয় দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজরূপই মনুষ্যবৎ সংস্থান ও চেষ্টাযুক্ত। মানুষভাবে তাহার ব্যপদেশ আছে। অতএব চতুর্ভুজ-রূপ মানুষ-রূপ। রামানুজও এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু মানবের চতুর্ভুজ-রূপও অলৌকিক। ভগবানের মানুষরূপ চতুর্ভুজ হইলে, মানুষী-তনু-আশ্রিত ভগবান্‌কে মূঢ়েরাও অবজ্ঞা করিতে পারিত না (গীতা, ৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, এস্থলে আরও সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে। তদনুসারে মূল শ্লোকের অর্থ এই যে, বাসুদেব এই প্রকার বলিয়া অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার (ভূয়ঃ—অর্থাৎ বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া পুনর্ব্বার) স্বকীয় (চতুর্ভুজ) রূপ দেখাইয়াছেন। এবং (চ) পুনর্ব্বার (পুনঃ) সৌম্যবপুঃ হইয়া সে মহাত্মা ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিলেন। অতএব এই সৌম্যবপুঃ প্রথমোক্ত নিজ চতুর্ভুজরূপ হইতে ভিন্ন। ইহা পর শ্লোকোক্ত মানুষ-রূপ—দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপ—অর্জ্জুনের পরিচিত সৌম্য—সখারূপ। সেইরূপ দেখিয়াই অর্জ্জুন আশ্বস্ত হইলেন। চতুর্ভুজরূপ অর্জ্জুন দেখিতে চাহিয়া ছিলেন সত্য। কিন্তু সেরূপও বিশ্বরূপের ন্যায় মহা ঐশ্বর্য্যরূপ। সেরূপ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপের ন্যায় মাধুর্য্যময় রূপ নহে। দ্বিভুজ রূপই মানুষ-রূপ। চতুর্ভুজ রূপ অমানুষ, অলৌকিক। মানুষ-রূপে ভগবান্‌কে না দেখিলে, তাঁহার প্রতি সখ্য বাৎসল্য বা মাধুর্য্যাদি কোন 'প্রেম'ভাব সম্ভব হয় না। মানুষী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলে, অর্জ্জুন আর শ্রীকৃষ্ণকে সখা বা সারথি ভাবিতে পারিতেন না, আর আশ্বস্ত হইতেন না। এজন্য মহাত্মা, পরমকারুণিক

ভক্তবৎসল ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রথমে তাঁহার প্রার্থিত বিশ্বরূপ দেখাইয়া, এবং তাহার পরে তাঁহার পুনঃপ্রার্থিত চতুর্ভুজরূপ দেখাইয়া, পরে সে চতুর্ভুজ রূপও সংবরণপূর্ব্বক সৌম্য দ্বিভুজ মানুষ-রূপে অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশিত হইলেন। অর্জ্জুনও সেই সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন, ও পর শ্লোকোক্ত বাক্যে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। ইহাই সঙ্গত অর্থ।

যাহা হউক যদি "সৌম্যবপুঃ" অর্থে চতুর্ভুজ মানুষ-রূপ গ্রহণ করা যায়, তবে আরও একরূপ অর্থ করা যায়। পূর্ব্বে ৪৯শ শ্লোকে যে 'রূপমিদং' বলা হইয়াছে, তাহা সেই পুরুষোত্তমের বিশ্বরূপ। ভগবান্ নির্ভয়ে অর্জ্জুনকে সেইরূপ দেখিতে বলিলেন। পরে ৫০শ শ্লোকে সঞ্জয় বলিলেন যে, ভগবান্ সেজন্য আবার অর্জ্জুনকে স্বীয় বিশ্বরূপই দেখাইলেন। তাহাতেও অর্জ্জুন আশ্বস্ত হইলেন না দেখিয়া, আবার সৌম্য চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু এ অর্থও তত সঙ্গত হয় না।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

—:•:—

অর্জ্জুন—

হেরি তব এই সৌম্য মানুষের রূপ—
ওহে জনার্দ্দন! হ'ল পুনর্জ্জন্ম লাভ—
হইলাম প্রকৃতিস্থ সুস্থির অন্তর ॥ ৫১

৫১। সৌম্য মানুষের রূপ—(সৌম্যং মানুষং রূপং)—অনবধিক অতিশয় সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্য লাবণ্যাদি-যুক্ত তোমার এই অসাধারণ মনুষ্যসংস্থানবিশিষ্ট অতি সৌম্য এই রূপ (রামানুজ, কেশব)। এই

মনোজ্ঞ চতুর্ভুজ রূপ (বলদেব)। আমার সখারূপ (শঙ্কর)। সৌম্য— শান্ত, সুন্দর, মধুর, দয়াযুক্ত (বল্লভ)। মানুষের (মানুষ)—(মূল অনুসারে অর্থ) মানবীয়। অথবা মনুষ্যের দ্বারা দর্শন যোগ্য (বল্লভ), সাধারণ মনুষ্যাকার। এই অর্থই সঙ্গত।

হ'ল পুনর্জ্জন্ম লাভ—(সংবৃত্ত.) সঞ্জাত হইলাম (শঙ্কর)। সম্যক্ রূপে বৃত্তিযুক্ত হইলাম। জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি বা সাধারণ চিত্তবৃত্তি যাহা স্তম্ভিত ছিল, তাহা পুনর্লব্ধ হইল ; সুতরাং যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম।

প্রকৃতিস্থ—(প্রকৃতিং গত)—স্বভাব প্রাপ্ত হইলাম (শঙ্কর)। ব্যাথা দূর হওয়ায় সুস্থ হইলাম, স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হইলাম (স্বামী, মধু)। ·

সুস্থির অন্তর—(সচেতাঃ)—প্রসন্ন চিত্ত (শঙ্কর, কেশব)। ভয়কৃত ব্যামোহ অভাবে অব্যাকুল চিত্ত (মধু, কেশব)। সচেতন।

———

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২



শ্রীভগবান্—।
দর্শনদুর্লভ অতি এ রূপ আমার
হেরিলে যা তুমি এবে, দেবেরা নিশ্চয়
এরূপ দেখিতে নিত্য করে অভিলাষ ॥ ৫২

৫২। দর্শন দুর্ল্লভ—(সুদুর্দ্দর্শং)—অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করিয়া যাহা দর্শন করিতে হয় (শঙ্কর)। যাহা কাহারও দ্বারা দেখিবার যোগ্য নহে। (পূর্ব্বে ৪৮শ শ্লোকের ব্যাখা দ্রষ্টব্য)।

এ রূপ—এই বিশ্বরূপ (স্বামী, মধু, কেশব)। সর্ব্বকারণ-ভূত সর্ব্বাশ্রয়রূপ (রামানুজ)। দেবকীগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ কালে দেবগণ এই চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে আসিয়াছিলেন (বল্লভ, বলদেব)। যে বিশ্বরূপ অর্জ্জুন প্রথমে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং যাহা দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইয়াছিলেন এস্থলে সেইরূপের কথাই, উক্ত হইয়াছে। চতুর্ভুজ রূপের কথা উক্ত হয় নাই। চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ধ্যেয়, বিরাট বিশ্বরূপ ধ্যেয় নহে। কেন না তাহা ধারণা করা আমাদের সাধ্যাতীত।

দেবতা...অভিলাষ—দেবতারা দেখিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু *তাঁহারা দেখিতে পান নাই, এবং দেখিতে পাইবেনও না (শঙ্কর, কেশব)ঃ সর্ব্বদা দেখিতে অভিলাষ করিয়াও দেখিতে পান না (রামানুজ)।*

কেনোপনিষদে আছে, ব্রহ্ম কোন সময়ে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের সম্মুখে নিমেষ মাত্র বিদ্যুদ্বৎ প্রকাশিত হন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তখন স্ত্রীরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা "বহু শোভমানা হৈমবতী উমা" ইন্দ্রের নিকট আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহাকে বলেন যে ইনি ব্রহ্ম। দেবগণের মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ও ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন বলিয়াই ইন্দ্র অন্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ। (কেন উপঃ ১৪-২৯)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৮ অঃ) হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্র পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট যান। এবং ব্রহ্মার উপদেশে বহুবর্ষ তপস্যা করিয়া, পরে ব্রহ্মার সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন। অতএব সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান দেবতাদেরও দুর্লভ।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

বেদ কিম্বা তপ দান কিম্বা যজ্ঞ দ্বারা
এই রূপে কেহ মোরে নারে হেরিবারে,—
যেরূপে আমায় তুমি হেরিলে এখন ॥ ৫৩

৫৩। বেদ—ঋগ্বেদাদি চারি বেদ (শঙ্কর)। উপনিষদ্ ব্যতিরিক্ত বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপন শ্রবণার্থমননাদি বিষয় দ্বারা (কেশব)। বেদাধ্যয়ন দ্বারা (শঙ্করানন্দ)। রামানুজ বলেন, 'ভক্তি-বিরহিত বেদপাঠ বা শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা ভগবান্‌কে এই সর্ব্বশাসক, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বকারণভূত, বিশ্বরূপে কেহ দেখিতে পায় না।' বেদ তাঁহাকে অবাঙমনসগোচর বলিয়াছেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ (বল্লভ)।

তপ—উগ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি (শঙ্কর)।

দান—গো ভূমি হিরণ্যাদি দান (শঙ্কর)।

যজ্ঞ—(ইজ্যা) যজ্ঞ বা পূজা (শঙ্কর)। শ্রৌত যজ্ঞ, বা শ্রুতি স্মৃতি বিহিত কর্ম্ম।

এই রূপে—যথা দর্শিত প্রকারে (শঙ্কর)। এই বিশ্বরূপে কিংবা এই বিশ্বরূপে এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে। তবে এস্থলে কেবল বিশ্বরূপে অর্থই অধিক সঙ্গত। এই শ্লোক সম্বন্ধে পূর্ব্বে ৪৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪

অনন্য ভক্তির দ্বারা কিন্তু হে অর্জ্জুন।
এই রূপে পারে শুধু আমারে জানিতে—
হেরিতে—তত্ত্বতঃ আর করিতে প্রবেশ ॥ ৫৪

৫৪। অনন্য ভক্তির দ্বারা—(ভক্ত্যা অনন্যয়া)—একান্ত ভক্তি বলে,—যে ভক্তি অপৃথগ্ভূত—ভগবান ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি পৃথক্ ভাবে হয় না। এই ভক্তি হইলে জীব সকলইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু জানে, তাহা ভগবান্ হইতে পৃথক্ এরূপ জানে বুঝে না—অর্থাৎ সকল বস্তুতেই সর্ব্বদা ভগবৎসত্তাই উপলব্ধি করে (শঙ্কর)। সাধন সাধ্য সম্বন্ধনিষ্ঠ মদেকভক্তি (কেশব) শ্রুতিতে আছে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

জানিতে...হেরিতে—কেবল শাস্ত্রজনিত পরোক্ষভাবে নহে, কিন্তু অপরোক্ষ ভাবে স্বীয় অনুভূতির বিষয় করিয়া জানিতে (শঙ্কর)। জানা=পরোক্ষ জ্ঞান, শাস্ত্র দৃষ্টি। দর্শন=অপরোক্ষ জ্ঞান—জ্ঞান দৃষ্টি।

তত্ত্বতঃ করিতে প্রবেশ—তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থান করিতে (স্বামী)। মোক্ষলাভ করিতে (শঙ্কর)। বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তৎপরিপাকে আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যা নিবারিত হইলে আমার স্বরূপ লাভ করিতে (মধু)।

এ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন, "জানিয়া তাহার পর প্রবেশ করে,—ইহা দ্বারা 'জানা' ও 'প্রবেশ'—এ দুইয়ের ভিন্নতা অভিপ্রেত নহে। উভয়ের মধ্যে ফলান্তরের অভাব হেতু জ্ঞানই অভিপ্রেত।" রামানুজ বলেন, 'আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পর) ভক্তিদ্বারা আমাতে প্রবেশ করে।" স্বামী বলেন, তদনন্তর, অর্থাৎ জ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে পর, আমাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হয়। মধুসূদন বলেন, "অজ্ঞান ও তাহার ক্রিয়া নিবৃত্তি হইলে আমাতে প্রবেশ করে, সমুদায় উপাধি, সমুদায় পরিচ্ছেদ চলিয়া যায়,—তখন সাধক 'সৎস্বরূপ' হয়। পরে প্রারব্ধ কর্ম্মজ দেহ পাত হইলে আমাতে প্রবেশ করে।"

অতএব এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, প্রথমে ভক্তিসাধন করিতে

হয়। ভক্তি সাধনই সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের উপায়। কিন্তু এই ভক্তি দুইরূপ অপরা ও পরা। শঙ্কর বলেন যে কেবল পরা ভক্তি দ্বারাই এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়। এই পরাভক্তিকেই এস্থলে অনন্য-ভক্তি বলা হইয়াছে। অনন্য ভক্তি কাহাকে বলে, তাহা শঙ্কর যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন পরাভক্তিতে উপাস্য উপাসকে ভেদ থাকে না। এই পরা বা অনন্য-ভক্তি জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা। এই অনন্যভক্তি হইলে তাহার ফলে ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহার পরিপাকে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়,—মুক্তি হয়। পূর্ব্বে ১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই অনন্যভক্তিই যে পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিবার, অর্থাৎ সেই তত্ত্ব জানিবার, দর্শন করিবার ও তদনন্তর তাহাতে প্রবেশ করিবার একমাত্র সোপান, তাহা গীতায় বার বার উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥" (গীতা, ৭।১)

এই অনন্য ভক্তি সাধন দ্বারা কিরূপে বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে বুধগণ ভগবান্‌কে সকলের প্রভব ও প্রবর্ত্তকরূপে জানিয়া তাঁহাকে ভাব সমন্বিত হইয়া সতত ভজনা করেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

(গীতা, ১০।১০-১১)

ভগবান্ গীতা শেষে বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

(গীতা, ১৮।৫৪)।

অনন্যভক্তি দ্বারা ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, ভগবান্ সে সাধককে বরণ করেন, তাঁহার নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

শ্রুতিতে আছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

(মুণ্ডক ৩।২।৩ ; কঠ উপঃ ২।২।৩)।

ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ পাইলে যে মুক্তি হয়, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন। যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

(মুণ্ডক উপঃ ২।২।৮)।

যখন এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমেশ্বরতত্ত্ব দর্শন বা সাক্ষাৎকার হয়, তখনও দ্রষ্টা দৃষ্ট ভেদ থাকে। যখন এই দ্রষ্টৃদৃষ্ট ভেদ দূর হয়, দ্রষ্টা সেই দৃষ্ট তত্ত্ব ভাবে ভাবিত হয়, তখন সেই ঈশ্বরতত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে স্বরূপতঃ প্রবেশ লাভ হয়। তখন ব্যক্তিত্ব পরিচ্ছেদ (principiam Individuation's) দূর হইয়া যায়।

এই রূপে আমারে—(অহং এবংবিধঃ)—আমাকে এই বিশ্বরূপে (শঙ্কর) বা পুরুষোত্তম রূপে (বল্লভ)। কিন্তু বলদেব, প্রভৃতি বৈষ্ণব টীকাকারগণ এই ৫২, ৫৩ ও ৫৪ শ্লোকোক্ত রূপকে চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপ বলিয়া বুঝিয়াছেন। তাহা সঙ্গত নহে। বলদেব যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

—:•:—

যেই—মম কর্ম্মকারী, আমা-পরায়ণ,
আমা ভক্ত, হে পাণ্ডব! আসক্তি-বর্জ্জিত,
সর্ব্বভূতে বৈরহীন,—সে পায় আমারে ॥ ৫৫

৫৫।—শঙ্কর বলিয়াছেন, "এক্ষণে সকল গীতা শাস্ত্রের যাহা সারভূত অর্থ, এবং যাহা একমাত্র নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তিলাভের উপায়, তাহার অনুষ্ঠান জন্য ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শঙ্করের মতেও গীতা ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র। তবে শঙ্কর ভক্তি অর্থে পরাভক্তি, এবং তাহা যে জ্ঞান হইতে অভিন্ন, ইহাই বুঝাইয়াছেন। স্বামী ও মধুসূদন এই কথাই বলিয়াছেন। পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে যে, 'অনন্য ভক্তিই' ভগবান্‌কে পাইবার প্রধান উপায়। ভক্তি সকল সাধনার প্রথম সোপান। ভক্তি হইতে বুদ্ধিযোগ, তাহা হইতে জ্ঞান, তাহা হইতে বিজ্ঞান, তাহার পরিপাকে মুক্তি হয়। সেই ভক্তির লক্ষণ কি,তাহা সংক্ষেপে এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ বলেন যে, এই শ্লোকে সমুদায় শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ হইয়াছে,সমুদয় কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ বা উপাসনা তত্ত্ব ও জ্ঞানযোগ ইঙ্গিতে এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

মম কর্ম্মকারী—আমার জন্য যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মকারী। ভৃত্য যেমন প্রভুর কর্ম্ম করে, সেইরূপ (শঙ্কর)। আমার আরাধনা রূপ বেদাধ্যয়নাদি সমুদায় কর্ম্মকারী (রামানুজ, কেশব)। মদর্থ বেদবিহিত কর্ম্মকারী (মধু)। আমার সম্বন্ধে আমার মন্দির নির্ম্মাণ মন্দিরমার্জ্জন সংস্কারাদি কর্ম্মকারী (বলদেব)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "যজ্ঞার্থ"

কর্ম্ম ব্যতীত আর সকল কর্ম্মই বন্ধন-কারণ। তাহা এক অর্থে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম। সেই ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের অর্থ কি? তাঁহার ত কর্ত্তব্য কিছুই নাই, প্রাপ্তব্যও কিছুই নাই (গীতা, ৩।২২ শ্লোক) তথাপি তিনি দেবতা রূপে বৃষ্টি তাপালোকাদি দান দ্বারা জগচ্চক্র প্রবর্ত্তন রূপ কর্ম্ম করেন, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ ও অধর্ম্ম দমনার্থ অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করেন। তিনি কর্ম্ম না করিলে এ লোক ধ্বংস হয় (গীতা, ৩।২৪)। মানুষকেও তিনি আপনার কর্ম্মের নিমিত্তরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে সকল মানুষই চালিত হয়। তবে যে মানুষ আপনাকে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ জানিয়া কর্ম্ম করে, জগচ্চক্র প্রবর্ত্তনের সহায়রূপে লোক-সংগ্রহকে রক্ষা করিবার জন্য ও শিক্ষা দিবার জন্য কর্ম্ম করে, স্বধর্ম্ম আচরণ করে সেই ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করে। সে যে কোন কর্ম্ম করে, তাহা ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিপূর্ব্বক আচরণ করে (৯।২৭)। সে স্বকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরকেই অর্চ্চনা করিতেছি—এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করে। (গীতা, ১৮।৪৬)। সে নিষ্কাম ভাবে, ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করে। এইরূপে মানুষ ঈশ্বরার্থ কর্ম্মকারী হয়। দেব মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতের উদ্ভবকর—উন্নতিকর কর্ম্মই ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম। যে সেই কর্ম্ম করে, সেই ঈশ্বরার্থ কর্ম্মকারী। নীলকণ্ঠ বলেন, এস্থলে কর্ম্মযোগের সারতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।

আমা-পরায়ণ—(মৎপরমঃ)—আমাকেই যে একমাত্র ঐহিক ও পারলৌকিক গতি বোধ করে। ভৃত্য তাহার প্রভুর কর্ম্মকারী হয় বটে, কিন্তু সে প্রভুকে তাহার একমাত্র ইহ পরকালের গতি বা আশ্রয় মনে করে না। যে আমার কর্ম্মকারী, সে মৎপরম—আমাকেই পরম গতি-রূপে জানিয়া কেবল আমারই কর্ম্ম করে (শঙ্কর)। সে আমাকেই পরম-গতি মনে করে (গিরি, স্বামী)। সকল আরম্ভে বা কর্ম্মে আমিই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (রামানুজ)। যাহার স্বর্গাদি কোন কামনা থাকে না, কেবল আমাকেই প্রাপ্তব্য নিশ্চয় করে (মধু, বলদেব)।

আমার কীর্ত্তন শ্রবণ ধ্যান অর্চ্চনাদিরূপ আমার ভজনায় যে কালক্ষেপ করে—আমিই যাহার পরম প্রাপ্যভূত পুরুষার্থ (কেশব)। সে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে, অথচ তাহার স্বর্গাদি কোন অভীষ্ট থাকিবে না, কেবল আমাকেই পরম গতি বলিয়া জানিবে। নীলকণ্ঠ বলেন, ইহাতে ধ্যানযোগ উক্ত হইয়াছে (নীলকণ্ঠ)।

আমা ভক্ত—আমাকেই যে সর্ব্বপ্রকারে সকলের আত্মা ভাবিয়া ভজনা করে (শঙ্কর)। আমার অত্যন্ত প্রিয় যে: আমার কীর্ত্তন স্তুতি ধ্যান অর্চ্চনা প্রণামাদি দ্বারা আত্মধারণা লাভ করিয়া, সতত এই সকল কর্ম্ম করে, সেই আমার ভক্ত (রামানুজ)। আত্মাকে পাইবার আশায় যে সকল প্রকারে আমায় ভজনা-পরায়ণ (মধু)। আমাকে শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিরস-নিরত (বলদেব)। প্রকৃত ভক্ত কে, তাহা পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ বলেন, ইহাতে উপাসনা কাণ্ডের অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে।

আসক্তি-বর্জ্জিত—(সঙ্গ বর্জ্জিত)—ধন স্ত্রী পুত্র মিত্রাদিতে প্রীতি বা স্নেহ-বর্জ্জিত (শঙ্কর)। আমার প্রতি আসক্তি থাকায় আর কাহারও প্রতি আসক্তি-বিহীন (রামানুজ)। স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে স্নেহ থাকিলে সেই আকর্ষণে ভগবানের প্রতি তাদৃশ আকর্ষণ থাকে না। ভগবদ্ভক্ত হইতে হইলে, সর্ব্ব বাহ্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইতে হয় (মধু)। ভগবদ্ভজন ব্যতীত সর্ব্বরূপ আসক্তি শূন্য (কেশব)। নীলকণ্ঠ বলেন, ইহা দ্বারা একান্ত ধ্যাননিষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে।

আসক্তি-বর্জ্জিত অর্থে নির্লিপ্ত; বাহ্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য। স্ত্রী পুত্র বন্ধু প্রভৃতিতে যে স্নেহশূন্য হইতে হইবে, তাহা অর্থ নহে। তবে স্ত্রীপুত্র বন্ধু প্রভৃতিকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ ভাবিয়া তাহাদের প্রতি যে আসক্তি, তাহাই বন্ধন কারণ। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া, আত্মার্থ সর্ব্বভূতে যে প্রীতি—তাহা আসক্তি নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য

সংবাদে ইহা বুঝান আছে। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো-ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি,...ইত্যাদি (২।৪।৪)। ভাবার্থ এই যে পতি, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, ভূত সমুদায়ই আত্মার প্রীতি সাধন জন্যই প্রীতির পাত্র হয়।

সর্ব্বভূতে বৈরহীন—সকল প্রাণীতেই এমন কি যে অত্যন্ত অপকার করে, তাহার প্রতিও শত্রুতা-বুদ্ধিহীন,—কাহারও অপকার বা অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্তি-বিহীন (শঙ্কর)। কেন না, এরূপ লোক ভগবানের সংশ্লেষেই সুখ, ও ভগবদ্‌-বিরহেই দুঃখ মনে করে, আর কিছুতেই সুখ বা দুঃখ পায় না। সে সকল দুঃখই নিজকৃত কর্ম্মফল মনে করিয়া অন্য কাহাকেও তাহার কারণ মনে করে না। সে মনে করে যে, তাহাকে যে ক্লেশ দেয় সে ভগবদিচ্ছায় যন্ত্রস্বরূপে পরিচালিত হয় মাত্র। কেন না, সকল প্রাণীই পরমপুরুষ-পরতন্ত্র (রামানুজ)। অপকারী জনের প্রতিও দ্বেষাভিনিবেশ-বিরহিত (কেশব)। যাহার ভেদ বুদ্ধি আছে, বিশ্বকে ভগবৎ-স্বরূপে দেখিতে শিখে নাই, সে মুক্ত হইতে পারে না। নীলকণ্ঠ বলেন, ইহা দ্বারা জ্ঞানযোগের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

সে পায় আমাকে—আমিই একমাত্র তাঁহার পরম গতি, এই জ্ঞানে এই প্রকারে আমার বিশ্বরূপের উপাসনা করেন, তিনি বিশ্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন (শঙ্কর)। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর বিশ্বরূপ ভগবানের কর্ম্মকারী ভক্ত, কি প্রকারে ক্রমমুক্তি ফললাভ করিতে পারেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে (গিরি)। তিনি আমাকে অভেদে প্রাপ্ত হন (মধু)। তিনি অবিদ্যাদি সকল দোষ শূন্য হইয়া আমাকেই একমাত্র অনুভব করেন (রামানুজ)। তিনি নরাকার কৃষ্ণরূপ আমাকে লাভ করেন (বলদেব)। সাধনাসাধ্য ভগবানের নিজস্বরূপ যাহা দেখাইলেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন (বল্লভ)। তিনি বিশ্বমায়া নিবৃত্ত হেতু মদ্ভাব প্রাপ্ত হন, আর তাঁহাকে আবর্ত্তন করিতে হয় না (কেশব)।

গীতার একাদশ অধ্যায় শেষ হইল।—

এই অধ্যায়ের নাম বিশ্বরূপদর্শনযোগ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দিয়া আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানতঃ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এই অধ্যায়োক্ততত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন।—অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। অর্জ্জুন কেন এ বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন, এবং ভগবান্ই বা কেন ও কিরূপে তাঁহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। প্রথমে অর্জ্জুন মোহযুক্ত—ধর্ম্ম-সংমূঢ়চিত্ত হইয়া, যাহাতে তাঁহার শ্রেয় হইবে ও মোহ দূর হইবে, তাহা জানিবার জন্য—শিষ্যরূপে শিক্ষার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

অর্জ্জুন গীতার আরম্ভে বলিয়াছিলেন,—

কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্য স্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

ভগবান্ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগুরুর গুরু—'গুরুর্গরীয়ান্'। শিষ্যরূপে অর্জ্জুন ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান্ প্রথমে তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা গীতার প্রথম ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। তাহার পরে এই দ্বিতীয় ষট্‌কে পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব বা বেদান্ত জ্ঞান উপদেশ প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভের উপায় ভক্তি-যোগ উপদেশ দিতেছিলেন। এইরূপে যাহাতে অর্জ্জুনের মোহ দূর হয় ও শ্রেয়ো লাভ হয়, ভগবান্ তাঁহার প্রপন্নপ্রিয় শিষ্যকে তাহারই উপদেশ দিতেছিলেন। আমরা এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, যে ভক্ত

সাধক অর্জ্জুনের ন্যায় এই ভাবে পরমাত্মা পরমেশ্বরের শিষ্যরূপে শিক্ষার জন্য শরণ লন এবং এই গীতার শ্লোক মন্ত্ররূপে অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন করেন, তিনিও সেই পরম গুরু পরমেশ্বরের কৃপায়, অর্জ্জুনের ন্যায় এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন,—ভগবান্‌ তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া তাহার জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিয়া, তাঁহার নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ; করেন ;—তিনিও অর্জ্জুনের ন্যায় ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে দেখিতে পান।

সে যাহা হউক, অর্জ্জুন, ভগবানের নিকট আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মা পরমেশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, ভগবান্‌কে বলিলেন,

"মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্‌।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্‌॥" (গীতা, ১১।১-২)।

অর্থাৎ আমার অনুগ্রহার্থ,—আমার অজ্ঞানজ মোহ দূর করিবার জন্য, হে ভগবন্‌, তুমি যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মসংজ্ঞিত বচন বলিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইয়াছে। তোমার নিকট বিস্তারিত ভাবে ভূতগণের উৎপত্তি-লয়-তত্ত্ব ও তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম।

তাহার পর অর্জ্জুন বলিলেন,—

এবমেতদ্‌ যথাত্থত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥
(গীতা, ১১।৩)।

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর, তুমি যে আপনার পরমাত্ম-স্বরূপ বলিলে, তাহাই সত্য। এক্ষণে হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বররূপ—তোমার অব্যয় আত্মস্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অর্জ্জুন প্রথমে পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব

শ্রবণ করেন। এবং শ্রবণানন্তর পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া ('পরিপ্রশ্নেন'— ইতি গীতা, ৪।৩৪)—সে জ্ঞান উপদেশ পুনঃ পুনঃ চিন্তা বা মনন পূর্ব্বক তাহা যে সত্য, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করেন। তিনি তাই বলিলেন,—

"এবমেতদ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।"

অর্জ্জুন পূর্ব্বেও বলিয়াছিলেন,

"সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।"

(গীতা ১০।১৪)।

এইরূপে পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রবণ ও মননান্তর তাহার পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলে পর, বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য—বা সেই পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব দর্শন করিবার জন্য ও তাহা নিদিধ্যাসন জন্য, অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, অর্জ্জুন সেই পরমাত্মার অব্যয় স্বরূপ,—তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন,

"দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।"

অর্জ্জুন পুরুষোত্তমের এই ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, তিনি সে ঐশ্বররূপ দেখিবার যোগ্য নহেন। এই জন্য অর্জ্জুন সঙ্কোচের সহিত বলিলেন—

"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥" (গীতা, ১১।৪)

অর্থাৎ যদি তোমার ঐশ্বররূপ দেখিতে আমাকে শক্য বা সক্ষম অর্থাৎ অধিকারী মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, আমাকে তুমি অব্যয় আত্মাকে দর্শন করাও।

অর্জ্জুন ভগবানের নিকট অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম বচন শ্রবণ করিয়া এবং তাহা যে সত্য, তাহা মননপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই অব্যয় পরমাত্মার স্বরূপ—তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন।

এই পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কি, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করিতে হইবে।

পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব।—ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে সপ্তম অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত আপনার এই পরম অধ্যাত্ম স্বরূপ—অব্যয় আত্মার ঐশ্বররূপ বিবৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রথমে—সপ্তম অধ্যায়ে, সাধারণ ভাবে, পরমাত্মার ঐশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে,—অর্থাৎ যে তত্ত্ব সহজে বোধগম্য, তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরমাত্মা পরমেশ্বরের পরা ও অপরা দুই রূপ প্রকৃতি, তাহাই সর্ব্বভূতের যোনি, পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের প্রভব ও প্রলয়, সর্ব্বভূতের বীজ, তাহাদের জীবন, তিনি সকলের সার, তিনি যোগমায়া-সমাবৃত,—ত্রিবিধ গুণময়ী ভাবরূপ সেই দৈবী মায়া তাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত, তিনিই বাসুদেব-রূপে সর্ব্ব—ইত্যাদি তত্ত্ব সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পরে অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, সাধিভূত সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞ ঈশ্বর-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, ও শেষে যে অব্যক্ত হইতে কল্পারম্ভে সর্ব্বভূতের উদ্ভব ও কল্পান্তে যাহাতে তাহাদের লয় হয়, সেই অব্যক্তের অতীত যে অব্যক্ত সনাতন ভাব, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ভাব অব্যক্ত অক্ষর, তাহা পরম গতি, ভগবানের পরম ধাম। সেই অব্যক্তের অতীত সনাতন ভাব—পরম পুরুষ ভাব। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভাবেরই অন্তঃস্থ সর্ব্বভূত, তাঁহার দ্বারাই সমুদায় ব্যাপ্ত,—

"যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।" (গীতা, ৮।২২)

ইহাই গুহ্যতম পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব। নবম অধ্যায়ে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥”

(গীতা, ৯।৪-৫)।

এই বিশ্বাতীত (Trancendent) ও বিশ্বানুগ (Immanent) পরমাত্মতত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, এই পরমাত্মার যে অক্ষয় অব্যক্ত নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ বিশ্বাতীত ভাব, এবং তাঁহার যে বিশ্বানুগ সগুণ সোপাধিক পরম পুরুষ বা সর্ব্বভূতাত্মভূত সর্ব্ব-নিয়ন্তৃরূপ ও 'সর্ব্ব'রূপ ভাব, তাহা 'অব্যক্ত' ভাবের অতীত। এই অব্যক্ত ভাবই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি। পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, কল্পারম্ভে এই অব্যক্ত হইতে ভূতগণের উদ্ভব হয় ও কল্পান্তে তাহাতেই লয় হয়। নবম অধ্যায়ে ইহাই আবার উক্ত হইয়াছে। এ অধ্যায়ে আছে যে, সর্ব্বভূত কল্পক্ষয়ে তাঁহারই প্রকৃতিতে লীন হয়, এবং কল্পারম্ভে পুনর্ব্বার সেই প্রকৃতি হইতে তাহাদের বিসৃষ্টি বা বিশেষভাবে সর্জন হয়। এ স্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ সৃষ্টি লয় করেন, ভগবানই কল্পারম্ভে স্বীয় প্রকৃতিকে 'অবষ্টম্ভন'পূর্ব্বক চরাচর জগৎ বিসর্জ্জন করেন। অথচ তাঁহার পরমভাব এই অব্যক্ত বা প্রকৃতির অতীত হেতু তিনি এই সৃষ্টিলয় কর্ম্মে নিবদ্ধ হন না। তাঁহার এই প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে যে চরাচর ব্যক্ত হয়, তাহার অতীত তাঁহার যে এই পরম ভাব, তাহা অজ্ঞানীরা জানিতে পারে না। এই যে পরম ভাব—তাহা ভূতাদি, অব্যয় ভূতমহেশ্বর ভাব।

এইরূপে স্বপ্রকৃতি দ্বারে তিনি বহুধা বিশ্বতোমুখ হন, এবং এই জগৎ অভিব্যক্ত করিয়া তাহার পিতা মাতা ধাতা প্রভু স্বরূপ হন। তিনি বিশ্বরূপ, তিনিই বিশ্বের পিতা (বীজপ্রদ পিতা), প্রকৃতিরূপে তিনিই বিশ্বমাতা, তিনিই বিশ্বের ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, বিশ্বযোনি,

শরণ, প্রভব প্রলয় স্থান নিধান ও অব্যয় বীজ। তিনিই মূল শব্দরূপ—শব্দব্রহ্ম পবিত্র ওঁকার রূপে বেদ্য।

পরে দশম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার এ প্রপঞ্চাতীত পরম ভাব হইতে যে প্রপঞ্চরূপে ও প্রপঞ্চের নিয়ন্তারূপে বিশেষ অভিব্যক্তি বা প্রভব,—তাহার তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও আদি, সর্ব্ব অধিদৈবত ভাব তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত। তাঁহা হইতে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের পৃথক্‌বিধ ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাঁহা হইতে মহর্ষি ও মনুভাবের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপ অভিব্যক্তিই পরমেশ্বরের বিভূতি ও যোগ। ভগবান্ হইতেই সমুদায়ের উদ্ভব ও প্রবর্ত্তন হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীতা, ১০।৮)

অর্জ্জুন এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ও পরে মনন বা বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বমেতং ঋতং মন্যে।" তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভগবানের 'ব্যক্তি' অভিব্যক্তি বা প্রভব—দেবদানব কেহই জানিতে পারে না। ভগবানই পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব সর্ব্বজগৎপতি। তিনিই কেবল 'আত্মা-দ্বারা আত্মস্বরূপ জানেন'। তাহার পর, অর্জ্জুন, ভগবানের পরমাত্মস্বরূপের যে এই অপর ব্যক্ত ভাব—যে দিব্য আত্মবিভূতি সকল, যাহা অবলম্বনে পরমেশ্বরকে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়, তাহা বিশেষভাবে জানিতে চাহিলেন। ভগবান্‌ও তাহা উদ্দেশে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন যে,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

অর্থাৎ তাঁহার এক অংশ মাত্র এই বিশ্ব-জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিধৃত করিয়া অবস্থিত, সুতরাং তাহার পরম স্বরূপ—পরম ভাব এই প্রপঞ্চের অতীত।

এইরূপে পূর্ব্বে অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম বচন ভগবান্ অনুগ্রহ পূর্ব্বক

অর্জ্জুনকে বলিলে, তাহাতে অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া মনন পূর্ব্বক তাহা যে সত্য, তাহা সিদ্ধান্ত করিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন, 'ভগবন্! তোমার নিকট পরম গুরু অধ্যাত্মসংজ্ঞিত বচন শ্রবণ করিলাম, তোমার নিকট ভূতগণের 'ভব ও অপ্যয়' এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! এক্ষণে তোমার ঐশ্বররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি তোমার অব্যয় আত্মাকে দেখাও।

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা।—অর্জ্জুন যে পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় আত্মাকে দেখিতে চাহিলেন, তাহা সেই পরমাত্মার ঐশ্বর রূপ,—তাহা পরব্রহ্মের সগুণ সোপাধিক সপ্রপঞ্চ রূপ। তাহা পরব্রহ্মের নির্গুণ নিরুপাধিক প্রপঞ্চাতীত পরম অক্ষর রূপ নহে। যাহা পরমব্রহ্মের পরম (Transcendental) স্বরূপ, তাহার দর্শন হয় না। কেন না, তাহা দর্শন করিতে হইলে আর দ্রষ্টা-দৃষ্ট ভাব—জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব থাকে না। অর্জ্জুন তাহা দেখিতেও চান নাই। পরমেশ্বরের যে প্রভব দেবমানবাদির জ্ঞানের অতীত—তাহাও অর্জ্জুন দর্শন করিতে চান নাই। যেরূপে এই নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্ম সবিশেষ সোপাধিক রূপে অভিব্যক্ত হন, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে ও নিয়ন্তৃত্বে এবং তাঁহার প্রকৃতি হইতে ভূতগণের যেরূপে উদ্ভব হয় ও সেই প্রকৃতিতে যেরূপে ভূতগণের কল্পারম্ভে লয় হয়, অর্জ্জুন সে সকল গূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও তাহা দেখিতে চান নাই। এই বিশ্বের স্থিতি অবস্থায় পরমাত্মা পরমেশ্বররূপে সেই বিশ্বের সহিত যেরূপে সংসৃষ্ট, এই সৃষ্টির তিনি যে নিয়ন্তা, তিনি যে সর্ব্বভূতের আত্মা-রূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সর্ব্বভূতই যে তাঁহার আত্মার অভিব্যক্তরূপ, তাহাই অর্জ্জুন দেখিতে চাহিলেন। তাহা পরমাত্মা পরমেশ্বরের বিশ্বরূপে অর্থাৎ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তারূপে, অভিব্যক্ত (Immanent) ভাব। তিনি যে অংশে এ বিশ্ব-জগতে অনুপ্রবিষ্ট, ইহা পরমেশ্বরের সেই বিশ্বানুগ ভাব।

ইহা সেই পরম বিশ্বাতীত ভাবেরই অন্তর্ভূত। ভগবান্ দশম অধ্যায়ের শেষে তাঁহার বিভূতি-বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে বলিয়াছেন—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

ইহা এক অর্থে পরমেশ্বরের সেই অংশ। ইহাই ভগবানের ঐশ্বর-রূপ। ইহাই ভগবানের পরম বিভূতি—তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তরূপ। অর্জ্জুন ইহাই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা যোগদৃষ্টিতেই দর্শন সম্ভব। যাহা এই বিশ্বরূপের অতীত ভগবানের পরম (Transcendent) স্বরূপ, বলিয়াছি ত তাহার দর্শন সম্ভব নহে। তাই অর্জ্জুন কেবল পরমাত্মা পরমেশ্বরের ঐশ্বর (Immanent) রূপ দেখিতে চাহিলেন।

এইরূপে অর্জ্জুন প্রথমে পরম গূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেন, তাহার পর তাহা যে সত্য, তাহা মনন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং তাহার পর সেই পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্বমধ্যে যে ভাব দর্শন-যোগ্য, সেই বিশ্বরূপ অর্জ্জুন দেখিতে চাহিলেন।

পরমাত্মস্বরূপ দর্শনের উপায় ও অধিকার।—ইহা হইতে জানা যায় যে, পরম তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভের উপায় প্রথম শ্রবণ, তাহার পর মনন, তাহার পর দর্শন ও নিদিধ্যাসন। উপনিষদে এই উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো, মৈত্রেয়ি আত্মা বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

(বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫)

এই আত্মা যাহা শ্রবণ মনন দর্শন ও বিজ্ঞান বা নিদিধ্যাসন দ্বারা লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা বা সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ......স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ......এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।"

(বৃহদারণ্যক, ৩।৪।১)।

অতএব গীতায় এই যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন (Method) দর্শিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিসম্মত।

কিন্তু এ স্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। গীতা অনুসারে পরমাত্মার ঐশ্বর রূপ দর্শনের উপায় ভক্তিযোগ—একান্ত অনন্যভক্তিযোগ। তাহার তত্ত্ব নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলেও, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে যে পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের আত্মস্বরূপ তত্ত্ব। দেহী জীব সেই দেহীর বা জীবাত্মার তত্ত্ব প্রথমে এই শ্রবণ মনন দর্শন ও নিদিধ্যাসনরূপ উপায় দ্বারা লাভ করিতে পারে। তাহা গীতায় প্রথম ষট্‌কে উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু এই তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য যে নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি-পূর্ব্বক অধিকারী হইতে হয়, ও বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান লাভ জন্য যে ধ্যানযোগ সাধন করিতে হয়, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয় ষট্‌কে, পরমাত্মা—সর্ব্ব-ভূতাত্মা পরমেশ্বর তত্ত্ব, যে ঈশ্বরে অনন্যভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয়ে এই শ্রবণ মনন দর্শন ও নিদিধ্যাসনরূপ উপায়দ্বারা সাধন করিলে, তবে বিজ্ঞান সহিত জানা যায়, তাহা উপ-দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম ষট্‌কে অধ্যাত্মতত্ত্ব বা প্রতিক্ষেত্রে তাহার বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মতত্ত্ব ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে শ্রবণ করাইয়াছেন, সে স্থলে এই অনন্যভক্তিযোগের কোন কথা নাই। সাংখ্য জ্ঞান বা প্রকৃতি বিবিক্ত-পুরুষ তত্ত্ব বা প্রতিক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্র বিবিক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব জানি-বার জন্য এবং বিজ্ঞান সহিত যে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, ভক্তিযোগে

সাধনারও কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা পরমাত্মা পরমেশ-তত্ত্ব—যাহা সর্ব্বক্ষেত্রে একই ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব (গীতা ১৩।২), তাহা বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইলে এই ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন হয়। ইহা এই দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। আমরা ইহা সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা সে স্থলে দেখিয়াছি যে, পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সাধনার মূল ভিত্তি ভক্তি বা ভাবসমন্বিত প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনা। এই ভক্তিপূর্ব্বক সাধন শ্রুতিসম্মত।

শ্রুতিতে আছে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

(কঠ, ২।২৩; মুণ্ডক, ৩।২।৩)।

অর্থাৎ এই আত্মা (যাহা সর্ব্বান্তর পরমাত্মা তাহা) প্রবচন বা বেদাধ্যায়নাদি দ্বারা লভ্য নহে, মেধা বা গ্রন্থার্থ-ধারণ-শক্তি দ্বারা লভ্য নহে, শ্রুতি বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। যে সাধককে এই আত্মা বরণ করেন, সেই সাধকের দ্বারাই ইনি লভ্য হন, তাঁহারই নিকট ইনি স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ইহা হইতে জানা যায় যে, যে সাধক ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের শরণ লয়, তাঁহার আশ্রয়ে যোগযুক্ত হইয়া সাধনা করে, তাহাকেই সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর বরণ করেন, সে সাধক তাঁহার প্রিয় হয়, এবং সে সাধকের নিকট পরমাত্মা পরমেশ্বর আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে,

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ;
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর, ৬।২৩)।

অতএব পরাভক্তি-যোগে—ভগবানে আসক্তমনা হইয়া, তাঁহার আশ্রয়ে যোগে যুক্ত হইলে, সে সাধকের নিকট ভগবানের স্ব-স্বরূপ সমগ্রভাবে ভগবদনুগ্রহে প্রকাশিত হয়। গীতায় ইহাই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতির এই ভক্তিযোগের ইঙ্গিত অতি সামান্য। ইহার উপর কখন ভক্তিযোগ-সাধনা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গীতাই এই ভক্তিযোগের মূলসূত্র, গীতা হইতেই এই ভক্তি-সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলা যায়। শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র বা নারদভক্তিসূত্র গীতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন নাই।

গীতায় ইহা উক্ত হইয়াছে যে, যে জ্ঞানী ভক্তকে ভগবান্ বরণ করেন, তিনি ভগবানের প্রিয় হন। সুতরাং যে ভগবান্‌কে জানিয়া তাঁহার ভক্ত হয়, ভগবান্ সে প্রিয় ভক্তের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। জ্ঞানী ভক্তই ভগবানের প্রিয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।"

(গীতা, ৭।১৭)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।" (গীতা ১২।১৪-২০)

এইরূপে ভক্তিসাধন দ্বারা যোগ্য বা অধিকারী হইলে, তবে সে জিজ্ঞাসু প্রিয় ভক্তের নিকট ভগবান্ তাঁহার সমগ্র স্বরূপ প্রকাশ করেন, তবে তাহার বিজ্ঞানসহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এইজন্য ঈশ্বরভক্ত যোগীই শ্রেষ্ঠ। ইহা গীতায় বার বার উক্ত হইয়াছে। প্রথমে ষষ্ঠ অধ্যায়-শেষে ধ্যানযোগী সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

(গীতা, ৬।২৯)

এই সর্ব্বভূতস্থ আত্মা যে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর পরমাত্মা পুরুষোত্তম, এবং ঈশ্বর-যোগী যোগযুক্তাত্মা হইয়া যে সর্ব্বাত্মা-রূপে তাঁহাকে এবং তাঁহাতে স্থিত সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, এবং তাঁহার সহিত একত্বভাবে স্থিত হইয়া, তাঁহাকেই ভজনা করেন, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

(গীতা, ৬।৩১)

ভগবান্ আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, এই ঈশ্বরভক্ত যোগীই যুক্ততম,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

(গীতা, ৬।৪৭)

সেই যোগী যে 'যুক্ততম,' তাহার কারণ এই যে, সে সমগ্র পরমাত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিবার অধিকারী হয়, এবং বিহিত উপায়ে সাধনা করিলে বিজ্ঞান সহিত সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। তাই ভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন,—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥"

তাহার পর ভগবান্, সপ্তম অধ্যায় হইতে এই দ্বিতীয় ষট্‌কে সেই সমগ্র পরমাত্মতত্ত্ব এবং যে ভক্তিযোগে সে তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারা যায়, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ যেরূপ ভক্তিসাধনা দ্বারা যোগী পরমাত্মাতে আসক্তমনা হইয়া পরমাত্মাতে যুক্ত অন্তরাত্মা হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে যোগে যুক্ত হয়, সে যুক্ত-যোগী ভগবৎকৃপায় যেরূপে সমগ্র পরমাত্ম-তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারে, তাহা ভগবান্

ভক্ত শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, সে উপায় শ্রবণ, তাহার পর মনন, তাহার পর দর্শন ও নিদিধ্যাসন।

যাহা হউক, পরমেশ্বরে ভক্তিই যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের মূল ভিত্তি, তাহা পুনর্ব্বার দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্ম ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

(গীতা, ১০।১০-১১)

ইহার অর্থ আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাই যে গীতার সার উপদেশ, তাহা দশম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত করিয়াছি। ঈশ্বরে সদা যুক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভাব-সমন্বিত ভজনা ব্যতীত যে ভগবানের অনুকম্পা লাভ হয় না, তাঁহার অনুকম্পা বা কৃপা ব্যতীত যে ভগবানে উপগত হইবার বুদ্ধিযোগ পাওয়া যায় না, ও অজ্ঞানজ তমঃ দূর হয় না, তাহা সে স্থলে বিবৃত হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বরের ঐশ্বরীয়রূপ দেখিতে হইলে অনন্য-ভক্তিযোগে ভগবান্‌কে ভজনা করিতে হয়। সেই ভজনার ফলে ভগবানের অনুকম্পা লাভ হয়, তাঁহার প্রিয় হওয়া যায়। তখন ভগবান্ তাহাকে তাঁহাতে উপগত হইবার বুদ্ধিযোগ দান করেন, ও তাহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর করেন। তখন তাহার জ্ঞান-দীপ প্রজ্বলিত হয়। সে সাধক তাহা দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব সমগ্র ভাবে জানিতে পারে, ও বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য বা অধিকারী হয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে কেহ এ বিশ্বরূপ দেখে নাই। তাহার কারণ এ স্থলে বুঝিতে হইবে। ভগবানের বাক্য এই,—

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্‌॥" (গীতা, ১১।৪৭)।

এই বিশ্বরূপ পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই, তাহার কারণ ভগবান্‌ স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ভগবান্‌ বলিয়াছেন;—

"ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ র্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভি র্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥" (গীতা, ১১।৪৮)।

ভগবান্‌ আবার বলিয়াছেন,—

"নাহং বেদৈ র্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥"
(গীতা, ১১।৫৩)

যদি বেদযজ্ঞ অধ্যয়ন তপ দান যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা এ বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য না হওয়া যায়, তবে এ বিশ্বরূপ দর্শনের উপায় কি? আমরা দেখিয়াছি, সে উপায় অনন্যভক্তিযোগে সাধনা। তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্‌ তাহা বিশেষ ভাবে এ স্থলে বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"
(গীতা, ১১।৫৪)।

অতএব অর্জ্জুন ব্যতীত পূর্ব্বে যে আর কেহ এ বিরাট সুদুর্দ্দর্শ বিশ্বরূপ দেখেন নাই, তাহার কারণ ইহা হইতে জানা যায়। ব্যাখ্যা-কারগণ সাধারণতঃ "ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্" ইহার এই অর্থ

করেন যে, অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বে এ বিশ্বরূপ দেখেন নাই। যখন কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই এরূপ দর্শন সম্ভব, তখন অবশ্য এই অর্থ সঙ্গত। কিন্তু ইহার আরও এক অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে, বাস্তবিক অর্জ্জুনের পূর্ব্বে কেহ এ বিশ্বরূপ এরূপ ভাবে—এমন করিয়া দর্শন করেন নাই। তাহার কারণ ভগবান্ স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বেদযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞক্রিয়া বা উগ্র তপস্যা দ্বারা এ বিশ্বরূপ দর্শনীয় নহে। অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বিবিধরূপ সাধন দ্বারা তাহার ফলে এ বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না। কেবল অনন্যভক্তি দ্বারা এ বিরাট ঐশ্বররূপ জানা ও দেখা যায়, ও তত্ত্বতঃ তাহাতে প্রবেশ করা যায়। এ অনন্যভক্তিযোগ গীতাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রে ইহা প্রচারিত হয় নাই, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং বলা যায় যে, পূর্ব্বে কেহ এই গীতোপদিষ্ট অনন্যভক্তিযোগ সাধন করেন নাই।

এই গীতোপদিষ্ট ভক্তিমার্গে সাধন—এই যথোক্ত 'ধর্ম্মামৃত পর্য্যুপাসন' (গীতা, ১২।২০) বেদের সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। সুতরাং এই অনন্য একনিষ্ঠ ঈশ্বরে ভক্তিযোগ গীতার নিজস্ব। উপনিষদে ইহার যে ইঙ্গিত মাত্র আছে, তাহা সামান্য—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, গীতার পূর্ব্বে যে বেদোক্ত সাধনা প্রচলিত ছিল, সে সাধনা দ্বারা কেহ এ বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, অর্জ্জুনের সময়ে এই বেদোক্ত বেদযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞক্রিয়া, তপ—এই সাধন মাত্র প্রবর্ত্তিত ছিল এবং অর্জ্জুনেরও সে সাধনা যথাসম্ভব ছিল। সে ধর্ম্মকর্ম্ম বা সে সাধনার দ্বারা অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য হন নাই। কিন্তু অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও সখা ছিলেন বলিয়া ভগবৎকৃপায়

তাঁহার এ বিশ্বরূপ-দর্শন হইয়াছিল। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শিষ্যরূপে শরণাগত অর্জ্জুনের প্রার্থনায় তাঁহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি প্রসন্ন হইয়া আত্মযোগে যে বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই,—অর্জ্জুন বিনা পূর্ব্বে কেহ বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নাদি দ্বারা কখন এরূপ দেখিতে সক্ষম হয় নাই। কারণ, যে অনন্যভক্তিযোগে সাধনা করিলে, এ বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী হওয়া যায়, পূর্ব্বে সে ভক্তিযোগ-সাধনা প্রবর্ত্তিত ছিল না।

বলিয়াছি ত, এই পরমেশ্বরে একান্ত অনন্যভক্তিযোগ গীতার নিজস্ব। ইহাই যে গীতার গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ, তাহা গীতাশেষে উপসংহারে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও অসক্তবুদ্ধি হইয়া কর্ত্তব্যবোধে স্বধর্ম্মপালন করিলে, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। তখন ধ্যানযোগে যুক্ত হইলে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয় ও 'ব্রহ্মভূত' হওয়া যায়।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

(গীতা ১৮৷৫৪)

এইরূপ সাধনাদ্বারা যে পরাভক্তি লাভ হয়, তাহাই বিজ্ঞান সহিত পরম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের মূল উপায়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

(গীতা, ১৮৷৫৫)

পূর্ব্বে যে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যং অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গীতা, ১১৷৫৪)

ইহা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র।

অতএব এই পরাখ্যা অনন্যভক্তি দ্বারাই পরমাত্মার স্ব-স্বরূপ জানা যায় বা শ্রবণ ও মনন দ্বারা প্রথম পরোক্ষভাবে জানা যায়, ও তাহার পর অপরোক্ষভাবে তাহা দর্শন করা যায় বা তাহার অভিজ্ঞান লাভ হয়। এইরূপে তত্ত্বতঃ পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়। ইহাই গীতার সঙ্কলিতার্থ।

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের অধিকার। ইহা হইতে জানা যায় যে, পরম ঐশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইলে,—তাহা শ্রবণ, মনন, দর্শন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সমগ্র ভাবে জানিতে হইলে, ঈশ্বরে অনন্য একান্ত ভক্তিযোগে সাধনার প্রয়োজন। ভক্তি-সাধনার দ্বারাই ঐশ্বরতত্ত্ব সমগ্র ভাবে বিজ্ঞান সহিত জানা যায়। অর্জ্জুন ভগবানের প্রিয় ছিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, 'প্রিয়োঽসি মে' (গীতা, ১৮।৬৫)। আরও দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ভক্ত, তিনিই ভগবানের প্রিয় হইতে পারেন। সুতরাং অর্জ্জুন যে ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাই ভগবান্ শরণাগত অর্জ্জুনকে বুদ্ধিযোগ দিয়া, তাঁহাকে অনুকম্পার্থ তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া, তাঁহার জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিয়া, তাঁহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে অর্জ্জুন পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায়, ভগবান্ অর্জ্জুনকে সমগ্র পরমাত্ম-তত্ত্ব—অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম বচন শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন যেরূপে বা যেরূপ সাধনা করিলে সেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে পারিবেন, তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন; অর্জ্জুনও ভগবৎপ্রসাদে বুদ্ধিযোগ লাভ করতঃ প্রকৃত মননের দ্বারা সেই শ্রুততত্ত্ব সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে পরোক্ষ ভাবে এই পরম অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, তাহা সমগ্র ভাবে, বিজ্ঞান সহিত জানিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবানের পরমাত্ম-স্বরূপ-তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন। তিনি নিজে সাধনার ফলে তাহা দেখিতে পারিলেন না। তিনি ভগবানের

শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপায় এ ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন। ভগবান্‌ পূর্ব্বেই অর্জ্জুনের আত্মভাবস্থ হইয়া, তাঁহার অন্তরে ভাস্বর জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিয়া, তাঁহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দিয়াছিলেন, তাই অর্জ্জুন পরমাত্মার এ ঐশ্বর রূপ দেখিবার জন্য ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুন আপনাকে সে ঐশ্বররূপ দর্শনের যোগ্য বা অধিকারী মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্‌॥" (গীতা, ১১।৪)

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, অর্জ্জুন আপনাকে বিশ্বরূপ দর্শনে অধিকারী মনে করেন নাই, অথবা মনে করিলেও, সে অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাই তিনি সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের সহিত ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুনের যে এ বিশ্বরূপ দর্শনে যোগ্যতা বা অধিকার ছিল, তাহা ভগবান্‌ মনে করেন নাই। তিনি কৃপা করিয়াই প্রিয় অর্জ্জুনকে তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখাইয়াছিলেন বা স্বীয় তনু প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ দর্শনে যে অর্জ্জুনের প্রকৃত অধিকার ছিল না, তাহা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরাভক্তি দ্বারাই পরম ঐশ্বররূপ দর্শনের অধিকারী হওয়া যায়। শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, "যে সাধকের সেই পরম দেবে পরাভক্তি থাকে ও সেইরূপ পরম গুরুতে পরম ভক্তি থাকে, সেই মহাত্মার নিকট সেই পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়—সেই পরম গুরুর নিকট ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণানন্তর মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ প্রকাশিত হয়।" যে প্রিয়ভক্তকে পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া তাঁহার নিকট তিনি তাঁহার 'স্বীয় তনু' বা স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন।

অর্জ্জুনের নিকট ভগবান্‌ কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় তনু বা তাঁহার ঐশ্বর

রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে,—অর্জ্জুনের প্রার্থনায় তাঁহাকে আত্ম-যোগে স্বকীয় পরম তেজোময় বিশ্ব অনন্ত আস্ত রূপ দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুন তাহা অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই। কারণ, যে অনন্ত-ভক্তি দ্বারা এ ঐশ্বররূপ দর্শনের যোগ্যতা হয়, অর্জ্জুন সেরূপ অনন্য-ভক্তি লাভ করেন নাই।

ইহা আমরা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। অর্জ্জুন অবশ্য ভগবানের ভক্ত, ভগবানের প্রিয়। অর্জ্জুন মানুষের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ—আদর্শ মানুষ। তিনি নর ঋষির অবতার—বিশেষ সাধনসম্পত্তিসম্পন্ন। তথাপি তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি মোহযুক্ত হইয়া সেই মোহ দূর করিবার জন্য—যাহা শ্রেয়ঃ তাহা শ্রবণের জন্য, ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া-ছিলেন। এইরূপে জিজ্ঞাসু হওয়ায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুনও, তাহা যে সত্য, তাহা মনন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের অধিকার আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু পরমাত্মার সেই ঐশ্বর রূপ দর্শনে তাঁহার যে পূর্ণ অধিকার হইয়াছিল, ইহা বলিতে পারা যায় না এবং তিনি যে সে পরম ঐশ্বররূপ জ্ঞাত হইয়াও তাহা দর্শন ও দর্শনানন্তর নিদিধ্যাসনদ্বারা তাহাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবান্ এ স্থলে অতি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই এই বিরাট বিশ্বরূপ জানিতে, দেখিতে ও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারা সম্ভব হয়। প্রথম অনন্যভক্তি দ্বারা পর-মাত্মা পরমেশ্বরের পরমতত্ত্ব পরম অধ্যাত্মস্বরূপ জানিতে হয়। সে জানার উপায় পরম গুরুর নিকট শ্রবণ ও শ্রবণানন্তর মনন, তাহা বলিয়াছি। অর্জ্জুন কিরূপে ভগবানের শরণ লইয়াছিলেন, এবং পরমগুরু পরমাত্মা ভগবান্ তাঁহাকে এ পরম অধ্যাত্ম বচন শ্রবণ করাইয়াছেন, এবং অর্জ্জুনও তাহা

কিরূপে মনন পূর্ব্বক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু যে একান্ত অনন্য-ভক্তি দ্বারাই সেই পরমাত্মস্বরূপ, শ্রবণ ও মনন পূর্ব্বক পরোক্ষ জ্ঞান লাভের পর, তাহা দর্শন করিতে পারা যায়, তাহার বা অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধি হয় এবং এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই ভাবযুক্ত হওয়া যায়, সেই ভাবে নিদিধ্যাসন দ্বারা ভাবিত হওয়া যায়, এবং শেষে সেই পরম ঐশ্বর ভাবে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করা যায়,—সে অনন্য-ভক্তি অর্জ্জুনের ছিল না। অর্জ্জুন ভগবানের প্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অনুকম্পার্থই ভগবান্ পরম অধ্যাত্ম-বচন শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনায় এ বিশ্বরূপও দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন আপন অধিকার বা যোগ্যতা দ্বারা আপন সাধনাবলে, এ বিশ্বরূপ দেখিতে পান নাই। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রার্থনায় তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি দিয়া, এ বিশ্বরূপ দেখাইলেও অর্জ্জুন তাহা অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বার বার প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন, সসম্ভ্রম নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর বিরাট্ রূপ—সে প্রবৃদ্ধ কাল-রূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। সে রূপ সংবরণপূর্ব্বক চতুর্ভুজরূপ দেখাইবার জন্য তিনি ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ভগবান্‌কে বলিলেন,—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥"

(গীতা, ১১।৪৫-৪৬)

ভগবান্ তখন অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিলেন, এবং সে বিশ্বমূর্ত্তি সংবরণ-পূর্ব্বক চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ও পরে "মানুষী"-তনু আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপ দেখাইয়া আশ্বস্ত করিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—

"মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥" (গীতা, ১১।৩৯)

অতএব, অর্জ্জুন পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মননের অধিকারী হইলেও ভগবানের ঐশ্বর রূপ দর্শনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনে যোগ্যতা না থাকিলেও, ভক্ত অর্জ্জুনের প্রার্থনায় ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সখারূপে পাইয়া তাঁহার প্রিয়ভক্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"প্রিয়োঽসি মে" (গীতা, ১৮।৬৫)। তাই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া অর্জ্জুন তাঁহার নিকট পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এবং তাহা মনন পূর্ব্বক সত্য সিদ্ধান্ত করিয়া বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥" (গীতা ১১।৪৭)

ভগবান্ আরও বলিলেন যে,

"সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥"

(গীতা ১১।৫২)

অতএব, এই সুদুর্দ্দর্শ রূপ দেখিবার প্রকৃত অধিকার অর্জ্জুনের পূর্ব্বে কাহারও ছিল না। যে গীতোপদিষ্ট পরাভক্তি লাভ করিলে, এই পরম ঐশ্বর স্বরূপের অভিজ্ঞান ও দর্শনযোগ্যতা হয়, সে পরাভক্তি অর্জ্জুনের ও তাঁহার পূর্ব্বে কাহারও লাভ হয় নাই। অর্জ্জুন আদর্শভক্ত ছিলেন না, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। এজন্য ভগবান্ বার বার অর্জ্জুনকে প্রকৃত ভক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। নবম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

গীতা ৯।৩৪

এই অধ্যায়-শেষে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রকৃত অধিকারী হইবার জন্য উপদেশ দিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

(গীতা, ১১।৫৫)

এবং গীতা-শেষে গীতার্থ সমাহার পূর্ব্বক উপসংহারে ভগবান্ এই সর্ব্বগুহ্যতম পরম বচন বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

(গীতা, ১৮।৬৫)।

ইহা হইতে জানা যায় যে, অর্জ্জুন পরাভক্তি বা অনন্য-ভক্তি তখনও

লাভ করিতে পারেন নাই। যে গীতোক্ত উপায়ে ভক্তিযোগ সাধনা করিলে, পরম ঐশ্বর রূপ দর্শনের উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারা যায়, সে সাধনা অর্জ্জুনের তখনও ছিল না। এজন্য তিনি সঙ্কোচের সহিত ভগবানের নিকট এই বিশ্বরূপ দেখিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াছি।

অর্জ্জুন ভগবান্‌কে আপনার সখা সারথি বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপেই জানিতেন। তাঁহার পরম স্বরূপ—তাঁহার পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বরূপ তিনি জানিতেন না। এ জন্য অর্জ্জুনের এ সখ্যভাবে সাধনায় পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ হয় নাই। তিনি ভগবান্‌কে পরমেশ্বর পুরুষোত্তম-রূপে পূর্ব্বে জানিতেন না,—তাহা যে গীতা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিজসখাকে পরমজ্ঞানী জানিয়া তাঁহার নিকট যাহা কর্ত্তব্য—যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। তাই ভগবান্ তাঁহাকে শ্রেয়োলাভের জন্য—তাঁহাকে কর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য, প্রথমে আত্মজ্ঞান, এবং তাহা লাভের উপায় বা সাধনা কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার পর অর্জ্জুনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাঁহাকে পরম অধ্যাত্ম-বচন—আপনার পরমাত্মস্বরূপ বলিয়াছিলেন। সেই পরম অধ্যাত্ম-বচন শ্রবণ ও মনন করিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর হইয়া-ছিল, তাঁহার পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তিনি তাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন।

অতএব যে অনন্য-ভক্তিযোগে পরমেশ্বরকে সাধনা করিলে, অন্তরে এই পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, পরমেশ্বরে সে অনন্য একান্ত ভক্তি তখনও অর্জ্জুনের লাভ হয় নাই। এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশেষভাবে এই ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন এবং এই ভক্তিযোগে সাধনায় যেরূপ পরম অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান-সহিত লাভ হয়, তাহা বিবৃত করিয়া-ছিলেন। অর্জ্জুন শিষ্যরূপে শ্রেয়োলাভের জন্য ভগবানে প্রপন্ন হইয়া-

ছিলেন বলিয়া, অর্জ্জুন এই পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে পরাভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরের অভিজ্ঞান লাভ হয়, তাঁহার ঐশ্বররূপ দর্শন হয় ও তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়, সে পরাভক্তি অর্জ্জুনের তখনও লাভ হয় নাই। তখনও অর্জ্জুনের যোগদৃষ্টি উন্মুক্ত হয় নাই। এজন্য তিনি বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী ছিলেন না। ভগবানের অনুকম্পায় যোগদৃষ্টিলাভ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও অর্জ্জুন অনেকক্ষণ তাহা দেখিতে পারেন নাই, এবং ভীত হইয়া সে ঘোররূপ সংবরণ করিবার জন্য ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াছি।

যে পরাভক্তি সহকারে যোগসাধনায় দিব্যদৃষ্টি বা যোগ-দৃষ্টি লাভ করিয়া এ বিশ্বরূপ দর্শনের সামর্থ্য হয়, সে দিব্যদৃষ্টি অর্জ্জুনের ছিল না। এইজন্য অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে ভগবান্ বলিলেন,—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥"

(গীতা, ১১।৮)।

দিব্যদৃষ্টি।—এই দিব্য দৃষ্টির কথা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে। যে দৃষ্টি দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় ঐশ্বররূপ দর্শন হয়, যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা করিলে আমাদের এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

আমরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ মূল প্রমাণ দ্বারা লৌকিক বিষয়জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। এই প্রমাণ-বৃত্তি আমাদের চিত্তেরই বৃত্তি বা ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা অলৌকিক বিষয়জ্ঞানলাভ হয় না। তবে শ্রুতিরূপ শব্দপ্রমাণ বা শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা তাহার শ্রবণ ও মনন হইতে আলৌকিক বিষয়ে শাস্ত্র-দৃষ্টি লাভ হইতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। প্রমাণজনিত প্রমাজ্ঞান এই ব্যব-

হারিক জগতে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহাদ্বারা আমাদের পরমার্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা লাভ হয় না। বেদান্ত-শাস্ত্র অনুসারে এই পরমার্থ জ্ঞান লাভের উপায় আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, তাহা বলিয়াছি। এই শ্রবণ—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানোপদেশ-শ্রবণ। ইহা কেবল শব্দ-প্রমাণমাত্র নহে। মনন বা চিন্তন দ্বারা এই শ্রুততত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক, অনুমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে হেতু-শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত উপায়ে সেই শ্রুত তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হয় এবং তাহার পর সেই তত্ত্বের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্য নিদিধ্যাসন বা বিহিত উপায়ে ধ্যান সাধন করিতে হয়। এই ধ্যানের পরিণামে এই দিব্যদৃষ্টি লাভ হইতে পারে। শ্রবণ ও মননের পর, অর্জ্জুন পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই তত্ত্ব নিদিধ্যাসন জন্য—কোন্ কোন্ ভাবে পরমেশ্বর চিন্তনীয়, তাহা জানিবার জন্য, ভগবানের বিভূতি—বিভিন্নভাবে তাঁহার অভিব্যক্তি পূর্ব্বে জানিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার যে যে বিভূতি বর্ণনা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে দশম অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরে নিদিধ্যাসন-পরিপাকে যেরূপে সেই অব্যয় আত্মার ঐশ্বর রূপ দর্শন করা যায়, অর্জ্জুন সেই ঐশ্বর রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সেই দিব্য অব্যয় বিশ্বরূপ আমাদের এই চক্ষুতে দর্শন করা যায় না, কেবল দিব্যদৃষ্টিতেই তাহার দর্শন সম্ভব হয়। এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই দিব্যদৃষ্টি দিয়া সে রূপ দেখাইয়াছিলেন। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে এ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বুঝিতে হইবে।

দিব্যদৃষ্টি দ্বারা পরমার্থতত্ত্ব দর্শন করিবার জন্য বেদান্তে যে শ্রবণ, মনন, দর্শন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ এই নিদিধ্যাসন বা যোগতত্ত্ব পাতঞ্জল-দর্শনে বিস্তারিত ও বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে, যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ-জনিত প্রমাণ, তাহা

চিত্তেরই এক বৃত্তি মাত্র। এই প্রমাণ হইতে যে প্রমাজ্ঞান হয়—তাহাও বৃত্তিজ্ঞান মাত্র। ইহাতে চিত্তে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বা দ্রষ্টা-দৃষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যোগ অর্থে চিত্তবৃত্তিনিরোধ (পাতঞ্জল সূত্র, ১।২)। এই যোগ সিদ্ধ হইলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয় (পাতঞ্জল দর্শন, ১।৩)। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে, বৃত্তিস্বরূপে বৃত্তিজ্ঞানের সহিত একীভূত হইয়া সেইরূপে দ্রষ্টা অবস্থান করেন,—স্বীয় দ্রষ্ট-রূপে অবস্থান করেন না। দ্রষ্টা-রূপে অবস্থান করিতে হইলে—স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, যোগরূপ উপায়ে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, সুতরাং প্রমাণ-বৃত্তিরও নিরোধ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ-প্রমাণজ প্রমাজ্ঞানে অবস্থান করিলে তাহার স্বীয় দ্রষ্টা স্বরূপ লাভ হয় না।

ইহার ব্যাস-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, এ সূত্রে যখন 'সর্ব্ব' শব্দ নাই, অর্থাৎ সর্ব্বরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা নাই, তখন যোগ অর্থে কেবল সর্ব্ব-চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ বুঝিতে হইবে না। কতক চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ বা চিত্ত-বৃত্তির সংযমও বুঝিতে হইবে। চিত্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক; এজন্য ইহা প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল। চিত্তের তামস ও রাজস অবস্থা নিরোধ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক অবস্থায় স্থিত হইলেও তাহাকে যোগ বলা যায়। সে যোগকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। সবিচার ও সবিতর্ক সমাধি তাহার অন্তর্গত। আর সর্ব্ব-চিত্তবৃত্তির নিরোধে যে যোগ—তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে যখন সাত্ত্বিক চিত্তের তমোমল একেবারে দূর হয় ও কেবল রজোলেশ থাকে, তখন তাহার ধর্ম্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য ভাব হয়—চিত্ত এই ধর্ম্মাদির অভিমুখী হয়। আর যখন রজোমলও দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়। তখন চিত্ত 'জ্ঞ'-স্বরূপ আমার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট গ্রহণ করিয়া যে জ্ঞান স্বরূপ হয়, তাহাতে সে সত্ত্বের (চিত্তের) ও পুরুষের (আত্মার) ভেদ উপলব্ধি

করে। এই অবস্থায় ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয়। এই অবস্থা তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিবেকখ্যাতির পরাকাষ্ঠা অবস্থা। কিন্তু ইহাও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা।

সে যাহা হউক, এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায়, এই চিত্তের আংশিক নিরুদ্ধ শুদ্ধ সাত্ত্বিক অবস্থায়, চিত্তের প্রমাণ-বৃত্তি শুদ্ধ নির্ম্মল হয়। তখন সবিচার ও সবিতর্ক সমাধি লাভ হেতু জ্ঞানের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়। সেই অবস্থায় প্রমাণ-জনিত জ্ঞানকে 'প্রজ্ঞা' বলে। তাহা সাধারণ প্রমা-জ্ঞান হইতে ভিন্ন। আর সে অবস্থায় প্রমাণ—সাধারণ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ-প্রমাণও নহে। তখন সে প্রমাণ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। চিত্তের এই সম্প্রজ্ঞাত—বা সবিচার ও সবিকল্প সমাধি অবস্থার প্রমাণ এই তিনরূপ—ও তাহা হইতেই প্রজ্ঞা লাভ হয়। ইহাদের মধ্যে নিদিধ্যাসন দ্বারা যে প্রজ্ঞা লাভ হয়, তাহাকে 'ঋতম্ভরা' প্রজ্ঞা বলে। তাহা 'ঋত' বা সত্য দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব প্রজ্ঞাও দুইরূপ—এক শ্রবণ ও মনন-জনিত প্রজ্ঞা, আর এক নিদিধ্যাসন-জনিত প্রজ্ঞা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। যিনি এই প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ (গীতা ২।৫৭)। তিনি প্রজ্ঞানেত্র হন,—তাঁহারই প্রজ্ঞানেত্রে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

'সর্ব্বং তৎপ্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানেত্রে প্রতিষ্ঠিতং
প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ।' (ঐতরেয় উপঃ ৫।৩)।

এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-জনিত ত্রিবিধ প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তম যোগ লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে—

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥"

এই আগম = শ্রবণ, অনুমান = মনন, এবং ধ্যানাভ্যাসরস = নিদি-ধ্যাসন। শ্রবণ ও মনন-জনিত প্রজ্ঞা সাধারণ। কিন্তু নিদিধ্যাসন-

জনিত প্রজ্ঞা—বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা অসাধারণ। ধ্যানাভ্যাসরস দ্বারা এই অসাধারণ প্রজ্ঞা লাভ হয়। পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে,—

'শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ।'

(পাতঞ্জল দর্শন, ১।৪৯)।

অর্থাৎ অশুদ্ধিরূপ আবরণমলাবিহীন প্রকাশাত্মক বুদ্ধি সত্ত্বের যে রজস্তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত স্বচ্ছরূপে স্থিতি হয়, সে অবস্থায় যে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়—যাহাতে অধ্যাত্মপ্রসাদ হয়—ও প্রজ্ঞালোক প্রস্ফুটিত হয়, তাহাতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভ হয় (পাতঞ্জল দর্শন, ১।৪৮ ব্যাসভাষ্য) সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা শ্রুতি ও অনুমান-জনিত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্ন—তাহাতে বিশেষ অর্থ প্রকাশিত হয়।

ইহার ভাষ্যে ব্যাস বলিয়াছেন যে, যাহা শ্রুত আগম বিজ্ঞান, তাহা সামান্য-বিষয়ক। অর্থাৎ তাহাতে সামান্যের জ্ঞান হয় মাত্র। সে জ্ঞান ভাষাভাষা, বাহ্য, উপর উপর। অনুমান বা মনন সম্বন্ধেও সেই কথা। অনুমানও সামান্য-বিষয়ক। যেখানে 'প্রাপ্তি' আছে—অর্থাৎ দেশান্তর-সংযোগ আছে, সেখানে অনুমানের গতি আছে, আর যেখানে সে প্রাপ্তি নাই, সেখানে অনুমান যাইতে পারে না। অনুমান দ্বারা সামান্যরূপেই উপসংহার বা সাধ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। অতএব কোন একটি 'বিশেষ' শ্রুত বা অনুমান জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। আরও সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তুরও লোকপ্রত্যক্ষ দ্বারা গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যে এই 'বিশেষ' অপ্রামাণিক—সুতরাং নাই, ইহাও বলা যায় না। যে 'বিশেষ' লোকপ্রত্যক্ষ শব্দ প্রমাণ বা অনুমানের বিষয় হইতে পারে না; এজন্য যেই বিশেষ যে নাই, তাহা কখন বলা যায় না। ভূতসূক্ষ্ম বা পুরুষ বা অন্য বস্তুর যাহা বিশেষ, তাহা এই সমাধি প্রজ্ঞা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। এই ঋতম্ভরা সমাধিই বিশেষার্থ-প্রকাশক। শ্রুতি ও অনুমানজ প্রজ্ঞা হইতে এইজন্য এই সমাধিজ

প্রজ্ঞার বিশেষত্ব। ইহাই এক অর্থে যোগজপ্রজ্ঞা। বৌদ্ধ দর্শনে ইহাই 'বোধ' বা 'বোধি'।

পাতঞ্জলদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই তিনকে একত্র সংযম বলে (পাতঞ্জল সূত্র ৩।৪)। যখন এই সংযম জয় বা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়, তখন প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হয়।

"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।" (পাতঞ্জল সূত্র, ৩।৫)।

ব্যাস ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, "যত্র যত্র সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি, তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদীভবতি।" অর্থাৎ যেখানে যেখানে বা যে বস্তুতে সমাধিপ্রজ্ঞা স্থির হয়, সেইখানে সমাধিজ প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হইয়া, তাহার সূক্ষ্ম ব্যবহিত অর্থ—তাহার 'বিশেষ' তত্ত্ব প্রকাশিত করে। যে ভূমিতে বা যে ধ্যেয় বস্তুতে তাহার বিনিয়োগ হয়, সেই সম্বন্ধেই প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয় ("তত্র ভূমিষু বিনিয়োগঃ"—পাতঞ্জল দর্শন, ৩।৬) তাহার বিশেষার্থ তাহার ভিতরের তত্ত্ব তখন প্রকাশিত হয়। *

* আমরা এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্বদর্শনের এই পন্থা (Method) কতকটা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত বার্গসোঁ এবং জর্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত অয়েকেন্‌ই প্রধান। বার্গসোঁ এই তত্ত্বদর্শনের—বস্তুর বিশেষার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে Intuition বা Direct Vision বলিয়াছেন। লি. রয় তাঁহার লিখিত বর্গেসোঁর এই নূতন দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"To return to the direct view of things beyond all figurative symbols, to descend into the inmost depth of being, to watch the throbbing life in its pure state, and listen to the secret rhythm of its inmost breath, to measure it, at least so far as measurement is possible, has always been the philosopher's ambition." (p. 12).

বার্গসোঁ স্বয়ং তাঁহার Creative Evolution নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—

"What we ordinarily call fact is not reality such as it would appear to an immediate intuition, but an adaptation of reality to practical interest and the demands of social life." (p. 321).

গীতাতে উক্ত হইয়াছে,

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥" (৫।১৬)

অর্থাৎ চিত্তের অজ্ঞান বা রজস্তমো মলা নষ্ট হইলে, তবে এই প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। গীতায় আরও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ধ্যানযোগেই এই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধ্যানযোগে পুনঃপুনঃ যত্ন বা অভ্যাস দ্বারা বা ধ্যান

বার্গসোঁর মতে আমরা সাধারণ বুদ্ধি (intellect) দ্বারা (সাধারণ প্রমাণ-বৃত্তি দ্বারা) যে বস্তুতত্ত্ব জানিতে পারি, তাহা প্রকৃত নহে। কেবল অন্তরের আলোক (Intuition) দ্বারাই তাহা বিশেষ ভাবে জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন,—

"Intuition and intellect represent two opposite directions of the work of consciousness. Intuition goes in the very direction of life. Intellect in the opposite direction. * * * Intellect is characterised by a natural inability to know life. Intuition is sympathy, and turned towards life,"

বার্গসোঁ এ স্থলে যে Instinctএর কথা বলিয়াছেন,—যাহার মধ্যে 'sympathy' নিহিত, তাহাই ইহার মতে Intuitionএর মূল।

এই যে Intuition—ইহা এক অর্থে প্রজ্ঞালোক। ইহাই Direct vision or illumination। ইহার কথা ব্যাখ্যাভূমিকায় উক্ত হইয়াছে। ইহাকে জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর Stand-point .of pure contemplation বলিয়াছেন। লি. রয় বলিয়াছেন,—

"The attempt at return to the stand point of Pure contemplation and disinterested experience (অর্থাৎ রজস্তম মলাহীন বৃত্তিজ্ঞান) is a task very different from the taste of Sciennce." (p. 19).

কিরূপে এই বিজ্ঞান—এই standpoint of Pure contemplation এই immediate knowldge অথবা pure intuition লাভ হইতে পারে? যে যোগসাধনা দ্বারা এই চিত্তবৃত্তির সংযম দ্বারা ইহা লাভ হইতে পারে বা এই প্রজ্ঞালোক উৎপন্ন হয়, তাহা পাশ্চাত্যদর্শনে কোথাও বিবৃত হয় নাই। লি. রয় বলিয়াছেন.—

"The act of pure intuition demands so great innner tention from thought that it can only be very rare and very fugitive, a few rapid gleams here and there and these dawning glimpses must be ustained, and afterwards united.

(Vide Henri Bergson's new philosophy by Le Roi. p. 38.)

সিদ্ধিতে যে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার কারণ, এই ধ্যান—যাহা ধ্যান ধারণা ও সমাধি ইহার সাধারণ নাম বা সাধারণ ভাবে সংযমেরই নামান্তর,—তাহা দ্বারা চিত্তে বিশেষ ভাবের বা রসের অভিব্যক্তি হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"ধ্যানাভ্যাসরসেন।" এই রসের দ্বারা চিত্ত আপ্লুত হয়, তন্ময়তা লাভ হয়। তখন সেই ভাবে ভাবিত

লি. রয় আরও বলিয়াছেন,—

"Absolute revelation is only given to the man who passes into the object, flings himself upon its stream, and lives within its rhythm. * * * The philosopher must listen in a manner to their inward breathing, and above all supply the effort of sympathy by which he establishes himself in the object, becomes in intimate terms with it, tunes himself to its rhythm and in a manner lives it."

[Ditto. p. 41-42].

আমাদের পরমাত্মা ও ঈশ্বর তত্ত্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কথা খাটে,—

"Who has the absolute knowledge of religion,—he who analyses it in psychology sociology history and metaphysics, or he who from within by a living experience, participates in its essence, and holds communion with its duration ?

Ditto. p. 48.

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। বার্গসেঁার মতে, "To journey towards living intuition is the philosophers task." তিনি আরও বলিয়াছেন,

"Metaphysical intuition creates light and truth on all mental planes." ইহাই এক অর্থে স্বতন্ত্রা প্রজ্ঞালোক। কিরূপে ইহা লাভ হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদর্শনে কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই।

এ স্থলে এই পাদটীকায় আমরা আরও একটি কথা উল্লেখ করিব। নিদিধ্যাসন দ্বারা বা ধ্যানধারণা ও সমাধিরূপ সংযম জয়ে যে স্বতন্ত্রা প্রজ্ঞালোক প্রকাশ হয়, সেই প্রজ্ঞাই প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান—আন্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এজন্য তাহা বিশেষার্থ প্রকাশক। বার্গসোঁ তাহাও বলিয়াছেন। তাঁহার Theory of perception স্বতন্ত্র। সে সম্বন্ধে লি. রয় বলিয়াছেন,—

"If the act of perceiving realises the living communion of the subject and object in the image, we must admit that here we have the perfect knowledge which we wish to obtain always, we

হইয়া সেই যোগী যেন সেই ধ্যেয় বস্তুর সহিত তন্ময় হইয়া যায়, একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়, তাহাদের মধ্যে আত্মার অনুপ্রবেশ হয়, তাহাদের সহিত আপনার ভেদ বা ব্যবধান যেন দূর হইয়া যায়—সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়। গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।" (গীতা, ৫।৭)

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"
(গীতা, ৬।২৯)

ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"
(গীতা, ৬।৩২)

resign ourselves to conception, only for want of perception, and our ideal is to convert all conception into perception Doubtless we might define philosophy by this same ideal, as an effort to expand our perceptive power until we render it capable of grasping all the wealth and all depth of reality at a single glance.

New philosophy. p. 157.

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

Kant has conclusively established that what lies beyond language can only be attained by direct vision not by dialectic progress. His mistake was that he afterwards believed such a vision for ever impossible.

Ditto. p. 157.

এই যোগদৃষ্টির কথা ব্যাখ্যাভূমিকায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছিল। এজন্য এ স্থলে তাহা বিবৃত হইল।

এইরূপে যোগজ প্রজ্ঞা দ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়, সুখ বা দুঃখ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র আত্ম-উপমায় সমদর্শন হয়। ইহার মূল নিদিধ্যাসন—বা যোগাভ্যাসরস। ইহার দ্বারাই সর্ব্বভূতের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া যায়,—সর্ব্বভূতের সহিত সহানুভূতি বা সমবেদনা (sympathy) ঘনীভূত হয়, তাহারা আপন আত্মা হয়, সর্ব্বত্র একরস একাত্মত্ব সিদ্ধ হয়।

এইরূপে জ্ঞান—জ্ঞেয় সকলকে আপন করিয়া লয়। জ্ঞান তখন অনন্ত হয়, জ্ঞেয় যাহা জ্ঞানের বাহিরে থাকে, তাহা অল্প হইয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্।"

(পাতঞ্জলদর্শন, ৪।৩১)

ইহাই পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগদৃষ্টির ফল—চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইলে ধ্যান অভ্যাস দ্বারা ধ্যানে পরিপাকে বা সংযম-জয়ে, যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, এই সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন, বা সমদর্শন, ও জ্ঞানের এইরূপ অনন্ত সম্প্রসারণ, তাহারই ফল। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। ইহা অবশ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শ্রেষ্ঠ ফল। কিন্তু এই সমাধিতেও দ্রষ্টৃ-দৃষ্ট-ভেদ থাকে—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভেদ থাকে। চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ না হইলে—সমাধি নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত না হইলে—দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয় না। এই প্রজ্ঞার পারে ('প্রজ্ঞাপারমিতা,) না যাইলে কেবল দ্রষ্টা-স্বরূপে বা নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান সিদ্ধ হয় না। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।"

(পাতঞ্জল সূত্র, ১।৫১)

অর্থাৎ যে সমাধি দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে লাভ হয়, সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর আরও এক অবস্থা আছে, তাহা নির্ব্বীজ সমাধি। তাহা উক্ত সবীজ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থার অতীত, তাহাতে প্রজ্ঞা-

লব্ধ সংস্কার সমুদায়ের বীজ সকলও আর থাকে না, তাহাতে আর ব্যুত্থানও হয় না। এজন্য তাহা নির্ব্বীজ সমাধি। তখনই পুরুষ শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ জ্ঞস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে কৈবল্য মুক্তি। ইহার তত্ত্ব গীতার দ্বিতীয় ষটকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি।

কিন্তু ইহাও শেষ নহে। সেই কথা না বুঝিলে গীতোক্ত সাধনা-তত্ত্ব বুঝা যাইবে না, এবং গীতোক্ত এই যোগ-দৃষ্টির কথাও বুঝা যাইবে না। সে কথা বুঝিতে হইলে উপনিষদোক্ত যোগতত্ত্ব বুঝিতে হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে।

পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সবিকল্প সমাধির পরিপাকে 'সংযম জয়ে' যে প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, তাহা কোন বিশেষ ভূমিতে বিনিযুক্ত হইলে. সেই ভূমি সম্বন্ধে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়, তাহা বলিয়াছি। ধ্যান-কালে ধ্যাতা ও ধ্যেয় পৃথক্ থাকে। এই ধ্যেয় বস্তু যদি ঈশ্বর হন, ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ ও মননের পর যদি তাঁহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন হয়, যদি তাঁহার ধ্যানাভ্যাসরসে, নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিত্তকে আপ্লুত করা যায়,—যদি তাঁহার সম্বন্ধে ভাবসমন্বিত একতান চিন্তা-প্রবাহ স্থাপিত হয়, তবে সেই ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়। তখন বিজ্ঞান সহিত তাঁহাকে জানা যায়। পাতঞ্জল দর্শনে এইজন্য এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের—বা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান জন্য 'ঈশ্বর প্রণিধান' এক প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা ভাব-সমন্বিত ভজনা দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ যোগযুক্ত হন, তাঁহারা ঈশ্বরযোগী। গীতা অনুসারে এই ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ঠ। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (গীতা ৬।৪৭)

ইহার কারণ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥'

অর্থাৎ নির্ম্মল সাত্ত্বিক চিত্তে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় যখন ঈশ্বর ধ্যেয় হন, ঈশ্বরে যখন যোগজ প্রজ্ঞার আলোক বিনিয়োগ হয়, তখন বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ঈশ্বরধ্যান ও অন্য ধ্যেয় বস্তুর ধ্যানের মধ্যে প্রভেদ আছে। সে বিশেষত্ব এই যে, ঈশ্বর-ধ্যানের মূল আশ্রয়—ভক্তি। এইজন্য ইহার নাম ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগেই ধ্যানাভ্যাসরসে আপ্লুত হওয়া যায়। ঈশ্বরে নিদিধ্যাসন করিতে হইলে এই ভক্তি—এই ভাব-সমন্বিত ভজনাই তাহার প্রধান সাধন। এ তত্ত্ব আমরা নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, যখন এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ব্রহ্ম আমাদের ধ্যেয় হন—বেদান্তবিহিত উপায় দ্বারা যখন ব্রহ্ম উপাস্য হন, যোগী যখন অক্ষয় অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত কূটস্থ ধ্রুব ব্রহ্ম-তত্ত্ব ধ্যান করেন, যদি তাঁহার প্রজ্ঞালোক এই ব্রহ্মতত্ত্বে বিনিযুক্ত হয়, তবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রজ্ঞালোক তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়, তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারেন। কিন্তু এই ব্রহ্ম—এই কূটস্থ অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মভাবনা ভক্তিযোগ নহে। ইহা জ্ঞানযোগ।

যাহা হউক, এই যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা বা জ্ঞানযোগে ব্রহ্মোপাসনা, ইহা বাহ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়, ও সেই আলোক যে ধ্যেয় বস্তুতে বিনিযুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহা বাহ্য। কেন না, এ প্রজ্ঞা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, বা ধ্যাতৃ-ধ্যেয় ভেদ একবারে দূর হয় না। কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে

সে ভেদ দূর হইয়া যায়। চিত্ত সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইলে—নির্ব্বীজ হইলে, তবে দ্রষ্টা কেবল স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ বা আত্মা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেই স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদের অতীত শুদ্ধ:নির্ব্বিকল্প 'জ্ঞ'-স্বরূপ হন। কিন্তু ইহাও শেষ নহে, তাহা বলিয়াছি। সেই তত্ত্ব আমরা উপনিষদ্ ও গীতা হইতে বা বেদান্ত হইতে জানিতে পারি।

কঠোপনিষদে যোগের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, কোনরূপে বিচলিত না হয়, তাহাই যোগ।—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।"

(কঠ, ৬।১০।১১)।

এই যোগের দ্বারা যাঁহাকে বাক্য, মন বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি যে 'আছেন', সেই নির্ব্বিশেষ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। তাহাই আত্মা। এই আত্মা জ্ঞানাত্মার অতীত, মহানাত্মার অতীত—শান্ত অক্ষয় কূটস্থ অচল ধ্রুব আত্মা। সেই আত্মভাবস্থ হইতে হইবে। কঠোপনিষদে আছে—

"যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥"

(কঠ, ৩।১৩)।

যাহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, সেই প্রাজ্ঞ যদি এই শান্ত আত্মাতে যোগযুক্ত হইতে পারেন, তখন তাঁহার সমাধি নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত হয়, তিনি দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। বেদান্ত অনুসারে এই শান্ত আত্মা—সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর পরমাত্মা—পরম অক্ষর ব্রহ্ম,—'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'।

এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় যখন আত্মস্থ হওয়া যায়,—দ্রষ্টৃ-স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থায় সমাহিত হইলে, সেই আত্ম-তত্ত্বের মধ্যেই ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমেশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধ হয়। তখন আত্মা আপনার পরমস্বরূপে সমাধিস্থ হন, তাহাতেই অবস্থান করেন। পূর্ব্বে এ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—"প্রণবরূপ ধনুঃ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে আত্মা-রূপ শর সন্ধান করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে হইবে। (মুণ্ডক ২।২।৪)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—

'যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥'

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।১৫)।

অর্থাৎ যোগী যথা দীপ-উপমার স্থায় আত্মতত্ত্ব (দীপ) দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করেন, তখন তিনি অজ এবং সর্ব্বতত্ত্বদ্বারা বিশুদ্ধ সেই দেবকে (সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে) জানিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বা সর্ব্বপরিচ্ছেদ (বা limitation) হইতে ও পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিভাব হইতে বিমুক্ত হন।

এইরূপে উপনিষদ্ হইতে আমরা এই যোগদৃষ্টির তত্ত্ব জানিতে পারি। প্রথম যোগে সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ করিয়া বিজ্ঞানাত্মাতে অবস্থান করিতে হয়, পরে বিজ্ঞানাত্মার অতীত শ্রেষ্ঠ মহানাত্মাতে নিরোধ করিতে হয়, তাহার পর সেই ভূমি অতিক্রম করিয়া শান্ত আত্মাতে নিরোধ করিতে হয়;—সেই শান্ত আত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতে হয়। সেই আত্মতত্ত্বের দ্বারা তখন ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মাতে প্রকাশিত হয়—ব্রহ্মভাব লাভ হয়, এবং সেই আত্মাতেই তখন পরমাত্মার পরমেশ্বরতত্ত্ব প্রকাশিত হয়—পরমেশ্বরভাব লাভ হয়। তখন সর্ব্ব-বন্ধন—যে সকল পরিচ্ছেদ হেতু

জীবত্ব বা ব্যক্তিত্ব সেই সকল বন্ধন (Principium Individuationis) হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

অতএব যখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হেতু ও চিত্তের সর্ব্বরূপ সংস্কার বীজের ধ্বংস হেতু দ্রষ্টার 'স্বাত্ম'-স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, যখন 'শান্ত' আত্মাতে যোগস্থ হওয়া যায়, যখন কোন দৃশ্য থাকে না, বা দ্রষ্টৃ-দৃশ্য একীভূত হইয়া তাহার উপরের ভূমিতে অবস্থান হয়, যখন দ্রষ্টাই আপনার দৃশ্য হন;—তখন সেই শান্ত আত্মার স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। সেই আত্মা যে পরমাত্মা, তাহার স্বরূপ যে অক্ষর নির্গুণব্রহ্ম, তাহার স্বরূপ যে সগুণব্রহ্ম পরমেশ্বর, সেই ভাব—সেই অক্ষর ব্রহ্মভাব ও পরমেশ্বরভাব সেই আত্মাতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। এই আত্মা যে কেবল "জ্ঞ"-স্বরূপ নহেন, তিনি যে প্রতি দেহে স্বতন্ত্র নহেন, তিনি যে সর্ব্বত্র একই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা, তিনি যে অচিন্ত্য অনন্ত'শক্তি'-স্বরূপ এবং এই পরাশক্তি হেতু তাঁহারই যে এ বিশ্বরূপে অভিব্যক্তি হয়, তিনিই যে দেব-মনুষ্যাদি নানা ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাহার অন্তরালে তাহার আধার আশ্রয়রূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা তিনি তখন আত্মাতে উপলব্ধি করেন। তিনি আপনার অন্তঃস্থ পরমাত্মাতেই সমস্ত জগৎ একত্র সংস্থিত অনুভব করেন। পরমাত্মা যে এক হইয়াও তাঁহার সেই স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা পরাশক্তিবলে বহু হন, অনন্ত প্রকার ভাবে অভিব্যক্ত হন, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বনিয়ন্তা হন, তাহা তিনি আপনাতেই ঈক্ষণ করেন।

আমাদের 'আত্মার' এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব এই পরম ঐশ্বররূপ আমাদের পরম আদর্শ, আমাদের পরমগতি পরমধাম। ইহা আমাদের 'শান্ত পরমতত্ত্বভাবের' নিত্য অব্যয় পরম অক্ষর স্বরূপের—ও আত্মার পরম পুরুষ-ভাবের অন্তর্ভূত। কিন্তু এই পরম আদর্শ আমরা কি কখন লাভ করিতে পারি? আদর্শ যে কেহ কখন লাভ করিতে পারে না।

আমরা যতই আমাদের এই প্রকৃষ্ট পরম আদর্শের সন্ধান পাইয়া, তাঁহার দিকে অগ্রসর হই—ততই যেন তাহা দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। আমরা ক্রমে সাধনাবলে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেও তাহা বুঝি কখন ধরিতে পারি না। সেই পরম গতি পরম ধাম পরমতত্ত্ব যে অনন্ত, তাহা জ্ঞেয় হইয়াও যে অজ্ঞেয় থাকে, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে যে আত্ম-জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে কখনও আনিতে পারি না। সুতরাং সে পূর্ণাদর্শ লাভ করিব কিরূপে? তাই ত সে অদ্বৈত পরমতত্ত্বের সহিত আমাদের অভেদস্বরূপ জানিয়াও এ ভেদভাব দূর করিতে পারি না।

আমাদের এই যে পরম আদর্শ পরমগতি পরমধাম, তিনিই আমাদের পরমসাধনার ধন পরমেশ্বর; তিনিই আমাদের হৃদয়ে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া আমাদের অন্তরে সেই আদর্শ প্রকট করিয়া দেন; তিনি কখন বা আমাদের অনুকম্পার্থ সেই পরম আদর্শরূপে পরম আরাধ্যরূপে—পরম প্রাপ্যরূপে শরীরী হইয়া প্রকট হন। আমরা যখন আমাদের এই পরম আদর্শকে শরীরিরূপে কোথাও দেখিতে পাই, তখন আমরা তাঁহাকে পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরের অবতার বলিতে বাধ্য হই। কেন না, বলিয়াছি ত, আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষ সাধনা দ্বারা যতই অগ্রসর হউক, কখন সে আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে না। যিনি এই পরমাদর্শের অবতার—পরমেশ্বর ভাবযুক্ত, তিনিই যোগদৃষ্টিতে আপনার এই পরম স্বরূপ আপনাতে দেখিতে পান। সাধনাসিদ্ধ মানুষ পরমেশ্বরের অনুকম্পা লাভ করিয়া তাহা বাহ্যভাবে যোগদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন মাত্র। তাঁহার সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইলেও, সে যোগদৃষ্টিতে আপনার আত্মার এই পরম ঐশ্বরূপ সম্পূর্ণ জানিতে, দেখিতে ও তাহাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করিতে পারেন না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যাঁহারা ঈশ্বরযোগী—যাঁহারা চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধিসিদ্ধিতে বা 'সংযমজয়ে' ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা

লাভ করিয়া সেই প্রজ্ঞার আলোক এই পরমেশ্বর-তত্ত্বে ধ্যানাভ্যাসরসে (অর্থাৎ অনন্ত একান্ত ভক্তিযোগে সাধনা দ্বারা) বিনিয়োগ পূর্ব্বক তাহার জ্ঞেয়, ধ্যেয় বা উপাস্য ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত লাভ করেন, কেবল তাঁহার এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় তাঁহার সর্ব্বপাপ বা সর্ব্ব-রূপ চিত্তের বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হওয়ায়, যোগদৃষ্টিতে এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন সম্ভব হয়। পরমেশ্বর তাঁহার আত্মস্থ হইয়া তাঁহার অব্যয় আত্মার পরমেশ্বর ভাব তাঁহাকেই অনুকম্পাপূর্ব্বক দর্শন করান। যাঁহারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় "ঈশ্বর-প্রণিধান" দ্বারা বা ধ্যানাভ্যাস-রসে আপ্লুত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে পরমাত্মা পরমেশ্বরের এ বিরাট ঐশ্বরীয় যোগ দর্শনের সামর্থ্য বা এ যোগদৃষ্টি লাভ হয় না।

এই যোগদৃষ্টি-লাভ দ্বারা ঈশ্বরদর্শন সিদ্ধ না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মার এ ঈশ্বরভাবও উপলব্ধি হয় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কেবল আত্মস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হইলেও, সে যোগীর অক্ষর কূটস্থ অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপ পরমেশ্বর ভাবে অবস্থান সিদ্ধ হয় না। তিনি তাঁহার আত্মার এই পরমাত্মা পরমেশ্বররূপ আপনাতে দেখিতে পান না। আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি যে, যে কোন ভাবে—পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত যে কোনরূপ ভাবে, যদি সর্ব্বদা ভাবিত হওয়া যায়, তবে সেই ভাবই লাভ হয়। আমরা যদি সদা ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইতে পারি, তবে আমরা এই ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারি,—তবে আমরা মৃত্যুকালেও সেই ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক সেই পরমধ্যেয় ভাবই লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারি। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যদি পরমেশ্বর-রূপে পরমব্রহ্ম ধ্যেয় হন, তবে সেই সমাধিসিদ্ধিতে ধ্যাতা সেই ধ্যেয়ভাবে ভাবিত হইয়া ধ্যেয়স্বরূপ হন। যখন ধ্যাতা ধ্যেয়রূপ হন, ধ্যাতা ও ধ্যেয়

একীভূত হয়,—কোন ভেদ থাকে না, তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়। তখন কেবল আত্মা সেই পরমেশ্বর-স্বরূপেই অবস্থান করিতে পারেন, তখন তাঁহার ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি হয়।

তাই বলিতেছিলাম যে, কেবল ঈশ্বর-যোগীই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-পরিপাকে ঈশ্বরে 'সংযম জয়' পূর্ব্বক প্রজ্ঞালোক বিনিয়োগ হেতু সেই যোগদৃষ্টিতে বিশ্বরূপ পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে পারেন, এবং সদা ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া, সেই ভাব লাভ করিয়া সে ধ্যাতা আপনাকে এই ধ্যেয়রূপে স্থাপন পূর্ব্বক সেই ধ্যেয় ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারেন,—এবং সেই ভাব লাভ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় আপনাকে সেই ভাবে দর্শন করিতে থাকেন। তখন তাঁহার আত্মাই যে পরমাত্মা,—এই বিশ্বরূপ যে তাঁহার অব্যয় আত্মারই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত ভাব, তাহা তিনি সেই যোগ-দৃষ্টিতে দেখিতে পান। ইহাই 'আত্মযোগে' আত্মাতে আত্মার বিশ্বরূপ দর্শন। ইহাই দিব্যদৃষ্টি। এই দিব্যদৃষ্টিলাভে আত্মা এই দিব্যদ্রষ্টৃস্বরূপ লাভ করেন। পরমাত্মায় আত্মার যোগ হইলে—পরমাত্মা আত্মস্থ হইলে, এই দিব্যদ্রষ্টা হওয়া যায়। এইরূপে গীতায় এই দিব্যদৃষ্টি লাভের উপায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই উপায়ে সাধনা করিয়া, এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াও কি আপনার এই পরম ঐশ্বরস্বরূপ দর্শন করিয়া তাহাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করিতে পারি?

আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদের আত্মার এই পরম ভাবলাভসম্বন্ধে কোন উপদেশ আমরা সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শন হইতে পাই না। বেদান্ত-দর্শনে কেবল আত্মার অক্ষর নির্গুণ কূটস্থ ব্রহ্মভাব লাভের উপদেশ পাই। উপনিষদ্ হইতে আমরা আত্মার ব্রহ্মভাব—অক্ষর ব্রহ্মভাব ও নিয়ন্তা ঈশ্বরভাব লাভের আভাস পাই। কেবল গীতা হইতে আমরা আমাদের আত্মার এই অক্ষর কূটস্থ পরমব্রহ্মভাব এবং বিরাট বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর-ভাব এবং সেই ভাব লাভের উপায় বিশেষ-

ভাবে জানিতে পারি। যেরূপে যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া এই পরমেশ্বরভাব দর্শন হয় এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাহার উপায় গীতাতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিজ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত কেবল দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মা যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সেই আত্মা যে সর্ব্বাত্মা, অনন্ত শক্তিমান্, স্ব-শক্তি প্রকৃতির যে অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা ও স্বপ্রকৃতি দ্বারে অনন্ত বিভূতিমান্ বিশ্বরূপ,—এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরে যোগযুক্ত হইলে পরমাত্মা পরমেশ্বর যে আত্মস্থ হন, এবং সেই যোগ-দৃষ্টি দ্বারা যে আত্মাতে এই পরম ঈশ্বরভাব দর্শন হয়, এই বিরাট বিশ্বভাব ও বিশ্বনিয়ন্তাভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা গীতা হইতেই জানা যায়। আর কোথাও তাহা স্পষ্ট উপদিষ্ট হয় নাই। *

* কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা এইরূপ সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হইলেও সমগ্র ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারি না। অনন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব সমগ্রভাবে আমাদের লাভ হইতে পারে না। কেন না, নির্ম্মল চিত্তে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরি-পাকে ঈশ্বরযোগী প্রজ্ঞালোকে ঈশ্বরতত্ত্ব-দর্শন-সিদ্ধ হইয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মাতেই যখন এ ঈশ্বরভাব দর্শন করেন, তখনও সমগ্র পরমেশ্বরভাবে তাঁহার ঈশ্বরের পরম স্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয় না।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল হইতে আমরা এ কথার আভাস পাই। সাংখ্যদর্শনে নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যদর্শন অনুসারে যোগী উক্তরূপ সমাধিসিদ্ধিতে সিদ্ধ ঈশ্বর মাত্র হইতে পারেন। বদ্ধ পুরুষ সাধনা দ্বারা পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ধি দ্বারা মুক্ত হইতে পারেন, অথবা সিদ্ধ হইতে পারেন। আমরা বলিতে পারি যে, যাঁহারা মুক্ত হন, তাঁহারা কূটস্থ অব্যয় নির্গুণ অক্ষর ভাব লাভ করেন. আর যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহারা সিদ্ধ ঈশ্বর হন। সাংখ্যমতে এই সিদ্ধ ঈশ্বরগণই হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি হন ও তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃত্বে ও নিয়ন্তৃত্বে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়। জগৎ অসংখ্য, প্রত্যেক জগতের স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিও অসংখ্য। ইহাঁরা সকলেই এইরূপ সিদ্ধ ঈশ্বর।

কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে, এই সকল সিদ্ধেশ্বর ব্যতীত একজন নিত্য ঈশ্বর আছেন। তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা বা পাতা ও সংহর্ত্তা, তিনি সিদ্ধেশ্বরগণেরও নিয়ন্তা। বেদান্ত অনুসারে এই নিত্য ঈশ্বরই ব্রহ্মের সগুণ সোপাধিক রূপ। তিনিই বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ ও বিশ্বনিয়ন্তা পরম পুরুষ। "তজ্জলান্।"

অতএব মানব সিদ্ধ হইয়া যে সম্পূর্ণ পরমেশ্বরভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন, ইহা

এইরূপে গীতা হইতে আমরা আমাদের পরমস্বরূপ, আমাদের পরম লক্ষ্য, আমাদের সাধনার পরমপ্রাপ্য পরম আদর্শ জানিতে পারি বটে, কিন্তু বলিয়াছি ত, এই বিরাট সাধনায় সিদ্ধ হইয়াও আমরা যে কখন আমাদের সেই পরম স্বরূপ—প্রকৃষ্ট আদর্শ লাভ করিতে পারি, তাহা ধারণা করিতে পারি না। বলিয়াছি ত, যিনি এই পরমাত্মা পরমেশ্বরস্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আমরা মানুষ বলিতে পারি না। সাংখ্যদর্শন যাঁহাকে সিদ্ধ ঈশ্বর বলিয়াছেন, সেই সিদ্ধ ঈশ্বররূপেও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি না। মানুষের যোগজ সিদ্ধি—তাহার যোগৈশ্বর্য্য এই অনন্ত অচিন্ত্য অপারিসীম আদর্শ পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। ক্ষুদ্র সর্ব্বরূপে সীমাবদ্ধ আমরা যে সর্ব্বসীমা অতিক্রম করিয়া এই বিরাট পরিণতি লাভ করিতে পারি বা আমাদের সেই পরম আদর্শস্বরূপে অবস্থান করিতে পারি,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া—ব্যক্তিত্ব ঘুচাইয়া অনবচ্ছিন্ন সর্ব্বত্ব লাভ করিতে পারি, ইহা ধারণা করিতে যাইলেও আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে,—আমাদের কল্পনা সেখানে স্তম্ভিত হয়। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর জীবব্রহ্মে সম্পূর্ণ ঐক্য সিদ্ধান্ত করিয়াও,—জীবের পরমার্থতঃ নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মভাব সিদ্ধান্ত করিয়াও, তাঁহার এই বিরাট পরমেশ্বর-

---

এই সব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে। এই ঈশ্বরভাবেও জীব-ব্রহ্ম পরমার্থতঃ অভেদ হইলেও তাই ভেদ থাকে। ইহা অদ্বৈতবাদী শঙ্কর যেমন স্বীকার করিয়াছেন, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—জীব-ব্রহ্মে অভেদ হইলেও, জীবের কখন ঐশ্বর শক্তি লাভ হয় না।

সে যাহা হউক, গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জীব সাধনাবলে যখন আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ঘুচাইতে পারে, তখন সে ভগবানের পরম ভাবও লাভ করিতে পারে। যদি অনন্যভক্ত সাধক, উক্তরূপে সাধনা করিতে পারেন, তবে ভগবানের অনুকম্পায় তিনি ভগবান্‌কে আত্মস্থ দেখিতে পান; এবং সেই ভগবদ্ভাব লাভ করিতে পারেন, তখন তাঁহার আর জীবভাব বা ব্যক্তিভাব থাকে না। যাহা হউক, এ তত্ত্ব এ স্থলে আর বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

ভাব ধারণা করিতে পারেন নাই। বেদান্তদর্শনও বুঝি এতদূর অগ্রসর হন নাই। জীব, ব্রহ্মভাব লাভ করিলেও যে ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া সগুণ ব্রহ্মের জগৎ-স্রষ্টৃত্বাদি শক্তি কখন লাভ করিতে পারে—ইহা শঙ্কর স্বীকার করেন নাই। তিনি আত্মার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য বোধস্বরূপ লাভকেই মুক্তি বলিয়াছেন। তিনি এ জগৎকে ও ঈশ্বরকে মায়িক বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, মানুষ যে কখন তাহার আত্মার পরমভাব এই পরমেশ্বরস্বরূপ লাভ করিতে পারে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরমেশ্বরতত্ত্ব পারমার্থিক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া জীব ও ঈশ্বরে অভেদ কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাই গীতার উপদেশ। গীতা অনুসারে, ভগবানের পরম ভাবে ভাবিত হইয়া যে মৃত্যুকালে ভগবান্‌কে স্মরণ করে, ভগবান্ যাহাকে 'মদ্ভাব' বলিয়াছেন, সেই ভাব—সেই পরম গতি সে লাভ করে (গীতা, ৮।৫)। সেই 'মদ্ভাব' লাভ হইলে, ভগবান্ যাহাকে 'আমি' 'আমার' বলিতেছেন, তাহাকে সে মুক্ত জীবও 'আমি' 'আমার' ভাবে গ্রহণ করিয়া,—ভগবান্ যাহাকে তাঁহার বিভূতি বলিয়াছেন, সেই আত্মবিভূতি সকল যে তাহার, ইহা অনুভব করিয়া, ও এই বিশ্বরূপকে যে ভগবান্ তাঁহার অব্যয় আত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাও তাহারই অব্যয় আত্মার স্বরূপ, ইহা অনুভব করে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যখন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে, স্তুতি করিতেছিলেন, তখন সেই ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাকেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বরূপ বিষ্ণুরূপে দেখিতেছিলেন; তখন তিনি সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ পরম ভাবে অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারেন নাই। সুতরাং আমাদের কাহারও পক্ষে এই ভাবে সদা ভাবিত হওয়া সম্ভব মনে হয় না। যদি কখন বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া এই ভাবে কখন

ভাবিত হইতে পারা যায়, তবে সদা সেই ভাবে অবস্থান করিতে আমরা পারি না। যিনি তাহা পারেন, তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বা তাঁহার অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

সে কথায় আর এ স্থলে প্রয়োজন নাই। আমরা দিব্যদৃষ্টির তত্ত্ব বুঝিতেছিলাম। আমরা দেখিলাম যে, যে দিব্যদৃষ্টিতে আত্মার এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব—ও বিশ্বাতীত পরমভাব নিত্য দর্শন হয়, সেই পরম দ্রষ্টৃস্বরূপ ভাবে যিনি নিত্য অবস্থান করেন, তিনি পরমেশ্বর। মানুষ বিশেষ সাধনবলে, তাহার আত্মস্থ পরমেশ্বরের অনুকম্পায়, সেই পরমাত্মার পরম ভাবের মধ্যে এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব কচিৎ দর্শন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু আপনাতে তাহা নিত্য দর্শন করিতে বা সেই ভাবে আপনাকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় না। যদি কেহ তাহা পারেন, তখন আর তাঁহার ব্যক্তিত্ব থাকে না, পরমেশ্বরের সহিত তাঁহার কোন ভেদ থাকে না। তিনি আর আপনাকে পরমেশ্বর হইতে পৃথক্‌রূপে অনুভব করেন না।

ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি আত্মযোগ হেতু এই পরম তেজোময়, অখণ্ড আদ্য বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে দর্শন করাইয়াছেন—

"রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।"

এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের যোগৈশ্বর্য্য—পরম ঐশ্বর রূপ, তাঁহার যোগ-বিভূতি। পরমাত্মা আত্মমায়া দ্বারা এই বিশ্বরূপ হন, এবং বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বাত্মা হন, এবং আত্মযোগে এই পরম বিশ্বরূপ নিত্য আপনার আত্মাতে দর্শন করেন। ভগবানের অব্যয় আত্মার এই আদ্য পরম ভাব নিত্য। তিনি আমাদের অন্তরে আমাদের আত্মার পরম স্বরূপে এবং পরম আদর্শরূপে অবস্থান করেন। যাঁহারা সতত যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদের বুদ্ধিযোগ দান করেন, এবং সেই সাধকগণ সেই বুদ্ধিযোগে তাঁহাতে উপগত হন। ভগবান্ তাঁহাদের

অনুকম্পা করেন, তাঁহাদের আত্মভাবস্থ হন। যখন ভগবান্ এইরূপ তাঁহাদের আত্মভাবস্থ হন, তখন জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হয়,—অজ্ঞান দূর হয় এবং সেই জ্ঞানদীপ বা প্রজ্ঞালোক দ্বারা তখন তাঁহারা পরমেশ্বরের এই বিশ্বরূপ দেখিতে পান। ভগবান্ আত্মভাবস্থ হইয়া আমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া দিলে, তবে আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় আত্মার বিভূতি-রূপে, তাঁহার এ বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা হইলেও তখন যে আমার আত্মাই এ বিশ্বরূপ—তাহা দেখিতে পাই না। অর্জ্জুন এইরূপে দিব্যদৃষ্টির বা যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া পরমেশ্বরের এই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে, অর্জ্জুন সে বিশ্বরূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই। তিনি ভক্তিযোগসাধনায় সিদ্ধ হন নাই, তাঁহার 'সংযম-জয়' হয় নাই। তাঁহার সংযম-জয়-জনিত প্রজ্ঞালোক পরাভক্তি-যোগে পরমেশ্বরে বিনিযুক্ত হয় নাই। তিনি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মার এই পরম স্বরূপ দর্শনের অধিকারী হন নাই।

এ স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ আত্মযোগে, আপনার আত্মাতেই আপনার অব্যয় আত্মার পরম ভাবরূপে, এই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, এবং সেই দৃষ্টি অর্জ্জুনে সংক্রমিত করিয়া, তাঁহাকে সেই যোগদৃষ্টি দিয়া তাঁহাকে আপনার এই বিশ্বরূপ দেখাইতেছিলেন। কিরূপে এই যোগদৃষ্টি সংক্রমণ করা যায়, পূর্ব্বে তাহা এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলেও আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবান্ অর্জ্জুনের আত্মভাবস্থ হইয়া তাঁহাকে এই দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যখন আত্মা পরমাত্মায় যোগযুক্ত হয়, তখন পরমাত্মা আত্মভাবস্থ হন, তখন আত্মায় পরমাত্মার স্বরূপ অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়, তখন পরমাত্মার ঐশ্বররূপ দর্শন হয়। পরমাত্মা যাহার আত্মভাবস্থ হন, তাহার এই যোগদৃষ্টি লাভ হইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি যে, যদিও কখন কেহ বিশেষ সাধনাবলে, সম্প্রজ্ঞাত

সমাধিতে পরমাত্মা পরমেশ্বর-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, কিন্তু সে স্বরূপে জীবন্মুক্ত অবস্থায়ও সর্ব্বদা অবস্থান করিতে পারেন না। যিনি পারেন, তাঁহাকে আমরা মানুষ বলিতে পারি না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অবস্থায় আত্মযোগস্থ হইয়া আপনার বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইতেছিলেন। তাহা যে কোন মানুষ যোগসিদ্ধ হইয়াও অন্য কাহাকে দেখাইতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। যিনি সেই আত্মযোগে স্থিত হইয়া তাহা দেখাইতে পারেন, তিনিই ঈশ্বর,—তিনি সিদ্ধ ঈশ্বরও নহেন, তিনি নিত্য ঈশ্বর। এ জন্য শঙ্কর-প্রমুখ সকল ব্যাখ্যাকারগণই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার অনন্ত জ্ঞান-বল-ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা সদা সম্পন্ন নিত্য ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ স্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

পরম ঐশ্বর রূপ।—ভগবান্ আত্মযোগে ('আত্মযোগাৎ') আপনার অব্যয় আত্মার যে তেজোময় অনন্ত আদ্য বিশ্বরূপ,—যে ঐশ্বর রূপ দেখাইয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন ভগবানের কৃপায় বা প্রসাদে যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবানের যে বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, সেই দিব্য ঐশ্বর রূপ কি, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুন, পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের যে অব্যয় আত্মার রূপ—বা যে ঐশ্বর রূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবৎপ্রসাদে তিনি তাহা যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

তিনি একাংশে এ বিশ্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিত। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরম ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক অনির্বাচ্য প্রপঞ্চাতীত (Transcendent)। আর তিনিই সবিশেষ সোপাধিক, সগুণ সপ্রপঞ্চ রূপ (Immanent)। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই পরম ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, প্রপঞ্চাতীত ভাব আমাদের জ্ঞানের

অতীত, ধারণার অতীত, যোগদৃষ্টিতেও বুঝি দর্শনের অতীত। অর্জ্জুন তাহা দেখিতে চান নাই। সেই নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্ম কিরূপে কিহেতু সগুণ সবিশেষ হন এবং এ প্রপঞ্চরূপ হন, তাঁহার যে 'প্রভব' তত্ত্ব দেব বা মানুষের জ্ঞানের অতীত—তাহাও অর্জ্জুন দেখিতে চান নাই। পরম ব্রহ্মের যাহা পরম ঐশ্বর রূপ—যে অংশে অর্থাৎ যে বিশেষ ভাবে তিনি এ সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহাই অর্জ্জুন দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন।

ভগবানের এই যে ঐশ্বর (Immanent) রূপ, তাহা ভগবান্ পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥"

(গীতা, ৯।৪-৫)।

ইহাই পরমেশ্বরের ঐশ্বর যোগ—ইহাই তাঁহার এ বিরাট বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর রূপ। এই যোগ হেতু তিনি সর্ব্বভূতস্থ হইয়াও ভূতস্থ নহেন, আর ভূতস্থ না হইয়াও তাঁহারই আত্মভাব—ভূতভৃৎ ও ভূতভাবন। তিনি সর্ব্বাতীত হইয়াও সর্ব্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বেশ্বর।

আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, 'সৎ' হইতেই সমুদায় ভাবের অভিব্যক্তি হয়—অসতের কোন 'ভাব' হয় না বা নাই। সতেরও ভাব অভিব্যক্ত না হইলে তাহাকেও একার্থে অসৎ বলা যায়। এই ভাব দুইরূপ, এক ক্ষরভাব—ষড়্‌ভাববিকারযুক্ত আর এক নিত্য অক্ষর ভাব। যাহা সতের এই ক্ষরভাব—তাহা সর্ব্বভূত। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ।" (গীতা, ৮।৪)।

ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥"

(গীতা, ১৫।১৬)।

এই দুই ভাবেরও অতীত আর এক পরম ভাব আছে, তাহা পুরুষোত্তম ভাব। গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয়মীশ্বরঃ ॥" (গীতা, ১৫।১৬)।

এই তত্ত্ব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে।—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৮)।

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ১।১০)।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥"

(গীতা, ৮।১৮)।

ইহাই ক্ষর ভাব। ইহার অতীত যে পরম ভাব, তাহা পরম অক্ষর ভাব —ও পরম পুরুষভাব।—

"পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥"

(গীতা, ৮।২০-২২)।

আরও এই ক্ষরভাব ও পরম অক্ষরভাব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥"

*   *   *

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

(গীতা, ৯।৭-১০)।

এই যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনভাব, ইহাই ক্ষরভাব। ইহা ভগবানের অপর ভাব—ইহাই তাঁহার এ সমুদায় জগৎরূপ—(পুনঃ পুনঃ গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল যাহা, তাহা জগৎ)। ভগবানের ইহার অতীত যে নিত্য ভাব—তাহা পরম ভাব—অব্যয় ভূতাদি ভূতমহেশ্বর ভাব—

"পরং ভাবং মম ভূতমহেশ্বরম্।"

(গীতা, ৯।১১)।

অতএব এই যে ক্ষরভাবের মধ্যে—অব্যয় পরম অক্ষর পুরুষোত্তমভাব অনুস্যূত, এই যে অব্যয় আত্মা পুরুষোত্তম পরম ঐশ্বর যোগ হেতু যে সমুদায় জগৎরূপ হইয়া, তাঁহার অন্তরে অনুপ্রাবিষ্ট থাকিয়া, তাহাকে নিয়মিত করেন—তাহাই তাঁহার এই বিরাট বিশ্বরূপ। ইহা পরম ব্রহ্মের এই পুরুষোত্তমরূপ নিত্যভাবে ঐশ্বরযোগে অভিব্যক্ত ও বিধৃত হয়। অতএব এই বিশ্বরূপ অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপেরই ঈশ্বরযোগে অভিব্যক্তরূপ তাঁহার অক্ষর ও ক্ষররূপ ভাব। যাহা ক্ষররূপ, তাহা কাল দ্বারা নিয়মিত—দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন। যাহা নিত্য অব্যয় অক্ষর ভাব রূপ—তাহা দেশকালনিমিত্তের সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য—সর্ব্ব উপাধির অতীত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৩)।

অর্থাৎ ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিগণ, স্বগুণ দ্বারা নিগূঢ় দেবাত্মশক্তি (স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা মায়াশক্তি) দর্শন করেন, ও যিনি এক (অদ্বিতীয়), তিনি কাল-আত্ম-যুক্ত যে নিখিল কারণ সমূহ, তাহাতে অধিষ্ঠান (বা নিয়মন) করেন, (ঋষিগণ তাহাও দর্শন করেন)।

ইহাই পরাশক্তিমান্ পরমেশ্বরের দর্শন। বলিয়াছি ত, ভক্তিযোগে বা ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যানযোগে এই ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব হয়। ভগবান্ অর্জ্জুনকে ধ্যানযোগে তাঁহার এই রূপ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার যে ভাব—এই ভক্তিযোগে দর্শনযোগ্য, ভগবান্, তাহাই অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। যে পরম পুরুষোত্তম ভাবের অন্তর্ভূত—এই সমুদায় ক্ষরভাব—সর্ব্বভূতভাব, যে পরম ভাবের দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত নিয়মিত, সেই ঐশ্বর ভাব, ঐশ্বর-যোগ, সেই অব্যয় আত্মার রূপ ভগবান্ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। বলিয়াছি ত, এ বিশ্বরূপ অব্যয় আত্মার নিত্য ঐশ্বর ভাব। * ভগবান্ বলিয়াছেন, যে তাঁহার এই ব্যক্ত (ক্ষর) ভাব মাত্র জানে, যে এই বিশ্ব-রূপে কেবল পরিবর্ত্তন Flux মাত্র দেখে, তাঁহার এ পরম নিত্য ভাব জানে না, সে মূঢ়—অজ্ঞান।

* এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে এই 'ক্ষর ভাব'-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে। ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত বার্গসোঁ ইহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অনুবর্ত্তী। এই ক্ষরভাবের অন্তরালে তাহার কেন্দ্ররূপে নিরন্তর রূপে

গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অক্ষর অব্যক্ত পরমব্রহ্ম (গীতা, ৮।৩) অব্যয় পরমাত্মা পরমেশ্বর ভাবে ঐশ্বরযোগযুক্ত বা তাঁহার দৈবী যোগমায়াসমাবৃত (গীতা, ৭।২৫), এই ঐশ্বর যোগে পরমাত্মা বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর। এই বিশ্ব এই ঐশ্বরযোগে তাঁহার বিরাট দেহরূপ, তিনি তাহার দেহী, (গীতা, ১১।৭ ও ১১।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য); এই ব্যক্ত অনন্ত জীবজড়ময় জগৎ তাঁহারই এ বিরাট দেহের অন্তর্ভূত সমষ্টিভাবে এই বিরাট দেহ ভগবানের ক্ষেত্র—ভগবান্, তাহার ক্ষেত্রজ্ঞ (গীতা, ১৩।২)। এইরূপে পরমেশ্বর এই সচরাচর সমুদায় জগৎরূপ দেহে বা ক্ষেত্রে, পুরুষোত্তম পরমেশ্বররূপে পরম ক্ষেত্রজ্ঞ হন। তিনি পরম জ্ঞাতারূপে সর্ব্বজ্ঞেয় ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। আর তিনি পরম শক্তিমানরূপে এই বিশ্ব বিরাট ক্ষেত্রের প্রকাশক বিধায়ক—তাহার অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা। (গীতা, ১৩।২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

পরম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্য স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াত্মিকা 'মায়া'শক্তিযোগে পরমজ্ঞাতা পরমাত্মা (পুরুষোত্তম) ভাবে

যে নিত্য অক্ষয় পুরুষোত্তম ভাব প্রতিষ্ঠিত এবং এই ক্ষর ভাব অতিক্রম করিয়া এই অক্ষর পুরুষোত্তম ভাব আছেই যে পরমপুরুষার্থ, তাহা ইঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহাদের মতে এ জগৎ কালের ক্রোড়ে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। সকল বস্তুর স্বভাব—নিত্য পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তনের মূল—প্রাণশক্তি। এ পরিবর্ত্তন—এই change: এই flux—এই নিত্য নূতনের অভিব্যক্তি ও পুরাতনের পরিবর্ত্তন—নিরন্তর চলিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, তাহার অন্ত নাই—তাহার লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই—তাহার গম্য কিছুই নাই। এই সকল আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ যদি এই নিরন্তর পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই পুনঃ পুনঃ গতিশীল জগতের অন্তরালে—এই নিত্য পরম ভাব অনুসন্ধান করিতেন, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষর ভাবের মধ্যে সেই পরম অক্ষর নিত্য ভাবের সংবাদ পাইতেন, তবে তাঁহারা এই ক্ষর ভাবের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান জর্ম্মান্ দার্শনিক পণ্ডিত অয়কেন এই ক্ষর ভাবের অন্তরালে আধ্যাত্মিক spiritual ভাব কতকটা দেখিয়াছেন। তিনি সেই ভাব—সেই spiritual ভাব যে এই ক্ষর ভাবের অতীত, তাহা তিনি তাহার Truths of Religion গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। এ স্থলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ও পরম জ্ঞেয় তাঁহারই পরমা প্রকৃতি ভাবে নিত্য অভিব্যক্ত। তাঁহার এই পুরুষ-প্রকৃতি ভাব অনাদি।

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।" (গীতা ১৩১৯)।

ইহাদের মধ্যে 'পুরুষবিধ' আত্মার ভাবই পুরুষোত্তম পরমেশ্বরভাব—পরম ক্ষেত্রজ্ঞভাব। আর এই প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকার সমষ্টিভাবে ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রই 'জ্ঞেয়'রূপে দেহ, আর ক্ষেত্রজ্ঞই তাহার জ্ঞাতা। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞযোগে সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি (গীতা, ১৩।২৬)। এইরূপে যাহা জ্ঞেয়, তাহাই ক্ষেত্র—তাহাই শরীর। এ বিরাট্ বিশ্ব পরম জ্ঞাতা ভগবানের জ্ঞেয় বলিয়াই ভগবান্ তাহাকে তাঁহার শরীর বলিয়াছেন। এই পরম জ্ঞাতা ব্যষ্টিভাবে প্রতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ব্যষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ হন, অথবা তাঁহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতু, তাঁহারই সান্নিধ্যে অধিষ্ঠাতৃত্বে বা নিয়ন্তৃত্বে প্রতিক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রজ্ঞভাবের অভিব্যক্তি হয়,—যাঁহাকে ভগবান্, তাঁহার অংশ বা বিভূতি বলিয়াছেন তাহাও পরমজ্ঞাতা ভগবানের জ্ঞেয়রূপে তাঁহার দেহ—তাঁহার বিরাট্ শরীরের অন্তর্ভূত। এইরূপে ভগবানের দেহে, অসংখ্যরূপ নানাবিধ দিব্য বর্ণ ও আকৃতি যেমন তাঁহার জ্ঞেয়রূপে অবস্থিত, সেই প্রকার বসু, রুদ্র, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবগণ ও অন্য সর্ব্বরূপ জীবগণ অবস্থিত। দেবগণ সেই আত্মার বিভূতি।

এই যে পরমেশ্বরের বিরাট্ দেহ, যাহার মধ্যে চরাচর সহিত সমুদায় জগৎ 'একস্থ,' যাহা তাঁহার ঐশ্বরযোগ—ঐশ্বর রূপ, তাহা ভগবানের 'অব্যয়' আত্মার রূপ (গীতা, ১১।৪)। অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের অভিব্যক্তি নিত্যসিদ্ধ এবং তাঁহাতে এই উভয় ভাব একীভূত। তাহা না হইলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে 'অব্যয় আত্মার' স্বরূপ দেখাইবার জন্য—তাঁহার জ্ঞেয় এই বিরাট্ দেহ দেখাইতেন না। তাঁহার এ বিরাট্ বিশ্বদেহ তাঁহার আত্মা হইতে পৃথক্ হইলে, ভগবানের তাহা

'অব্যয় আত্মার' স্বরূপ হইত না। ভগবানের ঐশ্বরযোগ হেতু—তাঁহার অনাদি অনন্ত পরাশক্তিযোগ হেতু পরমাত্মা এই পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় ভাবের—এই ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র বা পুরুষ-প্রকৃতি ভাবের—এই দেহ-দেহী ভাবের অভিব্যক্তি হয় এবং এই উভয় ভাবেই সেই পরমাত্মাতে বিধৃত হয়। তাঁহার পরম ঐশ্বরযোগে এই উভয় ভাবের সমাবেশ হয়। ভগবান্ এই বিরাট্ বিশ্বকে তাঁহার দেহরূপে কল্পনা করিয়া ও স্বশক্তি-বলে প্রকাশ করিয়া, তাহার অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে তাহাকে বিধৃত করেন।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে আপনার এই বিশ্বরূপ বিরাট্‌দেহ দেখাইবার পূর্ব্বে সেই বিশ্বরূপ দেহ কি প্রকার, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া দিয়া অর্জ্জুনের দিব্য দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥"

(গীতা, ১১।৫-৭)।

ভগবান্ এ বিশ্বরূপ তাঁহার দেহেই দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারই দেহে সচরাচর সমুদায় জগৎ 'একস্থ' বা একত্র সংস্থিত। সচরাচর সমুদায় জগতে যে ভেদ আছে, সে ভেদ দূর হইয়া গিয়া—সকল 'বিশেষত্ব' ঘুচিয়া গিয়া নির্ব্বিশেষভাবে—অভেদভাবে তাহা যে ভগবানের এই বিরাট্ দেহে একস্থ, তাহা এ স্থলে বুঝিতে হইবে না। আমাদের শরীরে যেমন বিভিন্ন ভূতগ্রাম (শরীরস্থং ভূতগ্রামং ইতি গীতা, ১৭।৬) একস্থ হয় (organised হয়), সেই ভাবে ভগবৎশরীরে সচরাচর

সমুদায় জগৎ একস্থ। শুধু তাহাই নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—এই সচরাচর জগতের অন্তরালে, যাহা 'অদৃষ্ট', তাহাও একস্থ, আর সে 'অদৃষ্ট'পূর্ব্ব ব্যাপারমধ্যে যাহা কিছু দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবেন। অর্জ্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া যাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ বিরাট্ বিশ্বরূপ অনন্ত—অসীম। অর্জ্জুন যে সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। অর্জ্জুনের দৃষ্ট ও বর্ণিত বিশ্বরূপ—ভগবানের সমগ্র বিশ্বরূপ নহে।

ভগবান্ আপনার দেহে—আপনার বিশ্বরূপ—আপনারই অসংখ্য অনন্ত—নানাবিধ নানাবর্ণাকৃতিযুক্ত রূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনও পরে বলিয়াছেন যে, ভগবানের দেহেই তিনি এ বিশ্বরূপ দেখিতেছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।

* * * *

বলিয়াছি ত, পরমেশ্বরের যে ঐশ্বর রূপ—তাঁহার অব্যয় আত্মার যে অভিব্যক্ত রূপ—তাহা তাঁহার 'দেহ'। আপাততঃ মনে হয় যে, বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথিরূপে তাঁহার সম্মুখে ছিলেন, সেইরূপেই তিনি অর্জ্জুনের প্রাকৃত চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ ছিলেন,—সুতরাং ভগবান্ তাঁহার সেই দেহকে লক্ষ্য করিয়া—অর্জ্জুনকে বলিলেন,—'তুমি দিব্যচক্ষুর দ্বারা আমার এই মানুষী তনুতেই বিশ্বরূপ দর্শন কর'। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত হয় না। অর্জ্জুন যখন দিব্যদৃষ্টি পাইলেন, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যোগস্থ হওয়ায় প্রকাশিত হইল, তখন তিনি বাহিরের কিছু আর চর্ম্মচক্ষে দেখিতেছিলেন না,—তখন অন্তরে আত্মস্থ ভাগবান্‌কেই বিশ্বরূপে দেখিতেছিলেন। এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ

করিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—'ভগবন্‌, তোমারই দেহে তোমার এ বিশ্বরূপ দেখিতেছি।' সুতরাং এ দেহ পরমাত্মারই বিভূতি, তাঁহার ব্যক্তরূপ।

স্বপ্রকাশ পরমাত্মার যাহা প্রকাশ রূপ, তাহাই তাঁহার দেহ। ব্রহ্ম কল্পনা বা ঈক্ষণ করিলেন, 'আমি বহু হইব'—এবং সেই 'বহু' নামরূপ দ্বারা আপনাতেই প্রকাশ করিলেন ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই যে নামরূপ দ্বারা আত্মাতেই বহুর অভিব্যক্তি, ইহাই পরমাত্মার দেহ। কারণ, এই বিশ্বরূপে ব্যাক্তত হইবার পূর্ব্বে পরম ব্রহ্মে যে "অহং" ভাব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার সহিতই এই ব্যাকৃত নামরূপ দ্বারা বিধৃত বিশ্ব —'ইদং'-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং সেই 'ইদং' সম্বন্ধে মমত্ব ভাবও প্রকাশ হইয়াছিল। ইহাই যোগমায়া। এই মমত্ব ভাব হেতুই ভগবান্‌ স্ব-প্রকৃতিকে আমার প্রকৃতি, ও মহৎব্রহ্মকে আমার 'যোনি' বলিয়াছেন এবং এই প্রকৃতি বা মহৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত বিশ্বকে আপনার দেহ বা ক্ষেত্র বলিয়াছেন। কখনও বা তাঁহা হইতে যে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি —ভগবান্‌, তাহাদের 'আমি' বলিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন বিভূতিকেও 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যষ্টিভাব অজ্ঞানবশে যেমন আমাদের 'অহন্তা' 'মমতা' হয়,—আমাদের দেহে কখন 'আমি' কখন বা 'আমার' জ্ঞান হয়, যেমন তাহাতে আমাদের আত্মাধ্যাস হয়, সেইরূপ আমরা বলিতে পারি যে, সমষ্টিভাবও বিশ্ব সম্বন্ধেও পরমেশ্বরের যোগমায়া হেতু এই 'অহন্তা' ও 'মমতা' ভাব হয়। এই যোগমায়া হেতু ভগবান্‌ বিশ্বকে তাঁহার দেহ বলিয়াছেন, ইহা বলা যায়। শঙ্করাচার্য্য এই জন্ম ঈশ্বর-ভাবকে মায়িক বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। পরিচ্ছিন্ন জীব আমরা যেরূপ অজ্ঞানবশে 'আমার দেহ' বলি, সেইরূপ ভগবান্‌ও মায়াবশে এ বিশ্বকে 'আমার দেহ' বলিতেছেন, ইহা বলা যায় না। আমাদের শরীর আমাদের স্ব-শক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত নহে, ইহা আমাদের 'আত্মার' রূপও নহে; কিন্তু এই বিশ্ব পরমাত্মারই স্বশক্তি হেতু অভিব্যক্ত

ঐশ্বর রূপ। বলিয়াছি ত, প্রকাশস্বভাব আত্মার যাহা প্রকাশরূপ, তাহাকে পরমাত্মার দেহ বলা যায়। পরমাত্মার যাহা 'ভাব'—যাহা বিভূতি, তাহাই তাহার দেহ। এই প্রকাশ—এই ভাব—এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্তি পরমার্থ সত্য হইলে, ইহাকে অধ্যাস, মিথ্যা কল্পনা বা 'মায়াবিলাস' বলা যায় না। অনন্ত জ্ঞানবলাত্মিকা পরাশক্তিমান ব্রহ্মের—এই শক্তিই এক অর্থে শরীর, এবং সেই শক্তির কারণরূপ হইতে যাহা কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও এই অর্থে পরমেশ্বরের শরীর। যাহা এই কারণরূপ—তাহা ভগবানের কারণ-শরীর বা সূক্ষ্মশরীর, আর যাহা কার্য্যরূপ, তাহা স্থূলশরীর।

এই শরীরকে বেদান্ত-শাস্ত্রে কোষ বলে। ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মা ও সমষ্টিভাবে পরমাত্মা—সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর এই কোষমধ্যে স্থিত। এই কোষই শরীর। বেদান্ত অনুসারে এই কোষ পাঁচরূপ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। বেদান্তদর্শনের আনন্দময় কোষ সাংখ্যদর্শনের কারণ-শরীর। বেদান্তের প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ—সাংখ্যের সূক্ষ্মশরীর, আর বেদান্তের অন্নময় কোষ সাংখ্যের স্থূল মাতৃপিতৃজ শরীর। পরমাত্মার যাহা স্থূল অন্নরসময় শরীর বা স্থূলশরীর, সেই শরীর-অভিমানী পরমাত্মাই বিরাট। সূক্ষ্মশরীর-অভিমানী পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভ, আর কারণ-শরীর-অভিমানী পরমাত্মাই পরমেশ্বর—পরম পুরুষ। আর, এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর সমষ্টিভাবে—পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের বিশ্বশরীর বলা হয়; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ তেজোময় কারণ-শরীরেই অবস্থিত। শ্রুতিতে আছে—

"হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজে ব্রহ্ম নিষ্কলম্।"

(মুণ্ডক, ২।২।৯)

"হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।"

(ঈশ উপঃ ১৫; বৃহদারণ্যক, ৫।১৫।১)

এই হিরন্ময় কোষই কারণ-শরীর। ইহাই জ্যোতির্ম্ময় শরীর—প্রথম কোষ। ইহা এই বিশ্বরূপ বর্ণনার পরে বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই তত্ত্ব বুঝিলে তেজোময় আন্ত অনন্ত বিশ্বরূপ-তত্ত্ব বুঝিতে পারিব ও এই দিব্য বিশ্ব ঐশ্বর রূপকে ভগবান্ যে আপনার দেহ বলিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ইহারই উপর রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে ঈশ্বর, জীব ও জড় বা 'চিৎ,' 'চিদচিৎ' ও 'অচিৎ'—এই তিনটি ভাব ব্রহ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরই পরম ব্রহ্ম, তিনি এই চিদচিৎ, অচিৎ বা জীবজড়রূপ শরীরবিশিষ্ট। এই সচরাচর সমুদায় জগৎ পরমেশ্বরেরই শরীর। উপনিষদেও এ তত্ত্বের আভায পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তৃতীয় ব্রাহ্মণে সপ্তম অধ্যায়ে আছে,—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোঽয়ং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি,—এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।"

এইরূপ অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দিব্ (স্বঃ), আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, আকাশ, তমঃ, তেজঃ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। এ সকলই সেই অন্তর্য্যামী সর্ব্বাত্মার শরীর। এইরূপ সর্ব্বভূত সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

"যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো অন্তরো যং সর্ব্বাণি ন বিদুঃ, যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি,—এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।"

এইরূপ অধ্যাত্ম প্রাণাদি সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রাণ, বাক্, পায়ু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান, রেতঃ প্রভৃতি সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে। অতএব এই শ্রুতি অনুসারে এ সমুদায়কে অন্তর্য্যামী অমৃত পরমাত্মা পরমেশ্বরের শরীর বলা হয়। ভগবান্ও এ স্থলে তাহাই বলিয়াছেন। নামরূপ দ্বারা যাহা কিছু পরমাত্মাতে অভিব্যক্ত, যাহা কিছুর মধ্যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, সেই সচরাচর সমুদায় জগৎকে এই জন্য ভগবান্, তাঁহার দেহেই

একস্থ বলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অব্যয় আত্মার ঐশ্বর রূপ, এবং এই রূপ দেহবান্ বলিয়াই তিনি বিশ্বরূপ।

ভগবানের এই যে বিরাট্ বিশ্বদেহ—ইহার মধ্যে এই ব্যক্ত সচরাচর কৃৎস্ন জগৎ একস্থ। তাঁহার অব্যক্ত দিব্য বা দ্যোতনাত্মক দেহেই তাহা একত্র সংস্থিত। তাঁহার অসংখ্য রূপ, বর্ণ ও আকৃতি (forms) এই দিব্য দেহেই অভিব্যক্ত। তাহা দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত কেহ দেখিতে পায় না—তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব—আশ্চর্য্য। ইহাতে কৃৎস্ন জগৎ বা অসংখ্য সৌর ও নক্ষত্র-জগৎ—বিধৃত। যাহা কিছু দেশ-কাল ও নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্ব-জগতে কার্য্য বা অব্যক্ত কারণরূপে অভিব্যক্ত, সে সমুদায়ই সেই দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মতত্ত্বে—তাঁহার পরম ঈশ্বরভাবে তাঁহারই বিরাট্ শরীররূপে বিধৃত। অর্জ্জুন এই ভাবেই এ বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন।

বিশ্বরূপ-দর্শন।—অর্জ্জুন যে ভাবে এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, সঞ্জয়, পূর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসের প্রসাদে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা সংঘটিত হইবে, হস্তিনায় বসিয়া তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিবার জন্য দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাহা দেখিতেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টিতে যে আপনার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সঞ্জয় দেখিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিতে হইবে। সঞ্জয় গীতাশেষে বলিয়াছেন—

"ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥

* * * *

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥"

(গীতা ১৮।৭৫, ৭৭)।

সঞ্জয় ব্যাসের প্রসাদে হরির এই যে অত্যদ্ভুত দিব্য বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি সংক্ষেপ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

"অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং অনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেৎ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাৎ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥"

(গীতা ১১।১০-১৩)।

সঞ্জয় দেখিলেন যে, পরমাত্মার জ্যোতির্ম্ময় দ্যোতনাত্মক (দিব্য) প্রকাশ সমুদায়ই আশ্চর্য্য, অনন্ত, বিশ্বতোমুখ। সে প্রকাশ তিনরূপ— আধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত। অধ্যাত্মরূপ প্রথম দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, অধিদৈবতরূপ বা তাহার আদি তৃতীয় শ্লোকে ও অধিভূতরূপ শেষ শ্লোকে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। অধ্যাত্মরূপ—অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বভাব। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি হেতু সেই শক্তির বিকাশ অনন্তরূপ। সে রূপের অভিব্যক্তি 'অনেক' অর্থাৎ অসংখ্য—অনন্ত। তাহা অদ্ভুতদর্শন—সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। তাহার সংরূপে সন্ধিনীশক্তিহেতু—তাহা দিব্যানেক উদ্যতায়ুধসংযুক্ত, সেই দিব্য দ্যোতনাত্মক আয়ুধ বা শাসনশক্তির নানা অভিব্যক্তরূপ সেই পরাশক্তিরই নানা ভাবে প্রকাশরূপ। তাহাতেই এ বিশ্ব শাসিত—নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার আনন্দ বা হ্লাদিনীশক্তিরূপে তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার—অনেক দিব্য দ্যোতনাত্মক আভরণ, দিব্য মাল্য, অম্বর; দিব্য গন্ধ অনুলেপন সেই পরম সৌন্দর্য্যের দ্যোতক। তাঁহার চিৎ বা সংবিৎ শক্তিরূপে তাঁহারই

এই বিশ্বতোমুখ অনন্ত দিব্য অভিব্যক্ত দেহ কল্পিত ও বিধৃত। ভগবানের যাহা পরম অধ্যাত্মরূপ, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যাত্মরূপে তিনি সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা। সেই আধ্যাত্মভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই চিত্তে স্ব-ভাব বা 'আমি-আমার' ভাব অভিব্যক্ত হয়, ভূতগণ জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়। এই অধ্যাত্মভাব ব্রহ্মে যখন প্রথম অভিব্যক্ত হয়, তখন ব্রহ্ম 'অহং' হন, এবং এই অহং হইতে 'ইদং'এর অভিব্যক্তি হয়, এবং সর্ব্বং ইদং মধ্যে ব্রহ্ম আত্মরূপে 'অহংরূপে' অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যে অহং ও 'ইদং'—আপনাতে একীভূত করিয়া ধারণ করেন, এই যে আত্মরূপে পরমব্রহ্ম সর্ব্বং ইদং বা সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট—তাহাই আধ্যাত্ম-ভাব। পরমেশ্বরের আত্মরূপই ভূতভৃৎ ভূতভাবন। এই অধ্যাত্মভাবেই সর্ব্বভূত তাঁহার অন্তঃস্থ—তিনি সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। এই আধ্যাত্মভাবদ্বারাই সমুদায় 'ইদং' ব্যাপ্ত।

"যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।"

এই অধ্যাত্মরূপেই ভগবানের বিরাটদেহে মন ও সকল ইন্দ্রিয়গণ সমষ্টি-ভাবে ও প্রতি ভূতদেহে ব্যষ্টিভাবে অভিব্যক্ত হয়। 'অহং' এর সহিত ইদংএর সম্বন্ধ এই ইন্দ্রিয় দ্বারা সংস্থাপিত হয়। এই ইন্দ্রিয় অভিব্যক্তি জন্য ভগবান্ বিরাট্ বিশ্বরূপ হইয়া সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্ব অবমন্তা, সর্ব্বজ্ঞাতা হন। সর্ব্বভূতদেহেও অধ্যাত্মরূপে পরমেশ্বরই ব্যষ্টিভাবে এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রষ্টা, শ্রোতা বা জ্ঞাতা হন। সর্ব্বভূতভাব বা অধিভূত-ভাব পরমেশ্বর হইতেই অভিব্যক্ত হয় এবং তাহাতে ব্যষ্টিভাবে অন্তর্য্যামী ভগবানের ঐ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও জ্ঞাতা ভাব—ছায়া বা প্রতিবিম্ববৎ অভিব্যক্ত হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, সর্ব্বত্র বিশ্বরূপ পরমে-শ্বরে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়গণের অভিব্যক্তি হয়। পরম ঈশ্বরভাবে যে ইন্দ্রিয়ভাবের বিকাশ হয়, তাহা তাঁহার সেই অধ্যাত্মভাবেরই অন্তর্গত।

বিশ্বরূপ ভগবানের এই আধ্যাত্মভাবেই অনেক-বক্ত্র-নয়নের দিব্য

অভিব্যক্ত হয়। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়গুণ তাহাতে প্রকাশিত হয়, মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারেই অধ্যাত্ম স্ব-ভাব অভিব্যক্ত হয়। শ্রুতি সেজন্য ইহাদিগকে অধ্যাত্ম বলিয়াছেন,—

"অথ অধ্যাত্মনা। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণং অন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।" (বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৭।১৬)।

এই কথা বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান, রেত সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে। ইহাই পরমাত্মার অধ্যাত্মস্বরূপ। এই অধ্যাত্মস্বরূপে তিনি—

"অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা।" (বৃহদারণ্যক, ৬।৭।২৩)।

সুধু তাহাই নহে। তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই।

"নান্যোতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা, নান্যতোঽস্তি মন্তা, নান্যোঽতো ন বিজ্ঞাতা।" "এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ॥" (বৃহদারণ্যক উপ, ৩।৭।২৩)

আমাদের যিনি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতহৃদয়ে অবস্থান করেন, ও তাহারই অধ্যক্ষে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সর্ব্বভূতে অভিব্যক্ত করেন ও জ্ঞানাদি সর্ব্ব-ভূতভাব জীবহৃদয়ে অভিব্যক্ত করেন। এই ঐশ্বররূপে এই অধ্যাত্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য সঞ্জয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, পরম ঐশ্বররূপ—

অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্।

পরে অর্জ্জুন আরও বিশেষ ভাবে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
অনন্তবীর্য্যং অনন্তবাহুম্॥"

অর্জ্জুন আবার বলিয়াছেন,—

"রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরপাদম্।
বহূদরং বহুদ্রংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকান্ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥"

পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যখন ভগবান্ জ্ঞেয় পরমব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, তখন ব্রহ্মের সগুণ ভাবও এইরূপ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥"

(গীতা, ১৩।১৩-১৪)।

এই যে ব্রহ্মের সর্ব্ব ইন্দ্রিয়গণের আভাষ আছে, তাহাই পরম ঈশ্বর-রূপে অভিব্যক্ত, তাহা হইতেই সর্ব্বভূতভাবে তাহাই আবার অভিব্যক্ত। অর্থাৎ তাহাই ব্যষ্টিভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। তাই পরম ঐশ্বর রূপ "অনেকবক্ত্রনয়নং অনেকাদ্ভুতদর্শনম্॥"

ভগবানের বিরাট্ বিশ্বদেহ যে সুন্দর আর ভয়ানক, তাহার অধ্যাত্ম-ভাব যে এইরূপ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়গুণের আভাষযুক্ত, তাহা আমরা এইরূপে কতকটা ধারণা করিতে পারি।

এক্ষণে তাঁহার অধিদৈব রূপের বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে তাঁহার আদি পরম জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ বিবৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। সঞ্জয় বলিয়াছেন যে,—আকাশে সহস্র সূর্য্যের যুগপৎ উদয় হইলে যে জ্যোতিঃ, যে তেজ প্রকাশিত হয়, ভগবানের এই বিরাট্ আধিদৈবিক রূপের আভা,—সে মহান্ আত্মার জ্যোতিঃ তাহার সহিতও বুঝি তুলনা হইতে পারে না। সে জ্যোতিঃ অতুলনীয়। ইহা হিরন্ময় কোষেরই জ্যোতিঃ।

যে 'হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্'—ইহা তাহার সেই কারণ-শরীরেরই জ্যোতিঃ। পরে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"জ্যোতিষাং অপি তজ্জ্যোতিঃ।" (গীতা ১৩।১৭)।

অন্তর্দৃষ্টিতে বা যোগদৃষ্টিতে পরমাত্মায় যোগযুক্ত হইলে এই জ্যোতি-দর্শন হয়। তখন অন্তর্জ্যোতিঃ হওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

"যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥" (গীতা, ৫।২৪)।

এই পরমাত্মার জ্যোতি বা প্রকাশরূপ হইতেই স্থূলভাবে আকাশে আদিত্যগণ, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও পৃথিবীতে অগ্নির অভিব্যক্তি হয়। ইহা হইতেই চন্দ্রমা-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। পরমাত্মাই অধিদৈবরূপে পৃথিবী, অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, তমঃ, তেজ এই সকল তেজোময়াত্মক দেবরূপে অভিব্যক্ত। তিনি ইহাদের অন্তরে অবস্থান করেন, তিনি তাহাদের অন্তর্য্যামী হন তাহাদের শরীররূপে গ্রহণ করেন,—তিনিই অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা। (বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৭।৩—২৩)। এই সকল দেবতা-রূপে তিনি অবস্থান করেন, এজন্য ইঁহারা তাঁহার অধিদৈব রূপ। এই অধিদৈবরূপ অর্জ্জুন দেখিয়া বলিয়াছেন,—'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে।' (গীতা ১১।১৫)।

অর্জ্জুন আবার বলিয়াছেন,—

"বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।"
(গীতা ১১।৩৯)।

এই অধ্যাত্ম ও অধিদৈব রূপ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া সঞ্জয় ভগবানের অধিভূতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥"

পূর্ব্বে ভগবান্‌ও আপনার এই অধিভূতরূপ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।"

এই অধিভূতরূপ সম্বন্ধে শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।—

'অথ অধিভূতম্। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ ইত্যধিভূতম্।'

(বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৭।১৫)।

অতএব ঐশ্বর দেহে এই সচরাচর সমুদায় জগৎ যে একস্থ হইয়া অবস্থিত, ইহাও পরমেশ্বরের অধিভূত ভাব।

পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে যে অব্যক্ত পরমব্রহ্মতত্ত্ব, কৃৎস্ন অধ্যাত্মতত্ত্ব, অখিল কর্ম্মতত্ত্ব, সাধিভূত সাধিদৈব সাধিযজ্ঞ ঈশ্বরতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, এই বিশ্বরূপ-বর্ণনায় সেই কৃৎস্ন অধ্যাত্মতত্ত্ব, অধিভূততত্ত্ব ও অধিদৈবতত্ত্ব আমরা জানিতে পারি।

কিন্তু অর্জ্জুন বিস্তারিতভাবে যে এই ঐশ্বর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এই অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত ভাব ব্যতীত নিখিল কর্ম্ম-ভাবেরও আভাষ পাওয়া যায়।

প্রথমে অর্জ্জুন ভগবানের অধিদৈব ও অধিভূত স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্। *

* এ শ্লোকে যদি 'ভূতবিশেষসংঘ' অর্থে "যাতুধান" প্রভৃতি ভূতযোনি (invisible spirits অথবা astral bodies হয়—আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচর দিব্য ভূতযোনি হয় (এবং 'সর্ব্বান্' 'দেবান্' শব্দের বিশেষণ হয়),—তবে আমরা বলিতে

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥”

তাহার পর অর্জ্জুন ভগবানের অধ্যাত্মস্বরূপ,—পরমাত্মার অসংখ্য-বাহূদরবক্ত্রনেত্র বা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিভূত অনন্ত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

“অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥”

পরমাত্মা ভগবান্ কেবল বিশ্বরূপ নহেন, তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা—পরমেশ্বর। তাঁহার শাসন ও নিয়মন-শক্তি গদা ও চক্রহস্তরূপে যোগ-দৃষ্টিতে অর্জ্জুন দর্শন করিলেন, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ (halo) তাঁহার কিরীটরূপে দর্শন করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন—

“কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥”

তখন অর্জ্জুন ভগবানের এই বিশ্বরূপকে পরম জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় দেখিলেন। সেই তেজোরাশি ‘সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তম্।’ যে দীপ্তি দ্বারা দীপ্ত অনল ও সূর্য্যের দীপ্তিও হীনপ্রভ, তাহা অপ্রমেয়, সঞ্জয় যে পূর্ব্বে সহস্র সূর্য্যের প্রভার সহিত সে প্রভার তুলনা করিয়াছেন—তাহা দ্বারাও

পারি যে, এ শ্লোকে আমাদের অদৃষ্ট ব্রহ্মা ঈশ্বর—সর্ব্ব (বৈদিক) দেবতার সর্ব্ব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ভূত প্রেত পিশাচ, সর্ব্ব দেবর্ষি ও সর্ব্ব দিব্য ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।—স্বর্গ ও অন্তরীক্ষস্থ—সমুদায় লোক উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ‘ভূতবিশেষসংঘের’ এ অর্থ কোন ব্যাখ্যাকার করেন নাই, আমরাও পূর্ব্বে করি নাই। কিন্তু এক ভাবে এ অর্থবাদ সঙ্গত হইতে পারে।

সে প্রভার উপমা হয় না—এজন্ত তাহা অতুলনীয় অপ্রমেয়। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" (গীতা, ১৫।১২)।

এই স্বপ্রকাশ জ্যোতি সূর্য্যচন্দ্রাদি সকলের প্রকাশক, কিন্তু তাহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে, তদ্ধাম পরমং মম॥"

আমরা পূর্ব্বে শ্রুতি হইতে জানিয়াছি যে, এই—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজে ব্রহ্ম নিষ্কলম্॥"

শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"
(কঠ, ৫।১৫ ; শ্বেত ৬।১৪ ; মুণ্ডক, ২।২।১০)।

অর্জ্জুন পরমাত্মা পরমেশ্বরের এই জ্যোতির্ম্ময় পরম অধ্যাত্মরূপ দেখিয়াছিলেন। ইহা যোগদৃষ্টিতেও দুর্নিরীক্ষ্য। এই অনন্ত তেজোময়ঃ রূপ দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন ভগবানের সেই পরম অক্ষর ব্রহ্মভাব অনুভব করিলেন। তিনি বিশ্বরূপ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥"

ইহাই সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়োক্ত 'তৎ পরম্ অব্যয়ং' ব্রহ্মতত্ত্ব। বলিয়াছি ত, পরমাত্মা পরমেশ্বরের এই যে পরম অক্ষরস্বরূপ, তাহার এই যে পরমধাম—তাহা যোগদৃষ্টিতেও দেখা যায় না। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিবার সময় তাহা অনুভব করিতেছিলেন মাত্র। অর্জ্জুন তখন বিশ্বরূপে—পরমাত্মার অব্যয়স্বরূপে সেই অদ্ভুত আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ দর্শন করিতেছিলেন ও তাঁহার অনন্ত বীর্য্য ও শক্তিপ্রকাশক অনন্ত বাহু ও সর্ব্বপ্রকাশক শশিসূর্য্যরূপ নেত্র দেখিতেছিলেন। কিন্তু সেই অনন্ত দুনিরীক্ষ্য তেজই তখন তাঁহাকে অভিভূত করিতেছিল। অর্জ্জুন বলিলেন,—

"পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম ॥"

সেই তেজোদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ বা ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত। সেই সর্ব্বতোব্যাপ্ত তেজোময় রূপ উগ্র—অদ্ভুত, সেই তেজে এই লোকত্রয় প্রব্যথিত।

শুধু যে দুর্নিরীক্ষ্য এই তেজ দেখিয়া ত্রিলোক প্রব্যথিত হয়, তাহা নহে। ত্রিলোকমধ্যে সুরগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, আদিত্যাদি দেবগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতি সকলে সে রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কেহ বা স্তুতি করেন, কেহ বা ভয়ে পলায়ন করেন।

আর শুধু যে এ ত্রিলোকব্যাপ্ত দুর্নিরীক্ষ্য তেজ দেখিয়া লোকত্রয় প্রব্যথিত হয়, তাহা নহে, সেই মহান্ বিশ্বরূপে অসংখ্য বক্ত্র, নেত্র, বাহু, উরু, পাদ, উদর—বিশেষতঃ তাঁহার করাল দংষ্ট্রাবিশিষ্ট মুখ দেখিয়াও লোকত্রয় প্রব্যথিত হয়। তাঁহার নভোব্যাপী, দীপ্ত, অনেকবর্ণ, বিবৃত মুখ ও দীপ্ত বিশালনেত্র দেখিয়াও লোকত্রয় প্রব্যথিত হয়।

অর্জ্জুন ত এ ঘোর উগ্ররূপ দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন। তিনি শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না—অধৈর্য্য হইতেছিলেন। বিশেষতঃ

বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের যে ঘোর কালরূপ—তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন ভয়ে বিহ্বল হইতেছিলেন। পরমেশ্বর সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপ, স্থিতিতে স্থিতিরূপ, আর সংহারে ঘোর কালরূপ—মৃত্যুরূপ। সেই কালরূপে যেন তিনি ভীষণ দংষ্ট্রাযুক্ত কালানলসন্নিভ অসংখ্য মুখ ব্যাদান করিয়া সকলকে ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সেই অনন্ত মুখে যেন লোকে বিনাশের জন্য ক্রমবর্দ্ধিত বেগে প্রবেশ করিতেছে। এই ঘোর কালরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন বলিলেন,—

"দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"

অর্জ্জুন বলিলেন যে, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাহারা উভয় পক্ষে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, তাহারা সকলে—

"বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥"

* * * *

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥"

ভগবানের বিশ্বরূপের মধ্যে যাহা সৃষ্টি ও স্থিতিরূপ, তাহা আমরা যোগদৃষ্টিতে দর্শন করিলে, তাহাতে আমাদের এরূপ ভয় হয় না—এরূপ ব্যথা পাইতে হয় না। কিন্তু তাঁহার যে এই ঘোর সংহাররূপ, তাহা যোগদৃষ্টিতেও কেহ সহ্য করিতে পারে না। অর্জ্জুন পরম ঐশ্বররূপে এই

উগ্ররূপ দেখিয়া সে রূপের তত্ত্ব, সে সংহাররূপের প্রবৃত্তি কি, তাহা ভগবানে প্রপন্ন হইয়া জানিতে চাহিলেন।

ভগবান্ বলিলেন,—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ॥"

ভগবানের কালরূপেই এ বিশ্বজগৎ বিধৃত। কালরূপেই সমষ্টি ব্যষ্টিভাবে এই সচরাচর সমুদয় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়।

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোঽহিতিক্রমঃ॥"

যথন সমষ্টিভাবে সংহারের সময় আসে, তখন কালরূপে ভগবান্ এ জগৎ সংহার করেন। ব্যষ্টিভাবেও কোন বিশেষ স্থানে বা কালে এইরূপ লোকসংহারের প্রয়োজন হয়—ধর্ম্মস্থাপন বা রক্ষা ও অধর্ম্ম-দমনের জন্য যদি কথন এইরূপ সংহারের প্রয়োজন হয়, তবে ভগবান্ কাহাকেও নিমিত্ত করিয়া, সেই সংহারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তখন লোকক্ষয়কৃৎ 'কাল' প্রবৃদ্ধ হয়—লোকসমাহরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই বিশ্বরূপ ভগবানের প্রবৃদ্ধ কালরূপ।

কালাতীত নিত্য অক্ষর অব্যয় পরম ভাব হইতে পরমেশ্বরের কালরূপের অভিব্যক্তি হয়, এবং তাহা সেই কালাতীত অব্যয় অক্ষর ভাবের দ্বারা বিধৃত হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে যে, যাঁহারা যোগদৃষ্টি লাভ করেন, তাঁহারা সেই যোগদৃষ্টিতে এই তত্ত্ব দেখিতে পান—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ১।৩)

ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ এই কালরূপকে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন। সে স্থলে এই কালতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

যাহা এই কালের মধ্যে বিধৃত, কালের দ্বারা নিয়মিত—তাহা পরমেশ্বরের ক্ষর ভাব—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই ক্ষর ভাব ভগবানের অক্ষর পরম ভাবের দ্বারা বিধৃত—নিয়মিত। এই কালবশে সমুদায় ক্ষরভাব সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে বিকারী হয়, ষড়্‌ভাব বিকারযুক্ত হয়। জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশের মধ্য দিয়া গতাগতি হয়। এই সমুদয় ক্ষরভাব ভগবানের বিরাট শরীরের অন্তর্ভূত, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই ক্ষর ভাবের মধ্যে যে বিনাশভাব, তাহাই কালের বিশেষ ভাব, আর এই বিনাশের মধ্যে এককালে বহুর বিনাশই সেই কালের প্রবৃদ্ধ ভাব—প্রবৃদ্ধ লোকক্ষয়কৃৎ ভাব। এই ভাবটিই বিরাট্ বিশ্বরূপমধ্যে তখন অর্জ্জুন দেখিতেছিলেন।

ভগবানের নিকট এই কালতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ভীত অর্জ্জুন বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের বিশালত্ব বিরাটত্ব জানিতে পারিয়া—তাঁহার এই ঘোররূপ দেখিতে পাইয়া বিশ্বরূপ ভগবান্‌কে বার বার নমস্কার করিলেন এবং পরমেশ্বরকে স্তুতি করিলেন। অর্জ্জুন বার বার নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন :—

"অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।"

*   *   *   *

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥"

অর্জ্জুন বার বার বিশ্বরূপ ভগবান্‌কে নমস্কার পূর্ব্বক এই প্রকারে স্তুতি করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই পরমেশ্বররূপে না জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সখ্যভাবে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য সসম্ভ্রমে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সে যাহা হউক, ভগবানের নিকট দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া অর্জ্জুন এই পর্য্যন্ত বিশ্বরূপ দেখিয়া আর দেখিতে পারিলেন না। তিনি ব্যথিত, ভীত ও ত্রস্ত হইলেন। তিনি ভগবান্‌কে সে রূপ সংবরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহার চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে চাহিলেন। সুদুর্দ্দর্শ বিরাট্ বিশ্বতেজোময় অনন্ত আদ্য বিশ্বরূপে ভগবান্ ধ্যেয় নহেন। যে সৌম্যরূপে তিনি ধ্যেয়, সেই রূপেই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে দেখিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন,—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥"

তখন ভগবান্ অর্জ্জুনকে কৃপা করিয়া, সেই সুদুর্দ্দর্শ বিশ্বরূপ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহার সেই ধ্যেয় চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ দেখাইলেন, এবং অবশেষে যে সারথিরূপে অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ দিতেছিলেন, সেই মানুষী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। সেই সৌম্য সুন্দর মানুষরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন আশ্বস্ত হইলেন। এই চতুর্ভুজ রূপতত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে ৪৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্বরূপ-তত্ত্ব—এই বিরাট্ বিশ্বরূপ-তত্ত্ব আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত হইতে এই বিশ্বরূপের আভাস পাওয়া যায়, পুরুষ—আদি—পরম পুরুষ এই বিশ্বসৃষ্টির জন্য যজ্ঞে আপনাকে আপনি আহুতি দেন। তাঁহার সেই মহাত্যাগ হইতে এই সচরাচর সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হয়, তিনিই এই বিরাট্ বিশ্বরূপে শরীরী হইয়া অভিব্যক্ত হন। পুরুষের এই বিরাট্ বিশ্বরূপ উক্ত পুরুষসূক্তে বিবৃত হইয়াছে। তদনুসারে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও এই বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যা-শেষে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার আর উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই পুরুষ-সূক্ত ব্যতীত ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তেও এই বিশ্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে বিশ্বরূপ 'বাক্'-দেবীর। এই দেবী বাক্—শব্দব্রহ্ম হইতে অভি-ব্যক্ত। এই বাক্ দ্বারাই এ বিশ্ব কল্পিত, সৃষ্ট ও বিধৃত হয়। তিনি মহা-সরস্বতী। এই দেবীকে ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি—মায়া বলা যাইতে পারে। সুতরাং এই সূক্ত হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এই বিরাট্ বিশ্বরূপ সেই পরাখ্যা মায়াশক্তির।

এইরূপে ঋগ্বেদ হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এই বিরাট্ বিশ্বরূপ সেই পরম পুরুষেরই অভিব্যক্ত রূপ। আবার এই ঋগ্বেদ হইতেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বিশ্বরূপ সেই পরমা প্রকৃতিরই রূপ। সেই

পরমা প্রকৃতি বাগ্‌রূপা। গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এ বিশ্বরূপ—বিশ্বেশ্বরের রূপ—সেই পরম পুরুষেরই রূপ। সেইরূপ দেবী-গীতা বা ভগবতীগীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এ বিশ্বরূপ সেই দেবীরই রূপ। ভগবতীগীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেবী ভগবতী তাঁহার পিতা হিমালয়কে এই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। সে স্থলে বিশ্বরূপের বর্ণনা ও গীতার এই বিশ্বরূপ-বর্ণনা—একই প্রকার।

আপাততঃ ইহাতে বিরোধ মনে হয়। যদি শক্তি ও শক্তিমানে ভেদজ্ঞান হয়, তবেই এ বিরোধ হয়। আর যদি "শক্তি-শক্তিমতশ্চৈব ন বিভেদঃ কদাচন" এই ধারণা হয়—যদি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদজ্ঞান হয়, তবে এ বিরোধ থাকে না। চণ্ডী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ হরিকে 'জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা ও জগৎকর্ত্তা' বলা হইয়াছে,—

যয়া যয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥

আবার দেবীকেও বলা হইয়াছে,—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

অর্থাৎ যিনি বাগরূপা, প্রকাশ যাঁহার স্বরূপ, সেই দেবীকর্ত্তৃক এই জগৎ সৃষ্ট, বিধৃত, চালিত ও বিনষ্ট হয়। এই দেবীই বৈষ্ণবী শক্তি পরমা মায়া (চণ্ডী)। অতএব এই বিশ্ব ভগবান্ পুরুষোত্তমের রূপই বলা হউক বা ইহা তাঁহার পরমা শক্তিরই রূপ বলা হউক, ইহাতে কোন বিরোধ হয় না।

এই যে পরমেশ্বরের ঐশ্বররূপ, ইহাকে মায়াবাদী পণ্ডিতগণ মায়া বলেন, সাংখ্য পণ্ডিতগণ ইহাকে প্রকৃতি বলেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী

পণ্ডিতগণ ইহাকে ব্রহ্মেরই অভিব্যক্ত রূপ—ঈশ্বররূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের শরীর বলেন। দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ এ জড়জীবময় বিশ্বকে ঈশ্বর হইতে ভিন্নরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু উপনিষদ্ ইহাকে ব্রহ্মই বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" উপনিষদ্ অনুসারে যেমন সর্ব্বম্ 'ইদং' ব্রহ্ম, সেইরূপ সর্ব্ব 'অহং' ব্রহ্ম। ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বয় তত্ত্ব—'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' অতএব উপনিষদ্ অনুসারে—যেমন পুরুষোত্তম—পুরুষবিধ পরমাত্মা ব্রহ্ম, সেইরূপ এই বিরাট্ বিশ্বও ব্রহ্ম। সর্ব্বাত্মা পরম পুরুষের সর্ব্ব 'ইদং' রূপে এবং সর্ব্ব 'অহং' রূপে—এ বিরাট্ বিশ্ব জ্ঞেয় বলিয়া ইহাকে তাঁহার শরীর বা ক্ষেত্র বলিয়াছেন। গীতাতে ভগবান্, এই ব্যক্ত অব্যক্ত সমুদয়কে আপনার অব্যয় আত্মা বা অব্যয় আত্মারই ঐশ্বররূপ বলিয়াছেন। ঐশ্বর যোগেই—অব্যয় আত্মার এই ঐশ্বর রূপের অভিব্যক্তি হয়। সে ঐশ্বর যোগের হেতু দেবী যোগমায়া বলিলেও ইহাতে মায়াবাদ আসে না। কারণ, মায়া ভগবানের ঐশী শক্তি, তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা পরা শক্তি সুতরাং এই বিরাট্ বিশ্ব—ভগবানের এই ঐশী শক্তিরই অভিব্যক্ত রূপ। তাহা কাল্পনিক নহে—তাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে—তাহা ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত। যাহা শক্তিমানের শক্তি, তাহাই তাঁহার দেহ। এইজন্য পরমাত্মার পরা ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি এই বিশ্বরূপ তাঁহারই বিরাট্ দেহ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—যে পরমাত্মার শরীর বা কোষরূপে এই শক্তির অভিব্যক্তি হয়। যাহা কারণ-শরীর—তাহাই সেই পরা শক্তির প্রথম তেজঃ বা জ্যোতীরূপে অভিব্যক্তি। জ্ঞানের যাহা প্রকাশ রূপ—তাহাকেও জ্যোতিঃ বলে; কিন্তু সে জ্যোতিঃ—কেবল আলোকপ্রকাশরূপে অভিব্যক্ত, তাহাতে তাপ নাই। আর যাহা এই শক্তির তেজোরূপ—তাহাতে তাপ (জ্ঞানময় তপঃ) আছে—তাহা অনন্ত তেজোময়। শক্তির এই অনন্ত উৎকট তেজোময় রূপই এ বিশ্বের অভিব্যক্তির কারণ। এই

তেজঃ দ্বারাই শক্তিমান্ পরমেশ্বর সমাবৃত। এই কারণরূপ হইতে নানাভাবে নানাপ্রকারে কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়। শক্তির কার্য্য রূপ-প্রকাশ। ইহা হইতে নানাবিধ বর্ণ ও আকৃতির অভিব্যক্তি হয়।

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ স্বরূপাম্॥"

এই লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের বিবিধভাবে সংমিশ্রণে বিবিধ বা অনন্ত বর্ণ ও আকৃতির অভিব্যক্তি হয়। ইহাই রূপ। ব্রহ্মশক্তির শব্দ-রূপ হইতে নামের অভিব্যক্তি হয়, আর এই কার্য্য-রূপ হইতে নানাবিধ বর্ণাকৃতি বা নানাবিধ 'রূপের' অভিব্যক্তি হয়। এই বিশ্ব এই নাম-রূপ দ্বারাই ব্যাকৃত হয়। প্রত্যেক নাম-রূপের মধ্যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট থাকেন বলিয়া, তাহাতে অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয়গণের অভিব্যক্তি হয়—বিশ্বরূপ ভগবান্ অনেক 'বাহূদরবক্ত্রনেত্র' হন। তিনি স্বাভাবিকী জ্ঞান-শক্তিবলে 'আমি বহু হইব' যে কল্পনা করেন ও যে নামরূপ দ্বারা নানা ভাবে যে বিশ্ব ব্যাকৃত করেন, তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। ইহাই বিরাট্ শরীরের বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষ। ইহা হইতে এই ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি হয়। ইহাই ভগবানের স্থূল-শরীর। ভগবান্ বিভিন্ন কোষে অনুপ্রবিষ্ট হন। সূক্ষ্মশরীরে তিনি হিরণ্যগর্ভ, স্থূলশরীরে তিনিই বিরাট্। এ কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের এ স্থলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, এই বিরাট্ বিশ্বরূপ মায়িক বা মিথ্যা কল্পনা নহে, ইহা স্বতন্ত্রা প্রকৃতির ক্রম-পরিণত রূপ নহে। ইহা ব্রহ্ম—ইহা পরম ব্রহ্মের পরমাত্মা পরমেশ্বরস্বরূপে অভিব্যক্ত ভাবেরই পরম ঐশ্বর রূপ। ইহা অনন্ত 'জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি-বল-বীর্য্য-তেজ দ্বারা সদা সম্পন্ন' ভগবানেরই রূপ। ইহা সেই পরমাত্মা পুরুষোত্তমেরই বিরাট্ দেহ। ঈশ্বরে এই বিরাট্ বিশ্ব-দর্শন এবং এ বিশ্বে সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দর্শন না হইলে—বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায়।



ভক্তিযোগ



"নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ॥
দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈতদ্‌বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তিমদ্‌ বা স্মরন্‌ ভজেৎ॥"

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১



অর্জ্জুন—

এইরূপে সদাযুক্ত করে উপাসনা
যে ভক্ত তোমারে—যেবা অব্যক্ত অক্ষরে
তাহাদের মাঝে কেবা হয় শ্রেষ্ঠ যোগী? ১

এই অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এরূপে (অর্থাৎ পূর্ব্বাধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে উক্ত প্রকারে) তোমাকে যাহারা ভজনা করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করে, ইহাদের

মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ? সুতরাং এ স্থলে দুইরূপ উপাসনা উক্ত হইয়াছে,—(১) পরমপুরুষের (Personal God এর) আর (২) অব্যক্ত অক্ষরে (Impersonal Absolute এর) উপাসনা।

শঙ্কর বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতায় প্রধানতঃ দুইটি বিষয় বলা হইয়াছে। প্রথম, সেই অবিনাশী সকল প্রকার নামরূপ-বিনির্ম্মুক্ত, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের উপাসনা; দ্বিতীয়, সর্ব্বপ্রকার যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্ববিজ্ঞানশক্তিসমন্বিত, সত্ত্ব দ্বারা বিশেষিত যে পরমেশ্বর, তাঁহার উপাসনা। একাদশ অধ্যায়ে সর্ব্ব-জগতের আত্মস্বরূপ আত্ম ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বিশ্বরূপ দেখাইয়া সেই বিশ্বরূপের উপাসকগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়, ইহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনা—এই দ্বিবিধ উপাসনাই গীতা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই উভয়রূপ উপাসনামধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর, তাহাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

গিরি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বের কয় অধ্যায়ে নিরুপাধিক জ্ঞেয় ব্রহ্মের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং সোপাধিক ধ্যেয় ব্রহ্মের তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর মন্দ-মধ্যাদি অধিকারিভেদে যোগৈশ্বর্য্যযুক্ত, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গাদি-কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসত্তা উপহিত ভগবানের বিভিন্ন ভাবে ধ্যানের কথা উক্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে অধিকারের তারতম্য-যুক্ত সাধনার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

রামানুজ বলিয়াছেন, ভক্তিযোগনিষ্ঠগণের প্রাপ্য সেই ব্রহ্ম ভগবান্ নারায়ণের সর্ব্বতোবাধশূন্য ঐশ্বর্য্য সাক্ষাৎ করিবার জন্য অভিলাষী অর্জ্জুনকে অবধিবর্জ্জিত নিরতিশয় কারুণ্য-সৌন্দর্য্য ঔদার্য্যাদি গুণের সাগর, সত্যসঙ্কল্প, ভগবান্ যথাযথ অবস্থিত আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, এবং ভগবানের জ্ঞান ও তাঁহার দর্শন আত্যন্তিক ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তিতে লাভ করা যায়, ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন। অনন্তর

এই অধ্যায়ে আত্মপ্রাপ্তির সাধন আত্মোপাসনা অপেক্ষা সুখসাধ্য ও শীঘ্রসাধ্য ভক্তিরূপ ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব, ভগবদুপাসনার উপায় এবং সেই উপাসনায় আসক্ত ব্যক্তির অক্ষরনিষ্ঠতা এবং সে নিষ্ঠায় কি প্রয়োজন, ইহা উক্ত হইয়াছে। ভগবদুপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বেও (৬।৪৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, যথা—

'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥'

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভক্তিনিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। 'ভগবানের ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না' ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে (৯।৩১) আর অন্যদিকে 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে (৭।১৭), "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" (৪।৩৬) ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন।

বলদেব বলিয়াছেন, "যথাবৎ জীবাত্মাকে জানিয়া তাহার অংশী হরি ধ্যেয়, ইহা অবগত হইয়া 'অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি' ইত্যাদি শ্লোকে দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পরবর্ত্তী কয় অধ্যায়ে এই এক পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। জীবাত্মাকে হরির অংশ জানিয়া তদংশী হরি তৎশ্রবণাদি ভক্তিযোগে ধ্যেয়, ইহা সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয় পন্থারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে অধ্যায় সকলে জ্ঞানসংসৃষ্ট ভক্তি উক্ত হইয়াছে, এবং মধ্যে (৪।৪৭ শ্লোকে) অবিমিশ্রা ভক্তি উল্লিখিত হইয়া একান্ত ভক্তগণের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। সেই বিষয়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

মধুসূদন বলিয়াছেন, পূর্ব্বে অধ্যায়শেষে যে "আমার (মৎ)" এই শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় অর্জ্জুন এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 'আমার' এই শব্দে সর্ব্বস্বরূপ বস্তুকে

ভগবান্ নিরাকার বলিলেন না সাকার বলিলেন? নিরাকার ও সাকার উভয়েতেই "আমার" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" (৭।১৯) ইত্যাদি শ্লোকে নিরাকার বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বরূপ দেখাইবার পর ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এইরূপ যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি কোনরূপ সাধনায় কেহ তাহা দেখিতে পায় না—এ স্থলে সাকার বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব বলিতে হয় যে, এই প্রকার উপদেশ অধিকারিভেদে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। নতুবা বিরোধ হয়। এই জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনি নিরাকার চিন্তা করিবেন, না সাকার চিন্তা করিবেন? তিনি কোন্ অধিকারী? অর্জ্জুন সগুণ ও নির্গুণ উপাসনা-বিষয়ে বিশেষ জানিবার অভিলাষী হইয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

পূর্ব্বাধ্যায়ে 'মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমঃ ...' এই শ্লোকে ভগবানের অনন্যভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তি-ফল উক্ত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে 'পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনাৎ'—ইত্যাদি শ্লোকে প্রকৃতিসংসৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ হইতে যে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বিমুক্তভাব—যাহা লৌকিক পদার্থ হইতে ভিন্ন ও যাহা অন্য কোন শাস্ত্রে ব্যক্ত হয় নাই, সেই অব্যক্ত সনাতন নিত্য প্রত্যগাত্মার কথা উক্ত হইয়াছে। তাঁহাকেই 'অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্' বলা হইয়াছে; এবং ইহা দ্বারা প্রত্যগাত্মার অক্ষরত্ব, পরমগতিত্ব এবং পরমত্ব উক্ত হইয়াছে। এই যে ভগবান্ ও অক্ষর দুই প্রকার প্রাপ্য অভিহিত হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে কাহারই বা শ্রেষ্ঠফল এবং কোন্‌টি বা অনায়াস-লভ্য, এবং এই উভয় প্রকার সাধকের মধ্যে কেই বা শ্রেষ্ঠ, ইহা জানিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সতত ভগবন্নিষ্ঠ, সতত

ভগবানে যুক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, নিরবধিক ও অতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমপ্রাপ্য ভগবান্ আপনাকে উপাসনা করে, আর যে অক্ষর অবিনাশী, প্রত্যগাত্মস্বরূপ, চক্ষুরাদিকরণাদি দ্বারা অনভিব্যক্ত প্রত্যগাত্মাকে উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ?

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—

ভক্তি প্রকরণের উপক্রমে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥'

ইহা দ্বারা ভক্তের সর্ব্বোৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ উপসংহারেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব শুনিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সতত যুক্ত উক্তলক্ষণ ভক্তগণ শ্যামসুন্দররূপ তোমাকে ভজনা করে, এবং যাহারা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, অক্ষর অর্থাৎ 'এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলম্ অনণ্ অহ্রস্বম্,' ইত্যাদি শ্রুতিকথিত ব্রহ্মকে উপাসনা করে, এই উভয় প্রকার যোগবিদ্গণের মধ্যে কে অতিশয় যোগবিৎ ?

শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,—

নবম অধ্যায়ে 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' ইত্যাদি শ্লোকে চিত্তশুদ্ধির জন্য ভগবানের উপাসনা কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে। মন্দাধিকারীর উপাসনার জন্য দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি বিবৃত হইয়াছে।

তৎপরে একাদশ অধ্যায়ে মুমুক্ষুগণের (উচ্চাধিকারীদিগের) উপাস্য 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' যে পরমেশ্বর ও তাঁহার ঐশ্বর বিশ্বরূপ, তাহা বিবৃত হইয়াছে এবং ভগবান্ সেই বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, যে আমার এই পরমরূপ সাধনসম্পত্তি দ্বারা উপাসনা করে, সে জ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষার্থ কৈবল্য লাভ করে। এইরূপে এই উপাসনার মহাফল উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সগুণ ও নির্গুণ উপাসকদিগের তারতম্য ও সগুণ উপাসকদিগের উপাসনার বিভিন্ন

প্রকার সাধনা এবং নির্গুণ উপাসকদিগের জ্ঞানরক্ষার জন্য যে সাধনা-বিশেষ, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভ। পূর্ব্বে সপ্তম হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ উপাসনার কথাই উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে উভয়বিধ উপাসকদিগের মধ্যে তারতম্য জানিবার জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সতত যুক্ত ভক্ত সগুণনিষ্ঠ হইয়া বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ তোমাকে উপাসনা করে, আর যাহারা অব্যক্ত ও অক্ষরের উপাসনা করে অর্থাৎ শব্দাদি বিশেষের অভাবহেতু অব্যক্ত বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর ও অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব ইত্যাদি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অক্ষর, আপনাতে অধিষ্ঠিত, সর্ব্ব মহদাদি স্থূল হইতে ভিন্ন যে নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্ম তোমাকে উপাসনা করে, এই উভয়ের মধ্যে কে বিশিষ্ট যোগবিৎ? ইহার ভাবার্থ এই যে, মুমুক্ষুদিগের সগুণ ও নির্গুণ উপাসনা উভয়ই মোক্ষের সাধন, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য কি এবং সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতুই বা কি, তাহাই অর্জ্জুন জানিতে চাহিতেছেন।

বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় বলেন যে, পূর্ব্বাধ্যায়শেষে ভগবদ্‌ভজনাই তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়, ইহা উক্ত হইয়াছে। আর অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর উপাসনার কথা আছে। ('যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' ৮।১১ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আরও—

'অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥' (৮।২১)

ইহা দ্বারা অব্যক্ত অক্ষরোপাসকগণ যে পরম গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। অর্জ্জুন এই উভয় উপাসনার তারতম্য জানিবার জন্য এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

এইরূপে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শ্লোকে দুই রূপে উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে। এক

ভগবদুপাসনা আর এক অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা। শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই ভগবদুপাসনা সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা। বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণের মতে ভগবদুপাসনা পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা—তিনি পরব্রহ্ম।

অক্ষর অব্যক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ আছে। শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত নির্গুণ নিরুপাধিক পরব্রহ্ম। রামানুজ, বলদেব ও কেশবাচার্য্য-প্রমুখ বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকার-গণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত আত্মা বা প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। ইঁহাদের মতে এই সর্ব্বোপাধিশূন্য প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা প্রতিপাদিত হইবে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ শ্লোকে অব্যক্ত অক্ষর অর্থে যে পরম ব্রহ্ম, তাহা গীতা হইতে জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিং তৎ ব্রহ্ম ?" ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম।"

ভগবান্ অষ্টম অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন,—

"পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভাবেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥" (গীতা, ৮।২০-২১)

ইহাই অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহা যে প্রত্যগাত্মা নহে, তাহা সে স্থলে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়েও পরে তৃতীয় শ্লোকে এই অক্ষর অব্যক্ত সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥"

ইহাই পরম অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহা উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই অক্ষর পরমব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক অপ্রমেয় "নেতি নেতি" বাচ্য পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নহেন। সে পরমতত্ত্ব জ্ঞেয়, ধ্যেয় বা উপাস্য নহেন। সুতরাং এ স্থলে নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার কথা উক্ত হয় নাই। যে অক্ষর, অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, তিনি কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, সর্ব্বত্রগ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছেন; সুতরাং তাহা নির্ব্বিশেষ অনির্ব্বাচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। ইহাকে শঙ্কর নির্গুণ বলিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ অনির্ব্বাচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব নির্গুণ ও সগুণ ভেদের অতীত। অতএব এ স্থলে যে অব্যক্ত অক্ষর উপাস্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনি পরম অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব। জীবব্রহ্মে অভেদবাদ গ্রহণ করিলে, অবশ্য তাঁহাকে প্রত্যগাত্মা বলা যাইতে পারে; কিন্তু ভেদাভেদ বা ভেদবাদ অনুসারে সে অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা হইতে পারেন না।

এইরূপ যে ভগবদুপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে—সে সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহাও আমরা বলিয়াছি। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ভক্তেরা আমার উপাসনা করে। সেই "আমি"র অর্থ যে পরমেশ্বর, তাহা পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায় হইতে এই পরমেশ্বরতত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে "তোমাকে" উপাসনার অর্থ পরমেশ্বরকে উপাসনা। সে উপাসনা যে অনন্যভক্তি-পূর্ব্বক উপাসনা, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এবং অধিকারিভেদে যে সে উপাসনার ভেদ হয়—তাহাও পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে উত্তমাধিকারীর পক্ষে যে বিরাট্ বিশ্বরূপে ভগবানের উপাসনা ও যিনি একাংশে এই জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাঁহাকে অনন্যভক্তিযোগে উপাসনা বা ভাবসমন্বিত ভজনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাও উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে কোন সাধক ভক্তিযোগে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, কেহ বা জ্ঞানযোগে অক্ষর অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। এই উভয় প্রকার উপাসকদিগের মধ্যে কোন্ উপাসকগণ শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, তাহাই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

যাহা হউক, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মে কোন পারমার্থিক ভেদ নাই। পরব্রহ্ম সেই ভেদের অতীত। এজন্য বৈষ্ণবগণের মতে পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ—সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব উভয়ই অথবা উভয়ের অতীত। নিম্বার্কাচার্য্য নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ শ্রীহরিতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে ব্যবহারিক ভাবে এই ভেদজ্ঞান হয়। এজন্য ব্রহ্ম-উপাসকদের মধ্যে কেহ নির্গুণ, অক্ষর, অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসক, কেহ বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণের মধ্যে কেহ বিশ্বরূপের উপাসক, কেহ চতুর্ভুজরূপী নারায়ণের উপাসক এবং কেহ দ্বিভুজ মানুষরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। কেহ বা পরম পুরুষের শিবাদিভাবের উপাসক। সকলেই তাঁহার উপাস্য ইষ্টদেবতাকে পরমতত্ত্ব মনে করেন। কেবল বিভিন্ন উপাসক বিভিন্নরূপ অধিকারী বলিয়া—বিভিন্ন অধিকারীর জ্ঞানের সীমা বিভিন্ন বলিয়া ও সেই জন্য তাঁহাদের সেই পরমতত্ত্বের ধারণা বিভিন্ন হেতু তাঁহারা যে ভিন্নরূপে পরমেশ্বরের ধারণা ও উপাসনা করেন, তদনুসারে তাহার নাম ও রূপ ভিন্ন বলিয়া কল্পিত হয়। গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মারা সেই মহেশ্বরের উপাসনা করেন (৯।১৩)। অন্য দেবতা-ভজনাকারীরা তাঁহাকেই অবিধিপূর্ব্বক ভজনা করে (৯।২৩)। যাহা হউক, সে ভেদের বিষয় এ স্থলে উল্লিখিত হয় নাই। কেবল সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাভেদমাত্র উক্ত হইয়াছে।

এইরূপে।—(এবং) পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে উক্ত 'মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম' প্রভৃতি দ্বারা সে উপাসনা-প্রকার উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী)।

সদাযুক্ত।—নিরন্তর ভগবৎপ্রীতির জন্য বিবিধ কার্য্যাদিরূপ কর্ত্তব্য সমূহে সর্ব্বদা নিরত, সদা সমাহিত (শঙ্কর)। যে ভগবান্‌কে পরম প্রাপ্য মনে করে (রামানুজ)। সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ (হনু)।

যে ভক্ত।—যে একান্ত বা অনন্যভক্ত (বলদেব)।

তোমাকে।—যথাদর্শিত বিশ্বরূপ তোমাকে (শঙ্কর)। সকল বিভূতিযুক্ত অনবধিক অতিশয় সৌন্দর্য্য-সৌশীল্য-সর্ব্বজ্ঞত্ব-সত্যসংকল্পত্বাদি-অনন্ত-কল্যাণ-গুণসাগর-পরিপূর্ণ তোমাকে (রামানুজ)। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তি, বিশ্বরূপ তোমাকে (স্বামী)। এবংবিধ সাকাররূপ তোমাকে (মধু)। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণাখ্য তোমাকে (বলদেব, বিশ্বনাথ)। প্রকট আনন্দরূপ তোমাকে (কেশব)।

এ স্থলে তোমাকে অর্থ 'সগুণ ব্রহ্মরূপ' বা পুরুষোত্তমরূপ ভগবান্‌কে এই অর্থ অধিক সঙ্গত। বিশ্বরূপ তাঁহার একাংশ মাত্র (১০।১২)। আর সে বিশ্বরূপ সুদুর্দ্দর্শ, মনুষ্যলোকমধ্যে ভগবৎকৃপায় কেবল অর্জ্জুনই দেখিয়াছিলেন, এবং দেখিয়া ভয়ে অতি ভীত হইয়া ভগবান্‌কে সেরূপ সংবরণ করিতে বলিয়াছিলেন। সেজন্য অর্জ্জুনের সম্মুখে সে বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া তখন সৌম্য মানুষ দেহধারিরূপে ভগবান প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সুতরাং 'তোমাকে' অর্থ বিশ্বরূপ তোমাকে—সঙ্গত নহে।

উপাসনা করে।—ধ্যান করে (শঙ্কর, মাধব, স্বামী)। চিন্তা করে, নিদিধ্যাসনসংজ্ঞক ধ্যানের বিষয়ীভূত করে (মধু)। ধ্যানধারণা-সমাধি দ্বারা সাক্ষাৎ করিতে যত্ন করে (বলদেব)। উপ+আ+সদ্ ধাতু হইতে উপাসনা। ইহার অর্থ উপাস্যকে সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করা। শাস্ত্রীয় উপদেশের সাহায্যে উপাস্য বস্তুর স্বরূপ প্রথমতঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পরে সেই উপাস্য বস্তুর সামীপ্যলাভ করিয়া অর্থাৎ উপাস্যবস্তু ভিন্ন অন্য সকল বস্তু হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া, সেই উপাস্য বস্তুকে অব-

স্থাপন পূর্ব্বক যে একাকার মনের বৃত্তিধারা ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিত, যাহা তৈলধারার ন্যায় দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন থাকে, সেই উপাস্য বস্তুসদৃশ বৃত্তিধারাকে উপাসনা বলে (শঙ্কর, মধু)।

অব্যক্ত অক্ষরে।—আর যাঁহারা সকল প্রকার কামনাশূন্য হইয়া, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া সেই পূর্ব্বকথিত স্বরূপ অক্ষর সর্ব্ববিশেষণবর্জ্জিত অব্যক্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন (শঙ্কর)।

অব্যক্ত।—সকল প্রকার ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের অবিষয়। যে বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই ব্যক্ত। বি পূর্ব্বক অন্‌জ ধাতু হইতে ব্যক্ত। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুই ব্যক্ত। সকল প্রকার উপাধিবর্জ্জিত বলিয়া পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর বা ব্যক্ত নহেন। এ জন্য তিনি অব্যক্ত (শঙ্কর)। সর্ব্ব-উপাধির নিরাস হেতু করণের (ইন্দ্রিয়ের) অগোচর (গিরি)। চক্ষুরাদি করণ দ্বারা অনভিব্যক্তরূপ (রামানুজ)। নির্ব্বিশেষ (স্বামী)। অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ, সর্ব্বোপাধিরহিত, নির্গুণ ব্রহ্ম নিরাকার বা সর্ব্বকরণের অগোচর বলিয়া অব্যক্ত (মধু)।

অক্ষর।—ব্রহ্ম (শঙ্কর, স্বামী)। প্রত্যগাত্মস্বরূপ (রামানুজ, কেশব, বলদেব)। যাঁহার ক্ষরণ বা সঞ্চালন হয় না, তিনি অক্ষর। "ন ক্ষরতি অশ্নুতে বা ইতি অক্ষর" (মধু)।

যাহা কখন অন্যথাভাবাপন্ন হয় না (ন ক্ষরতি) অথবা যাহার ক্ষয় হয় না (ন ক্ষীয়তে)। অথবা যাহা নাদরূপে বর্ণ-লক্ষণ-বাক্যের নিবাস (ক্ষয়ো ভবতি) অথবা যাহা অক্ষরূপে ব্যঞ্জনাদি বর্ণ ধারণ করে (অক্ষঃ) তাহাই অক্ষর (ইতি যাস্ক)।

কেবল অব্যক্ত বলিলে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হয় না। কেন না, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতিও অব্যক্ত (৮।১৮)। শ্রুতিতেও আছে, "মহতঃ পরমব্যক্তম্‌:অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ (কঠ উপঃ ৩।১১) এজন্য ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন (৮।২০)

বলিতে হয়, অথবা "অব্যক্ত অক্ষর" বলিতে হয়। এই জন্য পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (৮।২১)।

সেইরূপ কেবল "অক্ষর" বলিলেও ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হয় না। 'অক্ষরাণামকারোঽস্মি' এ স্থলে অক্ষর বর্ণাত্মক। তবে এই অক্ষরের আদি 'ওঁ'। তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ। অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে ১১।৩৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই 'অক্ষর' বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই অক্ষরতত্ত্ব ঋগ্বেদেও উল্লিখিত আছে। যথা—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ (ঋক্‌-সংহিতা ২।৩।২১।৪ শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৮ দ্রষ্টব্য)। এই মন্ত্রের অধিদৈব অর্থ—সেই ওঙ্কার অক্ষরই পরম ব্যোম—যাহাতে বিবিধ শব্দজাত ওতপ্রোত, তাহাই ব্যোম" ইত্যাদি। ইহার অধিযজ্ঞ অর্থ—"এই অক্ষর আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষ" ইত্যাদি। আর এ মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ—এই শরীরমধ্যে যিনি অবিনাশধর্ম্মী আত্মা, তিনিই অক্ষর, তাঁহাতেই সমস্ত "ইন্দ্রিয়রূপ দেবতাগণ অধিষ্ঠিত" (যাস্কের নিরুক্ত দ্রষ্টব্য)। অতএব নিরুক্ত মতে বেদমন্ত্রের যেমন সাধারণতঃ আধিদৈবিক, আধিযাজ্ঞিক ও আধ্যাত্মিক (এবং স্থলবিশেষে ঐতিহাসিক) এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, সেই অনুসারে, অক্ষরের অর্থও ত্রিবিধ;—(১) ওঁকারাখ্য পরব্যোমস্বরূপ ব্রহ্ম, (২) সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষ, এবং (৩) কূটস্থ জীবাত্মা। গীতাতেও "অক্ষর" এই ত্রিবিধ অর্থে ব্যবহৃত। যথা অক্ষর—শব্দাত্মক ব্রহ্ম "ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্" "অক্ষরাণামকারোঽস্মি" ইত্যাদি)। অক্ষর—কূটস্থ পুরুষ (কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে) বা জীবাত্মা আর অক্ষর—পরম অব্যক্ত নিগুর্ণ ব্রহ্ম, যাঁহাকে 'পুরুষঃ স পরঃ'ও

বলা হইয়াছে (৮।২২)। এ স্থলে "অব্যক্ত অক্ষর"—নির্গুণ নিরুপাধিক অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। রামানুজ ও কেশবাচার্য্য যে অর্থ করেন, অক্ষর "প্রত্যগাত্মস্বরূপ বা জীবাত্মা এবং বলদেব যে বলেন, অক্ষর জীব—সে অর্থ সঙ্গত নহে। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবাত্মা ও ব্রহ্মে অভেদ-জ্ঞান হইলেও জীবাত্মা উপাস্য নহেন। এই 'অক্ষর' উপাসনা পূর্ব্বে অষ্টমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভেই আছে, "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্" (৮।৩), "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" (৮।১১)। ওম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম (৮।১৩)। অষ্টম অধ্যায়ে এই 'অক্ষর ব্রহ্ম' উপাসনার কথাই আছে। উপনিষদেও এই কথা বারংবার উক্ত হইয়াছে :—

"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।"

(বৃহদারণ্যক ৫।১।১, ৫।৫।১ দ্রষ্টব্য)।

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥"

(কঠ ২।১৬)।

ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য। এই "ওঙ্কার"রূপ অক্ষরের উপাসনা ছান্দোগ্য উপনিষদে বিবৃত আছে—

"ওমিত্যেতদক্ষরম্ উদ্গীথমুপাসীত" বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভ। সুতরাং অক্ষর অব্যক্তের উপাসনাকে ওঁকার উপাসনাও বলা যায়।

পাতঞ্জল দর্শনে "ঈশ্বরোপাসনাৎ বা" এই সূত্রের পরে উক্ত হইয়াছে, "প্রণবস্তৎস্বরূপম্", এবং সেই উপাসনা সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে— "তজ্জপং তদর্থভাবনঞ্চ"। অতএব প্রণবজপ ও প্রণবার্থভাবনা দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা হয়। ওঙ্কারই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। ইহা পরে চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্।—(যোগবিত্তম)—স্বসাধ্যের প্রতি শীঘ্রগামী

(রামানুজ)। অর্থাৎ যাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনা, সর্ব্বাগ্রে কে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়? যোগ=সমাধি (মধু)। উক্ত উভয়রূপ উপাসকই যোগী; তবে উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী, তাহাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অথবা ইঁহাদের মধ্যে কাহার পথ অনুসরণীয়, তাহাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন (মধু)। শীঘ্রোপায়ী (বলদেব)। এই দুই প্রকার যোগমধ্যে কোন্‌টি সুশক্য বা সহজসাধ্য, অথবা কোন্‌টি সাক্ষাৎ মোক্ষ-হেতু, এই প্রশ্নের এই দুই অর্থ হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থানুযায়ী প্রশ্নের উত্তর ২য় শ্লোকে এবং দ্বিতীয় অর্থানুযায়ী উত্তর ৩য়।৪র্থ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে (গিরি)।

দুই রূপ উপাসনা।—এই অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন যে এই প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার অর্থ এ স্থলে বুঝিতে হইবে। অষ্টম অধ্যায় হইতে এই প্রশ্নের অর্থ বুঝা যায়। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রয়াণকালে ভগবান্ কিরূপে জ্ঞেয় হন? (৭।৩০)। ভগবান্ এই প্রশ্নের উত্তর অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। যে মুমুক্ষু সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারাতীত পদপ্রাপ্তিরূপ পরম-পুরুষার্থ লাভ করিতে চাহেন, অন্তকালে তাঁহাকে যোগবলে ভক্তিযুক্ত-মনে ভগবান্‌কে স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ পূর্ব্বক পরমাত্মা পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক যোগধারণায় স্থিত হইয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে মুমুক্ষু যোগী ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইবেন, অথবা পরমগতি ভগবানের পরম ধাম লাভ করিবেন। আর তাঁহার সংসারে পুনরাবর্ত্তন হইবে না।

অতএব এই সংসার হইতে মুক্তি ও পরমগতি বা পরমপুরুষার্থ-লাভের দুই উপায়। উভয় উপায়েই ব্রহ্মবিৎ দেবযানমার্গে দেহত্যাগের পর গমন করেন, আর পুনরাবর্ত্তন করেন না। সেই দুই উপায়ের মধ্যে এক—যোগবলে অনন্যভক্তিযুক্ত অচলচিত্তে দিব্য পরম পুরুষকে অনুচিন্তা

করিতে করিতে দেহত্যাগ, আর এক—যোগধারণায় স্থিত হইয়া 'ওঁ' ব্রহ্ম ব্যাহরণ করিতে করিতে সর্ব্বাত্মা ভগবান্‌কে অনুস্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ। কিরূপে এই দুই উপায়ের কোন উপায় অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করা যায়?

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অন্তকালে যে কোন ভাব স্মরণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করা যায়, সেই ভাবই পরে লাভ হয়। কিন্তু সেই ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইলে 'সদা তদ্ভাবভাবিত' হইতে হয়। অর্থাৎ সর্ব্বকালে সততং নিত্যশঃ অনন্যচিত্তে সেই ভাব ভাবনা করিলে, মৃত্যু-কালে সেই ভাবযুক্ত হয় অর্থাৎ সেই ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করা যায়। ভগবানের ভাব অনন্ত, তাঁহার বিভূতি ও যোগ অনন্ত। ইহা দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সেই অনন্ত ভাবের মধ্যে যে কোন ধ্যেয় ভাবে ভগবান্‌কে আজীবন সতত অনুস্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুকালে সেই ভাব স্মরণ হেতু তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহা পরম গতি নহে। ভগবানের যাহা পরম ভাব—পরম দিব্য পুরুষরূপ, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারিলে, সেই ভাবপ্রাপ্তি হয়, অথবা কূটস্থ অক্ষর ওঁকারাখ্য ব্রহ্ম ধ্যান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারিলে, ভগবানের যাহা পরম পদ বা পরম ধাম, তাহা লাভ হয়।

অতএব 'অন্তে' এই দুই উপায়ের কোন এক উপায়ে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতিলাভের সাধনাও দুই রূপ,—আজীবন অনন্যভক্তিতে ঈশ্বর দিব্য পুরুষ বা পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা আর আজীবন যোগে ওঁকারাখ্য ব্রহ্মের উপাসনা। আমরা দেখিয়াছি যে, এই উপাসনার ফল অন্তকালে যোগে পরম দিব্য পুরুষকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ, যোগে ওঁকারাখ্য ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে পরমাত্মাকে স্মরণ পূর্ব্বক জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া দেহত্যাগ। এইরূপে দেহত্যাগ করিতে পারিলে, জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন, আর তাঁহাকে পুনরাবর্ত্তন

করিতে হয় না। অতএব অষ্টম অধ্যায়ে পরম-পুরুষার্থপ্রাপ্তির দুই মুখ্য উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তিপূর্ব্বক পরম পুরুষের উপাসনা ও অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা। এই দুইরূপ উপাসনার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ান্? কোন্ উপাসক শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ? এ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন তাহাই এই শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২



শ্রীভগবান্—

যে আমাতে রাখি মন নিত্যযুক্ত হয়ে
করে উপাসনা মম,—পরা শ্রদ্ধা সহ,
সেই হয় যোগিশ্রেষ্ঠ,—আমার এ মত॥ ২

২। যে আমাতে রাখি মন।—বিশ্বরূপ আমাতে মন সমাহিত করিয়া (শঙ্কর)। আমাতে অর্থাৎ সকল যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, রাগাদি-ক্লেশ-তিমির-দৃষ্টি-বিমুক্ত আমাকে (শঙ্কর)। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট পরমেশ্বর আমাতে (স্বামী)। আমাতে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেব পরমেশ্বরে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে অনন্যশরণ হইয়া, আমাকে নিরতিশয় প্রিয় জানিয়া আমার মধ্যে মনকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, যেমন হিঙ্গুল ও রঙ্গ মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ মিশাইয়া দিয়া (মধু)। প্রকটরূপ আমাতে নিষ্কামভাবে সর্ব্বদা একরূপে আবিষ্ট করিয়া, সর্ব্বাত্মভাবে নিবেশ করিয়া (বল্লভ)। আমাতে অর্থাৎ নীলোৎপল-শ্যামল-ভাতি-ধর্ম্মী ভগবান্ দেবকীসুতে মন নিরত করিয়া (বলদেব)। আমাতে

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ বাৎসল্যাদিগুণসাগর ভগবানে মন একাগ্র করিয়া (কেশব)। আমাতে অর্থাৎ শ্যামসুন্দর আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া (বিশ্বনাথ)। পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়োঃ অপরামৃষ্টপুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্। ইহাই ঈশ্বরের লক্ষণা। ঈশ্বর—সর্ব্বান্তর্যামী।' "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" (১০।২০)। এজন্য কেহ কেহ অর্থ করেন যে, আমাতে অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে।

নিত্যযুক্ত হয়ে।—একাদশ অধ্যায়-শেষোক্ত শ্লোক অনুসারে সততযুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। নিত্যযোগ—অর্থাৎ আমার সহিত যোগ আকাঙ্ক্ষা করিয়া (রামানুজ)। মদর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা আমানিষ্ঠ হইয়া (স্বামী)। নিত্য উদ্‌যুক্ত হইয়া (মধু)। ক্ষণাদির অপরিচ্ছেদে আমার অনুধ্যান-সম্পন্ন হইয়া (কেশব)। আমার সহিত নিত্য যোগ-কাঙ্ক্ষী হইয়া (বিশ্বনাথ)।

পরা শ্রদ্ধা।—প্রকৃষ্ট সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা (মধু)। পরম শ্রদ্ধা (রামানুজ)। দৃঢ় শ্রদ্ধা (বলদেব)। পরম প্রেম-লক্ষণ শ্রদ্ধা (বল্লভ)। উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (কেশব)। গুণাতীত শ্রদ্ধাদ্বারা যুক্ত হইয়া (বিশ্বনাথ)।

করে উপাসনা।—সর্ব্বদা ধ্যান করে (শঙ্কর)। শ্রবণাদি লক্ষণ উপাসনা করে (বলদেব)। চিন্তা করে (মধু)। আরাধনা করে। (কেশব)।

সেই…যোগিশ্রেষ্ঠ।—যেহেতু, অবিচ্ছিন্নভাবে আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিয়া, তাঁহারা দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকেন, এই কারণে তাঁহারা "যুক্ততম" বা যোগিশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত (শঙ্কর, মধু)। তাঁহারা সুখে বা অচিরাৎ আমাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহারা যুক্ততম (রামানুজ)। তাঁহারা শীঘ্র আমাকে প্রাপ্ত

হন বলিয়া যুক্ততম (বলদেব)। ইঁহারা সহজসাধ্য সাধনমার্গাবলম্বী বলিয়া যুক্ততম (গিরি)। সেই আমার অনন্যভক্ত যোগবিত্তম (বিশ্বনাথ)।

গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (৬।৪৭)

পাতঞ্জল-দর্শনে সমাধি-সাধন সম্বন্ধে যে বিভিন্ন উপায় উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা" অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা অন্যতম উপায়। যিনি আত্মযোগী, তাঁহার পক্ষে যোগবিঘ্ন সকল নিবারণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যিনি ঈশ্বরযোগী, তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরপ্রসাদে তাহা সুসাধ্য। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতি যাহা চিত্তবিক্ষেপকারক, তাহা যোগের অন্তরায়। দুঃখদৌর্ম্মনস্যাদি সেই চিত্তবিক্ষেপের কারণ (পাতঞ্জল-দর্শন ১।৩০—৩১)। সেই যোগের অন্তরায় দূর করিবার জন্য আত্মযোগী কোন এক তত্ত্বে স্থিত হইতে যত্ন বা অভ্যাস করেন। আর ঈশ্বরযোগী ভগবানে অনন্যচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে যত্ন করেন। তাহাতেই যোগের অন্তরায় সহজে দূর হয়,—আশু ফল-লাভ হয়। এ জন্য ঈশ্বরযোগীই যোগবিত্তম বা যুক্ততম। এ স্থলে এ সম্বন্ধে পাতঞ্জল-দর্শনের ঈশ্বরপ্রণিধান বা ঈশ্বর-উপাসনা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এই দর্শনে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধিসিদ্ধির অন্যতম উপায় (১।২৩)। তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে, তপঃস্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান ইহাই ক্রিয়াযোগ (২।১) সমাধিসাধনার্থও ক্লেশ বা যোগের অন্তরায় দূর করিবার জন্য এই ক্রিয়াযোগ অবলম্বনীয় (২।২)। যমনিয়মাদি যে যোগের অষ্টাঙ্গ, ঈশ্বর-প্রণিধান সেই নিয়মেরও অন্তর্গত (২।৩২)। আর এই ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয় (২।৪৫)। এই ঈশ্বরপ্রণিধান পুনঃ

পুনঃ উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, ইহা সমাধিসাধনের অন্যতম উপায়-মাত্র নহে,—ইহাই প্রধান উপায় ; ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ঠ।

গীতায় বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ঠ। ইহা 'অব্যক্ত অক্ষর' উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট। কেন উৎকৃষ্ট, তাহা পরে ৫ম ও ৭ম শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ঈশ্বর-উপাসনা, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা অল্প ক্লেশকর ও সুসাধ্য, তাহা দুঃখকর নহে। সুতরাং যাঁহারা সাধনাপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন—এবং দুঃখ-ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া "অব্যক্ত অক্ষরের" সাধনা সুসাধ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সগুণ ঈশ্বরোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিবেন না। যোগের প্রথম সোপানে ঈশ্বরোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

মধুসূদন বলিয়াছেন, 'এস্থলে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনের সগুণ বিদ্যাতে অধিকার দর্শন করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে সেই সগুণ বিদ্যা এবং অপরের সম্বন্ধে তাহার অধিকারানুসারে তারতম্যযুক্ত সাধনের বিধান করিয়াছেন।' শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ভগবানের নিত্য বিদ্যমান স্বরূপ সমূহের যুক্ততমত্ব অযুক্ততমত্ব বলা যাইতে পারে না। নির্গুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। তবে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিত্ত হইয়া যোগোপাসক অহোরাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ইহাই এ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশের হেতু। রামানুজ বলিয়াছেন, যে উপায় দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধন সত্বর সাধিত হয়, সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ। কেশব, বিশ্বনাথ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, অনন্যযোগে ঈশ্বরোপাসনাই শ্রেষ্ঠ; ইহাই ভগবানের অভিমত। এক অর্থে এ স্থলে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অর্থই অধিক সঙ্গত। ইহা পরবর্ত্তী ৭ম শ্লোকের অনুযায়ী।

এই শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "আমার উপাসকগণই শ্রেষ্ঠযোগী।" এই ভগবদুপাসনার অর্থ কি—তাহা বুঝিতে হইবে; এবং গীতায়

সর্ব্বত্র "আমি" "আমাকে" "আমাতে" ইত্যাদি শব্দে যে ভগবান্‌ আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই "আমির" অর্থ কি, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা সঙ্ক্ষেপে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে উক্ত হইয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই "আমি"র তত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব (কাহারও মতে 'তৎ'পদবাচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব) নিরূপিত হইয়াছে।

তাহা হইতে জানা যায় যে, ভক্তিযোগে যিনি ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া, তাঁহাতে আসক্তমনাঃ হইয়া যোগযুক্ত হন, তিনি সমগ্র তাঁহাকে জানিতে পারেন (৭।১)। ভগবান্‌ তাঁহার চারি প্রকার রূপকে "আমি" বলিয়াছেন। সেই চারি প্রকার রূপে তিনি উপাস্য। সে চারি প্রকার রূপ এই :--(১) ভগবানের মানুষী তনু আশ্রিত অবতীর্ণ রূপ (৪।৬-৮ এবং ৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ God incarnate। (২) তাঁহার লোক বা ভূত মহেশ্বর রূপ (৯।১১—১০।৩), তাঁহাকে পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলা যায়। তিনি God absolute। তিনি পরমেশ্বর। তিনিই অন্তর্য্যামী সর্ব্বভূতান্তরাত্ম—পরমাত্মা। তিনিই supreme absolute self। তাঁহারই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি (৭।১৫), তিনিই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। তিনি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগতে ব্যাপ্ত—জগতে ওতপ্রোত। তিনি অব্যক্ত হইয়াও যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া ব্যক্ত বা জগৎরূপে প্রকাশিত হন। (৩) ভগবানের বিশ্বরূপ। তিনি God immanent। তিনি সর্ব্বাত্মভূতাত্মা বা অধ্যাত্মরূপ। এই ত্রিমূর্ত্তি বা তিনরূপ খ্রীষ্টানের শাস্ত্রমতে God the son, God the father এবং God the spirit বা Holy ghost। (৪) ইহা ব্যতীত ভগবানের আর একরূপ দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বিভূতি রূপ। তাহা God manifest.

এই চারি রূপকেই ভগবান্ "আমি" বা "আমার রূপ" বলিয়াছেন। এই চারিরূপে অথবা ইহার কোন না কোন রূপে তিনি চিন্তনীয় (১০।১৭) এবং ইহার কোনরূপে তিনি উপাস্য। ভগবান্ 'জ্ঞেয়, ধ্যেয়, চিন্তনীয় ও উপাস্য। শ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয়, মনন দ্বারা চিন্তনীয় ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ধ্যেয় ও সর্ব্বমনোবৃত্তি তাঁহাতে অর্পণ পূর্ব্বক অনুরাগ দ্বারা তিনি উপাস্য'। বিভূতিরূপে ভগবান্ জ্ঞেয় ও চিন্তনীয়। কোন্ কোন্ বিভূতিরূপে তিনি ধ্যেয় বা উপাস্য, সেই প্রকার বিশ্বরূপেও তিনি চিন্তনীয়; কিন্তু উপাস্য নহেন। তাহা মনুষ্যলোকে কেহ দেখিতে বা সম্যক্ ধারণা করিতে পারে না (১১।১৮)। অর্জুন সেরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন। তবে অনন্যভক্তি যোগের ফলে বুদ্ধিযোগ লাভ করিলে, অজ্ঞান দূর হইলে, তাহার ধারণা সম্ভব। তাহা দেখা বা তন্মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দেওয়া সম্ভব (১১।৫১)। কিন্তু সাধারণতঃ সে বিশ্বরূপ উপাসনার যোগ্য নহে। ভগবান্ পরমপুরুষ বা মহেশ্বররূপে—জগতের স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা শাস্তা বলিয়া উপাস্য হইতে পারেন। কিন্তু সে রূপ অব্যক্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর নিরাকার। তিনি জগতের, সুতরাং আমার পিতা, মাতা, ধাতা, প্রভু প্রভৃতি ভাবে উপাস্য হইতে পারেন বটে (৯।১৭-১৮), কিন্তু কেবল জ্ঞানবলে পরা ভক্তি লাভ করিলেই সে উপাসনা সম্ভব। আর যাহা প্রেমের উপাসনা—ভগবান্‌কে সখা, পুত্র, স্বামী ইত্যাদি মধুর ভাবে উপাসনা, তাঁহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইয়া উপাসনা, ভগবানে পরানুরক্তি পূর্ব্বক উপাসনা, তাহা মানুষী তনু আশ্রিত অবতীর্ণ ভগবানে God incarnate—যেরূপ সহজ, সুখসাধ্য ও আনন্দকর, সেরূপ মাধুর্য্যপরিপূর্ণ, ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিরাকার ঈশ্বরে তেমন সহজ নহে—এমন কি, তাহা সম্ভব নহে। আর যে নিরুপাধিক অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মোপাসনা—তাহা ত একরূপ অসাধ্য। প্রথমতঃ তিনি ত সম্পূর্ণ জ্ঞেয়ই নহেন। তিনি আমাদের জ্ঞানের বাহিরে, জ্ঞানকে

সীমাবদ্ধ করিয়া অবস্থিত। তিনি অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য (১২।৩)। যাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, কোনরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না, তিনি ধ্যেয় হন না— উপাস্য হইবেন কিরূপে? সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্মের অস্তিত্ব-সাগরে সকল অস্তিত্ব ডুবাইয়া, সেই স্থির অচল জ্ঞান-সাগরে, আমাদের সকল জ্ঞান ডুবাইয়া, সে ভূমানন্দসাগরে আমাদিগকে একেবারে ডুবাইয়া, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত আনন্দমধ্যে থাকিলে, সে উপাসনা হইতে পারে। কিন্তু এই অনন্ত, অসীম, ভূমার উপাসনা এরূপ অসম্ভব। এজন্য সাকারোপাসনা শ্রেষ্ঠ। এই জন্য বৈষ্ণব টীকাকারগণ এই শ্লোকে 'আমার উপাসনা' অর্থে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বাসুদেবের উপাসনারই প্রাধান্য দিয়াছেন। অনন্যভক্তিতে তাঁহাকে এইরূপে উপাসনা করিলে যে "সমগ্র" তাঁহাকে অর্থাৎ পুরুষোত্তম, বিশ্বরূপাদিভাবে অক্ষর ব্রহ্মভাবে, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত, অধিকর্ম্ম ও অধিযজ্ঞভাবে (৮।৩,৪) সর্ব্বরূপে তাঁহাকে জানা যায়, তাহা গীতাতে পূর্ব্বে (৭।১) উক্ত হইয়াছে।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥



কিন্তু যেই বিধিমতে করে উপাসনা
অনির্দ্দেশ্য অচিন্ত্য সে অব্যক্ত অক্ষরে
কূটস্থ অচল ধ্রুব সর্ব্বগত যিনি,—৩

৩। কিন্তু—(তু)—তবে কি অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ যুক্ততম নহেন? তাহা নহে। কিন্তু—(শঙ্কর)। পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত উপাসকগণ হইতে অক্ষরোপাসকগণের বৈলক্ষণ্য দর্শন জন্য উক্ত হইয়াছে—কিন্তু (মধু)।

বিধিমতে করে উপাসনা।—(পর্য্যুপাসতে। পূর্ব্বে ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বদিকে (সমন্তাৎ) উপাসনা করে (শঙ্কর)।

অনির্দ্দেশ্য।—এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত অক্ষরের বা নির্ব্বিশেষ 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মের সপ্ত বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে (মধু)। এই সাতটি অক্ষরের লক্ষণ (স্বামী) অব্যক্ত হেতু কোন শব্দ দ্বারা যাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, তাহা অনির্দ্দেশ্য (শঙ্কর)। যেহেতু, তিনি অব্যক্ত, সেই জন্য অক্ষর ব্রহ্ম কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদিষ্ট নহেন (মধু)। জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সম্বন্ধ হইতেই শব্দের প্রবৃত্তি। অক্ষর সে সম্বন্ধবিরহিত নির্ব্বিশেষ। এ জন্য তিনি শব্দের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য (মধু)। অক্ষর কূটস্থ পুরুষ, রূপাদিহীন, দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেহাভিমানী দেবমানবাদি শব্দের দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না (রামানুজ, বলদেব)। দেহাদি হইতে ভিন্ন, এজন্য দেব-মনুষ্যাদি কোন শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য (কেশব)। শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য (বিশ্বনাথ)। অথবা বেদের অগোচর (বলদেব). পরব্রহ্মের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না, কোন দৃষ্ট দ্বারা চিনিতে পারা যায় না, তাঁহার কোন গুণ বা ক্রিয়া ধারণা করা যায় না। তিনি নির্গুণ, নিরুপাধি, নির্ব্বিকল্প. এজন্য তিনি নির্ব্বিশেষ। তিনি 'তৎ'-পদবাচ্য।

অচিন্ত্য।—অব্যক্ত বলিয়া, কোন প্রমাণের দ্বারা ব্যক্ত হয় না বলিয়া,—কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে বলিয়া অচিন্ত্য (শঙ্কর)। দেবাদি দেহে বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মা তাহার বিজাতীয়, এজন্য তাহা সেই সেইরূপে চিন্তা করিবার অযোগ্য (রামানুজ)। যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই চিন্তনীয়, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা চিন্তনীয় নহে (মধু)। যাহা তর্কের দ্বারা জানা যায় না, যাহা কেবল শ্রুতিবেদ্য অথবা যিনি মনের দ্বারা অগম্য—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি শ্রুতিঃ।

(বলদেব)। দেব-মনুষ্যাদি কোনরূপে চিন্তা করিবার অযোগ্য (কেশব)। তর্কের দ্বারা অগম্য (বিশ্বনাথ)।

অব্যক্ত।—কোন প্রমাণের দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয় না (শঙ্কর)। যাহা চক্ষুঃপ্রভৃতি করণের অগোচর (রামানুজ)। চক্ষুরাদির অবিষয় (কেশব)। রূপাদিহীন (বিশ্বনাথ)। জাতি, গুণ, ক্রিয়া-সম্বন্ধরহিত বলিয়া অব্যক্ত (মধু)। রূপবিহীন বলিয়া অব্যক্ত (স্বামী)। (পূর্ব্বে ২য় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অক্ষর।—অবিনাশী ব্রহ্ম (শঙ্কর, গিরি)। প্রত্যগাত্মস্বরূপ (রামানুজ)। স্বাত্মচৈতন্য (বলদেব)। প্রত্যগাত্মস্বরূপ (কেশব)। অক্ষর ব্রহ্ম (বিশ্বনাথ)। অক্ষরের যাহা লক্ষণ, তাহা এই শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে (স্বামী)। (পূর্ব্বে ২য় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কূটস্থ।—যাহা বাহিরে গুণযুক্ত হইলেও অন্তরে দোষযুক্ত, তাহা 'কূট'। এই জন্য 'কূট রূপ' 'কূট সাক্ষ্য' 'কূট নীতি' ইত্যাদি বাক্য প্রচলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে যাহা অবিদ্যা প্রভৃতি অনর্থময় সংসারের বীজ, যাহার ভিতরে দোষ, সেই মায়া বা অব্যাকৃত প্রকৃতি সেই জগৎকারণ অবিদ্যাই 'কূট'। যিনি সেই 'কূটে' অবস্থিত—যিনি মায়ার অধিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, তিনি 'কূটস্থ'। অথবা 'কূট' শব্দের অর্থ রাশি। রাশি যেমন অচল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ সে অক্ষরও অচল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান অর্থাৎ নির্ব্বিকার, সর্ব্বকালে একই স্বভাবে স্থিত বলিয়া 'কূটস্থ' (শঙ্কর)। যাহা মিথ্যা অথচ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান, তাহা কূট। মায়াও মিথ্যা লৌকিকভাবে সত্য প্রতীয়মান হয়। মায়াতে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি 'কূটস্থ' (মধু)। মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠান হেতু কূটস্থ (স্বামী)। সর্ব্বসাধারণ বলিয়া কূটস্থ (রামানুজ)। কূটে অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদি দেহসমূহে যথাক্রমে অবস্থিত হইলেও সেই সেই আকারযুক্ত হন না, স্বীয় অসাধারণ আকারে সর্ব্বত্র অবস্থিত হ'ন। অর্থাৎ

নির্ব্বিকার অপরিণামী (কেশব)। সর্ব্বকালব্যাপী (বিশ্বনাথ)। সর্ব্বদা অনুস্বরূপ, একরস, সদা একাবস্থাযুক্ত, এজন্য কূটস্থ। মিথ্যাভূত হইলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান, এই জগৎ=কূট। তাহাতে অধ্যাস সম্বন্ধে অধিষ্ঠানরূপে স্থিত=কূটস্থ (বলদেব)। কূট=পর্ব্বত, পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে স্থিত বলিয়া কূটস্থ (হনু)। (পরে ১৫।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অচল —যেহেতু কূটস্থ, সেই হেতু অচল (শঙ্কর)। অপরিণামী হেতু ও অসাধারণাকার হেতু তাহা চলিত বা প্রচ্যুত হয় না বলিয়া অচল (রামানুজ)। স্পন্দনরহিত (স্বামী)। অবিদ্যাকল্পিত সর্ব্ববিকারজাতমধ্যে সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপে নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত বলিয়া অচল, অবিকৃত (মধু)। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ হইয়াও চলনরহিত, অবিকার (বলদেব)। অপরিণামী বলিয়া, স্বীয় অসাধারণ আকার হইতে অবিচলিত বলিয়া অচল (কেশব)। বৃদ্ধি প্রভৃতি ভাববিকার-রহিত (বিশ্বনাথ)।

ধ্রুব।—অচল, এই জন্য ধ্রুব বা নিত্য (শঙ্কর)। অপরিণামী (মধু)। স্থির (বলদেব)। বৃদ্ধি প্রভৃতি বিরহিত; অপ্রচ্যুতস্বভাব। যাহা কিছু ধ্রুব, কূটস্থ, অবিচাল্য, অপার রূপান্তরবিহীন, উৎপত্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি ভাববিকাররহিত, অব্যয়, তাহাই নিত্য (রামানুজ)। নিত্য (কেশব, বিশ্বনাথ)।

সর্ব্বগত।—(সর্ব্বত্রগং) আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, (শঙ্কর)। সর্ব্বকারণ বলিয়া সর্ব্বকার্য্য ব্যাপিয়া অবস্থিত। আকাশাদি কার্য্য, তাহা ব্যাপিয়াও অবস্থিত (মধু)। ধ্যানাদি দশাতেও হৃদয়ে অস্থির স্বভাব, অর্থাৎ ধ্যানকালে যাঁহাদের স্থিরভাবে ধারণা করা যায় না (বল্লভ)। সর্ব্বদেশব্যাপী (বিশ্বনাথ)।

পূর্ব্বে ১ম শ্লোকে যে অক্ষর অব্যক্ত উপাসনার কথা অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে অক্ষর অব্যক্ত কি, এই শ্লোকে তাহা ইঙ্গিতে স্বত্র বলিল

উক্ত হইয়াছে। পরশ্লোকে তাহার উপাসনা কিরূপ, তাহা বলা হইয়াছে। অক্ষর অব্যক্ত কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে যে মত-ভেদ আছে, তাহা আমরা ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। রামানুজ, কেশব ও বলদেব-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা। তাঁহাদের মতে সর্ব্ব-উপাধিশূন্য জীবাত্মাই অক্ষর অব্যক্ত। সেই অক্ষর অব্যক্তের যে ৭টি বিশেষণ এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ তাঁহারা তদনুসারে করিয়াছেন। অন্য দিকে শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ অক্ষর অব্যক্ত অর্থে পরমব্রহ্ম বুঝিয়াছেন এবং তদনুসারে এই শ্লোকে উল্লিখিত ৭টি বিশেষণের অর্থ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অব্যক্ত অক্ষর সম্বন্ধে শঙ্করের ব্যাখ্যাই সঙ্গত। তাঁহার মতে ইহা নির্গুণ ব্রহ্ম। পূর্ব্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে। আমরা এ স্থলে তাহা পুনরুল্লেখ করিব।

আমরা বলিয়াছি যে, এই অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদ্ হইতেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬।২২) আছে যে, পরব্রহ্ম দুই রূপে অভিধ্যেয় বা উপাস্য—শব্দব্রহ্মরূপে ও পরব্রহ্ম-রূপে। "দ্বে পরব্রহ্মণী অভিধ্যেয়ে শব্দশ্চ অশব্দশ্চ শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।" এই দুই রূপে ধ্যেয় ব্রহ্মকে অপরব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম (প্রশ্ন উপঃ ৫।২) মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থির ও অস্থির, অথবা সৎ ও ত্যৎ (বৃহদা-রণ্যক উপঃ ২।৩।১) বলা যায়। পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, অপরব্রহ্ম সবিশেষ (বিশেষণযুক্ত)। পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিরুপাধিক, নির্ব্বিকল্প; অপরব্রহ্ম সগুণ, সোপাধিক, সবিকল্প। পরব্রহ্ম 'তৎ'-পদবাচ্য, অপরব্রহ্ম 'সঃ'—পুংলিঙ্গ, পুরুষ। পরব্রহ্ম—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং ..." (কঠ ৩।১৫)।

মুণ্ডক উপনিষদে আছে, ষড়ঙ্গ বেদশাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্ম অধিগম্য নহেন, এজন্য ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যা—যাহা দ্বারা "অক্ষর" ব্রহ্ম অধিগম্য, তাহাই পরা বিদ্যা (মুণ্ডক ১।১।৫)। সেই অক্ষর—

> "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
> অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্।
> বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং
> যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥"
>
> (মুণ্ডক, ১।১।৬)।

এ স্থলে একই ব্রহ্ম দুই ভাবে জ্ঞেয় ও ধ্যেয় হইয়াছেন। বস্তুতঃ পর ও অপর এই দুই ভাব ভিন্ন নহে। যাঁহারা ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ নিরুপাধিক বলেন, তাঁহারা যেরূপ একদেশদর্শী, যাঁহারা ব্রহ্মকে কেবল সগুণ দেখেন, তাঁহারাও সেইরূপ একদেশদর্শী। একই অক্ষর পরব্রহ্মের ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড় বিষয়) এবং প্রেরয়িতা (নিয়ন্তা ঈশ্বর) এই তিন ভাব (modes) সুপ্রতিষ্ঠিত (শ্বেতঃ উপঃ, ১।৭।১২)।

এই নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প নিরুপাধিক নির্গুণ, অলিঙ্গ পরব্রহ্ম "নেতি নেতি" দ্বারা নির্দ্দেশ্য (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮) ইত্যাদি কোন বাক্য দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যায় না (যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ —তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৪।১১)। এই অক্ষর পরব্রহ্ম (কঠ উপঃ ৩।১) স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব-দীর্ঘাদি কোনরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮)। তাঁহাতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দাদি কোন বিষয় নাই বলিয়া (কঠ ৩।১৫) তিনি চক্ষু-কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন (মুণ্ডক উপঃ ১।৬)। তাঁহাতে কার্য্যাকার্য্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, (কঠ ২।১৭) তাঁহার গতি-স্থিতি নাই। তিনি সকল বিপরীত ধর্ম্মের (thesis, antithesis দ্বন্দ্ব) অতীত, সকল বিপরীত ধর্ম্ম তাঁহাতে সমন্বয়ীভূত (synthesis) হইয়াছে। তিনি সৎ নহেন, তিনি অসৎ

নহেন (গীতা ১৩৷১২, শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৪৷১৮)। তিনি অণু হইতে অণু অথচ মহৎ হইতেও মহৎ (শ্বেত উপঃ ৩৷২০ কঠঃ২৷২০)। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্ত প্রভৃতি সর্ব্ব উপাধিবর্জ্জিত। 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয় উপঃ ২৷১৷১) 'বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যক ৩৷৯৷২৮), "সত্যং শিবং সুন্দরং ব্রহ্ম"...প্রভৃতি সবিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নহে। নির্গুণ ব্রহ্ম "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" (শ্বেতঃ উপঃ ৬৷১৯), 'ত্রিকালাৎ পরম্' (শ্বেতঃ উপঃ ৬৷৫)। *

এই শ্লোকোক্ত অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর—পরব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধে অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা কিরূপে সম্ভব ? উপনিষদ্ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্' (মাণ্ডূক্য উপঃ ৭) —তাঁহার উপাসনা কিরূপে সম্ভব ? যিনি জ্ঞেয় নহেন, যাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, ('মনসা ন মনুতে' ইতি কেন উপঃ ১৷৫) যাঁহাকে কোন বাক্যের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, তাঁহার উপাসনা কিরূপে সম্ভব ?

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি—"

(কেনঃ উপঃ ১৷৩)।

যখন এই নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশই দেওয়া যায় না, যখন তিনি বিদিত ও অবিদিত উভয় হইতে ভিন্ন, তখন তাঁহার উপাসনা কিরূপে

---

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'উপনিষদ-ব্রহ্মতত্ত্ব' নামক পুস্তকে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তারিত বুঝাইয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর তাহা অবশ্য পাঠ্য। এ জন্য এ স্থলে ব্রহ্মতত্ত্বের বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সম্ভব? যিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা (subject), তিনি জ্ঞানের, ধ্যানের বা উপাসনার বিষয় (object) কিরূপে হইতে পারেন? সবিশেষ—সগুণ ব্রহ্মই জ্ঞানের, ধ্যানের ও উপাসনার বিষয় হইতে পারেন, আরাধনার বিষয় হইতে পারেন। যে নিত্য অব্যাকৃত জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় নাই, বিষয়-বিষয়ী নাই, প্রমাতা-প্রমেয় নাই—সে জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি হয় বটে, কিন্তু সে জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন—"তদা কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।" ইতি (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫)। "অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪) ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। অতএব অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা কিরূপে সম্ভব? অথবা এ উপাসনার অর্থ কি? শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যথাশাস্ত্র উপাস্যের অর্থ বিষয়ীভূত করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তাহার সাহায্যে উপাস্যের স্বরূপ জানিয়া, সেই উপাস্যের সামীপ্য লাভ করিয়া তদবলম্বনে যে তৈলধারাবৎ সমান প্রত্যয়প্রবাহে দীর্ঘকাল অবস্থান, তাহাই উপাসনা। কিন্তু অব্যক্ত অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যপদেশ্য, অচিন্ত্য। শাস্ত্রে তাঁহাকে 'নেতি নেতি' এই নিষেধমুখে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার উপদেশ আছে। সুতরাং তাঁহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত না করিতে পারায়, তাঁহার "সামীপ্য উপগমনও" সহজসাধ্য নহে; এবং সামীপ্য লাভ করিয়া সেই একতত্ত্বের সমান প্রত্যয়প্রবাহরূপে দীর্ঘকাল ধারণাও সহজে সম্ভব নহে। সে যাহা হউক, এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার উপায় পর-শ্লোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা পরে বিবৃত হইবে।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪

সংযমি ইন্দ্রিয়গ্রাম, হইয়া সর্ব্বত্র
সমবুদ্ধি, সর্ব্বভূতহিতে হয়ে রত
তাহারাও আমাকেই পাইবে নিশ্চয় ॥ ৪

৪। সংযমি ইন্দ্রিয়গ্রাম।—সমুদয় ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্ প্রকারে নিয়মিত করিয়া (সংনিয়ম্য) অর্থাৎ সংযত বা প্রত্যাহার করিয়া (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব ব্যাপার সমুদয় হইতে তাহাদিগকে সম্যক্রূপে নিয়মিত করিয়া (রামানুজ, কেশব)। ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে উপসংহার করিয়া। ইহা দ্বারা শমদমাদি ষট্সম্পত্তি উক্ত হইয়াছে (মধু)। শ্রোত্রাদি করণ সকলকে শব্দাদি বিষয় হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব অভ্যস্ত ব্যাপার হইতে প্রত্যাহার করিয়া (বলদেব)।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার বা প্রতিনিবৃত্ত করা অক্ষর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রথম সোপান। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,

"স্векবিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।" (২।৫৪)।

গীতায় পূর্ব্বে এই ইন্দ্রিয়সংযমের কথা উক্ত হইয়াছে, যথা—

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ (৬।২৬-২৭)

এইরূপে প্রশান্তমনাঃ, ধৌতপাপ, সদাযুক্ত যোগীই অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখলাভ করেন (৬।২৮)। তাঁহারা সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে, এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন—সমদর্শী হন (৬।২৯)। অতএব ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মোপাসনার প্রথম ও প্রধান সোপান।

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি :—কি ইষ্ট, কি অনিষ্ট সকল প্রকার বস্তুপ্রাপ্তিতে যাঁহাদের বুদ্ধি একই প্রকার (শঙ্কর)। হর্ষ-বিষাদ-রাগদ্বেষাদি-রহিত (গিরি)। দেবাদি বিষয়াকারে অবস্থিত আত্মা সকলেতে জ্ঞানস্বরূপ একাকার জন্য সমবুদ্ধিযুক্ত (রামানুজ)। সর্ব্ববিষয়ে তুল্য হর্ষবিষাদ-রাগদ্বেষাদি-বুদ্ধিরহিত। এই দ্বন্দ্বজ্ঞান অবিদ্যামূলক। সম্যক্ জ্ঞানে সেই অজ্ঞান দূর হওয়ায় সর্ব্ববিষয়ে দোষদর্শন অভ্যাস হেতু—যাহার সর্ব্বস্পৃহা নিরস্ত হইয়াছে, সেই সর্ব্বত্র সমদর্শী, ইহা বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্যের ফল (মধু)। সুহৃদ্, মিত্র, উদাসীন সর্ব্বত্র তুল্যদৃষ্টি; অথবা সর্ব্বচেতনাচেতন বস্তুতে সমভাবে স্থিত ব্রহ্মে বুদ্ধি যাঁহাদের স্থিত, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃক্—তাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি (বলদেব)। দেবমনুষ্যাদি বিভিন্ন আকারে স্থিত সর্ব আত্মাতে জ্ঞানাংশে একাকারত্ব হেতু সমদর্শী (কেশব)। রামানুজের অর্থই অধিক সঙ্গত। এই সমবুদ্ধি অন্যত্র কথিত হইয়াছে। যথা—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥" (৫।১৮-২০)

গীতায় অন্যত্র আছে—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" (৬।২৯)।

সর্ব্বভূতহিতে রত—সর্ব্বভূতের প্রতি অহিত করিবার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত (রামানুজ)। সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিহেতু হিংসাকারণ-রহিত হওয়াতে

সর্ব্বভূতহিতে রত। "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বভূতে যে দক্ষিণা করা হয়, সর্ব্বভূতে অভয় দিয়া যে সন্ন্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা স্মৃতিতে আছে, তাহারই ইঙ্গিত আছে (মধু)। সর্ব্বভূতের উপকারে রত, যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, তাহার জন্য যতমান (বলদেব)। সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হেতু সর্ব্বভূতহিতে রত (কেশব)। "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দর্শন করিয়া আত্মস্বরূপ সর্ব্বভূতের হিতে রত। এই শেষ অর্থ ই সঙ্গত। কেননা, সর্ব্বভূতকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বভূতহিতকর কর্ম্মে রত থাকিলে, তাহার ফলে সর্ব্বত্র আত্মদর্শনসাধনার সিদ্ধি হয়। এই সর্ব্বহিতকর কর্ম্ম করিবার উপদেশ—জীবমধ্যে আত্মদর্শন করিয়া তাহার সেবা করিবার উপদেশ গীতায় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। গীতায় আছে,—

"লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি। (৩।২০)

অন্যত্র আছে—

সক্তাঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ (৩।২৫)

এই কর্ম্মে যে বন্ধন হয় না, ইহাই যে ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ, তাহাও গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥" (৫।৬)

যাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন, ক্ষীণপাপ্মা, ছিন্নসংশয়, যতাত্মা সেই ঋষিগণও যে সর্ব্বভূতহিতে রত, তাহা গীতায় পূর্ব্বে (৫।২৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥"

এই সর্ব্বভূতহিতকর কর্ম্ম—যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইহা কখন পরি-

ত্যাজ্য নহে (গীতা ১৮।৫)। যাহা প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অপরিত্যাজ্য, তাহাকে "ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ" (৮।৩) বলা হইয়াছে। যজ্ঞ তাহারই অন্তর্গত ; তাহা ভূতগণের উৎপত্তির সহকারী কারণ (৩।১৪)। যজ্ঞ করিয়া এই জগচ্চক্রপ্রবর্ত্তনের সাহায্য করিতে হয় (৩।১৬)। যজ্ঞে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিতে হয় (৯।১৬)। যজ্ঞের ন্যায় দানও লোকহিতকর কর্ম্ম। শাস্ত্রমতে স্বধর্ম্ম আচরণই প্রধান তপস্যা। তপ কি, তাহা গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৭।১৪-১৬)। যাহা হউক, এই শ্লোকে সাধারণভাবে দেশকালপাত্রানুসারে সর্ব্বপ্রকার লোকহিতকর কর্ম্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমাকে পাইবে নিশ্চয়—(তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব)—তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কিছুই নাই ; তাঁহারা যে আমাকে পাইবেন, ইহা ত নিশ্চয়। জ্ঞানী ত আমার আত্মাই (৭।১৮)। অতএব যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ, তাঁহাদের সম্বন্ধে 'যুক্ততম' বা 'অযুক্ততম' ইহার কিছুই বলিতে পারা যায় না (শঙ্কর)। জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি সিদ্ধ ; সুতরাং তাঁহারা ত 'যুক্ততম' বটেই। ইঁহারা সগুণ-ব্রহ্মোপাসক, ইঁহারা ভগবানের স্বরূপ বলিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে 'যুক্ততম' বা 'অযুক্ততম' কিছুই বলা চলে না (গিরি)। ইঁহারা আমার সমান অসংসারী আত্মাকে প্রাপ্ত হন, আমার স্বধর্ম্ম লাভ করেন (রামানুজ)। রামানুজ শ্রুতিবাক্যদ্বারা স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। যথা—

"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ (মুণ্ডক উপঃ৩।১।৩)

এবংবিধ সর্ব্বসাধনসম্পন্ন হইয়া, সেই সাধনফলে স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া অক্ষয় ব্রহ্ম আমাকেই তাঁহারা প্রাপ্ত

হন। পূর্ব্বেই আমার স্বরূপ হইয়া অবিদ্যানিবারণ হেতু তাঁহারা আমার স্বরূপেই অবস্থান করেন (মধু)। পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আমাকেই প্রাপ্ত হন, তাহাতে সংশয় নাই (বলদেব)। ইহাতে স্বযুক্তত্মের অভাব জ্ঞাপিত হইয়াছে (বল্লভ)। আমার সমান আকার আমার অংশই প্রাপ্ত হন। আর সংসারে আগমন করেন না (কেশব)।

ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনা—যাঁহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, তাঁহারা ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হন ও পরে ১৩শ অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হন। ইহার অর্থ কি? এবং 'অক্ষর' অব্যক্তের উপাসনারই বা অর্থ কি? ইহার অর্থ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে বুঝিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে জানা যাইবে। যাহা হউক, 'অব্যক্ত' অক্ষরের উপাসনা কি কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা? তাহা হইতে পারে না। কেননা, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম (transcendental absolute) অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, অনির্দ্দেশ্য, অব্যবহার্য্য। উপাসনার অর্থ যদি উপাস্যের সম্মুখীন হওয়া এবং উপাস্যের সম্মুখে অবস্থান—অর্থাৎ উপাস্যকে অনন্য ও একাগ্রভাবে মনে ধারণা হয়, তবে যাঁহাকে জানা যায় না, চিন্তা করা যায় না, যাঁহাকে ধ্যান করা যায় না—তাঁহাকে উপাসনাও করা যায় না। অতএব পরব্রহ্ম সগুণ সোপাধিকভাবেই উপাস্য হইতে পারেন। শঙ্করাচার্য্য উপাসনার যে অর্থ করিয়াছেন, (১২।১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) উপাস্যের সামীপ্যলাভ, তদনুসারে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না। তবে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম পরমার্থতঃ একই। কিন্তু অপরব্রহ্মরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ধ্যেয় ও উপাস্য অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত এ জগতের ও জীবের সম্বন্ধে যে অপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব, তাহা হইতেই পরোক্ষভাবে পরব্রহ্ম জ্ঞেয়, এবং সেই অপরব্রহ্মভাবেই তিনি ধ্যেয় ও উপাস্য। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়

থাকে না, উপাস্য-উপাসকভাব থাকে না। বিষ্ণুপুরাণে আছে (৬।৬।৫২—৫৯ শ্লোক) যে, "সমস্ত বিশেষ জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে, ভেদজ্ঞান বশতঃ যাহাদের ভিন্ন দৃষ্টি হয়, তাহাদিগের নিকটে এই বিশ্ব এবং পরব্রহ্ম এক নহে। সকল প্রকার ভেদ দূর হইলে যে (নির্ব্বিশেষ) জ্ঞান বাক্যের অগোচর সত্তামাত্র আত্মার দ্বারা অধিগম্য, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে আখ্যাত। রূপবিহীন বিষ্ণুর ইহাই জন্মরহিত অক্ষর পরম ভাব। পরমাত্মার এই ভাব বিশ্বরূপ হইতে অন্যপ্রকার। যোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি সেই রূপ চিন্তা করিতে পারে না। এইজন্য বিশ্বগোচর হরির স্থূলরূপ চিন্তা করিবে।" শ্রুতিতেও এই কথা আছে,—"যত্র বা অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং মন্বীত···তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেতি আত্মাগৃহ্যো···বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ।"

(বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৫।১৪ ও ৪।৫।১৫)।

উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি "ন প্রজ্ঞং ন অপ্রজ্ঞং, অদৃষ্টম্, অব্যবহার্য্যম্, অগ্রাহ্যম্, অলক্ষণম্, অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্, প্রপঞ্চোপশমম্" (মাণ্ডূক্য উপঃ ৭)। সেই নির্গুণ অদ্বৈত আত্মা বা ব্রহ্ম "একাত্মপ্রত্যয়সার" অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় এই চারি অবস্থায় এই এক আত্মাই আছেন, এই প্রত্যয়গম্য। এই আত্মরূপে নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম "প্রতিবোধবিদিতং" (কেন উপঃ ১২)। "অধ্যাত্মযোগাধিগম্য" (কঠ উপঃ ২।১২)।

ব্রহ্ম এইরূপে সর্ব্বান্তর্যামী আত্মরূপে গৃহীত হইয়াছেন। অতএব তিনি একেবারে অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অনুপাস্য নহেন। তিনি জ্ঞেয় নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাৎ অধি" (কেন ৩)। ব্রহ্ম বিদিতও নহেন, অবিদিতও নহেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বাক্য, বুদ্ধি যাঁহা হইতে অভ্যুদিত ও প্রবর্ত্তিত, তিনি এই সকল ইন্দ্রিয়,

প্রাণ, মন, বাক্য বা বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না বা "ইদং"-রূপে উপাস্য হইতে পারেন না সত্য (কেন, ৪-৮), কিন্তু ব্রহ্ম একেবারে অবিজ্ঞাত নহেন। তবে যিনি বলেন যে, তাঁহাকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন নাই, আর যিনি বলেন, তাঁহাকে জানিতে পারি নাই, তিনি বরং ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, (কেন, ১১)। আমাদের প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার অন্তরালে যে নিত্য অখণ্ড জ্ঞান অবস্থিত, সেই নিত্যজ্ঞান-রূপে তিনি জ্ঞেয়, তাই তিনি 'প্রতিবোধবিদিত'। সেইরূপ তিনি একাত্মপ্রত্যয়সার, তিনি প্রত্যগাত্মরূপে জ্ঞেয়। কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞান বড় অস্পষ্ট—অব্যবহার্য্য—অনায়ত্ত। ব্রহ্ম কেবল অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অধিগম্য। কিন্তু এই অধিগত ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মসম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান নহে। পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন। এ তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এই স্থানে ব্রহ্ম ধ্যেয় ও অধিগম্য হইলেও, ইহা কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্মের প্রকৃত উপাসনা নহে। কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় এই ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মাতে প্রতিভাত হইলেও, অন্য অবস্থায় তাহাকে ব্রহ্ম উপাসনা বলা যায় না। জ্ঞানসাধনকালে "অহং ব্রহ্ম" "সোঽহং" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে যে ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে ধারণা পূর্ব্বক উপাসনা—বেদান্তে তাহাকে "অহংগ্রহোপাসনা" বলে। ইহাও অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহার পরিণামে নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা যখন জ্ঞাতৃস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, জ্ঞেয় 'অহং' ও 'ইদং' জ্ঞানে একীভূত হওয়ায় যখন জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতৃরূপ পার্থক্য দূর হইয়া জ্ঞাতৃস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, তখন এই অধ্যাত্ম-যোগ লাভ হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সিদ্ধ হয় এক অদ্বয়তত্ত্ব লাভ হয়। কিন্তু যোগী সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ এই সমাধি অবস্থায় থাকিতে পারেন না, তাঁহার 'ব্যুত্থান' অবস্থা আইসে, সমাধিভঙ্গ হয়। সেই অব-স্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় বা 'অহং'—'ইদং' এই দ্বৈতজ্ঞান অনিবার্য্য। সে

অবস্থায় এই 'অহং' ও 'ইদং' এই উভয়কে একতত্ত্বের অন্তর্গত করিয়া ধারণা করিতে পারিলে, জ্ঞেয় অদ্বয় ব্রহ্মের জ্ঞান কতকটা লাভ হইতে পারে। এজন্য জ্ঞানের এই জাগ্রৎ অবস্থায়, "অহং" ও "ইদং"—এ উভয়মধ্যে—জীব ও জগৎ-মধ্যে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে ধারণা করিতে হয়। "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই তত্ত্ব সাধন করিতে হয়। এই সাধনাকে উপনিষদে উপাসনা বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই জ্ঞানে সর্ব্বদা ব্রহ্মকে সন্নিহিত করা যায়, সর্ব্ব-সংস্কার ব্রহ্মসংস্কারে পরিণত করা যায়। এই সাধন বা উপাসনা-প্রণালী উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে অতি সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১। প্রত্যেক জীব (ক্ষরপুরুষ) মধ্যে ব্রহ্মকে অন্তর্যামী পরমাত্মা-(অক্ষর কূটস্থ পুরুষ) রূপে,—Absolute self অথবা Absolute Ego রূপে ধারণা ও উপাসনা করিতে হয়। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (কঠ ৫।৯,১১)। প্রতি ভূতদেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের অধিষ্ঠান শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
—গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।" (কঠ ৩।১)।

ঋগ্বেদে আছে (১।১৬৪।২১ ঋক্)—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

* * * *

জুষ্টং যথা পশ্যতি অন্যমীশম
অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ। (মুণ্ডক ৩।১।১-২)।

অতএব গুহারূপ হৃদয়াকাশই পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। সেই স্থানেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই বাস করেন। জীব

কর্ম্মফল ভোগ করিয়া ও পরমাত্মাকে না জানিয়া মুহ্যমান হয়। পরমাত্মা ঈশ্বরের মহিমা জানিয়া সে বীতশোক হয়। এই অধ্যাত্ম-বিদ্যার নাম দহর বিদ্যা (পূর্ব্বে ৮।১৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এ বিদ্যা সূক্ষ্মবুদ্ধিগম্য। যথা—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" (কঠ, ৩।১২)।

ধ্যানযোগদ্বারা এই অন্তরাত্মাকে দর্শন করা যায়। শ্রুতিতে আছে—

"যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥" (কঠ, ৩।১৩)

আরও কঠোপনিষদে অন্যত্র (৫।৯ ১২) আছে যে,—

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

বৃহদারণ্যকে (৩।৭।১) আছে—

"যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরং যময়তি।"

বাক্যকে মনে সংযত করিয়া, মনকে জ্ঞানে অথণ্ড বুদ্ধিতে সংযত করিয়া, বুদ্ধিকে মহানাত্মা বা জীবাত্মায় সংযত করিয়া শেষে মহান আত্মাকে শান্ত পরমাত্মাতে স্থির করিতে হয়। এইরূপে যোগধারণাদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। (কঠ, ৬।১০)। ইহাদ্বারা প্রথমে ব্রহ্ম আছেন (সৎ) এই সামান্য ধারণা হয়। ক্রমে তাঁহার সোপাধিক

বিশ্বাধার ভাব এবং নিরুপাধিক চিন্ময়মাত্র ভাব—এই উভয়ের অস্তিত্ব ধারণা হইতে পারে (কঠ ৬।১২,১৩)। এইরূপ যোগ-ধারণার ফলে ব্যুত্থান দশায়ও সর্ব্বভূতমধ্যে সেই পরমাত্মার দর্শন সিদ্ধ হয়। গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে (২৮—৩১ শ্লোকে) তাহা বিবৃত হইয়াছে ; সেস্থানে আছে,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

গীতায় অন্যত্র আছে,—

"পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।" (১৩২২)।

যাহা হউক, এইরূপে অর্থাৎ সর্ব্বভূতাত্মরূপে পরমাত্মার যে উপাসনা, তাহাও সগুণব্রহ্মোপাসনা। কেননা, ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেই এই ভাবের ধারণা হয়। ইহা অন্তর্যামী পুরুষেরই উপাসনা। অক্ষর অব্যক্ত প্রত্যগাত্মরূপে এই ব্রহ্মোপাসনার ফলে সেই পরমপুরুষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ এজন্য বলিয়াছেন যে,—

"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥" (৬।৩২)।

এই সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মাই ঈশ্বর, সকলের নিয়ন্তা,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (গীতা ১৮।৬১)

এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, এবং এই জ্ঞানে যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন। গীতায় ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"* * * জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥" (গীতা ৭।১৮)।

অতএব এই প্রকারে 'অক্ষর' অব্যক্তের উপাসনা হইতে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়,—"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব" এ কথা ভগবান্ এই শ্লোকে কেন

বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। ভগবান্‌ এ স্থলে যে "আমাকে' বলিয়াছেন, সেই আমি পরম পুরুষ—সগুণ ব্রহ্ম, অথবা সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ই। তাঁহার সে স্বরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (৯।৪-৫ শ্লোক)।

তিনি সর্ব্বভূতে আত্মারূপে বা স্ব-ভাবে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বভূতের পালক (ভূতভৃৎ) ও ধারক (ভূতভাবন)। সগুণরূপে তাঁহাতে সর্ব্বভূতময় জগৎ অবস্থিত; কিন্তু নির্গুণরূপে তিনি জগতের অতীত। সগুণরূপেও তিনি যে পরমাত্ম-স্বরূপে সর্ব্বভূতাশয়স্থিত, তাহা তাঁহার বিভূতিমাত্র (গীতা ১০।২০)। আর যদি ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা যায়, তবে এই অধ্যাত্মরূপ তাঁহার স্বভাব, তাঁহার একাংশমাত্র। (১৫।৭)। অতএব কেবল অধ্যাত্মযোগে সর্ব্বভূতাত্ম-স্বরূপে তাঁহার উপাসনা যথেষ্ট নহে। বিশেষতঃ আত্মযোগ দ্বারাও সহজে পরমাত্মযোগ সিদ্ধ হয় না। এজন্য এই অহংগ্রহোপাসনাও একদেশী। ইহাতে Absolute Egoism আসিয়া পড়ে।

২। সেই কারণ উপনিষদে "প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে। প্রণব বা ওঁকার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। এজন্য ওঙ্কারজপ ও ওঙ্কার অর্থ ভাবনাদ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে এই অক্ষর ব্রহ্মযোগের বিবরণ আছে। সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া, প্রাণকে মস্তকে (দ্বিদলে বা সহস্রারে) ধারণ করিয়া, আত্মাকে যোগে সমাহিত করিয়া ওঙ্কার-ব্রহ্মের উপাসনা সে স্থলে বিহিত হইয়াছে (৮।১২,১৩ শ্লোক)। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ওঙ্কার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। 'ওঁ ইতি ইদং সর্ব্বং'... (তৈত্তিরীয় ১।৮)। মাণ্ডুক্য উপনিষদে (১।১) আছে—

"ওঁ ইত্যেতৎ অক্ষরম্‌ ইদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্‌।
ভূতং ভবৎ ভবিষ্যৎ ইতি সর্ব্বং ওঁকার এব।
যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব।

সর্ব্বং হি এতৎ ব্রহ্ম অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥”

কঠোপনিষদে আছে (২।১৫,১৬)—

“সর্ব্বে বেদাঃ যৎপদম্ আমনন্তি

*　　*　　*　　*

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—‘ওঁ’ ইত্যেতৎ ॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্।”

অতএব ওঙ্কার উপাসনাদ্বারা সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রণালী উপনিষদে ও গীতায় উক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনেও আছে যে, ওঙ্কার জপ ও তাহার অর্থভাবনাদ্বারা এই ঈশ্বর-উপাসনা সিদ্ধ হয়। ওঙ্কারের অর্থ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়,—এই ব্রহ্মের বা আত্মার চারিপাদ অনুসারে ওঙ্কারেরও চারিপাদ। ইহার প্রথম তিনপাদ ব্যক্ত, আর চতুর্থপাদ অব্যক্ত, নির্গুণ অনির্ব্বচনীয়। অতএব ওঙ্কার উপাসনা—সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ অপর ও পরব্রহ্মের উভয়রূপে উপাসনা। এজন্য ওঙ্কার জপ করিয়া ব্রহ্মভাবনা করিলে তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। আর ওঙ্কার তত্ত্ব বিচারদ্বারা উত্তম সাধকের জ্ঞান পরিপাক হইলে মুক্তি হয়। ইহা উপনিষদের সিদ্ধান্ত। (পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, ‘অব্যক্ত অক্ষর’ই পরমগতি। তাহা ওঙ্কারের চতুর্থপাদ, তাহা ভগবানের পরমধর্ম্ম। তাহা প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না (গীতা ৮।২১)। ওঙ্কাররূপে অব্যক্ত অক্ষরই উপাস্য। ইহাই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা। শ্রুতি হইতে এই উপাসনা-তত্ত্ব জানা যায়।

“ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসা নিশিতং সন্ধয়ীত।

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥”

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥” (মুণ্ডক, ২।২।৩৪)।

এই ওঙ্কারের ত্রিমাত্রাই পরমেশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম-বাচক। ভগবান্ বলিয়াছেন—যিনি সর্ব্বভূতের অন্তঃস্থ, যাঁহাদ্বারা সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত, তিনিই সে পরম পুরুষ (গীতা ৮।২২)। অতএব এই ওঙ্কারোপাসনারূপ প্রতীকোপাসনাদ্বারাও সেই সগুণ ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব।" এই প্রণবোপাসনা-তত্ত্ব পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, অহংগ্রহোপাসনাও ওঙ্কাররূপ প্রতীকোপাসনা, পরমাত্মরূপী ভগবান্‌কে যোগমার্গে উপাসনা মাত্র। ব্যুত্থান অবস্থায়ও সর্ব্বভূতমধ্যে পরমাত্মদর্শন ও সর্ব্বজগতের মধ্যে ও জগতের বাহিরে এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মদর্শন করিলে, তাঁহার উপাসনা হইতে পারে। বাহিরে, ও অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে (অর্থাৎ আমার কাছে যাহা বাহ্য—যাহা ত্বং বা ইদং তাহার সম্বন্ধে) ব্রহ্মকে ধারণা করিতে হইবে এবং তদনুসারে উপাসনা করিতে হইবে। কিরূপে এই ব্রহ্মের ধারণা হয়, তাহার প্রণালী উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাও সংক্ষেপে এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

(১) 'সৎ' স্বরূপে ব্রহ্মের ধারণা। এই জগতে সমস্ত বস্তু-মধ্যে যে সত্তা নিত্যবিদ্যমান, সেই সত্তাই ব্রহ্ম। তিনিই এ জগতের সৎকারণ। প্রথমে ব্রহ্মের এই নির্ব্বিশেষ সত্তার ধারণা সম্ভব হয়। শ্রুতিতে আছে—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥"

(কঠ উপঃ ৬।১২-১৩)।

নিখিল বিশ্বের একমাত্র Substance অথবা Essence স্বরূপে ব্রহ্মের

ধারণা হয়। এই অব্যক্ত নিত্য সনাতন ভাব (being) দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত,—সমুদায় জগৎ বিধৃত। (গীতা ৮।২২)। এজন্য তিনি সত্যস্বরূপ। তাঁহাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২,২); এই অনির্ব্বচনীয় 'সৎ' রূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও ধ্যেয় হইতে পারেন ; কিন্তু ঠিক্ উপাস্য হইতে পারেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অধ্যাত্মযোগেই এই সতের ধারণা ও ধ্যান সম্ভব।

(২) পরাশক্তিরূপে ব্রহ্মের ধারণা। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ,—এজন্য শক্তি-স্বরূপ। ব্রহ্ম জগতের সৎকারণ। সৎ ও শক্তি এক অর্থে অভিন্ন। শক্তির বিকাশদ্বারাই সত্তার পরিচয়। শঙ্করই বলিয়াছেন—"কারণের অন্তর্ভূত শক্তি আর শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য।" ব্রহ্মের শক্তি আর ব্রহ্মই শক্তি, ইহা (রাহুর শিরের ন্যায়) একই কথা। উভয় যে অভিন্ন। ব্রহ্মের এই পরাশক্তিই সৎ এবং এই শক্তিমান্ বলিয়াই ব্রহ্ম সৎ। শ্রুতিতে আছে—

"সঃ বহুধা শক্তিযোগাৎ অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি।" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ) পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬৮)। এই 'স্বগুণ দ্বারা নিগূঢ় পরমা দেবাত্ম-শক্তি' (শ্বেত উপঃ ১।৩) অনন্ত ; আমরা কেবল তাঁহার জ্ঞান ও ক্রিয়ামাত্র উপলব্ধি করিতে পারি। এই প্রকারে এই ব্রহ্মশক্তি বা শক্তিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে। সর্ব্বত্র আমরা যে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই, তাহার মূলে এক অখণ্ড অনন্ত শক্তিমানের ধারণা করিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, ইহা ধারণা করিয়া আমরা তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। এজন্য God as infinitpower রূপে ব্রহ্ম উপাস্য।

(৩) জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মের ধারণা। আমরা জগতে সর্ব্বত্র যে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাই, তাহার মূলে এক অপরিচ্ছিন্ন

অনন্তজ্ঞানের বা জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব আমরা বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

(৪) আনন্দ-স্বরূপে ব্রহ্মের ধারণা। সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের যাহা অতীত তত্ত্ব, তাহাই ভূমা একরস আনন্দ। তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। শ্রুতিতে আছে,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥"

(তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৪,২।৯)।

এইরূপে উপনিষদ ব্রহ্মকে অনন্ত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়াছেন। এ তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের মধ্যে যে অস্তিত্ব-বোধ, যে চৈতন্য, যে সুখের অনুভূতি আছে, তাহারই পূর্ণ আদর্শরূপে, তাহারই মূলকারণরূপে ব্রহ্মকে পরম সচ্চিদানন্দরূপে ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও সগুণ ব্রহ্মের ধারণা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সৎ—অসতের, অস্তি—নাস্তির ভাব—অভাবের অতীত—সুতরাং তাহাকে সদসৎ কিছুই বলা যায় না (১৩।১২)। সেইরূপ তিনি 'চিৎ' অচিতের অতীত, আনন্দ নিরানন্দের অতীত—তিনি নেতি নেতি;—অনির্ব্বাচ্য। সুতরাং সচ্চিদানন্দরূপে সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য হন।

যাহা হউক, সর্ব্বজগতের মূলে যে কল্পনা, ঈক্ষণ বা জ্ঞানের অস্তিত্ব শ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি ও অনুমান করিতে পারি, তাহা হইতে সর্ব্বজগতের মূল, সর্ব্বজ্ঞানের মূল যে এক নিত্য অনন্ত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ভূমা জ্ঞান নিত্যবোধ বা অনন্তচিৎরূপ, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি। এই ধারণালাভ করিয়া অনন্তচিদ্‌ঘন ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি। সমুদায় জ্ঞেয়, সেই এক জ্ঞানেরই অন্তর্গত, ইহা ধারণা করি।

(৫) সত্য শিব সুন্দররূপে ব্রহ্মের ধারণা। ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদা-

নন্দ ঘন, সেইরূপ তিনি সত্য, শিব, সুন্দর। সেইরূপে তিনি উপাস্য। জগতের ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য, মঙ্গল হইতে সমষ্টিস্থিত সৌন্দর্য্য ও শিবরূপে, অথবা এ সকলের মূল উৎসরূপে "সত্যং শিবং সুন্দরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ আনন্দঘনং" ব্রহ্মকে ধারণা করিয়া সেই দৃষ্টিতে তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। এইরূপে সচ্চিদানন্দ ঘন বা অনন্ত শিব সুন্দর সগুণ ব্রহ্মের ধারণা ও আংশিক উপাসনা সম্ভব হয়। সসীম শান্ত কার্য্যরূপ জগতের অসীম অনন্ত নিত্য কারণ বা আধার, অনাদি অনন্তমূল তত্ত্ব যে সচ্চিদানন্দঘন সত্য শিব সুন্দর ব্রহ্ম—এই ধারণা হয়।

(৬) বাক্‌রূপে, শব্দরূপেও ব্রহ্মের ধারণা—আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই যে, জ্ঞানের অভিব্যক্তি—বাক্যে। নামরূপের দ্বারা জগতের বিকাশ। যে ঈক্ষণ হইতে নামরূপময় জগতের বিকাশ, তাহার মূল "বাক্"। এজন্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"বাগেব ইদং সর্ব্বং" এই জন্য বাক্ বা ব্রহ্ম শব্দ (Logos) ব্রহ্মরূপে উপাস্য (ছান্দোগ্য উপঃ ৭।২।২)। বাক্যের মূল ওঙ্কার। এজন্য এক অর্থে ওঙ্কার উপাসনা বাক্‌রূপে ব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্মেরই উপাসনা।

যাহা হউক, এই জ্ঞান কল্পনা, ঈক্ষণ এবং শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হন; সৎরূপে জগৎ ধারণ করেন। তাঁহার জ্ঞানে "নাম" (ideas) দ্বারা বহু হইবার কল্পনার বিকাশ হয়। কল্পনা সৎ (Thought is Being) এই জন্য ব্রহ্ম নামরূপ। (ছান্দোগ্য ৭।১।৪)।

(৭) মূল জগৎকারণরূপে ব্রহ্মের ধারণা। জগতের মূল উপাদানকারণকে ব্রহ্মরূপে জানিলে, তিনি বিশ্ব-কারণরূপে উপাস্য হন। এ জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ (manifestation) তাঁহারই ব্যক্ত মূর্ত্তি Immanent রূপ। ইহার ধারণা হইলে বিরাট বিশ্বরূপে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে। এই জগৎ শরীর (organism) মাত্র। আমাদের শরীরের ন্যায় এই জগৎ-শরীরেরও পাঁচটি কোষ অনুমান করিতে পারা

যায়। এই পাঁচ কোষমধ্যে স্থূল কোষ অন্নময়। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্নং ব্রহ্ম ইতি উপাসীত।" (তৈত্তিরীয় উপঃ দ্বিতীয় বল্লী)। তাহার পর এ জগতের প্রাণময় কোষ। জগদাত্মা ব্রহ্ম হইতে তাহার উৎপত্তি ; এজন্য "আত্মা প্রাণময়ঃ" (এই অন্ন বা রয়ি—মূর্ত্ত। পৃথিবী জল ও অগ্নি—এই স্থূলরূপ মূর্ত্ত। আর প্রাণ—শক্তি (Life force)। সমস্ত জড়শক্তি ইহার অন্তর্ভূ ত। ইহা অমূর্ত্ত। এই দুইই ব্রহ্মের শরীর বা স্থূল রূপ। এই প্রাণময় কোষের পর ব্রহ্মাণ্ডের মনোময় কোষ। তাহাও ব্রহ্মের স্থূল রূপ। ইহার পরে ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞানময় কোষ। তাহার পর ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় কোষ। এই বিভিন্ন কোষের উপাদান ও অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম। তাই এই বিভিন্ন কোষরূপেও ব্রহ্ম উপাস্য।

৮। জগদাত্মরূপে ব্রহ্মের ধারণা।—এ জগৎ-শরীরে যিনি শরীরী, যিনি জগদাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মরূপে তিনি উপাস্য। জগতের এই সকল কোষের মধ্যে যিনি আত্মা, সেই আত্মা বা পুরুষরূপে তিনিই প্রধানতঃ উপাস্য। এই জগতের যাহা অন্নময় কোষ, তাহা এই ব্যক্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ। ইহাই ব্রহ্মের বিশ্বরূপ। ইহার অভিমানী আত্মাই বিরাট্। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ অভিমানী আত্মা ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভ রূপ। এই বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভরূপে ব্রহ্ম উপাস্য। বিজ্ঞানময় কোষের পর যে আনন্দময় কোষ, সেই কোষাভিমানী আত্মাই শুদ্ধ মায়া-উপহিত চৈতন্য – (পরমাত্মা—ব্রহ্মের স্বরূপ)। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রহ্মবল্লী দ্রষ্টব্য)। উপনিষদ বলিয়াছেন, প্রতি ব্যষ্টিদেহে এবং সমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ড-শরীরে যিনি অন্নময় প্রভৃতি কোষে আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এ সমুদায় (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৬)।

(৯) পুরুষরূপে ব্রহ্মের ধারণা। ইহা হইতে ব্রহ্মকে পুরুষ-

রূপে সর্ব্বত্র দর্শন করিবার বিধান আছে। জগৎ-রূপ শরীরে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্ম পুরুষ।

যো দেবো হগ্নৌ যো হপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

(শ্বেতঃ উপঃ ২।১৭)

এইরূপে ব্রহ্ম জগতে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া 'তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং' বলিয়া এবং জগৎরূপ পুরে শায়িত বা অধিষ্ঠিত বলিয়া তিনি পুরুষ (Personal god)। আত্মাই এই পুরুষ—পুরুষবিধ (বৃহদারণ্যক ১।৪।১ দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বত্র আত্মরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার স্বভাব বা অধ্যাত্মরূপে তিনি পুরুষ। সমস্ত দেবতামধ্যে তাঁহাদের নিয়ন্তা অধিপুরুষরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার আধিদৈব অক্ষর পুরুষ রূপ (৮।৪)। আর সর্ব্বভূতমধ্যে সর্ব্বক্ষেত্রে তিনি অবস্থিত বলিয়া তাঁহার অধিভূত ক্ষর পুরুষ বা জীবভূত রূপ (১৫।১৬)।

ব্রহ্মধ্যান ও উপাসনা।—এইরূপে নানাভাবে ব্রহ্মের ধারণা হইতে পারে। ব্রহ্মের এই বিভিন্ন ভাব পূর্ব্বে গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তবে বিভিন্ন ভাবে ব্রহ্মকে ধারণা করা যায় বলিয়া ব্রহ্মকে নানাভাবে ও নানারূপে উপাসনা করা যাইতে পারে। এই সকল উপাস্যরূপ —তাঁহার সগুণ রূপ তাঁহার অপর রূপ। সগুণ ভাবের মধ্যে পরম পুরুষই পরম ভাব, তিনিই সচ্চিদানন্দঘন, সত্য, শিবসুন্দর পরমেশ্বর। জগতের নিয়ন্তা। কিন্তু ইহা কূটস্থ অক্ষর পরম রূপ নহে। তাহা শান্ত, শিব, অদ্বৈত, জগদতীত। সে নির্গুণ পরম ব্রহ্ম-রূপ ঠিক উপাস্য হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদে আত্মা-রূপে, আদিত্য চন্দ্র বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে পুরুষরূপে, সর্ব্বত্র প্রাণরূপে প্রধানতঃ ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

আরও আকাশ প্রাণ। বৈশ্বানর বিদ্যুৎ গুহাপ্রবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ—ইত্যাদিরূপে উপাসনা উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। এ সকলও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। ইহা বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অতএব ব্রহ্মকে প্রথমে স্থূল ব্যক্ত সগুণরূপে উপাসনা করিতে হয়। তাঁহার স্থূল ধ্যান করিতে হয়। বিভূতিরূপে ও বিশ্বরূপে তিনি ধ্যেয় এবং উপাস্য। অবতীর্ণ মানুষরূপেও তিনি উপাস্য। ইহা গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে দ্বিতীয় শ্লোকেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি স্থূল ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিলে, পরে জ্যোতীরূপে ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হয়। তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, তিনিই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের জ্যোতির মূল কারণ; তিনি সর্ব্বপ্রকাশক স্বপ্রকাশ, পরম জ্যোতিঃ। এই হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরাজিত (ঈশ উপঃ ১৬), আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণরূপে বা পরম দিব্য পুরুষরূপে তিনি ধ্যেয়।

জ্যোতির্ধ্যানকারী সবিতা দেবতার বরণীয় 'ভর্গ' ধ্যান করিয়া ব্রহ্ম উপাসনা করেন। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১·৫)। এবং অন্তরেও যোগস্থ হইয়া তাঁহার সেই জ্যোতীরূপ দর্শন করেন। জ্যোতির্ধ্যান সিদ্ধ হইলে তবে সূক্ষ্ম ধ্যান সম্ভব হয়। সেই সূক্ষ্মধ্যান—অধ্যাত্মভাবে একাত্ম-প্রত্যয়সার ব্রহ্মোপাসনা। ইহা এক অর্থে ওঙ্কার উপাসনা, ইহাই কূটস্থ অক্ষরের উপাসনা। পূর্ব্বে ৮।১১-১৩ শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত আছে।

এইরূপে উপনিষদে সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে সর্ব্বজগতে ও আমাদের মধ্যে ব্রহ্মকে ধারণা, ধ্যান ও উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। এই উপদেশ এক অর্থে সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা। সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা—এই পরম পুরুষরূপী ভগবানের উপাসনা। যাহা হউক, সগুণ ব্রহ্মধারণা হইতেই নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা সম্ভব হইতে পারে। সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা দ্বারা ক্রমে কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা

সম্ভব হইতে পারে। এজন্য সগুণ উপাসনাই এক অর্থে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা। এজন্য 'অক্ষর অব্যক্তের' উপাসনা প্রধানতঃ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইলেও, তাহাকে গৌণভাবে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাও বলিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে কেবল নির্গুণ কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম, উপাসনার যোগ্য নহেন বলিয়া এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনাকে গিরি 'সগুণ ব্রহ্মোপাসনা'ই বলিয়াছেন। রামানুজ ইহাকে 'প্রত্যগাত্মার' উপাসনা অর্থাৎ কূটস্থ অক্ষর জ্ঞানাকারে এক জীবাত্মার উপাসনা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা অক্ষর কূটস্থ শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট, তাহা নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাহা পরম পুরুষ হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন। অক্ষর বিস্তায় "অক্ষর" শব্দে ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট। সে কূটস্থ অক্ষরব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা। বলদেব কূটস্থ অক্ষর উপাসনাকে জীবাত্মার উপাসনা বলিয়াছেন। শান্ত, শিব, অদ্বৈত, প্রপঞ্চোপশম, তুরীয় ব্রহ্ম উপাস্য নহেন বলিয়া ইঁহারা এ স্থলে কূটস্থ অক্ষরকে প্রত্যগাত্মা বলিয়াছেন। গীতায়ও "কূটস্থ অক্ষরের" কথা উক্ত হইয়াছে। (গীতা ১৫ ১৬) তদনুসারেও বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণ "অব্যক্ত অক্ষরকে" এই অক্ষর পুরুষ বা জীবাত্মা মনে করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। কিন্তু গীতার 'অব্যক্ত অক্ষর'—এই জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ নহেন। তিনি পরমব্রহ্ম। গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে—'ওঁ তৎ সৎ' ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ। ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য হইলেও প্রণবদ্বারা তৎ শব্দ দ্বারা ও সৎ শব্দ দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা॥ (গীতা ১৭।২৩।)

অতএব গীতানুসারে অক্ষর অব্যক্ত প্রত্যগাত্মা নহেন। ইহা পরম ব্রহ্ম, পরম অক্ষর, ইহা ভগবানের পরম ধাম (৮।২ শ্লোক)। ইহা সর্ব্বলোকমহেশ্বর ভগবানের পরমধাম বা পরমপদ (গীতা ১৫।১৭)। এ সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আত্মধ্যানদ্বারা উপাসনা

বা অহংগ্রহোপাসনার পরিপাকে পরমাত্মা প্রকাশিত হন, এজন্য তাহাও যে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের উপাসনার মূল সূত্র, ইহা এই অর্থে বলা যাইতে পারে। প্রকৃত আত্মাই পরমাত্মা,—তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আত্মধ্যানদ্বারা আত্মাতে প্রকাশিত হন। উপনিষদে আছে যে, অধ্যাত্মযোগে আত্মতত্ত্বরূপ দীপ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন।—

"যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।১৪)।

এইরূপে ওঁকার ও প্রথমে 'আত্মস্বরূপে' উপাসনা করিলে তাহার পরিণামে ব্রহ্মস্বরূপ ওঙ্কারের উপলব্ধি হয়। কেননা, এই ওঙ্কারই আত্মা, ওঙ্কারই ব্রহ্ম (মাণ্ডূক্য, ১) অতএব অহংগ্রহোপাসনা, ও ওঙ্কাররূপ প্রতীকোপাসনা ও প্রথম অবস্থায় আত্মতত্ত্বের উপাসনা হইলে, তাহার পরিণামে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হয়, সেই ওঙ্কার উপাসনাদ্বারা সেজন্য অক্ষর কূটস্থেরও উপাসনা হয়। সে ব্রহ্মতত্ত্ব—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অতীততত্ত্ব। সাধক পরিণামে সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত আপনার আত্মাকে অভেদে ধারণা করেন। জ্ঞানের ও ধ্যানের পরিণামে—আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদদর্শনের দৃষ্টান্ত ঋষি বামদেব। "ন বক্তুঃ আত্মনোপদেশাৎ ইতি চেৎ অধ্যাত্মসম্বন্ধ ভূমা হি অস্মিন্" ১।১।২৯, এবং "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশো বামদেববৎ"—১।১।৩০ বেদান্তদর্শনের এই দুই সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য। এইরূপে উপাসনার চরম অবস্থায়ও যে উপাস্য উপাসক অভিন্ন হইয়া যায়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের স্তবে পাওয়া যায়। সে অবস্থায় প্রহ্লাদ উপাস্যের সহিত তন্ময় হইয়া বলিয়াছেন—"আমি সূর্য্য,

আমি চন্দ্র, আমি এই জগৎ, আমি এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, আমি সমুদায়”...ইত্যাদি।

অতএব কূটস্থ অক্ষর উপাসনা প্রত্যগাত্মার উপাসনা হইলেও, তাহাই পরম অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা। এই উপাসনার মূল অধ্যাত্মযোগে আত্মধ্যান। ইহাই অন্তরঙ্গ উপাসনা। ইহার বহিরঙ্গ উপাসনা উপনিষদুক্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। যে ভাবেই হউক, “অক্ষর অব্যক্তের” উপাসনার মূল যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, এবং সেই উপাসনার পরিণামে যে ভগবানের সেই পরম ধাম বা পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা একরূপ বুঝিতে পারা যায়। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—“তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব।”

এই অধ্যায়োক্ত পরমেশ্বরের উপাসনা ও কূটস্থ অক্ষর উপাসনার পার্থক্য বুঝিতে হইলে এই পরমেশ্বরের বা পরম পুরুষের সহিত নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের পার্থক্য প্রথমে বুঝিতে হয়। সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে, অষ্টম অধ্যায়ের ৩,১০,২১,২২ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে। পরে ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে, এই কঠিন তত্ত্বের বার বার বিবৃতি প্রয়োজন।

সে যাহা হউক, এ স্থলে আমাদের আর এক কথা বুঝিতে হইবে। গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব ও অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা যেরূপ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সেরূপ বিবৃত হয় নাই। গীতার পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রে এই ঈশ্বরবাদ ও অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা এমন করিয়া বিবৃত হয় নাই। এই বিবৃতিই গীতার বিশেষত্ব। অক্ষর অব্যক্ত পরম ব্রহ্মের উপাসনা পূর্ব্বে উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। যাহা উপনিষদে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে, গীতায় তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ আছে মাত্র। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

গীতা ১৩।৪

এজন্য ভগবান্ তাহা সে স্থলে 'সমাসেন' অর্থাৎ সংক্ষেপে বা সূত্রাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। এ স্থলেও সেই জন্য অক্ষর উপাসনার প্রণালী সংক্ষেপে বা ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পরবর্ত্তী শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরোপাসনা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা অপেক্ষা সহজ ও সুসাধ্য। যে সাধনাপন্থা সহজ ও সুসাধ্য, গীতায় তাহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। যে সাধনা অতি দুঃসাধ্য, তাহা উল্লেখ করা আছে মাত্র।

গীতায় অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা-প্রণালী যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এ স্থলে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ এ শ্লোকে বলিয়াছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্যক্ নিয়মিত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়াছেন এবং যাঁহারা সর্ব্বভূতহিতে রত, তাঁহারাই অব্যক্ত অক্ষর উপাসনার অধিকারী এবং সেই উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া পরমেশ্বরের পরম পদ লাভ করিতে পারেন। অর্থাৎ যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সাধনাদ্বারা সর্ব্বত্র সমদর্শন বা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিতে শিখিয়াছেন, পরে ধ্যানযোগসাধনায় বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই অক্ষর অব্যয়ের উপাসনায় অধিকারী হইতে পারেন। গীতার ২য় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই সাধনার বিবরণ পাওয়া যায়। এইরূপ অধিকারী হইলে, যেরূপে অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করিতে হয়, তাহার ইঙ্গিত আমরা গীতার ৮ম অধ্যায় হইতে পাইয়াছি। সে উপাসনা প্রণব বা ওঁ একাক্ষর-ব্রহ্মোপাসনা। তাহার তত্ত্ব ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়গণের সংনিয়মন) যোগের এই কয় বহিরঙ্গসাধন সিদ্ধ হইলে,

পরে ধ্যান, ধারণা, সমাধি বা সংযম জয় হয়, ইহা যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা। যাঁহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, তাঁহাদের সেই সাধনাবস্থা লাভ করিতে হয় এবং সংযম অবস্থায় প্রণব জপ ও প্রণবার্থ ভাবনা বা ধ্যান করিতে হয়। ইহাই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা-প্রণালী। গীতার ৮ম অধ্যায়ে ইহারই ইঙ্গিত আছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, উপনিষদেও এই প্রণবোপাসনা প্রধানতঃ অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা। উপনিষদে যে অহংগ্রহোপাসনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতায় তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। উপনিষদে যে সগুণ ব্রহ্মের অন্য প্রকার উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও গীতায় বিবৃত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত অন্য কোন উপনিষদে অনন্য-ভক্তিযোগে পরমেশ্বরের উপাসনার স্পষ্ট উপদেশ পাওয়া যায় না। আমরা এ স্থলে যে উপনিষদুক্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসনার উল্লেখ করিয়াছি, সে উপাসনা গীতোক্ত অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, অক্ষর ও অব্যক্ত পরম ব্রহ্মের উপাসনা উপনিষদে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, গীতায় তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। সে উপাসনা যে অতি কঠোর—দুঃসাধ্য, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫



অব্যক্তে আসক্তচিত্ত সেই সবাকার
হয় কিন্তু বড় ক্লেশ দেহবান্ যারা
তাহারা অব্যক্তগতি দুঃখে করে লাভ॥ ৫

৫। অব্যক্তে আসক্তচিত্ত—যাহাদের চিত্ত কেবল অব্যক্ত অক্ষরে আসক্ত (শঙ্কর)। অব্যক্ত—অর্থাৎ সূক্ষ্ম নির্ব্বিশেষ অক্ষরে অভিনিবিষ্ট চিত্ত যাহাদের (গিরি)। (১) অব্যক্ত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অক্ষরে আসক্তচিত্ত যাহারা (স্বামী)। যাহারা নির্গুণ ব্রহ্মচিন্তনপরায়ণ, পূর্ব্বোক্ত সাধনরত (মধু)। অব্যক্তবিষয়া মনোবৃত্তি যাহাদের (রামানুজ), অপ্রকটরূপে আসক্তচিত্ত যাহারা (বল্লভ), অব্যক্তবিষয়া অতি সূক্ষ্মরূপ জীবাত্মাতে সমাধিনিরত মন যাহাদের, অব্যক্ত অক্ষরবিষয়া মনোবৃত্তি যাহাদের। (বলদেব)। অব্যক্ত = অপ্রকটরূপ, তাহা দর্শনাদি জন্ম অভিলাষী চিত্ত যাহাদের (বল্লভ)।

হয় কিন্তু বড় ক্লেশ—দ্বৈতদর্শী সকাম উপাসকগণের যে ক্লেশ, তাহা অপেক্ষা অধিক ক্লেশ (গিরি)। অতিশয়রূপে অধিক ক্লেশ (মধু)। যদিও পূর্ব্বোক্ত ভক্তিমার্গে আমাতে মন স্থির করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার পূর্ব্বক ভক্তি অঙ্গ সম্যক্ আচরণ ক্লেশকর, কিন্তু তাহার চিত্তে আমার মধুর আনন্দময় রূপের স্ফুরণে সে ক্লেশ অনুভূত হয় না, এজন্য এই ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের সাধনা অপেক্ষা, ধ্যানমার্গে অব্যক্ত অক্ষরের সাধনা অধিকতর ক্লেশকর (বলদেব)। প্রকট রূপের সাধনা অপেক্ষা অপ্রকট রূপের সাধনা অধিকতর ক্লেশকর (বল্লভ)। এই সাধনা অধিকতর ক্লেশকর কেন, তাহা এই শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ তাঁহাকে অর্থাৎ ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহাতে অধিকতর ক্লেশ; সেই সাধনপথে ক্লেশ অতিশয় অধিক। যাহারা ভগবানের কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর ও সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া—বিশ্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহাদের সে দুরূহ সাধন-মার্গে ক্লেশ আছে বটে, কিন্তু যাঁহারা অক্ষরকে পরমার্থতত্ত্বরূপে দর্শনাদি করিতে চেষ্টা করেন, সাধনমার্গে তাঁহাদের ক্লেশ আরও অধিকতর। তাহার কারণ পরে উক্ত হইয়াছে।

এই অব্যক্ত অক্ষর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মোপসনায় এই অব্যক্তে আসক্তচিত্ত বা সমাহিতচিত্ত হইয়া উপাসনা যে দুঃসাধ্য, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে :—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

(কঠ, উপঃ ৩।১৪)

অর্থাৎ ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়—তাহার উপর দিয়া যেমন যাওয়া দুষ্কর, সেইরূপ এই সূক্ষ্ম পথকেও কবিগণ দুর্গম বলিয়াছেন। এই জন্য গীতায় অনন্য-ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনারূপ সহজ বা অপেক্ষাকৃত সুগম পথ ভগবান্ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বর উপাসনা অত্যন্ত ক্লেশকর ও দুঃসাধ্য হইলেও অক্ষর অব্যয়ের উপাসনা তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর।

দেহবান্ ... লাভ।—যাঁহাদের দেহাভিমান আছে (দেহী), তাহাদের পক্ষে অক্ষরাত্মক গতি লাভ করিতে যে অব্যক্তের উপাসনা, তাহাতে ক্লেশ অধিকতর। দেহাভিমান ত্যাগ না করিতে পারিলে অব্যক্তে গতি হয় না। সেই দেহাভিমান দূর করিবার জন্যই তাহাদের যে সাধনা, তাহা অধিকতর ক্লেশকর (শঙ্কর)। সে সাধন অতি কৃচ্ছ্রসাধন (গিরি)। যে দেহাভিমানী, যে আত্মাকে দেহের ন্যায় মনে করে, সে দেহাত্মবাদী (রামানুজ)। দেহাভিমানী যাহারা, তাহাদের পক্ষে এই অব্যক্তে গতি জন্য প্রথম সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিতে হয়, পরে গুরুর নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিতে হয়, তাহার বিচার করিতে হয়; শ্রবণ মননের পরে সেই পরম তত্ত্বে নিদিধ্যাসন করিতে হয়। ইহাতে যে মহান্ প্রয়াস হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ (মধু)।

দেহাত্মসেবী বা দেহাত্মজ্ঞানী অতিদুঃখে অব্যক্তনিষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের ভগবৎ-সেবাযোগ্য দেহ ব্যর্থ হয়। তাহাদের চিত্ত আসক্ত, এই জন্য তাহারা উপাস্যের দর্শনাভিলাষী হইলেও সে দর্শন

তাহারা পায় না। এই কারণ সাধন-দশায় তাহাদের ক্লেশ অধিকতর হয় এবং তাহারা ফলও দুঃখে প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির পরেও অব্যক্তে প্রবেশ হেতু লৌকিক দেহের অভাবে পূর্ব্বানুভূত লৌকিক ইন্দ্রিয়রস স্মরণে জল-নিমগ্নের জলপানের মত দুঃখ পায় (বল্লভ)।

যদি ঈশ্বরোপাসকগণ ও অক্ষরোপাসকগণ উভয়েই তোমায় প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে ঈশ্বরোপাসকগণের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় ভগবান্ এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যাহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, সেই দেহীদের ক্লেশ অধিকতর অর্থাৎ অব্যক্ত বিষয়ে গতি বা মনের নিষ্ঠা যাহারা দেহাত্মাভিমানী, তাহারা দুঃখে প্রাপ্ত হয়, কারণ, দেহাভিমানীর পক্ষে দেহ হইতে বিলক্ষণ বা সম্পূর্ণ ভিন্ন আত্মার প্রাপ্তি দুর্ল্লভ (কেশব)। দেহবান্ স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে, তাহাদের পক্ষে অণু-চৈতন্যের অনুশীলন দুঃখসাধ্য (বলদেব)।

বলদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাঁহারা অক্ষর অর্থে নির্গুণ ব্রহ্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের মতে ব্রহ্ম দুইরূপ—সগুণ ও নির্গুণ। ইঁহারা বলেন যে, যাঁহারা সগুণোপাসক, তাঁহারা কোনরূপ আকারকে বিষয় করিয়া উপাসনা করেন। এজন্য সে উপাসনা সুকর ও প্রমাদ-রহিত। আর যাঁহারা নির্গুণোপাসক, তাঁহারা সেই ভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন, এজন্য তাঁহাদের উপাসনা দুঃখকর ও প্রমাদযুক্ত। বলদেব বলেন যে, ইঁহাদের মতে—অক্ষরই নির্গুণ ব্রহ্ম; এবং পূর্ব্বে ৩য় শ্লোকে যে সপ্ত বিশেষণ আছে, তাহা নির্গুণ ব্রহ্মবাচক।

বলদেব আরও বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌কে প্রথমে গুরুর নিকট উপনিষদ্‌বাক্য 'শ্রবণ' পূর্ব্বক তাহার বিচার ও তদর্থ মনন ও তাহার নিদিধ্যাসন করিতে হয়, ইহাতে মহান্ ক্লেশ। আর যাঁহারা ভগবানের উপাসক, তাঁহারা গুরুর উক্ত ভগবদুপাসনা করিয়া

তৎপ্রসাদে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য-নিবারক বিজ্ঞান দ্বারা ভগবৎস্বরূপভূত নির্গুণ অক্ষর ও আত্মার ঐক্যলক্ষণ মুক্তি প্রাপ্ত হন। অতএব উভয় প্রকার উপাসকের ফল একই। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার উপাসকের ক্লেশ অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষত্ব উক্ত হইয়াছে।

বলদেব আরও বলেন যে, "গতিসামান্যাৎ" (১।১।১০)। এই বেদান্ত-সূত্র হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ এই দুইরূপ নহেন। এই সূত্রে এই দ্বৈতনিরাস হইয়াছে। "পরা বিদ্যা" দ্বারা অক্ষর অধিগম্য হয়, এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম বেদবেদ্য, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "মন ও বাক্য তাঁহাকে জানিতে পারে না" শ্রুতির এই উক্তিতে ব্রহ্ম অগোচর, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।...ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এক। শ্রীকৃষ্ণ সেই বিভু চিদ্-বিগ্রহ পরব্রহ্ম। নির্গুণ অক্ষর তাঁহার অন্তস্থ, এ কল্পনাও সমীচীন নহে।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বলদেবের অর্থ সঙ্গত নহে। বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ নির্গুণ অক্ষর পরব্রহ্ম যে পরমতত্ত্ব, তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু গীতায় তাহা স্বীকৃত (৮।২১ শ্লোক)। সেই অব্যক্ত অক্ষরে নিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে দেহ ও জগৎ অর্থাৎ সমুদায় জ্ঞেয়—("ইদং ও "ত্বং") চিন্তার বিষয় যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হয়। যাহাদের দেহাভিমান আছে, তাহারা এই দেহাদিকে চিন্তাপথ হইতে সহজে দূর করিতে পারে না। আর দূর করিতে চেষ্টা করিলেও অত্যন্ত দুঃখ ও ক্লেশ পায়। এই 'অব্যক্ত' সাধনা "একাত্মপ্রত্যয়সার" ধ্যানমূলক। সমাধিতেই তাহা সিদ্ধ হয়। ব্যুত্থান অবস্থায় যখন বাহ্য বিষয়জ্ঞান অনিবার্য্য, তখন জগৎ ও জীবের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ জানিয়া তাঁহাতে চিত্তনিবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়। এজন্য বিষ্ণুপুরাণে আছে (৬।৭।৪৮-৫৪) যে, "এই বিশ্বকে তিনরূপে ভাবনা করা যায়, যথা—ব্রহ্মাখ্য, কর্ম্মাখ্য ও উভয়াত্মক ভাবনা। একটি ব্রহ্মভাবাত্মক,

একটি কর্ম্মভাবাত্মক, আর একটি উভয়ভাবাত্মক। * * সমস্ত বিশেষ জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষয় না পাইলে এই বিশ্ব ও পরব্রহ্ম ভেদজনিত ভিন্ন-দর্শীর নিকট স্বতন্ত্র।" দেহের প্রতি অভিনিবেশ দূর না হইলে, এই ভেদদর্শন বিলুপ্ত হয় না; সত্তামাত্র সার, বাক্যের অগোচর, কেবল 'একাত্মপ্রত্যয়সার' ব্রহ্মাখ্য জ্ঞানলাভও হয় না। এজন্য দেহাভি-নিবেশযুক্ত জীবের পক্ষে অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা বিশেষ দুঃখকর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই ভেদজ্ঞান ও এই দেহাভিনিবেশ অবিদ্যা বা অজ্ঞান-জনিত। অবিদ্যা নিবৃত্ত না হইলে, যোগে 'আত্মার' অন্তরমধ্যে 'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মার ও সর্ব্বান্তর্ভূত পরমাত্মার দর্শন ও উপাসনা সম্ভব হয় না। এজন্য দেহবানের পক্ষে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা এত ক্লেশকর। অতি কঠোর ও দুঃখকর সাধনা দ্বারা প্রথমে দেহাভিমান দূর করিয়া, "অশরীরী" হইতে পারিলে, তবে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সম্ভব হয়; 'অব্যক্তে নিষ্ঠা' সম্ভব হয়। উপনিষদে আছে,—

"অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি।"

(ছান্দোগ্য উপঃ ৮।১২।১)।

শরীর অভিমান, বা শরীরে আত্ম-অধ্যাসই আমাদের বন্ধন-কারণ। এই অভিমান অবিদ্যা বা অজ্ঞান-প্রসূত। অহন্তা ও মমতারূপ যে আসক্তি, তাহাই এই অজ্ঞান। আর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা—"অহম্ ইতি মম ইতি সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্।" (চণ্ডী ১৩।১৭)। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—অবিদ্যার পঞ্চ পর্ব্ব, যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। মূল অবিদ্যা হইতে প্রথম দেহাভিমান বা 'অস্মিতা'র উৎপত্তি। আর অস্মিতা হইতে রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণভয়) উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যা হেতু আমরা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। আত্মা 'জ্ঞ'—শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধস্বভাব। তিনি

নির্ব্বিকার, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—দ্রষ্টা মাত্র। তিনি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন। অবিদ্যা বা প্রকৃতির সংসর্গে আত্মা বদ্ধ হইয়া ভোক্তা ও কর্ত্তা-রূপে প্রতিভাত হন। এই আত্মা সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন (গীতা ২।২৪)। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মাই আপনাকে কর্ত্তা মনে করে (গীতা ৩।২৭)। জীব আপনাকে "দেহী" মনে করিয়া, দেহের অবস্থান্তর মৃত্যু, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে আপনার অবস্থান্তর, সুখ-দুঃখ অধ্যাস করে। এই অজ্ঞানজ তমঃ দূর হইলে, তবে 'আদিত্যে'র প্রকাশের ন্যায় জ্ঞান আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয় (গীতা ৫।২৬)। সেই জ্ঞান প্রকাশ হইলে তবে 'আপনাতে' ও সর্ব্বভূতে পরমাত্মার দর্শন হয় (গীতা ৪।৩৫)। তখন সর্ব্বভূতাশয়স্থিত পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তখন অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সম্ভব হয়।

দেহাভিমান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জীব আপনাকে দেহে বদ্ধ, দেশ-কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন মনে করে। তখন ভেদজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। সেই অবিদ্যাজনিত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে দেহী ক্ষর পুরুষ কর্ত্তা ও নিজকৃত পাপপুণ্য-কর্ম্মফল-ভোক্তা। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর না হইলে—দেহাভিমান দূর না হইলে, আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, মহানাত্মা, অব্যক্ত সকলের অতীত পুরুষরূপে সম্পূর্ণ জানিতে না পারিলে মোহ দূর হয় না; আপনাকে অকর্ত্তা, অভোক্তা, পাপপুণ্যের অতীত, শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, সর্ব্বভূতান্তর্ভূত আত্মারূপে ধারণা হয় না। অক্ষরের উপাসনাও ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না।

এই অবিদ্যা—এই দারুণ দেহাভিমান দূর করিবার জন্য যে বিরাট্, যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তাহা আমরা ধারণা করিতেও পারি না; কত জন্ম ধরিয়া যে সে সাধনার প্রয়োজন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যে জ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞান দূর হয়, কত জন্মের সাধনা দ্বারা সে জ্ঞানের পরিপাক হইয়া মুক্তি হয়, তাহাও বলা যায় না। ভক্তিমার্গ, কর্ম্মমার্গ,

ধ্যানমার্গ, কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গ—যে মার্গই সাধক অবলম্বন করুক, জ্ঞান তাহার চরম উদ্দেশ্য। (গীতা ৪।৩৩; ৭।১, ২১; ১০।১১ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানের পরিপাক না হইলে মুক্তি হয় না। পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানীরও কত জন্ম ধরিয়া সাধনা করিতে হয়, তাহা কে বলিতে পারে? ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

অতএব এই অব্যক্ত (গীতা ৭।১৯) অক্ষর উপাসনার উপযোগী হইবার জন্য দেহাভিমানিগণের যে সাধনা, তাহা কত কঠোর, কত দুষ্কর, কিরূপ বিরাট্, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। স্মৃতি বলিয়াছেন—শাণিত ক্ষুরাগ্রধারার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম পথে এই অব্যক্ত অক্ষরে গতি করিতে হয়। এজন্য ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন, দেহবানেরা অতি কষ্টে এই অব্যক্ত গতি লাভ করে।

শ্রদ্ধেয় ৺ চন্দ্রনাথ বসুর "হিন্দুত্ব" পুস্তকে এই বিরাট্ সাধনার তত্ত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা উপলক্ষে পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

"যখন জ্ঞানের এইরূপ বিরাট্ বিস্তৃতি হয়, তখন ব্রহ্ম, জগৎ, আমি—সব একাকার হইয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের ও ভাণ্ডের একই তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। তখনই 'সোঽহং' জ্ঞান হয়।

* * * *

"আত্মাভিমান বা অহঙ্কার লোপ করিয়া, 'সোঽহং' ভাব ধারণা করিয়া ব্রহ্মে লীন হইবার আশায় হিন্দুর সাধনা। সুধু 'সোঽহং' জ্ঞান হইলেই হইল না,—এই জ্ঞানের ফলে যতক্ষণ মুক্তি বা নির্ব্বাণ না হয়, ব্রহ্মে লয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সিদ্ধির জন্য বড় বিরাট্ সাধনার

আবশুক। * * * এই সিদ্ধি লাভ করিলে 'আমি' আর থাকি না। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে, এই অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে অতি সামান্ত বালুকণা সদৃশ—সামান্ত কীটাণুতুল্য যে আমি বিষয়মোহে জড়াইয়া রহিয়াছি, জীবনের চিরসহচর ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত হইয়া আমি সামান্ত রূপরসাদি বিষয়ের আকর্ষণে মোহিত হইয়া আছি—সে 'আমি' আর থাকি না। সেই 'আমি'—মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, রূপ-রসাদি উড়াইয়া দিয়া, ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্ত করিয়া—বাসনাবীজ ধ্বংস করিয়া কীটাণুর ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া—অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া, তাহার শক্তি ধরিয়া বলি—'তিনিই আমি'। আমা হইতে সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় অবস্থিত—আমি নিত্য, অক্ষর, পরমাত্মাই আমার আশ্রয়—আমি অক্ষর অব্যয় ব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম, প্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব।"

"কি বিষম পরিণতি! এ পরিণতি যেমন বিরাট্, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্যবধান যেমন বিরাট্,—সেই ব্যবধান বিনষ্ট করিবার জন্য সাধনাও সেইরূপ বিরাট্ * * *। এই অনন্ত ব্যাপ্ত, অনন্তকালস্থায়ী পুরুষ আমি এই অজ্ঞান বা প্রকৃতির বন্ধনে পড়িয়া ক্ষুদ্র কীটাণু হইয়া গিয়াছি। ক্রমে প্রকৃতির অনুগ্রহে ক্রমোন্নতি-নিয়মে—জাত্যন্তর-পরিণামে সেই কীটাণু হইতে কত লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া এই মানব-জন্ম পাইয়াছি ও ক্রমে এই সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে পুরুষকার লাভ করিয়া আমার সাধনা করিবার অবসর হইয়াছে, এখন আমার ক্ষুদ্রত্ব ঘুচাইয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে করিতে, প্রকৃতির বন্ধন ক্রমে শ্লথ করিতে করিতে আবার অনন্ত ব্যাপ্ত হইতে হইবে। ইহার জন্য যে বিরাট্ সাধনার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—

"সে বিরাট্ সাধনায় কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। হয়ত কাহারও অদৃষ্টে সৃষ্টিতে আরম্ভ

হইয়া সংহারেও সে সাধনা শেষ হয় না। * * * এ জীবনের কত পূর্ব্বে সে সাধনার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ জীবনের কত পরে সে সাধনা শেষ হইবে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। অনন্ত জন্মের কথা ধর, অনন্ত কালের কথা ধর, অনন্ত পথের কথা ভাব। এ পথের পথিক হইতে হইলে আগাগোড়া এই পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই পথের ভাবনায় ভোর হইয়া, এই পথের কথা সার করিয়া পথ চলিতে হইবে। * * * আগাগোড়া এই বিরাট্ পথের বিরাট্ উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে।......জীবনের প্রত্যেক কাজে এই বিরাট্ পথের বিরাট্ উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। এত করিলে যদি এই বিরাট্ পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়া যায়।”

* * * *

চন্দ্রবাবু আরও বলিয়াছেন,—“জড়ত্ব ও ব্রহ্মত্বের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা একরকম অসীম বলিলেই হয়। সেই অসীম ব্যবধান বিনাশ করিতে যে সময়ের আবশ্যক, তাহাও একরকম অসীম। যে সংযম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক, তাহাও একরকম অসীম।......সে সাধনা কত কষ্টকর, কত কঠিন, কত কঠোর হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে?”

যাহা হউক, গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ সাধনার মার্গ বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অব্যক্ত নিষ্ঠায় জ্ঞান-সাধনার পথই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কঠোর ও দুঃখপ্রদ; ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। গীতায় এই অব্যক্ত অক্ষরোপাসনা-প্রণালী কোথাও স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। উপনিষদে ইহা যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। গীতায় তাহা বিবৃত হয় নাই। তবে তাহার ইঙ্গিত আছে। অষ্টম অধ্যায়ে গতিতত্ত্ব উপদেশপ্রসঙ্গে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই অক্ষর অব্যক্ত গতি লাভ করিতে হইলে, আজীবন সর্ব্বকালে

সর্ব্বদা সেই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করিতে হইবে। তবে মৃত্যু-কালে সেই পরম অক্ষর অব্যক্ত ভাব স্মরণ হইবে ও মৃত্যুর পর সেই ভাব লাভ হইবে। মৃত্যুকালে এই পরম ভাব কিরূপে স্মরণ-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

(গীতা, ৮।১২-১৩)

অতএব অক্ষর অব্যক্ত গতিলাভ জন্য এইরূপে মৃত্যুকালে সেই পরমভাব অনুসরণ করিতে হইলে, আজীবন এই ভাবেই অক্ষরের উপাসনা করিতে হয়। সুতরাং অব্যক্ত অক্ষর উপাসনার প্রণালী এই।—

সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও মন হৃদয়ে নিরোধপূর্ব্বক প্রাণকে মূর্দ্ধাদেশে স্থাপন পূর্ব্বক সমাধিযোগে ওঁকাররূপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিয়া তদ্বাচ্য ব্রহ্মকে বা পরমাত্মাকে অনুধ্যান করিতে হয়।

যাহা হউক, এই কঠোর ক্লেশকর বিরাট্ সাধনার প্রণালী বা বিবরণ এ স্থলে আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। "অব্যক্ত অক্ষর পরমব্রহ্ম" উপাসনা করিবার উদ্দেশ্য যে, আপনাকে সেই অব্যক্ত অক্ষরে লয় করিতে হইবে। যাঁহাকে উপাসনা করা যায়, পরিণামে তাঁহার সারূপ্যলাভ হয়—তাঁহাতে লীন হওয়া যায়। অব্যক্ত অক্ষরে লীন হইতে হইলে "নির্ব্বিকল্প সমাধি" তাহার প্রধান সোপান, তাহা দেখিয়াছি। তাহাও এ স্থলে আর বর্ণনীয় নহে। আমরা এ স্থলে কেবল এই "অব্যক্ত গতি" কত কঠোর, ক্লেশকর ও দুঃখপ্রদ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে সাধনা দ্বারা সেই অব্যক্ত গতি লাভ হয়, তাহা এ স্থলে আর বুঝিবার

প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব-শ্লোকেও এই সাধনা-পথের ইঙ্গিত আছে, তাহা দেখিয়াছি। ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শন বা ব্রহ্ম-দর্শন করিতে শিক্ষা করিয়া, রাগদ্বেষ জয় করিয়া, সর্ব্বভূতহিতব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি করিয়া এই পথে প্রবেশ করিতে হয়। সাধনার পরিপাকে জ্ঞানের যে অবস্থা হইলে, ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হইতে পারে, তাহা গীতায় পরে ১৩।৭-১২ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে চতুর্ব্বর্গ সাধনসম্পত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানার্জন-পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যত কাল সাধন দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ না হয়, তত দিন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না। সাধনা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করা যে কত কঠোর, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইলে—এই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, উপযুক্ত অধিকারী হইতে হইবে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্রের "অতঃ" এই শব্দের ভাষ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী কে, তাহা বুঝাইয়াছেন। অধিকারীর সেই চতুর্ব্বর্গ-সাধনের কথা বলিয়াছেন। তাহা এই—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (২) ইহামুত্র ফলভোগবৈরাগ্য,—অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে সকলপ্রকার সুখ-ভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ, (৩) মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তির প্রবল ইচ্ছা, এবং (৪) শম-দম-তিতিক্ষাদি ষট্‌সম্পত্তিলাভ। এই ষট্‌সম্পত্তিযুক্ত ব্যক্তি দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন, নির্ম্মল-চরিত্রযুক্ত। তাঁহারা ইহ-লোকে দেবতা-স্বরূপ। তাঁহাদের কাম-ক্রোধ বশীভূত; তাঁহারা অহিংসা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি গুণে ভূষিত, সর্ব্বভূতহিতে রত, সুহৃদ্ ও শত্রুতে সমজ্ঞানী, সর্ব্বত্র সমদর্শী, নিষ্কাম, বিরাগী সন্ন্যাসী। তাঁহারা ইহলোকে দেবতা-স্বরূপ। তাঁহারাই কেবল এই সাধনপথে যাইবার উপযুক্ত। তাঁহারাই শমদমাদি যোগাঙ্গসাধনসিদ্ধ বলিয়া সমাধিতে পরমাত্মদর্শন করিবার

উপযুক্ত। তাঁহারাই নিরোধের অবস্থায় এবং ব্যুত্থানের অবস্থায় সর্ব্বকালে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী হন। অনধিকারী আমাদের সে বিরাট্ সাধনার বিবরণ জানিবার প্রয়োজন নাই।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

কিন্তু যেই সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পিয়া
আমা-পরায়ণ হয়ে, অনন্যযোগেতে
আমাকে করিয়া ধ্যান করে উপাসনা, ৬

৬। আমাতে—ঈশ্বরে (শঙ্কর, স্বামী)। বাসুদেবে (মধু, বলদেব, কেশব)। আমার নিমিত্ত (বল্লভ)।

সর্ব্বকর্ম্ম—লৌকিক দেহযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ দেহধারণার্থ অশনাদি কর্ম্ম এবং বৈদিক যজ্ঞদান-হোমাদি সমুদায় কর্ম্ম (রামানুজ, কেশব)। (পূর্ব্বে ৬।২৭ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ অর্থে ভক্তির বিরোধী মনে করিয়া কর্ম্মত্যাগ নহে (বলদেব)।

আমাতে অর্পিয়া—ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রসাদ একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া সম্যক্ প্রকারে আমাকে অর্পণ করিয়া (কেশব)। আমাকে প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া (বিশ্বনাথ)। ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ অর্থ ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ। স্বীয় বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য বোধে নিষ্কাম ভাবে আচরণ পূর্ব্বক তাহার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, স্বধর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। ইহার আর এক অর্থ এই যে, কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্মাচরণ ব্যতীত অন্য কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক।

আমা-পরায়ণ—আমি ভগবান্ বাসুদেব যাহার পরম অর্থাৎ প্রীতির বিষয় (মধু)। মদেকপ্রাপ্য (রামানুজ, কেশব)।

অনন্যযোগেতে—অন্য আলম্বন ত্যাগ করিয়া কেবল বিশ্বরূপ আমাতে আপনাকে সমাধিতে যুক্ত করিয়া (শঙ্কর)। অনন্যপ্রয়োজন-রূপ যোগে (রামানুজ)। একান্ত ভক্তিযোগে (স্বামী, বল্লভ)। শ্রবণাদি লক্ষণযোগে (বলদেব)। আমা ব্যতীত অন্য ভজনীয় বা প্রাপ্য আর কিছু নাই, এই ধারণার ভক্তিযোগে (কেশব) জ্ঞান কর্ম্ম তপঃ-প্রভৃতি রহিত ভক্তিযোগে (বিশ্বনাথ)।

ধ্যান, উপাসনা—ধ্যান, অর্চ্চন, প্রণাম, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পূর্ব্বক উপাসনা করে (রামানুজ)। সমানাকার অবিচ্ছিন্ন চিন্তা-প্রবাহধারা দ্বারা ধ্যান বা চিন্তা করিয়া, সেই ধ্যেয় রূপের সমীপবর্ত্তী থাকে (মধু)। চিন্তা করে, নিশ্চল স্মৃতিরূপ চিদ্‌বৃত্তি আমাতে নিবেশ করে (কেশব)।

মধুসূদন বলেন, এ স্থলে 'আমাকে' উপাসনা অর্থে সকল সৌন্দর্য্য-নিধান, আনন্দময়, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ বিগ্রহ বাসুদেব, অথবা নরসিংহ-রাঘবাদিরূপ, অথবা যথাদর্শিত বিশ্বরূপকে।

এই শ্লোকের প্রথমে 'কিন্তু' (তু) শব্দের অর্থ কি? গিরি বলেন যে, পূর্ব্ব-শ্লোকে অক্ষর উপাসকগণই "আমাকে" পাইবে, এই কথায় তাহাদের বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে। তবে কি যাহারা সগুণোপাসক, তাহারা তাঁহাকে পাইবে না? তাহা নহে। তাহাদেরও ক্রমে আমাকে প্রাপ্তি হইবে।" রামানুজ ও স্বামী বলেন, ভগবদ্ভক্ত, ভগবানের উপাসকগণ যে 'যুক্ততম,' তাহারা যে ভগবৎপ্রসাদে অনায়াসে সিদ্ধি-লাভ করিবেন, তাহাই এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকেও বিবৃত হইয়াছে। বলদেব বলেন, তাঁহারা আত্মসাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রযত্ন না করিলেও কেবল আমাকে ভক্তিদ্বারাই অচিরে প্রাপ্ত হইবেন। কেশব বলিয়াছেন, যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে ও অল্পকালে আমাকে

প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ অক্ষরোপাসকগণ আমাকে বহু আয়াসে প্রাপ্ত হন। কিন্তু অনন্যভক্তিযোগে আমার ভক্তগণ আমাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হন। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিনা কেবল ভক্তির দ্বারা ভক্তগণের অনায়াসে মুক্তি হয়, ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে।

মধুসূদন বলেন যে, উভয় প্রকার উপাসকের ফল একই। তবে এক-রূপ উপাসনায় ক্লেশ অধিক, অন্যরূপ উপাসনায় ক্লেশ অল্প। কিন্তু তাহাদ্বারা উৎকৃষ্টত্ব বা নিকৃষ্টত্ব সিদ্ধান্ত হয় না। অল্পায়াসযুক্ত উপাসনাই যে উৎকৃষ্ট, তাহা বলা যায় না। নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য-নিবৃত্তি হয়, নির্ব্বিশেষ পরমানন্দরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক, তাঁহাদের জ্ঞান পরিপাক না হওয়ায় অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। তাঁহাদের সাধনাফলে, ঐশ্বর্য্য বিশেষ কার্য্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি হইতে পারে। সেখানে ঐশ্বর্য্যভোগের পর ঈশ্বরপ্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া অবিদ্যানিবৃত্তি পূর্ব্বক তাঁহারা কৈবল্য মুক্তি লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের ক্রম-মুক্তি হয়। শ্রুতিতে আছে—"এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষং ঈক্ষতে" (প্রশ্নোপনিষদ্ ৫।৫)। অতএব সগুণ সাধকেরা প্রথমে হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্যলোক প্রাপ্ত হন। তৎপরে হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ হৃদ্‌গুহাস্থ অদ্বিতীয় পরমাত্মার দর্শন করেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হন। মধুসূদন আরও বলেন যে, এই দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ, ঈশ্বরপ্রসাদে, ক্লেশকর বা আয়াসযুক্ত সাধনা বিনাও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল প্রাপ্ত হয়। 'তু'-শব্দদ্বারা এ সম্বন্ধে আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে।

সমন্বয় ভাষ্যে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় এই শ্লোকে 'আমি' অর্থে সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা বুঝিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, 'আপনার আত্মাতে আপনার আত্মার অতীত, সমুদয় ভূতকে আপন অন্তর্ভূত করিয়া

বিদ্যমান, সত্যজ্ঞানাদিস্বরূপে উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত অন্তর্যামীকে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের হইতে দৃষ্টির তারতম্য বিনা সত্তামাত্র ধ্যাননিরত-গণের আর অতিমাত্র ভেদ নাই। যে সকল সাধক অক্ষরোপাসনায় উপেক্ষা করিয়া লোকাতীত পুরুষবিশেষে আবির্ভূত ভগবান্ সর্ব্বান্ত-র্যামীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্চ্চনা করতঃ, আমরা শ্রেষ্ঠ উপাসক, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন; কারণ, তাঁহারা সত্তামাত্রে চিত্ত নিবিষ্ট করেন না, পরব্রহ্মে তাঁহাদের চিত্ত স্থিরতা লাভ করে না। * * * যাঁহারা অক্ষরকেই পরম প্রাপ্য মনে করেন, পরম পুরুষকে নহে, তাঁহারাও সম্যগ্দর্শী নহেন; কারণ, চিৎসত্তার সহিত তাঁহাদিগের যে বিবিধ সম্বন্ধ আছে, সেই সকল সম্বন্ধ তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু তাহা কখন সম্ভবপর নহে; এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের মিথ্যাচাররূপ বিষম ফল ফলে, বলা বাহুল্য, এ অর্থ সঙ্গত নহে। পূর্ব্ব-শ্লোকের টীকায় 'অক্ষরোপাসনা' ও পরম পুরুষের উপাসক বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

—:*:—

আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সবাকারে
ওহে পার্থ, করি আমি অচিরে উদ্ধার
মৃত্যুযুক্ত এ সংসার-সাগর হইতে ॥ ৭

৭। আমাতে আবিষ্টচিত্ত—বিশ্বরূপ আমাতে আবেশিতচিত্ত, সেই সকলের (শঙ্কর)। একপরায়ণ হইয়া আমার সেই উপাসকগণের (শঙ্কর)। ভগবদুপাসকগণের (গিরি)। যথোক্ত আমাতে আবে-

শিত অর্থাৎ একাগ্র প্রবেশিত চিত্ত যাহাদের (মধু)। আমাতে একান্ত অনুরক্তমনা ভক্তদের (বলদেব)।

অচিরে—অবিলম্বে, ক্ষিপ্র (শঙ্কর)। অচিরকালমধ্যে (রামানুজ)। ত্বরা, বিলম্ব না করিয়া, তাহাকে গরুড়স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া স্বধাম-প্রাপ্ত করাই (বলদেব)। বলদেব স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া এই অর্থ সংস্থাপন করিয়াছেন। যথা—

"গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ।" ইতি বরাহ-পুরাণ

"কর্ম্মাদি নিরপেক্ষাপি ভক্তিরভীষ্টসাধিকা।
যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥"

ইতি নারায়ণীয় উপনিষৎ।

"সর্ব্বকর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বোপধর্ম্মিকাঃ॥

ইতি পদ্মপুরাণ।

বলদেব আরও বলেন যে, ইঁহাদের গতি অর্চ্চিরাদি মার্গ-নিরপেক্ষ।

উদ্ধার করি—সমুদ্ধর্ত্তা হই। অনায়াসে ঊর্দ্ধে—শুদ্ধব্রহ্মে ধারণ করি (মধু)। বাৎসল্য কারুণ্য দয়াদিনিধি আমি মুক্তি প্রদান করি (কেশব)।

মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে—(মৃত্যুসংসারসাগরাৎ) মৃত্যুযুক্ত যে সংসার, তাহা সাগরের ন্যায় দুস্তর (শঙ্কর)। মৃত্যু—অজ্ঞান, অজ্ঞানই মরণাদি অনর্থের হেতু; সেই অবিদ্যাকার্য্যযুক্ত সংসার (গিরি)। মৃত্যুযুক্ত সংসারযুক্ত সাগর (রামানুজ)। মৃত্যুযুক্ত যে সংসার—যে মিথ্যা জ্ঞানকার্য্য প্রপঞ্চ, তাহা সাগরের ন্যায় দুস্তর (মধু)। বারংবার মরণধর্ম্মযুক্ত শরীরপ্রাপকরূপ সংসার হইতে অলৌকিক ভজনোপযোগী স্বরূপদর্শন পূর্ব্বক উদ্ধার করি (বল্লভ)।

গীতায় এই কয় শ্লোকে, দুইরূপ উপাসনা ও দুইরূপ গতির কথা উক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে এই তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া গীতোক্ত এই উপাসনা-তত্ত্বের বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। এ স্থলে যে দুই প্রকার উপাসনার কথা আছে—তাহা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা, আর পুরুষোত্তমের উপাসনা। অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা—ব্রহ্মোপাসনা প্রধানতঃ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা। তাহার ফলে অব্যক্তে গতি হয়, অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ হয়। আর পুরুষোত্তমের উপাসনার পরিণামে মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা, উপনিষদ্‌-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা। আর পুরুষোত্তমের উপাসনা গীতার উপদিষ্ট ঈশ্বরোপাসনা।

আমরা পূর্ব্বে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বলিয়াছি যে যোগীদিগকে সামান্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এক আত্মযোগী ও আর এক ঈশ্বরযোগী। যাঁহারা আত্মযোগী, তাঁহারা আত্মাতে পরমাত্মা বা ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 'মদ্ভাব' বা ঈশ্বরভাব লাভ করে। আত্মযোগীরা নিরপেক্ষ সাধক, অর্থাৎ তাহারা সিদ্ধির জন্য নিজ সাধনার উপর নির্ভর করে, কাহারও অপেক্ষা করে না। তাহারা পরমেশ্বরের কৃপার উপরও নির্ভর করে না। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, যদিও তাহারা সাধনাবলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে সাধনা বড় কঠোর ও দুঃখলভ্য। আর যাহারা ঈশ্বরযোগী অর্থাৎ ঈশ্বরকে অনন্য-ভক্তিযোগে উপাসনা করে, ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা হন। অর্থাৎ তাহারা ভগবানের অনুকম্পা বা কৃপা (grace) প্রাপ্ত হন। ভগবান্‌ অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহাদিগকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন, অর্থাৎ তাহাদের আর জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পূর্ণ সংসারে গমনাগমন করিতে হয় না। এই অনুকম্পা হেতু ঈশ্বরযোগীদিগের

সাধন-পথ সুগম হয়। এই অনুকম্পা তত্ত্ব পূর্ব্বে ১০ম অধ্যায়ে ১০।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসক সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ করেন। ভগবান্ এ স্থলে বলেন নাই যে, তাঁহারা তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন। এ কথা এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অনন্য ভক্তিযোগে সাধনা করিলে, বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়, এবং দিব্য দৃষ্টি লাভ হইলে, পরমেশ্বরের বিরাট্ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া তাহাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করিতে পারা যায়। ইহাই ভক্তিযোগের পরাকাষ্ঠা বা পরম গতি। অতএব ভক্তিযোগের পরিপাকে যে কেবল ভগবানের অনুকম্পায় সংসার-সাগর হইতে পার হওয়া যায়, তাহা নহে। পরাভক্তি লাভ হইলে, পরমেশ্বরে তত্ত্বতঃ প্রবেশ লাভ হয়। সুতরাং এক অর্থে অক্ষর অব্যক্ত উপাসকগণের পরম গতি ও পরাভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসকগণের পরম গতি একই।

অনন্য ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা-প্রণালী গীতায় বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা গীতায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা উপনিষদ হইতে পাওয়া যায়। এ স্থলে তাহা আরও বিশদ ভাবে বলিলে পুনরুক্তি দোষ হইবে না।

উপনিষদ্ অনুসারে নির্গুণব্রহ্ম "তৎ" পদমাত্রবাচ্য। ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রমতে এই 'তৎ' অপৌরুষেয় (impersonal absolute)। ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইলেও, একেবারে অজ্ঞেয় নহেন। আমার সহিত এবং জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে সোপাধিকরূপে এবং তাহা হইতে নিরুপাধিক-রূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। আমার এবং জগতের সম্বন্ধে ব্রহ্ম absolute being

(substancc অথবা essence) অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ "সৎ"-রূপে, এবং absolute reason (thought অথবা absolute Idea) রূপে অর্থাৎ 'চিৎ' বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও ধ্যেয় হন। সেই 'সৎ' 'চিৎ'-স্বরূপ অনন্ত, অপ্রমেয়, অপরিচ্ছিন্ন। এজন্য তাহা আমাদের সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে প্রমেয় বা পূর্ণ-ভাবে জ্ঞেয় বা ধ্যেয় নহেন। আর সে ভাবে আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে একান্তভাবে চিন্তার বিষয় বা 'জ্ঞেয়'-রূপে নিয়ত অনন্যভাবে আপনার বিষয়ীভূত করিতে পারে না। এজন্য তিনি উপযুক্তরূপে উপাস্য হইতে পারেন না। কেবল নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় প্রত্যগাত্মা-(absolute self) রূপে তিনি আমাদের অন্তরে "একাত্মপ্রত্যয়সার" অবস্থায় অনুভবের যোগ্য হন। সে অবস্থায় পরম জ্ঞাতা পরমাত্মা (অর্থাৎ absolute self) রূপে তিনি অনুভূত হন। ইহাও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপের অনুভব মাত্র।

এইরূপ অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে যে ব্রহ্মের জ্ঞান, ধ্যান ও উপাসনা, তাহাও সোপাধিকব্রহ্মের উপাসনা। নিরুপাধিক সর্ব্বাতীত, আমাদের জ্ঞানে ধারণার অতীত—পরমাত্মস্বরূপেরও অতীত। তিনি transcendent absolute। তিনি প্রপঞ্চাতীত অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক। সবিশেষভাবে তিনি 'সৎ' (transcendent being) হইতে পারেন, প্রকট বা অপ্রকট জ্ঞানাদি শক্তিযুক্ত (conscious অথবা unconscious idea) হইতে পারেন ; কিন্তু জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্ম 'চিৎ' বা 'সৎ'-রূপেও জ্ঞেয় হইতে পারেন না। জগতের সম্বন্ধেই ব্রহ্ম জগৎ-কারণ, জগতের নিয়ন্তা, শাস্তা, পাতা, মঙ্গলালয় অন্তর্যামিভাবে তিনি সৎ-চিৎ আনন্দঘন। এ জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে অথবা সগুণ ভাবেই তিনি জগৎকারণ (cause and reason of the universe)—তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। এই সগুণ ভাবেই তিনি বিশ্বজগতের পরমেশ্বর।

এই সগুণ ভাবেই তিনি জ্ঞেয়, ধ্যেয় ও উপাস্য হন। এই সবিশেষ ভাব হইতে নির্ব্বিশেষভাব অনুমেয় হইলেও, তাঁহার নির্ব্বিশেষ ভাব অজ্ঞেয়, এজন্য তাহা ধ্যেয় বা উপাস্য হইতে পারে না। এই সবিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

উপনিষদের এই সগুণব্রহ্মোপাসনা প্রকৃতপক্ষে নিত্য 'ব্যক্ত' পুরুষরূপে (personal god রূপে,) পরমেশ্বরের উপাসনা নহে। সূর্য্যে, চন্দ্রে, চক্ষুতে ইত্যাদি বিভিন্নস্থানে অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে অর্থাৎ আধিদৈব পুরুষরূপে, এবং প্রত্যেক জীবমধ্যে তাঁহাকে অধ্যাত্মরূপে বা পরমাত্মরূপে উপাসনা করিবার বিধি উপনিষদে উক্ত হইয়াছে সত্য, এবং এই সকল প্রকার উপাসনা যে ব্রহ্মেরই উপাসনা, তাহা বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই 'প্রতীক' উপাসনা ঠিক ব্যক্ত, পুরুষরূপী (personal god) ঈশ্বরের উপাসনা নহে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, উপনিষদে পরমার্থতঃ নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম impeasonal। কিন্তু উপাসনার জন্য উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছেন। সগুণ ব্রহ্মই অধিপুরুষরূপে উপাস্য হন। অধিদৈব পুরুষরূপে তাঁহার ধারণা অপৌরুষেয় নহে সত্য, কিন্তু সে পুরুষরূপ সগুণব্রহ্মের প্রতীকমাত্র। অধিপুরুষরূপে সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনা করিবার উপদেশ বেদান্ত-দর্শনে পাওয়া যায়। উপনিষদে ব্রহ্মের এই অধিদৈব পুরুষরূপ তাঁহার প্রতীক মাত্র। উপনিষদ অনুসারে ব্রহ্ম পুরুষোত্তম নহেন। উপনিষদের উপাসনাও ভক্তিযোগে উপাসনা নহে। উপনিষদ বলিয়াছেন 'শান্ত উপাসীত'। এই শান্তভাবে ব্রহ্মোপাসনা প্রকৃত ভক্তিযোগে উপাসনা নহে।

এক্ষণে আমরা গীতোক্ত ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। উপনিষদের উপাসনা ধ্যান বা একাগ্র চিন্তাপ্রবাহ মাত্র। তাহাতে

ভক্তির কথা নাই। কোন বিশেষ "ভাবের" সহিত উপাস্যকে চিন্তা করিবার কথা নাই। গীতায় ভগবান্‌ অনন্যভক্তির সহিত "তাঁহাকে" উপাসনার কথা বলিয়াছেন। এই "তাঁহাকে" অর্থে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরকে (personal Godকে)। এই "তাঁহাকে" বা ভগবান্‌কে—শব্দের অর্থ গীতায় ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবান্‌ অর্জ্জুনের নিকট ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা এ স্থলে বুঝিতে হইবে। গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিলেন,— "কেন আমাকে ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?" (৩।১) ভগবান্‌ বলিলেন,—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

এ স্থলে ভগবান্‌ অর্জ্জুনের নিকট তাঁহার সখা, সারথি ও উপদেষ্টা মাত্র। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্‌ কর্ম্মযোগতত্ত্ব পূর্ব্বে দেব বিবস্বানকে বলিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে বহুবার তিনি ধর্ম্মরক্ষা ও অধর্ম্ম-নিবারণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই মতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, তাঁহার জন্মকর্ম্ম দিব্য, এবং তাঁহাকে যে যেরূপে প্রপন্ন হয়, তাহাকে সেইরূপে তিনি ভজনা করেন। তিনি চতুর্ব্বর্ণের স্রষ্টা, ইহাও বলিয়াছিলেন। ইহাতেও অর্জ্জুন ভগবানের ঈশ্বরত্ব বা তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে (৩৫ শ্লোকে) ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জ্ঞান হইলে জ্ঞানী সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে এবং সমুদয় তাঁহার মধ্যে দেখিতে পায়। এ স্থলে ভগবান্‌, আপনাকে সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পরে পঞ্চম অধ্যায়ে যে ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ (৫।১০), যাহাতে ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মে স্থিতির কথা (৫।১৯) বলিয়াছেন,—ব্রহ্মে যোগযুক্তাত্মার (৫।২১) কথা বলিয়াছেন, ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা (৫।২৪-২৬) বলিয়াছেন,

সেখানে ভগবান্‌ই যে ব্রহ্ম, তাহার পরিচয় দেন নাই। কেবল ইঙ্গিতে ভগবান্‌ এইমাত্র বলিয়াছেন যে, তিনিই যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, তিনিই সর্ব্বলোকমহেশ্বর, এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ, এবং তাঁহাকে জানিলে শান্তিলাভ হয়। গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের কথা আছে, ধ্যানযোগী ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত, আত্মসংস্থ যোগী যে নির্ব্বাণরূপ শান্তিলাভ করেন, ব্রহ্মভূত হন, ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অনন্ত সুখভোগ করেন, তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূত, এবং সর্ব্বভূতে আত্মা দর্শন করেন, ভগবান্‌ এই কথা বলিয়াছেন। এবং "যে যোগী আমাকে সর্ব্বত্র, এবং সমুদায় আমাতে দর্শন করেন" ইহার দ্বারা তিনিই যে পরমাত্মা, তাহা ভগবান্‌ ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং শেষে সর্ব্বপ্রকার যোগীর মধ্যে তাঁহাতে যে যোগযুক্ত, সেই শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিয়া দিয়া, আপনার পরমাত্মস্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন। এই 'আমির' অর্থ পূর্ব্বে ৯ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বলা হইয়াছে। তাহার পর তিনি বাসুদেব, তিনিই সমুদায় (সর্ব্ব) এই বলিয়া তাঁহার জগৎরূপ (Immanence) বুঝাইয়াছেন (৭।১৯) এবং তিনি জগদতীত (Transcendent) বলিয়াও তাঁহার স্বরূপ বুঝাইয়াছেন (৯।৪,৫) এবং ক্রমে এই তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছেন। এইরূপে সপ্তম অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবান্‌ নিজের "সমগ্র তত্ত্ব" বিবৃত করিয়াছেন। এই কয় অধ্যায়েই গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে।

এইরূপে গীতায় পরমেশ্বর যে পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ, তিনিই যে সর্ব্বলোকমহেশ্বর, তাহা বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই পুরুষোত্তমের (Personal God এর) উপাসনার বিভিন্ন প্রণালী, বিশেষতঃ অনন্যভক্তিদ্বারা তাঁহার উপাসনাতত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে। এই পুরুষোত্তম যে জগতে ও জীবে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, সকলের নিয়ন্তা ও সর্ব্বকারণ (Immanent Personal God), আবার সেই পরম পুরুষই যে জীব ও জগতের অতীত, সর্ব্বাধার, সর্ব্বাতীত (Transcendent), তাহা উল্লেখ

করা হইয়াছে। জগতে বিশ্বরূপে তিনি ব্যক্তমূর্ত্তি, আর জগৎকারণরূপে তিনি অব্যক্তমূর্ত্তি। আর জগতের বা প্রপঞ্চের অতীতরূপে তিনি অব্যক্তেরও অব্যক্ত সনাতন (৮।২০)। তাহাই তাঁহার পরম রূপ, তাঁহার পরম ধাম:—তাহা 'অক্ষর অব্যক্ত' (৮।২১)। অতএব এই পরম পুরুষই বেদান্তের পরম ব্রহ্ম। উপনিষদে যিনি পরম 'ব্রহ্ম'—গীতায় তিনি পুরুষোত্তম। অথবা উপনিষদের যাহা সগুণ ব্রহ্ম, তাহাই কেবল গীতার পুরুষোত্তম। কেন না, নির্গুণ ব্রহ্ম (Impersonal) অনির্দ্দেশ্য, "তৎ," আর সগুণ ব্রহ্ম (Personal) পুরুষ—"সঃ"। যিনি পরম পুরুষরূপে জগতের বীজপ্রদ পিতা—তিনিই জগদ্‌বীজরূপে হিরণ্য-গর্ভ পুরুষ। তিনিই বিশ্বরূপে বিরাট্‌ পুরুষ। তিনিই জগতের মধ্যে বস্তু বা সত্ত্বাবিশেষে তাঁহার কল্পনার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত; তাঁহার 'নামরূপ' (Name and Form) কল্পনার বিশেষভাবে তাহার প্রকৃষ্টতম আদর্শ-রূপে প্রকাশ—বিভূতিরূপ। তিনিই দেবতাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আধি-দৈব পুরুষরূপ। তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্যামী অক্ষর পুরুষরূপ। আবার তিনিই জগতের ধর্ম্মসংস্থাপনাদি প্রয়োজন সাধন জন্য অবতীর্ণ পুরুষরূপ। মানুষী তনু আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার বিশেষ আবি-র্ভাব। সেই পরম পুরুষেরই সর্ব্বত্র আধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত রূপ, উপনিষদে যাহা সগুণ ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ, তাহাই গীতা অনুসারে পরম পুরুষের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ, ব্যক্ত অব্যক্ত রূপ। অতএব উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মের "প্রতীকাদি" উপাসনা যে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই গীতায় পুরুষোত্তমের উপাসনা জন্য গৃহীত হইতে পারে। উপনিষদে যাহা পুরুষরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, গীতায় তাহা পুরুষোত্তমরূপে ব্রহ্মের উপাসনা। উপনিষদের অন্যপ্রকারে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা যে ঠিক পরম পুরুষরূপ ঈশ্বরের উপাসনা নহে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্ম "সঃ" বা পুংলিঙ্গবাচক হইলেও, তাহাতে সর্ব্বত্র পুরুষ (বা Personal God)

এর ভাব ঠিক আসে না। কেবল পরমাত্মরূপে ও অধিদৈবাদিপুরুষরূপে সে ভাবের আংশিক আভাসমাত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু গীতায় সর্ব্বত্র এই পরমেশ্বরের পুরুষভাব (Personality) পরিস্ফুট হইয়াছে। অতএব সাধারণ ভাবে বলিতে পারা যায় যে, উপনিষদে সোপাধিক অপৌরুষেয় ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। আর গীতায় পুরুষোত্তম ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারিত হইয়াছে। গীতা অনুসারে 'অব্যক্ত' অক্ষরের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা হইলেও, তাহাও প্রপঞ্চাতীত পুরুষোত্তমের উপাসনা ; কেননা, অক্ষর উপাসকগণ পরিণামে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিলেও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত অক্ষর-উপাসনার চরম ফল যে পুরুষোত্তমে গতি, তাহা পূর্ব্ব-শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। গীতার ৮।২১,২২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। অক্ষর পরম ব্রহ্ম সেই পরম পুরুষেরই পরম ধাম ; এবং তিনিই সেই পরম পুরুষ।

অর্জ্জুন ভগবান্‌কে স্তুতি করিতে করিতে বলিয়াছেন—

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।" (গীতা ১১।১৮)

অতএব অক্ষর অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম ভগবানেরই পরম স্বরূপ। এইরূপে ভগবান্, পুরুষোত্তম যে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ই—ইহারও আভাস দিয়াছেন।

গীতায় এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব, বা পরমেশ্বরকে পরম পুরুষ (Personal God) রূপে ধারণা হইতে ভক্তিমার্গে তাঁহার উপাসনা সম্ভব ও সহজ হইয়াছে। এ জন্য গীতোক্ত পরম পুরুষের উপাসনা-প্রণালী, এবং উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী কিছু ভিন্ন। গীতোক্ত পরম পুরুষের উপাসনা প্রধানতঃ ভক্তিমার্গে বিহিত, আর উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী জ্ঞানমার্গে ও ধ্যানমার্গে বিহিত। ভক্তিমার্গে সাধনা প্রবর্ত্তিত করাই গীতার বিশেষত্ব। উপনিষদে কোথাও ভক্তিমার্গে সাধনা-প্রণালী স্পষ্ট

উল্লিখিত হয় নাই। ভক্তিমার্গে সাধনাফল যে জ্ঞান, তাহার সন্দেহ নাই। জ্ঞানেই ভক্তির চরম পরিপাক হয়। গীতায় (৭।২৮-৩০) উক্ত হইয়াছে যে, অনন্যভক্তি পূর্ব্বক যে সাধনা করে, সেই তাঁহার 'সমগ্র' তত্ত্ব জানিতে পারে। অনন্যভক্তিযোগে সাধনার ফলে সাধক ভগবদনুগ্রহে বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই এক অধ্যবসায় সহকারে সাধনাফলে, সাধকের অন্তরে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় (৯।১০,১১)। বিনা ভক্তিযোগে উপনিষদুক্ত জ্ঞানমার্গে ও কর্ম্মমার্গে এবং ধ্যানমার্গে সাধনা ও ব্রহ্মোপাসনা বড় কঠিন, বড় কষ্টসাধ্য, বড় ক্লেশকর। ভক্তিযোগে সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুসাধ্য। তাহাতে সাধনার সেই একরূপ অনন্ত বিরাট্ পথ কিছু সুগম ও সরল হয়; কেবল শুষ্কজ্ঞান ও ধ্যান-সাধনায় যে কষ্ট ও দুঃখ, সরস মর্ম্মস্পর্শী ভক্তিতে সাধনায় সে দুঃখ-কষ্টের অনেক লাঘব হয়; সাধনাপথ সুখময় হয়। ভগবান্ই অনুকম্পা পূর্ব্বক ভক্তের অজ্ঞান দূর করিয়া জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভক্তিমার্গে ভগবৎকৃপা লাভ হেতু বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান সহজেই লাভ হয়। এজন্য গীতায় অনন্যভক্তিযোগে পুরুষোত্তমের উপাসকদিগকে "শ্রেষ্ঠ" যোগবিত্তম বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই অনন্যযোগে ভগবানের উপাসকদের সাধনাপথ সহজ ও সুগম হইলেও, সে সাধনাফলে সদ্যোমুক্তি হয় না। উভয় প্রকার সাধনাই অতি কঠিন, কঠোর, বিরাট্, বহু জন্মব্যাপী। গীতা অনুসারে উভয়রূপ সাধনারই শেষফল একরূপ। উভয় সাধকেরাই পরিণামে পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম নির্গুণ ও গীতা অনুসারে পরম পুরুষের পরমধাম প্রাপ্তিমাত্র। সাধক আপনার অস্তিত্ব, আপনার বিশেষত্ব—আপনার ব্যক্তিত্ব (individuality) নির্ব্বাণ ব্রহ্মে লয় করিয়া দিউন, অথবা পরমেশ্বরে লীন করিয়া দিউন—ফল একই। সাধকের

ব্যক্তিত্ব লোপ না হইলে তাহার চরম মুক্তি হয় না। ভক্তিমার্গে উপাসকগণ প্রথমে আপনাকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া উপাস্য-উপাসকে প্রভেদ করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু বলিয়াছি ত, এই ভক্তিমার্গ যখন জ্ঞানে পরিসমাপ্তি হয়, তখন ভক্তও আপনাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে আপনাকে দর্শন করেন, সমুদায়ই অর্থাৎ 'অহং ও ইদং' এই দ্বৈত তখন সেই পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর বাসুদেবে একীভূত দেখিতে পান। যতক্ষণ এই দ্বৈতবোধ—এই ব্যক্তিত্বজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধি হয় না; সাধকের পরমগতি লাভ হয় না। এজন্য সকল শ্রেণীর সাধকের চরম গতি এক অর্থে একই। কিন্তু চরম গতি শেষে এক হইলেও, চরম মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন ভূমিতে স্থিত সাধকের গতি ভিন্ন। এ সম্বন্ধে গীতার ও উপনিষদের উপদেশমধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উপনিষদের ন্যায় গীতায় যোগীদিগের সাধারণতঃ দুইরূপ গতির কথা উক্ত হইয়াছে। এক শুক্লগতি বা দেবযানে গতি, আর এক কৃষ্ণগতি বা ধূম অথবা পিতৃযানে গতি। (গীতা ৮।২৫,২৬)। যাঁহারা কর্ম্মী বা বৈদিক ও শ্রৌত ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম দ্বারা সাধনা করেন, যাঁহারা সকাম সাধক, তাঁহাদের পিতৃযানে গতি হয়, ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। গীতা অনুসারেও যাঁহারা যোগী (কর্ম্মযোগী), তাঁহাদের এই পিতৃযানে স্বর্গে গতি হয়। কর্ম্মক্ষয়ে স্বর্গাদিভোগের পর, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়, এ লোকে কর্ম্মানুসারে 'জাতি, আয়ু ও ভোগ' লাভ হয়। যতক্ষণ কর্ম্মক্ষয় না হয়, ততকাল এইরূপে তাহারা জন্মমৃত্যুর অধীন থাকে, সংসারে গতায়াত করে। তাহারা মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগরে পড়িয়া দুঃখ-ক্লেশ পাইতে থাকে। যাঁহারা জ্ঞানী ও কর্ম্মী অথবা জ্ঞানী (সন্ন্যাসী) কিংবা নিষ্কাম কর্ম্মী, তাঁহাদের দেবযানে গতি হয়। দেবযানে গতি হইলেও, প্রথমে তাঁহাদের সংসারে পুনরাবর্ত্তন বন্ধ হয় না। তবে যোগী, নিষ্কাম-

কর্ম্মী বা জ্ঞানী এ লোকে সুকৃতিবলে শ্রেষ্ঠ জন্মই লাভ করিয়া থাকেন, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন-সংস্কার সেই জন্মে পরিস্ফুট হয় (গীতা ৬.৪০); এইরূপ বহু জন্মের জ্ঞানাদি সাধনায় জ্ঞানপরিপাক হইলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না (৭।১৯)। এইরূপে যাঁহাদের কর্ম্মক্ষয় হইয়া পূর্ণ-জ্ঞান লাভ হইয়াছে, যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মদর্শী, তাঁহাদের মৃত্যুর পর দেবযানে গতি হইলে, এ সংসারে আর তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। (৮।২৪,২৬)। তাঁহারা মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হন। ভগবানের যিনি অনন্যভক্ত, তিনিও জ্ঞানলাভ করিয়া, অজ্ঞান দূর করিয়া, কর্ম্মক্ষয় করিয়া, সত্বর এই মৃত্যু-সংসার-সাগর পার হন। তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।

এইরূপে মৃত্যুর পর যাঁহাদের আর এ সংসারে আসিতে হয় না, সংসারবন্ধন দূর হয়, তাঁহাদের হয় দেবযানে গতি হয়—এবং তাঁহারা ক্রমমুক্ত হন, না হয় ত মৃত্যুতেই ব্রহ্মে লীন হন, পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এইজন্য উপনিষদে এই শ্রেষ্ঠ সাধকদের সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। সদ্যোমুক্তি সম্বন্ধে আছে—

"যঃ অকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ।
ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি॥"
(বৃহদারণ্যক উপঃ ৪।৪।৬)।

যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনাফলে জ্ঞানপরিপাক হওয়ায়, শেষজন্মে সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই সেই জন্মে জীবন্মুক্ত হন, এবং মৃত্যুর অন্তে অক্ষর ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তখন ইঁহাদের আর ব্যক্তিত্ব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এজন্য মৃত্যুর পর তাঁহাদের কোন গতি হয় না। তাঁহারা ব্রহ্মসাগরে মিলাইয়া যান। গীতায় উক্ত হইয়াছে (৭।১৩)—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।"

অতএব ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার অনন্তভক্তকে মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন সত্য, কিন্তু যতকাল তাঁহাদের জ্ঞানের পরিপাক না হয়—যতদিন "বাসুদেব সর্ব্ব," এ জ্ঞান সিদ্ধ না হয়, তত দিন তাঁহাদের সদ্যোমুক্তির সম্ভাবনা নাই। আর সে সদ্যোমুক্তি নির্ব্বাণমুক্তি নহে। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ এই যে, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইলেও, অর্থাৎ আর এ সংসারে কর্ম্মফলে জন্ম-গ্রহণ করিতে না হইলেও, তাঁহাদের সদ্যোমুক্তি হয় না। তাঁহাদের দেব-যানে গতি হয় মাত্র; এবং তাঁহারা ক্রমমুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। গীতা অনুসারে তাঁহারা পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ব্যক্তিত্ববোধ (individuality) সম্পূর্ণ দূর না হইলে নির্ব্বাণমুক্তি হয় না; যতদিন ব্যক্তিত্ববোধ থাকে, ততদিন সাধক ভগবানের সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য এই তিন প্রকার মুক্তির কোন একরূপ মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন; যাহা হউক, যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা নির্ব্বাণমুক্তিরও প্রয়াসী নহেন। তাঁহারা আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব ঘুচাইয়া ব্রহ্মে মিশাইতে চাহেন না; ভগবানের কাছে থাকিয়া তাঁহার ভজনায় যে পরমানন্দ, তাহাই পরম পুরুষার্থ মনে করেন। কিন্তু 'মুক্তি' ভক্তের দাসী। ভক্তেরও পরিণামে পরমমুক্তি অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানী ঋষি বামদেবের ন্যায় পরমভক্ত প্রহ্লাদও তন্ময় হইয়া, উপাস্যের সহিত আপনার অভেদ দর্শন করিতে পারেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

অতএব মৃত্যুর পর প্রকৃত ভক্তিমার্গে সাধকের দেবযানে গতি হয়, এবং পরলোকে তাঁহাদের স্বর্গাদি কামনা না থাকায়, তাহার ঊর্দ্ধে মহদাদি লোকে তাঁহারা গমন করেন এবং তথায় তাঁহাদের জ্ঞানের যতই বিস্তার ও সিদ্ধি হয়, ততই তাঁহারা আরও ঊর্দ্ধে অগ্রসর হন, এবং ব্রহ্ম-লোক বা হিরণ্যগর্ভাখ্য সগুণ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক পর্য্যন্ত

গমন করেন। তথা হইতে পূর্ণজ্ঞানপরিপাকে তাঁহারা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন, অথবা এ ব্রহ্মলোকের অতীত পরমপুরুষের "অক্ষর অব্যক্ত"-রূপ পরমধামে গমন করেন এবং সেই পরম পদ লাভ করেন। যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, তাঁহাদের এইরূপ দেবযানে গতি হয়, আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাঁহারা মৃত্যু-সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন। ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন যে, তাঁহার যে ভক্ত অনন্যযোগে তাঁহাকে ধ্যান ও উপাসনা করেন তিনিই অচিরে সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হন। এই ভক্তের লক্ষণ কি? তাহা এই অধ্যায়ের পরে ১৩-১৯ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে; এবং সেই ভক্তের সাধনা কিরূপ কঠোর, তাহা ৮ম অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এরূপ ভক্ত—এরূপ সাধকই সংসারসাগর হইতে মুক্ত হন; ইহাই এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এরূপ ভক্তই দেবযানপথে ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন, নতুবা ভক্তিমার্গের অপর সাধক—যাঁহারা নিম্নাধিকারী, তাঁহারা পিতৃযানেই অথবা দেবযানে মৃত্যুর পর গতি লাভ করিয়াও সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন। জন্ম জন্ম সাধনায় ভক্তির পরিপাকে তাঁহাদের সংসারসাগর হইতে মুক্তি হয়। কত কাল কত যুগ ধরিয়া সাধনায় তাহা সম্ভব হয়, কে বলিতে পারে? সেই একরূপ অনন্তকালব্যাপী বিরাট্ সাধনায় "অচির"কাল কাহাকে বলে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? অনন্ত কালের কাছে লক্ষ বা কোটি বৎসরও "অচিরকাল।" অতএব কতদিনের সাধনাফলে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, আর কত দিনের পরে দেবযানে গতি-লাভ করিয়াও পরমপুরুষাখ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে অক্ষর ব্রহ্মে নির্ব্বাণ-মুক্তি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এ অনন্ত পথ সংক্ষেপ করিবার উপায় নাই। ভগবান্ অনুগ্রহ বা কৃপা করিয়া ভক্তের এই পথ সহজ ও সুগম করেন, সংক্ষেপ করেন না। কর্ম্ম-বন্ধন একেবারে না ঘুচিলে সে পথ সংক্ষেপ হয় না। অক্ষর-উপাসকই

হউন্, আর পুরুষোত্তমের উপাসকই হউন, এবং সাধক কর্ম্ম, ধ্যান, জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে উপাসনা করুন, যতক্ষণ তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব (individuality না ঘুচিয়া যায়, ততদিন নির্ব্বাণ-মুক্তি হয় না। অক্ষর-উপাসক নির্ব্বাণমুক্তি চাহেন, এই ব্যক্তিত্ব লোপ করিতে চাহেন, এজন্য তাঁহাদের সাধনা বড় কঠোর, কঠিন ও বিরাট্। আর পুরুষোত্তমের উপাসকগণ, আপনার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি চাহেন না; এজন্য তাঁহাদের পুরুষার্থলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম। জীবের ব্যক্তিত্ব বুঝি কখন ঘুচে না; তাই প্রকৃত নির্ব্বাণ-মুক্তির দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বিরল, একরূপ নাই বলিলেই হয়।

যাহা হউক, এই প্রকার বিচার করিয়া আমরা উপনিষদুক্ত ও গীতোক্ত উপাসনা ও গীতাতত্ত্বের তুলনা করিয়া, উভয়ের "সাধর্ম্ম্য" ও "বৈধর্ম্ম্য" বুঝিতে পারি। পরম-পুরুষবাদ গীতার বিশেষত্ব এবং অনন্য-ভক্তি পূর্ব্বক পরমপুরুষের উপাসনা, এবং সেই উপাসনাবলে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার উপদেশও গীতার বিশেষত্ব। বলিয়াছি ত, পুরুষরূপে (অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ ধারণায় পুরুষরূপে, এবং কেবল শক্তিরূপে ধারণা করিয়া নারীরূপে—এক কথায় ব্যক্তি-(Person) রূপে ঈশ্বরকে ধারণা করিতে না পারিলে, তাঁহাকে ভক্তিমার্গে উপাসনা করা যায় না। তাঁহার সহিত ভক্তি করিবার সম্বন্ধ-স্থাপন না করিলে, তাঁহাকে আমার ও জগতের পিতা, মাতা, প্রভু, সুহৃদ, স্বামী (৯।১৭।১৮ শ্লোক) ইত্যাদি কোন ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে ভক্তিমার্গে উপাসনা করা যায় না। ব্যক্তিভাবে (Person ভাবে) ধারণা না করিলে, ঈশ্বরকে ভক্তিমার্গে অথবা ভক্তির পরিপাকে প্রেমমার্গে উপাসনা করা যায় না। গীতায় পরমেশ্বরকে পুরুষোত্তম—জগতের পিতা মাতা প্রভৃতি রূপে ধারণা করিয়া, অনন্যভক্তিতে তাঁহাকে উপা-সনার মার্গ প্রথম প্রবর্ত্তিত ও বিস্তারিত হইয়াছে এবং তাহার

বিশেষ ফল বিবৃত হইয়াছে। ইহাই গীতার বিশেষত্ব। ইহা না বুঝিলে, আমরা এই অধ্যায়োক্ত ভক্তিযোগ বুঝিতে পারিব না।

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

আমাতেই মন তুমি করহ স্থাপন,
বুদ্ধি কর আমাতে নিবেশ; তবে পরে
নিঃসংশয় আমাতেই করিবে নিবাস ॥ ৮

৮। আমাতেই মন করহ স্থাপন—(আধৎস্ব) আমাতে অর্থাৎ বিশ্বরূপ ঈশ্বরে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন স্থাপন কর (শঙ্কর)। যেহেতু, ভগবানের উপাসনার এইরূপ (অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) বিশিষ্ট ফল, সেই হেতু ভগবন্নিষ্ঠালাভে প্রকৃষ্ট যত্ন কর (গিরি)। অতিশয় স্থানার্থত্ব, সুলভত্ব, অচিরলভ্যত্ব হেতু আমাকে উপাসনা করাই শ্রেয়ঃ; এজন্য আমাতে মন সমাধান কর (রামানুজ)। আমাতে মন স্থাপন কর (স্বামী)। ইতিপূর্ব্বে সগুণ ব্রহ্মোপসনার স্তুতি করিয়া ইদানীং তাহার বিধি বা উপায় উক্ত হইতেছে। আমাতে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে মন স্থাপন কর; সর্ব্ববৃত্তি যাহাতে আমাতেই স্থাপিত হয়, তাহা কর (মধু)। আমাতে মন সমাহিত কর (বলদেব)। প্রকটরূপ আমাতে মন চারিদিক্ হইতে স্থিরভাবে আকর্ষণ করিয়া স্থাপন কর (বল্লভ)।

বুদ্ধি করহ নিবেশ।—আমাতেই অধ্যবসায়করী বুদ্ধি স্থাপন কর (শঙ্কর)। আমিই পরম প্রাপ্য, এইরূপ অধ্যবসায় কর (রামানুজ)। বুদ্ধি—ব্যবসায়াত্মিকা। সেই বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট কর (স্বামী)। সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তিকে সৎ-বিষয় কর। বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা

আমাকে চিন্তা কর (মধু)। আমাতে বুদ্ধি অর্পণ কর (বলদেব)। গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।" (২।৪১)।

সেই এক ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতেই স্থাপন কর।

এর পরে।—শরীরপাত হইবার পরে (শঙ্কর)। মন ও বুদ্ধি ভগবানে স্থাপন করিবার ফল এক্ষণে উক্ত হইতেছে (গিরি)। আমিই পরম প্রাপ্য এই অধ্যবসায় পূর্ব্বক আমাতে মনোনিবেশের পরে (রামানুজ)। বুদ্ধি-প্রবেশানন্তর (বল্লভ)। এইরূপ সাধনা করিলে, আমার প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া দেহান্তের পরে (স্বামী)। জ্ঞান-লাভানন্তর দেহান্তে (মধু)। এ স্থলে স্বামী ও মধুসূদনের অর্থ—ভক্তি-সাধনার পরিপাকে জ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুর পরে—এই অর্থ গীতার ৭।২৯-৩০ ও ১০।১০-১১ শ্লোকের অনুযায়ী।

নিঃসংশয়……আমাতে নিবাস।—নিশ্চয় আমার স্বরূপ হইয়া আমাতে নিবাস করিতে—আমার সারূপ্যমুক্তি পাইবে, ইহাতে সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্নিষ্ঠের প্রতিবন্ধকাভাবে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় নাই (গিরি)। আমার আত্মস্বরূপে বাস করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। শ্রুতিতে (নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনী উপঃ ১।৭) আছে—

"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে।" (স্বামী)।

সদাত্ম বা আমার স্বরূপ হইয়া শুদ্ধ ব্রহ্ম আমাতে বাস করিবে, ইহাতে কোন প্রতিবন্ধকশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে (মধু)। কৃষ্ণাখ্য আমার সন্নিধানে বাস করিবে—ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাকে প্রাপ্ত হইবে (বলদেব)। আমার নিকটে সেবাদিযোগ্য হইয়া থাকিবে (বল্লভ)।

"আমাতে বা আমার মধ্যে বাস করিবে"—ইহার অর্থ বিভিন্ন ব্যাখ্যা-কারগণ বিভিন্নরূপে বুঝিয়াছেন। যাহা হউক, ইহার অর্থ পূর্ব্বে ৬ শ্লোক হইতেই বুঝা যায়। "সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে সন্ন্যাস করিতে হইবে;

ভগবৎপরায়ণ হইতে হইবে। অনন্তযোগে ভগবান্‌কে ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপে ভগবানে মন ও বুদ্ধি নিবেশিত হইবে এবং তাহার ফলেই পরিণামে পরমপুরুষ ভগবানের মধ্যে নিবাস লাভ হইবে। মৃত্যু-সংসার-সাগর পার হইয়া ভগবানে বাস করিবার অর্থ এই যে, তখনও দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে, সাধকের ব্যক্তিত্বলোপ হইবে না। কিন্তু ব্যক্তিত্বলোপ না হইলেও "বাসুদেব সর্ব্ব" এই জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ায় সে মহাত্মা বাসুদেবমধ্যেই বাস করিবেন। বাসুদেব ব্যতীত আর কিছু তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে না। ইহাকে সারূপ্যমুক্তি বলা যায় না। ইহা সাযুজ্য মুক্তি।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯

আর যদি ধনঞ্জয়! চিত্ত স্থিরভাবে
নাহি পার সমাহিত করিতে আমাতে
অভ্যাসযোগেতে ইচ্ছ পাইতে আমারে॥ ৯

৯। আর……আমাতে।—আমাতে স্থির বা অচলভাবে চিত্ত স্থাপন করিবার যে কথা বলিলাম, তাহাতে যদি সমর্থ না হও (শঙ্কর)। ভগবানে চিত্তসমাধান করিতে যাহারা অসমর্থ, তাহাদের সাধনার উপায়ান্তর উক্ত হইয়াছে (গিরি)। যদি সহসা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে কি করিতে হইবে, শ্রবণ কর (রামানুজ)। ভগবানে যে মন বুদ্ধি স্থির রাখিতে না পারে, তাহার পক্ষে যাহা সুগম উপায়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে (স্বামী)। আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পারিলে, যেরূপ সাধন কর্ত্তব্য, তাহা উক্ত হইতেছে (মধু)। আমাতে

চিত্ত সম্যক্ সমর্পণ করিতে যদি না পার, আমাতে অনায়াসে স্থির-ভাবে চিত্ত ধারণ করিতে বা অর্পণ করিতে যদি না পার। গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় যাহাদের মনোবৃত্তি বেগবতী, তাহাদের ভগবানে চিত্তনিরোধ বড় কঠিন। এ জন্য তাহাদের প্রতি অভ্যাসযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে (বলদেব)। আর যদি মনের চাঞ্চল্য হেতু আমাতে স্থির থাকিতে না পার (বল্লভ)।

অভ্যাস-যোগেতে—কোন একটি আলম্বনে, অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া, চিত্তের যে পুনঃ পুনঃ সংস্থাপন, তাহার নাম অভ্যাস। এই প্রকার অভ্যাসপূর্ব্বক যে যোগ বা সমাধি, তাহাই অভ্যাসযোগ। এই অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইবার ইচ্ছা বা প্রার্থনা কর (শঙ্কর)। নিরতিশয় প্রেমগর্ভ স্মৃতির নাম অভ্যাস। সেই অভ্যাসযোগের দ্বারা চিত্তের স্থিরতা বা চিত্তসমাধান লাভ করিয়া আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর (রামানুজ)। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার করিয়া আমাকে অনুস্মরণ-লক্ষণ যে অভ্যাস, সেই অভ্যাস-যোগে আমাকে পাইতে প্রযত্ন কর (স্বামী)। কোন এক প্রতিমাদি অবলম্বনে সর্ব্বদিক্ বা সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্তকে সমাহৃত করিয়া, সেই অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস। সেই অভ্যাসপূর্ব্বক যে যোগ বা সমাধি, তাহাই অভ্যাসযোগ। তাহা দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর (মধু)। প্রতিমাদি কোন এক স্থূল অবলম্বনে চিত্তের সমা-ধান, তদনন্তর অভ্যন্তরে বিশ্বরূপে চিত্তকে একাগ্র করা—এই দৈতাভি-নিবেশ অভ্যাসরূপ যোগই অভ্যাসযোগ (গিরি)। আমা হইতে অন্যত্র-গত মনকে প্রত্যাহার করিয়া শনৈঃ শনৈঃ আমাতে স্থাপন করিতে অভ্যাস করিলে, মন আমাতে স্থাপন করিলে, আমাকে পাওয়া সুলভ হইবে (বলদেব)। শ্রবণ অনুস্মরণাদি দ্বারা আমাকে নিরন্তর অনুস্মরণরূপ অভ্যাসই যোগ (বল্লভ)। নিরতিশয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-

লাবণ্য-গুণনিধি আমার দিব্যমূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ চিন্তা অথবা আমার প্রিয় দিব্য নাম-স্তোত্রাদি কীর্ত্তনাদিরূপ অভ্যাসযোগদ্বারা (কেশব)। অন্যত্র অন্যত্র গত মনকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার পূর্ব্বক আমাতে স্থাপনরূপ অভ্যাস, তাহাই যোগ (বিশ্বনাথ)।

ধনঞ্জয়—সাবধানার্থ এই সম্বোধন (বল্লভ)। যিনি বহু শত্রু জয় করিয়া ধন আহরণ করিয়াছেন, তিনি মনের শত্রুও জয় করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে (মধু)।

আমারে—বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে (শঙ্কর)। পুরুষোত্তমকে (বল্লভ)। স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক অতিশয় সৌন্দর্য্য, সৌশীল্য, সৌহার্দ্দ্য, বাৎসল্য, কারুণ্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্য-সঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বকারণ হেতু অসংখ্য-কল্যাণ-গুণ-সাগর, নিখিল জ্ঞেয় পরমেশ্বরকে (রামানুজ)। অন্তর্যামী ভগবানকে (সমন্বয় ভাষ্য)।

মনকে সংযত করিয়া যোগে স্থির করিবার উপায় পূর্ব্বে গীতায় উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥" (৬।৩৫)।

(উক্ত শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। পাতঞ্জল-দর্শনে যে চিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্য যোগের কথা আছে, সেই যোগ লাভ করিবার উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" (১।১২)। এই অভ্যাসের অর্থ পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ আছে—

"তত্র স্থিতৌ যত্নঃ অভ্যাসঃ।" (১।১৩)

"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যাসৎকার আসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" (১।১৪)

পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আছে যে, চিত্তনদী উভয় দিকে প্রবাহযুক্ত —ঊর্দ্ধস্রোত ও অধঃস্রোতোযুক্ত। চিত্তের ঊর্দ্ধ স্রোতের নাম নিরোধ-শক্তি, আর অধঃস্রোতের নাম 'ব্যুত্থানশক্তি,' চিত্তের বিষয় অভিমুখে

গতি—তাহার অধঃস্রোত। আর তাহার বিষয়ে গতিনিরোধ পূর্ব্বক অন্তরাভিমুখে গতিই ঊর্দ্ধস্রোত। অভ্যাসকালে অধঃস্রোত রুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধস্রোত প্রবাহিত করিতে হয়। ঊর্দ্ধস্রোতে হৃদয়মধ্যে চিত্তকে স্থাপন করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অভ্যাসে বিক্ষিপ্তচিত্ত একাগ্র হয় এবং ক্রমে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়।

পাতঞ্জল-দর্শনে আছে,—চিত্তের পাঁচ বৃত্তি ;—প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্য্যয়, স্মৃতি, নিদ্রা। বিকল্প ও বিপর্য্যয় মিথ্যাজ্ঞান, তাহা ত্যাজ্য। প্রমাণদ্বারা প্রমাজ্ঞান লাভ হয়—প্রমাণের বিষয় জানা যায়—তাহার জন্য স্মৃতির প্রয়োজন। নিদ্রায় বৃত্তির কোন ক্রিয়া থাকে না। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্মৃতির ও সংস্কারের সহচর জাগ্রদবস্থার ন্যায় চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া হয়। যোগে এই সকল চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে, চিত্তের পাঁচ অবস্থা ;—মূঢ় (তামসিক), ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত (রাজসিক) এবং একাগ্র (সাত্ত্বিক) ও নিরোধ অবস্থা। যোগসাধন দ্বারা প্রথমে চিত্তকে একাগ্র করিতে হয় ; পরে চিত্তনিরোধ সম্ভব হয়। চিত্তকে একাগ্র করিবার নানারূপ উপায় যোগশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রণিধান তাহার এক প্রধান উপায়। (পাতঞ্জল-দর্শন ১।২৩)। চিত্ত-নদীর ঊর্দ্ধস্রোত অবলম্বনে চিত্তকে অন্তর্মুখ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে তাহার বিষয়ীভূত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন ও চেষ্টা করিলে, এই অভ্যাসযোগ সিদ্ধ হয়। এ স্থলে গীতায় ঈশ্বরপ্রণিধান পূর্ব্বক সেই অভ্যাসযোগ সাধন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০



অভ্যাসযোগেতে যদি সমর্থ না হও,
মম কর্ম্মপরায়ণ হও তাহা হ'লে,—
আমা তরে কর্ম্ম করি হবে সিদ্ধি লাভ ॥ ১০

১০। যদি অসমর্থ হও—যদি তোমার মন অবিদ্যাদূষিত হয় ও দুর্গ্রহবশতঃ আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে না পারে (বিশ্বনাথ)। যদি উক্তরূপ আমার নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অভ্যাসে অসমর্থ হও (কেশব)।

মম কর্ম্মপরায়ণ হও।—আমার জন্য যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মপ্রধান হও। সেই কর্ম্মই তোমার পরম হউক (শঙ্কর)। আমার সম্বন্ধীয় যে সকল কর্ম্ম—দেবালয়, দেবোদ্যানাদি নির্ম্মাণ, দেবালয়ে প্রদীপ-দান, দেবালয়াদি মার্জ্জন, উপলেপন, পুষ্পাদি-পূজোপকরণ-সংগ্রহ, পূজা, কীর্ত্তন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্তুতি প্রভৃতি কর্ম্ম আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তাহা আচরণ কর (রামানুজ, কেশব)। আমার প্রীত্যর্থ যে সকল কর্ম্ম যথা—একাদশীতে উপবাস, ব্রত, পূজা, পরিচর্য্যা, নামসংকীর্ত্তনাদি—তাহারই অনুষ্ঠান তোমার পরম—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কার্য্য হউক (স্বামী)। আমার কর্ম্ম—অর্থাৎ আমার নিকেতন নির্ম্মাণ, আমার পুষ্পবাটীতে জলসেচন ইত্যাদি কর্ম্মই পরমপুরুষার্থ স্থির করিয়া তাহা আচরণ কর (বলদেব)। আমার প্রীতি হেতু পূজাদি কর্ম্মানুষ্ঠান উৎকৃষ্ট বোধে আচরণ কর (বল্লভ)। মৎপ্রীত্যর্থ কর্ম্ম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভাগবত ধর্ম্ম, তাহাতে একনিষ্ঠ হও (মধু, বিশ্বনাথ)।

হবে সিদ্ধি লাভ।—সিদ্ধি অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধিযোগ ; জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা সিদ্ধি লাভ হবে। যে উক্ত অভ্যাসযোগে অশক্ত বা অসমর্থ, সে কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ সিদ্ধি লাভ করে (শঙ্কর)। অভ্যাসযোগে যে অসমর্থ, তাহার পক্ষে সেই অভ্যাসযোগ বিনাও ভগবদর্থে কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে (গিরি)। অচিরাৎ অভ্যাসযোগ পূর্ব্বক চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ করিয়া

মৎপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে (রামানুজ)। সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ (স্বামী)। সিদ্ধি—সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব-লক্ষণ সিদ্ধি (মধু)। সিদ্ধি—মৎসামীপ্যলক্ষণ সিদ্ধি (বলদেব)। এইরূপে আমার জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে অচিরে অভ্যাসযোগে আমাতে চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হইবে এবং মৎপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিবে (কেশব)। আমার পার্শ্বদত্বলক্ষণ সিদ্ধিলাভ (বিশ্বনাথ)।

পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে এবং ৯ম অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকে ঈশ্বরে কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মার্পণের কথা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেও ৩য় অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণের কথা আছে। ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ বা কর্ম্মসন্ন্যাস, আর ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা এক নহে। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা, এই অভিমান থাকে (৩।২৭)। তখন ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ-বুদ্ধি সাধনা করিয়া সেই অহঙ্কার খর্ব্ব করিতে হয়। অহঙ্কার খর্ব্ব হইলে আমি ঈশ্বরের যন্ত্রমাত্র, তিনিই মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে পরিচালন করেন; আমাকেও তিনি স্বকর্ম্মে চালিত করেন, এই ধারণা হয় (১৮।৬১)। এই জ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণবুদ্ধি সিদ্ধ হয় (১৮।৫৭)।

ঈশ্বরার্থ কর্ম্মকালেও অভিমান থাকে—আমি কর্ত্তা এ অহঙ্কার থাকে। ঈশ্বর আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস—প্রভুর আজ্ঞাপালন-মাত্র আমার অধিকার, এই জ্ঞানে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা যায়। ভগবান্ আমার প্রিয়, তিনি আমার পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বামী ইত্যাদি কোনরূপ ভক্তি বা প্রেমভাবে তাঁহাকে ধারণা করিতে পারিলে, ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্মাচরণ করা তখন সম্ভব ও সহজ হয়। বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ সেই জন্য ভগবানের প্রীতির জন্য তাঁহার সেবা-পূজাদি কর্ম্মকেই ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম বলিয়াছেন। গীতায় কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম বুঝায় না। গীতায় পূর্ব্বে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে (৩।৯, ৪।২৩)। যজ্ঞ

অর্থে যে বিষ্ণু—তাহা ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন। সুতরাং যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম। যজ্ঞ দ্বারা প্রজাগণের সৃষ্টি, উদ্ভব ও উন্নতি হয়, তাহাতে জগৎ-চক্র-প্রবর্ত্তনরূপ কর্ম্মের সাহায্য হয় (৩।১০।১৬)। এজন্য গীতা অনুসারে যাহা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম—যাহা সামান্যতঃ জীবের—বিশেষতঃ সকল মানুষের, মানবসমাজের উন্নতিকর কর্ম্ম, তাহা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম।

ভগবান্ আপ্তকাম,—পূর্ণকাম্। তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই (৩।২২)। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই—এজন্য তাঁহার জন্য কোন কর্ম্মও কাহারও করিবার প্রয়োজন নাই। সেবা-পূজাদি কর্ম্মে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয়, মন স্থির হয়, ভক্তির পথ, জ্ঞানের পথ উদ্‌ঘাটিত হয়। এজন্য সাধকের পক্ষে প্রথমে সে কর্ম্ম প্রশস্ত হইতে পারে; এবং তাহাই যে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম, এ বুদ্ধি সে সাধকের পক্ষে অসঙ্গতও নহে। কিন্তু তাহা প্রকৃত ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম নহে। ভগবান্ আপ্তকাম হইলেও—তাঁহার কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও তিনি কর্ম্ম করেন (৩।২২)। সে কর্ম্ম জীবের উদ্ভবকর কর্ম্ম, লোকহিতার্থ কর্ম্ম, ধর্ম্মস্থাপন ও অধর্ম্মদমন দ্বারা লোকের মঙ্গল-সাধনরূপ কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করেন বলিয়াই ঈশ্বর মঙ্গলময় "শিব"। তিনি কর্ম্ম না করিলে লোক উৎসন্ন যাইত, বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম থাকিত না—অধর্ম্মবৃদ্ধিতে মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হইত (৩।২৪)। এই ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করেন। তাঁহার এই জন্মকর্ম্ম দিব্য। যিনি ইহা জানেন, তিনি সিদ্ধ হন, মৃত্যুর পর আর তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না (গীতা ৪।৫-৯)। অতএব ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম—উক্ত ঈশ্বরের কর্ম্মে সহায় হওয়া, তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তাঁহার উক্ত কর্ম্ম করা। স্বধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক নিজে অপরের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া ধর্ম্মরক্ষার সহায় হইলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা হয়। লোকসংগ্রহার্থ ভূতোদ্ভব-বৃদ্ধিকর কর্ম্ম করিলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা হয়। মঙ্গলময়ের মঙ্গল অভিপ্রায় জানিয়া সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা হয়। জীবে

দয়া, জীবের সেবা ও পরিচর্য্যা করিলে, জীবের দুঃখভার লাঘব করিতে ও সুখবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে শ্রেয়োমার্গের অভিমুখীন করিতে পারিলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা হয়। সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভগবান্;— তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন; এজন্য সর্ব্বভূতের সেবাই প্রকৃত তাঁহার সেবা, ইহা জানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিলে, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা হয়। ইহাই এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাই "মৎকর্ম্মপরম" এই কথার অর্থ। যাহা ঈশ্বরের কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম আচরণ করিলেই "মৎকর্ম্ম-পরায়ণ" হওয়া যায়। ঈশ্বরের কর্ম্মই—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম। আমার যদি স্বতন্ত্র ইচ্ছা না থাকে, ভগবদিচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার পার্থক্য না থাকে, যখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ হয়, তখনই আমি ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে পারি। আমার কোন নিজের কামনা থাকিলে, সেই কামনা ও তদনুরূপ সঙ্কল্পবশে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি থাকিলে, আর ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা যায় না। যাহার সকল "সমারম্ভ কামসংকল্পবর্জ্জিত," (৪।১৯)। সেই পণ্ডিতই ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবার যোগ্য। অন্যে নহে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১



আর যদি নাহি পার করিতে এরূপ
আমাতে-যোগ আশ্রয়ে কর তাহা হ'লে
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ সংযত অন্তরে॥ ১১

১১। করিতে এরূপ।—যদি "মৎকর্ম্মপরম" হইতে না পার (শঙ্কর)। যদি বহির্ব্বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত হও (গিরি)। এবং

সে জন্য 'মৎকর্ম্মপর' হইতে না পার (মধু)। যদি আমাতে ভক্তিযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক উক্তরূপ আমার প্রসন্নতালাভের উপায়ভূত কর্ম্ম করিতে অশক্ত হও (কেশব)।

আমাতে-যোগ আশ্রয়ে।—(মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ) শঙ্করাচার্য্য, স্বামী, মধু প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের মতে ইহা সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের বিশেষণ অর্থাৎ আমাতে যোগাশ্রিত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর। রামানুজ বলেন, ইহা 'অশক্তোঽসি' এই পদের বিশেষণ। অর্থ এই যে, আমাতে যোগাশ্রিত হইয়া যদি "মৎকর্ম্মপরম" হইতে অশক্ত হও। মদ্‌যোগ অর্থে রামানুজমতে—আমার গুণানুসন্ধানকৃত মদেকপ্রিয়ত্বাকার ভক্তি-যোগ। সেই ভক্তিযোগাশ্রয়ে ভক্তিযোগাদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিতে যদি অশক্ত হও, তবে আত্মস্বভাব অনুসন্ধানরূপ পরভক্তিজনন যে অক্ষর-যোগ প্রথম ছয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহাই আশ্রয় করিয়া, তাহার উপায়ভূত সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর। বিশ্বনাথ বলেন,—আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলেন, "যাহা কিছু কার্য্য করা যায়, তাহা সকলই আমাতে সমর্পণ করিয়া যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকার অনুষ্ঠানকে 'মদ্‌যোগ' বলা যায়। সেই যোগ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর।" মদ্‌যোগ অর্থে আমাকেই কেবল শরণ লইয়া মদেকশরণ হইয়া (স্বামী, বলদেব)। আমার সংযোগ যাঁহাতে বা যাঁহার আছে, তাদৃশ ভক্তের আশ্রয়ে (বল্লভ)।

সংযত অন্তরে—(যতাত্মবান্) সংযতচিত্ত হইয়া (শঙ্কর, কেশব)। সংযতমনস্ক (রামানুজ)। সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করিয়া ও আত্মবান্ অর্থাৎ বিবেকী হইয়া (মধু)। বিজিতমনাঃ হইয়া (বলদেব)। একপরচিত্ত হইয়া (বল্লভ)।

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফল সন্ন্যাস (শঙ্কর)।

আমাতে যোগ আশ্রয় করিবার উপায়ভূত সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করা, তাহাতে পাপক্ষীণ হইয়া আমাকে পাইবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। মদারাধনারূপ ফলাভিসন্ধিরহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ হইবে, অবিদ্যা নিবৃত্ত হইবে, প্রত্যগাত্মাতে আমার সাক্ষাৎকারলাভ হইবে এবং তাহা হইতে আমাতে পরাভক্তির উদয় হইবে। এজন্য গীতায় (১৮।৪৬-৫৪) উক্ত হইয়াছে,—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ···,
···মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্।" (রামানুজ)।

দৃষ্টাদৃষ্ট সমুদায় প্রয়োজনীয় বিষয় বা অর্থলাভের জন্য আবশ্যক যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, তাহার ফলপরিত্যাগ। এ স্থলে অর্থ এই যে, ঈশ্বরের আজ্ঞায় আমি সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাশক্তি আচরণ করিতেছি। ইহার যাবতীয় দৃষ্ট ও অদৃষ্টফল পরমেশ্বরের অধীন, এইরূপ ভাব আমাতে আরোপ করিয়া, কর্ম্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই আমার প্রসাদে কৃতার্থ হয় (স্বামী)। ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাসাদি আমার আরাধনারূপ কর্ম্মের দ্বারা ক্রমে আত্মজ্ঞান ও পরে পরমাত্মজ্ঞান লাভ হইবে ও তাহার ফলে আমাতে পরাভক্তিলাভ হইবে (বলদেব)। ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক অগ্নিহোত্রাদি সর্ব্বকর্ম্মের ফলে অভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান কর (কেশব)। সন্ধ্যাবন্দনা অগ্নিহোত্রাদির যে স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহার চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার আজ্ঞায় তাহা করিতেছ, এই ভাবনায় চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান স্থির হইলে, মৎকর্ম্মসিদ্ধি হইবে, ইহাই অভিপ্রায় (বল্লভ)।

কেশব বলিয়াছেন, ঐ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, সংযতচিত্ত হইয়া ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, অন্তঃকরণশুদ্ধি-পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান ভক্তি দ্বারা আমার ভাবপ্রাপ্তি হইবে।

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে ? প্রথম ষট্‌কে ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই যে মোক্ষের উপায়, তাহা উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তিযোগে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় উক্ত হইয়াছে। সেই ভক্তি-যোগ দ্বিবিধ ;—ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণব্যাপার ও বহিঃকরণব্যাপার। তন্মধ্যে প্রথমটি ত্রিবিধ ;—স্মরণাত্মক, মননাত্মক ও অখণ্ড স্মরণে অসমর্থ হইলে তদনুরাগীর পক্ষে তাহার অভ্যাস, এই ত্রিবিধ ভক্তিসাধন মন্দ-বুদ্ধিগণের পক্ষে দুর্গম ; কিন্তু নিষ্পাপ সুধীগণের পক্ষে সুগম। দ্বিতীয়টি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন সকলের পক্ষেই সুগম। এই উভয় অধিকারীর যে প্রকৃষ্ট, তাহাই দ্বিতীয় ষট্‌কে উক্ত হইয়াছে ! যাহারা ইহাতে অসমর্থ, তাহাদের সম্বন্ধে বহিঃকরণ ইন্দ্রিয়গণকে ভগবন্নিষ্ঠ করিয়া, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মীর কথা প্রথম ষট্‌কে উক্ত হইয়াছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অধিকারী।

কিন্তু বিশ্বনাথের এই অর্থ তত সঙ্গত নহে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যে ভক্তিমার্গে নিকৃষ্ট সাধক, তাহা গীতায় উক্ত হয় নাই। এ স্থলেও সেরূপ ভাব পাওয়া যায় না। এই কথা বুঝিতে হইলে এ স্থলে দ্বিতীয় ষট্‌কোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগতত্ত্ব সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে হইবে।

পূর্ব্বে দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই কর্ম্মযোগের উপদেশ আছে। কর্ম্মেতেই আমাদের অধিকার আছে, ফলে অধিকার নাই (২।৪৭), সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয় (২।৪৮), ফলত্যাগ করিলে আর কর্ম্মের ফল যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা সুকৃত-দুষ্কৃত, তাহা দ্বারা বন্ধন হয় না (২।৫০)। এই বুদ্ধিতে ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ সাধন করিলে জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় (২।৫১), নিস্পৃহ হইয়া, কামনা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া, কর্ম্মাচরণ করিলে আর কর্ম্মফলে স্পৃহা থাকে না—কর্ম্ম করিয়াও শান্তি-লাভ হয় (২।৭১)।

কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। লোকে প্রকৃতির গুণের দ্বারা অবশ হইয়া কর্ম্ম করে (৩।৫)। কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও চলে না (৩।৮)। এজন্য ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করিয়া, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয় (৩।৯)। অতএব অনাসক্ত হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় আচরণ করিয়া কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতেই পরমার্থলাভ হয়। (৩।১৯)। এই কর্ম্মযোগেই সিদ্ধিলাভ হয় (৩।২০)। এই কর্ম্মযোগসাধনায় "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান ক্রমে দূর হইয়া, প্রকৃতি আমাদিগকে অবশ করিয়া কর্ম্মে নিয়োজিত করান, প্রকৃতি ঈশ্বরের; তাঁহার কর্তৃত্বে প্রকৃতি চালিত হইয়া আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করান, এই ধারণা করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয় (৩।২৭—৩০)। এইরূপে ক্রমে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মযোগ-সিদ্ধি হয়। কর্ম্মে লিপ্ত না হইলে এবং কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকিলে, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হয় না—পরিণামে মুক্তি হয় (১।১৪)। কামসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এই কর্ম্মযোগ আচরণ করিতে হয় (৪।১৯)। এইরূপ কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলে নিত্যতৃপ্ত, আশ্রয়ে অনপেক্ষ হওয়া যায় (৪।২০)।

যে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী, যে যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাব, দ্বন্দ্বাতীত, মৎসর-রহিত, আসক্তিহীন, মুক্ত ও যজ্ঞার্থ এবং শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মকারী (৪।২২-২৩), তাহার পরিণামে সর্ব্বকর্ম্মে ব্রহ্মদর্শন-সিদ্ধি হয় (৪।২৪)। সর্ব্বকর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৪।৩১), সর্ব্বত্র-আত্মদর্শন লাভ হয় (৪।৩৫)। ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ।

এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগই তাহার প্রথম ও প্রধান সোপান। পূর্ব্বে ঈশ্বরের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ ধারণা করিয়া এই কর্ম্মযোগাচরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হয় নাই।

পূর্ব্বে কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মযোগের বিধান আছে। প্রকৃতি বা স্বভাব-পরিচালিত আমাদের কর্ম্মবৃত্তিকে নিয়মিত করিবার উপদেশ আছে। কর্ত্তব্যবোধে, অনুষ্ঠেয় জ্ঞানে কর্ম্ম করিয়া সেই স্বাভাবিক কর্ম্মবৃত্তির অনুশীলনের কথা আছে। এই শ্লোকে আরও উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই ভক্তিমার্গে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষত্ব। কর্ম্মযোগ সাধারণতঃ 'যতচিত্ত হইয়া' আচরণ করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। চিত্তসংযম করিতে না পারিলে কর্ম্মযোগ হয় না। মানুষ সাধারণতঃ সুখলাভের ও দুঃখ দূর করিবার প্রয়াসী। সুখদ বিষয়ে অনুরাগ আর দুঃখদ বিষয়ের প্রতি দ্বেষ তাহার স্বভাবসিদ্ধ। এই রাগদ্বেষের বশে, এই সুখ-লাভ ও দুঃখ-পরিহার কামনায় মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; এবং কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে সুখলাভ ও দুঃখ দূর করিতে চায়। কর্ম্মযোগসাধনার প্রথমেই এই রাগদ্বেষ, এই সুখদবিষয়ে স্পৃহা ও দুঃখদবিষয়ে দ্বেষ ত্যাগ করিবার অভ্যাস করিতে হয়। কর্ত্তব্যবোধে, অনুষ্ঠেয় বোধে কর্ম্ম করিতে পারিলে সেই অভ্যাস সিদ্ধ হয়; কর্ম্মে ফলাভিসন্ধি দূর হয়। ইহাই কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান। আমাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে এইরূপেই নিয়মিত করিতে প্রথম শিক্ষা করিতে হয় (১৮।৪৭)।

ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইতে পারিলে, এই কর্ম্মযোগসাধনা আরও সুকর ও সহজ হয়। এজন্য গীতায় এ স্থলে তাহার বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; এবং ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া সংযত-চিত্তে ফলাভিসন্ধিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মযোগসাধনাই যে ভক্তিযোগের প্রধান সোপান, তাহা উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া নিষ্কামকর্ম্ম করিলে কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার বুদ্ধিলাভ হয়, সর্ব্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা যায়; এবং তাহার পরিপাকে, আত্মাভিমান বা আমি কর্ত্তা এ বোধ বা অহঙ্কার ক্রমে দূর হইয়া যায় এবং 'ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম' করিবার উপযুক্ত হওয়া যায়।

তাহাতেই ভক্তিমার্গে কর্ম্মযোগসিদ্ধি হয়। অতএব কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণদেশীয় দার্শনিক ক্যাণ্ট এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে (I ought এই জ্ঞানকে) categorical Imperative বলিয়াছেন। ইহার দ্বিতীয় সোপান, এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিপাকে "সর্ব্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার বুদ্ধির বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি"; এবং ইহার তৃতীয় সোপান "ঈশ্বরার্থ" অর্থাৎ জগচ্চক্র প্রবর্ত্তনার্থ ও জীবের উদ্ভব ও উন্নতির জন্য সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দর্শন করিয়া ও ঈশ্বরের দিব্য জন্ম-কর্ম্ম জানিয়া সেই ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম করা। এই কর্ম্মেই জ্ঞানের পরিপাক। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে কর্ম্ম করিবার কথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টিতে কর্ম্ম ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম এক নহে। ব্রহ্ম নির্গুণ, অকর্ত্তা; ঈশ্বর সগুণ, কর্ত্তা। জগৎ ও জীবের মধ্যে ঈশ্বর অনুপ্রবিষ্ট, আর জগৎ ও জীবের অতীত হইয়া, সমুদায় আপনার অন্তর্ভূত করিয়া, সেই জগৎ ও জীবের রক্ষার্থ ও উন্নতির জন্য কর্ম্ম করেন। তাঁহার সেই কর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া, তদনুযায়ী কর্ম্ম করাই ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা। তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম এবং শাস্ত্রবিহিত যাহার যে কর্ম্ম, আর বিশেষ দেশকাল ও পাত্রানুসারে যে কর্ম্ম তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করাই ভক্তিযোগের প্রধান সাধনা (১৮।৪৫-৪৬)। ইহাই পরমপদলাভের প্রধান উপায় (১৮।৫৬-৫৭)।

এই অধ্যায়ের এই ৮ম শ্লোক হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভক্তিযোগ-সাধনার বিভিন্ন উপায় ও তাহার ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মধুসূদন বলেন যে, "মন্দ অধিকারীর প্রতি অক্ষর উপাসনা অতি দুষ্কর এবং সগুণোপাসনাই তাহার পক্ষে বিহিত; ভগবান্ এই উপদেশ দিয়া, পরে তাহাদের শক্তির তারতম্য অনুসারে ভক্তিমার্গে বিভিন্ন সাধনার উপায়বিধান করিয়াছেন।" সেই বিভিন্ন সাধনা-প্রণালী এইরূপ,—

(১) ব্যুত্থান ও নিরোধ অবস্থায়, জ্ঞান ও ধ্যানের পরিপাকে মন ও বুদ্ধিকে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরে নিবেশ করিয়া রাখা। নিরোধ অবস্থায় ঈশ্বরে সমাধি আর ব্যুত্থান অবস্থায় সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দর্শন।

(২) যে তাহা না পারে, তাহার পক্ষে—ব্যুত্থান ও নিরোধের অবস্থায় ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ যোগাভ্যাস। ব্যুত্থান অবস্থায় সর্ব্ববিষয়ে যাহাতে ঈশ্বরদর্শন-সিদ্ধি হয় এবং চিত্তনিরোধ করিবার কালে যাহাতে চিত্ত ঈশ্বরেই সমাহিত হয়, তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন। চিত্তের বিক্ষেপ-কালে, তাহাকে বল-পূর্ব্বক বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া ঈশ্বরে স্থাপন করিবার চেষ্টা।

(৩) যাহার চিত্ত একাগ্র হইবার উপযুক্ত হয় নাই, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে, তাহার পক্ষে—

সর্ব্বপ্রকার কামনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরের কর্ম্মসাধন।

(৪) যাহার চিত্ত কাম, ক্রোধ ও রাগদ্বেষ-বশীভূত, সুতরাং ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত, তাহার পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া চিত্তসংযমের চেষ্টা ও ঈশ্বরে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলার্পণ বুদ্ধিযুক্ত হইবার সাধনা।

অতএব ভক্তিযোগে সাধনার আরম্ভ কর্ম্মযোগে। চিত্ত-সংযমের অভ্যাস পূর্ব্বক কামক্রোধ জয় করিয়া রাগদ্বেষের অধীনতা দূর করিয়া, ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া তাঁহাতে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হয়। চিত্ত সংযত হইলে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অভ্যাস হইলে, কর্ম্মসন্ন্যাসসিদ্ধি হয়, এই সিদ্ধিতে যখন চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন আর নিজের জন্য কোন কর্ম্মের প্রয়োজন-বোধ থাকে না; তখন সে পরার্থ কর্ম্ম করিবার অধিকারী হয়। ক্রমে আত্ম পর সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করিয়া, ঈশ্বরের জগৎ রক্ষা ও পালন-রূপ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবার অধিকারী হয়।

তাহার পর কর্ম্ম-সাধনার যে কর্ত্তৃত্ব-বোধ থাকে, তাহা ক্রমে দূর হইয়া আসিলে, তাহার চিত্ত অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট করিবার বা ধারণা করিবার অধিকার হয়। প্রথমতঃ তাহা সহজে সিদ্ধ হয় না বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার জন্য যত্ন বা অভ্যাস করিতে হয়। আর অভ্যাসের পরিপাকে যখন এ সাধনায় সিদ্ধি হয়, তখন সাধক, সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ আপনার চিত্তকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখিতে পারে। ব্যুত্থান ও নিরোধ উভয় দশায়ই সে চিত্তকে ঈশ্বরে সমাহিত রাখে। যেমন নর্ত্তকী তালে তালে নানারূপ হাবভাবের সহিত নৃত্য করিবার সময়ও তাহার মাথার উপর যে জলপূর্ণ ঘট থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে, সেইরূপ এই শ্রেষ্ঠ সাধক সকল অবস্থায়, কর্ম্মাদি করার কালেও ঈশ্বরে আপনার মন বুদ্ধি সমাহিত রাখিতে পারে। সে ব্যুত্থান অবস্থায় জ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ে—জগতে সর্ব্বত্র পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়; ঈশ্বর তাহার নিকট কখন অদর্শন হন না। আর সে নিরোধ অবস্থায় ধ্যানে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দর্শন করে, অন্তরে ধরিয়া রাখিতে পারে, ঈশ্বরে সমাহিত হইতে পারে। চিত্তের বিক্ষেপভাব একেবারে দূর না হইলে, চিত্তের অধঃস্রোত রুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধস্রোত প্রবাহিত না হইলে, ইহা সম্ভব নহে।

অতএব সাধনার প্রথম অবস্থায় কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞান ও ধ্যানযোগ। কর্ম্মযোগের দুই বিভাগ। প্রথম—সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ, দ্বিতীয় ঈশ্বরার্থ কর্ম্মসাধন। ধ্যানযোগের ও জ্ঞানযোগেরও দুই বিভাগ। প্রথম—জ্ঞান ও ধ্যান অভ্যাস; দ্বিতীয় সেই (ঈশ্বর) জ্ঞানে ও ধ্যানে স্থিতি। অনন্তভক্তি দ্বারা এই স্থিতি দৃঢ়ীভূত হয়। ভক্তিভাবে চিত্তকে ঈশ্বরে স্থির করিয়া রাখা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। তখন আপনার অস্তিত্ব-জ্ঞান পর্য্যন্ত ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়। কেবল ঈশ্বরসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখের অনুভূতিমাত্র থাকে। ভক্তিযোগের ইহাই চরম সিদ্ধি।

পূর্ব্বে অক্ষর অব্যয়ের উপাসনা, এবং ঈশ্বরের উপাসনার প্রভেদ

করা হইয়াছে। অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা কর্ম্মমার্গে, কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গে, জ্ঞানমার্গে ও ধ্যানমার্গে। (তাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে)। আর ঈশ্বর-উপাসনা—ভক্তিমার্গে উপাসনা। তাহাও কর্ম্মমার্গে, কর্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গে, জ্ঞানমার্গে ও ধ্যানমার্গে উপাসনা। তবে অক্ষর উপাসনা জ্ঞানপ্রধান, আর ঈশ্বরোপাসনা ভক্তিপ্রধান। এই দুই উপাসনামার্গ ও তাহার ক্রম নিয়ে বিবৃত হইল।—

'অক্ষর অব্যক্ত' বা ব্রহ্মোপাসনামার্গ।

(১) কর্ম্মসাধন—

(ক) নিষ্কাম কর্ম্মসাধন,

(খ) কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধন,

(গ) লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মসাধন।

(ঘ) যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রহ্মদর্শনসাধন।

(২) কর্ম্মত্যাগ (বা কর্ম্ম-সন্ন্যাস) সাধন।

(কর্ম্মে সর্ব্বরূপ আসক্তিত্যাগ)

(৩) জ্ঞানসাধন—

(ক) সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন,

(খ) সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন,

(৪) ধ্যানসাধন—

(ক) আত্মধ্যান—

(খ) প্রত্যগাত্মা বা পরমাত্মার ধ্যান।

(গ) অক্ষর অব্যক্তে সমাধি।

(৫) অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তি—নির্ব্বাণ।

সর্ব্বসাধন শেষ ও সিদ্ধি।

ঈশ্বরোপাসনা-মার্গ।

(১) কর্ম্মসাধন—

(ক) ঈশ্বরে কর্ম্ম ও ফলার্পণ বুদ্ধিতে স্বধর্ম্ম নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে আচরণ।

(খ) ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরের কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

(২) জ্ঞান ও ধ্যানসাধন বা অভ্যাস।

(ক) বাহিরে সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন বা বিশ্বরূপদর্শন জন্য অভ্যাস।

(খ) সর্ব্বত্র ঈশ্বরের বিভূতি দর্শনাভ্যাস।

(গ) আপনার আত্মাতে পর-মাত্মরূপী পরমপুরুষের দর্শনাভ্যাস।

(৩) মন-প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক জ্ঞানে ও ধ্যানে ঈশ্বরে নিবেশ, বা স্থিরভাবে অবস্থান।

(৪) পুরুষোত্তমের পরমধাম-প্রাপ্তি—মুক্তি।

গীতায় পরে দেখান হইয়াছে যে, এই দুই মার্গ—এই দুইরূপ পৃথক্ উপাসনা-মার্গ বাস্তবিক পৃথক্ নহে। অক্ষর অব্যক্ত উপাসনা হইতেও পরিণামে ঈশ্বরে পরাভক্তির বিকাশ হয়, উভয় সাধনামার্গ একীভূত হইয়া যায়। পরে ১৮শ অধ্যায়ে ৪৫-৬২ শ্লোকে তাহা বিবৃত আছে। তাহার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

সে যাহা হউক এ স্থলে গীতার এই চারি শ্লোকে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসার ক্রম বা অধিকারিভেদে সাধনভেদ উল্লিখিত হইয়াছে।

১। উত্তম অধিকারীর পক্ষে সাধনা সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরে মন ও বুদ্ধি বা চিত্ত সন্নিবেশ।

২। যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরে এইরূপ চিত্ত-সন্নিবেশ করিতে অসমর্থ তাঁহাদের তাহার জন্য অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ যত্ন করিতে হইবে।

৩। যাঁহারা এইরূপ অভ্যাসেও অসমর্থ, তাঁহাদের সাধনা এই যে তাঁহারা কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবেন। অর্থাৎ ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবেন।

৪। ইহাতেও যাঁহারা অসমর্থ—তাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহারা সমুদায় বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবেন। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্। (৯।২৭)

ভক্তিযোগে এইরূপ অর্পণ বুদ্ধিতে সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ সহজে সম্ভব। গীতার ৮ম অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে ঈশ্বর অনুধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি হয়। আজীবন সর্ব্বদা ঈশ্বর অনুধ্যান করিতে পারিলে তবে মৃত্যুসময়ে ভগবানের অনুস্মরণ সম্ভব হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর (৮।৭)

এই অনুস্মরণের জন্য তাই ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ বা সর্ব্বধর্ম্মফল ত্যাগ করিতে অভ্যাসের প্রথম প্রয়োজন। যিনি এইরূপে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন, তাহাতে সর্ব্বকালে ঈশ্বরের অনুস্মরণ সহজ হয়। যখন এইরূপ ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়, তখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ন বা ধ্যানাভ্যাস সম্ভব হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ (৮।৮)

এই অভ্যাসযোগে সিদ্ধি হইলে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় চিত্ত বা মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে সমাহিত হয়, তখন ঈশ্বরে নিবাস হয়। সেই মৃত্যুকালে ঈশ্বরের অনুধ্যান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া ঈশ্বরভাব লাভ করে। ইহাই ভক্তিযোগে সাধনার ক্রম।



শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২



অভ্যাস হইতে শ্রেয় জ্ঞানই নিশ্চয়
জ্ঞান হ'তে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মফলত্যাগ,
ধ্যান হ'তে, ত্যাগ হ'তে শান্তি অনন্তর॥ ১২

১২। অভ্যাস—অবিবেকপূর্ব্বক অভ্যাস, সম্যক্‌জ্ঞানবিরহিত অভ্যাস, (শঙ্কর)। জ্ঞানার্থ 'শ্রবণ' অর্থাৎ বেদান্ত-প্রতিপাদিত আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব গুরুর নিকট শ্রবণ অভ্যাস, অথবা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধ্যান অভ্যাস (গিরি)। অত্যর্থ-প্রীতি-বিরহিত কর্ম্মস্বরূপ স্মৃতি অভ্যাস (রামানুজ)। সম্যক্‌জ্ঞানরহিত অভ্যাস (স্বামী)। জ্ঞানার্থ

'শ্রবণ'—অভ্যাস (মধু)। মৎস্মৃতিসাতত্যরূপ নিষ্পন্ন অভ্যাস (বলদেব)। কেবল চিত্তাকর্ষণ দ্বারা আমাকে অনুস্মরণরূপ অভ্যাস (বল্লভ)। কেবল শ্রবণাদিরূপ অভ্যাস (কেশব)। স্মরণ মননরূপ অভ্যাস (বিশ্বনাথ)।

শঙ্কর ও মধু বলেন, অভ্যাস—জ্ঞানসাধন শ্রবণ মনন। জ্ঞানের পরিপাকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা অবিবেকযুক্ত অভ্যাস। বৈষ্ণব টীকাকারগণ বলেন, ইহা ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিবার অভ্যাস। কিন্তু এ স্থলে "অভ্যাস" পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অভ্যাস। (৮ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সাধারণ অর্থে, কর্ম্মমার্গে হউক, জ্ঞানমার্গে হউক, ধ্যানমার্গে হউক বা ভক্তিমার্গে হউক, সেই মার্গে স্থির থাকিবার জন্য চিত্তবিক্ষেপ দূর করিয়া তাহাতে স্থির থাকিবার জন্য যে পুনঃ পুনঃ যত্ন, তাহাই অভ্যাস (পাতঞ্জল-দর্শন ১।১৩)। অতএব অভ্যাস সকল প্রকার সাধনার প্রথমাবস্থা।

জ্ঞান—শব্দ ও যুক্তি দ্বারা আত্মনিশ্চয়রূপ জ্ঞান (গিরি)। অক্ষরের অর্থ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান (রামানুজ)। যুক্তি সহিত উপদেশ পূর্ব্বক জ্ঞান (স্বামী)। শ্রবণ-মনন-পরিনিষ্পন্ন জ্ঞান (মধু)। আত্মসাক্ষাৎকৃতিরূপ জ্ঞান (বলদেব)। অভ্যাসযুক্ত জ্ঞান (বল্লভ)। যুক্তি সদ্‌গুরু শাস্ত্র উপদেশজনিত পরোক্ষ প্রত্যগাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান (কেশব)। আমাকে মনন বা আমাতে বুদ্ধিনিবেশরূপ জ্ঞান (বিশ্বনাথ)।

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান অতি পবিত্র, (৩।৩৮) জ্ঞানে পরম-গতিলাভ হয় (৩।৩৯), জ্ঞানসূর্য্য নির্ম্মল চিত্তে প্রকাশিত হয় (৫।১৬)। বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, ইহাই পরম জ্ঞাননিষ্ঠা (১৮।৫০)। সাত্ত্বিক জ্ঞানেই সর্ব্বত্র একত্ব-দর্শন হয় (১৮।২০), সেই জ্ঞানযোগই দৈবী বা সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত পুরুষের সম্পদ (১৬।১)।

সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহা ১৩শ অধ্যায়ে ৭-১১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানই পরাভক্তি লাভের উপায় (১৮।৫৪), আর পরাভক্তি দ্বারাই পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপজ্ঞান লাভ হয় (১৮।৫৫)। এ শ্লোকে এই পরাভক্তিলাভের উপায়ভূত জ্ঞান উক্ত হইয়াছে।

ধ্যান—আত্মধ্যান (রামানুজ)। নিদিধ্যাসন-সংজ্ঞক ধ্যান (মধু)। ইহাই আত্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত হেতু (মধু)। স্ব-আত্ম-চিন্তন-লক্ষণ ধ্যান (বলদেব)। জ্ঞান ও অভ্যাসযুক্ত ধ্যান (বল্লভ)। জ্ঞানপূর্ব্বক ধ্যান (শঙ্কর, স্বামী)। আত্মসাক্ষাৎকার হেতু ধ্যান (কেশব)। আয়াসবিহীন মননরূপ ধ্যান (বিশ্বনাথ)। জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিদিধ্যাসন।

গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বিবরণ আছে। ১৩শ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে ধ্যানে আত্মাতে আত্মা দ্বারা (চিত্তনিরোধ দ্বারা) আত্মাকে দর্শন করিবার কথা আছে। ভক্তিমার্গে যাহা ধ্যানযোগ—তাহা ১৮শ অধ্যায়ে ৫১শ হইতে ৫৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভক্তিমার্গে ধ্যানযোগ, ঈশ্বর-প্রণিধান পূর্ব্বক যোগ—তাহা পাতঞ্জল-দর্শনে উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রণিধান পূর্ব্বক ধ্যানযোগ করিতে হইলে, ওঙ্কাররূপ ও ওঙ্কারের অর্থ যে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাহা ভাবনা করিতে হয়।

পাতঞ্জল-দর্শনে আছে (৩।২)—

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"

কোন এক দেশে বা বিষয়ে চিত্তকে ধারণা করিয়া ধারাবাহিক চিন্তাপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়া একরূপ বা একতানচিত্ত হওয়াই ধ্যান।

কর্ম্মফলত্যাগ—জ্ঞানবানের কর্ম্মফলত্যাগ (শঙ্কর)। জ্ঞানী ও ধ্যানীর চিত্ত নিয়ত হওয়ায়, তাহার ত্যাগ (গিরি)। ফলত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মাচরণ (রামানুজ)। জ্ঞান ও ধ্যান পূর্ব্বক কর্ম্মফলত্যাগ

(স্বামী)। জ্ঞান অভ্যাস ধ্যান সহিত আমার জন্য আমার কর্ম্মাচরণ (বল্লভ)। মুমুক্ষুদিগের কর্ম্মফল ত্যাগ (কেশব)। সকাম কর্ম্মের স্বর্গাদি ফল ও নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে মোক্ষ এ উভয়ই ত্যাগ (বিশ্বনাথ)।

পূর্ব্বে ১১শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যতচিত্ত হইয়া, ভগবানে যোগ আশ্রয় করিয়া (ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে) ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মাচরণই এই কর্ম্মফলত্যাগ। ইহাই কর্ম্মযোগ। গীতায় পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে। পরে ১৮শ অধ্যায়ে ৪৫-৪৯ শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মফলত্যাগ বা সন্ন্যাস হইতে নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ হয়।

শান্তি—উপশম, সহেতুক (অবিদ্যাপ্রসূত) সংসারের অন্তর নিবৃত্তি (শঙ্কর, মধু)। সংসার দুঃখের উপশান্তি (গিরি)। পাপ নিরস্ত হইয়া মনের শান্তি (রামানুজ)। সংসারশান্তি (স্বামী)। মনঃশুদ্ধি (বলদেব)। মদ্‌ভক্তিস্থিতিরূপা শান্তি (বল্লভ)। কর্ম্মফল ত্যাগ হেতু কামনা শূন্য হওয়ায় মনের শান্তি (কেশব)। আমার রূপ গুণাদি বিনা সর্ব্ববিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের উপরতি (বিশ্বনাথ)।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে জানা যায় যে, ফলত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান বা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মযোগ অভ্যাস দ্বারা 'স্থিত-প্রজ্ঞ' হওয়া যায়—সমাধিতে বুদ্ধি অচল হয়। সে স্থলে উক্ত হইয়াছে যে—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥" ২।৭১

কর্ম্মযোগের ফলে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া শান্তিলাভ করিলে, ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয় ও পরিণামে ব্রহ্মে নির্ব্বাণ হয়।

গীতায় শান্তির কথা ও পরাশান্তির কথা আছে। জ্ঞানলাভ হইলে পরাশান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় (৪।৩৯)। নির্ব্বাণই সে পরম শান্তি (৬।১৫)।

ঈশ্বরপ্রসাদে সে পরম শান্তিলাভ হয়, পরম ভক্ত সে পরাশান্তি লাভ করিতে পারে (১৮।৬২)। গীতায় 'নৈষ্ঠিকী' শান্তির কথা আছে (৫।১২)। যোগী কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধির জন্য যে কর্ম্ম করেন—কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া যে কর্ম্মাচরণ করেন, তাহাতে এই নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মফল ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মযোগসাধন, "অভ্যাস, জ্ঞান ও ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইহা হইতে শান্তিলাভ হয়। এ শান্তি নৈষ্ঠিকী শান্তি। যাহা হউক, এই শ্লোকে যে উক্ত হইয়াছে—অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, তাহার অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এ স্থলে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের স্তুতি করা হইয়াছে।—যে ব্যক্তি অজ্ঞ, অথচ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে যদি পূর্ব্ব কথিত উপায় সকলের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সাধন। ইহাই এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। অবিবেকপূর্ব্বক অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেয়ঃ, এবং জ্ঞানবান্ পুরুষের ধ্যান হইতেও কর্ম্মফলত্যাগ প্রশস্ততর। এইরূপ স্তুতি করা হইয়াছে। কারণ, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাধনার অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও কেবল এই কর্ম্মফলত্যাগ সাধনা করিতে পারিলেও কালে সিদ্ধিলাভ হয়। অজ্ঞের এই ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মসাধন ও জ্ঞানবানের এই ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম-সাধন মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু উভয়ের ফলেই পরিণামে মোক্ষ-লাভ হয়—এইজন্য উভয়ের সাদৃশ্যও আছে। নিষ্কাম কর্ম্মসাধন দ্বারা জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়ের সর্ব্বপ্রকার কামনা-বিনাশে শান্তিলাভ হয়। এজন্য এ স্থলে বিদ্বানের কর্ম্মসন্ন্যাসের (কর্ম্মফলত্যাগ) ন্যায় অজ্ঞের

কর্ম্মসন্ন্যাসেরও স্তুতি করা হইয়াছে। ইহা অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার প্ররোচনা মাত্র।

বলা বাহুল্য, গিরি ও মধুসূদন এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। গিরি বলেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক নিয়তচিত্ত জ্ঞানবান্ ও ধ্যানবানের কর্ম্ম-ফলত্যাগই শান্তির উপায়। এই শান্তিও কর্ম্মফলত্যাগমাত্রেই সদ্য লাভ হয় না, তাহা কালান্তরসাপেক্ষ। এজন্য এই শ্লোকে 'অনন্তর' এই শব্দ উক্ত হইয়াছে। যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের বিলম্বে এই সাধনায় সিদ্ধি হইয়া শান্তিলাভ হয়। যাহারা জ্ঞানী ও ধ্যানী, তাহাদেরই কর্ম্মফল-ত্যাগ হইতে শীঘ্র শান্তিলাভ হয়।

গিরি আরও বলেন যে, যে শান্তি দীর্ঘকাল নিরন্তর ও আদর পূর্ব্বক ধ্যান অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারফলে লাভ হয় ও সংসারের উপশম হয়, সেই ধ্যান অপেক্ষাও যে কর্ম্মফলত্যাগরূপ সাধনার বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা স্তুতি মাত্র।

মধুসূদনও বলেন যে, কর্ম্মফলত্যাগ দ্বারা কামনা বা বাসনা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সর্ব্বকামনাত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ হয়। এস্থলে কর্ম্ম-ফল ত্যাগের স্তুতি দ্বারা সর্ব্ব কামনা ত্যাগই স্তুত হইয়াছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, যে সর্ব্বকামনাত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ (২।৫৫)। উপনিষদে (কঠঃ উপঃ ৬।১৪) আছে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

স্বামী বলেন, কর্ম্ম ও তৎফল উভয়েতে আসক্তি নিবৃত্ত হইলে, ভগবৎ-প্রসাদে সংসারশান্তি হয় বলিয়া কর্ম্মফলত্যাগ-সাধনার স্তুতি করা হইয়াছে। রামানুজ বলেন যে, কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব যে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ—কর্ম্মফলত্যাগ দ্বারা মনের শান্তি হয়, তাহার ফলে ধ্যান অভ্যাস সম্ভব হয়, ধ্যানফলে অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, অপরোক্ষজ্ঞান

হইতে পরাভক্তি লাভ হয়। (পরে গীতায় ১৮।৫৪ শ্লোকে এই কথা আছে)। যাহার মন ভক্তিযোগাভ্যাসে আসক্ত তাহার আত্মনিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু মন অশান্ত থাকিলে, সে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সেই আত্মনিষ্ঠা-প্রাপ্তির বা জ্ঞানযোগ জন্য তখন ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মযোগই (চিত্ত শান্ত করিবার জন্য) শ্রেয়ঃ।

বলদেব বলেন, কর্ম্মযোগ সুকর, প্রমাদরহিত, জ্ঞানগর্ভ; এজন্য এ স্থলে ইহার স্তুতি করা হইয়াছে। "ভগবানের স্মৃতিসাতত্যরূপ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়ঃ। কেননা, জ্ঞানে আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। জ্ঞান নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানের সাধনভূত আত্মচিন্তালক্ষণ ধ্যান শ্রেয়ঃ। (ধ্যান বিনা জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, অপরোক্ষ হয় না, বিজ্ঞান লাভ হয় না)। ধ্যান নিষ্পন্ন না হইলে, ত্যাগ (কর্ম্ম-ফলত্যাগ) শ্রেয়ঃ। কেননা, ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ আচরণ করিলে মনঃশুদ্ধি হয়। মন শুদ্ধ হইলে তবে ধ্যান নিষ্পন্ন হয়। ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে তবে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মজ্ঞান হইলে তবে পরমাত্মজ্ঞান হয়। পরমাত্মজ্ঞান হইলে তবে পরাভক্তি লাভ হয়। পরাভক্তি হইলে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলদেব বলেন, এ উপায় দুর্গম; অতএব অর্জ্জুনকে ইহা উপদিষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে একান্ত ভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে নিষ্কামকর্ম্মরত হরিধ্যানপরায়ণ যাঁহারা, তাঁহারা স্বীয় আত্মাকে অনুভব করিয়া, তদনন্তর তাহা হইতে অভ্যুদিত হরির পরমৈশ্বর্য্য গুণজ্ঞান দ্বারা পরাভক্তি লাভ করেন, হরিকে পরম প্রেমাস্পদরূপে অনুভব করিয়া মুক্ত হন।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে এই শ্লোকের বিভিন্নভাবে অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে কর্ম্মফলত্যাগরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ নিম্নাধি-কারীর পক্ষে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই এ স্থলে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ইহাতে আপাততঃ বিরোধ মনে হয়। সেই বিরোধের মীমাংসা জন্য

ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। গীতা হইতে জানা যায় যে, নিষ্কামকর্ম্মযোগ যে সর্ব্বাবস্থায় শ্রেয়ঃ, তাহা নানা ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি সাধনার প্রথম ভূমিতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে যেমন কর্ম্মযোগ প্রথম বিহিত, সেইরূপ যিনি উচ্চাধিকারী, সাধনমার্গে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও কর্ম্মযোগ সেইরূপ বিহিত। তিনি অন্য সাধনার সহিত কর্ম্মযোগও সাধনা করিবেন। আর যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তখনও কর্ম্মযোগ বিহিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ং আপ্তকাম—পূর্ণকাম হইয়াও সর্ব্বদা কর্ম্মে নিরত। তিনিই কর্ম্মযোগীর পরম আদর্শ। যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিও সেই আদর্শ অনুসারে কর্ম্ম করেন। আর যিনি সাধক, তাঁহাকেও সেই আদর্শ যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্মযোগে সাধনার আরম্ভ, আর কর্ম্মযোগেই তাহার পরিসমাপ্তি। 'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।" আর "যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।" (৬।৩)। শমঃ বা শান্তভাবই যোগে অবস্থানের কারণ। এই শান্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বা কর্ম্মে কোন আসক্তি থাকে না। এই শান্তভাব রক্ষার জন্য অনাসক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হয়—কর্ম্মসংকল্প সন্ন্যাসী হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মফল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ত্যাগবুদ্ধিতে যোগারূঢ়ের কর্ম্ম করিতে হয় (গীতা, ৬।৪)। নতুবা আবার অজ্ঞাতে চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয়। যোগী নিরুদ্ধচিত্ত হইলে, আর তাঁহার কর্ম্ম থাকে না সত্য, কিন্তু নিরোধ জন্য তাঁহাকে ক্রিয়াযোগ করিতে হয়, শমদমাদি সাধন করিতে হয়। তাহাও কর্ম্ম। আর চিত্তের ব্যুত্থান অবস্থায় চিত্তকে সংযত করিবার জন্য কর্ম্ম করিবার সময় নিষ্কামভাবে ফলত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হয়। পাতঞ্জল-দর্শনে শমদমাদি যোগাঙ্গমাত্র সাধনের বিধান আছে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারাই এই শমদমাদি সাধন উপযুক্তরূপে সম্ভব হয়। সাধকের ব্যুত্থান

দশা অপরিহার্য্য; কেহ নিয়ত আজীবন সমাধিস্থ থাকিতে পারেন না। যখন তাঁহার ব্যুত্থান অবস্থা আইসে, তখন কর্ম্ম অপরিহার্য্য। তখন কর্ম্ম না করিয়া তিনি ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না। প্রকৃতির বশে সকলে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। (৩।৫)। যখন প্রকৃতিকে বশীভূত করা যায়, তখনই কর্ম্ম নিয়মিত হয়—কর্ম্মযোগ সম্ভব হয়। মানুষমাত্রেরই কর্ম্মবৃত্তি স্বাভাবিক। তাহার জ্ঞানবৃত্তি (intellect) ও চিত্তবৃত্তির (feeling) ন্যায় কর্ম্মবৃত্তি (willing or activity)ও আছে। সেই কর্ম্মবৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন ও নিয়মই কর্ম্মযোগের দ্বারা সম্ভব। মানুষের মনুষ্যত্ব যতদিন থাকে, এ কর্ম্মবৃত্তিও ততদিন অবশ্য থাকিবে। ইহা জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। এই কর্ম্মবৃত্তিকে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করিয়া, তাহার উপযুক্ত অনুশীলন ও ব্যবহারই কর্ম্মযোগ। সমুদায় কর্ম্মবৃত্তিকে ঈশ্বরার্থে ঈশ্বরের কর্ম্মে নিয়োজিত করাতেই কর্ম্মযোগের পরাকাষ্ঠা। *

এই জন্য এস্থলে কর্ম্মযোগ বা ফলসন্ন্যাস পূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ প্রশংসিত হইয়াছে। নিম্নাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মযোগই উপযুক্ত হইলেও, তাহা উচ্চাধিকারীর হেয় নহে। কি ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম, কি নিজের শয়ন, গমন অশন, স্থাপন প্রভৃতি শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম, সর্ব্বকর্ম্মফলই ঈশ্বরে অর্পণ

* জর্ম্মণ দার্শনিক সপেনহর (schopenhouer) বলিয়াছেন, যে কামনা বা বাসনা (will)ই আমাদের জ্ঞানকে অভিভূত করিয়া কর্ম্ম করায়। এই বাসনা দমনই denial of the will ই) আমাদের শ্রেয়োমার্গে একমাত্র সাধনা। এই denial of the will এর নামান্তর "ত্যাগ'। কামনা ত্যাগ, কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে করিতে বাসনা দমন হয়। বাসনা দমন হইতেই শান্তি peace,) লাভ হয়। এই ত্যাগ (denial of the will) সাধনাই কর্ম্মযোগ সাধনা। ইহা সর্ব্বদা আচরণীয় ইহারই ফল মুক্তি। ইহা দ্বারাই ব্যক্তিত্ব (principium individuationis) দূর হয়। সপেনহর এই একমাত্র সাধনাপথ দেখাইয়াছেন। তবে ত্যাগ অর্থে তিনি কর্ম্মসন্ন্যাস বুঝিয়াছেন। কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্মাচরণ বুঝেন নাই। বাসনা দমন করিবার জন্য কর্ম্মবৃত্তিকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে নিয়মিত করাই প্রয়োজন। কর্ম্মবৃত্তিকে বাসনা চালিত হইতে না দিয়া জ্ঞানপরিচালিত করিতে হয়।

করিয়া, নিজে কোন ফলের কামনা না করিয়া, সাধনার সর্ব্বাবস্থায়ই ব্যুত্থানকালে বা কর্ম্মবৃত্তির উদ্রেককালে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহা হইতে আমরা সাধনমার্গের বিভিন্ন স্তর স্থির করিতে পারি। যথা—

১।—কেবল কর্ম্মফলত্যাগ সাধনা (কর্ম্মযোগ)।

২।—জ্ঞানসাধন (অভ্যাসযোগ)+কর্ম্মযোগ।

৩।—ধ্যানসাধন (অভ্যাসযোগ)+কর্ম্মযোগ।

৪।—জ্ঞানযোগ+কর্ম্মযোগ।

৫।—ধ্যানযোগ+কর্ম্মযোগ।

৬।—ভক্তিযোগ+কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মযোগ সাধনায় সিদ্ধি হইলে শান্তিলাভ হয়। জ্ঞান ও ধ্যান-যোগের জন্য এবং তৎসাধনভূত অভ্যাসযোগের জন্য এই শান্তি একান্ত প্রয়োজন। অতএব জ্ঞান ও ধ্যানসাধনার কালে এই শান্তিতে অবস্থান জন্য (ব্যুত্থান কাল) কর্ম্মযোগ একান্ত প্রয়োজন। যিনি কেবল কর্ম্মযোগী, তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম্মসাধন করিতে করিতে সাধনার উপরের ভূমিতে আরোহণ করেন। তিনি জ্ঞান ও ধ্যান অভ্যাস করেন। তখন তাঁহাকে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে আত্মপরনির্ব্বিশেষে পরার্থ ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে হয়। জ্ঞান ও ধ্যানসাধনায় সিদ্ধ হইলে, তখনও তাঁহাকে ঈশ্বরার্থ, ঈশ্বরের কর্ম্ম ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক করিতে হয়। জ্ঞান ও ধ্যান সাধনা কর্ম্ম বটে। জ্ঞানবৃত্তিতে বিষয়গ্রহণরূপ কর্ম্ম, আর ধ্যানে চিত্তনিরোধ জন্য কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী। এ স্থলে সে কর্ম্ম উক্ত হয় নাই। তাহা কর্ম্মযোগের অঙ্গীভূত হইলেও, এ স্থলে তাহা উক্ত হয় নাই। ক্রিয়া দুই রূপ—জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া। উভয়ের মূলই আমাদের শক্তি। সুতরাং ক্রিয়া ব্যতীত জ্ঞান ও ধ্যানসাধনা হয় না। কিন্তু এ উভয়ই জ্ঞান-ক্রিয়ার অন্তর্গত। যাহা "বলক্রিয়া," তাহা হইতে যে কর্ম্ম, আমাদের কর্ম্মবৃত্তি প্রণোদিত যে কর্ম্ম, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে।

এই কর্ম্মবৃত্তিকে কৌশলে নিয়মিত করাই কর্ম্মযোগ। তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। চিত্তকে শান্ত করিবার জন্যই কর্ম্মযোগ। চিত্তকে শান্তিতে স্থির রাখিবার জন্যই কর্ম্মযোগ। কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ পরিহার করিবার জন্য কর্ম্মযোগ। অহঙ্কার অভিমান দূর করিয়া চিত্ত নির্ম্মল, স্বচ্ছ, শুদ্ধ করিবার জন্যই কর্ম্মযোগ। চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য, চিত্তের অধঃস্রোত সংযত করিবার জন্যই কর্ম্মযোগ। কর্ম্মক্ষয় করিবার জন্য, প্রাক্তন কর্ম্মবীজ নষ্ট করিবার জন্য এই কর্ম্মযোগ। কর্ম্মপাশ ছিন্ন করিবার জন্য এই কর্ম্মযোগ। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন শিক্ষা করিবার জন্যই এই কর্ম্মযোগ। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য—সমুদয় বন্ধন দূর করিবার জন্য এই কর্ম্মযোগ। এইজন্য এ স্থলে কর্ম্মযোগের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। এইজন্য গীতার কোথাও কোন অবস্থায় কর্ম্মত্যাগের উপদেশ নাই। কর্ম্মফলসন্ন্যাসেরই উপদেশ আছে। এই জন্য ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে অথবা ঈশ্বরার্থ কর্ম্মাচরণ-বুদ্ধিতে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম, যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিহিত কর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম, সর্ব্বলোকহিতকর কর্ম্ম করিবার উপদেশ গীতায় বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলেন যে, অক্ষর-উপাসকগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ কিছুতেই উপপন্ন হয় না। যাহারা জীব ও ঈশ্বরে ব্যবহারিক ভেদদর্শী, তাহাদের পক্ষেই বিশ্বরূপ ঈশ্বরে অন্তঃকরণ সমাধানই কর্ম্মযোগ। তাঁহারাই এই কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহাদের ভেদজ্ঞান থাকায় অজ্ঞান দূর হয় নাই। অভেদদর্শী না হইলে, অজ্ঞান দূর না হইলে অক্ষরোপাসক হইতে পারা যায় না। অক্ষরোপাসকের পক্ষে কর্ম্মযোগ বিহিত নহে। ভেদদর্শী ঈশ্বরোপাসকগণের ঈশ্বরাধীনত্বরূপ পরতন্ত্রতা থাকে। কেননা, তাহাদের

উদ্ধার ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা" এই শ্লোকে তাহা দেখান হইয়াছে। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত একাত্মভূত হইতে পারেন না—তাঁহাদের পক্ষেই কর্ম্মযোগ বিহিত। যিনি সম্যগ্‌দর্শী (অভেদজ্ঞানী), তাঁহার সহিত কর্ম্মযোগের সম্বন্ধ হইতে পারে না। যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি কখন কাহারও নিকট অধীনভাব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না; তিনি ঈশ্বরের অধীন হইতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, শঙ্করাচার্য্যের মত গীতার উপদেশের সহিত মিলে না। শঙ্করের মতে ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ নিম্নাধিকারীর জন্য, অজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানীর জন্য। তিনি জ্ঞানযোগের ও অক্ষরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞানীর পক্ষে ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানযোগই অবলম্বনীয়—সন্ন্যাস অবলম্বনীয়, ইহা দেখাইয়াছেন। এ মত যে সঙ্গত নহে, তাহা আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এস্থলে আরও এক কথা উল্লেখ করিতে হইবে। এস্থলে যে সাধনাক্রম উক্ত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে অক্ষর অব্যক্তের উপাসকগণের সাধনাক্রম। কিন্তু অধিকাংশ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ইহা ভক্তিমার্গে ঈশ্বরোপাসনারই সাধনাক্রম। পূর্ব্বে ষষ্ঠ হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত যে ভক্তিযোগে সাধনার কথা উক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ শ্লোকে যে ভক্তি সাধনার ক্রম উক্ত হইয়াছে, এ শ্লোকেও সেই ভক্তিযোগের কথাই উক্ত হইয়াছে এবং ইহার পরেও অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের প্রিয় ভক্তের লক্ষণই উক্ত হইয়াছে, অতএব এই বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণের অর্থই সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই শ্লোকে যে সাধনাক্রম উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ৪ শ্লোকের সাধনাক্রমের সঙ্গতি সহজে বুঝা যায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে সাধনা ক্রম এই :—

১। অভ্যাস

২। জ্ঞান।

৩। ধ্যান।

৪। কর্ম্মফল।

পূর্ব্বে ৪ শ্লোকের ক্রম।

১। কর্ম্মফলত্যাগ।

২। ঈশ্বরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান।

৩। অভ্যাস।

৪। ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান।

যদি এস্থলে অভ্যাস অর্থে এই দ্বিতীয় ষট্কোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণরূপ অভ্যাস ও জ্ঞানার্থে সেই ঈশ্বরতত্ত্ব মনন বা পুনঃ পুনঃ আলোচনা হয় এবং ধ্যানার্থে নিদিধ্যাসন বা সেই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে বা বিজ্ঞান সহিত লাভের উপায় ধ্যানযোগ হয় ও কর্ম্মফলত্যাগ অর্থে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম ও ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ হয় তাহা হইলে কোন বিরোধ থাকে না। বিশেষতঃ যদি এই বিভিন্ন মার্গ স্বতন্ত্র বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিহিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় এবং তাহার পরিণাম ফল একই ধরা যায়, তাহা হইলেও কোন বিরোধ থাকে না। ভগবান্ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ত্রিবিধ উপায়, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ (১৩।২৪)

এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, তবে আত্মাতে অক্ষর অব্যক্ত পরম ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন হয় ও পরমেশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। সুতরাং অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার ও ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার এই তিন পথই বিহিত। অতএব এক অর্থে ইহাদের মধ্যে কোন ক্রম নাই, এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

তবে, যে সাধনা পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুসাধ্য অথবা অল্পায়াসে যাহাতে সিদ্ধি হয় ভগবান্ তাহাকেই শ্রেয় বলিয়াছেন।

যাঁহারা এই শ্লোক অক্ষর অব্যক্ত উপাসনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মতে অভ্যাস অর্থে আত্মতত্ত্ব বা অক্ষরতত্ত্ব গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ হইতে শ্রবণ, জ্ঞানার্থ তাহার মনন এবং ধ্যানার্থ তাহার নিদিধ্যাসন, এস্থলে সাধনা ক্রম স্পষ্ট অনুমিত হয় কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগ যে এই উপাসনা সম্বন্ধে ধ্যান অপেক্ষা শ্রেয় তাহা বুঝা যায় না। অবশ্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা অব্যক্তের উপাসক, তাঁহারা সর্ব্বভূতহিতে রত, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতহিতার্থে কর্ম্মকারী। সর্ব্বভূতহিতার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত অক্ষর অব্যক্তের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ হয় না, এ জন্য ফলত্যাগপূর্ব্বক এই সর্ব্বভূত হিতার্থ কর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

'সর্ব্বভূতে দ্বেষহীন—সবে মিত্রভাব
দয়াবান্,—অহঙ্কার-মমতা-বিহীন,
দুঃখে সুখে সমভাব, সদা ক্ষমাশীল,—১৩

১৩। শঙ্করাচার্য্য ও গিরি বলেন, যাঁহারা অক্ষরোপাসক, যাঁহারা সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানী, সম্যক্ দর্শননিষ্ঠ এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাঁহাদের সাক্ষাৎ অমৃতত্বলাভের উপায়স্বরূপ যে সকল

সদ্গুণরাশির উদয় হয়, তাহাই বলিবার জন্য এক্ষণে ভগবান্ আরম্ভ করিতেছেন। গিরি বলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয় (৭।১৭), তাহাই বিশেষ করিয়া এ স্থলে জ্ঞানীর লক্ষণ দিয়া বুঝান হইয়াছে। রামানুজ বলেন, ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম-নিষ্ঠের সদ্গুণাবলী এ স্থলে উক্ত হইতেছে। স্বামী ও কেশব বলেন, এ স্থলে ভক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। যিনি ভক্ত, তিনি "ক্ষিপ্রধর্ম্মাত্মা হন।" (৯।৩১)। মধুসূদন বলেন, উত্তমাধিকারীর পক্ষে অক্ষর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ইঙ্গিত করিয়া সেই অভেদদর্শী অক্ষরোপাসকদিগকেই এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী ছয় শ্লোকে ভগবান্ স্তুতি করিয়াছেন। বলদেব বলেন যে, একান্ত ভক্তিনিষ্ঠগণের গুণের পরিচয় এই সপ্ত শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী ছয় শ্লোকে স্পষ্টই ভগবানের প্রিয়ভক্তের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নামই ভক্তিযোগ। শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন কিরূপে ইহা অক্ষরোপাসকগণের লক্ষণ বলিলেন, তাহা বুঝা যায় না। অক্ষরোপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনার পরিণাম একই। গীতা অনুসারে উভয় মার্গেই শেষে পরাভক্তিলাভ হয়। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ (৭।১৭)

অতএব যিনি জ্ঞানী তিনিও ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরের উপাসক। রামানুজ বলেন, আত্মজ্ঞান হইলে তাহার ফলে প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ হয় এবং তাহা হইলে পরমেশ্বরে পরাভক্তি স্বয়ংই উৎপন্ন হয়। গীতারও শেষ সিদ্ধান্ত এই—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৮।৫৪

অতএব অক্ষরোপাসনা ও সগুণ ঈশ্বরোপাসনা উভয় মার্গের পরিণতি

পরাভক্তি বা একান্ত ভক্তি। সেই ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষণ কি, তাহাই এই কয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। *

কেশব বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ত্যাগ হইতে ক্রমে শান্তি লাভ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মকারীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদহেতু যে উপাদেয় গুণ সকল লাভ করেন, তাহাই উক্ত হইয়াছে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, এই প্রকার শান্ত ভক্ত কীদৃশ হয়, তাহাই উক্ত হইতেছে।

দ্বেষহীন—কেহ দুঃখ দিলেও তাহার প্রতি দ্বেষ করেন না। কেন না, তিনি আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন (শঙ্কর, মধু)। অপকারী যাহারা, তাহাদের প্রতি দ্বেষশূন্য। তাহারা ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই আমার অপকার করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের নিমিত্তমাত্র, এই জ্ঞানে তাহাদের প্রতি দ্বেষশূন্য (রামানুজ)। আমার প্রারব্ধ-ফলেই তাহারা পরমেশ প্রেরিত হইয়া আমায় দুঃখ দিতেছে, এই জ্ঞানে দুঃখদাতার প্রতি অদ্বেষ্টা (বলদেব)।

যাহারা আমার প্রতি দ্বেষ করে, তাহারা, আমার কৃত অপরাধের ফলদান জন্য ঈশ্বরের প্রেরণাতেই প্রবর্ত্তিত হয় ; তাহাদের কোন অপরাধ নাই—এই ধারণাতেই তাহাদের প্রতি দ্বেষহীন (কেশব)।

মিত্রভাব—(মৈত্রঃ)—মৈত্রী। সকলের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করা (শঙ্কর)। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়া মৈত্রভাব (বলদেব)। হিতাকাঙ্ক্ষী, যাহারা দ্বেষ করে, তাহাদের সম্বন্ধেও হিতাকাঙ্ক্ষী (কেশব) মিত্রভাবযুক্ত (বিশ্বনাথ)।

* বঙ্কিম্ বাবু তৎকৃত ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইয়াছেন যে, গীতার এই অধ্যায়ে প্রকৃত ভক্তের যে যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণে তাহা প্রহ্লাদচরিত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন।

দয়াবান্—(করুণঃ) করুণাযুক্ত। কৃপাযুক্ত, দুঃখিগণের প্রতি দয়াযুক্ত। যে সন্ন্যাসী করুণাপর, তিনি সকল ভূতকে অভয় দেন (শঙ্কর)। সর্ব্বভূতে অভয়দাতা, পরিব্রাজক, পরমহংস (মধু)। (সন্ন্যাসীর কথা এখানে বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই)। কোন কারণে কেহ খিন্ন হইলে সে খিন্ন না হউক, এই ভাব (বলদেব)। দুঃখিতের প্রতি দয়াবান্ (কেশব)। কৃপালু (বিশ্বনাথ)।

সর্ব্বভূতে—সর্ব্বভূতে যথাযথ অদ্বেষ্টা, মৈত্র বা করুণভাবযুক্ত, উত্তমের প্রতি দ্বেষশূন্য, সমাবস্থ লোকের প্রতি মিত্রভাবযুক্ত এবং মৈত্রহীন দুঃখীর প্রতি করুণযুক্ত (স্বামী)। যাহা হউক, একই লোকের প্রতি একাধারে অদ্বেষ, মৈত্র ও করুণভাব থাকিতে পারে।

মমতা-বিহীন— মমতাবোধ-বর্জ্জিত (শঙ্কর)। দেহ ও ইন্দ্রিয়ে এবং তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে মমতাশূন্য (রামানুজ)। দেহও যে আমার, এরূপ প্রত্যয়শূন্য (মধু)। দেব ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি এবং তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ে মমতাশূন্য (কেশব)। পুত্র-কলত্রাদির প্রতি মমত্বাভাব (বিশ্বনাথ)।

অহঙ্কার-বিহীন—অহংবোধ (বা অস্মিতা) যাঁহার লোপ হইয়াছে (শঙ্কর)। অভিমান যাঁহার দূর হইয়াছে। দেহাত্মাভিমানরহিত (রামানুজ)। স্বাধ্যায়াদিকৃত অহঙ্কার (মধু)। অনাত্মা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অহঙ্কার, তাহার অভাব (কেশব)। দেহেতে অহঙ্কারের অভাব (বিশ্বনাথ)। 'অভিমানোঽহঙ্কারঃ'' ইতি সাংখ্য-দর্শন।

দুঃখে সুখে সমভাব—সুখে যাঁহার অন্তরে অনুরাগ জন্মে না এবং দুঃখে যাঁহার হৃদয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না (শঙ্কর)। সুখে হর্ষ ও দুঃখে উদ্বেগরহিত (রামানুজ)। রাগদ্বেষ দ্বারা অপরিচালিত বলিয়া সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান (মধু)। হর্ষ ও উদ্বেগে অব্যাকুল (বলদেব)। অতএব নিরহঙ্কার হেতু সুখে দুঃখে সমভাব (কেশব)। অন্তর তাহার-

জনিত দেহে ব্যথা পাইলেও তাহাতে দুঃখবোধশূন্য। সুখ দুঃখ প্রারব্ধ ফল বলিয়া উভয়েই তুল্য জ্ঞান (বিশ্বনাথ)।

ক্ষমাশীল—আক্রুষ্ট হইলে বা কেহ গালি দিলে অথবা অভিহত হইলে বা কেহ তাড়না করিলে, কিছুতেই যিনি বিচলিত হন না, অবিক্রিয় থাকেন (শঙ্কর, মধু)। সহিষ্ণু (বলদেব)। দুষ্টকৃত অবমাননা আদি সহনশীল (বল্লভ)। চিত্ত-বিকার-রাহিত্য বশতঃ সুখ-দুঃখের কারণের প্রতি ক্ষমাবান্ (কেশব)।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

সন্তুষ্ট সতত, যোগী, সংযত-অন্তর,
দৃঢ়বুদ্ধি, মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত,
যেই মম ভক্ত হেন—সে প্রিয় আমার ॥১৪

সন্তুষ্ট—দেহরক্ষার্থ অন্নাদির লাভ বা অলাভে যাঁহার উপেক্ষাবুদ্ধি। যাঁহার উপেক্ষাবুদ্ধি সর্ব্বসময়েই আছে, এবং গুণযুক্ত পদার্থের লাভ বা তাহার বিপর্য্যয়ে যাঁহার উপেক্ষাবুদ্ধি আছে, তিনিই সতত সন্তুষ্ট (শঙ্কর)। যদৃচ্ছাপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট (মধু)। যে কিছু দেহধারণোপযোগী দ্রব্যে সন্তুষ্ট (রামানুজ)। সতত লাভালাভে সন্তুষ্ট, সুপ্রসন্নচিত্ত (স্বামী, বলদেব)। নিরন্তর হৃদয়স্থিত মৎস্বরূপ-আনন্দযুক্ত (বল্লভ)। দেহধারণার্থ কাহারও নিকট যদৃচ্ছাক্রমে যাহা কিছু প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট (কেশব, বিশ্বনাথ)।

যোগী—সমাহিতচিত্ত (শঙ্কর)। প্রকৃতিবিমুক্ত আত্মানুসন্ধান-পরায়ণ (রামানুজ)। অপ্রমত্ত (স্বামী)। গুরূপদিষ্ট উপায়নিষ্ঠ

(বলদেব)। মচ্চিন্তনশীল (বল্লভ)। নিত্য আত্মাতে প্রবণীকৃত অন্তঃকরণ যাঁহার (কেশব)। ভক্তিযোগযুক্ত (বিশ্বনাথ)।

সংযত-অন্তর—(যতাত্মা)—সংযতস্বভাব (শঙ্কর, স্বামী)। যাঁহার মনোবৃত্তি নিয়মিত (রামানুজ)। শরীর ইন্দ্রিয়াদি সংযত (মধু)। বিজিতেন্দ্রিয় (বলদেব)। বশীকৃতস্বভাব (বল্লভ)। সংযত-দেহেন্দ্রিয় (কেশব)। সংযত-চিত্ত বা ক্ষেত্র-রহিত (বিশ্বনাথ)।

দৃঢ়বুদ্ধি—(দৃঢ়নিশ্চয়ঃ) যাঁহার আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে স্থির অধ্যবসায় হইয়াছে (শঙ্কর)। অধ্যাত্মশাস্ত্র দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় (রামানুজ)। আমার বিষয়ে নিশ্চয় (স্বামী)। কুতর্কের দ্বারা অবিচলিত—স্থিরবুদ্ধি—"অহং ব্রহ্ম" এই অধ্যবসায়ে দৃঢ়নিশ্চয় (মধু)। কামনাজয়ী, দুঃখে অচল, আমাতে সর্ব্বকরণসমর্থভাবে নিশ্চয় যাঁহার (বল্লভ)। গুরূপদিষ্ট ও শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়ে নিশ্চল বুদ্ধি বা স্থিরবিশ্বাস (কেশব)। অনন্তভক্তি আমার কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (বিশ্বনাথ)।

মন…অর্পিত—সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতে স্থাপিত (শঙ্কর)। ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পিতচিত্ত (মধু)। ফলাভিসন্ধিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্‌কে আরাধ্য জানিয়া ভগবানে অর্পিত-মনোবুদ্ধি (রামানুজ)। আমার স্মরণ-মনন-পরায়ণ (বিশ্বনাথ)। (পূর্ব্বে ৮ম শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।)

যেই মম ভক্ত হেন—যেই ভক্ত এই প্রকার গুণসম্পন্ন (শঙ্কর)। যিনি এইরূপ কর্ম্মমার্গের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, সেই ভক্ত (রামানুজ)। শুদ্ধ অক্ষর ব্রহ্মবিদ্ এইরূপ ভক্ত (মধু)। শঙ্করও বলেন, ইঁহারা জ্ঞানী। কেন না, গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ।" (৭।১৭)। যাহা হউক, ইহা অক্ষর উপাসকগণের প্রশংসা নহে। ইঁহারা ভগবান্ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া পরাভক্তিসম্পন্ন।

প্রিয়—ভগবানের দ্বেষ্য প্রিয় কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বভূতে সম (৯।২৯)। তথাপি তিনি জ্ঞানীকে ও ভক্তকে প্রিয় বলিয়াছেন কেন? তাহার কারণ জ্ঞানী ও ভক্ত তাঁহার আত্মভূত।

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" ॥ (৯।২৯)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।" (৪।১১)

অতএব ভগবান্ যাঁহার প্রিয়, তিনিই ভগবানের প্রিয়। যিনি ভগবানের যত নিকটবর্ত্তী, তিনি তত ভগবানের প্রিয়। ইহাতে ভগবানের বৈষম্যদোষ হয় না। ভগবানের প্রিয় কে কে, তাহা এই ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫

না হয় উদ্বিগ্ন লোক যাহা হ'তে, যারে
না করে উদ্বিগ্ন লোকে, যেই হর্ষ ক্রোধ
ভয়োদ্বেগ হ'তে মুক্ত,—সে প্রিয় আমার ॥ ১৫

১৫। না হয়—লোক—যে সন্ন্যাসী (?) হইতে কোন লোক কোনরূপ উদ্বেগ সন্তাপ বা সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না; এবং লোক হইতে যে সন্ন্যাসী উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না (শঙ্কর)। যাঁহারা সকাশ হইতে কোন জন ভয়, শঙ্কা বা ক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না; এবং যিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না (স্বামী)। সন্ন্যাসী সর্ব্বভূতে অভয়দাতা, এ জন্য কেহ তাঁহা হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না বা সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না, এবং নিরপরাধকেও উদ্বেগদাতা খলস্বভাব যে লোক, সেও তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারে না;

কেন না, তিনি অদ্বৈতদর্শী, পরমকারুণিক ও ক্ষমাশীল (মধু)। যাঁহার সকাম ভজনাদি দ্বারা লোকে ক্লেশ পায় না, এবং তপস্যায় যত্নবান্ হইলে·যদি কেহ তপোবিঘ্ন উৎপাদন করে, তথাপি যিনি উদ্বিগ্ন হন না (বল্লভ)। ভয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হন না (কেশব)। রামানুজ বলেন, ইঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ। ইঁহারা লোকের উদ্বেগকর কোন কর্ম্ম করেন না, এবং তাঁহার উদ্দেশেও কোন লোক কোন উদ্বেগকর কর্ম্ম করে না। তিনি সকলের অবিরোধী এবং কেহই তাঁহার বিরোধী নহে, তাঁহার এই ধারণা।

হর্ষক্রোধ-ভয়োদ্বেগ হ'তে মুক্ত—হর্ষ, ক্রোধ (অমর্ষ), ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত। ইষ্টবস্তুলাভে অন্তঃকরণের যে প্রসার, যাহা রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাতাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহা 'হর্ষ'। সহিতে না পারাকে অমর্ষ বলে—তাহা ক্রোধ,—তাহা পরের উৎকর্ষাসহিষ্ণুতা। ভয়=ত্রাস, এবং উদ্বেগ=উদ্বিগ্নতা। এই সকল মানবধর্ম্ম হইতে মুক্ত (শঙ্কর)। ইঁহারা কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না এবং কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না, এজন্য কাহারও প্রতি হর্ষের সহিত, কাহারও প্রতি রোষের সহিত, কাহারও প্রতি ভয়ের সহিত, কাহারও প্রতি উদ্বেগের সহিত দৃষ্টি করেন না (রামানুজ)। হর্ষ=প্রিয়বস্তুলাভে প্রীতি; অমর্ষ=পরসুখ-অসহনশীলতা; ভয়=ত্রাস, উদ্বেগ বা চিত্তব্যাকুলতারূপ বিকার (কেশব)। স্বাভাবিক হর্ষাদি হইতে মুক্ত। হর্ষ=নিজ ইষ্টলাভে উৎসাহ, অমর্ষ=পরের লাভে অসহনশীল, ভয়=ত্রাস, উদ্বেগ=ভয়াদি নিমিত্ত চিত্তক্ষোভ (স্বামী)। হর্ষ=নিজ প্রিয়লাভে রোমাঞ্চ-অশ্রুপাতাদি হেতু আনন্দব্যঞ্জক চিত্তবৃত্তিবিশেষ, অমর্ষ=পরের উৎকর্ষাসহনরূপ প্রায়শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষ। ভয়=ব্যাঘ্রাদিদর্শনাধীন চিত্তবৃত্তিবিশেষ। উদ্বেগ=একাকী বিজনে সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য হইয়া কিরূপে বাঁচিব, এই প্রকার ব্যাকুলতারূপ চিত্তবৃত্তিবিশেষ (মধু)।

যিনি অদ্বৈতদর্শী, তিনিই কেবল এই হর্ষাদি হইতে আপনিই মুক্ত হইতে পারেন (মধু)। অদ্বৈতদর্শী কিরূপে ভগবদ্ভক্ত হইতে পারেন, তাহা মধুসূদন বলেন নাই। ভক্ত দ্বৈতবাদী। উপাস্য উপাসকে ভেদ-জ্ঞান ভক্তির মূল।

বলদেব বলেন যে, হর্ষাদি হইতে মুক্ত হইবার জন্য ইঁহারা স্বয়ং চেষ্টা করেন না, কিন্তু অতি গম্ভীর আত্মরতিতে নিমগ্ন থাকায় বাহ্যবিষয়-সংস্পর্শ হইতে তাঁহাদের হর্ষাদি চিত্তবৃত্তি হয় না, হর্ষাদি তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না।

গিরি বলেন, জ্ঞানবান্ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাহা পূর্ব্বে (৭।১৭) উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে সেই জ্ঞানবানের বিশেষণ কথিত হইয়াছে।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬

অপেক্ষা-রহিত শুচি, দক্ষ উদাসীন
ব্যথাহীন সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী আর,—
হেন ভক্ত যেই মম, সে প্রিয় আমার ॥ ১৬

১৬। অপেক্ষা-রহিত—(অনপেক্ষ)—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ, যে সকল বস্তুর উপর লোকে নির্ভর করে, সেই সকল বস্তুতে যাঁহার নির্ভর বোধ নাই, অর্থাৎ যিনি নিস্পৃহ (শঙ্কর)। আত্মব্যতিরিক্ত সমুদায় বস্তুতে অপেক্ষারহিত (রামানুজ)। যদৃচ্ছায় উপস্থিত বিষয়েও নিস্পৃহ (স্বামী)। যদৃচ্ছোপনীত সমুদায় ভোগের উপকরণে নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ (মধু)। যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত লৌকিক পদার্থে স্পৃহা-রহিত (কেশব)।

ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষা-রহিত (বিশ্বনাথ)। যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, যিনি কাহারও অধীন নহেন, তিনি অনপেক্ষ।

শুচি—যাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ শৌচ আছে (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। শাস্ত্রবিহিত দ্রব্য দ্বারা বর্দ্ধিতকায় (রামানুজ)। বাহ্যান্তর-পবিত্র (বলদেব)। ভগবৎস্মরণবান্ (বল্লভ)। বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিযুক্ত (কেশব)।

দক্ষ—যে কোন কার্য্য উপস্থিত হউক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ঠিক বুঝিয়া লইতে যিনি সমর্থ (শঙ্কর)। শাস্ত্রীয় ক্রিয়োপাদানসমর্থ (রামানুজ, বলদেব)। উপস্থিত জ্ঞাতব্য এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে সদ্যই জানিতে ও করিতে সমর্থ (মধু)। অনলস (স্বামী)। জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে ও শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সমর্থ (কেশব)। কর্ত্তব্য কর্ম্মে পটু। বল্লভ বলেন, ভজনস্বরূপ জ্ঞানবান্।

উদাসীন—কোন মিত্র প্রভৃতির পক্ষ যিনি অবলম্বন না করেন (শঙ্কর, মধু)। শাস্ত্রীয় ক্রিয়া ব্যতীত অন্যত্র উদাসীন (রামানুজ)। পক্ষপাত-রহিত (স্বামী)। মিত্র সম্বন্ধে পক্ষপাত-বিবর্জ্জিত (কেশব)।

ব্যথাহীন—(গতব্যথ)—নির্ভয় (শঙ্কর)। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থ অবর্জ্জনীয় যে শীতোষ্ণাদি দুঃখ, তাহাতে ব্যথারহিত (রামানুজ)। পরের দ্বারা তাড়িত ও উৎপীড়িত হইলেও যাঁহার ব্যথা উৎপন্ন হয় না (মধু)। মানসিক ক্লেশরহিত (বল্লভ)। অসম্মান হেতু মানসিক ব্যথাশূন্য (কেশব)।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—(সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী) যাহা কিছু আরম্ভ করা হয়, তাহার নাম আরম্ভ। ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগের উপায়স্বরূপ কামনামূলক যত কিছু কার্য্য, তাহাই এ স্থলে সর্ব্বারম্ভ। যিনি সেই সর্ব্বারম্ভকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (শঙ্কর)। শাস্ত্রীয় ব্যতিরিক্ত সর্ব্বকর্ম্মারম্ভপরিত্যাগী (রামানুজ)।

যে কর্ম্ম পরমার্থের অনুকূল নহে, সে সকল কর্ম্মের আরম্ভ-পরিত্যাগশীল (কেশব)। সর্ব্ব ব্যবহারিক এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্ম্মে অপারমার্থিক শাস্ত্র অধ্যাপনাদি কর্ম্মে আরম্ভ বা উদ্যম-পরিত্যাগী (বিশ্বনাথ)। দৃষ্টাদৃষ্ট প্রয়োজনসাধন জন্য যাহা আরম্ভ করা যায়, তাহা আরম্ভ। তাহার পরিত্যাগশীল (স্বামী)। ঐহিক পারত্রিক ফলপ্রদ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগশীল (মধু)। দৃষ্ট শ্রুত ফলদ কর্ম্মে উদ্যমহীন (বল্লভ)।

পূর্ব্বে সর্ব্বসংকল্পত্যাগের কথা আছে। কোন বিশেষ ফলকামনায় সেই ফলপ্রদ কর্ম্ম সংকল্পপূর্ব্বক আরম্ভ করিতে হয়, অর্থাৎ সেই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে হয়। যিনি কোনরূপ ফল প্রত্যাশা করেন না, তাঁহার পক্ষে সেই সকল ফলপ্রদ কর্ম্ম করিবার প্রয়োজনও হয় না; এবং সেই কর্ম্মের জন্য যে আয়োজন, যত্ন ও চেষ্টা, তাহারও প্রয়োজন হয় না।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭



নাহি করে হর্ষ দ্বেষ আকাঙ্ক্ষা বা শোক,
করে যেই শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ,
হেন ভক্তিমান্ যেই সে প্রিয় আমার ॥ ১৭

১৭। নাহি করে হর্ষ দ্বেষ—(ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি) ইষ্টপ্রাপ্তিতে যিনি হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে যিনি দ্বেষ করেন না (শঙ্কর, কেশব)। প্রিয়প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হয় না, অপ্রিয়প্রাপ্তিতে দ্বেষ করে না (স্বামী)।

নাহি করে আকাঙ্ক্ষা বা শোক—যাঁহার কোন অপ্রাপ্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং প্রিয়বিয়োগে যাঁহার শোক নাই (শঙ্কর, কেশব)। ভার্য্যাপুত্র-ধনাদি-ক্ষয় যে শোকের কারণ,তাহা উপস্থিত হইলে যিনি শোক করেন না, এবং মানুষের হর্ষের কারণ ভার্য্যাপুত্র-ধনাদি না পাইলেও যিনি তাহার আকাঙ্ক্ষা করেন না (রামানুজ)। ইষ্টার্থনাশে যিনি শোক করেন না এবং অপ্রাপ্ত ইষ্টার্থেও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না (স্বামী)।

শুভাশুভ পরিত্যাগ—পাপের ন্যায় পুণ্যও বন্ধনহেতু, ইহা জানিয়া যিনি নির্ব্বিশেষে পাপপুণ্য উভয়কে পরিত্যাগ করেন (রামানুজ)। পাপ-পুণ্য উভয়েরই পরিত্যাগী (স্বামী)। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীর ইহা বিশেষণ। সুখসাধন শুভকর্ম্ম এবং দুঃখসাধন অশুভকর্ম্ম উভয়কেই পরিত্যাগশীল (মধু)। স্বর্গনরকাদিরূপ শুভাশুভত্যাগকারী (বল্লভ)। এ স্থলে বিহিত কাম্যকর্ম্মত্যাগ উক্ত হইয়াছে মাত্র (গিরি)। শুভাশুভ সাধন-ভূত কর্ম্ম-পরিত্যাগী (কেশব)।

মধুসূদন বলেন, এইরূপ জ্ঞানীদের যে সুখদুঃখে সমজ্ঞান, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। গিরি বলেন, জ্ঞানীর যে কোনরূপ বৈষম্যবুদ্ধি নাই, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮

হয় যার সমভাব শত্রুমিত্রে আর,
মান কিংবা অপমানে শীত গ্রীষ্মে আর।
সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, আসক্তি-রহিত ॥ ১৮

১৮। শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান—সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা বলিয়া তাঁহার

নিকট কেহ শত্রু বা মিত্র বলিয়া বোধ হয় না। সকলের প্রতি দ্বেষরহিত (রামানুজ)। যে তাঁহার প্রতি শত্রুতা আচরণ করে, এবং যে তাঁহার প্রতি মিত্রতা আচরণ করে, উভয়েই তাঁহার নিকট তুল্য। সমজ্ঞান—রাগদ্বেষশূন্য (কেশব)।

মান অপমান—মান ও অপমান উভয়েই সেইরূপ তুল্য জ্ঞান।

আসক্তি-রহিত—(সঙ্গ-বিবর্জ্জিত)—অনাসক্ত (স্বামী) চেতনাচেতন সর্ব্ববিষয়ে শোভনাধ্যাসরহিত (মধু)।

এই শ্লোকে সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা বিবৃত হইয়াছে, সর্ব্বাবস্থায় স্থির অবিচলিত ভাব উক্ত হইয়াছে। লৌকিক আসক্তিবর্জ্জিত (বল্লভ)।



তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯



নিন্দাস্তুতি তুল্যজ্ঞান সদা মৌনভাব,
যা কিছু পাইলে তুষ্ট—নিবাসবিহীন,
স্থিরমতি ভক্তিমান্ সে প্রিয় আমার ॥ ১৯

১৯। নিন্দাস্তুতি—নিন্দা = দোষকথন, তাহা দুঃখজনক। আর স্তুতি = গুণকথন, তাহা সুখজনক। (মধু)।

মৌনভাব—সংযতবাক্ (স্বামী, কেশব, মধু)। স্বীয় ইষ্টতে মননশীল (বলদেব)। যিনি সংযতবাক্, তিনি অল্পভাষী। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত যিনি কথা বলেন না।

যা কিছু পাইলে তুষ্ট (সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ)—শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজন যাহা কিছু, তাহাতেই সন্তুষ্ট। শাস্ত্রে আছে—

যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশ্রিতঃ।
যত্র ক্বচন শায়ী স্যাৎ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥" (শঙ্কর)।

যথালব্ধ যাহা কিছুতে সন্তুষ্ট (স্বামী, কেশব)। শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ রাগ-ব্যাপার বা আসক্তি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না, তবে স্বপ্রযত্ন বিনা বলবৎ প্রারব্ধবশে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীরস্থিতি হেতু অশনাদি কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট অর্থাৎ নিবৃত্তস্পৃহ (মধু)। অদৃষ্টবশে আকৃষ্ট, রুক্ষ বা স্নিগ্ধ যে কোনরূপ অন্নাদিতে সন্তুষ্ট (বলদেব)।

নিবাস-রহিত (অনিকেতঃ)—আগাররহিত (শঙ্কর)। নিয়ত বাসশূন্য (স্বামী)। নিয়ত নিবাসরহিত (মধু, বলদেব, কেশব)। নিকেতনেতে আসক্তিরহিত (রামানুজ, বল্লভ)। প্রাকৃত সম্বন্ধে আসক্তিশূন্য (বিশ্বনাথ)। এ স্থলে রামানুজের অর্থই সঙ্গত। ভক্ত বা জ্ঞানী হইতে হইলে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসী অরণ্যচারী হইতে হইবে, তাহা ভগবান্ উপদেশ করেন নাই। পুত্র-মিত্র-ভার্য্যা-ধনাদির প্রতি যেরূপ আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, সেইরূপ গৃহাদির প্রতিও আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। যে গৃহে থাকিয়া গৃহের প্রতি আসক্তি দূর করিতে পারে না, সাধন অবস্থায় তাহার পক্ষে গৃহ ত্যাজ্য হইতে পারে। কিন্তু যাহার গৃহে আসক্তি দূর হইয়াছে, 'আমার গৃহ' এরূপ অভিমান দূর হইয়াছে, সে সাধকের পক্ষে গৃহত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ নিষ্প্রয়োজন। বরং তাহাতে সাধনায় বিঘ্ন হয়।

স্থিরমতি—যাহার মতি পরমার্থবিষয়ে স্থির (শঙ্কর)। ব্যবস্থিত-চিত্ত (স্বামী)। নিশ্চিত জ্ঞান (বলদেব)। যাহার চিত্ত আত্মাতে স্থির বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে যুক্ত (কেশব)

গিরি বলেন, এই শ্লোকে জ্ঞানীর সর্ব্বত্র অবিকৃতচিত্তত্ব উক্ত

হইয়াছে। মধুসূদন বলেন, এইরূপে কয় শ্লোকে পুনঃ পুনঃ ভক্তের উপাদান-ভক্তিই যে অপবর্গের পুষ্কল কারণ, ইহাই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে মধুসূদন বলিয়াছেন, এই সকল শ্লোকোক্ত গুণ জ্ঞানীর লক্ষণ। এ স্থলে বলিয়াছেন যে, এখানে ভক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ভক্তিদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ভক্তি মোক্ষের প্রধান উপায়। জ্ঞানফলে যে পরাভক্তিলাভ হয়, ইহা মধুসূদন এ স্থলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। এই মতই গীতা-উপদিষ্ট। (গীতা ১৮শ অধ্যায় ৫৩, ৫৪ শ্লোক)। বলদেব বলিয়াছেন, এই সাত শ্লোকে যে সকল গুণ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গুণ অতি দুর্লভ, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই এরূপ পুনরুক্তি হইয়াছে। এ পুনরুক্তিতে দোষ নাই। ভক্তিনিষ্ঠ ত্রিবিধ ভক্তের মধ্যে এই সকল ধর্ম্মের যথা-সম্ভব তারতম্য হয়। যে একান্ত ভক্ত, ভক্তিসাধনায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই পূর্ণরূপে এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারে, (বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত তাহার দৃষ্টান্ত)।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০



কিন্তু যে এ ধর্ম্মামৃত এরূপে কথিত
বিধিমতে করে সেবা শ্রদ্ধা সহকারে
আমাপরায়ণ ভক্ত—সে অতীব প্রিয় ॥ ২০

২০। 'ধর্ম্মামৃত (ধর্ম্মাম্মৃত)—ধর্ম্ম হইতে যাহা অপগত নহে, তাহা ধর্ম্ম্য, এবং অমৃতপদ লাভ করিবার যাহা কারণ, তাহাই এ স্থলে অমৃত। যাহা ধর্ম্ম্য, এবং অমৃত, তাহাই ধর্ম্ম্যামৃত (শঙ্কর)। ধর্ম্মরূপ

অমৃত, অমৃতত্বসাধন (মধু)। এই শ্লোকে 'ধর্ম্মামৃতং', ও 'ধর্ম্ম্যামৃতং' উভয়রূপ পাঠ আছে। শঙ্কর ও মধু ধর্ম্ম্যামৃত পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন। 'ধর্ম্মামৃতং' এই পাঠ অনুসারে অর্থ ধর্ম্মই অমৃত, কেননা, তাহা অমৃতত্ব সাধন করে (স্বামী)। উক্ত প্রকার ধর্ম্ম হইতে অভিন্ন ও অমৃতত্ব-প্রাপক আমার উপাসনাত্মক উক্ত প্রকার ভক্তিযোগ (কেশব)। ধর্ম্ম= অপ্রাকৃত গুণ (বিশ্বনাথ)।

এরূপে কথিত—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা ইতিপূর্ব্বে উপদিষ্ট হইয়াছে (শঙ্কর)। ২য় ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে উক্ত (কেশব)। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ১৩শ হইতে ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত অক্ষরোপাসক, নিষ্কাম ও পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের যে সকল ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

বিধিমতে করে সেবা (পর্য্যুপাসতে)—যে সকল সন্ন্যাসিগণ অনুষ্ঠান করেন (শঙ্কর)। সর্ব্বাত্মভাবে অনুষ্ঠান করেন (কেশব) একান্ত মনন ও বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন (বিশ্বনাথ)। গীতা ৯।২২, ১০।৮-৯, ১১।৫৫, ১২।২, ৬—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শ্রদ্ধাসহকারে (শ্রদ্দধানাঃ) শ্রদ্ধাবশীভূত হইয়া। আমাতে শ্রদ্ধাসহকারে মন ও বুদ্ধি আবিষ্ট করিয়া। শ্রদ্ধাকারী অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে (কেশব)।

আমাপরায়ণ ভক্ত (মৎপরমা ভক্তাঃ)—আমি অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মরূপ অক্ষরাত্মাই যাঁহাদের পরম বা নিরতিশয় গতি, তাঁহারাই মৎপরম, এবং যাঁহারা পরমার্থ বস্তুর জ্ঞানরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত (শঙ্কর)। আমি ভগবান্ অক্ষরাত্মা বাসুদেবই পরম প্রাপ্তব্য অর্থাৎ নিরতিশয় গতি যাঁহাদের, তাঁহারা 'মৎপরম', আর নিরুপাধিক ব্রহ্মভজনাকারী ভক্ত (মধু)।

সে অতীব প্রিয়—সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

প্রিয়। শঙ্কর বলেন, পূর্ব্বে "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্" (৭।১৭)। তাহার অধিক প্রিয়তর ভক্ত আর কেহ নাই (কেশব)। ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা যাহা সূচিত হইয়াছে, তাহাই এ-স্থানে "ভক্তাস্তে-ঽতীব মে প্রিয়াঃ" এই শ্লোকে উপসংহৃত হইয়াছে। যে কারণে যথোক্ত ধর্ম্মামৃতের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হইতে পারা যায়, সেই জন্য যাঁহারা বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই মুমুক্ষুগণ যত্নপূর্ব্বক এই ধর্ম্মামৃতের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্য। মধুসূদন বলেন, পূর্ব্বে যে জ্ঞানী অত্যন্ত প্রিয় বলা হইয়াছে, ভক্ত অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে। যেহেতু, এ স্থলে উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হওয়া যায়, সেই হেতু এই জ্ঞানবানের স্বভাবসিদ্ধ উদ্দেশ্য এই যে, মুমুক্ষু হইয়া, আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ। সেই জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান দ্বারাও পরম-পদলাভ হয়, ইহাই বাক্যার্থ। সোপাধিক ব্রহ্ম ধ্যান পরিপাক হইতে নিরুপাধিক, ব্রহ্মানুসন্ধান করিবার মুখ্য অধিকারী হইলে তাঁহাদের 'সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা' প্রভৃতি এই কয় শ্লোকোক্ত লক্ষণ হয়। তাঁহারা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা বেদান্তবাক্য-প্রতিপাদিত তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। তাহা হইতে মুক্তি হয়। এই জন্য গীতার মধ্য ছয় অধ্যায়ে বেদান্ত মহাবাক্য-প্রতিপাদিত 'তৎ'-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে।

রামানুজ বলেন, এখানে পুরুষোত্তমে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। (বলদেব, বল্লভ, স্বামী)। এইরূপে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ অনুসারে এ স্থলে বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে, এই ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোক অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ইহা পুরুষোত্তমের একান্ত ভক্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যে

শ্লোক অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই শ্লোকের এ স্থলে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। তাহা এই—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ (৭।১৭)।

ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে চারি প্রকার লোক ভগবান্‌কে ভজনা করে বলা হইয়াছে, যথা— আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এই চারি প্রকার সুকৃতিসম্পন্ন সাধকগণের মধ্যে জ্ঞানীরই বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানী নিত্যযুক্ত ও একান্ত ভক্ত; এজন্য তিনি ভগবানের সতত প্রিয়। এই একান্ত ভক্ত জ্ঞানী বুদ্ধিযোগে সমগ্র ভগবান্‌কে জানিতে পারেন। তিনি কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম সত্য, সগুণ ব্রহ্ম মায়া-উপহিত—এরূপ বুঝেন না। অথবা সগুণ ব্রহ্মই পরমার্থ-তত্ত্ব, নির্গুণ ব্রহ্ম পরমার্থ-তত্ত্ব নহে, ইহাও স্থির করেন না। তিনি সগুণ নির্গুণ সমগ্র ব্রহ্মকে জানেন; কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম ধ্যেয় বা উপাস্য নহে, জানিয়া সেই জ্ঞানী ভক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সগুণ ব্রহ্মকে পুরুষভাবে উপাসনা করেন। তিনি পুরুষোত্তম, সর্ব্বভূত-মহেশ্বর, তিনি অধিদৈব পুরুষ। তিনি পরমাত্মা প্রত্যগাত্মরূপে অক্ষর পুরুষ—সগুণ ব্রহ্মকে এইরূপে জানিয়া বিশ্বরূপ তাঁহার উপাসনা করেন। এই জন্য এই জ্ঞানমার্গে তাঁহার পরাভক্তি লাভ হয় (১৮।৫৪)। এবং এই পরাভক্তিবলে ভগবান্‌কে তিনি সমগ্রস্বরূপে জানিতে পারেন এবং তদনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন (১৮।৫৫)।

সুতরাং এই জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিমার্গ অক্ষরোপাসনা-মার্গ নহে। তাহা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তি-মার্গ পুরুষোত্তমের বা সগুণ ব্রহ্মের (Persenal God এর) উপাসনা-মার্গ। এই কয় শ্লোকে যে ভক্তের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা এই জ্ঞানপরিপাকে যিনি পরাভক্তি লাভ করেন, সেই ভক্তের লক্ষণ। সেই জ্ঞানীই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, ইহা পূর্ব্বে ৭।১৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এবং সেই জ্ঞানের পরিপাকে পরা ভক্তি লাভ হইলে, সেই একান্ত ভক্তও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হন, ইহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। অতএব উভয় স্থলে বিরোধ নাই।

যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদের মত এ স্থলে গ্রহণ করা যায় না। ১৩শ হইতে ১৯শ শ্লোকে অক্ষরোপাসকগণের লক্ষণ দেওয়া হয় নাই। ভক্তিমার্গে সগুণ ঈশ্বরোপাসনার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং এই ভক্তিমার্গে সগুণ উপাসকগণই ভগবানের অতীব প্রিয়, তাহাই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অবশ্য, অক্ষরোপাসকগণেরও এই কয় শ্লোকোক্ত গুণলাভ হয়; তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে তাহা বিবৃত আছে; এবং অক্ষরোপাসকগণও যে পরিণামে ভগবানের পরম পদ লাভ করেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ হয় নাই। অব্যক্তগতি দুঃখকর বলিয়া সে সাধনা-মার্গ আর এ স্থলে বিবৃত হয় নাই। ভক্তিসাধনা সুখকর এবং পুরুষোত্তমে গতি অনন্যভক্তিতে সহজলভ্য, এই উপদেশ দিয়া সেই ভক্তিমার্গের কথাই এ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এবং সেই ভক্তিমার্গে সাধকের কি গুণ হয়, তাহার লক্ষণ কি, তাহাই এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে মাত্র। উভয় সাধনার ফল একরূপ, এবং যাঁহারা উভয় সাধনাপথে অগ্রসর, তাঁহাদের লক্ষণও একরূপ হইলেও উভয় মার্গের সাধকের লক্ষণ এ স্থলে নির্ব্বিশেষে উক্ত হয় নাই। *

---

* পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার সহিত এই অধ্যায়োক্ত ভক্তের লক্ষণ মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই—যে স্থিতপ্রজ্ঞ, সে (১) মনোগত কামনা-ত্যাগী, নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, (২) তাহার সকল ইন্দ্রিয় সংযত ও বশীভূত, চিত্ত সংযত, (৩) তাহার সুখদুঃখ, শুভাশুভ সর্ব্বত্র তুল্য বোধ, (৪) সে রাগ-দ্বেষ-ভয়-ক্রোধহীন, (৫) সে আত্মতৃপ্ত, প্রসন্নচিত্ত। (৬) সে ভগবৎপরায়ণ যোগী। এই-রূপে তাহার চিত্তবিক্ষেপ দূর হইলে, মন নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির হইলে, তখন ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট বিষয় তিনটি। (১) অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব। (২) ভক্তিযোগে ঈশ্বর উপাসনার ক্রম বা অধিকারভেদ এবং (৩) শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ। আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে এই কয়টি বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যোগবিত্তম কাহারা।—অর্জ্জুনের প্রশ্নে এই অধ্যায়ের আরম্ভ। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে প্রশ্ন করিলেন —

'এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥' ১২।১

এস্থলে দুইরূপ উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। এক সততযুক্ত ভক্তের ঈশ্বরোপাসনা, আর এক—অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা। যাহারা এইরূপ উপাসনা করে, তাহারা যোগী বা যোগবিৎ। এই দুইরূপ উপাসকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ কাহারা, অর্জ্জুন তাহাই জানিতে চাহিলেন। "তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ" এই কথার অর্থ এই যে, উক্ত দুইরূপ উপাসকের মধ্যে অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে, অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসকগণের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহা এই অধ্যায়েই পরে উক্ত হইয়াছে। এজন্য এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপাসকগণের মধ্যে কাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী, তাহাই অর্জ্জুন জানিতে চাহিয়াছেন। যাঁহারা মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করিয়া মোক্ষার্থ উপাসনা করেন, যাঁহারা ঈশ্বরে বা অক্ষর পরম ব্রহ্মে নিত্য যোগযুক্ত হইবার জন্য বা সেই ভাব লাভ করিবার জন্য উপাসনা করেন, তাঁহারাই যোগবিৎ। এস্থলে সেই উপাসকগণের কথাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অর্জ্জুন এস্থলে কেন এ প্রশ্ন করিলেন, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগীর উপদেশ দিয়াছেন। সে স্থলে তিনি

দুইরূপ ধ্যানযোগীর কথা বলিয়াছেন। এক—আত্মযোগী, আর এক ঈশ্বরযোগী। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যাঁহারা আত্মযোগী, তাঁহারা পরিণামে সর্ব্বাত্মা পরম অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে পারেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥'

(গীতা ৬।২৮,২৯)

সেইরূপ যাঁহারা ঈশ্বরযোগী, অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং পরিণামে ঈশ্বরেই অবস্থান করেন বা ঈশ্বরভাব লাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥'

(গীতা ৬।৩০,৩১)

এই দুই শ্রেণীর যোগীর মধ্যে অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসক যে শ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবান্ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,—

'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥'

(গীতা ৬।৪৭)।

সুতরাং আপাততঃ অর্জ্জুনের এ প্রশ্ন নিরর্থক মনে হয়। কিন্তু ৮ম অধ্যায়ে এই দুই শ্রেণীর যোগী যে নির্ব্বিশেষে পরম পদ লাভ করিতে পারেন, তাহা উক্ত হইয়াছে। ৮ম অধ্যায়ে মৃত্যুর পর গতিতত্ত্ব উক্ত হই-

য়াছে। যাঁহারা যোগী নহেন, তাঁহারা মৃত্যুসংসার-সাগর অতিক্রম করিতে পারেন না; তাঁহাদিগের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রলয়েও তাঁহাদের মুক্তিলাভ হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥' (গীতা ৮।১৬)
'অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥'

(গীতা ৮।১৮,১৯)

এই সংসারভাব, এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ক্ষরভাব, এই দেশ-কাল, নিয়মের অধীন ভাব হইতে যে শ্রেষ্ঠ পরম নিত্য অব্যক্তের অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে, এবং যে ভাব প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহা সেই স্থলে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥'

(গীতা, ৮।২০,২১,২২)

অতএব নিত্য, সনাতন, ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত পরম ভাব দুইরূপ,— এক অক্ষর অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্মভাব, আর এক, পরম পুরুষ বা সগুণ ব্রহ্মভাব। পরম পুরুষভাব অনন্যভক্তি দ্বারাই লভ্য। মরণান্তে

এই দুই ভাবের কোন ভাব লাভ করিবার উপায় এই ৮ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। পরম পুরুষভাব লাভ করিতে হইলে, মৃত্যুকালে তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥' গীতা ৮।৮,৯,১০

সেইরূপ অব্যক্ত অক্ষরভাব লাভ করিতে হইলে, সেই ভাব ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥'

গীতা ৮।১১,১২,১৩

মৃত্যুকালে এই নিত্য সনাতন পরম ভাব ধ্যান করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ করিতে হইলে, আজীবন সতত সেই ভাবের উপাসনা করিতে হয়; সদা তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হয়। কেন করিতে হয়, তাহা ভগবান্ ৮ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। আমরা ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে তাহা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, এই দুইরূপ উপাসনার ফল একই। এস্থলে এই দুই উপাসকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই; এজন্য অর্জ্জুনের প্রশ্নের সার্থকতা বুঝা যায়। বিশেষতঃ আমরা বলিয়াছি যে, এই দুইরূপ উপাসনার মধ্যেও প্রভেদ আছে। অনন্য-ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার যে প্রভেদ, তাহা এই অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে, এজন্যও অর্জ্জুনের এ প্রশ্নের সার্থকতা বুঝা যায়।

ইহা ব্যতীত ১১শ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিয়াছেন,—

'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধ'হর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥'

গীতা ১১।৫৪

এবং অর্জ্জুনকে অনন্যভক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন,—

'মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥'

গীতা ১১।৫৫

তাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই বিশ্বরূপ তোমাকে যিনি অনন্য-ভক্তিযোগে উপাসনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, না যে ব্যক্তি অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ।

অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

গীতা ১২।২

এই উত্তর পূর্ব্বোক্ত ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের পুনরুক্তি মাত্র। অব্যক্ত অক্ষরোপাসকগণের অপেক্ষা যাঁহারা অনন্যভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা যে শ্রেষ্ঠ যোগী, তাহাই সাধারণভাবে ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন। ভগবানের মত এই যে, যাঁহারা পরাশ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া অনন্যভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারাই বিশেষভাবে ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারেন অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইতে পারেন। এজন্য তাঁহারা যুক্ততম।

অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা—যাহা হউক, অব্যক্ত অক্ষরোপাসনার প্রণালী ও অক্ষরের উপাসক অপেক্ষা ঈশ্বরযোগীর বিশেষত্বের হেতু কি, তাহা পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। প্রথমে ভগবান অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

'যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥'

গীতা ১২।৩,৪

এই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা যে পরম ব্রহ্মের উপাসনা, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে ৭টি বিশেষণ দ্বারা এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম বিশেষিত হইয়াছেন; যথা,—অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব। এই বিশেষণ যে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচায়ক, তাহা আমরা গীতা ও উপনিষদ্ হইতে জানিতে পারি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা কিরূপ এবং তাহার ফল

কি, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন। সে উপাসনা ধ্যানযোগে উপাসনা। ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্যক্ প্রকারে নিয়মিত করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি পূর্ব্বক অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন পূর্ব্বক এবং সর্ব্বভূতহিতার্থ নিষ্কামভাবে বিহিত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে, জ্ঞানযোগে ও ধ্যানযোগে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে ধ্যানযোগী যে শ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥'

গীতা, ৬।৪৬)

আমরা উপনিষদ্ হইতে পরম ব্রহ্মের উপাসনাতত্ত্ব বিশেষভাবে জানিতে পারি। উপনিষদে আছে,—

'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥'

(মুণ্ডক ৩।২।৬)

উপনিষদে স্বরূপ উপাসনা, সম্পদুপাসনা ও প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। উপনিষদুক্ত বিভিন্নরূপ উপাসনার মধ্যে ওঙ্কাররূপ ও তাহার অর্থ-ভাবনারূপ প্রতীকোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে আত্মধ্যান দ্বারা ব্রহ্মধ্যান সিদ্ধ হয়।

'যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥'

(শ্বেতাশ্বতর ২।১৫)

কিরূপে আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব ধ্যান করিতে হয়, সে সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

'প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥'

(মুণ্ডক ২।২।৪)

এ সম্বন্ধে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ১।১৪)

এইরূপে ওঙ্কার উপাসনার দ্বারা অর্থাৎ ওঙ্কারজপ ও তাহার অর্থ-ভাবনাদ্বারা যে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয়, তাহা পাতঞ্জল-দর্শনেও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিয়াছি। কিরূপে ওঙ্কার জপ ও তাহার অর্থ-ভাবনা করিতে হয়, তাহা প্রশ্নোপনিষদে ও মাণ্ডুক্যোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। আমরাও ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে তাহা বিশেষ-ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গীতাতেও এই প্রণব-জপ ও তাহার অর্থ-ভাবনা দ্বারা এই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনার উল্লেখ আছে। গীতায় ৮ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥'

গীতা ৮।১১

'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥'

গীতা ৮।১৩

যাঁহারা এইরূপে ওঙ্কার দ্বারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করেন, তাঁহারা পরম গতি লাভ করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,"তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" কেন না, এই অক্ষর অব্যক্তই তাঁহার পরমধাম। এই ওঙ্কার-জপের সহিত অর্থ-ভাবনা করিতে হইলে, পরম পুরুষ পরম ঈশ্বর-কেই ভাবনা করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই ওঙ্কারের তিন মাত্রা ও অর্দ্ধ বা অনুচ্চার্য্য মাত্রা আছে। এই অর্দ্ধমাত্রা বা অমাত্রা ধ্যেয়, জ্ঞেয় বা উপাস্য নহে। মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—'অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ।১২। এই অমাত্রা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্" ৭

সুতরাং ওঙ্কারের অ+উ+ম্ এই ত্রিমাত্রা দ্বারা পরমপুরুষরূপে ব্রহ্ম ধ্যেয়। ওঙ্কার জপ বা ব্যাহরণের সহিত এই ত্রিমাত্রারই অর্থভাবনা করিতে হয়। প্রশ্নোপনিষদে আছে,—

"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে।" ৫।৫

এই জন্য ভগবান্ পূর্ব্বে ৮ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥'

গীতা ৮।১৩

এবং এ স্থলেও বলিয়াছেন,—'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'। *

* ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' আমার পুরীদর্শন প্রবন্ধে প্রণবের এই ত্রিমাত্রা দ্বারা পুরিশয় পুরুষ বা পুরুষোত্তমের উপাসনা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব যখন অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনার দ্বারা পরমার্থ-সিদ্ধি হয়, ভগবানের পরম পদ বা পরম ধাম লাভ হয়, তখন এ অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপসনার শ্রেষ্ঠত্ব কেন উক্ত হইয়াছে? কেন ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা ও ঈশ্বরের উপাসনা ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরোপাসকই যুক্ততম? ভগবান্ স্বয়ং ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥' গীতা ১২।৫

ইহার অর্থ আমরা পূর্ব্বে যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর, এবং অব্যক্ত অক্ষরে গতি দুঃখকর এবং যাহারা দেহবান্, তাহারা অতিদুঃখে অর্থাৎ অতি কঠোর সাধনা দ্বারাই কেবল এ অব্যক্তে গতি লাভ করিতে পারে। আমরা এই কথার অর্থ এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা দেহবান, তাঁহারা দেহাত্মবোধ সহজে দূর করিতে পারেন না। তাঁহাদের দেশ, কাল, নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান সহজে দূর হয় না; এজন্য তিনি বিশেষ সাধনা করিয়াও অব্যক্ত, অক্ষর, কূটস্থ, স্থাণু, সর্ব্বগত ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মাকে সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ইতি" (ছান্দোগ্য ৮।১২।১)। অতএব যতদিন এই অশরীরিভাব লাভ না করা যায়, ততদিন সর্ব্বগত একাত্মতত্ত্ব আপনাতে উপলব্ধি করা যায় না, এবং অব্যক্তে গতিও লাভ হয় না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, দেহবান্ অব্যক্তে গতি অতি দুঃখে লাভ করে, এবং এই অব্যক্তে গতিলাভ করিবার জন্য যে উপাসনা, তাহাও অতি ক্লেশকর। কিন্তু

অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা তত ক্লেশপ্রদ নহে। এই অর্থেই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব। ইহা ব্যতীত ভক্তিযোগে উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আরও এক কথা এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥'

(গীতা ১২।৬, ৭)

যাঁহারা অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। তাঁহারা ভগবানের কৃপা বা অনুকম্পা, (grace), লাভ করেন। এ জন্য তাঁহাদের সাধন-পথ অপেক্ষাকৃত সুখকর ও অল্পায়াসসাধ্য। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার অনন্যভক্তদের যোগক্ষেম বহন করেন।

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥'

(গীতা ৯।২২)

ভগবান্ তাঁহাদের আত্মভাবস্থ হইয়া বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন এবং অনুকম্পাপূর্ব্বক তাঁহাদের অজ্ঞানজ তম নাশ করিয়া দেন।

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥'

(গীতা ১০।১০, ১১)

তাঁহারা সহজেই বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারেন।

'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥'

(গীতা ৭।১)

এবং পরাভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারেন।

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥'

(গীতা ১৮।৫৫)

এইরূপে যাঁহারা অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসক, তাঁহারা ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভ করিয়া অনায়াসে মুক্ত হন। যাঁহারা আত্ম-যোগী, অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, তাঁহারা আত্মবলে মুক্ত হইতে চেষ্টা করেন; ঈশ্বরের অনুকম্পার অপেক্ষা রাখেন না। এই জন্য তাঁহাদের সাধনপথ বড় কঠোর হয়। তাঁহাদের যোগপথের অন্তরায় সহজে দূর হয় না। ইহা পাতঞ্জল-দর্শনে উক্ত হইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা হইতেও অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারি।

ভক্তিযোগে কিরূপ উপাসনা শ্রেষ্ঠ।—ভগবান্ যে অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা অপেক্ষা অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যে ভক্তিযোগে উপাসকগণকে তিনি যুক্ততম বলিয়াছেন, সে উপাসনা কিরূপ, তাহা এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ (মৎপরঃ) এবং অনন্যযোগে তাঁহাকে ধ্যান ও উপাসনা করেন। সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নহে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান মাত্র। ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'
(গীতা ৯।২৭)

ইহাই সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সংন্যাস বা ত্যাগ। ইহাই ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মফল-সমর্পণ। যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সংন্যাস করেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম-বিহিত সমুদায় কর্ম্ম নিষ্কামভাবে লোকসংগ্রহার্থ অনুষ্ঠান করেন। ৮ম অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥' (গীতা ৮।৭)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, সদা আমার ভাবে ভাবিত হইবার জন্য আমাকে সর্ব্বকালে স্মরণ রাখিও এবং তোমার বর্ণ ও আশ্রমবিহিত এই যে উপস্থিত যুদ্ধকর্ম্ম তোমার অনুষ্ঠেয়, তাহা আমাতেই মনোবুদ্ধি অর্পণ পূর্ব্বক করিতে প্রবৃত্ত হও। সে কর্ম্ম আমাতেই সমর্পণ কর, এবং তুমি যে আমার নিমিত্তমাত্র হইয়া এই কর্ম্ম করিতেছ, তাহা স্মরণ রাখ। অতএব ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার এক প্রধান অঙ্গ ঈশ্বরে অর্পণবুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান। যাহা যাহার বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম, তাহা তাহার স্বধর্ম্ম বা স্বকর্ম্ম। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে স্বকর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিলে ও স্ব স্ব কর্ম্মে অভিনিরত থাকিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

'স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥' (গীতা ১৮।৪৫)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

'স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।' (গীতা ১৮।৪৬)

অতএব অনন্যভক্তিযোগে উপাসকগণের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে ঈশ্বরে অর্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—যিনি অনন্যভক্তিযোগে তাঁহার উপাসক, তিনি ঈশ্বরপরায়ণ। ঈশ্বরই যে তাঁহার পরম গতি, পরম আশ্রয়, ইহা তাঁহাকে স্থির বা দৃঢ়নিশ্চয়রূপে ধারণা করিতে হইবে এবং অনন্যভক্তিযোগে তাঁহাকে পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে। এই অনন্যভক্তিযোগে ধ্যান ও উপাসনাফলে তিনি পরিশেষে বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপে সেই ভক্ত মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে সর্ব্বদা স্থির রাখিতে পারিবেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥' (গীতা, ১২।৮)

ভগবান্ বার বার এই উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বে ৮ম অধ্যায়ে তিনি এ কথা বলিয়াছেন,—

'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥' (গীতা, ৮।৭)

যে ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তের মনোবুদ্ধি ঈশ্বরে নিত্য নিবেশিত থাকে, সে সেই ঈশ্বরভাবে সদা ভাবিত হইতে পারে, এবং ইহার ফলে মরণকালেও সে ঈশ্বরভাবনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারে, এবং তাহার ফলে যে মরণান্তে তাহার ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহা আমরা ৮ম অধ্যায় হইতে জানিয়াছি। যিনি এ জীবনে সর্ব্বদা ঈশ্বরে নিবাস করেন, তিনি মৃত্যুর পর এইরূপে পরমগতি লাভ করেন। এজন্য এই উপাসকগণই শ্রেষ্ঠ। অনন্যভক্তিযোগে এইরূপ ঈশ্বরোপাসনাই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা অপেক্ষা সুকর; সুতরাং শ্রেষ্ঠ।

ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার ক্রম—অতএব যাঁহারা মনোবুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখিতে পারেন ও সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সংন্যাসপূর্ব্বক নিষ্কাম-ভাবে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই ঈশ্বর-পরায়ণ অনন্যযোগে ঈশ্বরধ্যানকারী উপাসকই যুক্ততম। এইরূপে যদি ভক্তিযোগে

ঈশ্বরের উপাসক তাঁহার মন ঈশ্বরে নিত্য সংযুক্ত ও বুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখিতে না পারেন, তিনি যুক্ততম নহেন ; কেননা, তিনি নিয়ত ঈশ্বরে যোগযুক্ত থাকিতে পারেন না। ইঁহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ এই উপদেশ দিয়াছেন যে,—

'অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥' (গীতা, ১২।৯)

পাতঞ্জল-দর্শন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অভ্যাসের অর্থ পুনঃ পুনঃ যত্ন বা চেষ্টা। এ স্থলে অর্থ ভগবানে মন, বুদ্ধি বা চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন বা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ন। আমাদের মন একান্ত চঞ্চল, তাহাকে কোন এক বিষয়ে একাগ্র রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

'অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥' (গীতা, ৬।৩৫)

কিরূপে এই অভ্যাসযোগ সাধন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥' (গীতা, ৬।২৬)

মনকে বশীভূত করিবার উপায় যে বিজ্ঞান, তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

'যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥' (কঠ, ৩।৬)

* * * *

'বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥"

(কঠ, ৮।৯)

সে যাহা হউক, এ স্থলে গীতোক্ত এই অভ্যাসযোগদ্বারা কিরূপে মন, বুদ্ধি বা চিত্ত ঈশ্বরে স্থির বা একাগ্র করিয়া রাখিতে হয়, তাহাই এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে। বলিয়াছি ত যে, চিত্তকে কোন এক বিষয়ে বা ভাবে স্থির রাখিবার জন্য যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা প্রযত্ন, তাহাই অভ্যাসযোগ। সাধারণ ভাবেও যে কোন বিষয়ে বা কর্ম্মে মনঃকে বার বার প্রবৃত্ত করিতে পারিলে, সেই অভ্যাসসিদ্ধি হয় ও সে কর্ম্ম সহজ হয়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে তাহা সংস্কারে পরিণত হয়। আমরা নানারূপ সংস্কার-রাশির দ্বারা জড়িত। কোন একরূপ সংস্কারকে নষ্ট করিয়া অন্যরূপ সংস্কার অর্জ্জন করিতে হইলে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ যত্ন বা অভ্যাসের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে কোন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে আমরা সুসংস্কার লাভ করিতে পারি। এজন্য ঈশ্বরসম্বন্ধে সংস্কার লাভ করিতে হইলে বা ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইতে হইলে, চিত্তকে ঈশ্বরে স্থির রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন বা অভ্যাস করিতে হয়।

কিন্তু এ অভ্যাসসাধনা অতি কঠিন। চিত্ত সাত্ত্বিক না হইলে এ অভ্যাসও সহজ হয় না। রজস্তমোভাবযুক্ত চিত্ত অত্যন্ত অস্থির ও মূঢ়। পাতঞ্জল-দর্শনে আছে, চিত্তের পাঁচ প্রকার অবস্থা,—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও সমাহিত। যাহাদের চিত্ত মূঢ় বা ক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষে এরূপ অভ্যাস অসম্ভব। যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ কোন এক বিষয়ে চিত্তকে অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারে না, যাহাদের চিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করে, তাহাদের পক্ষে চিত্তকে অভ্যাস দ্বারা কোন এক বিষয়ে একাগ্রভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয়। অভ্যাসের দ্বারাই তাহাদের চিত্ত একাগ্র হইতে পারে। আমরা যদি আমাদের মনের গতির প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মন সাধারণতঃ এত দ্রুত এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে যে, এক পল সময়ও কোন এক বিষয় স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিতে

পারে না। কিন্তু যদি আমরা এইরূপ কোন এক বিষয়কে ধরিয়া রাখিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করি, তবে আমাদের ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই এক বিষয়ে মনকে একাগ্র রাখিতে পারি। সেই একাগ্র রাখার সময় ক্রমে অভ্যাস দ্বারা বিপল হইতে পলে, পল হইতে দণ্ডে এবং দণ্ড হইতে দিনে পরিণত হয়। যখন কোন এক বিষয়ে একাগ্র থাকিবার শক্তি এইরূপে বৃদ্ধি পায়, তখন 'ধারণা'-সিদ্ধি হয়, এবং সে শক্তির আরও বৃদ্ধি হইলে 'ধ্যান'-সিদ্ধি হয়, এবং সে শক্তির আরও বৃদ্ধি হইলে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সেই একভাবে চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলে, তবে সমাধিসিদ্ধি হয়, ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনের সিদ্ধান্ত। এই জন্য ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন যে, যদি মনোবুদ্ধি এইরূপে ঈশ্বরে সদা সমাহিত রাখিতে না পারা যায়, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা তাহার জন্য সাধনা করিতে হইবে।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই অভ্যাসযোগে অনন্য-ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপাসক, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উপাসকগণ অপেক্ষা তাঁহারা নিম্নাধিকারী। তবে আমরা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যাঁহারা অনন্যচিত্তে এই অভ্যাসযোগযুক্ত, তাঁহারাও মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারেন এবং মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করিতে পারেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

'অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥' (গীতা ৮।৮)

সুতরাং ইঁহারাও অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক।

যাঁহারা এইরূপ অভ্যাসযোগে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অসমর্থ, ভগবান্ তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

'অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥' (গীতা ১২।১০)

যাঁহারা এইরূপ ঈশ্বরার্থ-কর্ম্মকারী, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর উপাসক। ইঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত। এই বিক্ষেপ হেতু তাঁহারা উক্তরূপ অভ্যাসযোগে অসমর্থ। এজন্য ভগবান্ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরার্থ উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই শ্লোকে 'মৎকর্ম্ম' বা 'মদর্থ-কর্ম্ম' যে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে যে মতভেদ আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের অর্থ ঈশ্বরকে পূজা ও অর্চ্চনা করা, ঈশ্বরের নাম ও গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভগবান্ যে কর্ম্মে নিত্য নিরত, সেই কর্ম্মে তাঁহার সহায় হইলেই প্রকৃত ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা হয়। ভগবান্ জগৎরক্ষার্থ সর্ব্বদা অতন্দ্রিতভাবে কর্ম্ম করেন। তিনি লোকসংগ্রহার্থ এবং ধর্ম্ম-স্থাপন এবং অধর্ম্ম-বিনাশ জন্য প্রয়োজনমত অবতীর্ণ হন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥' (গীতা ৩।২৩।২৪)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহার এই দিব্য জন্ম-কর্ম্ম-তত্ত্ব জানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করেন, তাঁহারা মুক্ত হন।

'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥'
(গীতা ৪।৯)

এজন্য আমরা বলিয়াছি যে, ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের প্রধান অর্থ ঈশ্বরের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, তাঁহার সহায় হইয়া যে লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্ম।

যাহা হউক, এই ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের যে অর্থ হউক, ইহার দ্বারা যে আমাদের চিত্তবৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করা যায়, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবার সময় স্বভাবতঃই ঈশ্বরকে স্মরণ হয় এবং এইরূপে কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে পরিণামে অভ্যাস-যোগযুক্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের অর্থ যদি ঈশ্বরকে পূজা, অর্চ্চনা, কীর্ত্তন আদি হয়, তবে এই কর্ম্মের দ্বারা যে সহজেই ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা যায় এবং তাঁহার ভাবে ভাবিত হওয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এইজন্য আমাদের দেশে ভগবানের পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতির বিধি এত অধিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবানের দিব্য জন্ম-কর্ম্ম জানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করা অর্থাৎ জগতে ধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও অধর্ম্ম-বিনাশ জন্য ঈশ্বরের পূজা-অর্চ্চনাদি কর্ম্ম সাধারণ লোকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। যাঁহারা নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্থ এইরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহারাও এক অর্থে অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক। তাঁহারা ক্রমে এইরূপ উপাসনার পরিণামে অভ্যাসযোগে যুক্ত হইতে পারেন এবং তাহার পরিপাকে চিত্তকে ঈশ্বরে সমাহিত ও মনোবুদ্ধি তাঁহাতে নিবেশিত রাখিতে পারেন।

যাঁহারা এইরূপ ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের উপাসনা সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥'

(গীতা ১২।১১)

যাঁহারা ঈশ্বরযোগ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া উক্তরূপ সমাহিত হইতে বা সমাধিলাভ করিবার জন্য উক্তরূপ অভ্যাস-যোগ-যুক্ত হইতে বা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

নিষ্কামভাবে ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে চিত্ত স্থির হয়, কাম ক্রোধের অতীত হওয়া যায় ও শান্তি লাভ হয়; তাহার ফলে পরিণামে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হওয়া যায়। এ সকল তত্ত্ব গীতায় ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

কর্ম্মফলত্যাগী হইতে পারিলে যে পরিণামে পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ হইতে পারে, তাহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী; যিনি কর্ম্মত্যাগী, তিনি সন্ন্যাসী নহেন।

'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥'
(গীতা ৬১)

ভগবান্ পরে ১৮শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

'কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥'
(গীতা ১৮।২)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

'এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥'
(গীতা ১৮।৬)

অতএব যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই সন্ন্যাসী। তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন এবং পরিণামে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইতে পারেন। গীতার ১৮শ অধ্যায় হইতে আমরা এ কথা জানিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥

'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদম্ ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥'
(গীতা ১৮।৪৫-৪৬)

ফলত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে, ঈশ্বরে মন বুদ্ধি সমর্পিত হয় এবং তাহার ফলে সিদ্ধিলাভ হয়। যাঁহারা ঈশ্বরার্চ্চনা বুদ্ধিতে এইরূপ ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান না করিতে পারেন, তাঁহারা নিষ্কামভাবে পরহিতার্থ কর্ম্ম করিতে করিতে পরের সহিত সহানুভূতিলাভ করিয়া পরকে আপনার করিয়া সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হন। তখন তিনি আত্ম-উপমায় সর্ব্বত্র সমদর্শন করিতে পারেন।

'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥'
(গীতা ৬।৩২)

তিনি সর্ব্বত্র আত্মদর্শনফলে সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। অতএব ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস লাভ হয় এবং সে অবস্থায় ধ্যানযোগে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিণামে তিনি ঈশ্বরের পরাভক্তিযুক্ত হইতে পারেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥'
(গীতা ১৮।৪৯)

'সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।'
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥'
(গীতা ১৮।৫০)

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥'
(গীতা ১৮।৫৪)

অতএব অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইলে, তাহার প্রথম ও প্রধান সাধনা ফলত্যাগপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মযোগ। যাঁহারা মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সন্নিবেশিত করিয়া এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, কর্ম্মানুষ্ঠানফলেও ঈশ্বরে সমাহিত থাকিতে পারেন, তাঁহারা যে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যাঁহারা এইরূপ ঈশ্বরে চিত্তসমাধান পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে না পারেন, ঈশ্বরার্চ্চন বুদ্ধিতে এরূপ কর্ম্ম করিতে না পারেন, তাঁহারাও কেবল ফলত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেও পরিণামে পরাভক্তি লাভ হয় বলিয়া তাঁহাদের ইহাই সাধনার প্রথম সোপান।

এইরূপে আমরা গীতা হইতে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার চারিটি স্তর পাই। প্রথম ও নিম্ন স্তর নিষ্কামভাবে ফলাশা ত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মযোগ। দ্বিতীয় ঈশ্বরার্থ কর্ম্মাচরণ। তৃতীয় ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি অর্পণ পূর্ব্বক সমাহিত হইবার জন্য প্রযত্ন বা অভ্যাস-যোগ এবং চতুর্থ বা শেষ স্তর ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হওয়া বা মন-বুদ্ধি ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে নিবেশ পূর্ব্বক সদা ঈশ্বরভাবে ভাবিত বা ঈশ্বরে স্থিরভাবে যোগযুক্ত থাকা। যাঁহারা সাধনার এই শেষ স্তর লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারাই যুক্ততম। যাহা হউক, যাঁহারা ফলত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কর্ম্মযোগী হইতে পারেন, তাঁহাদের সাধনা প্রথম স্তরের সাধনা হইলেও তাঁহার পরিণাম-ফল, ঈশ্বরে পরাভক্তিলাভ; এজন্য তাঁহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলা যায় না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভগবান্ এই জন্য এবং কর্ম্মযোগে প্রবর্ত্তনার জন্য বলিয়াছেন,—

'শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥'
(গীতা ১২।১২)

অর্থাৎ অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেয়ঃ, আর ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেয়ঃ; কেন না, কর্ম্মফলত্যাগ হইতে শান্তিলাভ হয়, ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অভ্যাসের অর্থ এ স্থলে ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি নিবেশিত রাখিবার জন্য বা চিত্ত ঈশ্বরে সমাহিত বা যোগযুক্ত রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা প্রযত্ন। ইহার ফলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥'
(গীতা ৭।১)

অতএব এই অভ্যাসযোগ দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং ধ্যানযোগে সেই পরোক্ষজ্ঞান বিজ্ঞানে বা অপরোক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয়। এই জন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। বেদান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায় প্রথম শ্রবণ, তাহার পর মনন ও তাহার পর নিদিধ্যাসন। এই মনন এক অর্থে অভ্যাসের অন্তর্ভূত। আর নিদিধ্যাসন যে ধ্যানযোগ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই অর্থে আমরা অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারি।

কিন্তু ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগের বিশেষত্ব আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বে এই ফলত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিণাম-ফল যে ঈশ্বরে পরাভক্তিলাভ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এই অর্থে কর্ম্মফলত্যাগের বিশেষত্ব বুঝিয়াছি। আমরা পূর্ব্বে ৬ষ্ঠ ও ৯ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বলিয়াছি, প্রথমে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ

করিতে হয়। বিজ্ঞান সহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, তাহার ফলে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভের বিভিন্ন উপায় কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ, ইহা পূর্ব্বে ১ম ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥'

(গীতা ১৩২৪)

আত্মতত্ত্বলাভের এই বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। যে সাধনা সহজ ও সুসাধ্য অর্থাৎ যাহার আচরণ অপেক্ষাকৃত সুখকর, তাহাকেই ভগবান্ যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন,তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই কর্ম্মযোগসাধনা যে অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহা ভগবান্ বার বার বলিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।'

(গীতা ১৮।৪৮)

এই সহজ কর্ম্ম সাধারণতঃ দোষযুক্ত হইলেও যদি অসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, স্পৃহাশূন্য হইয়া অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে সে কর্ম্ম দোষশূন্য হয় বা বন্ধনের কারণ হয় না, তাহাতে কর্ম্মসংন্যাস লাভ হয় ও পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয় (গীতা ১৮।৪৯)। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥'

(গীতা ৩৫)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন —

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥' (গীতা ৩।২৭)

অতএব আমরা স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও প্রকৃতির গুণবশে বা প্রবৃত্তি-বশে যে কর্ম্ম হয়, তাহার কর্ত্তা মনে করি এবং তাহার দ্রষ্টামাত্র হইয়াও ভোক্তা হই। ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। কিন্তু যদি আমরা আমাদের আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি, প্রকৃতির অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে পারি, তবে এই প্রকৃতিজ কর্ম্মকেও নিয়মিত করিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।'

(গীতা, ৩।৪২-৪৩)

এইরূপে আমরা আত্মতত্ত্ব জানিয়া বা বিজ্ঞানলাভ করিয়া আত্মশক্তি-বলে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিয়মিত করিতে পারি এবং আত্মশক্তির দ্বারা বুদ্ধিকে নিয়মিত করিতে পারি; এবং এইরূপে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা স্বভাবতঃ যে কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাকে আত্মশক্তির দ্বারা নিষ্কামভাবে নিয়মিত করিতে পারি। ইহাই কর্ম্মযোগের মূল সূত্র। জ্ঞানসাধনার জন্য বা ধ্যানসাধনার জন্য অথবা ভক্তিযোগসাধনার জন্য এই স্বাভাবিক কর্ম্মকে একেবারে ত্যাগ করা অপেক্ষা তাহাকে নিয়মিত করা যে অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি এবং কর্ম্মযোগসাধন জন্য ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান যে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি। এজন্য ভগবান্ এ স্থলে কর্ম্মফল-ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে যে শান্তিলাভ হয়, কামক্রোধাদি রজোগুণসম্ভব প্রবৃত্তি সংযত হয়, প্রবৃত্তিকে এইরূপে

কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত করিয়া প্রবৃত্তির দ্বারাই যে প্রবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া, নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করিতে পারা যায়, নির্ব্বাণ পরমা শান্তি লাভ হয়, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি। এ সকল তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বরে অনন্যভক্তিযোগে উপাসনা করিতে হইলে প্রথমে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহার পর ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে হয়, পরে ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত রাখিবার জন্য অভ্যাসযোগ করিতে হয় এবং পরিণামে এই অভ্যাসযোগে সিদ্ধিলাভ হইলে ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি নিবেশিত রাখিয়া, চিত্ত ঈশ্বরে নিয়ত সমাহিত রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইঁহারাই যোগবিত্তম। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥'

(গীতা, ৬।৩১)

ভগবানের প্রিয় ভক্ত—পরমেশ্বরের নিকট কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। তাঁহার "বৈষম্য," "নৈর্ঘৃণ্য" দোষ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥'

(গীতা, ৯।২৯)

তথাপি ভগবান্ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত, যিনি তাঁহাকে অনন্য-ভক্তিযোগে ভজনা করেন, তিনি তাঁহার প্রিয় হন এবং তিনি তাঁহাকে অনুকম্পা করেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন,—"যো মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ" (১২।১৪) "ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ" (১২।১৭) "ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ" (১২।১৯)। ইহার কারণ এই যে, ভক্তগণ তাঁহাতেই অবস্থিত থাকেন

এবং তাঁহাদের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া ভগবান্‌ও তাঁহাদের ভিতরে অবস্থিত থাকেন।

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" (৯।২৯)।

ভগবানের এই প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে তাঁহার অতীব প্রিয় কে বা শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

(গীতা, ১২।২০)

অর্থাৎ যিনি গীতোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি গীতোক্ত সাধন-প্রণালী অনুসরণ করেন, ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার জন্য সাধনা করেন, তিনিই ভগবানের অতীব প্রিয়। তিনি জ্ঞানী ভক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

(গীতা, ৭।১৭)

অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি গীতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাই গীতা অনুসারে শ্রেষ্ঠ ভক্তি। এই গীতোক্ত ভক্তিযোগ যিনি অনুষ্ঠান না করেন, যিনি কেবল জ্ঞানহীনা ভক্তির সাধনা করেন বা অন্য কোনরূপ ভক্তি-সাধনার উপায় অবলম্বন করেন, তিনি ভক্ত হইতে পারেন, এমন কি, ভগবানের প্রিয় ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি ভগবানের অতীব প্রিয় ভক্ত হইতে পারেন না, তিনি যুক্ততম নহেন। এক্ষণে ভগবানের প্রিয় ভক্তের লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্ এই অধ্যায়ে ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয় ভক্তের লক্ষণ কি বলিয়াছেন। যিনি ভগবানের প্রিয়ভক্ত, তিনি কাহারও দ্বেষ করেন না, সকলের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করেন, তিনি দয়াবান্, করুণা-গুণযুক্ত, মমতাশূন্য অর্থাৎ 'ইহা আমার' এবং 'ইহা আমার নয়'

এইরূপ ভেদজ্ঞান-শূন্য। ভক্ত যিনি, তাঁহার হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, তাঁহার "অহং" তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া বিরাটের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাই তাঁহার কাছে 'আমি', 'আমার' নাই, তাঁহার কাছে শত্রু মিত্র নাই। তিনি বিশ্বকে আপনার করিয়া লন, আপনার ভিতরে বিশ্বকে দেখেন। তাঁহাতে কি হিংসা-দ্বেষের ছায়াপাত পড়িতে পারে? উদার ক্ষমাশীল ভক্ত—তাঁহার শত্রু থাকিতে পারে না।

এই ত গেল অন্যের প্রতি ভক্তের ব্যবহারের কথা। শুধু কি তাই। ভক্ত যিনি, তিনি সদাই সন্তুষ্ট। যিনি সেই সর্ব্বশক্তির আকর পরমেশ্বরে মনোবুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি সেই পরমেশ্বর বিনা আর কিছুই জানেন না, যিনি তাঁহার আপনার বলিবার যাহা ছিল, সব তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার ভাবনা কি? তাঁহাকে বিচলিত করিবার কিছুই নাই। তিনি যাহা পান, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন তাহা সেই সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে কালাতিপাত করেন। আর ইহাও তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, তিনি যখন তাঁহার সবই ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়াছেন, তখন সেই ভগবান্‌কে তাঁহার বোঝা বহিতে হইবেই। তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া স্থির অচঞ্চল থাকিতে পারেন। কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। যাহা তাঁহার আসিতেছে, তাহাকেই সাদরে বরণ করিয়া লইতেছেন।

যাঁহার এমন দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানে যিনি এমন নির্ভরশীল, তিনি ভগবানের প্রকৃত ভক্ত। শান্তি তাঁহার দ্বারে চিরবিরাজিত। তাঁহাকে উদ্বেলিত করিবার কিছুই নাই। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সকলে অপার আনন্দ অনুভব করে, শান্ত হয়। শান্তস্বভাব ভক্তকে সকলেই ভালবাসে। যিনি বিশ্ববাসীকে আপনার বলিয়া মনে করেন, যাঁহার হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষের লেশমাত্র নাই, তাঁহাকে যে সকলে ভালবাসিবে, তিনি যে কাহারও কাছে লাঞ্ছনা বোধ করিবেন না এবং

তাঁহার যে কোন উদ্বেগ নাই বা তিনি যে কাহারও উদ্বেগের কারণ হন না, তাহা বলাই বাহুল্য। ভক্ত যিনি, তিনি সদাই ভগবানে যোগযুক্ত বলিয়া, সতত তাঁহাতে নির্ভরশীল বলিয়া তাঁহাকে কি হর্ষ কি বিষাদ স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি চিরকালই আনন্দ-স্বভাব। তাঁহার চিত্তে কোন মলিনতা নাই, কোন কপটতা নাই; তিনি শুচি বা শুদ্ধ নির্ম্মল-স্বভাব। তিনি সদা ভগবানে নিরত বলিয়া ভগবানের কার্য্য মনে করিয়া কর্ত্তব্যবোধে তিনি সকল কার্য্যই বেশ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, আপনার উদ্যমেই ভগবানে নির্ভর করিয়া সকল কার্য্য সুচারুরূপে সমাধান করেন। ভগবান্‌ই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, ভগবান্‌ই যাঁহার একমাত্র সেব্য, চিন্তনীয় বিষয়, তখন তাঁহার ভাবিবার অন্য আর কি আছে? বিশ্ব রসাতলে যাক না কেন, সর্ব্বগ্রাসী প্রলয়ের ঝড় বহিয়া যাক না কেন, ভক্ত যিনি, তিনি উদাসীন; তাঁহার দৃষ্টি সেই একটিমাত্র লক্ষ্যে আবদ্ধ। আহারে বিহারে সর্ব্বসময়েই তাঁহার লক্ষ্য স্থির। অবসাদ নাই, আলস্য নাই, তিনি সেই পরমেশ্বরের ভাবনাতেই ভরপুর, তাঁহাতেই অচল অটল আছেন। তাঁহার কি তখন আর কিছু আছে, স্থির অচঞ্চল তিনি তখন সেই ভগবানেই আত্মহারা। তাঁহার আবার সুখ কি—দুঃখই বা কি, ভগবান্‌ ছাড়া তাঁহার আবার প্রিয় কে? তিনি ছাড়া তাঁহার কাছে আর সবই সমান। তাই তিনি অনপেক্ষ। ভগবান্‌ই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, যাঁহার জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন তাঁহার অন্য আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে? তাঁহার কাছে শুভ বা অশুভের কি তারতম্য হইতে পারে? হর্ষ বা বিষাদের কি বিষয় হইতে পারে? তাঁহার কাছে শত্রুই বা কে মিত্রই বা কে, প্রিয়ই বা কে অপ্রিয়ই বা কে, স্তুতিই বা কি নিন্দাই বা কি, মানই বা কি অপমানই বা কি, প্রাপ্তব্যই বা কি অপ্রাপ্তব্যই বা কি? তিনি সকল দ্বিধা, সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ,

সকল আকাঙ্ক্ষাকে দূরে অপসারিত করিয়া, একটিমাত্র আশ্রয়কে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত মন প্রাণকে একটিমাত্র বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্ম; তাঁহার সাধনা—সমস্তই এক হইয়া যে একই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া, একটিমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া চলিয়াছে, আর সেই লক্ষ্য হইতেছে—পরমেশ্বরে যুক্ত হওয়া। এইরূপ ভক্তই প্রকৃত যুক্ততম, তিনিই একনিষ্ঠ ভক্ত। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ'।

তিনি যে ভক্তের ঠাকুর, এ কথা তিনি কি না বলিয়া থাকিতে পারেন?

বঙ্কিমবাবু তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে ১৯শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, ভগবানের প্রিয় ভক্তের যে এই সকল লক্ষণ গীতায় এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদই গীতোক্ত ভক্তের প্রধান দৃষ্টান্ত। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

এই অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহার যে প্রিয়ভক্তের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার, দ্বিতীয় অধ্যায় উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, ত্রয়োদশ অধ্যায় উক্ত জ্ঞানের লক্ষণ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায় উক্ত ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ ইহাদের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যিনি এইরূপ ভক্ত, তিনিই যে প্রকৃত জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত, তাহা আমরা বলিতে পারি। এস্থলে তাহা বিশেষভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, এই অধ্যায়ে যে ভক্তিযোগ বা অনন্যভক্তিসহকারে ঈশ্বরোপাসনার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে অনন্যভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা যে অব্যক্ত অক্ষরোপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এস্থলে আমরা পরিশিষ্টরূপে উল্লেখ করিব।

অক্ষরোপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত।—আধুনিক জার্ম্মণ দার্শনিক অয়কেন (Rudolf Eucken) তাঁহার 'Truth of Religion' নামক গ্রন্থে Universal religion এবং characteristic religionএর যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা অনেকটা গীতোক্ত অক্ষর ঈশ্বরের উপাসনা ও ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনার যে তারতম্য আছে, তাহার অনুরূপ। অয়কেনের ধর্ম্মমত ইউরোপে দার্শনিক মতের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এই জন্য আমরা অয়কেনের দুই একটি মত এ স্থলে কৌতূহলী পাঠকগণের সন্তুষ্টির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অয়কেনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে 'Ruldolf Eucken' নামক পুস্তকে Jones লিখিয়াছেন।—

Universal Religion is a more or less vague appreciation of the Spiritual, which results in a diffused indefinite spiritual life. The personality has appreciated to some extent the opposition between the natural and the spiritual, and has closen the spiritual. He adopts a new attitude or mode towards the world in consequence and that is an attitude of fight against the world of nature. But everything is vague ; the individual has not yet appreciated the spiritual world as his own and feels that he is a stranger in the higher world rather than an ordinary fully privileged citizen. He has not yet associated with himself closely enough with the Universal spirit, everything is superficial,there is hunger and thirst for higher things in life, but these have not yet been satiated.

"Some people never get beyond this vague appreciation of the spiritual until perhaps some great trial or temptation a long illness or sad bereavement falls to their lot. They then feel the need for a religion that is more satisfying than the Universal Religion with which they have in the past been content. They want to get nearer to God ; they feel the need of a personal God who is interested in their trials and troubles. They are no longer satisfied with the conception of a God that is far away, they thirst for His presence. This feeling leads the individual to search for a more definite form of religion, in which the God is regarded as supremely real and reigns on the throne of love. The pers onality enters into the greater depths of religion, and it becomes a much more real and powerful influence in his life. He has no longer a mere indefinite conception of a Diety, but he thinks of God as real and personal. Instead of adopting a changed attitude towards the world of nature he comes to demand a new world. He is now a denizen of the spiritual world and there results 'a life of pure inwardness', which draws its power and inspiration from the infinite resources of the Universal Spiritual Life in which he finds his being. This type of religion Eucken calls Characteristic Religion." (pp 66-67).

Tudor Jones তাঁহার 'An Interpretation of Rudolf Eucken's Philosophy' পুস্তকে লিখিয়াছেন—Universal and 'Characteristic religion do not constitute two different religions, but two grades of the one religion. In 'Universal' religion Eucken deals very largely with the intellectual grounds of religion. He is aware that it is necessary for us to carry our whole potencies into religion. Intellect is one of these and we cannot afford to construct our religion on what comes into perpetual conflict with intellectual conceptions.' p 148.

"But 'universal' religion has its limitations, and has to pass

into something more characteristic, specific and personal· * * * 'Universal' religion culminates in a 'characteristic' or personal religion." pp. 149-150-

"Knowledge has given place to Love ; a region has been reached beyond all the contradictions of the world and beyond all the dialectics of knowledge. It is a region which includes the good of all without injuring the good of any ; and all the meaning of the world and of life is interpreted from this highest standpoint. This is the essence of 'Characteristic' or specific religion. On the level of the 'Universal' religion God was seen from the standpoint of the world ; in 'characteristic' religion the world is seen from the standpoint of God." p 156.

অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"The reality of spiritual life is not discovered in anything which is external to life ; it is to be found in life itself. The reality is revealed and, indeed, created by an act of the spirit of man. Such an act must be the act of one's own deepest being. But although such a new reality is not to be found in anything external to life, yet the very revelation points, as we have already observed, to something which is over—individual. Even the meaning of the reality itself, from its immanent side, is something quite other than the natural life and its contents. It is something revealed, but not as yet possessed ; it is hard to be reached ; and even within the man s own nature obstacles and hindrances of various kinds are to be found. But the new reality persists in the midst of hindrances ; the man discovers himself as the possessor of a deeper kind of truth than was present and operative in the ordinary life. A clevage is therefore made between the 'smal self' and the spiritual life. In the degree the former wins through the calling forth of the deepest activities of the

soul, in that degree does the transcendent aspect of the new reality urge itself upon man. And when the two aspects—immanent and transcendent of the reality are firmly grasped by the soul, the soul moves upward in the exploration and possession of its new world." pp 135-136.

অয়কেন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে "Truth of Relegion" (as translated by Tudor Jones) এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"Certainly, there are not two religions but simply one religion; but this one could well have different stages. and such stages might be indispensable to the complete vivification of the whole. Indeed if we take our stand decisively upon a religion of the Spiritual Life in opposition to a religion of the mere human kind, the more necessary it is to relate our religion to the whole of the Spiritual Life, or rather, to bind this spiritual life into a whole and to acknowledge it in its independence." p 416.

"The main concern and the main achievement of religion are to offer a foot-hold above the vacillation of things and to lead life to its most original sources. * * * * * It is only to him who fastens the inward aspects into a Whole, and, along with this, measures the whole of his potencies by the whole of the demand, that a radical change of life will carry him to the points where the presence of an Infinite life breaks forth and where the appropriation of such an Infinite Life for the first time affords an indestructible foundation which all the contradictions of the remaining world can only strengthen. Thus there lies in the relationship of religion to man a more than subjective—a more than personal element. Religion can produce this element only by recognising it as something that enters vitally into the life and not by conceiving of it as something only far off. (pp 427—428).

" * * * * such a significant culmination cannot take place unless the idea of God discloses further characteristics for man. * * * * In the apprehension of mankind the intimacy which the idea of God gains through its further inclusion in life is the most striking thing. The Highest power has not only taken into account human needs, but this Power has had communication with man, is present within his soul, has become his own life and nature, as well as his self-subsistence over against the order of the world. Here love is raised up into an image of the Godhead—love as a self-communication and as essential elevation of the nature, and as an expression of inmost fellowship. Since the whole of the Divine Life is here most intimately present, the relationship of Whole to Whole creates a new unity of life, * * * * there originates a mutual intercourse of the soul and God as between an I and Thou ; and the thought concerning the God-head is not able to become really powerful unless it endevours to be a living and operative unity Consequently, there culminates here a movement away from the colourless conception of the Godhead to that of a living and personal God." (pp. 429—30).

" Upon the ground of history there has never been presented a Universal religion of a self-reliant kind ; but a Universal religious mode of thought has rapidly fallen into decay as soon as it gave up all connection with the Charactristic mode of religion. But, at the same time, the Universal mode maintains an independent importance in so far as in it the elevation of man to spirituality becomes clearly and strongly apparent—an elevation which also belongs to the Characteristic or special mode." (p 417).

"Religion generally comprehends reality as a development or expression of a complete life ; but it makes a great

difference whether such a complete life appears as immediately present in the part, and as directly related to the part. The former view predominates in Universal religion, and the latter in Characteristic or specific religion." (p 450).

"In the whole of religion, indeed, the Univcrsal and the Characteristic modes work together." (p 418).

"The assertion of characteristic religion consists in the fact that a pure self-subsistence of the Spiritual Life within the human soul, as a communication of an Absolute Inner Life, involves a claim in which man reads his true nature and shapes his life accordinly; and involves the hope that he will gain an entire superiority to all coflicts and hindrances. (p 419)

" * * characteristic religion steps in with its fundamental assertion that a 'becoming' independence of pure inwardness and the unfolding of a new unity of life result;" (p. 421).

"That a new life of pure inwardness is not found in advance and does not depend upon particular effects, while yet man himself brings it forth and in the inmosts of his life, makes it the bearer and the cause of all, and that through this he gains a new kind of reality—all this is conceived by characteristic religion as a fact and a miracle for the defence of which it is ready to take up with confidence a struggle against the whole of the remaining world" (pp. 421-22).

"Such a turn invests religion with a sovereignty over the whole of life. Henceforth man gains out of the relationship to God not only some kind of promotion for his life, but he also gains a self-reliant life and nature over against the world and in the midst of the most serious upheavals and the threat of destruction. In this new life the self-subsistence of infinity becomes his own and opens out to him the final depth of reality. Thus the establishment of the relationship to the

Absolute Life as the exclusive ground of spiritual self-conservation must far precede all remaining tasks; and these tasks may not detain man, for this relationship now demands recognition unconditionally and exclusively as self-sufficient. And thus we find on the summits of religion the claim raised that all things are to be loved not for their own sake, but for the sake of God from whose energy they proceed; and consequently they are always relegated to a secondary place through such a mediation, all things thus acquiring value only in so far as they are founded in God and are filled in His life. All devotion to anything but God now appears as a robbing of God; all belief in one's own capability to perform anything as culpable pride. If thus God effects all in all and yet remains in Himself, no aim can lie outside Himself; and consequently the conviction develops that all happens for the glory of God" (pp. 422-23.)

"The new standard causes all which proceeds from natural impulse and from a satisfaction in one's powers to appear as insufficient; and, indeed, all now appears as a contradiction in the light of the higher order of things. * * * * Thus evil appears as a personal outrage—a grevious wrong and a contempt of the highest good; it shapes itself into sin and guilt, and it weighs upon the soul of man with incomparably greater heaviness; it sets the soul in agitation and fills it with alarm. Religions have often expressed all this in too anthropomorphic a manner and have distorted it almost to morbidness" (p. 424).

"It is evident that man's own energy is unable to save him from such a discord. If a rescue is possible, Divine power and grace must do the work. That such power and grace really accomplish this is the fundamental conviction of religion." (p. 425).

"The idea of the personality of God, which appears inadequate as soon as it is detached from the Life-process of religion and appears in a doctrinal form, is, when found within the Life-process, entirely obvious and indispensable. One may be clearly aware of the symbolic character of the idea; and yet, at the same time, grasp in it an incontestable intrinsic truth which he knows to be far above all mere anthropomorphism. For it is not that a merely human greatness has been transferred to the Divine, but that it is a return to the source of a Divine life and its mutual communication with man. * * because the Divine must be apprehended through the Divine within us." (p 430).

"But this intimacy is only one aspect of the idea of God; and the danger of falling into a merely human mode of conception is avoided if the further removal of God from immediate existence is simultaneously acknowledged. Characteristic religion brings forth a new content only in so far as it penetrates beyond the effects of divine activity in the universe to a self-subsistence, and recognises in this a new depth of reality superior to all other formative action. This can only happen through a loosening from the bonds of the world and an elevation above all the conceptions of the world; thus there appears here something simply not found in the world—a transcendent summit a mysterious sublimity. If this sublimity superior to the world secures an abode in the soul, and indeed, becomes the inmost and most intimate of our being, and enables us to participate in the self subsistence of infinity, it opens up within as a fathomless depth which relegates to a subsidiary place the existence that lies nearest to our hands and it makes us a problem to ourselves—a problem which transforms the whole of life—whilst it enables us to understand and to handle as a mere phase and appearance what at first

appeared to be its whole life. Thus it is the same religion which opens out from God to man and simultaneously opens itself out in man himself and becomes to him a great mystery. Therefore, in the idea of God the intimate and the ultimate must both be present if religion is to reach its full development and to avoid the dangers which everywhere threaten it. Thus the Godhead appears on the one hand, at an infinite height and distance above man, so that man, to his great sorrow, discovers his own littleness; and on the other, the Divine appears as the most intimate and as the dearest possession, so that man is raised thereby to immeasurable greatness." (p. 432).

"The fact that both tendencies intercace in one life-process, that they do not follow one the other but work together, that the unity is present in the manifold and the ultimate present in the intimate, starts an endless movement within the life, and enables it ever to renew its youth; life is thus carried beyond all limitation and forbids all self-sufficient conclusion. The contrast of the finite and the infinite, of the unreal and the perfect, which was already developed by reiigion of a Universal kind, and which was recognised as the secret of all sublimity, becomes for the first time an immediate personal experience of the whole man." (p 432).

"Even in its simple ultimate root religion, as a union of the new nature of man with God and as a participation of his being in an Absolute life, places the whole of Life under a new aspect, and causes an entire revolution of the being. Also the union with Divine brings a complete calm under the vicissitudes of life. * * The Infinite Power and Love that has grounded a new spontaneous nature in man over against a dark and hostile world, will conserve such a new nature and its spiritual nucleus.' (p 4

"Such a founding of love in the Absolute Life will shield it from the effiminacy and lightness which it so easily assumes amongst human relations; it will detach humanity from the external appearances to which it tends to cling and will unite it with the kernel of man's being." (p 443).

"In connection with activity within the religious world, * * This activity is characteristically shaped throughout in purport and motive, so that religion, in its specific and distinctive character, makes the Divine Love the origin and vehicle of all that happens in connection with human life. * * * * * "There flows out of faith a love and joy in the Lord, and out of love a joyous and free spirit to serve our neighbour out of one's own free will regardless of gratitude or ingratitude, praise or blame, loss or gain' (Luther). (p 468).

"All elevation however, is effected through a willing self-denial and sacrifice. 'The first motive in love is that I shall be no individual person for myself, and that if I were such, I should feel myself defective and incomplete. The second motive is that I win myself in another person, that I value in her what she in turn finds in me. Love is consequently a most painful contradiction which the understanding cannot untie, and in it there is nothing harder than that this exactness of consciousness is negated and needs still to be affirmed. Love is both the affirmation and the solution of the contradiction: as solution it is moral harmony. (*Hegel*)"—(p. 149).

এইরূপে বর্ত্তমানযুগের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অয়কেন সাহেব Universal Religion এবং Characteristic Religion এর মধ্যে প্রভেদ এবং ঈশ্বর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছে। তাঁহার উল্লিখিত Characteristic Religon এর সহিত গীতোক্ত ভক্তিযোগে উপাসনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তিনি যে ভাবে Universal Religion বুঝাইয়াছেন তাহার

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৪	২৩	হইলে	হইলেও
১৩	৬	হন	নহেন
২১	৩	মতা.	মমতা
২৩	১১	বিশ্বমিত্র	বিশ্বামিত্র
২৭	১৪	একমগ্র	একাগ্র
২৭	১৭	লোকপালাশ্রু	লোকপালার
২৯	২	সঃসয়ঃ	সংশয়ঃ
৩৯	২৪	যাহাতে	যা হ'তে
৪৫	১০	প্রবাল্যরূপ	প্রাবল্যরূপ
৫৩	১৬	অনবগাহ্য	অনবগ্রাহ্য
৬২	১৮	জ্ঞান	জ্ঞানে
৬৬	৯	একত্ব	একত্র
৭৫	১২	স্বাদ্যত্ত্ব্য	স্বাযত্ত্য
৮২	১৩	তাঁহাদের গণের মধ্যে	তাঁহাদের মধ্যে
৯২	১৭	ভতপ্রোত	ওতপ্রোত
১০০	১৭	পিতনামর্য্যমা	পিতণামর্য্যমা
১০৯	১২	বারণের	রাবণের
১১৩	২৩	সির্দ্ধারণ	নির্দ্ধারণ
১২৩	১৯	ভগবান	ভগবন্
১৩২	১১	ঋগ্বেদাদি	ঋগ্বেদাদিতে
১৩২	১৩	বিভূতি হয় কিরূপে	বিভূতি কিরূপে
১৩৩	২২	ভাবে	ভাব
১৩৪	৮	জুরাচোর	জুয়াচোর
১৩৭	১১	পূর্ণবিভাব	পূর্ণবিভব

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
১৪৩	১০	দণ্ডবিধর	দণ্ডবিধির
১৫০	৭	Essense	Essence
১৫৪	১০	সর্ব্বভূত	এ সমুদায়
১৫৪	২০	স্থাসমাশ্চ	স্থামসাশ্চ
১৬০	১৭	সংবাধিত	সংরক্ষিত
১৬১	২০	অভিব্যক্ত	অভিব্যক্তি
১৬২	২৪	মানবগনের	মানবজ্ঞানের
১৬৭	২১	অধক্ষতায়	অধ্যক্ষতার
		প্রকৃতিতেই	তাঁহার প্রকৃতিতেই
১৭০	১৪	প্রবৃত্তধর্ম্ম	প্রবৃত্তিধর্ম্ম
১৭০	২০	ঋষি	মহর্ষি
১৭০	২২	নিরসনের	নিয়মনের
১৭২	৮	ধর্ম্মাবিরুদ্ধ	অধর্ম্মবিরুদ্ধ
২০৮	২৫	আমরা বুঝিতে	আমরা বুঝিয়াছি।
২০৯	১	অতএব	সুতরাং
২০৯	২১	বাসুদেব	বসুদেব পুত্র
২৩৩	[illegible]	দ্রষ্টামিচ্ছামি	দ্রষ্টুমিচ্ছামি
২৪৭	১৩	pinneal	pincal
২৫২	৭	শতশোগহথ	শতশোহথ
২৫৪	১২	অতিরিক্ত	অতিরিক্ত
২৬৩	১৩	শাক্ত	শক্তি
২৭৩	৬	তৎসবিতুর্বয়েণ্যান্	তৎসবিতুর্বরেণ্যম্
২৭৩	১৮	নিরুপাধি	নিরুপাধিক
২৮৪	১৩	'সুয়'	'সুর'
২৯৬	১০	হইতে	হইবে
৩২২	১২	অবিরাম	করিবার
৩৩৫	১৭	প্রসবের	প্রণবের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৩৫৪	২০	অর্জ্জন	অর্জ্জুন
৩৭৮	১৯	Principiam	Principum
৪৬৪	২২	উল্লিখত	উল্লিখিত
৪৭৯	২২	সেরূপ	যেরূপ
৪৮১	১৭	নিরুপাধি	নিরুপাধিক
৪৯৬	১৯	নির্ব্বিকল্প	নির্ব্বিকল্প
